ভি. আই. লেনিন

আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণী
ও
কমিউনিস্ট আন্দোলন

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির জন্য একটি কর্মসূচীর খসড়া আর তার ব্যাখ্যা[১]

খসড়া কর্মসূচী

ক॥ (১) ক্রমবর্ধমান দ্রুতগতিতে রাশিয়ায় বড় বড় কলকারখানা গড়ে উঠছে, ধ্বংস করছে ছোট ছোট কারিগর আর কৃষকদের, তাদের রূপান্তরিত করছে বিত্তহীন শ্রমিকে, এবং দিনের পর দিন ক্রমবর্ধমান হারে জনগণকে টেনে নিয়ে আসছে কারখানায় এবং শিল্পপ্রধান গ্রাম ও ছোট ছোট শহরগুলিতে।

(২) ধনতন্ত্রের এই ক্রমোন্নতির অর্থ হল যে, মুষ্টিমেয় কারখানা মালিক, ব্যবসায়ী ও জমিদারদের মধ্যে প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যাচ্ছে তাদের সম্পদ আর বিলাসিতা, এবং আরো দ্রুতগতিতে বেড়ে যাচ্ছে শ্রমিকদের দারিদ্র আর তাদের উপর নির্যাতন। উৎপাদনে উন্নতি এবং বড় বড় কলকারখানায় মেসিনসমূহের প্রবর্তনের ফলে একদিকে যেমন সামাজিক শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ সুবিধা হয়েছে, অন্যদিকে আবার শ্রমিকদের উপর ধনিকদের ক্ষমতা সুদৃঢ় করার, বেকারী বৃদ্ধি করার এবং তার সাথে সাথে শ্রমিকদের নিঃসহায় অবস্থার তীব্রতা-বৃদ্ধি করার সুযোগ সুবিধা ঘটেছে।

(৩) কিন্তু শ্রমের উপর মূলধনের অত্যাচার উচ্চতম পর্যায়ে নিয়ে যাবার সাথে সাথে বড় বড় কারখানাগুলি শ্রমিকদের এমন একটি বিশেষ শ্রেণী সৃষ্টি করছে যারা মূলধনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে সক্ষম হয়ে উঠছে, কেননা তাদের জীবনযাত্রাই তাদের নিজ নিজ ছোট ছোট উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে তাদের সকল সম্পর্ক ধ্বংস করে দিচ্ছে, এবং তাদের একই সাধারণ শ্রমের মাধ্যমে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করে এবং কারখানা হতে কারখানায় তাদের বদলি করে বড় বড় কারখানাগুলি শ্রমজীবী জনসাধারণকে একজোট করছে। শ্রমিকেরা

ধনিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে আরম্ভ করছে এবং তাদের মধ্যে ঐক্যের জন্য গভীর প্রেরণা জেগে উঠছে। শ্রমিকদের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহগুলি থেকে জেগে উঠছে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম।

(৪) ধনিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর এই যে সংগ্রাম এ হল যারা অন্যের শ্রমের দ্বারা জীবন ধারণ করে সেইসব শ্রেণীর বিরুদ্ধে এবং সমস্ত শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এ সংগ্রামের শেষ শুধু হতে পারে শ্রমিকশ্রেণীর হাতে রাজনীতিক ক্ষমতা আসায়, সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সংগঠিত করবার জন্য সমগ্র সমাজের কাছে সমস্ত জমি, যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, মেসিনসমূহ এবং খনিসমূহ হস্তান্তর করায়—এই সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিকেরা যা কিছু উৎপন্ন করবে এবং উৎপাদনক্ষেত্রে যা কিছু উন্নতি করা হবে তার সব কিছুর সুযোগ-সুবিধা শ্রমজীবী জনসাধারণ নিজেরাই ভোগ করবে।

(৫) রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর যে আন্দোলন তা, তার চরিত্র ও লক্ষ্য অনুযায়ী হচ্ছে সকল দেশের শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক (সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক) আন্দোলনেরই অংশ।

(৬) মুক্তির জন্য রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর যে সংগ্রাম তার পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হল সম্পূর্ণ স্বৈরতান্ত্রিক সরকার আর তাদের দায়িত্ব-জ্ঞানহীন উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ। জমিদার ও ধনিকদের বিশেষাধিকারের উপর নিজের শক্তির ভিত্তি করে এবং তাদের স্বার্থ রক্ষা করেই এই সরকার নিম্নশ্রেণীগুলিকে কোনরকম অধিকার দিতেই অস্বীকার করছে এবং এইভাবে শ্রমিক আন্দোলনের গতি রুদ্ধ করছে এবং সমগ্র জনসাধারণের অগ্রগতিকে পিছিয়ে দিচ্ছে। সেজন্যই মুক্তির জন্য রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের ফলে অপরিহার্যরূপে দেখা দিচ্ছে স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের একচ্ছত্র ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

খ ॥ (১) রাশিয়ার সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি ঘোষণা করছে যে, শ্রমিকদের শ্রেণী-চেতনা বিকশিত করে, তাদের সংগঠনকে উন্নত করে এবং সংগ্রামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্দেশিত করে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর এই সংগ্রামকে সাহায্য করাই তাদের লক্ষ্য।

(২) মুক্তির জন্য রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর যে সংগ্রাম তা হল একটি রাজনীতিক সংগ্রাম এবং তার প্রথম লক্ষ্য হল রাজনীতিক স্বাধীনতা অর্জন করা।

(৩) সেজন্যই রাশিয়ার সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি, নিজেকে শ্রমিক আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন না করে, স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের একচ্ছত্র ক্ষমতার

বিরুদ্ধে, বিশেষাধিকার ভোগকারী ভূ-স্বামী শ্রেণীর বিরুদ্ধে এবং অবাধ প্রতি-যোগিতার পথে যা বিঘ্নস্বরূপ, ভূমিদাস ব্যবস্থার ও সমাজের জমিদারী ব্যবস্থার সেই সব অবশেষের (বা পদচিহ্নের) বিরুদ্ধে প্রত্যেকটি সামাজিক আন্দোলনকেই সমর্থন করবে।

(৪) অন্যদিকে, স্বৈরতান্ত্রিক সরকার আর তার উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ নিজেদের অভিভাবকত্ব জাহির করে মেহনতী শ্রেণীগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করার ভান করার যে সব চেষ্টা করে, তার বিরুদ্ধে। ধনতন্ত্রের বিকাশকে পিছিয়ে দেবার এবং তার পরিণাম হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীর বিকাশকে পিছিয়ে দেবার তাদের সকল চেষ্টার বিরুদ্ধে রাশিয়ার সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি সংগ্রাম করবে।

(৫) শ্রমিকদের মুক্তির ব্যবস্থা শ্রমিকশ্রেণীর নিজেরই করতে হবে।

(৬) রাশিয়ার জনসাধারণ স্বৈরতান্ত্রিক সরকার আর তার উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সাহায্য চায় না, তারা যা চায় তা হল ওদের নির্যাতন থেকে মুক্তি।

গ ॥ এই অভিমতগুলিকে গোড়ার কথা ধরে নিয়ে রাশিয়ার সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি সর্বাগ্রে এবং প্রধানত দাবি করছে :

(১) সংবিধান রচনার জন্য সকল নাগরিকের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত এক জেমস্কি সোবর (জিলা পরিষদ) আহ্বান করতে হবে।

(২) জাতিধর্ম নির্বিশেষে একুশ বছর বয়স্ক রাশিয়ার সকল নাগরিকের জন্য চাই সার্বজনীন ও প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার।

(৩) সমাবেশ ও সংগঠনের স্বাধীনতা, এবং ধর্মঘট করার অধিকার।

(৪) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা।

(৫) সমাজের জমিদারী ব্যবস্থার অবসান এবং আইনের সম্মুখে সকল নাগরিকের পূর্ণ সমানাধিকার।

(৬) ধর্মের স্বাধীনতা এবং সকল জাতিসত্তার সমানাধিকার। জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু রেজিস্ট্রি করার বিষয়টি স্বাধীন, অর্থাৎ পুলিশের কর্তৃত্ব থেকে স্বাধীন, পৌর কর্মচারীদের কাছে হস্তান্তর করতে হবে।

(৭) কর্মচারীদের উপরওয়ালাদের কাছে নালিশ না করেই যে কোন কর্মচারীকে অভিযুক্ত করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকেরই থাকবে।

(৮) পাসপোর্ট প্রথার অবসান। যে কোন জায়গায় যাতায়াত করবার এবং বসবাস করবার পূর্ণ স্বাধীনতা।

(৯) ব্যবসা বাণিজ্যের ও কাজ গ্রহণের স্বাধীনতা এবং গিল্ডসমূহের অবসান।

ঘ ॥ শ্রমিকদের জন্য রাশিয়ার সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি দাবি করছে :

(১) ধনিক ও শ্রমিকদের মধ্য থেকে সমান সংখ্যক নির্বাচিত জজদের নিয়ে সকল শিল্পে শিল্প আদালতসমূহের সংস্থাপনা।

(২) আইন করে কাজের সময় ৮ ঘণ্টা বেঁধে দিতে হবে।

(৩) আইন করে রাত্রিতে ও শিফ্‌টে কাজ নিষিদ্ধ করে দিতে হবে। ১৫ বছরের কম বয়স্ক শিশুদের কাজে নিয়োগ নিষিদ্ধ করতে হবে।

(৪) আইন করে জাতীয় ছুটির দিন স্থির করে দিতে হবে।

(৫) রাশিয়াব্যাপী সকল শিল্পে এবং সরকারী কারখানাগুলিতে এবং বাড়িতে কাজ করে এমন কারিগরদের ক্ষেত্রেও কারখানার আইন এবং কারখানা পরিদর্শনের নিয়ম চালু করতে হবে।

(৬) কারখানার ইনস্পেক্টরেরা থাকবে স্বাধীন, এবং তারা অর্থমন্ত্রী দপ্তরের অধীনে থাকবে না। কারখানার আইন যাতে পালিত হয় তা সুনিশ্চিত করবার উদ্দেশ্যে শিল্প আদালতের সদস্যদের আর কারখানার ইনস্পেক্টরদের থাকবে সমানাধিকার।

(৭) টাকার বদলে জিনিস, বিশেষতঃ কৃষিজাত দ্রব্য দিয়ে শ্রমিকদের বেতনশোধের প্রণালী সর্বত্র সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে হবে।

(৮) মজুরির সঠিক হার নির্ধারণ, তৈরী জিনিস বাতিল করে দেওয়া, সঞ্চিত জরিমানা কিভাবে ব্যয় করা হবে এবং কারখানার মালিকানায় পরিচালিত শ্রমিকদের বাসস্থান প্রভৃতি ব্যাপারে শ্রমিকদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের তদারকী চালু করতে হবে।

(জরিমানা, জিনিস বাতিল করা ইত্যাদি ব্যাপারে) যে কোন কারণেই হোক না কেন, শ্রমিকদের মজুরি থেকে সর্বসমেত রুবল প্রতি দশ কোপেকের বেশী কাটা হবে না বলে আইন প্রণয়ন করতে হবে।

(৯) কাজ করতে করতে শ্রমিকেরা যদি আহত হয় তার জন্য দায়ী থাকবে মালিক—এই মর্মে আইন প্রণয়ন করতে হবে—শ্রমিক যে দোষী তা মালিককে প্রমাণ করতে হবে।

(১০) *শ্রমিকদের জন্য স্কুল পরিচালনা করার* এবং তাদের চিকিৎসার জন্য সাহায্য দেওয়ার দায়িত্ব মালিকের—এই মর্মে আইন প্রণয়ন করতে হবে।

ঙ ॥ কৃষকদের জন্য রাশিয়ার সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি দাবি করছে :

(১) জমি পুনরুদ্ধারের জন্য কৃষকদের যে অর্থ দিতে হচ্ছে[২], সেই প্রথার অবসান চাই এবং এই প্রথানুসারে কৃষকেরা যে অর্থ ইতোমধ্যেই দিয়েছে তার জন্য কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সরকারী অর্থদপ্তরে কৃষকেরা যে অতিরিক্ত অর্থ জমা দিয়েছে তা তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে।

(২) ১৮৬১ সালে কৃষকদের যে জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল তা তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে।

(৩) কৃষকদের এবং জমিদারদের জমির ক্ষেত্রে ট্যাক্সের হার সম্পূর্ণ সমান করতে হবে।

(৪) সম্মিলিত দায়িত্ব প্রথার[৩] এবং নিজেদের জমি নিয়ে নিজেদের ইচ্ছানুসারে কৃষকদের কাজ করবার প্রতিবন্ধ হিসাবে যে সব আইন চালু আছে তার অবসান চাই।

কর্মসূচীর ব্যাখ্যা

কর্মসূচীটি তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে সেই সব মতবাদের কথাই বলা হয়েছে যার থেকে উদ্ভূত হয়েছে কর্মসূচীর বাকী ভাগগুলি। সমসাময়িক সমাজে শ্রমিকশ্রেণী কোন স্থান অধিকার করে রয়েছে, মালিকদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামের অর্থ ও তাৎপর্য কি এবং রাশিয়ান রাষ্ট্রে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক স্থান কোথায় তা এই ভাগেই দেখানো হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগে ঘোষণা করা হয়েছে **পার্টির লক্ষ্য কি**। এবং দেখানো হয়েছে রাশিয়ায় অন্যান্য রাজনৈতিক ঝোঁকের সাথে পার্টির সম্পর্ক কি। পার্টি এবং সকল শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকের কার্যকলাপ কি হওয়া উচিত এবং তাদের মনোভাব রাশিয়ান সমাজে অন্যান্য শ্রেণীর স্বার্থ ও সংগ্রাম সম্পর্কে কি হওয়া উচিত তা এই ভাগে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় ভাগে রয়েছে পার্টির ব্যবহারিক দাবিগুলি। এই ভাগটি আবার তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে রয়েছে দেশব্যাপী সংস্কারের দাবিগুলি। দ্বিতীয় অংশে শ্রমিকশ্রেণীর দাবিসমূহ ও কর্মসূচীর কথাই বলা হয়েছে। তৃতীয় অংশে রয়েছে কৃষকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দাবিগুলি। কর্মসূচীর ব্যবহারিক দিক

সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার পূর্বে এই সব অংশগুলির কিছুটা প্রাথমিক ব্যাখ্যা নীচে দেওয়া হল।

ক॥ (১) বড় বড় কলকারখানার দ্রুত ক্রমোন্নতির কথাই সর্বাগ্রে কর্ম-সূচীতে আলোচিত হয়েছে, কেননা সমসাময়িক রাশিয়ায় ইহাই হল প্রধান জিনিস যা সমস্ত পুরানো জীবনযাত্রা, বিশেষ করে মেহনতী শ্রেণীর জীবন-ধারণের ব্যবস্থা, সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করে দিচ্ছে। পুরানো ব্যবস্থায় কার্যতঃ দেশের সমস্ত সম্পদ উৎপন্ন হত ছোট ছোট সম্পত্তির অধিকারীদের দ্বারা—তারাই ছিল জনসংখ্যার মধ্যে বহুল পরিমাণে সংখ্যাগরিষ্ঠ। গ্রামে গ্রামে জনসাধারণ অনড় জীবনযাত্রাই যাপন করত, তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের বৃহত্তর অংশ হয় তাদের নিজেদের ভোগের জন্য থাকত নয় প্রতিবেশী গ্রামগুলির ছোট্ট বাজারের জন্য নির্দিষ্ট থাকত—নিকটস্থ অন্যান্য বাজারগুলির সাথে এই সব গ্রামের খুব কম সংযোগই ছিল। ছোট ছোট সম্পত্তির এই সব মালিকেরা আবার কাজ করত জমিদারদের জন্য—জমিদারেরা ওদের বাধ্য করত প্রধানতঃ তাদের নিজেদের ভোগের সামগ্রী উৎপন্ন করতে। বাড়িতে বাড়িতে যা উৎপন্ন হত তা দিয়ে অন্য জিনিস তৈরী করার জন্য সেগুলি দেওয়া হত কারিগরদের হাতে—এই সব কারিগরেরাও বাস করত গ্রামে কিংবা কাজ পাবার জন্য ঘুরে বেড়াত প্রতিবেশী অঞ্চলগুলিতে।

কিন্তু কৃষকেরা মুক্ত হবার পর, ব্যাপক জনসাধারণের জীবনযাত্রার এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটল: কারিগরদের ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানের জায়গায় দেখা দিতে লাগল বড় বড় কারখানা, সেগুলি অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতেই বেড়ে উঠল; সেগুলি উৎখাত করল ছোট ছোট সম্পত্তির মালিকদের, তাদের রূপান্তরিত করল মজুরে এবং শত শত, হাজার হাজার শ্রমিককে বাধ্য করল একসাথে কাজ করতে, প্রচুর জিনিস উৎপন্ন হতে থাকল—এগুলি বিক্রি হচ্ছে সমগ্র রাশিয়ায়।

কৃষকদের মুক্তি জনসাধারণের নিশ্চল অবস্থার অবসান ঘটাল এবং কৃষকদের এমন অবস্থার মধ্যে ফেলে দিল যেখানে তারা তাদের দখলে অবস্থিত টুকরো টুকরো জমি থেকে আর জীবিকা নির্বাহ করতে পারল না। কাতারে কাতারে লোক ঘর বাড়ি ছেড়ে জীবিকার সন্ধানে যাত্রা করল কারখানার উদ্দেশে বা যেখানে রেল লাইন নির্মাণ হচ্ছে সেখানে কাজের সন্ধানে—এই রেল লাইন রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করছিল এবং বড় বড় কার-খানায় উৎপন্ন সামগ্রী সবত্র নিয়ে যাচ্ছিল। কাতারে কাতারে লোক কাজের

জন্য গেল বিভিন্ন শহরে; সেখানে তারা অংশ গ্রহণ করল কারখানা এবং ব্যবসাবাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের জন্য বাড়ি-নির্মাণের কাজে, তারা অংশ গ্রহণ করল কারখানায় কারখানায় জ্বালানি বহন করবার কাজে এবং কারখানার জন্য কাঁচামাল তৈরীর কাজে। শেষপর্যন্ত অনেক লোক আবার বাড়িতেই কাজ পেল—তারা কাজ করছিল সেই সব ব্যবসায়ী ও কারখানা মালিকের জন্য যারা নিজেদের প্রতিষ্ঠানগুলিকে সম্প্রসারিত করার ব্যাপারে পিছিয়ে পড়েছিল। অনুরূপ পরিবর্তন ঘটল কৃষিক্ষেত্রে; জমিদারেরা বিক্রির জন্য শস্য উৎপাদন করতে আরম্ভ করল, কৃষকদের মধ্য থেকে বড় বড় চাষীদের আবির্ভাব ঘটল, উদয় হল ব্যবসায়ীদের এবং বাইরে শত শত কোটি পুড শস্য বিক্রি শুরু হল। উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হল বেতনভুক্ শ্রমিকদের, এবং লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি কৃষক তাদের ছোট্ট জমিজমা ছেড়ে দিয়ে বিক্রির জন্য শস্য উৎপাদনে নিযুক্ত নতুন মালিকদের নিয়মিত বা দিন মজুর হিসাবে কাজ করতে চলে গেল। পুরানো জীবনযাত্রায় এই যে সব পরিবর্তন তার কথাই বর্ণনা করা হয়েছে কর্মসূচীতে—সেখানে বলা হয়েছে যে, বড় বড় কারখানা ছোট ছোট কারিগর আর কৃষকদের ধ্বংস করছে। তাদের রূপান্তরিত করছে মজুরে। ক্ষুদ্রাকার উৎপাদন ব্যবস্থার জায়গায় সর্বত্র দেখা দিচ্ছে বৃহদাকার উৎপাদন ব্যবস্থা এবং এই বৃহদাকার উৎপাদন ব্যবস্থায় সাধারণ শ্রমিকেরা হচ্ছে ভাড়াটে মজুর মাত্র—মজুরির বিনিময়ে ধনিকেরা তাদের খাটিয়ে নিচ্ছে; এই সব ধনিকেরা আবার বিশাল মূলধনের মালিক. তারা গড়ে তুলছে বিরাট বিরাট কারখানা, প্রচুর পরিমাণে কিনছে নানা দ্রব্যসামগ্রী এবং শ্রমিকদের মিলিত পরিশ্রমে ব্যাপক আকারে উৎপন্ন এই সব জিনিসের সমস্ত মুনাফাই নিজেরা আত্মসাৎ করছে। উৎপাদন হয়ে দাঁড়িয়েছে ধনতান্ত্রিক এবং গ্রামে গ্রামে ছোট ছোট সম্পত্তির মালিকদের নিশ্চল জীবনযাত্রাকে ধ্বংস করে দিয়ে, সাধারণ অদক্ষ শ্রমিক হিসাবে নিজেদের শ্রম ধনিকদের নিকট বিক্রি করবার জন্য দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করতে তাদের বাধ্য করে এই উৎপাদনব্যবস্থা ছোট ছোট সম্পত্তির সমস্ত মালিকদের উপরই নির্দয় ও নৃশংস চাপ সৃষ্টি করছে। ক্রমবর্ধমান হারে জনসাধারণের একটি অংশ চিরকালের জন্য গ্রামাঞ্চল এবং কৃষি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে এবং তারা এসে ভিড় করছে শহরে শহরে, কারখানায় কারখানায় এবং শিল্পকেন্দ্রিক গ্রাম ও ছোট ছোট শহর-গুলিতে; এই ভাবে তৈরী হচ্ছে বিত্তহীন এক বিশেষ শ্রেণী, ভাড়াটে প্রলেতারীয় শ্রমিকদের শ্রেণী, যারা শুধু নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রি করেই জীবনধারণ করছে।

বড় বড় কারখানা দেশের জীবনযাত্রায় যে সব বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এসেছে তা হল এই—ক্ষুদ্রাকার উৎপাদন ব্যবস্থার জায়গায় দেখা দিচ্ছে বৃহদাকার উৎপাদন ব্যবস্থা, ছোট ছোট সম্পত্তির মালিকেরা রূপান্তরিত হচ্ছে বেতনভুক্ মজুরে। সমগ্র মেহনতী মানুষের জীবনে এ পরিবর্তনের অর্থ কি এবং দেশকে এ পরিবর্তন কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? এ কথাই বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে কর্মসূচীতে।

ক॥ (২) ক্ষুদ্রাকার উৎপাদন ব্যবস্থাকে হটিয়ে দিয়ে যখন বৃহদাকার উৎপাদন ব্যবস্থা দেখা দিল তখন তার সাথে সাথে ছোট ছোট সম্পত্তির মালিক বিশেষের হাতে সঞ্চিত অল্প পরিমাণ অর্থের জায়গায় দেখা দিল মূলধন হিসাবে নিয়োজিত প্রচুর পরিমাণ অর্থ, অল্প ও অকিঞ্চিৎকর মুনাফার জায়গায় দেখা দিল কোটি কোটি টাকার মুনাফা। সেজন্যই ধনতন্ত্রের ক্রমোন্নতির ফলে সর্বত্র বিলাসিতা আর ধনসম্পদ বেড়ে যাচ্ছে। রাশিয়ায় উদয় হয়েছে বড় বড় ফিন্যান্স মূলধনে ধনশালী ব্যক্তিদের, কারখানা মালিকদের, রেল কোম্পানীর মালিকদের, ব্যবসায়ীদের এবং ব্যাঙ্ক মালিকদের এক সমগ্র শ্রেণী, উদয় হয়েছে সেই সব লোকের এক সমগ্র শ্রেণী যারা শিল্পপতিদের সুদে টাকা ধার দিয়ে তার থেকে উদ্ভূত আয়ে জীবিকা নির্বাহ করছে; জমি পুনরুদ্ধারের জন্য কৃষকেরা যে ক্ষতি-পূরণ দিচ্ছিল তা থেকে বিরাট অর্থ পেয়ে, কৃষকদের জমির প্রয়োজনীয়তার সুযোগ নিয়ে তাদের কাছে ইজারা দেওয়া জমির দাম বাড়িয়ে দিয়ে, এবং নিজেদের জমিদারিতে বীট-চিনির বড় বড় শোধনাগার ও ভাটিখানা স্থাপন করে, বড় বড় জমিদারেরা ধনশালী হয়ে উঠেছে। এই সব ধনবান শ্রেণীর বিলাসিতা ও অমিতব্যয়িতা অতুলনীয় আকার ধারণ করেছে এবং বড় বড় শহরের প্রধান প্রধান রাস্তার দু'ধারে গড়ে উঠেছে তাদের রাজকীয় বাসভবন আর বিলাসে-ভরা প্রাসাদ। কিন্তু ধনতন্ত্র যতই উন্নত হতে থাকল শ্রমিকদের অবস্থা ততই নিয়মিতভাবে আরো খারাপ হতে লাগল। কৃষকদের মুক্তির ফলে যদি কোন কোন জায়গায় তাদের আয় বেড়ে থাকে, তবে তা খুব সামান্যই বাড়ল, কিন্তু তা-ও বেশী দিনের জন্য নয়, কারণ গ্রামের পর গ্রাম থেকে কাতারে কাতারে ক্ষুধার্ত মানুষ শহরে এসে ভিড় করার ফলে শ্রমিকদের মজুরি হার কমে গেল; অন্যদিকে কিন্তু খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম দিনের পর দিন বেড়ে যেতে লাগল. এর ফলে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, শ্রমিকেরা তাদের বর্ধিত মজুরি দিয়ে জীবন ধারণের উপযোগী জিনিসপত্র পূর্বের তুলনায় অনেক কমই কিনতে পারল; কাজ

পাওয়াও দিনের পর দিন অধিকতর কষ্টসাধ্য হয়ে উঠল ; ধনীদের বিলাসে-ভরা বড় বড় প্রাসাদের পাশাপাশি (বা শহরতলীতে) গড়ে উঠল শ্রমিকদের বস্তি যেখানে ছোট ছোট খুপরির মধ্যে, ভিড়-করা, সঁ্যাৎসেঁতে এবং ঠাণ্ডায় ভরা বাসস্থানে এবং এমনকি নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকটে মাটির নীচে নির্মিত আশ্রয়ে শ্রমিকেরা বাস করতে বাধ্য হল। মূলধন যখন আরো বিরাট আকার ধারণ করল তখন তা শ্রমিকদের উপর আরো বেশী চাপ সৃষ্টি করল, তাদের পরিণত করল নিঃস্বে, তাদের বাধ্য করল তাদের সমস্ত সময় কারখানার কাজে নিয়োগ করতে এবং শ্রমিকদের স্ত্রী ও সন্তানদেরও কাজ করতে যেতে বাধ্য করল। সুতরাং এই হল প্রথম পরিবর্তন যার দিকে ধনতন্ত্রের ক্রমোন্নতি সমাজকে নিয়ে যাচ্ছে : মুষ্টিমেয় ধনিকের সিন্দুক ভরে উঠছে প্রচুর ধনসম্পদে, আর অন্যদিকে জনসাধারণের ব্যাপকতম অংশ পরিণত হচ্ছে নিঃস্বে।

ক্ষুদ্রাকার উৎপাদনের জায়গায় বৃহদাকার উৎপাদন দেখা দেবার ফলে উৎপাদনে অনেক উন্নতি ঘটেছে—এ ঘটনার মধ্যে নিহিত রয়েছে দ্বিতীয় পরিবর্তন। প্রত্যেকটি ছোট কর্মশালায়, প্রত্যেকটি বিচ্ছিন্ন পরিবারে এককভাবে, আলাদা-ভাবে কাজ করা হত—সর্বপ্রথমেই এই ব্যবস্থার জায়গায় দেখা দিল একজন জমিদারের জন্য, একজন কন্‌ট্রাক্টরের জন্য একটি কারখানায় সম্মিলিত শ্রমিকদের একসাথে কাজ করবার ব্যবস্থা। এক ব্যক্তির আলাদা শ্রমের চেয়ে অনেকের মিলিত শ্রম অনেক বেশী কার্যকর (উৎপাদনশীল), এবং এর ফলে অনেক বেশী সহজে এবং দ্রুতগতিতে জিনিসপত্র তৈরী করা সম্ভব হল। কিন্তু এই সব উন্নতির ফলভোগ করছে শুধু ধনিকেরা ; তারা শ্রমিকদের বিশেষ কিছুই দিচ্ছে না কিন্তু শ্রমিকদের মিলিত শ্রমের ফলে যে মুনাফা অর্জিত হচ্ছে তা সবই তারা আত্মসাৎ করছে। দিনের পর দিন ধনিকেরা আরো বেশী শক্তিশালী হচ্ছে, আর শ্রমিকেরা হচ্ছে আরো দুর্বল, কারণ শ্রমিক একই রকম কাজ করতে অভ্যস্ত হচ্ছে এবং তার পক্ষে অন্য ধরনের কাজ করতে যাওয়া, নিজের কাজের বৃত্তি পরিত্যাগ করা অধিকতর কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

উৎপাদনে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ আর একটি উন্নতি হল ধনিকের দ্বারা **মেসিনের** প্রবর্তন। মেসিন ব্যবহারের ফলে শ্রমের কার্যকারিতা অনেকগুণ বেড়ে যায় ; কিন্তু এই সব সুবিধা ধনিক শ্রমিকের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করে : মেসিন প্রবর্তনের ফলে কম কায়িক শ্রমের প্রয়োজন হয় - এরই সুবিধা নিয়ে ধনিক মেসিনে কাজ করবার জন্য নারী ও শিশুদের নিযুক্ত করে এবং তাদের কম মজুরি দেয়। যেখানে

মেসিন ব্যবহার করা হচ্ছে সেখানে অনেক কম সংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন—এরই সুবিধা নিয়ে ধনিক ব্যাপকভাবে শ্রমিকদের কারখানা থেকে ছাঁটাই করে এবং তারপরে সে এই বেকারীর সুযোগ নেয় শ্রমিকদের আরো বেশী দৃঢ়ভাবে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে, কাজের ঘণ্টা বাড়িয়ে দিতে, রাতের বিশ্রাম থেকে শ্রমিকদের বঞ্চিত করতে এবং শ্রমিককে মেসিনের একটি উপাঙ্গে পরিণত করতে। মেসিন প্রবর্তনের ফলে যে বেকারী দেখা দিয়েছে এবং যে বেকারী ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে সেই বেকারী এখন শ্রমিককে সম্পূর্ণভাবে নিঃসহায় করে তুলেছে। সে তার দক্ষতার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলছে, অনায়াসে তার জায়গায় এনে বসানো হচ্ছে একেবারে অদক্ষ একজন শ্রমিককে, সে-ও আবার খুব তাড়াতাড়ি মেসিনের কাজে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে এবং সানন্দে অনেক কম মজুরিতে কাজ করতে সম্মত হচ্ছে। ধনিকের ক্রমবর্ধমান অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করবার কোন রকম চেষ্টা করলেই শ্রমিকদের ভাগ্যে এসে জুটে ছাঁটাই। নিজের দিক থেকে শ্রমিক মূলধনের বিরুদ্ধে নিজেকে সম্পূর্ণ অসহায় মনে করে এবং মেসিন তাকে ধ্বংস করবারই ভয় দেখায়।

ক ॥ (৩) পূর্বের পয়েন্টটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়েছিলাম যে, যে-ধনিক মেসিন প্রবর্তন করছে তার বিরুদ্ধে শ্রমিক তার নিজের দিক থেকে নিজেকে মনে করে অসহায় ও প্রতিরোধ করতে অক্ষম। নিজেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে শ্রমিককে যে করেই হোক ধনিকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করবার উপায় খুঁজে বের করতে হবে। এবং এই উপায় সে খুঁজে পায় **সংগঠনে**। নিজের দিক থেকে অসহায় শ্রমিক একটি শক্তি হয়ে দাঁড়ায় যখন সে তার কমরেডদের সাথে মিলে সংগঠিত হয়ে উঠে এবং তখন সে ধনিকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে এবং তার আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হয়।

বিরাট মূলধনের সামনে এখন শ্রমিক দাঁড়িয়ে, তার কাছে **সংগঠন** এখন অপরিহার্য। কিন্তু একই কারখানায় কাজ করেও যারা পরস্পরের কাছে অপরিচিত সেই সব বিবিধ ধরনের মানুষকে সংগঠিত করা কি সম্ভব? কর্মসূচীতে সেই অবস্থার কথাই বলা হয়েছে যা শ্রমিকদের ঐক্যের জন্য প্রস্তুত করে তোলে এবং তাদের মধ্যে সংগঠিত হবার ক্ষমতা ও যোগ্যতা বিকশিত করে তোলে। এই অবস্থাগুলি হচ্ছে নিম্নরূপ : (১) মেসিনে উৎপাদন ব্যবস্থার জন্য সারা বছর ধরে প্রয়োজন হয় কাজের—মেসিনে উৎপাদন ব্যবস্থা-সম্বলিত বিশাল কারখানা শ্রমিক আর জমির মধ্যে এবং তার নিজের খামারের মধ্যে যোগসূত্র সম্পূর্ণভাবে

ছিন্নভিন্ন করে দেয়, তাকে সম্পূর্ণভাবে প্রলেতারীয় করে তোলে। ছোট্ট এক টুক্রো জমিতে নিজের জন্য চাষাবাদ করার ব্যবস্থা শ্রমিকদের বিভক্ত করেই রেখেছিল এবং তাদের প্রত্যেকের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিল একটি নির্দিষ্ট বিশেষ স্বার্থ, সে স্বার্থ ছিল তার সহকর্মীর স্বার্থ থেকে পৃথক এবং এভাবে এ ব্যবস্থা সংগঠনের পথে বাধাস্বরূপ ছিল। জমির সাথে শ্রমিকের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ফলে এই সব বাধাও দূর হয়ে যায়। (২) অধিকন্তু, লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের মিলিত কাজই শ্রমিকদের অভ্যস্ত করে তোলে মিলিতভাবে তাদের প্রয়োজনের কথা আলোচনা করতে, মিলিতভাবে সংগ্রাম করতে, এবং তাদের পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দেয় যে সমগ্র শ্রমিক জনসাধারণের অবস্থা ও স্বার্থ অভিন্ন। (৩) সর্বশেষে, কারখানা থেকে কারখানায় শ্রমিকদের অবিরাম বদলি তাদের অভ্যস্ত করে তোলে বিভিন্ন কারখানার অবস্থা ও কাজের রীতি তুলনা করে দেখতে এবং তাদের সক্ষম করে তোলে সকল কারখানায় শোষণের একইরূপ সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাতে, ধনিকের সাথে অন্যান্য শ্রমিকের সংঘর্ষের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে এবং এইভাবে শ্রমিকদের সংহতি বাড়িয়ে তোলে। এখন এই অবস্থাগুলিকে একত্র করলে যা দাঁড়ায় তারই জন্য, বড় বড় কারখানার আবির্ভাবের ফলে দেখা দিয়েছে শ্রমিকদের সংগঠন। রাশিয়ার শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্যের অভিব্যক্তি প্রধানতঃ এবং সচরাচর দেখা যায় ধর্মঘটগুলিতে (ইউনিয়ন বা পারস্পরিক সাহায্য সমিতির আকারে সংগঠন এখনো কেন শ্রমিকদের নাগালের বাইরে রয়েছে, তার কারণ আরো বিস্তৃতভাবে আমরা আলোচনা করব)। বড় বড় কারখানা যতই বিকাশ লাভ করতে থাকে ততই শ্রমিকদের ধর্মঘট ঘনঘন ঘটতে থাকে এবং শক্তিশালী ও অনমনীয় হতে থাকে, ধনতন্ত্রের অত্যাচার যতই বাড়তে থাকে, ততই শ্রমিকদের মিলিত প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তাও বাড়তে থাকে। কর্মসূচীতে যে ভাবে বলা হয়েছে ঠিক সেইভাবেই শ্রমিকদের ধর্মঘট ও বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহ এখন রাশিয়ার কারখানায় কারখানায় সর্বাপেক্ষা বহুবিস্তৃত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু, ধনতন্ত্রের আরো ক্রমোন্নতি এবং ঘনঘন ধর্মঘটের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে, এগুলি অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হয়। মালিকেরা তাদের বিরুদ্ধে মিলিত কর্মশক্তি প্রয়োগ করে: তারা নিজেদের মধ্যে চুক্তি সম্পন্ন করে অন্য অঞ্চলগুলি থেকে শ্রমিকদের নিয়ে আসে এবং রাষ্ট্রযন্ত্র যারা পরিচালনা করে, যারা শ্রমিকদের প্রতিরোধ চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে সাহায্য করে তাদেরই কাছে মালিকেরা সাহায্যের জন্য হাত পাতে। প্রতিটি আলাদা আলাদা কারখানার এক একজন মালিকের

সম্মুখীন হওয়ার পরিবর্তে শ্রমিকদের এখন **সমগ্র ধনিকশ্রেণীর** আর তাদের যারা সাহায্য করে সেই সরকারের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সমগ্র **ধনিকশ্রেণী** সংগ্রাম পরিচালনা করে সমগ্র **শ্রমিকশ্রেণীর** বিরুদ্ধে ; তারা ধর্মঘটের বিরুদ্ধে একই ব্যবস্থা অবলম্বন করে, শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থবিরোধী আইন প্রণয়নের জন্য তারা সরকারকে চাপ দেয়, তারা কারখানাগুলিকে লোকালয় থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় যেখানে যাতায়াতের প্রচুর অসুবিধা বিদ্যমান, বাড়িতে বসে যারা কাজ করে তাদের মধ্যে কাজ বিলি করে দেবার প্রথা তারা চালু করে এবং শ্রমিকদের বিরুদ্ধে তারা হাজারো রকম ফন্দি ফিকির অবলম্বন করে। সমগ্র ধনিকশ্রেণীকে প্রতিরোধ করবার জন্য আলাদা একটি কারখানার, এমনকি আলাদা একটি শিল্পের শ্রমিকদের সংগঠন অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হচ্ছে এবং **সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর** মিলিত সংগ্রাম একান্ত অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইভাবে শ্রমিকদের বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহগুলি থেকেই জন্মলাভ করে সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম। মালিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সংগ্রাম রূপান্তরিত হয় এক **শ্রেণী-সংগ্রামে**। শ্রমিকদের অধীনস্থ করে রাখার এবং তাদের যতদূর সম্ভব কম মজুরি দেবার একটি স্বার্থের দ্বারাই সকল মালিক ঐক্যবদ্ধ। এবং মালিকেরা একথাও উপলব্ধি করে যে, সমগ্র মালিকশ্রেণীর পক্ষ থেকে মিলিত কর্মশক্তি প্রয়োগ করে, রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করেই তারা নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষিত করতে পারে এবং এই হল একমাত্র পথ। শ্রমিকেরাও অনুরূপভাবে **সমস্বার্থের** দ্বারা একসূত্রে বাঁধা—সে স্বার্থ হল মূলধনের দ্বারা তারা যে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তা প্রতিহত করা, জীবনধারণের এবং মানুষের মতন বেঁচে থাকার তাদের যে অধিকার সে অধিকারকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা। অনুরূপভাবে শ্রমিকদের মধ্যেও দৃঢ় প্রত্যয় জাগছে যে তাদেরও ঐক্য চাই, তাদেরও চাই সমগ্র শ্রেণীর, শ্রমিকশ্রেণীর মিলিত কর্মপ্রচেষ্টা এবং এ জিনিস অর্জন করবার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর তাদেরও প্রভাব বিস্তার করতে হবে।

ক ॥ (৪) কি ভাবে এবং কেন কারখানার শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সংগ্রাম শ্রেণী-সংগ্রাম, ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে—বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম—প্রলেতারিয়ানদের সংগ্রাম হয়ে দাঁড়ায় তা আমরা ব্যাখ্যা করেছি। প্রশ্ন দাঁড়ায়, সমগ্র জনসাধারণের জন্য এবং সমস্ত মেহনতী জনসাধারণের জন্য এই সংগ্রামের তাৎপর্য কি ? ১নং পয়েন্টের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যার কথা আমরা ইতোমধ্যেই বলেছি সেই বর্তমান পরিস্থিতিতে বেতনভুক শ্রমিকদের দ্বারা যে উৎপাদন চলছে তা

ক্রমবর্ধমান হারে ছোট ছোট আর্থনীতিক ব্যবস্থাকে হটিয়ে দিচ্ছে। **শ্রমের মজুরি দিয়ে যারা জীবনধারণ করে** সেই সব লোকের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে যাচ্ছে, কারখানার যারা নিয়মিত শ্রমিক তাদের সংখ্যাই যে শুধু বাড়ছে তা নয়, জীবনধারণের উদ্দেশ্যে মজুর হিসাবে কাজের সন্ধানে যাদের ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে সেরকম কৃষকের সংখ্যাও অত্যধিক মাত্রায় বেড়ে যাচ্ছে। বর্তমানে, ভাড়াটে হিসাবে কাজ করা, ধনিকের জন্য কাজ করাই ইতোমধ্যে শ্রমের সর্বাপেক্ষা ব্যাপক রূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু শিল্পের নয়, কৃষিক্ষেত্রেও, জনসাধারণের বেশীর ভাগ শ্রমের উপর মূলধনের প্রভুত্বের নাগপাশে আবদ্ধ। এখন মজুরি-শ্রমের এই যে শোষণ বর্তমানে সমাজের অভ্যন্তরে চলছে তাকে বড় বড় কারখানাগুলি চরম পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে। সকল শিল্পে সমস্ত ধনিকেরা শোষণের যে সব পদ্ধতি প্রয়োগ করছে এবং যার খপ্পরে নির্যাতিত হচ্ছে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর সমগ্র জনসাধারণ তা আজ কেন্দ্রীভূত, সুতীব্র হয়ে উঠেছে, কারখানার অভ্যন্তরেও তাকেই স্বাভাবিক নিয়ম করা হয়েছে এবং শ্রমিকদের শ্রম ও জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তাকে বিস্তৃত করা হয়েছে; শোষণের এই সব পদ্ধতিই সৃষ্টি করে এমন একটি সমগ্র রুটিন, এমন একটি সমগ্র ব্যবস্থা যার দৌলতে ধনিক শ্রমিকের ঘাম ঝরায়। একটি উদাহরণ দিয়ে এই ব্যাপারের বর্ণনা করা যাক: সকল সময়ে এবং সকল জায়গায়ই, ভাড়াটে মজুর হিসাবে যে ব্যক্তি কাজ করে সে ব্যক্তি বিশ্রাম করে, কাজ ছেড়ে দিয়ে ছুটির দিন উপভোগ করতে যায় যদি সে ছুটির দিনের উৎসব কাছাকাছি কোথাও পালিত হয়। কারখানায় কিন্তু অবস্থা সম্পূর্ণ অন্য রকমের। একবার যখন কারখানার কর্তৃপক্ষ একজন শ্রমিককে কাজে নিযুক্ত করেছে তখন তারা তাদের খুশিমতন শ্রমিকের কাছ থেকে কাজ আদায়ের ব্যবস্থা করে নেয়, শ্রমিকের অভ্যাস, তার চিরাচরিত জীবনযাত্রা, তার পারিবারিক অবস্থা, তার বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের প্রয়োজনীয়তার প্রতি কোন দৃষ্টিই তারা দেয় না। কারখানার প্রয়োজনের সঙ্গে তার সমগ্র জীবনকে খাপ খাইয়ে নিতে, তার বিশ্রামের সময়কে টুকরো টুকরো করে ভাগ করে ফেলতে, এবং যদি সে সিফ্‌টে কাজ করে তবে তাকে রাত্রে এবং ছুটির দিনগুলিতে কাজ করতে বাধ্য করে শ্রমিককে কারখানা সেইভাবেই খাটিয়ে নেয় যেভাবে যখন শ্রমিকের শ্রম তার প্রয়োজন হয়। কাজের সময়ের অন্যায় সুবিধা গ্রহণের যত রকম উপায় ধারণা করা যায় তা সবই কারখানায় চালু হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে কারখানা তার নিজের "নিয়ম-কানুন" তার নিজের "কাজের রীতি" প্রবর্তন করে এবং সেগুলি

প্রত্যেকটি শ্রমিকের পক্ষেই বাধ্যতামূলক। কারখানায় যে ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত তা চিন্তিতভাবেই চালু করা হয়েছে ভাড়াটে মজুর যতটা শ্রম দিতে সক্ষম তার সবটুকুই নিঙড়ে নেবার জন্য, সবচেয়ে দ্রুতগতিতে এই শ্রম নিঙড়ে নেবার জন্য এবং তারপর তাকে কারখানা থেকে বাইরে ফেলে দেবার জন্য! আর একটি উদাহরণ দেখা যাক। কারখানায় যারা কাজ নেয় তারা সকলেই, অবশ্য, মালিকের কাছে মাথা নত করতে, মালিক যা নির্দেশ দেবে তার সবকিছুই পালন করতে প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু যখন কোন ব্যক্তি কোন সাময়িক কাজে ভাড়াটে মজুর হিসাবে কাজ করে, তখন কিন্তু সে নিজের ইচ্ছাবৃত্তিকে কোনমতেই বিসর্জন দেয় না; যদি সে দেখে যে, তার মালিকের দাবি অন্যায় বা অত্যধিক তাহলে সে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে আসে। কারখানা কিন্তু দাবি করে যে, শ্রমিককে তার ইচ্ছাবৃত্তি সম্পূর্ণভাবে মালিকের কাছে বিসর্জন দিতে হবে; কারখানা তার প্রাচীরের মধ্যে প্রবর্তন করে শৃঙ্খলা, শ্রমিককে বাধ্য করে ঘণ্টাধ্বনির সাথে কাজ আরম্ভ বা বন্ধ করতে, নিজেই গ্রহণ করে শ্রমিককে শাস্তি দেবার অধিকার এবং তার নিজেরই রচিত আইন-কানুন একটিও ভঙ্গ করলে কারখানার মালিক শ্রমিকের মজুরি কেটে নেয় বা তার কাছ থেকে জরিমানা আদায় করে। শ্রমিক মেসিনসমূহের এক বিরাট সমষ্টির অংশ হয়ে দাঁড়ায়। মেসিনের মতনই তাকেও আজ্ঞানুবর্তী হয়ে চলতে হবে, তাকে থাকতে হবে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে এবং তার নিজের কোন ইচ্ছাশক্তি থাকবে না।

আরো একটি উদাহরণ দেয়া যাক। যে কোন ব্যক্তিই মালিকের অধীনে কাজ করে তার জীবনে প্রায়শই এরকম ঘটনা ঘটে যখন সে মালিকের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে এবং তখন সে মালিকের বিরুদ্ধে আদালতে বা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর নিকট নালিশ করে। কিন্তু উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী এবং আদালত উভয়েই সাধারণতঃ মালিকের স্বার্থের অনুকূলেই মামলার মীমাংসা করে দেয়, মালিককেই তারা সমর্থন করে, কিন্তু মালিকের এই যে স্বার্থরক্ষা, তা কোন সাধারণ নিয়ম-কানুন বা আইনের উপর ভিত্তি করে করা হয় না, তা করা হয় ঐসব উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের গোলামসুলভ মনোবৃত্তির উপর ভিত্তি করে—এরা বিভিন্ন সময়ে কমবেশী মাত্রায় মালিকের স্বার্থই রক্ষা করে থাকে এবং এরা অন্যায়ভাবে মালিকের স্বার্থের অনুকূলেই বিষয়গুলির মীমাংসা করে দেয়; এর কারণ হল হয় তারা মালিকেরই পরিচিত

ব্যক্তি, নয় কারখানায় কাজের অবস্থা সম্বন্ধে তারা ওয়াকিবহাল নয় এবং তারা শ্রমিককে বুঝতে পারে না। এরকম অবিচারের প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক ঘটনা নির্ভর করে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক সংঘর্ষের উপর, প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর উপর। অন্যদিকে কারখানা এমন এক বিপুল সংখ্যক শ্রমিককে এক সাথে জড় করে, অত্যাচারের মাত্রাকে এমন এক উচ্চস্তরে নিয়ে যায় যে, প্রত্যেকটি ঘটনা পৃথক পৃথকভাবে পরীক্ষা করে দেখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণ নিয়ম-কানুন চালু করা হয়েছে, শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক কি হবে সে সম্পর্কে আইনও রচনা করা হয়েছে এবং সে-আইন সকলের ক্ষেত্রেই বাধ্যতামূলক। এই আইনে অবশ্য মালিকের স্বার্থের উন্নতি বিধানই রাষ্ট্র কর্তৃত্বদ্বারা সমর্থিত। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী-দের অবিচারের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করা হল আইনের নিজেরই অবিচার। দেখা দিল নানারকম নিয়ম-কানুন, যেমন: যদি শ্রমিক কাজে অনুপস্থিত থাকে তবে তার মজুরিই শুধু কাটা যাবে না, অধিকন্তু তাকে জরিমানা দিতে হবে, কিন্তু কাজ না থাকার দরুন যদি মালিক শ্রমিককে বাড়ি পাঠিয়ে দেয় তার জন্য শ্রমিককে মালিকের কিছুই দিতে হয় না; কড়া কথা বলার জন্য মালিক শ্রমিককে বরখাস্ত করতে পারে, কিন্তু অনুরূপ ব্যবহার যদি শ্রমিক পায় তাহলে সে কাজ ছেড়ে চলে যেতে পারে না; জরিমানা করা, মজুরি থেকে একটা অংশ কেটে নেওয়া বা ওভারটাইম খাটতে শ্রমিকদের বাধ্য করা—ইত্যাদি কাজ নিজের কর্তৃত্বেই মালিক করবার অধিকারী।

এই সব উদাহরণই দেখিয়ে দিচ্ছে কিভাবে কারখানা শ্রমিক-শোষণের তীব্রতাকে বাড়িয়ে তোলে এবং এই শোষণকে সার্বজনীন করে তোলে, শোষণের একটি সমগ্র "ব্যবস্থা" গড়ে তোলে। কোন একজন মালিকের সাথে নয়, তার খেয়ালখুশি ও অত্যাচারের সাথেও নয়, সমগ্র মালিকশ্রেণীর কাছ থেকে যে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবহার সে পাচ্ছে, তাদের যে নির্যাতন সে ভোগ করছে তার সাথেই এখন শ্রমিককে, স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, যুঝতে হবে। শ্রমিক দেখছে যে, কোন একজন ধনিক নয়, সমগ্র ধনিক শ্রেণীই তার নিপীড়ক, কেননা সকল প্রতিষ্ঠানেই শোষণের ব্যবস্থা সেই একই রকমের। কোন একজন ধনিকই এ ব্যবস্থা থেকে বিচ্যুত হয়ে থাকতে পারে না: যেমন, যদি সে কাজের ঘণ্টা কমাবার কথা ভাবে, তাহলে তার প্রতিবেশী, আর একজন মালিকের, যে তার শ্রমিকদের একই মজুরিতে বেশী ঘণ্টা কাজ করায় তার,

কারখানায় উৎপন্ন সামগ্রীর উৎপাদন-খরচের চেয়ে তার কারখানার সামগ্রীর উৎপাদন-খরচ বেশী পড়বে। নিজের অবস্থা উন্নত করবার জন্য শ্রমিককে যুঝতে হবে সমগ্র সমাজব্যবস্থার সাথে—মূলধনের দ্বারা শ্রমের শোষণই এই সমাজব্যবস্থার লক্ষ্য। এখন কোন একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর একক অবিচার নয়, রাষ্ট্রকর্তৃত্বেরই অবিচারের সম্মুখীন হতে হচ্ছে শ্রমিককে—এই রাষ্ট্রকর্তৃত্বই সমগ্র ধনিক শ্রেণীকে তার সুরক্ষিত আশ্রয় দেয় এবং ঐ শ্রেণীর স্বার্থ যাতে সংরক্ষিত ও পুষ্ট হয় সেই অনুযায়ী আইন রচনা করে এবং সে আইন সকলের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়। এইভাবে, মালিকদের বিরুদ্ধে কারখানার শ্রমিকদের সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবীরূপে পরিণত হয় সমগ্র ধনিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে, মূলধনের দ্বারা শ্রমের শোষণের ভিত্তির উপর রচিত সমগ্র সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে। সেজন্যই শ্রমিকদের সংগ্রাম এক সামাজিক তাৎপর্য অর্জন করে, এ সংগ্রাম হয়ে দাঁড়ায় সমস্ত মেহনতী জনসাধারণের পক্ষ থেকে যারা অন্যের শ্রমের উপর জীবনধারণ করে সেই সব শ্রেণীর বিরুদ্ধেই সংগ্রাম। সেজন্যই শ্রমিকদের সংগ্রাম রাশিয়ার ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করে এবং এ সংগ্রাম হল শ্রমিকদের মুক্তির আরম্ভ মাত্র।

সমগ্র মেহনতী জনসাধারণের উপর ধনিকশ্রেণীর এই যে কর্তৃত্ব এর ভিত্তি কি? এর ভিত্তি হল যে, সকল কল কারখানা, খনি, মেসিন, শ্রমের হাতিয়ার এখন ধনিকদেরই হাতে, এ সব কিছুই তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি; এর ভিত্তি হল যে, তারাই এখন প্রচুর পরিমাণ জমির মালিক (ইওরোপীয় রাশিয়ার সমস্ত জমির এক তৃতীয়াংশেরও বেশীর মালিক হল সেই সব ভূস্বামীরা যাদের সংখ্যা পাঁচ লক্ষও হবে না)। শ্রমিকদের নিজস্ব কোন শ্রমের হাতিয়ার বা উপকরণ নেই এবং সেজন্যই ধনিকদের কাছে তাদের বিক্রি করতে হয় নিজেদের শ্রম-শক্তি; ধনিকেরা শ্রমিকদের শুধু সেইটুকুনই দেয় যা তাদের জীবনধারণের জন্য আবশ্যক, এবং শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন আর সব উদ্বৃত্তই তারা নিজেদের পকেটে পুরে: এইভাবে তারা যে কাজের সময় তারা ব্যবহার করে তার একটি অংশের জন্যই শুধু মজুরি দেয়, আর বাকীটা সব আত্মসাৎ করে। শ্রমিক জনসাধারণের মিলিত শ্রমের ফলে বা উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতির ফলে যে সম্পদ বাড়ে তার পুরা অংশই ধনিকশ্রেণীর কুক্ষিগত হচ্ছে, অন্যদিকে বংশপরম্পরায় যারা শ্রম করছে সেই শ্রমিকেরা বিত্তহীন প্রলেতারিয়েতই থাকছে। সেজন্যই মূলধনের দ্বারা শ্রমের শোষণ ব্যবস্থার অবসানের শুধু একটি মাত্র উপায়ই

আছে এবং সেটি হল শ্রমের হাতিয়ারের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান করা, সকল কল-কারখানা, খনি এবং সমস্ত বড় বড় জমিদারি প্রভৃতি সমগ্র সমাজের কাছে হস্তান্তরিত করা এবং শ্রমিকদের নিজেদের দ্বারা পরিচালিত একসাথে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন পরিচালনা করা। শ্রমিকেরা একসাথে যে সব সামগ্রী উৎপন্ন করবে তা তখন ব্যয় করা হবে মেহনতী জনসাধারণের নিজেদেরই উপকারের জন্য, আর নিজেদের জীবনধারণের জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্যের অতিরিক্ত যা তারা উৎপন্ন করবে তা শ্রমিকদের নিজেদেরই প্রয়োজন মিটাবার জন্য, তাদের সকল রকম দক্ষতার পূর্ণ বিকাশ এবং বিজ্ঞান ও শিল্পকলার সকল সাফল্য ভোগ করবার সমানাধিকার সুনিশ্চিত করবার জন্যই ব্যবহার করা হবে। সেজন্যই কর্মসূচীতে বলা হয়েছে যে, শুধুমাত্র এই পথেই শ্রমিক-শ্রেণী আর ধনিকশ্রেণীর সংগ্রামের সমাপ্তি ঘটতে পারে। তা অর্জন করবার জন্য কিন্তু দরকার হচ্ছে যে, রাজনৈতিক ক্ষমতা, অর্থাৎ রাষ্ট্র শাসন করবার ক্ষমতা ধনিক আর জমিদারের প্রভাবাধীন সরকারের হাত থেকে অথবা সরাসরি ধনিকদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত সরকারের হাত থেকে নিয়ে আসতে হবে শ্রমিকশ্রেণীর হাতে।

এই হল শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের চরম লক্ষ্য, এই হল তাদের পরিপূর্ণ মুক্তির শর্ত। এই হল চরম লক্ষ্য যার জন্য শ্রেণী সচেতন, সংগঠিত শ্রমিকদের সংগ্রাম করতে হবে ; এখানে রাশিয়ায় অবশ্য তারা এখনও প্রচণ্ড বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হচ্ছে, এগুলিই মুক্তির জন্য তাদের সংগ্রামকে ব্যাহত করছে।

ক ॥ (৫) ইউরোপের সকল দেশের শ্রমিকদের দ্বারা এবং আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার শ্রমিকদের দ্বারাও ধনিকশ্রেণীর কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে এখন সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে। শ্রমিকশ্রেণার সংগঠন ও সংহতি কোন একটি দেশ বা একটি জাতির মধ্যে আর সীমাবদ্ধ নয় : বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের পার্টিগুলি সারা দুনিয়ার শ্রমিকদের স্বার্থ ও লক্ষ্যের সম্পূর্ণ অভিন্নতা (সংহতি) উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করছে। তারা এসে একত্রিত হচ্ছে মিলিত কংগ্রেসে কংগ্রেসে, সকল দেশের ধনিকশ্রেণীর কাছে পেশ করছে একই দাবি ; মুক্তির জন্য সংগ্রামরত সমগ্র সংগঠিত প্রলেতারিয়েতের এক আন্তর্জাতিক ছুটির দিন (মে-দিবস) তারা কায়েম করেছে ; এইভাবে সকল জাতির ও সকল দেশের শ্রমিকশ্রেণী নিয়ে গড়ে উঠছে শ্রমিকদের এক বিরাট বাহিনী। শ্রমিকদের উপর যারা কর্তৃত্ব করে সেই ধনিকশ্রেণী তার কর্তৃত্ব একটি দেশেই সীমাবদ্ধ রাখে না—এই ঘটনার

ফলেই দেখা দেয় সকল দেশের শ্রমিকদের ঐক্যের অনিবার্যতা। বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর এবং আরো বেশী ব্যাপক হয়ে উঠছে; অবিরাম এক দেশ থেকে মূলধন যাচ্ছে আর এক দেশে। ব্যাঙ্কগুলি হচ্ছে বিরাট বিরাট আমানতকারী, তারা মূলধন সংগ্রহ করে এক জায়গায় জড করে এবং তা ধনিকদের কাছে ঋণ হিসাবে বন্টন করে; ব্যাঙ্কগুলি কাজ আরম্ভ করে জাতীয় সংস্থা হিসাবে এবং পরে হয়ে উঠে আন্তর্জাতিক সংস্থা। সকল দেশ থেকেই সংগ্রহ করে মূলধন এবং তা বন্টন করে ইউরোপ ও আমেরিকার ধনিকদের মধ্যে। একটি দেশে নয়, একসাথে কয়েকটি দেশে ধনতান্ত্রিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবার জন্য এখন প্রচুর জয়েন্ট-স্টক কোম্পানী সংগঠিত করা হচ্ছে; দেখা দিচ্ছে ধনিকদের আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ। সেজন্যই, যদি শ্রমিকেরা একসাথে আন্তর্জাতিক মূলধনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তবেই শুধু সকলদেশে নিজেদের মুক্তির জন্য শ্রমিকদের সংগ্রাম সফল হয়। সেজন্যই ধনিকশ্রেণার বিরুদ্ধে সংগ্রামে রাশিয়ার শ্রমিকের কমরেড হচ্ছে জার্মান শ্রমিকেরা, পোলিশ শ্রমিকেরা আর ফরাসী শ্রমিকেরা, যেমন তার শত্রু হচ্ছে রাশিয়ান, পোলিশ আর ফরাসী ধনিকেরা। এইভাবে, সাম্প্রতিককালে বিদেশী ধনিকেরা রাশিয়ায় তাদের মূলধন বেশ উৎসাহভরেই পাঠাচ্ছে—এখানে তারা তাদের কারখানা শাখা নির্মাণ করছে এবং নতুন নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করবার জন্য গড়ে তুলছে কোম্পানির পর কোম্পানি। লোভাতুর হয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ছে এই অনভিজ্ঞ দেশটির উপর যেখানে সরকার আর যে কোন জায়গার চেয়ে মূলধনের অনেক বেশী আজ্ঞানুবর্তী ও সহায়ক, যেখানে তারা সেই সব শ্রমিকদেরই পায় যারা পশ্চিমী দেশগুলির শ্রমিকদের চেয়ে অনেক কম সংগঠিত এবং প্রত্যাক্রমণে কম সক্ষম, এবং যেখানে শ্রমিকদের জীবন-ধারণের মান খুব নীচু এবং সেজন্যই তাদের মজুরিও অনেক কম; যার ফলে বিদেশী ধনিকেরা এমন বিরাট আকারে প্রচুর মুনাফা লুটতে সক্ষম হচ্ছে যার কোন তুলনাই তাদের নিজেদের দেশে মিলবে না। ইতোমধ্যেই আন্তর্জাতিক মূলধন রাশিয়ায় তার হস্ত প্রসারিত করে দিয়েছে। রাশিয়ার শ্রমিকেরা তাদের হস্ত প্রসারিত করে দিচ্ছে আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের দিকে।

ক ॥ (৬) কিভাবে বড় বড় কারখানা শ্রমের উপর মূলধনের অত্যাচারকে উচ্চতম পর্যায়ে নিয়ে যায়, কিভাবে তারা শোষণের পদ্ধতির একটি সমগ্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে; কিভাবে শ্রমিকেরা মূলধনের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহে

অবশ্যম্ভাবীরূপে অনুভব করে সকল শ্রমিককে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা, সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর যুক্ত সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা—তা আমরা আগেই বলেছি। ধনিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে শ্রমিকেরা মাথা তুলে দাঁড়ায় রাষ্ট্রের সাধারণ আইনগুলির বিরুদ্ধে, যা ধনিকদের আর তাদের স্বার্থই রক্ষা করে থাকে।

কিন্তু তারপর শ্রমিকেরা যদি ধনিকদের কাছ থেকে সুযোগ সুবিধা আদায় করবার মতন, মিলিত সংগ্রামের দ্বারা তাদের আক্রমণগুলি প্রতিহত করবার মতন যথেষ্ট শক্তিশালী হয়, তাহলে তারা তাদের ঐক্যের দৌলতে রাষ্ট্রের আইনগুলির উপরও প্রভাব বিস্তার করতে এবং সেগুলির পরিবর্তন ঘটাতে পারে। অন্যান্য সকল দেশের শ্রমিকেরাই এ কাজ করছে। রাশিয়ার শ্রমিকেরা কিন্তু রাষ্ট্রের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব খাটাতে পারে না। রাশিয়ার শ্রমিকদের অবস্থাই এমন যে, তারা অত্যন্ত প্রাথমিক নাগরিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত। একসাথে জড় হবার, নিজেদের ব্যাপাব একসাথে আলোচনা করবার, ইউনিয়ন সংগঠিত করবার, বিবৃতি প্রকাশ করবার সাহসও তাদের থাকতে পারবে না ; অন্যকথায়, রাষ্ট্রের আইনগুলি শুধু যে ধনিকশ্রেণীর স্বার্থেই রচিত হয়েছে তা নয়, এগুলি খোলাখুলিভাবেই শ্রমিকদের এই আইনগুলির উপর প্রভাব খাটানোর এবং এগুলির পরিবর্তন সাধনের সকল সম্ভাবনা থেকেই বঞ্চিত করে। এ রকম যে ঘটে তার কারণ হল যে, রাশিয়ায় (এবং সকল ইওরোপীয় দেশের মধ্যে রাশিয়ায়ই শুধু) এক স্বৈরাচারী সরকারের একচ্ছত্র ক্ষমতা আজিকার দিনেও বিরাজ করছে, অর্থাৎ রাষ্ট্রের এমন এক ব্যবস্থা বিরাজ করছে যেখানে সমগ্র জনসাধারণের পক্ষে যে সব আইন বাধ্যতামূলক তা জার একাই জারি করতে পারে, এবং তার নিযুক্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাই শুধু সেগুলি কার্যকরী করতে পারে। আইন জারি করার ব্যাপারে, সেগুলি আলোচনা করবার, নতুন আইন প্রস্তাব করবার বা পুরানো আইন বাতিলের দাবি করবার বিষয়ে নাগরিকদের অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয় না। উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কাছ থেকে তাদের কার্যকলাপের হিসাব দাবি করবার, তাদের কার্যকলাপে বাধা দেবার এবং তাদের অভিযুক্ত করবার কোন অধিকার নাগরিকদের নেই। এমন কি রাষ্ট্রের বিভিন্ন ব্যাপার আলোচনা করবার অধিকারও নাগরিকদের নেই : ঐ সব উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের বিনানুমতিতে সভা বা ইউনিয়ন সংগঠিত করবার সাহসও তারা করতে পারবে না। এদিক থেকে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরা হল সম্পূর্ণভাবে দায়িত্বজ্ঞানহীন ; তারা একটি বিশেষ জাত, প্রকৃতপক্ষে নাগরিকদের মাথার উপরেই তাদের বসানো

হয়েছে। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও স্বৈরাচারী আচার ব্যবহার আর জনসাধারণের নিজেদেরই বক্তব্য প্রকাশে অস্পষ্টতা—এই দুইয়ের ফলে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা ক্ষমতার অপব্যবহারের এমন এক কলঙ্কপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা হয় এবং সাধারণ মানুষের অধিকার এমনভাবে লঙ্ঘিত হতে থাকে যা ইউরোপের যে কোন দেশে প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হবে।

এইভাবে, আইনানুসারেই, রাশিয়ার সরকারের রয়েছে অবাধ কর্তৃত্ব, এবং প্রকৃতপক্ষে রাশিয়ার সরকারকে জনসাধারণ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনই মনে করা হয়, তারা যেন সমাজের সকল সম্প্রদায় ও শ্রেণীর উপরে দাঁড়িয়ে আছে এরকমই মনে করা হয়। সত্যসত্যই যদি তাই ঘটনা হয় তহলে শ্রমিক আর ধনিকের সকল বিরোধে কেন আইন ও সরকার ধনিকদের পক্ষাবলম্বন করবে? ধনিকদের সংখ্যা এবং তাদের সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কেন তারা পাবে ক্রমবর্ধমান সমর্থন, আর শ্রমিকদের কেন বাধা ও অনতিক্রম্য গণ্ডীর সম্মুখীন হতে হবে?

প্রকৃতপক্ষে সরকার শ্রেণীসমূহের ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে নেই, অন্যান্যদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে একটি শ্রেণীকেই সরকার রক্ষা করছে, রক্ষা করছে বিত্তহীনদের বিরুদ্ধে বিত্তবানদের, শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ধনিকদের। বিত্তবান শ্রেণীগুলিকে যদি সকল রকম বিশেষাধিকার ও সুবিধা সরকার না দিত তাহলে এরকম একটি বিশাল দেশের উপর একটি স্বৈরাচারী সরকার শাসন চালাতে পারত না।

যদিও, আইনানুসারে, সরকারের হাতেই রয়েছে অবাধ ও স্বাধীন ক্ষমতা তবু প্রকৃতপক্ষে ধনিকদের এবং জমিদারদের হাতেই রয়েছে সরকারের উপর এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন ব্যাপারের উপর প্রভাব খাটানোর হাজারো রকম উপায় ও পদ্ধতি। তাদের নিজেদেরই রয়েছে নিজ নিজ সামাজিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠান, অভিজাতদের সমিতি আর ব্যবসায়ীদের সমিতি। ব্যবসা-বাণিজ্যের ও উৎপাদনের সমিতি (বা চেম্বারস) ইত্যাদি—এগুলি সবই আইনের দ্বারা স্বীকৃত। এদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা হয় সরাসরি একেবারে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর পদ অলঙ্কৃত করে এবং রাষ্ট্রশাসনের কাজে অংশ গ্রহণ করে (যেমন, অভিজাতদের মার্শাল), নয় সকল রকমের সরকারী প্রতিষ্ঠানেই এদের আসন দেওয়া হয়: যেমন, আইনেরই বিধান রয়েছে যে, কারখানা মালিকেরা কারখানার আদালতসমূহে (কারখানার ইনস্পেক্টরদের উপরে সর্বময় কর্তৃত্ব হল এই আদালতগুলির) অংশ গ্রহণ করবে, এই সব আদালতে তারা

তাদের প্রতিনিধিও নির্বাচিত করে পাঠিয়ে থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রশাসনের এই প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের মধ্যেই তারা নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখে না। তাদের নিজেদের সমিতিতে সমিতিতে তারা রাষ্ট্রের আইন নিয়ে, খসড়া বিল নিয়ে আলোচনা করে এবং সরকারও প্রথাগতভাবে প্রত্যেকটি ব্যাপারে তাদের সাথে পরামর্শ করে। তাদের অভিমত জ্ঞাপনের অনুরোধ জানিয়ে তাদের কাছে বিলগুলি পাঠিয়ে দেয়।

ধনিক এবং ভূ-স্বামীরা নিখিল রুশ কংগ্রেস সংগঠিত করে; সেখানে তারা নিজেদের ব্যাপার আলোচনা করে এবং নিজেদের শ্রেণীর সুবিধার্থে বিভিন্ন ব্যবস্থা উদ্ভাবন করে; এবং ভূ-স্বামী অভিজাত সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে কিংবা "সারা রাশিয়ার ব্যবসায়ীদের" পক্ষ থেকে নতুন আইন প্রবর্তনের জন্য এবং পুরানোগুলির সংশোধনের জন্য তারা দরখাস্ত করে। সংবাদপত্রে তারা তাদের ব্যাপারগুলি আলোচনা করতে পারে, কেননা সরকার তার সেন্সর ব্যবস্থা দিয়ে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা যতই ক্ষুণ্ণ করুক না কেন, বিত্তবান শ্রেণীগুলিকে তাদের ব্যাপার আলোচনা করবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে সরকার কখনই সাহস করবে না। সরকারী কর্তৃপক্ষের শীর্ষস্থানীয় প্রতিনিধিদের কাছে দরবার করবার সকল রকম উপায় ও উপকরণ তাদের আছে; অতি সহজেই তারা নিম্নস্তরে সরকারী কর্মচারীদের স্বৈরাচারী ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করতে পারে, এবং যে সব আইন-কানুন তাদের পক্ষে বিশেষ করে নিপীড়নমূলক সেগুলি অনায়াসেই তারা বাতিল করতে পারে। এবং দুনিয়ায় এমন দেশটি আর কোথাও নেই যেখানে অত বেশী আইন-কানুন, যেখানে সরকার কর্তৃক পুলিসী তদারকী অমন অদ্বিতীয়—এই তদারকী আবার ছোট খাটো সমস্ত জিনিসের উপরই বিস্তৃত এবং এই তদারকী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রত্যেকটি দায়িত্ব হরণ করে নেয়; দুনিয়ায় এমন দেশটি আর কোথাও নেই যেখানে এই সব বুর্জোয়া নিয়ম-কানুন অত সহজেই লঙ্ঘিত হয় এবং যেখানে এই সব পুলিসী আইনও অত সহজেই সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ-দের সদয় সম্মতির দ্বারা প্রতারিত হয়। এবং এই সদয় সম্মতি কখনোই প্রত্যাখ্যান করা হয় না।[৪]

খ॥ (১) এটা হল কর্মসূচীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, প্রধানতম পয়েন্ট (বা বিষয়), কারণ যা শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করে পার্টির সেই কার্যকলাপ কি হবে, শ্রেণী-সচেতন সকল শ্রমিকের কার্যকলাপ কি হবে তা এতেই বর্ণনা করা আছে। বড় বড় কারখানার দ্বারা সৃষ্ট জীবনধারণের অবস্থার ফলে উদ্ভূত জনপ্রি

আন্দোলনের সাথে কি ভাবে সমাজতন্ত্রের সংগ্রামকে, যুগ যুগ ধরে মানুষের দ্বারা মানুষের যে শোষণ চলছে তার অবসানের সংগ্রামকে যুক্ত করতে হবে তাও এতেই বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রমিকদের শ্রেণীসংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হবে পার্টির কার্যকলাপ। শ্রমিকদের সাহায্য করার জন্য কতকগুলি কায়দাদুরস্ত উপায় উদ্ভাবন করাই পার্টির কাজ নয়, পার্টির কাজ হল শ্রমিকদের আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে যাওয়া, সেই আন্দোলনে আলো নিয়ে আসা, ইতোমধ্যেই শ্রমিকেরা নিজেরা যে সংগ্রাম শুরু করে দিয়েছে সেই সংগ্রামে তাদের সাহায্য করা। পার্টির কাজ হল শ্রমিকদের স্বার্থ সমর্থন করা এবং সমগ্র শ্রমিক আন্দোলনের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করা। এখন প্রশ্ন হল শ্রমিকদের সংগ্রামে এই সাহায্যদান বলতে কি বুঝায়?

কর্মসূচীতে বলা হয়েছে যে, এই সাহায্যদান বলতে প্রথমে বুঝতে হবে শ্রমিকদের শ্রেণী-চেতনাকে বিকশিত করার কথা। কিভাবে মালিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সংগ্রাম বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের সংগ্রাম হয়ে দাঁড়ায় তা আমরা আগেই বলেছি।

আমরা তখন যা বলেছিলাম তা থেকেই বেরিয়ে আসছে শ্রমিকদের শ্রেণী-চেতনা বলতে কি বুঝতে হবে। নিজেদের অবস্থার উন্নতি করার এবং নিজেদের মুক্তি অর্জন করার একমাত্র পথ হল ধনিক এবং বড় বড় কারখানার দ্বারা সৃষ্ট কারখানা মালিকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করা—শ্রমিকদের এই উপলব্ধিই হল শ্রমিকদের শ্রেণী-চেতনার অর্থ। অধিকন্তু, কোন একটি বিশেষ দেশের সকল শ্রমিকের স্বার্থ অভিন্ন, তাদের সকলকে নিয়েই একটি শ্রেণী গঠিত, সমাজের অন্যান্য শ্রেণী থেকে এ শ্রেণী আলাদা—শ্রমিকদের এই উপলব্ধিই হল শ্রমিকদের শ্রেণী-চেতনার অর্থ। সর্বশেষে, শ্রমিকদের শ্রেণী-চেতনা বলতে বুঝায় যে, শ্রমিকেরা এ কথা উপলব্ধি করছে যে, তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে তাদের রাষ্ট্রের কাজকর্মের উপর প্রভাব বিস্তারের জন্য কাজ করতে হবে। যেমনভাবে জমিদার আর ধনিকেরা করেছিল এবং এখনো করে চলেছে।

শ্রমিকদের এই উপলব্ধি আসে কি ভাবে? মালিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকেরা যে সংগ্রাম শুরু করে এবং যা ক্রমাগতই বিকাশ লাভ করে, তীব্রতর হয়ে উঠে এবং বড় বড় কারখানা গড়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে যে সংগ্রামে অনেক বেশী সংখ্যক শ্রমিক লিপ্ত হয় সেই সংগ্রাম থেকে অবিরত অভিজ্ঞতা অর্জন করেই শ্রমিকদের

এই উপলব্ধি আসে। এরকম একসময় ছিল যখন মূলধনের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের বৈরিতার অভিব্যক্তি শুধু পাওয়া যেত তাদের শোষকদের প্রতি ঘৃণার অস্পষ্ট ধারণায়, তাদের উপর যে নির্যাতন চলছে ও তাদের যে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে সে সম্পর্কে অস্পষ্ট চেতনায়, এবং ধনিকদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার আকাঙ্ক্ষায়। সে সময় শ্রমিকদের বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহের মধ্য দিয়েই ঘটত সংগ্রামের অভিব্যক্তি—শ্রমিকেরা তখন ধ্বংস করত কারখানার অট্টালিকাগুলি, চুরমার করে ভেঙে ফেলত মেসিনগুলি, আক্রমণ করত কারখানার পরিচালকবর্গকে। শ্রমিক আন্দোলনের **প্রথম** প্রাথমিক রূপ ছিল ঐ, এবং সেটারও দরকার ছিল, কারণ ধনিকদের প্রতি ঘৃণাই সবদা এবং সবত্র শ্রমিকদের মনে আত্মরক্ষার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করবার প্রথম প্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাশিয়ায় শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন কিন্তু ইতোমধ্যেই এই আদিম রূপকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। ধনিকদের সম্পর্কে অস্পষ্ট ঘৃণার পরিবর্তে, শ্রমিকেরা ইতোমধ্যেই শ্রমিকশ্রেণী আর ধনিকশ্রেণীর স্বার্থের বিরোধ বুঝতে আরম্ভ করেছে। নির্যাতন সম্পর্কে তালগোল পাকানো ধারণার পরিবর্তে, তারা এখন **সেইসব পথ ও উপায়কে** স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করতে আরম্ভ করেছে যেগুলির দ্বারা মূলধন তাদের নির্যাতন করে, এবং তারা এখন নির্যাতনের বিভিন্ন রূপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে, ধনতান্ত্রিক নির্যাতনের সীমারেখা টেনে দিচ্ছে এবং ধনিকদের অর্থগৃধ্নুতা থেকে নিজেদের রক্ষা করছে। ধনিকদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার পরিবর্তে, তারা এখন সুবিধা আদায়ের জন্য সংগ্রাম করবার পথে পা বাড়াচ্ছে, একের পর এক দাবি নিয়ে তারা এখন ধনিকশ্রেণীর মুখোমুখি দাঁড়াতে আরম্ভ করেছে, এবং তারা উন্নত কাজের ব্যবস্থা, বর্ধিত মজুরি এবং কম কাজের ঘণ্টা দাবি করছে। যে অবস্থার মধ্যে শ্রমিকেরা বাস করে তার কতকগুলি বিশেষ বিশেষ রূপের উপরই প্রত্যেকটি ধর্মঘট শ্রমিকদের সমস্ত মনোযোগ ও সমস্ত প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করে। প্রত্যেকটি ধর্মঘটই এই অবস্থা সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করে; এগুলির মূল্যায়ন করতে, কোন একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক নির্যাতনের রূপ কি এবং এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য কি কি পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে তা বুঝতে প্রত্যেকটি ধর্মঘটই শ্রমিকদের সাহায্য করে। প্রত্যেকটি ধর্মঘটই সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে তোলে। যদি ধর্মঘট

সফল হয় তবে তা শ্রমিকদের দেখিয়ে দেয় শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য কী বিশাল এক শক্তি, এবং ইহাই অন্যদের তাদের কমরেডদের সাফল্যকে কাজে লাগাতে অনুপ্রাণিত করে। আর যদি ইহা সফল না হয়, তাহলে ইহা ব্যর্থতার কারণ সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করে এবং সংগ্রামের উন্নততর পদ্ধতি খুঁজে বের করবার প্রশ্ন সামনে নিয়ে আসে। জীবন-ধারণের জন্য যেসব বস্তু একান্ত আবশ্যক তার জন্য দৃঢ় সংগ্রামে, সুবিধা আদায়ের জন্য, উন্নত জীবনযাত্রা, মজুরি ও কাজের ঘণ্টার জন্য লড়ায়ে শ্রমিকদের এই যে উত্তরণ সারা রাশিয়াব্যাপী শুরু হয়েছে এর মানে হল যে, রাশিয়ার শ্রমিকেরা এক প্রচণ্ড অগ্রগতির পথে পা বাড়িয়েছে; এবং সেজন্যই সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির এবং সমস্ত শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকদের মনোযোগ প্রধানতঃ এই সংগ্রামের উপর, একে এগিয়ে নিয়ে যাবার উপরই কেন্দ্রীভূত করতে হবে। শ্রমিকদের সাহায্য করতে হবে এইভাবে: জীবনধারণের জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় যে জিনিসগুলির অভাব মিটাবার জন্য তাদের সংগ্রাম করতে হবে, সেগুলি তাদের দেখিয়ে দিতে হবে; বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের অবস্থার অবনতির জন্য যে-সব উপাদান বিশেষভাবে দায়ী সেগুলি বিশ্লেষণ করে বার করতে হবে, ফ্যাক্টরী আইন ও নিয়মকানুনগুলি ব্যাখ্যা করতে হবে—এগুলির লঙ্ঘনের (শ্রমিকদের প্রতারিত করবার ধনিকদের এ আর এক ধরনের কৌশল) ফলে প্রায়ই শ্রমিকদের দুবার লুণ্ঠন সহ্য করতে বাধ্য করা হয়। শ্রমিকদের দাবির আরো সঠিক ও সুনির্দিষ্ট অভিব্যক্তি দেওয়া, এবং সেগুলিকে জনসাধারণের সামনে প্রকাশ করে দেওয়া, প্রতিরোধের সর্বোৎকৃষ্ট সময় নির্ধারণ করা, সংগ্রামের পদ্ধতি স্থির করা, দুটি বিরোধী পক্ষের অবস্থা ও শক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা, সংগ্রামের আরো উন্নত পদ্ধতি (যেমন ধরা যেতে পারে যে, যেখানে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করা এখন ঠিক হবে না সেখানে অবস্থা অনুযায়ী কারখানা মালিকের কাছে চিঠি পাঠানো, কিংবা ইনস্পেক্টর বা ডাক্তারের কাছে যাওয়া ইত্যাদি পদ্ধতি) স্থির করা যেতে পারে কিনা তা আলোচনা করা—এসবই থাকবে ঐ সাহায্য দেওয়ার মধ্যে।

আমরা বলেছি যে, এরকম সংগ্রামে রাশিয়ার শ্রমিকদের উত্তরণ তারা যে প্রচণ্ড অগ্রগতি করেছে তারই আভাস জানায়। এই সংগ্রাম শ্রমিক আন্দোলনকে নিয়ে যায় প্রকাশ্য রাজপথে এবং তার আরো সাফল্যের ইহা নিশ্চিত গ্যারান্টি

বিশেষ। এই সংগ্রাম থেকে মেহনতী জনসাধারণ প্রথমত শেখে কিভাবে ধনতান্ত্রিক শোষণের পদ্ধতিগুলি চিনতে হয় এবং সফলভাবে সেগুলি পরীক্ষা করতে হয়, কিভাবে সেগুলিকে আইনের সাথে, নিজেদের জীবনধারণের অবস্থার সাথে এবং ধনিকশ্রেণীর স্বার্থের সাথে তুলনা করতে হয়। শোষণের বিভিন্ন রূপ ও ঘটনাবলী পরীক্ষা করে শ্রমিকেরা সমগ্রভাবে শোষণের তাৎপর্য ও সারকথা বুঝতে শেখে। মূলধনের দ্বারা শ্রমের শোষণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থা বুঝতে তারা শেখে। দ্বিতীয়তঃ, এই সংগ্রামের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শ্রমিকেরা নিজেদের শক্তি পরীক্ষা করে, সংগঠিত হতে শেখে, সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য বুঝতে শেখে। এই সংগ্রামের প্রসার এবং দ্রুততালে বারংবার সংঘর্ষ ঘটার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবেই দেখা দেয় সংগ্রামের আরো প্রসার, ঐক্যবোধের, সংহতিবোধের বিকাশ—এ ঐক্যবোধ, এ সংহতিবোধ প্রথমে দেখা দেয় একটি বিশেষ অঞ্চলের শ্রমিকদের মধ্যে, এবং তারপরে সমগ্র দেশের শ্রমিকদের মধ্যে, সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে। তৃতীয়তঃ, এই সংগ্রাম শ্রমিকদের রাজনৈতিক চেতনাকে বিকশিত করে তোলে। মেহনতী জনগণের জীবনধারণের ব্যবস্থা তাদের এমন এক অবস্থায় নিয়ে আসে যে, রাষ্ট্রের সমস্যাবলী সম্পর্কে ভাববার অবসর বা সুযোগ-সুবিধা কিছুই তারা পায় না। অন্যদিকে, নিজেদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটাবার জন্য কারখানার মালিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সংগ্রামই স্বয়ংক্রিয়ভাবে এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে শ্রমিকদের রাষ্ট্রের কথা, রাজনৈতিক প্রশ্নাবলীর কথা, রাশিয়ান রাষ্ট্র কিভাবে পরিচালিত হয়, কিভাবে আইন-কানুন জারি করা হয় এবং কাদের স্বার্থই বা তারা রক্ষা করে—এসব প্রশ্নের কথা চিন্তা করতে অনুপ্রাণিত করে থাকে। কারখানায় প্রত্যেকটি সংঘর্ষের অনিবার্য পরিণতি হিসাবেই দেখা দেয় আইন আর রাষ্ট্রকর্তৃত্বের প্রতিনিধিদের সাথে শ্রমিকদের বিরোধ। এই প্রসঙ্গেই শ্রমিকেরা এই প্রথম "রাজনৈতিক বক্তৃতাবলী" শোনে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, তারা প্রথম এই বক্তৃতা শোনে ফ্যাক্টরী ইনস্পেক্টরদের কাছ থেকে যারা তাদের কাছে ব্যাখ্যা করে বলে থাকে যে, কারখানা মালিকেরা তাদের প্রতারিত করবার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করে তা নিয়মকানুনের সঠিক অর্থের উপর ভিত্তি করেই রচিত ; এই সব নিয়মকানুন আবার যথাযথ কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুমোদিত এবং এগুলি মালিককে শ্রমিকদের প্রতারিত করবার অবাধ ক্ষমতাই দেয়, অথবা যারা তাদের কাছে ব্যাখ্যা করে বলে থাকে যে, কারখানা

মালিকের নিপীড়নমূলক ব্যবস্থাবলী সম্পূর্ণভাবে আইনসম্মত, কেননা সে ব্যক্তি শুধু তার নিজের অধিকারের সুযোগ সুবিধাই গ্রহণ করছে, সে শুধু সেই সেই আইনই কার্যকরী করছে যেগুলি রাষ্ট্রকর্তৃত্ব কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং আইন যাতে কার্যকরী করা হয় তাও রাষ্ট্রকর্তৃত্ব দেখছে। ইনস্পেক্টর সাহেবদের এই যে রাজনৈতিক ব্যাখ্যা এর সাথে এসে প্রায়ই যুক্ত হয় মন্ত্রীমহোদয়ের আরো বেশী মঙ্গলপ্রদ "রাজনৈতিক ব্যাখ্যা"; শ্রমিকদের শ্রম থেকে কারখানা মালিকেরা যে কোটি কোটি টাকার মুনাফা লুটছে তার জন্য তাদের কাছেই শ্রমিকেরা ঋণী—"খ্রীষ্টীয় প্রেমের" এই অনুভূতির কথাই মন্ত্রীমহোদয় শ্রমিকদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে থাকেন। পরে, রাষ্ট্রকর্তৃত্বের প্রতিনিধিদের এই সব ব্যাখ্যা এবং এই কর্তৃত্ব কাদের হিতার্থে কাজ করে তা যে সব ঘটনা দেখিয়ে দিচ্ছে সেগুলির সাথে শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ পরিচয়কে সম্পূরণ করা হয় সোস্যালিস্টদের দেওয়া ইশতেহার বা অন্যান্য ব্যাখ্যা দ্বারা, যাতে ওরকম ধর্মঘট থেকে শ্রমিকেরা সম্পূর্ণভাবে তাদের রাজনৈতিক শিক্ষা পেতে পারে, তার জন্যই এরূপ করা হয়। শ্রমিকশ্রেণীর সুনির্দিষ্ট স্বার্থই শুধু নয়, রাষ্ট্রে শ্রমিকশ্রেণীর যে সুনির্দিষ্ট স্থান রয়েছে তাও বুঝতে তারা শেখে। এবং সেজন্যই, জীবনধারণের পক্ষে যা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তার জন্য সংগ্রামে শ্রমিকদের সাহায্য করে তাদের শ্রেণী-চেতনাকে বিকশিত করে তোলাই শ্রমিকদের শ্রেণীসংগ্রামে সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির **সাহায্যদানের** রূপ হওয়া উচিত।

দ্বিতীয় ধরনের **সাহায্যের** মধ্যে থাকবে শ্রমিকদের সংগঠনকে উন্নত করার ও এগিয়ে নিয়ে যাবার কাজ—কর্মসূচীতে এ কথা বলা হয়েছে। যে সংগ্রামের কথা আমরা শুধু বর্ণনাই করেছি তার জন্য শ্রমিকদের সংগঠিত হতে হবে—এটা অপরিহার্য। ধর্মঘটের জন্য এবং ধর্মঘট যাতে বিরাট সাফল্যের সাথে পরিচালিত হয় তা সুনিশ্চিত করার জন্য চাই সংগঠন; সংগঠন চাই ধর্মঘটের সমর্থনে অর্থ সংগ্রহের জন্য, শ্রমিকদের পারস্পারিক হিতসাধন সমিতি সংস্থাপনার জন্য এবং শ্রমিকদের মধ্যে ইশতেহার, ঘোষণা ও ম্যানিফেস্টো বিলি করে তাদের মধ্যে প্রচার অভিযান চালানোর জন্য। পুলিস আর সৈন্যদের নির্যাতনের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে শ্রমিকেরা যাতে সক্ষম হতে পারে, ওদের কাছ থেকে শ্রমিকদের সকল সংস্থা ও সংযোগ স্থাপনের স্থানকে যাতে লুকিয়ে রাখা যায় এবং বই, পুস্তিকা, পত্রপত্রিকা প্রভৃতি যাতে বিলি করা যায় তার জন্যও প্রয়োজন হচ্ছে সংগঠনের। এ সব ব্যাপারেই সাহায্য করা—এই হল পার্টির দ্বিতীয় করণীয় কাজ।

তৃতীয় করণীয় কাজ হল সংগ্রামের প্রকৃত উদ্দেশ্যগুলি দেখিয়ে দেওয়া, অর্থাৎ মূলধনের দ্বারা শ্রমের শোষণের অর্থ ও রূপ কি, কিসের উপর এই শোষণের ভিত্তি রচিত, জমি আর শ্রমের হাতিয়ারের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা কিভাবে মেহনতী জনসাধারণের জীবনে নিয়ে আসে দারিদ্র, তাদের বাধ্য করে ধনিকদের কাছে নিজেদের শ্রম বিক্রয় করতে এবং শ্রমিকের শ্রমে তৈরী আর জীবিকানির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অতিরিক্ত সমগ্র উদ্বৃত্ত অংশই বিনামূল্যে সঁপে দিতে—এ সবই ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে হবে তাছাড়া, কিভাবে এই শোষণের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে দেখা দেয় শ্রমিকদের আর ধনিকদের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম, এই সংগ্রামের ধরন আর তার চরম লক্ষ্যই বা কি, তা-ও ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে হবে—এক কথায় কর্মসূচীতে যা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে তাকেই ব্যাখ্যা করতে হবে।

খ ॥ (২) শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম একটি রাজনৈতিক সংগ্রাম—এ কথাগুলির অর্থ কি? এগুলির অর্থ হল যে, রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের উপর, রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর, আইন জারি করার উপর প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া শ্রমিকশ্রেণী তার মুক্তির জন্য সংগ্রাম করতে পারে না। এরকম প্রভাবের প্রয়োজনীয়তা রাশিয়ার ধনিকেরা দীর্ঘকাল আগেই উপলব্ধি করেছে এবং আমরা দেখিয়েছি যে, পুলিস আইনে সকল রকম বাধানিষেধ থাকা সত্ত্বেও, রাষ্ট্রকর্তৃত্বের উপর প্রভাব বিস্তারের হাজারো রকম উপায় উদ্ভাবনে কিভাবে তারা সক্ষম হয়েছে, এবং কিভাবে এই কর্তৃত্ব ধনিক শ্রেণীর স্বার্থকেই পরিপুষ্ট করেছে। সুতরাং এ থেকে স্বভাবতঃই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে, রাষ্ট্রকর্তৃত্বের উপর প্রভাব খাটাতে না পারলে শ্রমিকশ্রেণীও তার সংগ্রামের পরিচালনা করতে পারে না এমনকি, তার নিজের অবস্থার স্থায়ী কোন উন্নতিও সে করতে পারে না।

আমরা আগেই বলেছি যে, ধনিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের যে সংগ্রাম তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে দেখা দিবে সরকারের সাথে সংঘর্ষ, কেবলমাত্র সংগ্রামের দ্বারা এবং মিলিত প্রতিরোধের দ্বারা শ্রমিকেরা রাষ্ট্রকর্তৃত্বের উপর প্রভাব খাটাতে পারে—শ্রমিকদের কাছে একথা প্রমাণ করবার জন্য সরকার নিজেই সকল রকম প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এ জিনিস অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছিল সেই সব বড় বড় ধর্মঘটে যা রাশিয়ায় ঘটেছিল ১৮৮৫-৮৬ সালে। সরকার তখন কোন রকম দেরি না করেই শ্রমিকদের সম্পর্কিত নিয়মকানুন রচনা করতে বসে গিয়েছিল, এবং তক্ষুণি কারখানার কাজকর্মের রীতি সম্পর্কে

নতুন নতুন আইন জারি করেছিল, দৃঢ়তার সাথে ঘোষিত শ্রমিকদের দাবিসমূহ মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল (যেমন, জরিমানার সীমারেখা বেঁধে দিয়ে আইন জারি করা হল এবং শ্রমিকেরা যাতে সঠিক মজুরি পায় তা নিশ্চিত করবার জন্য নিয়ম করা হল); একইভাবেই বর্তমান সময়ের (১৮৯৬ সালের) ধর্মঘটগুলির ফলেই সরকার অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করতে এগিয়ে এসেছে, এবং সরকার ইতোমধ্যেই একথা উপলব্ধি করেছে যে, গ্রেপ্তার আর নির্বাসনের মধ্যেই সরকার নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখতে পারে না, আর কারখানা মালিকদের মহৎ চরিত্র সম্বন্ধে নির্বোধের মতন উপদেশ বর্ষণ করে (ফ্যাক্টরী ইনস্‌পেক্টরদের প্রতি অর্থমন্ত্রী উট্টির ১৮৯৬ সালের বসন্তকালের সার্কুলার দ্রষ্টব্য) শ্রমিকদের পরিতৃপ্ত করার বাসনাও হাস্যকর। সরকার একথা উপলব্ধি করেছে যে, "সংঘবদ্ধ শ্রমিকেরা আজ একটি শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে—তাকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়" এবং সেজন্যই সরকার ইতোমধ্যেই কারখানা আইনের পুনর্বিচার শুরু করেছে এবং কাজের ঘণ্টা কমানোর প্রশ্ন ও শ্রমিকদের যে সব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া এখন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে সেগুলি আলোচনা করবার জন্য উধ্বর্তন ফ্যাক্টরী ইনস্‌পেক্টরদের এক কংগ্রেস সরকার সেন্ট পিটার্সবুর্গে আহ্বান করছে।

এইভাবে আমরা দেখছি যে ধনিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে অবশ্যম্ভাবীরূপে রাজনৈতিক সংগ্রাম হতেই হবে। বাস্তবিক পক্ষে, এই সংগ্রাম ইতোমধ্যেই রাষ্ট্রকর্তৃত্বের উপর প্রভাব খাটাচ্ছে, অর্জন করছে রাজনৈতিক তাৎপর্য।

কিন্তু, যে-সম্বন্ধে আমরা আগেই বলেছি, শ্রমিকদের সেই রাজনৈতিক অধিকারের সম্পূর্ণ অভাব এবং রাষ্ট্রকর্তৃত্বের উপর প্রকাশ্যে ও প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব খাটানো যে শ্রমিকদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব তা শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন যতই বিকাশ লাভ করছে ততই আরো বেশী স্পষ্টভাবে এবং তীব্রভাবে অভিব্যক্ত হচ্ছে এবং অনুভূত হচ্ছে। সেজন্যই শ্রমিকদের সবচেয়ে জরুরী দাবি, রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের উপর শ্রমিকশ্রেণীর প্রভাবের প্রধান লক্ষ্য হবে **রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করা,** অর্থাৎ রাষ্ট্রের শাসনকার্যে সকল নাগরিকই প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারবে এবং এর জন্য থাকবে আইনের (সংবিধানের) গ্যারান্টি, অবাধ সমাবেশ করবার, নিজেদের ক্রিয়াকলাপ আলোচনা করবার, নিজেদের সমিতি মারফত এবং সংবাদপত্র মারফত রাষ্ট্রকর্তৃত্বের উপর প্রভাব খাটাবার অধিকার সকল নাগরিকেরই থাকবে এবং এ অধিকারেরও

গ্যারান্টি দেওয়া হবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করাই **"শ্রমিকদের অত্যাবশ্যকীয় করণীয় কাজ"** হয়ে দাঁড়ায়, কেননা একে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের উপর শ্রমিকদের কোনরকম প্রভাব থাকে না এবং থাকতেও পারে না, এবং ফলে তারা অবশ্যম্ভাবীরূপে অধিকারহীন লাঞ্ছিত ও অসম্বদ্ধ শ্রেণী হিসাবেই বিরাজ করবে। এবং এখন যখন শ্রমিকেরা সবে মাত্র লড়তে ও ঐক্যবদ্ধ হতে আরম্ভ করছে, এবং আন্দোলনের আরো অগ্রগতি প্রতিহত করবার উদ্দেশ্যে সরকার শ্রমিকদের কিছু কিছু সুবিধা দেওয়ার জন্য ইতোমধ্যেই তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছে, তখন এ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না যে, যখন শ্রমিকেরা সম্পূর্ণভাবে ঐক্যবদ্ধ হবে এবং যখন তারা একটি রাজনৈতিক পার্টির নেতৃত্বাধীনে এসে মিলিত হবে, তখন তারা সরকারকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করতে সক্ষম হবে, নিজেদের জন্য এবং সমগ্র রাশিয়ান জনসাধারণের জন্য তারা রাজনৈতিক স্বাধীনতা জয় করে আনতে সক্ষম হবে!

বর্তমান সমাজে এবং বর্তমান রাষ্ট্রে শ্রমিকশ্রেণীর স্থান কোথায়, শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের লক্ষ্য কী, এবং যে পার্টি শ্রমিকদের স্বার্থেরই প্রতিনিধিত্ব করে তার করণীয় কাজ কি কি—এসবই কর্মসূচীর পূর্ববর্তী অংশগুলিতে বর্ণনা করা হয়েছে। সরকারের স্বৈরশাসনে প্রকাশ্যে কাজ করবার মতন কোন রাজনৈতিক পার্টি নাই, এবং থাকতেও পারে না। কিন্তু এরকম রাজনৈতিক ঝোঁক আছে যা অন্যান্য শ্রেণীগুলির স্বার্থই অভিব্যক্ত করছে এবং যা জনমতের উপর এবং সরকারের উপর প্রভাব খাটাচ্ছে। সুতরাং সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির অবস্থা কি তা পরিষ্কার করে জানিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এখন প্রয়োজন হল রাশিয়ান সমাজে অন্যান্য রাজনৈতিক ঝোঁকগুলি সম্পর্কে পার্টির মনোভাব ব্যক্ত করা, যাতে শ্রমিকেরা কে তাদের মিত্র এবং কতদূর পর্যন্ত তারা মিত্র থাকবে এবং কে-ই বা তাদের শত্রু তা নির্ণয় করতে সক্ষম হতে পারে। কর্মসূচীর নিম্নলিখিত পয়েন্ট দুটিতে সে-কথাই বর্ণনা করা হয়েছে।

খ॥ (৩) কর্মসূচীতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, শ্রমিকদের মিত্রদের মধ্যে প্রথমতঃ সেইসব সামাজিক স্তরই পড়ে যারা স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের একচ্ছত্র ক্ষমতার বিরোধিতা করে। যেহেতু একচ্ছত্র শাসনই হচ্ছে শ্রমিকদের মুক্তি-সংগ্রামের পথে প্রধান অন্তরায়, সেহেতু স্বভাবতই এই সিদ্ধান্ত এসে যায় যে, শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ স্বার্থের খাতিরেই সর্বেসর্বা রাজ্যশাসন নীতির (সর্বেসর্বা

মানে সীমাহীন ; সর্বেসর্বা রাজ্যশাসন নীতি হল সরকারের সীমাহীন শাসন) বিরুদ্ধে প্রত্যেকটি সামাজিক আন্দোলনকে সমর্থন করতে হবে। ধনতন্ত্রের বিকাশ যত বেশী শক্তিশালী হয়, ততবেশী এই আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন এবং বিত্তবানশ্রেণীদের স্বার্থের মধ্যে, বুর্জোয়াদের স্বার্থের মধ্যে দ্বন্দ্ব গভীরতর হয়। এবং সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি ঘোষণা করেছে যে, তারা বুর্জোয়াদের সেইসব স্তর ও পর্যায়কেই সমর্থন করবে যারা স্বৈরশাসনের বিরোধিতা করে থাকে।

বর্তমানে যেমন চলছে সেরকমভাবে একগাদা দুর্নীতিগ্রস্থ ও স্বেচ্ছাচারী উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী মারফত নিজেদের প্রভাব খাটানোর পরিবর্তে বুর্জোয়ারা যদি রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের উপর **প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব খাটায়** তাহলে তাতে শ্রমিকদেরই শতশতগুণ বেশী সুবিধা হবে। বর্তমানে যেমন চলছে সেরকমভাবে **লোকচক্ষুর আড়ালে** প্রভাব খাটানোর পরিবর্তে বুর্জোয়ারা যদি প্রকাশ্যে কর্মনীতিকে প্রভাবিত করে তাহলে তা শ্রমিকদের পক্ষে অনেক বেশী সুবিধাজনক হবে—বর্তমানে যে প্রভাব খাটানো হচ্ছে তা লোকচক্ষুর আড়ালে রাখা হয়েছে এক কল্পিত সর্বশক্তিমান “স্বাধীন” সরকারকে শিখণ্ডী হিসাবে দাঁড় করিয়ে: এই সরকারকে “ভগবানের করুণায় প্রতিষ্ঠিত” সরকার বলা হয় এবং এই সরকার “তার করুণার পাত্র” উজাড় করে দেয় দুঃখী ও পরিশ্রমী জমিদারদের জন্য আর দারিদ্র পীড়িত ও নির্যাতিত কারখানা মালিকদের জন্য। যাতে রাশিয়ার সমগ্র প্রলেতারিয়েত দেখতে পারে যে কাদের স্বার্থের জন্য শ্রমিকেরা সংগ্রাম করছে এবং শিখতে পারে কিভাবে সংগ্রাম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে হয়; যাতে বুর্জোয়াদের চক্রান্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা গ্র্যাণ্ড ডিউকদের উপকক্ষে, সিনেটর আর মন্ত্রীদের বড় বড় বৈঠকখানায়, এবং জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ এমন সব বিভাগীয় দপ্তরে লুক্কায়িত না থাকতে পারে; এবং যাতে সেগুলিকে উদ্ঘাটিত করা যায় এবং সেগুলি যাতে সকলের চোখ খুলে দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারে যে, কারা প্রকৃতপক্ষে সরকারের কর্মনীতিকে অনুপ্রাণিত করে এবং ধনিক আর জমিদারেরা কিসের আশায় সাগ্রহে চেষ্টা করে চলেছে; তার জন্যই শ্রমিকদের প্রয়োজন হল ধনিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে **প্রকাশ্য সংগ্রামের**। এবং সেজন্যই আমরা বলি: ধনিকশ্রেণীর বর্তমান প্রভাবকে যা আড়াল করে রাখে তার সব কিছুই ধ্বংস হোক, আর আমলাতন্ত্রের, আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের বিরুদ্ধে সর্বেসর্বা সরকারের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের যে কোন প্রতিনিধিই **এগিয়ে আসে** তাকেই আমরা সমর্থন করি!

কিন্তু, সর্বেসর্বা রাজ্যশাসননীতির বিরুদ্ধে প্রত্যেকটি সামাজিক আন্দোলনের স্বপক্ষে সমর্থন ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি এ কথাও স্বীকার করে যে, পার্টি কখনো নিজেকে শ্রমিক আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করে না, কারণ শ্রমিকশ্রেণীর রয়েছে নিজের সুনির্দিষ্ট স্বার্থ, যা আর সব শ্রেণীর স্বার্থের বিরোধী। রাজনীতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে বুর্জোয়াদের সকল প্রতিনিধিকে সমর্থন করার সঙ্গে সঙ্গে, শ্রমিকদের এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, বিত্তবান শ্রেণীগুলি শুধু কিছুকালের জন্যই তাদের মিত্র হতে পারে, শ্রমিকদের আর ধনিকদের স্বার্থের সমন্বয় সাধন হতেই পারে না, ধনিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য এবং ব্যাপক সংগ্রাম পরিচালনা করবার উদ্দেশ্যেই শুধু শ্রমিকদের প্রয়োজন হচ্ছে সরকারের একচ্ছত্র শাসনের অবসান।

তাছাড়া সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি আরও ঘোষণা করে যে বিশেষাধিকার ভোগকারী—ভূ-স্বামী—অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যারা মাথা তুলে দাঁড়াবে তাদের সকলকেই পার্টি সমর্থন করবে। রাশিয়ায় ভূ-স্বামী অভিজাতদেরই জমিতে প্রথম সম্প্রদায় বলে মনে করা হয়। কৃষকদের উপর তাদের সামন্ততান্ত্রিক ক্ষমতার অবশেষ এখনো জনসাধারণের উপর গুরুভার হিসাবেই চেপে রয়েছে। জমিদারদের ক্ষমতার অক্টোপাস থেকে নিজেদের মুক্ত করবার জন্য কৃষকেরা এখনো জমির ক্ষতিপূরণ বাবদ পাওনা মিটিয়ে যাচ্ছে। জমিদারেরা যাতে কম মজুরিতে অনুগত ক্ষেতমজুর পেতে পারে তার জন্য কৃষকদের এখনো জমির সাথে নানা বন্ধনে আটকে রাখা হয়েছে। তাদের কোন অধিকারই নাই এবং অল্প বয়স্ক হিসাবেই তাদের দেখা হয়; এই সব কৃষকেরা আজ পর্যন্তও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের দয়ার উপরই নির্ভরশীল: এই সব কর্মচারীরা নিজেদের স্বার্থই দেখে এবং কৃষকেরা যাতে জমির ক্ষতিপূরণের টাকা বা ভিটাছাড়ার খাজনা রীতিমত "ঠিক সময়ে" ফিউডাল জমিদারদের হাতে জমা দেয়, যাতে তারা জমিদারদের জন্য কাজ করার দায়িত্ব "এড়িয়ে" যেতে সাহস না করে, উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে জেলা ছেড়ে চলে যেতে সাহস না করে এবং সেরকম করলে জমিদারেরা বাইরে থেকে মজুর ভাড়া করে আনতে বাধ্য হবে, সে মজুর আবার অত সস্তা নয় কিংবা তাদের অভাবের অত তাড়নাও নেই—এই অবস্থা সুনিশ্চিত করবার জন্যই এই সব কর্মচারীরা কৃষকদের জীবনে হস্তক্ষেপ করে। জমিদারেরা নিজেদের কাজের জন্য কোটি কোটি কৃষককে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখে এবং তাদের কোন অধিকারই দেয় না এবং এই ক্ষেত্রে নিজেদের শক্তি প্রদর্শনের বিনিময়ে তারা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ

বিশেষাধিকারই ভোগ করে থাকে। ভূ-স্বামী অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরাই রাষ্ট্রে সর্বোচ্চ আসনগুলি প্রধানতঃ অধিকার করে বসে আছে (তাছাড়া, আইনের দৌলতে সামাজিক সম্প্রদায় হিসাবে এই সব ভূ-স্বামীরাই সিভিল সার্ভিসে অগ্রাধিকার ভোগ করে থাকে); অভিজাত শ্রেণীর জমিদারেরা আবার রাজদরবারের একান্ত ঘনিষ্ঠ লোক এবং যে কোন ব্যক্তির চেয়ে তারাই অনেক বেশী প্রত্যক্ষভাবে এবং সহজে তাদের নিজেদের স্বার্থের দিকে সরকারের কর্মনীতিকে প্রভাবিত করে। সরকারের সাথে তাদের যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে তাঁকে তারা ব্যবহার করে রাষ্ট্রের ধনদৌলত লুণ্ঠন করতে এবং জনসাধারণের তহবিল থেকে উপহার ও বরাদ্দ হিসাবে কোটি কোটি রুবল আদায় করতে—এই উপহার ও বরাদ্দ কখনো কখনো বড় বড় জমিদারির আকারেই তারা পায় তাদের কাজের পুরস্কার হিসাবে; আবার কখনো কখনো বিশেষ সুবিধার আকারেই তারা এগুলি পায়।*

১৮৯৫-৯৬ সালে জেলে লিখিত
১৯২৪ সালে প্রথম
প্রকাশিত।

দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭৭-১০৪

* সি, পি. এস. ইউর কেন্দ্রীয় কমিটির ইনস্টিটিউট অব মার্কসিজম-লেনিনিজমের দপ্তরে অবস্থিত নোটবুকের পাঠ এখানেই শেষ হয়েছে। (সম্পাদক)

মে দিবস

একখানি ইশ্‌তেহারের খসড়া

কমরেড শ্রমিকেরা! মে দিবস আসছে—এই দিবসে সকল দেশের শ্রমিকেরা শ্রেণী-সচেতন জীবনে তাদের জাগরণ উদযাপন করে থাকে, তারা উদ্‌যাপন করে থাকে মানুষের দ্বারা মানুষের উপর সকল রকম বলপ্রয়োগ ও সকল রকম নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, ক্ষুধা, দারিদ্র আর অপমানের হাত থেকে কোটি কোটি মেহনতী জনসাধারণের মুক্তির জন্য সংগ্রামে তাদের মিলনকে। এই বিরাট সংগ্রামে দুটো জগৎ পরস্পর মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়: একদিকে মূলধনের জগৎ এবং অপরদিকে শ্রমের জগৎ, একদিকে শোষণ ও দাসত্বের জগৎ, অপরদিকে সৌভ্রাত্র ও মুক্তির জগৎ।

একদিকে রয়েছে মুষ্টিমেয় ধনবান পরজীবীরা। তারা দখল করেছে কল-কারখানা, যন্ত্রপাতি আর মেসিন। কোটি কোটি একর জমিকে আর অর্থের পাহাড়কে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করেছে। সরকার আর সৈন্যবাহিনীকে তারা পরিণত করেছে তাদের ভৃত্যে, তাদের সঞ্চিত সম্পদের বিশ্বস্ত রক্ষকে।

অপরদিকে রয়েছে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত কোটি কোটি নরনারী। কাজ করবার অনুমতি পাবার জন্য তাদের ভিক্ষা করতে হয় ধনীদের দুয়ারে দুয়ারে। নিজেদের শ্রম দিয়ে তারা সৃষ্টি করে সকল ধনদৌলত, তবু এক টুকরো রুটির জন্য সারাজীবন ধরে তাদের পরিশ্রম করতে হয়, অনুগ্রহ হিসাবে কাজ পাবার আশায় ভিক্ষাপাত্র নিয়ে তাদের ধর্ণা দিতে হয়, হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে তারা তাদের প্রাণশক্তি ও স্বাস্থ্য নিঃশেষ করে দেয় এবং গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র ও জঘন্য বাসায় কিংবা বড় বড় নগরে অট্টালিকার ভূগর্ভস্থ অংশে ও চিলেকোঠায় তারা অনাহারে দিন যাপন করে।

এইসব উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত ও মেহনতী জনসাধারণ এখন ধনীদের বিরুদ্ধে এবং শোষকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। শ্রম-দাসত্ব থেকে, দারিদ্র আর অভাবের হাত থেকে শ্রমিকদের মুক্তির জন্য সকল দেশের শ্রমিকেরা সংগ্রাম করছে। তারা এমন এক সমাজব্যবস্থার জন্য সংগ্রাম করছে যেখানে সকলের সাধারণ শ্রমে তৈরী ধন-সম্পদ মুষ্টিমেয় ধনীদের নয়, সকল মেহনতী জনসাধারণেরই উপকারে আসবে। জমি, কল কারখানা এবং মেসিনগুলিকে যারা কাজ করে তাদের সকলের সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত করবার জন্যই তারা সংগ্রাম করছে। তারা চায় যে, ধনী বা গরিব বলে কেউ থাকবে না, যারা শ্রম করে শ্রমের ফল তাদের কাছেই যাবে, এবং মানবমনের যা কিছু সাফল্য, শ্রমের যা কিছু উন্নতি সবই যারা কাজ করে তাদের জীবনযাত্রাকে উন্নততর করে তুলবে, এবং এসব শ্রমিক-নির্যাতনের উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হবে না।

মূলধনের বিরুদ্ধে শ্রমের যে বিরাট সংগ্রাম তাতে সকল দেশের শ্রমিকদেরই প্রচুর আত্মত্যাগ করতে হয়েছে। নিজেদের উন্নততর জীবনের আর প্রকৃত স্বাধীনতার অধিকার রক্ষা করতে গিয়ে তাদের প্রচুর রক্তক্ষয় করতে হয়েছে। শ্রমিকদের আদর্শের জন্য যারা সংগ্রাম করে তাদের উপর চলে সরকারের বল্গাহীন নিষ্ঠুর নির্যাতন। কিন্তু এই সব নির্যাতন সত্ত্বেও গড়ে উঠছে দুনিয়ার শ্রমিকদের ঐক্য এবং সে-ঐক্য শক্তি সঞ্চয় করছে। সোস্যালিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে শ্রমিকেরা দিনের পর দিন আরও বেশী ঘনিষ্ঠভাবে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে; এই পার্টিগুলির অনুগামীদের সংখ্যা কোটিতে গিয়ে পৌঁছচ্ছে এবং তারা অবিচলিতভাবে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে ধনতন্ত্রী সমাজের শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে পূর্ণ বিজয়ের পথে।

রাশিয়ার প্রলেতারিয়েতরাও জেগে উঠেছে এক নতুন জীবনে। এই বিরাট সংগ্রামে এরাও এসে যোগ দিয়েছে। সে সব দিন চলে গিয়েছে যখন আমাদের শ্রমিকেরা তাদের নিপীড়িত জীবনযাত্রা থেকে মুক্তির কোন উপায় না দেখে, নিজেদের কঠোর জীবনে আলোর কোন রেখা না দেখে, মালিকের কাছে মাথা নত করত অনুগত ভৃত্যের মতন। সমাজতন্ত্রই দেখিয়ে দিল মুক্তির পথ, আর লাল পতাকাকেই ধ্রুবতারা ধরে নিয়ে সেই পতাকারই তলে হাজার হাজার সংগ্রামী জনতা এসে ভিড় করল। ধর্মঘট শ্রমিকদের একতার শক্তি দেখিয়ে দিল, তাদের শেখাল আঘাতের বিরুদ্ধে আঘাত হানতে, সংগঠিত শ্রমিক যে ধনিকদের কাছে

কিরকম ভয়াবহ বিপদস্বরূপ তা ধর্মঘটই শ্রমিকদের দেখিয়ে দিল। শ্রমিকেরা পরিষ্কারভাবে দেখল যে, তাদেরই শ্রমের ফলভোগ করে ধনিকরা আর সরকার বেঁচে থাকে এবং নিজেদের সমৃদ্ধ করে তোলে। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিকেরা সাগ্রহে এগিয়ে গেল মিলিত সংগ্রামের পথে, মুক্তির পথে এবং সমাজতন্ত্রের পথে। জারের স্বৈরতন্ত্র যে কিরকম ক্ষতিকারক ও অন্ধকার যুগের শক্তিবিশেষ তা শ্রমিকেরা উপলব্ধি করল। শ্রমিকদের প্রয়োজন হচ্ছে সংগ্রামের সুযোগ সুবিধার, কিন্তু জারের সরকার তাদের বেঁধে রাখছে আষ্টেপৃষ্ঠে। শ্রমিকদের দরকার হল অবাধ মেলামেশার সুযোগ সুবিধা, বাধাবন্ধনহীন ইউনিয়ন, অবাধে সকলের মধ্যে বই ও পত্রিকার প্রচারই তারা চায়, কিন্তু মুক্তি অর্জনের তাদের প্রত্যেকটি প্রচেষ্টাকে ধ্বংস করবার জন্য জারের সরকার ব্যবহার করে কারাগার, বেত আর বেয়নেট। "স্বৈরতন্ত্র ধ্বংস হোক"—এই রণধ্বনি আজ সারা রাশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। রাজপথে এবং হাজার হাজার শ্রমিকের সমাবেশে এই রণধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়েছে এবং এ ঘটনা অত্যন্ত ঘনঘন ঘটে চলেছে। গত গ্রীষ্মকালে রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চল ব্যাপী চলেছিল হাজার হাজার শ্রমিকের বিদ্রোহ, তারা বিদ্রোহ করেছিল উন্নততর জীবনযাত্রা, পুলিসের অত্যাচার থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করবার উদ্দেশ্যে। এক আঘাতে যারা বিরাট বিরাট শহরের সমগ্র শিল্প অচল করে দিয়েছিল শ্রমিকদের সেই ভয়ঙ্কর বাহিনী দেখে বুর্জোয়ারা আর সরকার কেঁপে উঠেছিল। অভ্যন্তরীণ শত্রুর বিরুদ্ধে জার সরকার যে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিল তাদেরই বন্দুকের গুলিতে নিহত হল শ্রমিকদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ বহু যোদ্ধা।

কিন্তু এই অভ্যন্তরীণ শত্রুকে কোন শক্তি দ্বারাই পরাজিত করা যেতে পারে না। কারণ এর শ্রমের উপরই শুধু নির্ভর করে শাসক শ্রেণীগুলি এবং সরকার বেঁচে থাকতে পারে। যারা দিনের পর দিন আরো বেশী শ্রেণী-সচেতন, আরো বেশী ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত হয়ে উঠছে সেই কোটি কোটি শ্রমিকদের চূর্ণবিচূর্ণ করার মতন শক্তি পৃথিবীতে নেই। শ্রমিকদের প্রত্যেকটি পরাজয় সংগ্রামের মধ্যে আরো নতুন নতুন যোদ্ধাদের টেনে নিয়ে আসে, ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে জাগিয়ে তোলে নবজীবনের সাড়া এবং তাদের নব নব সংগ্রামের জন্য তৈরী করে তোলে।

এবং রাশিয়ায় এখন যে সব ঘটনা ঘটছে তার রূপ এমনই যে, শ্রমিক জনগণের এই জাগরণ অবশ্যম্ভাবীরূপে আরো দ্রুতগতিতে এবং আরো বেশী বিস্তৃতভাবে এগিয়ে যেতে থাকবে, প্রলেতারিয়েতদের সংঘবদ্ধ করবার জন্য, আরো বেশী দৃঢ়

সংগ্রামের উদ্দেশ্যে তাদের প্রস্তুত করবার জন্য আমাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে হবে। যুদ্ধই প্রলেতারিয়েতের সবচেয়ে পশ্চাৎপদ অংশকে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও সমস্যা সমন্ধে আগ্রহ দেখাবার জন্য প্ররোচিত করছে। যুদ্ধ আরো বেশী সুস্পষ্টভাবে, আরো বেশী জ্বলন্তভাবে উদ্ঘাটিত করে দিচ্ছে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের চরম অকর্মণ্যতা, যারা রাশিয়া শাসন করছে সেই রাজদরবারের এবং পুলিসের চরম পাপকার্য। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ ডুবে যাচ্ছে দারিদ্রে এবং বাড়িতে তারা মরছে অনাহারে, তবু তাদের জোর জবরদস্তি করে টেনে নেওয়া হয়েছে এক ধ্বংসাত্মক ও অর্থহীন যুদ্ধে—হাজার হাজার মাইল দূরে বিদেশীদের দ্বারা অধ্যুষিত নতুন বিদেশী জনপদ গ্রাস করবার জন্যই চলছে এই যুদ্ধ। রাজনৈতিক দাসত্বের নির্যাতন ভোগ করছে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ। তবু তাদের জোর জবরদস্তি করে টেনে নেওয়া হয়েছে অন্যদেশের সাধারণ মানুষকে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করার যুদ্ধে। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ দাবি করছে যে, দেশের আভ্যন্তরিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। কিন্তু দুনিয়ার অপর প্রান্তের কামান গর্জন দিয়ে তাদের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করা হয়েছে। কিন্তু এই জুয়োখেলায়, জাতির সম্পদের ও যুবশক্তির এই জঘন্যতম অপচয়ে জার সরকার বড্ড বেশীদূর এগিয়ে গিয়েছে—প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে দেশের যুবকেরা আজ মরছে। প্রত্যেক যুদ্ধই জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দেয় দুঃখদুর্দশার গুরুভার এবং উন্নত ও স্বাধীন জাপানের বিরুদ্ধে এই কঠোর যুদ্ধ রাশিয়ার উপর চাপিয়ে দিচ্ছে দুঃখদুর্দশার এক প্রচণ্ড গুরুভার। এবং দুঃখদুর্দশার এই গুরুভার এমন এক সময়ে চাপানো হচ্ছে যখন প্রলেতারিয়েতের জাগরণের আঘাতে পুলিসী স্বৈরতন্ত্রের কাঠামো টলমল করে উঠতে আরম্ভ করেছে। সরকারের সমস্ত দুর্বল স্থানগুলিই যুদ্ধ সকলের সামনে উন্মুক্ত করে দিচ্ছে, যুদ্ধ যত সব মিথ্যা সাইনবোর্ড ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছে, যুদ্ধ প্রকাশ করে দিচ্ছে অভ্যন্তরীণ অকর্মণ্যতা, জারের স্বৈরতন্ত্রের অযৌক্তিকতা যুদ্ধ এমনভাবে উদ্ঘাটিত করে দিচ্ছে যাতে এর আঘাত সকলের উপর এসে পড়ছে, পুরানো রাশিয়ার, অধিকারবিহীন, অজ্ঞ এবং পদদলিত রাশিয়ার, এখনো পুলিসী সরকারের অর্ধ-দাস ব্যবস্থার বন্ধনে আবদ্ধ রাশিয়ার মৃত্যু-যন্ত্রণা যে কী ভয়াবহ তা যুদ্ধই সকলকে দেখিয়ে দিচ্ছে।

পুরানো রাশিয়া মরে যাচ্ছে। তার স্থান পূর্ণ করার জন্য আসছে এক রাশিয়া। অন্ধকার যুগের যে শক্তিগুলি জারের স্বৈরতন্ত্রকে রক্ষা করছিল

তা এখন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও, অন্ধকার যুগেব এইসব শক্তির উপর মরণাঘাত হানতে পারে শুধু শ্রেণী-সচেতন, সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীই। কেবলমাত্র শ্রেণী-সচেতন, এবং সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীই জনসাধারণের জন্য জয় করে নিয়ে আসতে পারে খাঁটি স্বাধীনতা,—সে স্বাধীনতা ভেজাল স্বাধীনতা নয়। কেবলমাত্র শ্রেণী-সচেতন এবং সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীই জনসাধারণকে প্রতারিত করবার, তাদের অধিকার সংকুচিত করবার এবং বুর্জোয়াদের হাতের নিছক হাতিয়ারে তাদের পরিণত করবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে দিতে পারে।

কমরেড শ্রমিকগণ! তাহলে আসুন আমরা সবশক্তি নিয়োগ করে প্রস্তুত হই আসন্ন চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য। প্রলেতারীয় সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের সাধারণ সদস্যদের ঐক্য আরো নিবিড় হোক। তাঁদের বাণী ছড়িয়ে পড়ুক দূর হতে দূরে, বহুদূরে! আরো বেশী সাহসের সঙ্গে দিকে দিকে প্রচারিত হোক শ্রমিকদের দাবি! মে দিবসের উৎসব আমাদের দিকে নিয়ে আসুক হাজার হাজার নতুন যোদ্ধাকে, সমগ্র জনসাধারণের স্বাধীনতার জন্য ধনতান্ত্রিক নির্যাতন থেকে সমস্ত মেহনতী মানুষের মুক্তির জন্য মহান সংগ্রামে আমাদের শক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করে তুলুক।

আট ঘণ্টার কাজের দিনের দাবি দীর্ঘজীবী হোক।
আন্তর্জাতিক বিপ্লবী সোস্যাল-ডেমোক্রাসি দীর্ঘজীবী হোক।
অপরাধেভরা, লুণ্ঠনকারী জারের স্বৈরতন্ত্র ধ্বংস হোক!

১৯০৪ সালের এপ্রিলে লিখিত
কিছু অদল বদল করে ১৯০৪ এর এপ্রিলে
পৃথক ইশ্‌তেহার হিসাবে প্রকাশিত।

রচনাবলী—
৭ম খণ্ড
পৃ-১৮১-৮৪

জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির জেনা কংগ্রেস

জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের কংগ্রেসগুলি দীর্ঘকাল ধরে যে গুরুত্ব অর্জন করেছে তা জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের সীমানা ছাড়িয়ে বহুদূরে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। সংগঠনের ক্ষেত্রে, আন্দোলনের ঐক্য ও সংহতির ক্ষেত্রে, এবং মার্কসবাদী সাহিত্যের সম্পদ ও সারবত্তার ক্ষেত্রে জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাটরা সকল পার্টি থেকেই এগিয়ে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক কংগ্রেসগুলির সিদ্ধান্তসমূহ যে ঘনঘন প্রায় আন্তর্জাতিক গুরুত্বও অর্জন করতে থাকবে তাতো স্বাভাবিক। সোস্যালিস্ট আন্দোলনে সর্বাধুনিক সুবিধাবাদী ঝোঁকগুলির (বার্নস্টাইনবাদ) প্রশ্নেও এরকম ঘটনা ঘটল। যেখানে বিপ্লবী সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের পুরানো পরীক্ষিত রণকৌশলই সমর্থিত হয়েছিল সেই ড্রেসডেন সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত আমস্টারডাম আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল এবং এখন সেই সিদ্ধান্ত সারা দুনিয়াব্যাপী শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকশ্রেণীর সাধারণ সিদ্ধান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজও অবস্থা সেই একই রকম। জেনা কংগ্রেসের সামনে যেটা প্রধান বিষয় সেই ব্যাপক রাজনৈতিক ধর্মঘটের প্রশ্নটি আজ সারা দুনিয়াব্যাপী সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের বিক্ষুব্ধ করে তুলছে। রাশিয়া সমেত কতকগুলি দেশের, সম্ভবতঃ বিশেষ করে রাশিয়ার, ঘটনাবলী সম্প্রতি এ প্রশ্নটিকে একেবারে পুরোভাগে এনে দাঁড় করিয়েছে। এবং জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের সিদ্ধান্ত যে সমগ্র আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের উপর, সংগ্রামী শ্রমিকদের বিপ্লবী মনোভাব অটুট রাখার এবং সুদৃঢ় করার অর্থে, বেশ কিছু প্রভাব বিস্তার করবে সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

কিন্তু প্রারম্ভেই আরো কম গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক—এগুলি আলোচিত হয়েছিল জেনা কংগ্রেসে এবং সেখানেই এগুলির মীমাংসা হয়েছিল। এই কংগ্রেসে প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ পার্টি সংগঠনের

প্রশ্নটিই আলোচিত হয়েছিল। জার্মান পার্টির নিয়মাবলীর সংশোধন সম্পর্কে অবশ্য আমরা বিস্তৃতভাবে বিশেষ কিছু বলব না। যেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে এই সংশোধনের অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যমূলক প্রধান লক্ষণটির উপর : **কেন্দ্রীকতার** আরো বিস্তৃত, আরো বেশী সম্পূর্ণ এবং আরো বেশী কঠোর প্রয়োগের দিকে, আরো বেশী সুদৃঢ় **সংগঠন** গড়ে তোলার দিকে ঝোঁকের উপর বিশেষ জোর দেওয়া। এই ঝোঁকের অভিব্যক্তি ঘটল প্রথমত পার্টির নিয়মাবলীতে সেই প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে যাতে প্রত্যেকটি সোস্যাল-ডেমোক্রাটের কোন না কোন পার্টি সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া বাধ্যতামূলক করা হল, শুধু তাদের ক্ষেত্রেই এ সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম করা হল যাদের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির দরুন এটা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত এর অভিব্যক্তি ঘটল বিশ্বস্ত প্রতিনিধিমণ্ডলীর পরিবর্তে স্থানীয় সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক সংগঠন ব্যবস্থার প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে, ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব ও ব্যক্তি বিশেষের উপর বিশ্বাস স্থাপনের পরিবর্তে যৌথ, সাংগঠনিক যোগাযোগ স্থাপনের নীতি প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে। তৃতীয়ত এর অভিব্যক্তি ঘটল একটি প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে যাতে ঘোষণা করা হল যে সকল পার্টি সংগঠনকেই তাদের পার্টি ফাণ্ডের শতকরা ২৫ ভাগ কেন্দ্রীয় পার্টি তহবিলে জমা দিতে হবে।

মোটের উপর, এখানে আমরা পরিষ্কারভাবেই দেখছি যে, সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনের অগ্রগতির এবং তার ক্রমবর্ধমান জঙ্গী মনোভাবের ফলে অবশ্যম্ভাবীরূপে এবং অব্যর্থভাবে কেন্দ্রীকতার আরো বেশী দৃঢ় প্রয়োগই ঘটতে থাকবে। এই ব্যাপারে জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাসির যে অগ্রগতি তা আমাদের পক্ষে—রাশিয়ানদের পক্ষে অত্যন্ত শিক্ষামূলক। আমাদের পার্টি জীবনের ব্যাপক-ভাবে আলোচিত প্রশ্নগুলির মধ্যে আনুপাতিকভাবে অত্যন্ত বিরাট এক জায়গা সাংগঠনিক প্রশ্নগুলিই সম্প্রতি দখল করে রয়েছে এবং আংশিকভাবে এখনো দখল করে আছে। তৃতীয় কংগ্রেসের পর থেকে পার্টিতে দুটি সাংগঠনিক ঝোঁক সুস্পষ্ট আকার ধারণ করেছে : এর ভিতর একটি হল দৃঢ় কেন্দ্রীকতার দিকে এবং পার্টি সংগঠনে গণতন্ত্রের নিয়মিত বিকাশের দিকে ঝোঁক; জননেতা-সুলভ উদ্দেশ্য সাধন বা কোনরকম ধারণা সৃষ্টি করার জন্য এ ঝোঁক নয়; একে কার্যকরী করতেই সোস্যাল-ডেমোক্রাটরা দৃঢ়সংকল্প, কারণ এর ফলে রাশিয়ায় তারা কাজের আরো বেশী স্বাধীনতা লাভ করবে। দ্বিতীয়টি হল সাংগঠনিক শিথিলতার দিকে, "সাংগঠনিক অস্পষ্টতা"র দিকে ঝোঁক, যার

ক্ষতি এখন প্লেখানভও উপলব্ধি করতে পেরেছেন, অথচ এতদিন তিনিই এ জিনিস সমর্থন করে আসছিলেন (আশা করা যাক যে, এই বিকাশের ফলে শীঘ্রই তিনি সাংগঠনিক অস্পষ্টতা আর রণকৌশলগত অস্পষ্টতার মধ্যে যোগাযোগটাও উপলব্ধি করতে পারবেন)।

আমাদের পার্টির নিয়মাবলীর প্রথম প্যারাগ্রাফের উপর যে বিতর্ক হয়েছিল তার কথা স্মরণ করুন। ভুলভাবে রূপদান করে এই "ধারণার" যাঁরা পূর্বে ছিলেন অতিশয় উৎসাহী সমর্থক সেই নব **ইস্ক্রাবাদীদের**[৮] সম্মেলনে এখন সম্পূর্ণভাবে সমগ্র প্যারাগ্রাফটি এবং সমগ্র ধারণাটিই বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীকতা ও **সাংগঠনিক** যোগাযোগ স্থাপনের নীতি তৃতীয় কংগ্রেসে সমর্থিত হয়েছিল। প্রত্যেকটি পার্টি সভ্যের কোন না কোন পার্টি সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত থাকার প্রশ্নটিকে সাধারণ নীতির বিষয় করে তোলার জন্য তক্ষুনি নব ইস্ক্রাবাদীরা চেষ্টা করেছিল। আমরা এখন দেখছি যে জার্মানরা —কি সুবিধাবাদীরা, কি বিপ্লবীরা, সকলেই সমানভাবেই—এ দাবি সম্পর্কে **নীতিগতভাবে** কোন প্রশ্ন তুলছে না। (প্রত্যেক পার্টি সভ্যকে কোন না কোন পার্টির সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে) এই দাবি তারা তাদের পার্টি নিয়মাবলীতে প্রত্যক্ষভাবে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তারা ব্যাখ্যা করে **এই নিয়মের ব্যতিক্রমের** প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছিল, নীতির দিক থেকে আদৌ তারা সে কথা বলেনি, জার্মানীতে **যথেষ্ট স্বাধীনতার অভাবের** জন্যই তারা সে কথা বলেছিল! জেনায় যিনি সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেছিলেন সেই ভোল্লমার এই নিয়মের ব্যতিক্রমকে এই যুক্তি দিয়ে সমর্থন করলেন যে, ছোট ছোট সরকারী কর্মচারীদের মতন লোকেদের পক্ষে প্রকাশ্যে সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির মধ্যে থাকা সম্ভব হবে না। সঙ্গতভাবেই এ কথা বলা যায় যে রাশিয়ায় পরিস্থিতি অন্যরকমের : স্বাধীনতার অভাবে এখানে সকল সংগঠনই সমানভাবে গোপন সংগঠন। যদি বিপ্লবী স্বাধীনতা দেওয়া হয় তাহলে পার্টিগুলির মধ্যে পার্থক্যের যথাযথ সীমারেখা টানা এবং এ ব্যাপারে কোনরূপ "শিথিলতা" বরদাস্ত না করা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সাংগঠনিক বন্ধনের অনুমোদনযোগ্য পুনঃপ্রবর্তনের নীতি সম্পর্কে বলা যায় যে সে নীতি অটলই থাকছে।

জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের কর্তৃক অধুনা পরিত্যক্ত বিশ্বস্ত প্রতিনিধি-মণ্ডলীর ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা যায় যে, এই ব্যবস্থায় অস্তিত্ব সমগ্রভাবে জড়িত

ছিল সোস্যালিস্ট-বিরোধী বিশেষ আইনের সাথে[৯]। এই আইন যতই অকেজো হয়ে পড়তে লাগল ততই বিশ্বস্ত প্রতিনিধিমণ্ডলীর মধ্য দিয়ে না গিয়ে বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থাকেই সমগ্র পার্টির ভিত্তি করা আরো বেশী স্বাভাবিক ও অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াল।

রাজনৈতিক ধর্মঘটের প্রশ্নটির আগে জেনায় যে আর একটি প্রশ্ন আলোচিত হয়েছিল সেটিও রাশিয়ার পক্ষে অত্যন্ত শিক্ষামূলক। সেটি হল মে দিবসের প্রশ্ন, অথবা আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে, (যে বিষয়টি আলোচনার ভিত্তি রচনা করেছিল সেটি নয়, যদি প্রশ্নটির সার কথা ধরা হয়) সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির প্রতি ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনের মনোভাবের প্রশ্ন। কোলোন ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেস[১০] জার্মান এবং শুধু জার্মান-ই নয়, সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের উপর যে গভীর রেখাপাত করেছিল তা আমরা একাধিকবার প্রলেতারীতে[১১] উল্লেখ করেছি। এই কংগ্রেসে এই কথাই অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হল যে, এমন কি জার্মানিতেও, যেখানে মার্কসবাদের ঐতিহ্য ও তার প্রভাব আর যে কোন জায়গার চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী সেখানেও, ট্রেডইউনিয়নগুলিতে—দয়া করে লক্ষ্য করুন: **সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক** ট্রেডইউনিয়নগুলিতে—**সোস্যালিস্ট-বিরোধী** ঝোঁকগুলি, ব্রিটিশ কায়দায়, অর্থাৎ নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে বুর্জোয়া কায়দায়, "বিশুদ্ধ ট্রেডইউনিয়নইজমের" দিকে ঝোঁকগুলি বিকাশ লাভ করছে। সুতরাং জেনা কংগ্রেসে মে দিবসের বিক্ষোভ মিছিলের প্রশ্নটি যে তার সঠিক অর্থে ট্রেডইউনিয়নইজম আর সোস্যাল-ডেমোক্রাসির প্রশ্নে, রাশিয়ার সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনের অভ্যন্তরে বিরাজমান ঝোঁকগুলির পরিভাষা অনুযায়ী "ইকোনমিজমের" (অর্থনীতিবাদের)[১২] প্রশ্নে বিকশিত হয়ে উঠল তা ছিল অবশ্যম্ভাবী।

মে দিবসের বিষয়টি সম্পর্কে যিনি রিপোর্ট পেশ করলেন সেই ফিশার এতগুলি কথার মধ্যে এইটুকুনই শুধু বললেন যে, এখানে সেখানে ট্রেডইউনিয়নগুলিতে যে সোস্যালিস্ট মূলনীতি লোপ পাচ্ছে সে ঘটনা উপেক্ষা করলে বিরাট ভুলই করা হবে। ঘটনা এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল যে, যেমন কার্পেন্টার ইউনিয়নের জনৈক প্রতিনিধি, ব্রিঙমান যে বিবৃতি দিয়েছিলেন এবং প্রকাশ করেছিলেন তা ছিল এই ধরনের "মানব সমাজে মে দিবসের ধর্মঘট অবান্তর বস্তু বিশেষ"। "বর্তমান পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির একমাত্র উপায় হচ্ছে ট্রেডইউনিয়নগুলি" ইত্যাদি। ফিশার সঠিকভাবেই বলেছিলেন যে, এগুলি ছাড়াও "ব্যাধির আরো

লক্ষণ” আছে। রাশিয়া এবং অন্যান্য জায়গার মতন জার্মানিতেও সংকীর্ণ ট্রেডইউনিয়নইজম, বা “ইকোনমিজম” সুবিধাবাদের (সংশোধনবাদের) সাথেই যুক্ত। ঐ একই কার্পেন্টার ইউনিয়নের পত্রিকাতে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের মূলনীতির ধ্বংসের কথা, অর্থনৈতিক সংকটের থিওরির এবং সামাজিক বিপর্যয়ের হেত্বাভাসের কথা ইত্যাদি লেখা হয়েছিল। সংশোধনবাদী কলওয়ার শ্রমিকদের অসন্তুষ্ট হবার জন্য, তাদের দাবি বাড়াবার জন্য আহ্বান জানালেন না, তিনি তাদের আহ্বান জানালেন আন্দোলন সীমাবদ্ধ করার জন্য, ইত্যাদি। লিবনেক্‌ট যখন ট্রেডইউনিয়ন “নিরপেক্ষতা”র ধারণার বিরোধিতা করলেন এবং বললেন যে, “এ কথা সত্য যে বেবেলও নিরপেক্ষতা সমর্থন করেছেন, কিন্তু আমার মতে এটি হচ্ছে সেই অল্প কয়েকটি বিষয়ের একটি যে সম্বন্ধে পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা বেবেলকে সমর্থন করছে না” তখন কংগ্রেস তাঁকেই সমর্থন করল।

সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলন সম্পর্কে নিরপেক্ষ মনোভাব গ্রহণ করার জন্য তিনি ট্রেডইউনিয়নগুলির নিকট সুপারিশ করেছেন বলে যে কথা রটেছে তা বেবেল স্বয়ং অস্বীকার করলেন। সংকীর্ণ শিল্প-ইউনিয়নের মতবাদের বিপদ সন্দেহাতীতভাবে বেবেল কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছিল ; তিনি আরো বলেছিলেন যে, তিনি শিল্প-ইউনিয়নের এই রকম হতবুদ্ধি হয়ে যাওয়ার নিকৃষ্টতম দৃষ্টান্তের কথাও জানেন। তরুণ ট্রেডইউনিয়ন নেতারা সাধারণভাবে পার্টিকে, সাধারণ-ভাবে সমাজতন্ত্রকে এবং শ্রেণীসংগ্রামের থিওরিকেও উপহাস করতে পর্যন্ত দ্বিধা করেনি, বেবেলের এই সব বিবৃতি সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক কংগ্রেসে সকলের মনেই ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধ জাগিয়ে তুলেছিল। তিনি যখন বিশেষ জোরের সঙ্গে ঘোষণা করলেন : “কমরেডগণ, নিজ নিজ কর্তব্যে আপনারা অটল থাকুন ; আপনারা কি করছেন একবার ভেবে দেখুন , আপনারা এক মারাত্মক পথ ধরে চলেছেন, এই পথ আপনাদের ধ্বংসের আবর্তেই নিয়ে যাবে।” তখন তাঁর সমর্থনে সমগ্র কংগ্রেসই ফেটে পড়ল।

সুতরাং একথা বলতেই হবে যে, এটা জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের কৃতিত্ব যে তারা সামনাসামনিই বিপদের সাথে মোকাবিলা করল। ইকোনমিজমের (অর্থনীতিবাদের) চরম পরিণতিকে তারা ঝকমকে আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখল না, তারা বাজে অজুহাতও এড়িয়ে যাবার কৌশলও আবিষ্কার করল না (যা প্লেখানভ, উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর অনেকবারই আবিষ্কার করেছিলেন)। না, তারা সুস্পষ্টভাবেই দেখিয়ে দিল ব্যাধি কোথায়

দৃঢ়ভাবে তারা নিন্দা করল ক্ষতিজনক ঝোঁকগুলির এবং সেগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য তারা প্রকাশ্যেই সকল পার্টি সভ্যের নিকট আহ্বান জানাল রাশিয়ান সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের পক্ষে এটা একটি শিক্ষামূলক ঘটনা—রাশিয়ান সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের মধ্যে কেউ কেউ ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলন সম্পর্কে "আলোকপাত করার" জন্য মিঃ স্ট্রুভের প্রশংসা অর্জন করেছিল।

১৯০৫ সালের সেপ্টেম্বরে লিখিত
পড জ্‌নামেনেম মার্কসিজমা পত্রিকার
দ্বিতীয় সংখ্যায় ১৯২৪ সালে প্রথম প্রকাশিত

নবম খণ্ড, পৃ. ২৬৪-৬৮

এফ. এ. সর্জ এবং অন্যান্যদের নিকট লিখিত জে.পি. এইচ. বেকার, জে. ডিয়েৎসগেন, এফ. এঙ্গেলস, কে. মার্কস এবং অন্যান্যদের পত্রাবলীর রুশ অনুবাদের মুখবন্ধ

মার্কস, এঙ্গেলস, ডিয়েৎসগেন, বেকার এবং গত শতাব্দীর আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের অন্যান্য নেতাদের পত্রাবলীর সংকলন রাশিয়ার জনসাধারণের জন্য প্রকাশিত হয়েছে—আমাদের উন্নত মার্কসবাদী সাহিত্যে এটা একটা আবশ্যকীয় সংযোজন।

সমাজতন্ত্রের ইতিহাসের ক্ষেত্রে এবং মার্কস ও এঙ্গেলসের কার্যকলাপের ব্যাপক আলোচনার ক্ষেত্রে এই পত্রাবলীর গুরুত্ব যে কি, সে-বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা আমরা এখানে করব না। বিষয়টির এই দিক সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যারও প্রয়োজন নেই। আমাদের শুধু এটুকু মনে রাখা দরকার যে, প্রকাশিত পত্রাবলী বুঝতে হলে আন্তর্জাতিকের ইতিহাস সম্পর্কে (জায়েস্কের লেখা "আন্তর্জাতিক" দ্রষ্টব্য—জ্নানিয়ের সংকলনে এর রুশ অনুবাদ বের হয়েছে) এবং জার্মান ও আমেরিকান শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে (ফ্রে. মেহরিঙ-এর লেখা জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাসির ইতিহাস এবং মরিস হিলক্যুইটের লেখা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমাজতন্ত্রের ইতিহাস দ্রষ্টব্য) মূল গ্রন্থাবলীর সঙ্গে পরিচিত থাকা একান্ত প্রয়োজন।

এই চিঠিপত্রের বিষয়বস্তুর সাধারণ বিবরণ দেবার কিংবা যে সব বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগের কথা এতে বলা হয়েছে তার মর্ম উপলব্ধি করার চেষ্টা করবার উদ্দেশ্য আমাদের এখানে নেই। এ কাজ অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবেই মেহরিঙ করেছেন তাঁর "দের সর্জেশ্চ ব্রিফওয়েচসেল" (সর্জের চিঠিপত্র) নামক প্রবন্ধে (ন্যুয়ে জিয়েভ, পঞ্চবিংশতি বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা)—সম্ভবতঃ এই প্রবন্ধটি প্রকাশক বর্তমান অনুবাদের সাথে জুড়ে দেবেন অথবা এটিকে পৃথকভাবে রুশভাষায় প্রকাশ করবেন।

মার্কস ও এঙ্গেলসের প্রায় ত্রিশ বছরের (১৮৬৭-৯৫) ক্রিয়াকলাপের সুবিদিত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পরিচিত হয়ে তা থেকে জঙ্গী প্রলেতারিয়েতকে যে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে সেই শিক্ষা বর্তমান বিপ্লবী যুগে রাশিয়ান সোস্যালিস্টদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সুতরাং এতে আশ্চর্যান্বিত হবার কিছু নেই যে, আমাদের সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক সাহিত্যে সর্গের নিকট লিখিত মার্কস-এঙ্গেলসের চিঠিপত্রের সাথে পাঠকদের পরিচিত করাবার প্রথম প্রচেষ্টা রুশবিপ্লবে সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের রণকৌশলের "ব্যাপকভাবে আলোচিত" সমস্যাগুলির সঙ্গেও যুক্ত ছিল (প্লেখানভের সভ্রেমেন্নায়া জিজ্ন এবং মেনসেভিকদের অতক্লিকি[৩]। রাশিয়ায় শ্রমিকদের পার্টির বর্তমানে করণীয় কাজের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যেগুলি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, প্রকাশিত পত্রাবলীর সেই সেই অংশগুলির মর্ম উপলব্ধি করার দিকেই আমরা আমাদের পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

মার্কস এবং এঙ্গেলস তাঁদের পত্রাবলীতে ব্রিটিশ, আমেরিকান এবং জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের জরুরী সমস্যাবলী সম্বন্ধে বারবার আলোচনা করেছিলেন। এটা খুবই স্বাভাবিক, কারণ তাঁরা ছিলেন জার্মান, এবং সে-সময়ে তাঁরা বাস করতেন ইংল্যাণ্ডে এবং তাঁদের আমেরিকান কমরেডদের সাথে তাঁরা পত্রালাপ করতেন। জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাট কুগেলমানের কাছে মার্কস যে সব চিঠি লিখেছিলেন ("ডঃ কুগেলমানের নিকট মার্কসের চিঠি"র রুশ অনুবাদ দ্রষ্টব্য—লেনিন কর্তৃক ভূমিকা লিখিত ও সম্পাদিত—সেণ্ট পিটার্সবুর্গ, ১৯০৭—ভি, আই, লেনিনের "মার্কস-এঙ্গেলস-মার্কসইজম" দ্রষ্টব্য, ২২১-৩২ পৃঃ) তাতে তিনি আরো বেশী ঘনঘন এবং আরো বেশী বিস্তৃতভাবে ফরাসী শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে, বিশেষ করে প্যারী কমিউন সম্পর্কে, তাঁর নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন।

ব্রিটিশ, আমেরিকান এবং জার্মান শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলস যা যা বলেছিলেন তা তুলনা করে দেখা খুবই শিক্ষামূলক। এই তুলনা সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব অর্জন করবে যদি আমরা মনে রাখি যে, একদিকে জার্মানি, এবং অপরদিকে ব্রিটেন ও আমেরিকা ধনতন্ত্রের বিকাশের বিভিন্ন স্তর এবং এইসব দেশের সমগ্র রাজনৈতিক জীবনযাত্রার উপর একটি শ্রেণী হিসাবে বুর্জোয়াদের প্রভুত্বের বিভিন্ন রূপই প্রকাশ করছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে এখানে আমরা যা লক্ষ্য করছি তা হচ্ছে বস্তুবাদী ডায়ালেকটিক্সেরই নমুনা বিশেষ, তা হচ্ছে বিভিন্ন রকমের রাজনৈতিক অবস্থার বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত সমস্যাটির বিভিন্ন বিষয় ও বিভিন্ন দিক সামনে নিয়ে

আসার এবং সেগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করার ক্ষমতা। শ্রমিকদের পার্টির ব্যবহারিক কর্মনীতি ও রণকৌশলের দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা এখানে যা দেখছি তা হচ্ছে সেই পথেরই একটি নমুনা যে পথে **কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর** স্রস্টারা বিভিন্ন দেশের জাতীয় শ্রমিক আন্দোলনের বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী সংগ্রামী প্রলেতারিয়েতের কর্তব্য নির্ধারণ করেছিলেন।

ব্রিটিশ ও আমেরিকান সমাজতন্ত্রের যে দিকটা মার্কস ও এঙ্গেলস খুব তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন তা হচ্ছে শ্রমিক আন্দোলন থেকে তাদের বিচ্ছিন্নতা। ব্রিটেনের সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশন[১৪] সম্পর্কে এবং আমেরিকার সোস্যালিস্টদের সম্পর্কে তাঁরা যে অসংখ্য মন্তব্য করেছেন সেগুলির মূলকথা হল যে, তাঁরা ওদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগই করেছেন যে, ওরা মার্কসবাদকে আপ্তবাক্যে, "কঠোর (স্তারে) গোঁড়ামিতে" পরিণত করেছে, ওরা মার্কসবাদকে ধর্মমত হিসাবেই মনে করে, এবং একে **কাজের পথনির্দেশক**[১৫] মনে করে না, তত্ত্বের দিক থেকে অসহায় কিন্তু প্রাণবন্ত ও শক্তিশালী যে ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলন ওদেরই পাশাপাশি এগিয়ে চলেছে তার সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে ওরা অসমর্থ। এঙ্গেলস তাঁর ১৮৮৭ সালের ২৭শে জানুয়ারির চিঠিতে বিস্ময়ের সাথে লিখলেন: "আমাদের দলের কর্মপন্থা যারা প্রকাশ্যে গ্রহণ করেছে শুধু তাদেরই সাথে একত্রে কাজ করার উপর যদি আমরা ১৮৬৪ সাল থেকে ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত জিদ ধরে বসে থাকতাম তাহলে আজ আমরা কোথায় থাকতাম?"[১৬] এবং আগেকার এক চিঠিতে (২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৮৬) আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণীর উপর হেনরী জর্জের ভাবধারার প্রভাব প্রসঙ্গে তিনি লিখলেন:

"আগামী নভেম্বর মাসে যদি মেহনতী মানুষের প্রকৃত পার্টির পক্ষে দশ লক্ষ কিংবা কুড়ি লক্ষ মেহনতী মানুষের ভোট পড়ে তবে বর্তমানে তার মূল্য হবে পার্টির অকাট্যকর সঠিক কর্মপন্থার পক্ষে এক লক্ষ ভোটের চেয়ে অসংখ্য গুণ বেশী।"

এই লেখাগুলি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। আমাদের দেশে এ রকম অনেক সোস্যাল-ডেমোক্রাট আছেন যাঁরা "শ্রমিক-কংগ্রেসে"র ধারণার সমর্থনে অথবা লারিনের "ব্যাপক শ্রমিক পার্টির"[১৭] ধরনের একটা কিছুর সমর্থনে এই লেখাগুলিকে কাজে লাগাবার জন্য তাড়াহুড়া করেছিলেন। এঙ্গেলসের বক্তব্যকে "কাজে লাগাবার জন্য" যাঁরা অধঃক্ষিপ্ত তাদের আমরা জিগ্যেস

করব কেন তাঁরা "বামপন্থী ব্লকের"[১৮] সমর্থনে এগুলিকে কাজে লাগাচ্ছেন না? যে চিঠিগুলি থেকে ঐসব উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে সেগুলি লেখা হয়েছিল এমন এক সময়ে যখন আমেরিকার শ্রমিকেরা হেনরী জর্জের নির্বাচনে ভোট দিয়েছিল। মিসেস উইশ্চনেওয়েতস্কি ছিলেন একজন মার্কিন মহিলা; তিনি বিয়ে করেছিলেন একজন রাশিয়ানকে এবং এঙ্গেলসের রচনাবলী তিনি অনুবাদ করেছিলেন। হেনরী জর্জের বক্তব্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা করবার জন্য তিনি এঙ্গেলসের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলেন—এঙ্গেলসের উত্তর থেকেই এ কথা জানা যায়। কিন্তু এঙ্গেলস (১৮৮৬ সালের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে) লিখলেন যে, **ও কাজের সময় এখনও হয়নি,** এখন প্রধান কথা হল যে, শ্রমিকদের পার্টিকে সংগঠিত হবার কাজ শুরু করতে হবে, দলের সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ কর্মপন্থার ভিত্তিতে না হলেও সে কাজ এখন শুরু করতেই হবে। পরে তারা নিজেরাই বুঝবে কোথায় তারা পথভ্রষ্ট হয়েছিল, "নিজেদের ভুল থেকেই তারা শিখবে", কিন্তু "মেহনতী মানুষের পার্টির জাতীয় একীকরণকে—তা দলের যে কোন কর্মপন্থার ভিত্তিতেই হোক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না—যা কিছুই দেরী করিয়ে দেবে বা ব্যাহত করবে তাকেই আমি এক বিরাট ভুল বলে মনে করব...[১৯]

সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে হেনরী জর্জের ভাবধারার চরম অবাস্তবতা ও **প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র** এঙ্গেলস, অবশ্য, সঠিকভাবেই বুঝেছিলেন এবং তিনি তা বারবার উল্লেখও করেছিলেন। সর্জ পত্রাবলীতে একখানা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক চিঠি আছে মার্কসের—এ চিঠিখানা তিনি লিখেছিলেন ১৮৮১ সালের ২০শে জুন তারিখে। এই চিঠিতে হেনরী জর্জকে **র‍্যাডিকেল বুর্জোয়াদের** একজন ভাববাদী বলে অভিহিত করেছিলেন। মার্কস লিখেছিলেন[২০]: "তত্ত্বের দিক থেকে লোকটি একেবারে পশ্চাৎপদ" (সম্পূর্ণভাবে পিছনে পড়ে রয়েছে)। তবু এঙ্গেলস নির্বাচনে এই প্রকৃত "সমাজ-তান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াশীল" ব্যক্তির সাথে হাত মিলাতে ভীত হননি এই শর্তে যে, তখন এরকম অনেক লোক ছিল যাঁরা জনগণকে "তাঁদের নিজেদের ভুলভ্রান্তির ফলাফল" সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে পারতেন। (১৮৮৬ সালের ২৯শে নভেম্বর তারিখে লেখা এঙ্গেলসের চিঠি)[২১]

আমেরিকান শ্রমিকদের তৎকালীন আর একটি সংগঠন "নাইটস অব লেবর"[২২] সম্পর্কে ঐ একই চিঠিতে এঙ্গেলস লিখেছিলেন: "নাইটস অব

লেবরের দুর্বলতম (পরিভাষায়, নিকৃষ্টতম) দিক হল তাদের **রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা**……। যেভাবেই হোক না কেন, যদি কেবল এটি একটি স্বতন্ত্র শ্রমিক পার্টি হয়, তাহলে স্বাধীন রাজনৈতিক পার্টি হিসাবে শ্রমিকদের সংগঠিত করা সর্বদাই প্রথম বিরাট পদক্ষেপ বিশেষ—আন্দোলনে যে সব দেশ নতুন আসছে তাদের সকলের পক্ষেই এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।" ২৩

একথা তো সুস্পষ্ট যে সোস্যাল-ডেমোক্রাসি **থেকে** অ-দলীয় শ্রমিক কংগ্রেসে উল্লম্ফনের ইত্যাদির সমর্থনে কোন যুক্তিই এ বক্তব্য থেকে টানা যেতে পারে না। কিন্তু, মার্কসবাদকে "আপ্তবাক্যে", "গোঁড়ামিতে", "সংকীর্ণতাবাদে" পরিণত করার যে অভিযোগ এঙ্গেলস করেছেন তা থেকে যাঁরাই নিষ্কৃতি পেতে চান তাদের সকলকেই ঐ বক্তব্য থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে যে, র‍্যাডিকাল "সমাজবাদী-প্রতিক্রিয়াপন্থীদের" সাথে যুক্তনির্বাচনী অভিযান কখনো কখনো মেনে নেওয়া যেতে পারে।

এই সব মার্কিন-রাশিয়ান উপমা সম্পর্কে অত বেশী কথা না বলে (আমাদের প্রতিপক্ষদের জবাব দেবার জন্যই এতগুলির উল্লেখ করতে হয়েছে) ব্রিটিশ ও আমেরিকান শ্রমিক আন্দোলনের **মৌলিক** বৈশিষ্ট্যগুলির কথা বলা অবশ্য আরো বেশী মনোযোগ আকর্ষণকারী। এই বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে : শ্রমিকশ্রেণীর সম্মুখে কোন বিরাট, দেশব্যাপী **গণতান্ত্রিক** কর্তব্যই নাই ; শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়া কর্মনীতির সম্পূর্ণ অধীনেই রয়েছে ; ছোট ছোট গ্রুপ, যারা মুষ্টিমেয় সোস্যালিস্ট ছাড়া আর কিছু নয় তারা, নিজেদের সংকীর্ণ মনোভাবের দরুন শ্রমিকশ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্ন ; নির্বাচনে মেহনতী জনগণের মধ্যে সোস্যালিস্টদের কোন সাফল্যই দেখা যায় না ইত্যাদি। এই মূলগত অবস্থার কথা যাঁরাই ভুলে যান এবং "মার্কিন-রাশিয়ান" উপমা থেকে ব্যাপক সিদ্ধান্ত টানতে চেষ্টা করেন তাঁরা চরম ভাসাভাসা দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেন।

এ রকম অবস্থায় শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সংগঠনের উপর এঙ্গেলস যে অত বেশী জোর দিয়েছেন তার কারণ হল যে, অত্যন্ত সুদৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শ্রমিকশ্রেণীকে সুস্পষ্ট সমাজতান্ত্রিক কর্তব্যের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে সেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কেই এঙ্গেলস আলোচনা করছেন।

শ্রমিকদের একটি স্বাধীন পার্টির, তা সে পার্টির কর্মসূচী যদি খারাপও হয় তবুও সেই পার্টির, গুরুত্বের উপর এঙ্গেলস জোর দিচ্ছেন কেননা তিনি সেই সব দেশ নিয়েই আলোচনা করছেন যেখানে এখন পর্যন্ত শ্রমিকদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার

সামান্য আভাসটুকুনও নেই, যেখানে রাজনীতিতে শ্রমিকদের বুর্জোয়াদের পিছনে পিছনেই জোর করে টেনে নেওয়া হয়েছে এবং এখনো জোর করে টেনে নেওয়া হচ্ছে।

যেখানে লিবারেল বুর্জোয়াদের নিজস্ব পার্টি গঠনের পূর্বেই শ্রমিকশ্রেণী তার পার্টি গঠন করেছিল, যেখানে বুর্জোয়া রাজনীতিবিদদের পক্ষে ভোট দেওয়ার ঐতিহ্য শ্রমিকশ্রেণীর একেবারেই অজানা, এবং যেখানে পরবর্তী আশু করণীয় কাজগুলি হচ্ছে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক কাজ, সমাজতান্ত্রিক কাজ নয়, সেই সব দেশে বা ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে উপরে বর্ণিত ঐ রকম যুক্তি থেকে টানা সিদ্ধান্তগুলি প্রয়োগ করার প্রচেষ্টা হবে মার্কসের ঐতিহাসিক পদ্ধতির এক মিথ্যা অভিনয়।

যদি আমরা ব্রিটিশ ও আমেরিকান আন্দোলন সম্পর্কে এঙ্গেলসের অভিমতের সাথে তাঁর জার্মান আন্দোলন সম্পর্কে অভিমতের তুলনা করি তাহলে আমাদের ধারণা পাঠকদের কাছে আরও বেশী সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

প্রকাশিত পত্রাবলীতে ঐ রকম অভিমতের এবং অত্যন্ত মনোযোগ আকর্ষণকারী অভিমতগুলিরও প্রাচুর্যই দেখা যায়। এবং এইসব অভিমতের মধ্য দিয়ে যে জিনিসটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেটি হল সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরনের—সেটি হল শ্রমিকদের পার্টির "দক্ষিণপন্থী"দের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি, সোস্যাল-ডেমোক্রাসিতে **সুবিধাবাদের** বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন (সময় সময় **প্রচণ্ড**—১৮৭৭-৭৯ সালে মার্কস এই শব্দটিই প্রয়োগ করেছিলেন) সংগ্রাম।

চিঠিগুলি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে এ-কথা প্রথমে সত্য বলে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করা যাক এবং তারপরে এই তথ্যের মূল্যায়নে অগ্রসর হওয়া যাক।

হোচবার্গ আর তার সঙ্গীদের সম্পর্কে মার্কস কি অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন তা সর্বপ্রথমেই আমাদের এখানে উল্লেখ করা দরকার। তাঁর "Der Sorgesche Briefwechsel" প্রবন্ধে ফ্রে. মেহরিঙ সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে মার্কসের আক্রমণকে, এঙ্গেলসের শেষের দিককার আক্রমণকে নরম করে দেখাবারই চেষ্টা করেছেন—এবং, আমাদের মতে বরং তিনি বাড়াবাড়িই করেছেন। বিশেষ করে হোচবার্গ আর তার সঙ্গীদের সম্পর্কে মেহরিঙ দৃঢ়তা সহকারে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করে বলছেন যে লাসাল এবং লাসালপন্থীদের[২৪] সম্পর্কে মার্কসের বিচারে ভুল ছিল। কিন্তু, আমরা আবার বলছি যে, বিশেষ বিশেষ সোস্যালিস্টদের বিরুদ্ধে মার্কসের আক্রমণ সঠিক ছিল কি অতিরঞ্জিত ছিল তার ঐতিহাসিক

বিচারে আমরা আগ্রহশীল নই, সাধারণভাবে সমাজতন্ত্রে যে সুনির্দিষ্ট **ঝোঁকগুলি** দেখা যাচ্ছে **মূলনীতির দিক থেকে** সে-সম্পর্কে মার্কসের বিচারেই আমরা আগ্রহশীল।

লাসালপন্থীদের সাথে এবং ডুহরিঙের সাথে জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের আপস-মীমাংসা সম্পর্কে অভিযোগ করার (১৮৭৭ সালের ১৯শে অক্টোবরের চিঠি) সঙ্গে সঙ্গেই মার্কস "যারা সমাজতন্ত্রকে 'উচ্চতর, ভাববাদী' দিকস্থিতি দিতে চায়, অর্থাৎ যারা সমাজতন্ত্রের বস্তুতান্ত্রিক ভিত্তির (যারাই সমাজতন্ত্রকে ব্যবহার করবার চেষ্টা করে তাদের কাছ থেকেই এই ভিত্তি সুগভীর বাস্তব পর্যালোচনা দাবি করে থাকে) জায়গায় ন্যায়, স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর দেবদেবী সম্বলিত আধুনিক পুরাণ-শাস্ত্রকে প্রতিস্থাপন করতে চায় সেইসব অর্ধ-পরিপক্ক ছাত্র ও অতি-বিজ্ঞ ডক্টর উপাধিধারীদের ('জার্মানিতে ডক্টর একটি বৈজ্ঞানিক ডিগ্রী, এটি আমাদের 'প্রার্থী' বা 'বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর গ্রাজুয়েটে'র সমপর্যায়ের') সমগ্র দলের সাথে আপস মীমাংসারও নিন্দা করছেন। যিনি Zukunft (ভবিষ্যৎ) প্রকাশ করছেন সেই ডঃ হোচবার্গ এই ঝোঁকেরই প্রতিভূ এবং তিনিই পার্টির মধ্যে 'সকলকে বশ করে নিজের পথ করে নিলেন'—ধরে নিলাম যে, তাঁর বহু 'মহত্তম' উদ্দেশ্যই ছিল কিন্তু 'উদ্দেশ্যগুলি'র জন্য আমি অভিশাপ দিচ্ছি না। অধিকতর 'বিনয়ী অনুমানের' সাথে তাঁর Zukunft কর্মসূচীর চেয়ে আরো বেশী অবজ্ঞেয় কোন কিছু খুব কমই দৃষ্টিগোচর হয়েছে।" (৭০ নম্বর চিঠি)[২৫]

প্রায় দু'বছর পরে (১৮৭৯ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে) লেখা আর একখানা চিঠিতে মার্কস সেই বাজে গুজব খণ্ডন করেন যাতে বলা হয়েছিল যে, এঙ্গেলস এবং তিনি জে. মোস্টের পিছনে ছিলেন; এই চিঠিতেই জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিতে সুবিধাবাদীদের সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের এক বিস্তৃত বিবরণ মার্কস সর্জকে দেন। Zukunft হোচবার্গ, শ্রাম এবং এডওয়ার্ড বার্নস্টাইন কর্তৃক পরিচালিত হত। এই পত্রিকার প্রকাশ সম্পর্কে কিছু করতেই মার্কস ও এঙ্গেলস **অস্বীকার করেছিলেন**। এবং যখন ঐ একই হোচবার্গের অংশগ্রহণে এবং তারই অর্থ সাহায্যে নতুন একটি পার্টি মুখপত্র প্রকাশ করবার প্রশ্ন উঠল তখন মার্কস ও এঙ্গেলস প্রথমেই দাবি করলেন যে, "ডক্টর, ছাত্র ও অধ্যাপক-সোস্যালিস্টদের এই পাঁচমিশালীর" উপর কর্তৃত্ব খাটাবার জন্য তাঁদের মনোনীত হার্শকে দায়িত্বশীল সম্পাদক হিসাবে গ্রহণ করতে হবে এবং পরে

বেবেল, লিবনেক্‌ট এবং সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির অন্যান্য নেতাদের নিকট সোজাসুজি এক সার্কুলার পাঠিয়ে মার্কস ও এঙ্গেলস তাদের এই বলে সতর্ক করে দিলেন যে, যদি হোচবার্গ, শ্রাম ও বার্নস্টাইন ঝোঁকের কোন পরিবর্তন না ঘটে তবে "তত্ত্ব ও পার্টির ঐরূপ বিকৃতিকরণের' বিরুদ্ধে (Verluderung—জার্মান ভাষায় এটি আরো বেশী কড়া কথা) তাদের প্রকাশ্যেই সংগ্রাম করতে হবে।

জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির এই যুগটাকেই মেহরিঙ তাঁর **ইতিহাসে**[২৬] "বিশৃঙ্খলার বছর" বলে অভিহিত করেছিলেন। "ব্যতিক্রমী আইন" ঘোষিত হবার পরে পার্টি তক্ষুনি সঠিক পথ খুঁজে পায়নি, তাই পার্টি প্রথমে মোস্টের নৈরাজ্যবাদের দিকে এবং হোচবার্গ প্রমুখদের সুবিধাবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। এই শেষোক্তদের সম্পর্কে মার্কস লিখলেন, "তত্ত্বের ক্ষেত্রে নিতান্ত তুচ্ছ এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অকেজো এইসব লোকেরা সোস্যালিজমের এবং বিশেষ করে সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির দাঁতগুলি (যা তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপত্র অনুসারে লাগিয়েছিল) তুলে ফেলতে চায়, তারা চায় শ্রমিকদের জ্ঞানদান করতে অথবা তাদের নিজেদেরই কথায় তারা চায় "তাদের তালগোল পাকানো অর্ধ-শিক্ষা থেকে 'শিক্ষার প্রাথমিক তত্ত্ব' নিয়ে তা দিয়ে শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধ করতে এবং সর্বোপরি তারা চায় পার্টিকে পেটি-বুর্জোয়াদের চোখে সম্মান'হ করতে। তারা জঘন্য প্রতিবিপ্লবী বাচাল ছাড়া আর কিছু নয়।"[২৭]

মার্কসের এই 'প্রচণ্ড আক্রমণের ফল হল যে, সুবিধাবাদীরা পিছু হটল এবং—নিজেদের তারা দুর্লভ করে তুলল। ১৮৭৯ সালের ১৯শে নভেম্বরের চিঠিতে মার্কস ঘোষণা করলেন যে, সম্পাদকমণ্ডলী থেকে হোচবার্গকে অপসারিত করা হয়েছে এবং পার্টির সমস্ত প্রভাবশালী নেতাই—বেবেল, লিবনেক্‌ট, ব্রাক্কে প্রমুখ তার ভাবধারা **মেনে নিতে অস্বীকার করেছে।** সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির মুখপত্র (Sozialdemokrat) সোৎসিয়াল-ডেমোক্রাট ভোলমারের সম্পাদনায় বের হ'তে লাগল—ভোলমার তখন পার্টির বিপ্লবী অংশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এর এক বছর পরে (৫ই নভেম্বর, ১৮৮০) মার্কস লিখলেন যে, সোৎসিয়াল-ডেমোক্রাট যে-ভাবে পরিচালিত হচ্ছিল সেই 'জঘন্য' ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এঙ্গেলস এবং তিনি অবিরাম সংগ্রাম চালিয়েছেন এবং প্রায়ই তাঁরা **তীব্রভাবে** তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করতেন ["Wobei's oft Scharf hergeht"]। ১৮৮০ সালে

লিবনেকট মার্কসের সাথে দেখা করেন এবং তাঁকে এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, **সর্বদিক দিয়েই** অবস্থার 'উন্নতি' ঘটবে।

শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল এবং প্রকাশ্যে আর সংগ্রাম আত্মপ্রকাশ করল না। হোচবার্গ সরে দাঁড়ালেন, এবং বার্নস্টাইন—অন্ততঃপক্ষে ১৮৯৫ সালে এঙ্গেলসের মৃত্যু পর্যন্ত—বিপ্লবী সোস্যাল-ডেমোক্রাট হয়ে উঠলেন।

১৮৮২ সালের ২০শে জুন তারিখে এঙ্গেলস সর্জকে লিখলেন এবং এই সংগ্রাম সম্বন্ধে বললেন যে, এটা ইতোমধ্যেই অতীতের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে : "সাধারণভাবে জার্মানিতে ঘটনা এখন চমৎকারভাবেই চলছে। এ কথা সত্য যে, পার্টিতে সাহিত্যিক ভদ্রলোকেরা প্রতিক্রিয়াপন্থীদের দিকেই ঘটনার মোড় ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু তারা কলঙ্করভাবেই ব্যর্থ হয়েছে। সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক কর্মীদের বিরুদ্ধে সর্বত্র যে অপবাদ ছড়ানো হচ্ছে তা তাদের তিন বছর আগেকার অবস্থার তুলনায় এখন আরো বেশী বিপ্লবী করে তুলেছে…। ক্ষয়ক্ষতি যা-ই হোক না কেন এই সব ভদ্রলোক (পার্টির সাহিত্যিক লোক) শান্ত ও নম্রভাব দেখিয়ে, হীনভাবে তোষামোদ করে এবং অবমানিত অবস্থা স্বীকার করে নিয়ে, মিনতি জানিয়ে, সোস্যালিস্ট-বিরোধী আইন বাতিলের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন, কারণ সাহিত্য সেবা করে তাঁরা যে অর্থোপার্জন করেন তা এই আইনের ফলে অনেক কমে গিয়েছিল। যে মুহূর্তে এই আইন বাতিল হবে সেই মুহূর্তেই পার্টি যে বিভক্ত তা প্রকাশ্যেই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে উঠবে এবং ভীরেক্স্ আর হোচবার্গ গোষ্ঠীরা একটি পৃথক দক্ষিণপন্থী চক্র গঠন করবে; যতদিন না তারা সুনির্দিষ্টভাবে আলাদা হয়ে যায় ততদিন সময় সময় সেখানেই তাদের সাথে আলোচনা করা যেতে পারে। সোস্যালিস্ট-বিরোধী আইন গৃহীত হবার অব্যবহিত পরেই আমরা এ কথা ঘোষণা করেছিলাম, যখন হোচবার্গ এবং শ্রাম Jahrbuch-এ [২৮] এমন বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন যাকে সেই পরিস্থিতিতে পার্টি কাজের জঘন্যতম নিন্দা প্রচার ছাড়া আর কিছু বলা যায় না এবং তাঁরা পার্টির কাজের আরো উন্নত" ('gebildetes' নয়, 'Jebildetes'—এঙ্গেলস জার্মান সাহিত্যিকদের বার্লিনী উচ্চারণের কথা উল্লেখ করছেন) "মার্জিত ও সুন্দর ধারাই দাবি করেছিলেন।"

১৮৮২ সালে বার্নস্টাইনপন্থীর এই যে পূর্বাভাষ তা ১৮৯৮ সালে এবং তার পরবর্তী বছরগুলিতে সুস্পষ্টভাবেই সমর্থিত হল।

অতিরঞ্জিত না করেই এ কথা বলা যায় যে, তারপর থেকে, এবং বিশেষ করে

মার্কসের মৃত্যুর পর, এঙ্গেলস নিরলসভাবে চেষ্টা করেছিলেন সেইগুলিকে সঠিক ধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য যে বিষয়গুলি জার্মান সুবিধাবাদীরা বিকৃত করেছিল।

১৮৮৪ সালের শেষ। যারা বাষ্পীয় পোতের সাবসিডির ("Dampfersub-vention", মেহরিঙের ইতিহাস দ্রষ্টব্য) জন্য ভোট দিয়েছিল রাইখ্‌শ্‌টাগের সেই সব জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক ডেপুটির "পেটিবুর্জোয়া কুসংস্কারের" নিন্দা করা হল। এঙ্গেলস সর্জকে জানালেন যে, এ বিষয়ে তাঁকে অনেক কিছুই লিখতে হবে (১৮৮৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের চিঠি)[২১]।

১৮৮৫ সাল। বাষ্পীয় পোতের সাবসিডির সমগ্র ব্যাপারটি সম্পর্কে নিজের অভিমত দিয়ে এঙ্গেলস লিখলেন (৩রা জুন) যে, "পার্টি প্রায় বিভক্ত হবার পর্যায়ে এসে গিয়েছিল"। সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক ডেপুটিদের "অর্বাচীন চিন্তাধারা" এক **"বিরাট আকার'** ধারণ করেছিল। এঙ্গেলস বললেন: "জার্মানির মতন দেশে একটি পেটি-বুর্জোয়া সোস্যালিস্ট পার্লামেন্টারী গ্রুপ অবশ্যম্ভাবী।"

১৮৮৭ সাল। এঙ্গেলস সর্জের চিঠির উত্তর দিলেন—সর্জ লিখেছিলেন যে, ভীরেকের (হোচবার্গ ধরনের সোস্যাল-ডেমোক্রাট) মতন লোকদের ডেপুটি হিসাবে নির্বাচিত করে পার্টি তার সম্মান ক্ষুণ্ণ করছে। এঙ্গেলস লিখলেন—কিছুই করা যেতে পারে না, শ্রমিকদের পার্টি রাইখ্‌শ্‌টাগের জন্য ভাল ভাল ডেপুটি খুঁজে বের করতে পারে না। "দক্ষিণপন্থী ভদ্রলোকেরা জানেন যে, সোস্যালিস্ট-বিরোধী আইনের জন্যই শুধু তাদের সহ্য করা হচ্ছে, এবং যেদিন পার্টি আবার তার কাজ করার স্বাধীনতা ফিরে পাবে সেইদিনই তাদের পার্টি থেকে বের করে দেওয়া হবে।" এবং সাধারণভাবে এটাই বাঞ্ছনীয় যে, "পার্টি তার পার্লামেন্টারী বীরদের চেয়ে, একদিকের তুলনায় অন্যদিকে আরো বেশী উন্নত হোক।" (৩রা মার্চ, ১৮৮৭ সাল) এঙ্গেলস লিবনেক্‌ট সম্বন্ধে অভিযোগ করলেন যে, তিনি হচ্ছেন আপসকামী, তিনি সর্বদাই কথার বিন্যাসে পার্থক্যকে ঢেকে রাখছেন। কিন্তু যখন পার্টি ভাগ হয়ে যাবার প্রশ্ন আসবে, তখন সেই চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণের মুহূর্তে তিনি আমাদের সাথেই থাকবেন।

১৮৮৯ সাল। প্যারিসে দুটি আন্তর্জাতিক সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক কংগ্রেস বসল। সুবিধাবাদীরা (ফরাসী পসিবিলিস্টদের[৩০] নেতৃত্বে) বিপ্লবী সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের থেকে আলাদা হয়ে গেল। এঙ্গেলস (তখন তাঁর বয়স ৬৮ বছর)

যুবকের মতন এই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অনেকগুলি চিঠিতে (১২ই জানুয়ারি থেকে ২০শে জুলাই, ১৮৮৯) তিনি শুধু সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথাই লিখলেন। শুধু তারা নয়; জার্মানরাও লিবনেক্‌ট, বেবেল এবং অন্যান্যরাও —তাদের আপসকামী মনোভাবের জন্য ভৎর্সিত হল।

১৮৮৯ সালের ১২ই জানুয়ারি তারিখে এঙ্গেলস লিখলেন যে, পসিবিলিস্টরা সরকারের নিকট নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছে। পসিবিলিস্টদের সাথে হাত মিলাবার জন্য ব্রিটিশ সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশনের সভাদের স্বরূপই তিনি উদ্ঘাটিত করে দিলেন। "এই জঘন্য কংগ্রেস সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে এবং এর জন্য ছুটাছুটি করতে গিয়ে আর কিছু করার সময় আমার ছিল না" (১১ই মে, ১৮৮৯ সাল)। এঙ্গেলস ক্রুদ্ধ হয়েই লিখলেন: পসিবিলিস্টরা খুবই ব্যস্ত, আর আমাদের লোকেরা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। এখন এমন কি আউয়ের এবং শিপ্লেল দাবি করছেন যে, আমরা যেন পসিবিলিস্টদের কংগ্রেসে যোগদান করি। কিন্তু এই ঘটনাই "অবশেষে" লিবনেক্‌টের চোখ খুলে দিল। বার্নস্টাইনের সাথে এক-সাথে এঙ্গেলস সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে পুস্তিকা লিখলেন (এগুলিতে স্বাক্ষর ছিল শুধু বার্নস্টাইনের, কিন্তু এঙ্গেলস এগুলিকে "আমাদের পুস্তিকা" বলতেন)।

"সমগ্র ইওরোপে এস. ডি. এফ. ছাড়া আর একটি সোস্যালিস্ট সংগঠনও পসিবিলিস্টদের পক্ষে ছিল না" (৮ই জুন, ১৮৮৯)। "সুতরাং তারা অ-সোস্যালিস্ট ট্রেডইউনিয়নগুলির উপরই নির্ভর করতে থাকল" (আমাদের দেশে যারা সকলের জন্য উন্মুক্ত শ্রমিক পার্টির কথা, শ্রমিক কংগ্রেসের কথা বলে থাকেন তাঁরা বিষয়টি লক্ষ্য করুন!)। "আমেরিকা থেকে তারা তাদের দিকে পাবে 'নাইট অব লেবর' সংগঠনটিকে।" বাকুনিনপন্থীদের [৩১] বিরুদ্ধে সংগ্রামে যারা প্রতিপক্ষ ছিল, এখানেও তারাই প্রতিপক্ষ; "শুধু এইটুকুই তফাৎ যে, নৈরাজ্যবাদীদের পতাকাব জায়গায় প্রতিস্থাপিত হয়েছে পসিবিলিস্টদের পতাকা—ছোটখাটো সুযোগ সুবিধার জন্য, বিশেষ করে নেতাদের জন্য (পৌর-সভায়, লেবর এক্সচেঞ্জ প্রভৃতিতে) আরামদায়ক চাকুরীর বিনিময়ে, বুর্জোয়াদের কাছে মূলনীতি বিক্রী করে দেওয়ার সেই একই ধারা চলছে।" (পসিবিলিস্টদের নেতা) ব্রাউস এবং (যারা পসিবিলিস্টদের সাথে হাত মিলিয়েছে সেই এস. ডি. এফের নেতা) হাইণ্ডম্যান "প্রামাণিক মার্কসবাদের" বিরুদ্ধেই আক্রমণ চালিয়েছেন এবং তাঁরা "নতুন এক আন্তর্জাতিকের প্রাণকেন্দ্র" স্থাপন করতেই চান।

"জার্মানদের স্বাভাবিক সাদাসিধে ভাব সম্বন্ধে তোমরা কোন ধারণাই করতে পারবে না। আসলে এর অর্থ যে কি তা বেবেলকে বুঝাতেও আমার প্রচণ্ড মেহনত করতে হয়েছে" (৮ই জুন, ১৮৮৯ সাল)[৩২]। যখন দুটি কংগ্রেস বসল, যখন দেখা গেল যে, পসিবিলিস্টদের (যারা **হাত মিলিয়েছিল ট্রেড ইউনিয়নিস্টদের সাথে,** এস. ডি. এফের সাথে, অস্ট্রীয়ানদের একটি অংশের সাথে) চেয়ে বিপ্লবী সোস্যাল-ডেমোক্রাটরা সংখ্যায় অনেক বেশী তখন এঙ্গেলস আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন (১৭ই জুলাই, ১৮৮৯)। লিবনেকৃট এবং অন্যান্যদের আপসকামী পরিকল্পনা ও প্রস্তাব ব্যর্থ হয়েছে দেখে এঙ্গেলস আনন্দিত হলেন (২০শে জুলাই, ১৮৮৯)। "এই ঘটনায় আমাদের ভাবপ্রবণ আপসকামী ভ্রাতৃবৃন্দ উপযুক্ত শিক্ষাই পেয়েছেন; তাঁদের সব কাজ আপসে সুসম্পন্ন করার মনোভাবের জন্য তাঁদের সবচেয়ে কোমল জায়গায়ই প্রচণ্ড পদাঘাত এসে পড়েছে।" "সম্ভবতঃ এতে কিছুকালের জন্য তাদের ব্যাধির প্রতিকার হবে··· মেহরিঙ যখন বলেছিলেন ("Der Sorgesche Briefwechsel") যে মার্কস" ও এঙ্গেলসের "ভাল আদব-কায়দা" সম্পর্কে বিশেষ কোন ধারণা ছিল না তখন তিনি ঠিক কথাই বলেছিলেন: "যে সব আঘাত তাঁরা হেনেছেন তার প্রত্যেকটি আঘাত হানার পূর্বে তাঁরা যদি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে থাকেন তাহলে যে প্রতিটি আঘাত তাদের উপর এসে পড়েছে তার জন্য তারা প্যানপ্যান করে কাঁদেননি।" এঙ্গেলস একবার লিখলেন: "যদি তুমি মনে করে থাক যে তোমার পিনের খোঁচা আমার গণ্ডারের চামড়া ভেদ করতে পারবে তা হলে তুমি ভুলই করেছ।" মার্কস ও এঙ্গেলস সম্পর্কে মেহরিঙ বলছেন যে, তাঁরা যে দুর্ভেদ্যতা অর্জন করেছিলেন, অন্যদের ক্ষেত্রেও তাঁরা মনে করতেন যে, তাদেরও ঐরকম দুর্ভেদ্যতা আছে।

১৮৯৩ সাল। বার্নস্টাইনপন্থীদের সম্পর্কে রায়দান প্রসঙ্গেই 'ফ্যাবিয়ানদের' উপর আঘাত হানা হল (কেননা, এটা কি ঘটনা নয় যে, ব্রিটেনে 'ফ্যাবিয়ানদের' মধ্যেই বার্নস্টাইন তাঁর সুবিধাবাদকে 'সযত্নে লালন পালন করে তুলেছিলেন'?) "ব্যক্তিগত জীবনে উন্নতি করতে যারা আগ্রহশীল (ক্যারিয়ারিস্ট) তাদেরই একটি দল হল লণ্ডনের ফ্যাবিয়ানরা—সামাজিক বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবিতা তারা বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করেছে কিন্তু তারা সম্ভবত এই বিরাট কর্তব্য সুসম্পন্ন করার দায়িত্ব শুধু অশিক্ষিত প্রলেতারিয়েতের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেনি এবং সেজন্যই তারা দয়াপরবশ হয়ে নিজেদের নেতৃত্বের

আসনে বসিয়েছে। বিপ্লবের ভয়ই তাদের মূলনীতি। তারা বিশিষ্টভাবেই 'শিক্ষিত'। তাদের সোস্যালিজম হচ্ছে মিউনিসিপাল সোস্যালিজম; তাঁদের মতে জাতি নয়, একই পৌর সামাজিক অবস্থাভুক্ত ব্যক্তিগণই, বর্তমানে যেভাবে হোক, উৎপাদনের উপায়ের মালিক হবে। তাই তাদের এই সোস্যালিজমকে বুর্জোয়া উদারনীতিবাদের চরম কিন্তু অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবেই দেখানো হয়েছে; সেজন্যই উদারনৈতিকদের প্রতিপক্ষ হিসাবে চূড়ান্তভাবে বিরোধিতা করা তাদের রণকৌশল নয়, তাদের রণকৌশল হল ওদের সোস্যালিস্ট সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে দেওয়া এবং সেজন্যই ওদের সাথে মিলে চক্রান্ত করা, উদারনীতিবাদে সমাজতন্ত্র পরিব্যাপ্ত করে দেওয়া—উদারনৈতিকদের বিরুদ্ধে সোস্যালিস্ট প্রার্থী দাঁড় করানো তাদের রণকৌশল নয়, তাদের রণকৌশল হল উদারনৈতিকদের উপর নিজেদের চাপিয়ে দেওয়া কিংবা তাদের গ্রহণ করবার জন্য মিষ্টি কথায় উদারনৈতিকদের ভুলানো। এ কাজ করতে যেয়ে তারা যে মিথ্যা কথা বলছে এবং নিজেদের প্রতারিত করছে বা সমাজতন্ত্র সম্বন্ধেই যে তারা মিথ্যা কথা বলছে তা তারা অবশ্য উপলব্ধি করছে না।

"সকল রকম বাজে জিনিসের মধ্যেও বহু পরিশ্রম করে তারা প্রচারকার্যের জন্য কিছু কিছু ভাল লেখা তৈরী করেছে; প্রকৃতপক্ষে ইংরেজী ভাষায় এগুলিই হচ্ছে সেরা। কিন্তু যখনই তারা শ্রেণীসংগ্রামকে চাপা দেবার বিশেষ রণকৌশল অবলম্বন করে তখন সবকিছুই পচা জিনিসে পরিণত হয়। সেইজন্য—শ্রেণী-সংগ্রামের জন্যই মার্কস এবং আমাদের সকলের সম্পর্কেই তাদের অন্ধ ঘৃণা।

"এইসব লোকদের অবশ্য অনেক বুর্জোয়া অনুচর আছে এবং সেজন্যই তাদের আছে অর্থ...."[৩৩]

সোস্যাল-ডেমোক্রাসিতে বুদ্ধিজীবী সুবিধাবাদের মূল্য বিচার চিরায়ত সাহিত্যে কি ভাবে করা হয়েছিল

১৮৯৪ সাল। কৃষক সমস্যা। ১৮৯৪ সালের ১০ই নভেম্বর তারিখে এঙ্গেলস লিখলেন: "ইওরোপের মহাদেশে সাফল্য আরো বেশী সাফল্যের জন্য ক্ষুধা জাগিয়ে তুলছে এবং এর ছোঁয়াচ কৃষকদের জীবনেও লাগছে, আক্ষরিক অর্থে এটা ফ্যাসান হয়ে দাঁড়াচ্ছে। প্রথমে, নানতেসে ফরাসীরা লাফার্গের মাধ্যমে শুধু এ-কথাই ঘোষণা করল না যে,...আমাদের জন্য ধনতন্ত্র যার উপর নজর দিচ্ছে ছোট ছোট কৃষকদের সেই ধ্বংস ত্বরান্বিত করা আমাদের কাজ নয়, তারা

বলল যে, আমাদেরই প্রত্যক্ষভাবে ছোট ছোট কৃষকদের করভার থেকে, মহাজনের সুদের কবল থেকে এবং জমিদারদের খপ্পর থেকে রক্ষা করতে হবে। আমরা কিন্তু এতে সহযোগিতা করতে পারি না, কেননা প্রথমত এটা হল অর্থহীন এবং দ্বিতীয়ত এটা অসম্ভব। "সে যাই হোক, এরপরে ফ্রাঙ্কফোর্টে এলেন ভোলমার এবং তিনি **কৃষকদের** ঘুষ দিয়ে **সম্পূর্ণভাবে** বশ করতে চাইলেন, যদিও আপার ব্যাভেরিয়ায় যে সব কৃষকদের সমস্যা তাঁকে মিটাতে হবে তারা রাইনল্যাণ্ডের ঋণজর্জরিত ছোট ছোট কৃষক নয়, তারা হল মাঝারি কৃষক, এবং এমনকি বড় কৃষকও, যারা নারী এবং পুরুষ ক্ষেতমজুরদের শোষণ করছে আর বাজারে বিক্রি করছে গবাদি পশু এবং বেশ কিছু পরিমাণে শস্য। এবং সমগ্রনীতি বিসর্জন না দিয়ে এটা করা যেতে পারে না।"[৩৪]

৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮৯৪ সাল—"...ব্যাভেরিয়ানরা, যারা অত্যন্ত সুবিধাবাদী হয়ে উঠেছে এবং যারা প্রায় একটি গতানুগতিক জনগণের পার্টিতে পরিণত হয়েছে (অর্থাৎ নেতাদের অধিকাংশ এবং যারা সম্প্রতি পার্টিতে যোগদান করেছে তারা সুবিধাবাদী হয়ে উঠেছে) তারা ব্যাভেরিয়ার পার্লামেন্টে সমগ্র বাজেটটির পক্ষেই ভোট দিয়েছিল এবং বিশেষ করে ভোলমার আপার ব্যাভেরিয়ার বড় কৃষকদের ক্ষেতমজুরদের নিজেদের দিকে নিয়ে আসার পরিবর্তে ঐসব বড় কৃষকদেরই—যারা ২৫ থেকে ৮০ একর (১০ থেকে ৩০ হেক্টর) জমির মালিক এবং সেজন্যই যারা মাইনে করা মজুর ছাড়া কাজ চালাতে পারে না তাদেরই—নিজেদের দিকে টেনে আনবার উদ্দেশ্যে কৃষকদের মধ্যে আন্দোলন শুরু করে দিয়েছেন।"

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, দশ বছরের অধিক কাল মার্কস এবং এঙ্গেলস জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির মধ্যে সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সুসম্বদ্ধভাবে এবং অবিচলিতভাবে সংগ্রাম করেছিলেন এবং বুদ্ধিজীবীদের অর্বাচীন মতবাদের বিরুদ্ধে ও সমাজতন্ত্রে পেটি-বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিলেন। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সাধারণ মানুষেরা জানে যে, জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাসি মার্কসীয় প্রলেতারীয় কর্মনীতি ও রণকৌশলের মডেল হিসাবেই স্বীকৃত, কিন্তু তারা জানে না পার্টির "দক্ষিণ-পন্থীদের" (এঙ্গেলসের ভাষায়) বিরুদ্ধে কিরকম অবিরাম সংগ্রাম মার্কসবাদের স্রষ্টাদের চালাতে হয়েছিল। এবং এটা কোন আকস্মিক ঘটনা নয় যে, এঙ্গেলসের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এই সংগ্রাম গোপনতার সীমা ডিঙিয়ে

প্রকাশ্য সংগ্রামে রূপান্তরিত হল। জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাসির কয়েক দশকের ঐতিহাসিক বিকাশের এটাই হল অনিবার্য পরিণতি।

এঙ্গেলসের (এবং মার্কসের) সুপারিশের, নির্দেশের, সংশোধনের, হুমকির এবং পরামর্শের দুটি ধারা এখন আমরা খুব পরিষ্কারভাবেই উপলব্ধি করছি। অত্যন্ত দৃঢ় ভাবেই তাঁরা ব্রিটিশ ও আমেরিকান সোস্যালিস্টদের নিকট আহ্বান জানিয়েছিলেন শ্রমিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে যাবার জন্য এবং নিজেদের সংগঠন থেকে সংকীর্ণ ও গোঁড়া মতান্ধ মনোভাব মুছে ফেলার জন্য। অত্যন্ত দৃঢ়ভাবেই তাঁরা জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের শিক্ষা দিয়েছিলেন অর্বাচীন মতবাদের নিকট, 'পার্লামেন্টারী মূর্খতার' (কথাটি ব্যবহার করেছিলেন মার্কস তাঁর ১৮৭৯ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বরের চিঠিতে)[৩৫] নিকট, পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের সুবিধাবাদের নিকট মাথা নত করা সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্য।

এটা কি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নয় যে প্রথম ধরনের সুপারিশ সম্বন্ধে আমাদের সোস্যাল-ডেমোক্রাটরা বাজে কথা রটনার বক্‌বকানি শুরু করে দিয়েছেন, কিন্তু দ্বিতীয় ধরনের সুপারিশ সম্বন্ধে তাঁরা নীরব রয়েছেন? মার্কস-এঙ্গেলসের পত্রাবলীর মূল্যায়ন সম্পর্কে **এই ধরনের** একদেশদর্শিতা কি এই দিকে কোন কোন রাশিয়ান সোস্যাল-ডেমোক্রাটের 'একদেশদর্শিতার' সেরা লক্ষণ নয়?

বর্তমান মুহূর্তে, যখন আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে গভীর আলোড়নের ও দোদুল্যমানতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, যখন সুবিধাবাদের চরম রূপ, 'পার্লমেন্টারী মূর্খতা' এবং অর্বাচীন সংস্কারবাদের ফলে বিপরীত দিকে বিপ্লবী সিণ্ডিক্যালিজমের[৩৬] চরম রূপ দেখা দিয়েছে তখন ব্রিটিশ এবং আমেরিকান সোস্যালিজম এবং জার্মান সোস্যালিজম সম্পর্কে "সংশোধনের" যে সাধারণ কর্মধারা মার্কস ও এঙ্গেলস নির্দেশ করেছিলেন তা অসাধারণ গুরুত্ব অর্জন করেছে।

যে সব দেশে **কোন** সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক-পার্টির অস্তিত্ব **নেই**, পার্লামেন্টে সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের **কোন** সদস্য **নেই**, নির্বাচনের ক্ষেত্রে বা প্রচারের ক্ষেত্রে **কোন** সুসম্বদ্ধ ও দৃঢ় সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক কর্মনীতি **নেই**, ইত্যাদি আরো অনেক জিনিস নেই—সেই সব দেশে সোস্যালিস্টদের **যে ভাবে হোক** গোঁড়া সংকীর্ণতাবাদ পরিত্যাগ করবার এবং **রাজনৈতিকভাবে** প্রলেতারিয়েতদের যাতে **নাড়া দেওয়া যায়** তার জন্য শ্রমিক আন্দোলনে **যোগদান করবার** শিক্ষাই মার্কস-এঙ্গেলস তাদের দিয়েছিলেন। কারণ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের তৃতীয়ভাগে ব্রিটেন বা আমেরিকার প্রলেতারিয়েতরা **প্রায়** কোন রাজনৈতিক স্বাধীনতার দৃষ্টান্তই প্রদর্শন করেনি। এই সব দেশে—যেখানে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ঐতিহাসিক কর্তব্যের কোন অস্তিত্বই ছিল না বলা যেতে পারে, সেখানে—রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র ছিল বিজয়ী ও আত্ম-সন্তুষ্ট বুর্জোয়াদের দ্বারাই **সম্পূর্ণভাবে** পরিপূর্ণ; শ্রমিকদের প্রতারিত করবার, কলুষিত করবার, ঘুষ দিয়ে বশীভূত করবার কৌশলে দুনিয়ায় তারা ছিল অদ্বিতীয়।

ব্রিটিশ ও আমেরিকান শ্রমিক আন্দোলনের কাছে মার্কস এবং এঙ্গেলসের এই সব সুপারিশ রাশিয়ার অবস্থায় সহজে এবং প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে—এরকম মনে করার অর্থ হল মার্কসবাদের **পদ্ধতি** সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জনের উদ্দেশ্যে নয়, বিশেষ বিশেষ দেশে শ্রমিক আন্দোলনের বাস্তব ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যগুলি **পর্যালোচনা** করার উদ্দেশ্যে নয়, শুধু তুচ্ছ উপদলীয় বুদ্ধিজীবীদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যেই মার্কসবাদকে ব্যবহার করা।

অন্যদিকে, যে দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব তখনো অসমাপ্ত অবস্থায়ই ছিল, যেখানে "পার্লামেন্টারী আদব কায়দার চাকচিক্যে সুসজ্জিত সামরিক স্বৈরতন্ত্র" (তাঁর "গোথা প্রোগ্রামের সমালোচনা" নামক গ্রন্থে মার্কস এই ভাষাই ব্যবহার করেছিলেন),[৩৭] বিরাজ করেছিল এবং এখনো বিরাজ করছে, যেখানে প্রলেতারিয়েতরা অনেক কাল আগেই রাজনীতির মধ্যে এসে পড়েছিল এবং সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক কর্মনীতি অনুসরণ করে চলছিল সে রকম একটি দেশে মার্কস ও এঙ্গেলস যে জিনিসটি সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী আশঙ্কা প্রকাশ করতেন সেটি হল শ্রমিক আন্দোলনের কর্তব্য ও উদ্দেশ্যকে পার্লামেন্টারী কর্মপদ্ধতির মধ্য দিয়ে বিকৃত করার আর পাণ্ডিত্য ফলিয়ে ঐ কর্তব্য ও উদ্দেশ্যকে খর্ব করার প্রচেষ্টা।

রাশিয়ায় বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে মার্কসবাদের এই **দিকটির** দিকে বিশেষ জোর দেওয়া এবং এটিকে প্রাধান্য দেওয়াই আমাদের একান্ত কর্তব্য, কারণ আমাদের দেশে "সুদক্ষ" ও ধনী লিবারেল-বুর্জোয়াদের বিশাল পত্রিকা-জগৎ প্রলেতারিয়েতদের নিকট ঢাকঢোল পিটিয়ে তারস্বরে চিৎকার করে প্রতিবেশী জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের "অনুকরণীয়" কর্তব্যনিষ্ঠা, তাদের পার্লামেন্টারী আইনানুগত্য, তাদের বিনয় ও আত্মসংযমের কথাই প্রচার করছে।

রুশ বিপ্লবের বুর্জোয়া বিশ্বাসঘাতকদের এই ভাড়া করা মিথ্যা প্রচার কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, কিংবা কেডেট[৩৮] দলের কোন কোন প্রাক্তন বা ভবিষ্যৎ মন্ত্রীর ব্যক্তিগত নৈতিক অধঃপতনের জন্যই যে এ মিথ্যা প্রচার চলছে তাও ঘটনা নয়। এর মূলে রয়েছে রাশিয়ান লিবারেল জমিদার ও লিবারেল বুর্জোয়াদের গভীর অর্থনৈতিক স্বার্থ। এই মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে, "জনগণকে এই ভাবে হতবুদ্ধি করে দেবার কৌশলের" বিরুদ্ধে (এঙ্গেলসের কথায় "Massenverdummug"-১৮৮৬ সালের ২৯শে নভেম্বরের চিঠি)[৩৯] সংগ্রামে মার্কস এঙ্গেলসের পত্রাবলী সমস্ত রাশিয়ান সোস্যালিস্টের পক্ষে অপরিহার্য হাতিয়ার হিসাবেই কাজ করবে।

লিবারেল বুর্জোয়াদের ভাড়া করা মিথ্যা কথা জনসাধারণের সামনে জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের অনুকরণীয় "বিনয়ের" কথাই তুলে ধরছে। এই সব সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের নেতারা, মার্কসবাদের থিওরির প্রতিষ্ঠাতারা আমাদের বলছেন:

"ফরাসীদের বিপ্লবী ভাষা ও কার্যকলাপ ভীরেক এবং তার সহকর্মীদের" (জার্মান রাইখ্‌শটাগে সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক গ্রুপের সুবিধাবাদী সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের) "ভণ্ডামিকে একেবারে নিস্তেজ করে দিয়েছে" (এখানে যে প্রসঙ্গের কথা বলা হচ্ছে তা হচ্ছে ফরাসী পার্লামেন্টে লেবর গ্রুপ গঠন এবং ডেকাজেভিলের ধর্মঘট, যা ফরাসী র‍্যাডিকালদের ফরাসী প্রলেতারিয়েতদের থেকে পৃথক করে দিয়েছিল[৪০]) "এবং শুধু লিবনেকট আর বেবেল……সর্বশেষ সোস্যালিস্ট বির্তকে বক্তৃতা দিয়েছিলেন‥এবং তাঁরা দুজনেই বেশ ভাল বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এই বিতর্কের পর আমরা আর একবার সভ্য সমাজে মুখ দেখাতে পারছি, কিন্তু তাদের সকলের ক্ষেত্রে ঘটনা কিন্তু কোনমতেই এরূপ ছিল না। সাধারণভাবে এটা ভালই যে আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট আন্দোলনের জার্মান নেতৃত্বকে, বিশেষ করে অতগুলো অর্বাচীনকে রাইখ্‌শটাগে পাঠাবার পর (এ কথা সত্য যে, এটা ছিল অপরিহার্য) অভিযুক্ত করা হচ্ছে। **জার্মানিতে শান্তির সময় সবকিছুই পণ্ডিতম্মন্য হয়ে দাঁড়ায়** এবং সেজন্যই ফরাসী প্রতিযোগিতার খোঁচা **পুরোদস্তুরভাবে প্রয়োজন**…।" (১৮৮৬ সালের ২৯শে এপ্রিলের চিঠি)

এই শিক্ষাই রাশিয়ান সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টিকে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করতে হবে—রাশিয়ান সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টিতে জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাসির মতাদর্শগত প্রভাবের প্রাধান্যই বিরাজ করছে।

উনবিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের পত্রাবলীর কোন একটি বিশেষ অংশ থেকে আমরা এ শিক্ষা পাই না, এ শিক্ষা আমরা পাই প্রলেতারিয়েতের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তাঁদের সাথীসুলভ ও মনখোলা সমালোচনার সমগ্র মূলনীতি ও সারমর্ম থেকে; তাঁদের এই সমালোচনার মধ্যে কূটনীতি আর তুচ্ছ বিচার বিবেচনার কোন স্থান ছিল না।

মার্কস ও এঙ্গেলসের সকল চিঠি এই মূলনীতিতে সত্যসত্যই কতদূর পরিপূর্ণ ছিল তা নিম্নোক্ত তুলনামূলকভাবে বিশেষ কিন্তু অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অংশগুলি থেকেও দেখা যেতে পারে [৪১]।

১৮৮৯ সালে ব্রিটেনে অশিক্ষিত ও অদক্ষ শ্রমিকদের (গ্যাস-শ্রমিক, ডক-শ্রমিক প্রভৃতির) এক নতুন, সতেজ আন্দোলন শুরু হল—এ আন্দোলনের ছিল এক নতুন ও বিপ্লবী ভাবধারা। এ আন্দোলন দেখে এঙ্গেলস উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। এইসব শ্রমিকদের মধ্যে প্রচারকার্য চালাত মার্কসের মেয়ে টাসি। এই আন্দোলনে টাসি যে ভূমিকা পালন করেছিল এঙ্গেলস মহা উল্লাসেই তার উল্লেখ করলেন। ১৮৮৯ সালের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে লণ্ডন থেকে যে চিঠি তিনি লিখলেন তাতে তিনি বললেন: "...এখানে সবচেয়ে বীভৎস জিনিস হল বুর্জোয়া 'সম্মানবোধ' যা শ্রমিকদের অস্থিমজ্জায় ঢুকে গেছে। অসংখ্য স্তরে সমাজ বিভক্ত, বিনা প্রশ্নে প্রত্যেকটি স্তরই স্বীকৃত, প্রত্যেকটি স্তরে রয়েছে তার নিজের গর্ব, আরো রয়েছে তার 'গুরুজনের' জন্য এবং 'শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির' জন্য সহজাত শ্রদ্ধা; সমাজের এই বিভাগ এতই পুরানো এবং সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, বুর্জোয়ারা এখনো বেশ সহজে তাদের প্রলোভনের বস্তু দিয়ে অনেককেই প্রলুব্ধ করতে পারে। যেমন, নিজের শ্রেণীর মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তার চেয়ে লর্ড মেয়র কার্ডিনাল ম্যানিং আর সাধারণভাবে বুর্জোয়াদের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তার জন্য যে মনে মনে জন বার্নস অধিকতর গর্বিত নন সে সম্বন্ধে আমি আদৌ স্থির নিশ্চিত নই। এবং প্রাক্তন সেনানায়ক চ্যাম্পিয়ন কয়েক বছর আগে বুর্জোয়াদের সাথে এবং বিশেষ করে রক্ষণশীল ব্যক্তিদের সাথে চক্রান্ত করেছিলেন, পরে তিনিই যাজকদের গির্জা কংগ্রেসে সমাজতন্ত্রের কথা প্রচার করলেন। এবং এমন কি যাঁকে আমি ওদের মধ্যে সেরা মনে করি সেই টমমানও একথা বলতে বেশ উৎসুক যে তিনি লর্ড মেয়রের সাথে খানা খেতে যাবেন। এর সাথে যদি কেউ ফরাসীদের বক্তব্যের তুলনা করে তবে সে শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করবে বিপ্লব কেন ভাল।" [৪২]

এর'পরে মন্তব্য অনাবশ্যক।

আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ১৮৯১ সালে ইওরোপীয় যুদ্ধের বিপদ দেখা দিল। এ সম্পর্কে এঙ্গেলস বেবেলের সাথে চিঠি লেখালেখি করলেন, এবং তাঁরা এ বিষয়ে একমত হলেন যে, যদি রাশিয়া জার্মানিকে আক্রমণ করে তা হলে জার্মান সোস্যালিস্টদের বেপরোয়া হয়ে রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে আর রাশিয়ানদের যে কোন মিত্রদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। "যদি জার্মানি ধ্বংস হয়ে যায় তা হলে আমরাও ধ্বংস হয়ে যাব, আর যদি অবস্থা সবচেয়ে অনুকূল হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সংগ্রাম এমন প্রচণ্ড হয়ে উঠবে যে, বিপ্লবী উপায়ের দ্বারাই শুধু জার্মানি নিজেকে বজায় রাখতে সক্ষম হবে, ফলে খুব সম্ভবত আমরা রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে এবং আর একটি ১৭৯৩ সাল ঘটাতে বাধ্য হব" (১৮৯১ সালের ২৪শে অক্টোবরের চিঠি)।

এই কথাগুলো সেই সব সুবিধাবাদীরা ভাল করে লক্ষ্য করুন যাঁরা গৃহচূড়া থেকে চিৎকার করে বলেছিলেন যে ১৯০৫ সালে রাশিয়ান ওয়ার্কার্স পার্টির পক্ষে "জ্যাকোবিনের" প্রত্যাশা করা ছিল অ-সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক। একটি অস্থায়ী সরকারে সোস্যাল ডেমোক্রাটদের অংশগ্রহণের সম্ভাবনা যে দেখা দিতে পারে সেকথা এঙ্গেলস যথাযথ ভাবেই বেবেলকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টিগুলির কর্তব্য সম্পর্কে এই রকম অভিমত যাঁরা পোষণ করতেন সেই মার্কস ও এঙ্গেলসের যে রুশ-বিপ্লব আর তার বিরাট বিশ্ব-তাৎপর্য সম্পর্কে সর্বাধিক একান্তিক আস্থা ছিল তা তো খুব স্বাভাবিক। প্রায় বিশ বছর ধরে তাঁরা যে সব চিঠিপত্র লিখেছেন তাতে রাশিয়ায় বিপ্লব সংঘটিত হবার এই একান্তিক আশাই তো আমরা দেখতে পাই।

১৮৭৭ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখের মার্কসের চিঠিখানা দেখা যাক। তিনি প্রাচ্য সংকট [৪৩] সম্বন্ধে খুব উৎসাহী: "দীর্ঘকাল ধরে রাশিয়া এক বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে," এই অভ্যুত্থানের সকল উপাদানই তৈরী। সাহসী তুর্কীরা যে আঘাত হেনেছে সে আঘাত দিয়ে তারা বিস্ফোরণকেই অনেক বছর এগিয়ে নিয়ে এসেছে। Secundum artem" (ব্যবহারিক দক্ষতার নিয়মানুসারে). 'কোন কোন ব্যক্তির **নিয়মতান্ত্রিকতা নিয়ে খেলা** দিয়েই এই অভ্যুত্থান আরম্ভ হবে এবং তারপরে বেশ কোলাহল শুরু হবে (il y aura un beau tapage)। বিশ্ব প্রকৃতি যদি আমাদের প্রতি বিশেষ ভাবে প্রতিকূল না

হন, তা হলে এই মজা দেখার জন্য আমরা বেঁচে থাকব।"[৪৪] (মার্কসের তখন বয়েস ছিল উনষাট)।

এই "মজা দেখার জন্য" মার্কসকে বিশ্ব প্রকৃতি বেশী দিন বেঁচে থাকতে দেয়নি —দিতেও অবশ্য পারত না। কিন্তু তিনি 'নিয়মতান্ত্রিকতা নিয়ে খেলা" সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং আজ মনে হয় যে, তাঁর কথাগুলো যেন গতকাল লেখা হয়েছে প্রথম ও দ্বিতীয় রুশীয় ডুমা[৪৫] সম্পর্কে। এবং আমরা জানি যে, "নিয়মতান্ত্রিকতা নিয়ে খেলা"র বিরুদ্ধে জনসাধারণের কাছে যে সতর্ক বাণী উচ্চারিত হয়েছিল তাই ছিল বয়কট রণকৌশলের 'প্রাণশক্তি"– লিবারেলরা আর সুবিধাবাদীরা এই রণকৌশলকে অশান্ত ঘৃণা করত।

মার্কসের ১৮৮০ সালের ৫ই নভেম্বর তারিখের চিঠিখানা দেখা যাক। রাশিয়ায় **"ক্যাপিটাল"এর** সাফল্যে তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন এবং নবজাগ্রত ব্ল্যাক রি-ডিস্ট্রিবিউশন[৪৬]-এর বিরুদ্ধে পিপলস্ উইল[৪৭] সংগঠনের সদস্যদের ভূমিকাই তিনি গ্রহণ করলেন। ব্ল্যাক রিডিস্ট্রিবিউশন গ্রুপের অভিমতের মধ্যে যে নৈরাজ্যবাদী চিন্তাধারা রয়েছে তা মার্কস সঠিক ভাবেই উপলব্ধি করলেন। ব্ল্যাক রিডিস্ট্রিবিউশন নারোদনিকদের পরে সোস্যাল-ডেমোক্রাটে বিবর্তনের কথা না জেনেই, অবশ্য তখন তা জানার সুবিধাও ছিল না, মার্কস তাঁর সমস্ত মর্মভেদী বক্রোক্তি দিয়ে ব্ল্যাক রিডিস্ট্রিবিউশনীদের আক্রমণ করলেন:

"এই ভদ্রমহোদয়েরা সকল রকম রাজনৈতিক-বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপেরই বিরোধী। রাশিয়াকে ডিগবাজী খেয়ে নৈরাজ্যবাদী-কমিউনিস্ট-নিরীশ্বরবাদীদের প্রত্যাশিত স্বর্ণযুগে যেয়ে পড়তে হবে। ইতোমধ্যে সবচেয়ে বেশী ক্লান্তিকর মতান্ধতা নিয়ে তারা এই উল্লম্ফনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, এই মতান্ধতার তথাকথিত মূলনীতিগুলি মৃত বাকুনিনের সময় থেকেই রাস্তায় রাস্তায় ফেরী করা হচ্ছে।"[৪৮]

এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, রাশিয়ার পক্ষে ১৯০৫ সালের এবং **সোস্যাল-ডেমোক্রাসির** "রাজনৈতিক বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের" পরবর্তী বছরগুলির তাৎপর্য মার্কস কি ভাবে উপলব্ধি করতেন।*

[* প্রসঙ্গক্রমে বলছি, আমার যতদূর মনে পড়ে প্লেখানভ কিংবা ভি আই. জাসুলিচ ১৯০০-০৩ সালে আমাকে আমাদের মত পার্থক্য সম্পর্কে এবং রাশিয়ার আসন্ন বিপ্লব সম্পর্কে প্লেখানভের কাছে এঙ্গেলসের একখানা চিঠির অস্তিত্বের কথা বলেছিলেন। সে রকম কোন চিঠি সত্যসত্যই

এঙ্গেলসের ১৮৮৭ সালের ৬ই এপ্রিলের চিঠিখানা দেখা যাক: "অন্যদিকে, এরূপ মনে হচ্ছে যে, রাশিয়ায় এক সংকট ঘনিয়ে আসছে। সাম্প্রতিক ঘটনা বরং সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল করে দিয়েছে……"। ১৮৮৭ সালের ৯ই এপ্রিলের চিঠিতেও ঐ একই কথা বলা হয়েছে……"অসন্তুষ্ট, চক্রান্তকারী অফিসারেই সৈন্যবাহিনী ভর্তি।" (সে সময় এঙ্গেলস পিপল্‌স্ উইল সংগঠনের বিপ্লবী সংগ্রাম দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন; অফিসারদের উপরই ছিল তাঁর আশা, তখনও তিনি রুশ সৈনিক ও রুশ নাবিকদের বিপ্লবী মনোভাব দেখতে পাননি—আঠারো বছর পরে এ বিপ্লবী মনোভাব চমৎকারভাবে অভিব্যক্ত হয়েছিল…) "আমি মনে করি না যে, অবস্থা যা আছে সেরকমই আরো এক বছর থাকবে; এবং একবার যদি রাশিয়ায় এটা (বিপ্লব) শুরু হয়, তবে তো সে-এক আনন্দের কথা।"

১৮৮৭ সালের ২৩শে এপ্রিলের একখানা চিঠি: "জার্মানিতে নির্যাতনের পর নির্যাতন চলছে" (সোস্যালিস্টদের)। "রাশিয়ায় বিপ্লব এখন শুধু কয়েক মাসের ব্যাপার, কিন্তু যে-মুহূর্তে এই বিপ্লব শুরু হবে সেই মুহূর্তেই জার্মানি তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারে, এই কথা মনে করেই বিসমার্ক যেন সব কিছুর জন্যই প্রস্তুত হচ্ছে বলে প্রতিভাত হচ্ছে।"

কিন্তু দেখা গেল যে, শুধু কয়েক মাস নয়, বিপ্লব হতে বহু, বহু মাস লেগে গেল। এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, এরকম অনেক অর্বাচীনই পাওয়া যাবে যারা ভ্রূ ও কপাল কুঞ্চিত করে কঠোর ভাষায় এঙ্গেলসের "বিপ্লববাদের" নিন্দা করবে কিংবা নির্বাসিত পুরানো বিপ্লবীদের বৃদ্ধ ইউটোপিয়াদের অসংযতভাবে বিদ্রূপ করবে।

হাঁ, বিপ্লবের নিকটতম দিন নির্ধারণে, বিপ্লবের বিজয় সম্পর্কে তাঁদের আশায়, (যেমন, ১৮৪৮ সালে জার্মানিতে). জার্মান "প্রজাতন্ত্রের" আসন্নতা সম্পর্কে তাঁদের বিশ্বাসে (১৮৪৮-৪৯ সালে বাইখ্‌শ্‌ সংবিধানের জন্য সামরিক অভিযানে অংশ গ্রহণকারী হিসাবে নিজের মনোভাবের কথা স্মরণ করে সেই সময় সম্পর্কে এঙ্গেলস লিখেছিলেন: "প্রজাতন্ত্রের জন্য মৃত্যুবরণ করতে হবে")[৫০] মার্কস ও এঙ্গেলস বহু এবং ঘনঘন ভুল করেছিলেন। ১৮৭১ সালেও তাঁরা ভুল করেছিলেন; তখন তাঁরা ব্যস্ত ছিলেন "দক্ষিণ ফ্রান্সে বিপ্লব সংঘটিত করবার জন্য

ছিল কিনা, এখনো সে চিঠি আছে কিনা এবং তা প্রকাশ করবার এখনো কি সময় হয়নি—এ সব জানা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার হবে। ৪৯]

এবং সেজন্য তাঁরা" (বেকার লিখছেন "আমরা", তিনি তাঁর নিজের কথা এবং তাঁর নিকটতম বন্ধুদের কথাই বলেছেন. ১৪নং চিঠি—২১শে জুলাই, ১৮৭১) "মানুষের পক্ষে যা যা সম্ভব তার সব কিছুরই ঝুঁকি নিয়েছিলেন এবং ত্যাগ স্বীকারও করেছিলেন।"·· একই চিঠিতে আরো বলা হয়েছে: "মার্চ ও এপ্রিল মাসে আমাদের হাতে যদি আরো বেশী উপায় উপকরণ থাকত তাহলে আমরা সমগ্র দক্ষিণ ফরাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে পারতাম এবং প্যারিসে কমিউনকে রক্ষা করতে পারতাম" (২৯ পৃঃ)। কিন্তু **এই রকম ভুলগুলি**—সামান্য, অতি-সাধারণ ও তুচ্ছ করণীয় কাজের মানের উপরে সমগ্র দুনিয়ার প্রলেতারিয়েতদের যাঁরা জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে জাগিয়েও তুলেছিলেন, বিপ্লবী চিন্তাধারার সেই বিরাট পুরুষদের ভুলগুলি—বিপ্লবী আত্মশ্লাঘার অসার দম্ভ সম্পর্কে, বিপ্লবী সংগ্রামের ব্যর্থতা সম্পর্কে এবং প্রতিবিপ্লবী "নিয়মতান্ত্রিক" উদ্ভট কল্পনার মোহ সম্পর্কে যারা গুণকীর্তন করে, চিৎকার করে, আবেদন জানায় এবং পরামর্শ দেয় সেই সরকারী উদারনীতিবাদের গতানুগতিক জ্ঞানের চেয়ে সহস্রগুণ বেশী মহৎ ও বিশাল এবং **ঐতিহাসিকভাবে অধিকতর মূল্যবান ও সত্য।**

রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী তাদের স্বাধীনতা অর্জন করবেই এবং তাদের বিপ্লবী কার্যকলাপ দিয়ে, যদি এগুলি ভুলে ভরাও হয় তবু এগুলি দিয়েই ইওরোপকে জাগিয়ে তুলবে—নিজেদের বিপ্লবী নিষ্ক্রিয়তার অব্যর্থতা সম্বন্ধে ঐসব অর্বাচীনেরা গর্ব করতে থাকুক।

এপ্রিল ৬, ১৯০৭

১৯০৭ সালে প্রকাশিত — ১২ খণ্ড, পৃঃ ৩১৯-৩৮

স্বাক্ষর: এন. লেনিন,

স্টুৎগার্টে আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট কংগ্রেস [৫১]

এই আগস্টে স্টুৎগার্টে যে আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট কংগ্রেস হয়ে গেল তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে এই কংগ্রেসে প্রতিনিধি হিসাবে যারা যোগ দিয়েছিলেন এবং যে সব দেশ প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল তাদের সংখ্যা ছিল অস্বাভাবিকভাবে বেশী। পৃথিবীর চতুর্দিক থেকে মোট ৮৮৬ জন প্রতিনিধি এই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিল। আন্তর্জাতিকভাবে প্রলেতারীয় সংগ্রামের ঐক্যের এক বিরাট মূর্ত প্রতীক হওয়া ছাড়াও এই কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিগুলির রণকৌশল নির্ধারণে এক অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছিল। এতদিন বিভিন্ন সোস্যালিস্ট পার্টিগুলি স্বতন্ত্রভাবে যে সব সমস্যার সমাধান করেছিল সেই সব সমস্যার উপরই কংগ্রেসে সাধারণ প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হল। সমাজতন্ত্র যে একটি অখণ্ড আন্তর্জাতিক শক্তিতে গ্রথিত হয়ে গিয়েছে তা বিশেষভাবে এবং সুস্পষ্টভাবে একটি ঘটনায়ই অভিব্যক্ত হল—দেখা গেল যে বিভিন্ন দেশে নীতিগতভাবে একই রকম সমাধান প্রয়োজন এরকম সমস্যার সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে।

নীচে আমরা স্টুৎগার্ট কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর পূর্ণবিবরণী প্রকাশ করছি[৫২]। কংগ্রেসে কি কি প্রধান বিষয় নিয়ে বিরোধ দেখা দিয়েছিল এবং বিতর্কের প্রকৃতি কিরকম ছিল তা দেখাবার উদ্দেশ্যে এই মুহূর্তে প্রস্তাবগুলির প্রত্যেকটি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যা'ক।

আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে ঔপনিবেশিক সমস্যা এই প্রথম উঠল না। এ যাবৎ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে বুর্জোয়া ঔপনিবেশিক কর্মনীতিকে লুণ্ঠন-নিপীড়নের কর্মনীতি বলে সর্বদা নিঃসঙ্কোচে ধিক্কার দেওয়া হয়েছিল। এবারে কিন্তু কংগ্রেস-কমিশন এমনভাবে গঠিত হয়েছিল যাতে হল্যাণ্ডের ভান কলের নেতৃত্বে সুবিধাবাদীরাই প্রাধান্য লাভ করল। খসড়া সিদ্ধান্তে একটি বাক্যাংশ ঢুকিয়ে দিয়ে বলা হল যে, যে-কোন ঔপনিবেশিক কর্মনীতিকেই কংগ্রেস নীতিগতভাবে বর্জন করছে না,

কেননা সমাজতন্ত্রের আমলেও ঔপনিবেশিক কর্মনীতি সভ্যতা বিস্তারের ভূমিকা পালন করতে পারে। কমিশনের সংখ্যালঘু অংশ (জার্মানির লেদেবুর, পোলিশ ও রুশ সোস্যাল-ডেমোক্রাটেরা এবং আরো অনেকে) খসড়া সিদ্ধান্তে এরকম চিন্তার প্রশ্রয় দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানাল। বিষয়টি কংগ্রেসের সামনে উপস্থিত করা হল এবং দুপক্ষেরই শক্তি প্রায় সমান সমান থাকায় সংগ্রামে এমন উত্তেজনা সৃষ্টি হল যার তুলনা মেলা ভার।

সুবিধাবাদীরা সমর্থন করল ভান কলকে। জার্মান প্রতিনিধিদলের অধিকাংশের পক্ষ থেকে বার্নস্টাইন ও ডেভিড একটি "সমাজতান্ত্রিক ঔপনিবেশিক কর্মনীতি" গ্রহণের জন্য চাপ দিলেন এবং নিষ্ফল নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ, সংস্কারের গুরুত্ব অনুধাবনে অক্ষমতা, ব্যবহারিক ঔপনিবেশিক কর্মসূচীর অভাব ইত্যাদি অভিযোগ তুলে তাঁরা র‍্যাডিকালপন্থীদের আক্রমণ করলেন। এদের যাঁরা বিরোধিতা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কাউৎস্কি—তিনি জার্মান প্রতিনিধিদের সংখ্যাগুরু অংশের এই বক্তব্য **অগ্রাহ্য করবার জন্য** কংগ্রেসকে অনুরোধ করতে বাধ্য হলেন। তিনি সঠিকভাবেই দেখালেন যে, সংস্কার সাধনের জন্য সংগ্রাম পরিহার করার কোন কথাই ওঠেনি : প্রস্তাবের অন্যান্য অংশে সে কথা খুব পরিষ্কার করেই বলা আছে এবং এ নিয়ে কোন বিতর্কও ওঠেনি। প্রশ্ন হল, বুর্জোয়াদের লুণ্ঠনের ও পশু-শক্তির আধুনিক শাসনকে আমাদের কোন সুযোগ সুবিধা দেওয়া উচিত কিনা। বর্তমান ঔপনিবেশিক কর্মনীতিই কংগ্রেস কর্তৃক আলোচিত হওয়া উচিত এবং আদিম অবস্থায় অবস্থিত মানুষদের পরিপূর্ণ দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ রাখার ব্যবস্থার উপরই ছিল এই কর্মনীতির ভিত্তি। উপনিবেশে বুর্জোয়ারা, কার্যতঃ, দাসত্বই প্রবর্তন করছিল, স্থানীয় অধিবাসীদের উপর চাপাচ্ছিল অভূতপূর্ব উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনা, সুরা আর সিফিলিস ছড়িয়ে দিয়ে তাদের "সুসভ্য" করে তুলছিল। এবং এই পরিস্থিতিতে, নীতিগতভাবে ঔপনিবেশিক কর্মনীতি গ্রহণের সম্ভাবনা সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে কিছু না বলে নানা কথা দিয়ে কৌশলে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হোক—এটাই কি সোস্যালিস্টদের কাছে আশা করা গিয়েছিল! তা হবে সরাসরি বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের সমতুল্য। এ হবে প্রলেতারিয়েতকে বুর্জোয়া মতাদর্শের, বর্তমানে যা স্পর্ধাভরে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে সেই বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদের অধীনস্থ করে তোলার দিকে এক চূড়ান্ত পদক্ষেপ।

কংগ্রেস কমিশনের প্রস্তাব ১২৮-১০৮ ভোটে অগ্রাহ্য করল, দশজন ভোট দানে বিরত থাকল (সুইজারল্যাণ্ড)। এটা লক্ষ্য করা দরকার যে স্তুৎগার্ত কংগ্রেসেই

এই সর্বপ্রথম প্রতি দেশের জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ভোট স্থির করে দেওয়া হয়েছিল—(রাশিয়া সমেত বড বড জাতিগুলির জন্য) কুড়ি থেকে শুরু করে (লুক্সেমবুর্গের জন্য) দুই পর্যন্ত। ছোট ছোট যে জাতিগুলি ঔপনিবেশিক কর্মনীতি অনুসরণ করছে না, কিংবা ঐ কর্মনীতি দ্বারা যারা নিপীড়িত, তাদের সম্মিলিত ভোটের গুরুত্ব সেইসব দেশের ভোটকেও ছাপিয়ে গেল যেখানে প্রলেতারিয়েতরাও পররাজ্য বিজয়ের উন্মাদনায় সংক্রামিত।

ঔপনিবেশিক প্রশ্নের উপর এই ভোটের গুরুত্ব খুবই বিরাট। প্রথমতঃ, বুর্জোয়া চাটুকথার কাছে যারা আত্মসমর্পণ করে সেই সব সমাজতান্ত্রিক সুবিধাবাদীদের স্বরূপ এতে নগ্নভাবেই উদ্ঘাটিত হয়ে গেল। দ্বিতীয়তঃ, ইওরোপের শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে যে একটি নেতিবাচক লক্ষণ রয়েছে তার প্রভাব এ ঘটনায় প্রতিফলিত হল—এই জিনিসটি প্রলেতারীয় স্বার্থের পক্ষে কম ক্ষতিকর নয় এবং সেই কারণেই এটির উপর গভীর মনোযোগ দেওয়া দরকার। সিস্‌মন্দির একটি অতি সারগর্ভ বাণী মার্কস প্রায়ই উদ্ধৃত করতেন। এটি হল: প্রাচীনকালের প্রলেতারিয়েতরা টিকে থাকত সমাজের ঘাড়ে চেপে, আধুনিক সমাজ টিকে আছে প্রলেতারিয়েতের ঘাড়ে ভর করে।[৫৩]

যে শ্রেণী গরিব কিন্তু অ-শ্রমিক তারা শোষকদের উচ্ছেদ করতে অক্ষম। সমগ্র সমাজকে যারা প্রতিপালন করে সেই প্রলেতারীয় শ্রেণীই শুধু সমাজ বিপ্লব নিষ্পন্ন করতে পারে। কিন্তু ঔপনিবেশিক কর্মনীতি ব্যাপকভাবে অনুসৃত হওয়ার ফলে ইওরোপের প্রলেতারিয়েত অংশত এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, যেখানে তার শ্রম থেকে নয়, উপনিবেশের অর্ধ-দাসদের শ্রম থেকেই সমগ্র সমাজ প্রতিপালিত হচ্ছে। যেমন, ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা ব্রিটিশ শ্রমিকদের কাছ থেকে যে মুনাফা লুটে তার চেয়ে অনেক বেশী মুনাফা লুটে ভারতের এবং অন্যান্য উপনিবেশের কোটি কোটি অধিবাসীদের কাছ থেকে। সেই কারণে কোন কোন দেশে ঔপনিবেশিক উগ্রজাতীয়তাবাদ দিয়ে প্রলেতারিয়েতদের সংক্রামিত করার এক বৈষয়িক, এক অর্থনৈতিক ভিত্তি রচিত হয়েছে। এটা অবশ্য নিতান্তই সাময়িক ঘটনা হতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও, এরকম সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সকল দেশের প্রলেতারিয়েতদের ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হবার উদ্দেশ্যে এই ক্ষতিকর ব্যবস্থা আমাদের পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করতে হবে এবং এরূপ ঘটনা ঘটার কারণগুলি কি তা-ও আমাদের বুঝতে হবে। এবং এ সংগ্রাম যে বিজয়ের পথে এগিয়ে যাবে তাতো অবশ্যম্ভাবী, কেননা ধনতান্ত্রিক জাতিগুলির

মধ্যে "বিশেষাধিকারভোগী" জাতিগুলি হল ক্রমক্ষীয়মাণ এক সংখ্যালঘু অংশ মাত্র।

নারীর ভোটাধিকারের প্রশ্ন নিয়ে কংগ্রেসে প্রায় কোন আলোচনাই হল না। চরম সুবিধাবাদী ব্রিটিশ ফ্যাবিয়ান সোসাইটির[৫৪] জনৈক ইংরেজ মহিলার কথাই শুধু বলা যেতে পারে—তিনি যুক্তি দিয়ে এই কথাই বুঝালেন যে, সোস্যালিস্টদের পক্ষে নারীর সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের দাবি অর্থাৎ সার্বজনীন ভোটাধিকার নয়, শুধু নিয়ন্ত্রিত ভোটাধিকারের দাবি সমর্থন করা যেতে পারে ফ্যাবিয়ান মহিলার এই অভিমত কেহই সমর্থন করল না, তিনি একেবারে একা পড়ে গেলেন। তাঁর এই অভিমতের অন্তর্নিহিত কথা খুবই সহজ, তা হল এই: প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর মহিলাদের ভোটাধিকার না দিয়ে ব্রিটিশ বুর্জোয়া মহিলারা শুধু নিজেদের জন্য ভোটাধিকার অর্জনের আশা রাখে।

আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট কংগ্রেস যখন চলছিল ঠিক সেই সময়েই এবং স্তুৎগার্তে ঐ একই ভবনে প্রথম আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট নারী সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলনে এবং কংগ্রেস-কমিশনে যখন প্রস্তাবটি আলোচিত হল তখন জার্মান এবং অস্ট্রীয়ান সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের মধ্যে বেশ মজার যুক্তিতর্ক চলেছিল। এই শেষোক্ত সোস্যাল-ডেমোক্রাটরা তাদের সার্বজনীন ভোটাধিকারের জন্য সংগ্রামের সময় তারা তাদের সেই দাবিটিকেই কিছুটা পিছনে ঠেলে দিয়েছিল যে দাবিতে বলা হয়েছিল যে, পুরুষের সাথে নারীরও আছে সমানাধিকার: কোন জিনিসটি কার্যকর করা যাবে আর কোনটি কার্যকর করা যাবে না, এ কথা বিবেচনা করেই তারা সার্বজনীন ভোটাধিকারের উপর জোর না দিয়ে জোর দিয়েছিল তাদের পুরুষের ভোটাধিকারের দাবির উপর। জেটকিন্ এবং অন্যান্য জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাটরা কিন্তু খুব সঠিকভাবেই অস্ট্রীয়ানদের বলল যে তারা ভুল করেছিল, শুধু পুরুষের জন্য নয়, নারীর জন্যও নির্বাচনের অধিকারের দাবি সর্বশক্তি দিয়ে উত্থাপন করতে ব্যর্থ হওয়ায় তারা গণ-আন্দোলনের শক্তিকেই খর্ব করেছিল। অস্ট্রীয়ান শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে "ব্যবহারিক দিকের প্রতি অত্যধিক ঝোঁকের" এই কাহিনীর কথাই সন্দেহাতীতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে স্তুৎগার্ত প্রস্তাবের ("সার্বজনীন ভোটাধিকারের দাবি নারী ও পুরুষের জন্য **একই সময়ে এবং এক সাথেই** এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।") শেষ কথাগুলিতে।

সোস্যালিস্ট পার্টিগুলি আর ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে সম্পর্ক কি হবে সে বিষয়ে গৃহীত প্রস্তাব বিশেষভাবে আমাদের পক্ষে, রাশিয়ানদের পক্ষে অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ। আর. এস. ডি. এল. পি-র স্টকহোম কংগ্রেসে[৫৫] **নির্দলীয় ইউনিয়ন গঠনের** পক্ষেই অভিমত ঘোষিত হয়েছিল, অর্থাৎ সেই কংগ্রেসে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিই গ্রহণ করা হয়েছিল। আমাদের নির্দলীয় ডেমোক্রাটরা, বার্নস্টাইনপন্থীরা আর সোস্যালিস্ট রিভলিউসনারীরা[৫৬] সর্বদাই এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে এসেছে। লণ্ডন কংগ্রেসে[৫৭] কিন্তু, সম্পূর্ণ বিপরীতে, এক ভিন্ন নীতি ঘোষিত হল; সে নীতি হল ইউনিয়ন এবং পার্টির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের নীতি, এ নীতি অনুযায়ী ইউনিয়নগুলিকে পার্টি ইউনিয়ন হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার কথাও (বিশেষ বিশেষ অবস্থায়) মেনে নেওয়া হল। স্টুৎগার্তে প্রশ্নটি যখন আলোচিত হল তখন কিন্তু রুশ প্রতিনিধিদলের এস ডি অংশ (আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে প্রত্যেক দেশের সোস্যালিস্টরা এক একটি স্বতন্ত্র অংশ হিসাবেই কাজ করে) মূল অংশের থেকে আলাদা হয়ে গেল (অন্যান্য বিষয়গুলি সম্পর্কে কিন্তু পার্টি বিভক্ত হয়নি)। বিশেষভাবে, প্লেখানভ নীতিগতভাবে নিরপেক্ষতাকেই সমর্থন করলেন। বলশেভিক ভয়নভ[৫৮] লণ্ডন কংগ্রেসের এবং বেলজিয়ান প্রস্তাবের (দ্য ব্রুকেরের রিপোর্টের সাথে একত্রে প্রকাশিত; শীঘ্রই এই রিপোর্টটি রুশ ভাষায় প্রকাশিত হবে) নিরপেক্ষ-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিই সমর্থন করলেন। ক্ল্যারা জেটকিন তাঁর পত্রিকা Die Gleichheit[৫৯]-এ সঠিকভাবেই মন্তব্য করলেন যে, নিরপেক্ষতার সমর্থনে প্লেখানভের যে যুক্তি তা ফরাসীদের যুক্তির মতোই অসন্তোষজনক। কাউৎস্কি এ কথা ন্যায়সঙ্গতভাবেই উল্লেখ করেছেন যে, স্টুৎগার্ত কংগ্রেসের প্রস্তাবে নীতিগতভাবে "নিরপেক্ষতাকে" স্বীকৃতি দেওয়ার কথার অবসান করা হয়েছে এবং যারাই এ প্রস্তাব মনোযোগ দিয়ে পড়বে তারাই এ বিষয়ে স্থির নিশ্চিত হবে। ট্রেড ইউনিয়নগুলির নিরপেক্ষ বা নির্দলীয় হওয়া সম্পর্কে প্রস্তাবে একটি কথাও বলা হয়নি। পক্ষান্তরে, ইউনিয়নগুলি আর সোস্যালিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধনের এবং এই বন্ধনগুলি সুদৃঢ় করার প্রয়োজনীয়তার কথাই সুনির্দিষ্টভাবে স্বীকৃত হয়েছে।

ট্রেড ইউনিয়নগুলি সম্পর্কে আর এস ডি. এল. পি র লণ্ডন প্রস্তাব এখন স্টুৎগার্ত প্রস্তাবের আকারে নীতির সুদৃঢ় ভিত্তি করে নিয়েছে; স্টুৎগার্ত প্রস্তাবে সাধারণভাবে এবং সকল দেশের জন্যই ট্রেড ইউনিয়ন আর সোস্যালিস্ট পার্টির মধ্যে স্থায়ী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধনের প্রয়োজনীয়তার কথাই ঘোষিত হয়েছে; লণ্ডন প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, যদি অবস্থা অনুকূলে থাকে তাহলে রাশিয়ার ক্ষেত্রে এই বন্ধন পার্টির প্রতি ইউনিয়নের আনুগত্যের রূপই

পরিগ্রহ করা উচিত এবং পার্টিসভ্যদের কাজকর্ম সেই লক্ষ্য নিয়েই পরিচালিত করতে হবে।

আমাদের এটা মনে রাখা দরকার যে স্তুৎগার্তে নিরপেক্ষতা নীতির ক্ষতিকারক যে রূপের অভিব্যক্তি দেখা গেল তার কারণ হল যে, জার্মান প্রতিনিধিদলের অর্ধেক, ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা ছিল সুবিধাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সবচেয়ে গোঁড়া সমর্থক। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, সেইজন্যই এসেনে জার্মানরা ভান কলের বিরোধিতা করল (এসেনে যে কংগ্রেস হয়েছিল সেটা ছিল শুধু পার্টিরই কংগ্রেস, ট্রেড ইউনিয়নগুলির কংগ্রেস নয়), কিন্তু স্তুৎগার্তে এরাই তাঁকে সমর্থন করেছিল। কার্যতঃ নিরপেক্ষতা নীতি প্রচারের বিষময় ফল দেখা দিল জার্মানিতে —সেখানে সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনে নেতারা ও কর্মীরা সুবিধাবাদীদের ক্রীড়নক হয়ে দাঁড়াল। এখন থেকে এই ঘটনার মূল্যবিচার না করে আমরা থাকতে পারি না; বিশেষ করে এরকম ঘটনার মূল্যবিচার আমাদের করতেই হবে রাশিয়ায় যেখানে প্রলেতারিয়েতদের এতগুলো বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক উপদেষ্টা জুটেছে এবং যারা ট্রেড ইউনিয়নকে "নিরপেক্ষ" থাকতেই বলছে।

প্রবাসন এবং অভিবাসন সম্পর্কিত প্রস্তাবের বিষয়ে আমরা শুধু সামান্য কয়েকটি কথাই বলব। এ সম্পর্কেও সংকীর্ণ বৃত্তিগত অভিমত সমর্থন করার, পশ্চাৎপদ দেশগুলি থেকে শ্রমিকদের (চীন থেকে কুলিদের, ইত্যাদি) অভিবাসন নিষিদ্ধ করার মতবাদ যাতে গৃহীত হয় তার ব্যবস্থা করার প্রচেষ্টাই কমিশনে হয়েছিল। যারা নিজেদের বিশেষাধিকারের অবস্থার দৌলতে কতকগুলি সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে এবং সেজন্য আন্তর্জাতিক শ্রেণী-সংহতির দাবিগুলি ভুলে যাবার দিকে ঝুঁকে পড়েছে সেই কয়েকটি "সভ্য" দেশের প্রলেতারিয়েতের মধ্যে আবার আভিজাত্যপূর্ণ মনোভাব দেখা যাচ্ছে। কংগ্রেসে কিন্তু কেউই এই ব্যক্তিগত ও অর্বাচীন সংকীর্ণ মনোভাব সমর্থন করেনি। প্রস্তাবে বিপ্লবী সোস্যাল-ডেমোক্রাসির দাবিগুলি সম্পূর্ণভাবেই সমর্থিত হল।

কংগ্রেসের সর্বশেষ এবং সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব হল সমরবাদের বিরুদ্ধে প্রস্তাব—সেটি নিয়েই আমরা এখন আলোচনা করব। যিনি ফ্রান্সে এবং সাধারণভাবে ইওরোপে বেশ হৈ চৈ করেছেন সেই কুখ্যাত হার্ভে এ বিষয়ে আধা-নৈরাজ্যবাদী এক দৃষ্টিভঙ্গিই সমর্থন করলেন—সাদাসিধেভাবেই তিনি প্রস্তাব করলেন যে, ধর্মঘট করে বা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে প্রত্যেকটি যুদ্ধের জবাব দিতে হবে। একদিকে তিনি দেখলেন না যে, যুদ্ধ ধনতন্ত্রেরই অবশ্যম্ভাবী ফল এবং

প্রলেতারিয়েতরা বিপ্লবী যুদ্ধে অংশ গ্রহণের কাজ পরিহার করতে পারে না, কেননা ওরকম যুদ্ধ ঘটা সম্ভব এবং ধনতন্ত্রী সমাজে ওরকম যুদ্ধ ঘটেছেও। অন্যদিকে তিনি দেখলেন না যে, এক একটি .যুদ্ধের "জবাব দেবার" সম্ভাবনা নির্ভর করে সেই সংকটের চরিত্রের উপর যার ফলে দেখা দিয়েছে ঐ যুদ্ধ। সংগ্রামের হাতিয়ার বেছে নেওয়াও নির্ভর করে এই সব পরিস্থিতির উপর, এবং শুধু যুদ্ধের জায়গায় শান্তি নয়, ধনতন্ত্রের জায়গায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই হবে এই সংগ্রামের মূল কথা (হার্ভেবাদের ভুল ধারণার বা চিন্তাশক্তির অভাবের এটি হল তৃতীয় পয়েণ্ট)। শুধু যুদ্ধ বাধা বন্ধ করা নয়, যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত সংকটকে বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ ত্বরান্বিত করার কাজে ব্যবহার করাই হল মূল কথা। কিন্তু, শুধুমাত্র পার্লামেণ্টারী ধরনের সংগ্রামের মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ হয়ে না থাকার, যুদ্ধ তার সাথে সাথে অবশ্যম্ভাবীরূপে যে সব সঙ্কট নিয়ে আসে সেগুলি সম্পর্কে বিপ্লবী কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তার চেতনা জনগণের মধ্যে বিকশিত করে তোলার অর্থে—এবং সর্বশেষে শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংহতি ও বুর্জোয়া দেশপ্রেমের অসারতা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সুতীব্র চেতনা জাগিয়ে তোলার অর্থে সমাজ-তন্ত্রের মধ্যে প্রেরণা সৃষ্টি করার সঠিক বাস্তব ধারণাই ছিল হার্ভেবাদের সমস্ত আধা-নৈরাজ্যবাদী অযৌক্তিক বক্তব্যের মূল কথা।

বেবেলের যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল জার্মানরা এবং যার সাথে গুয়েজদে'র প্রস্তাবের সমস্ত মূল বিষয়গুলিই মিলে গিয়েছিল সে প্রস্তাবের ত্রুটি ছিল এইখানে যে, তাতে প্রলেতারিয়েতের ব্যবহারিক করণীয় কাজ সম্পর্কে কোন উল্লেখ ছিল না। এর ফলে বেবেলের গোঁড়া প্রস্তাবকেও সুবিধাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ব্যবহার করার সম্ভাবনা দেখা দিল। ভোলমার তৎক্ষণাৎ এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করলেন।

সেজন্যই রজা লুক্সেমবুর্গ আর রাশিয়ান এস. ডি. প্রতিনিধিরা বেবেলের প্রস্তাবের উপর কতকগুলি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। সেই সংশোধনী প্রস্তাবগুলিতে (১) বলা হল যে, সমরবাদই শ্রেণীগত অত্যাচারের প্রধান হাতিয়ার ; (২) উল্লেখ করা হল যুবকদের মধ্যে প্রচার কার্যের প্রয়োজনীয়তার কথা ; (৩) যুদ্ধ বাধার বিরুদ্ধেই কিংবা ইতিমধ্যেই যে সব যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে তার দ্রুত অবসানের জন্যই শুধু সংগ্রাম করা নয়, যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত সঙ্কটকে বুর্জোয়াদের পতন ত্বরান্বিত করার কাজে ব্যবহার করাও যে সোস্যাল-ডেমোক্রাসির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন সে কথা জোর দিয়ে বলা হল।

(সমরবাদের বিরুদ্ধে প্রস্তাব রচনার জন্য কমিশন কর্তৃক নির্বাচিত) সাবকমিটি বেবেলের প্রস্তাবের উপর এই সব সংশোধনী প্রস্তাবই গ্রহণ করল। এ ছাড়াও জরেস বেশ একটি ভাল প্রস্তাব দিলেন: সংগ্রামের হাতিয়ার (ধর্মঘট, অভ্যুত্থান) কি হবে তা ঘোষণা করার পরিবর্তে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামের উদাহরণগুলি, ইওরোপের বিক্ষোভ মিছিল থেকে শুরু করে রাশিয়ার বিপ্লবের উদাহরণই তাদের দেওয়া উচিত। এই সব পরিবর্তনের ফলে মূল প্রস্তাবটি যদিও বেশ বড় হয়ে গেল তবু ভাবধারার দিক থেকে প্রস্তাবটি সত্য সত্যই সমৃদ্ধ হয়ে দাঁড়াল এবং প্রলেতারিয়েতের করণীয় কাজ কি কি তাও সঠিকভাবে দেখিয়ে দিল। গোঁড়া, অর্থাৎ একমাত্র বৈজ্ঞানিক. মার্কসীয় বিশ্লেষণের কঠোর নিয়মানুবর্তিতা আর শ্রমিক পার্টিগুলির কাছে সংগ্রামের সবচেয়ে দৃঢ় ও বিপ্লবী পদ্ধতি গ্রহণের সুপারিশ এই প্রস্তাবের মধ্যে এসে মিশে গেল। সাদাসিধে হার্ভেবাদের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে যেমন এই প্রস্তাবকে সীমাবদ্ধ করে রাখা যায় না, তেমনি একে ভোলমারের কায়দায়ও পড়া যায় না।

মোটের উপর স্তুৎগার্ত কংগ্রেসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়েই আন্তর্জাতিক সোস্যাল-ডেমোক্রাসির সুবিধাবাদী গ্রুপ আর বিপ্লবী গ্রুপ দুটিকে পরিষ্কারভাবে মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়ে দিল, কিন্তু এই কংগ্রেসে ঐ সব বিষয়েরই মীমাংসা বিপ্লবী মার্কসবাদের ভাবধারানুযায়ী করা হল। কংগ্রেসের বিতর্কে প্রস্তাবগুলির ব্যাখ্যা করা হয়েছিল; সেই ব্যাখ্যাসহ কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলি প্রত্যেকটি প্রচারককে, প্রত্যেকটি বক্তাকে নিয়মিতভাবে পড়তে হবে। স্তুৎগার্তে যে কাজ সম্পন্ন হল তাতে সকল দেশের প্রলেতারিয়েতের রণকৌশল ঐক্য এবং বিপ্লবী সংগ্রামে ঐক্য আরো উল্লেখযোগ্যভাবেই এগিয়ে যাবে।

১৯০৭ সালের আগস্টের শেষে এবং
সেপ্টেম্বরের গোড়ায় লিখিত। ১৩ খণ্ড, ৫৯-৬৫ পৃঃ
১৯০৭ সালের ২০শে অক্টোবর Proletary-র
(প্রলেতারী-র) ১৭ সংখ্যায় প্রকাশিত।

স্তুৎগার্তে আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট কংগ্রেস

স্তুৎগার্তে সম্প্রতি যে কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হল সেটি ছিল প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকের দ্বাদশ কংগ্রেস। প্রথম পাঁচটি কংগ্রেস হয়েছিল প্রথম আন্তর্জাতিকের যুগে (১৮৬৬-৭২)। প্রথম আন্তর্জাতিক পরিচালিত হয়েছিল মার্কসের দ্বারা—বেবেল সঠিকভাবেই বলেছিলেন যে, মার্কস উপর থেকে জঙ্গী প্রলেতারিয়েতদের আন্তর্জাতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করবার চেষ্টা করেছিলেন। যতদিন পর্যন্ত জাতীয় সোস্যালিস্ট পার্টিগুলি দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী হয়নি ততদিন এ প্রচেষ্টা সফল হতে পারেনি। কিন্তু সকল দেশের শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনে প্রথম আন্তর্জাতিকের কার্যকলাপের ছিল এক বিরাট অবদান এবং তা স্থায়ী ছাপই রেখে গিয়েছে।

১৮৮৯ সালে পারীতে আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট কংগ্রেসে দ্বিতীয় আন্তর্জাতি-কের উদ্বোধন করা হয়। পরবর্তী কংগ্রেসগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ব্রুসেল্‌সে (১৮৯১), জুরিখে (১৮৯৩), লণ্ডনে (১৮৯৬), পারীতে (১৯০০) এবং আমস্‌তার্দামে (১৯০৪) —এই কংগ্রেসগুলিতেই সুদৃঢ় জাতীয় পার্টিগুলির উপর ভিত্তি করে এই নতুন আন্তর্জাতিক চূড়ান্তভাবে সুসম্বদ্ধ হয়ে উঠল। স্তুৎগার্তে ইওরোপ, এশিয়া (জাপান এবং ভারত থেকে কয়েকজন), আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং আফ্রিকার (দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে একজন প্রতিনিধি এসেছিল) ২৫টি জাতির ৮৮৪ জন প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিল।

স্তুৎগার্তের আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট কংগ্রেসের বিরাট গুরুত্ব হল এখানেই যে, এই কংগ্রেসে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের চূড়ান্ত সংহতি এবং আন্তর্জাতিক কংগ্রেসগুলির ব্যবসাসুলভ সুশৃঙ্খল ও চটপটে সমাবেশে রূপান্তর দেখা গেল। এই সমাবেশগুলি দুনিয়াব্যাপী সমাজতান্ত্রিক কার্যকলাপের চরিত্র ও ঝোঁকের উপর অত্যন্ত প্রবল প্রভাবই বিস্তার করল। আনুষ্ঠানিকভাবে, প্রত্যেকটি জাতিকেই যে আন্তর্জাতিক

কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলি মেনে চলতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই, কিন্তু এগুলির নৈতিক গুরুত্ব এমন যে, সিদ্ধান্তগুলি না-পালন করার ঘটনা কার্যক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বিশেষ; প্রত্যেকটি পার্টির নিজ নিজ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলি না-পালন করার ঘটনার তুলনায় এরকম ব্যতিক্রম খুবই কম—প্রায় নাই বললেও চলে। ফরাসী সোস্যালিস্টদের ঐক্যবদ্ধ করতে আমস্‌তারদাম কংগ্রেস সফল হল, এবং মন্ত্রিত্ব গ্রহণের মতবাদের [৩০] বিরুদ্ধে এই কংগ্রেসের প্রস্তাব প্রকৃতপক্ষে সারা দুনিয়ার শ্রেণী-সচেতন প্রলেতারিয়েতদের সংকল্পই ব্যক্ত করল এবং শ্রমিক পার্টিগুলির কর্মনীতি কি হবে তা-ও নির্ধারিত করে দিল।

সমাজতন্ত্রের কর্মধারা নির্ধারণে কংগ্রেসই যে সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান সে কথা অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রমাণ করে দিয়ে স্তুৎগার্ত কংগ্রেস ঐ একই দিকে অগ্রগতির এক বিরাট পদক্ষেপের সূচনা করল। সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সোস্যাল-ডেমোক্রাসির কর্মধারার অর্থে এই কর্মধারা নির্ধারণে স্তুৎগার্ত কংগ্রেস আমস্‌তারদাম কংগ্রেসের চেয়েও দৃঢ়তর অভিমত ব্যক্ত করল। ক্লারা জেটকিন সম্পাদিত জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক মেহনতী নারীদের মুখপত্র Die Gleichheit (Equality—সাম্য বা সমানাধিকার) এ সম্পর্কে সঠিকভাবেই মন্তব্য করে লিখেছে: "সকল প্রশ্নেই কোন কোন সোস্যালিস্ট পার্টির তরফ থেকে সুবিধা-বাদের দিকে যে বিভিন্ন রকমের বিচ্যুতি দেখা গিয়েছিল তা বিপ্লবী অর্থেই সংশোধন করা হল—এজন্য সকল দেশের সোস্যালিস্টদের সহযোগিতাকে ধন্যবাদ জানাই।"

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এবং দুঃখের বিষয় হল যে, যারা এ পর্যন্ত সর্বদাই মার্কসবাদের বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করেছিল সেই জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাসিই দেখল যে, আদর্শে তারা অটল নয় বা সুবিধাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই তারা গ্রহণ করেছে। জার্মান শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলন সম্পর্কে এঙ্গেলস যে গভীর জ্ঞানপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন স্তুৎগার্ত কংগ্রেসে তা সমর্থিত হল। প্রথম আন্তর্জাতিকের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞ নেতা সর্জের কাছে ১৮৮৬ সালের ২৯শে এপ্রিল তারিখে এঙ্গেলস যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে এই কথাগুলো ছিল: "সাধারণভাবে এটা ভালই যে, আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট আন্দোলনের জার্মান নেতৃত্বকে, বিশেষ করে তাঁরা যখন অতগুলো অর্বাচীনকে রাইখ্‌শটাগে পাঠালেন (এ কথা সত্যি, যে ওটা অপরিহার্য ছিল) তারপরে, এখন চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে। শান্তির সময়ে জার্মানিতে সবকিছুই একান্ত বিষয়ী আকার ধারণ করে; এবং

সেজন্যই তাদের পক্ষে ফরাসী প্রতিযোগিতার তীব্র কষাঘাতের একান্তভাবে প্রয়োজন। এবং তার অভাব ঘটবে না।"

স্টুৎগার্তে ফরাসী প্রতিযোগিতার তীব্র কষাঘাতের অভাব ছিল না এবং সত্যসত্যই তার যে প্রয়োজন ছিল তাও সপ্রমাণিত হল, কেননা জার্মানরা অর্বাচীন চিন্তাধারারই পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিল। রাশিয়ান সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের এ কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার, কেননা আমাদের লিবারেলরা (এবং শুধু লিবারেলরা নয়) অনুকরণের যোগ্য বলে মডেল হিসাবে যা দেখাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন তা হল জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাসির এমন একটি দিক যা আদৌ গৌরবোজ্জ্বল নয়। জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক চিন্তাধারার সবচেয়ে জ্ঞানী ও গুণী নেতৃবৃন্দ একথাটা খুব ভালভাবেই বুঝেছেন এবং সকল রকম মিথ্যা লজ্জাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে তাঁরা এটিকে সুনিশ্চিতভাবে একটি হুঁশিয়ারি হিসাবেই গ্রহণ করেছেন। ক্লারা জেটকিনের পত্রিকা লিখেছে: "আমসতারদামে, বিশ্ব প্রলেতারিয়েতের পার্লামেন্টে সমস্ত বিতর্কের বিপ্লবী মর্মবাণী ছিল ড্রেসডেন প্রস্তাব। স্টুৎগার্তে কিন্তু পীড়াদায়ক কর্কশ সুবিধাবাদী সুরই ধ্বনিত হল সমরবাদ সম্পর্কিত কমিশনে ভোলমারের বক্তৃতায়, প্রবাসন কমিশনে পাপলো'র বক্তৃতায় এবং উপনিবেশ-কমিশনে ডেভিডের (এবং আমরা আর একটি নাম যোগ করে দিয়ে বলব, বার্নস্টাইনের) বক্তৃতায়। এবার অধিকাংশ কমিশনে এবং অধিকাংশ ব্যাপারেই জার্মানির প্রতিনিধিরাই ছিলেন সুবিধাবাদের নেতা।" স্টুৎগার্ত কংগ্রেসের মূল্যায়ন করতে গিয়ে কাউৎস্কি লিখেছেন: "এতদিন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাসি প্রকৃতপক্ষে নেতৃত্বের যে ভূমিকা পালন করেছে তা কিন্তু এবার আর অনুভব করা গেল না।"

কংগ্রেসে যে সব বিশেষ বিশেষ প্রশ্ন আলোচিত হয়েছিল তা এখন বিচার করে দেখা যাক। ঔপনিবেশিক প্রশ্নে যে মতপার্থক্য দেখা গেল তার কোন মীমাংসাই কমিশনে করতে পারা গেল না। সুবিধাবাদীদের আর বিপ্লবীদের মধ্যে যে মতবিরোধ ছিল তার মীমাংসা কংগ্রেসই করে দিল এবং ১২৭-১০৮ ভোটে সে মীমাংসা বিপ্লবী-দেরই অনুকূলে গেল, শুধু ১০ জন ভোটদানে বিরত থাকল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাক যে রাশিয়ার **সকল** সোস্যালিস্টই **সকল** বিষয়েই বিপ্লবী মনোভাব নিয়ে একমত হয়ে ভোট দিয়েছিল এটি একটি অভিনন্দনযোগ্য বৈশিষ্ট্য। (রাশিয়ার ছিল ২০টি ভোট, তার মধ্যে ১০টি ছিল আর. এস. ডি. এল. পি-র, পোলিশদের ভোট না ধরেই, ৭টি ছিল সোস্যালিস্ট-রিভলিউসনারীদের এবং ৩টি

ছিল ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের। পোল্যাণ্ডের ছিল ১০টি ভোট: পোলিশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের ৪, আর পোলিশ সোস্যালিস্ট পার্টি ও পোল্যাণ্ডের অ-রুশীয় অংশের ৬। সর্বশেষে ফিনল্যাণ্ডের তুজন প্রতিনিধির ছিল ৮টি ভোট।)

ঔপনিবেশিক প্রশ্নে কমিশনে সুবিধাবাদীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল এবং খসড়া প্রস্তাবে দেখা গেল, নিম্নলিখিত বিস্ময়কর বাক্যাংশটি: "কংগ্রেস নীতিগত ভাবে এবং চিরকালের জন্য প্রত্যেকটি ঔপনিবেশিক কর্মনীতির নিন্দা করছে না: সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় ঐ ঔপনিবেশিক কর্মনীতি সভ্যতা বিস্তারের কাজে লাগতে পারে।" বাস্তবক্ষেত্রে এই প্রস্তাবের মানে হল বুর্জোয়া কর্মনীতির দিকে এবং যা ঔপনিবেশিক যুদ্ধ ও নৃশংসতাকে সমর্থন করে সেই বুর্জোয়া বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির দিকে সোজাসুজি পশ্চাদপসরণ। জনৈক মার্কিন প্রতিনিধি বললেন: এ হল রুজভেল্টের দিকে পশ্চাদপসরণ। "সমাজতান্ত্রিক ঔপনিবেশিক কর্মনীতির" কর্তব্যের কথা এবং উপনিবেশসমূহে সংস্কারের বাস্তব কাজের কথা বলে এই পশ্চাদপসরণকে সমর্থন করার সকল প্রচেষ্টাই সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল। উপনিবেশসমূহেও যে সংস্কার প্রয়োজন সে কথা জোর গলায় বলতে সোস্যালিজম কখন অস্বীকার করেনি; কিন্তু এ কথার অর্থ এ নয় যে, যা নিয়ে "ঔপনিবেশিক কর্মনীতি" রচিত সেই পররাজ্য বিজয়, অন্যান্য জাতিকে পদানত করা, নিপীড়ন ও লুণ্ঠন প্রভৃতির বিরোধিতা করার আমাদের মূলনীতিকে তুর্বল করে দেওয়া, এবং সে রকম হওয়াও উচিত নয়। সকল সোস্যালিস্ট পার্টির যা ন্যূনতম কর্মসূচী তা ঔপনিবেশিক শক্তিবর্গের নিজ নিজ দেশে এবং উপনিবেশসমূহে, উভয়ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। "সমাজতান্ত্রিক ঔপনিবেশিক কর্মনীতির" ধারণাই সীমাহীন বিভ্রান্তির কথা প্রকাশ করে দিচ্ছে। কংগ্রেস সম্পূর্ণ সঠিকভাবেই উপরোক্ত কথাগুলি প্রস্তাব থেকে বাদ দিয়ে দিল এবং তার জায়গায় যে বাক্যাংশ জুড়ে দিল তাতে পূর্বেকার প্রস্তাবের তুলনায় ঔপনিবেশিক কর্মনীতির অধিকতর তীব্র নিন্দাই করা হল।

ট্রেড ইউনিয়নগুলি সম্পর্কে সোস্যালিস্ট পার্টিগুলির মনোভাব কি হবে সে বিষয়ে যে প্রস্তাব গৃহীত হল তার গুরুত্ব আমাদের, রাশিয়ানদের পক্ষে বিশেষভাবে বিরাট। আমাদের দেশে এখন এই প্রশ্নটিই বিশেষভাবে আলোচিত হচ্ছে। স্টকহোম কংগ্রেসে এই প্রশ্নটির মীমাংসা হয়েছিল **নির্দলীয়** ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অনুকূলে, অর্থাৎ এই কংগ্রেসে প্লেখানভের নেতৃত্বে পরিচালিত **নিরপেক্ষতা** বজায় রাখার প্রবক্তাদের অভিমতই সমর্থিত হয়েছিল। লণ্ডন কংগ্রেস কিন্তু নিরপেক্ষতা বজায় রাখার **বিরুদ্ধে** এবং **পার্টি** ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের দিকেই এক

ধাপ এগিয়ে গেল। সকলেই জানেন যে লণ্ডন প্রস্তাবের ফলে কতকগুলি ট্রেড ইউনিয়নে এবং বিশেষ করে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক পত্রপত্রিকায় বিরাট মতবিরোধের ও অসন্তোষের সূত্রপাত হয়েছিল।

স্তুৎগার্তে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল মূলতঃ তা ছিল এইরূপ : ট্রেড ইউনিয়ন নিরপেক্ষতা, না ইউনিয়ন আর পার্টির মধ্যে ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক? পাঠক পাঠিকারা প্রস্তাব থেকেই বুঝতে পারেন যে, আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট কংগ্রেস ইউনিয়ন আর পার্টির মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপনের কথাই ঘোষণা করেছিল। ট্রেড ইউনিয়নগুলি নিরপেক্ষ থাকবে বা নির্দলীয় হবে, এরকম কোন কথাই প্রস্তাবে নেই। জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিতে যিনি ছিলেন ইউনিয়ন আর পার্টির মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপনের সমর্থক ও প্রচারক এবং বেবেলের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার নীতির বিরোধী সেই কাউৎস্কির স্তুৎগার্ত কংগ্রেস সম্পর্কে লাইপজিগ শ্রমিকদের কাছে প্রদত্ত তাঁর রিপোর্টে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলার সম্পূর্ণ অধিকার ছিল (Vorwärts[৬১] ১৯০৭, ২০৯নং ক্রোড়পত্র) :

"আমরা যা চাই স্তুৎগার্ত কংগ্রেসের প্রস্তাবে সেই সব কথাই বলা হয়েছে। **ইহা চিরকালের তরে নিরপেক্ষতার অবসান করেছে।**" ক্লারা জেট্‌কিন লিখছেন : "রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামকে যুক্ত করবার জন্য, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনগুলিকে যতদূর সম্ভব ঘনিষ্ঠভাবে এক অখণ্ড সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক-শ্রেণীর শক্তি হিসাবে ঐক্যবদ্ধ করবার জন্য প্রলেতারীয় শ্রেণী সংগ্রামের যে মৌলিক ঐতিহাসিক ঝোঁক দেখা দিয়েছে তার বিরুদ্ধে নীতিগতভাবে কেহই (স্তুৎগার্তে) আর যুক্তি প্রদর্শন করলেন না। কেবলমাত্র রাশিয়ান সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের প্রতিনিধি কমরেড প্লেখানভ" (ক্লারার বলা উচিত ছিল মেনশেভিকদের প্রতিনিধি, তারাই তাঁকে "নিরপেক্ষতা বজায় রাখার নীতির" কথা প্রচার করবার জন্য কমিশনে প্রতিনিধি হিসাবে পাঠিয়েছিল), "এবং ফরাসী প্রতিনিধিদলের সংখ্যাগুরু অংশ নিতান্ত অশুভ লক্ষণপূর্ণ যুক্তির অবতারণা করে, তাঁদের নিজ নিজ দেশের বিশেষ পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে এই মূলনীতিকে কিছুটা সীমাবদ্ধকরণকে সমর্থন করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসে বিপুল সংখ্যাধিক্য ভোটে সোস্যাল-ডেমোক্রাসি আর ট্রেড ইউনিয়নের ঐক্যের দৃঢ় কর্মনীতিই গৃহীত হল।"

এ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জেট্‌কিন যাকে অশুভলক্ষণপূর্ণ যুক্তি বলে সঠিকভাবেই মনে করেছিলেন প্লেখানভের সেই যুক্তি সেইভাবেই রাশিয়ার আইন-

সম্মত পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। স্টুৎগার্ত কংগ্রেসের কমিশনে প্লেখানভ এই নজির দেখালেন যে, "রাশিয়ায় এগারোটি বিপ্লবী পার্টি আছে," এবং তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "এদের কোনটির সাথে ট্রেডইউনিয়নগুলির নিজেদের যুক্ত করা উচিত?" (Vorwärts পত্রিকার ১৯৬ সংখ্যার ১ নং ক্রোড়পত্র থেকে আমরা এই উদ্ধৃতি দিচ্ছি) প্লেখানভ যে নজির দেখিয়েছেন তা তথ্য এবং নীতি, উভয় দিক থেকেই ভুল। আসলে রাশিয়ার প্রত্যেকটি জাতির মধ্যে দুটির বেশী আর একটি পার্টিও সোস্যালিস্ট প্রলেতারিয়েতের উপর প্রভাব বিস্তারের জন্য সংগ্রাম করছে না: যেমন, সোস্যাল-ডেমোক্রাট আর সোস্যালিস্ট-রিভলিউসনারীরা, পোলিশ সোস্যাল-ডেমোক্রাট আর পোলিশ সোস্যালিস্ট পার্টি [৬২], লেটিশ সোস্যাল-ডেমোক্রাট আর লেটিশ সোস্যালিস্ট-রিভলিউসনারীরা (তথাকথিত লেটিশ সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক লীগ), আর্মেনিয়ান সোস্যাল-ডেমোক্রাট আর দাশনাকৎসুৎউনস ইত্যাদি [৬৩]। স্টুৎগার্তেও রাশিয়ান প্রতিনিধিদল তৎক্ষণাৎ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। শুধু গায়ের জোরেই এগারোটি পার্টির কথা বলা হয় এবং এই সংখ্যা শ্রমিকদের বিপথে চালিত করে। নীতিগতভাবেও প্লেখানভের বক্তব্য ভুল কেননা রাশিয়ায় প্রলেতারীয় আর পেটি-বুর্জোয়া সোস্যালিজমের মধ্যে যে লড়াই তা ট্রেডইউনিয়ন সমেত সর্বক্ষেত্রেই অবশ্যম্ভাবী। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, যদিও তাদেরও দুটি বিবদমান সোস্যালিস্ট পার্টি—সোস্যাল-ডেমোক্রাট (এস. ডি. এফ) আর "ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট" (আই. এল. পি [৬৪])—ছিল তবু ব্রিটিশ প্রতিনিধিদল প্রস্তাবের বিরোধিতা করার কথা চিন্তাও করেননি।

স্টুৎগার্তে যা অগ্রাহ্য করা হয়েছিল নিরপেক্ষতার সেই ভাবধারা যে ইতোমধ্যেই শ্রমিকশ্রেণী আন্দোলনের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছে তা বিশেষকরে সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় জার্মানির দৃষ্টান্তে, যেখানে নিরপেক্ষতার নীতি সবচেয়ে বেশী প্রচারিত হয়েছে এবং সবচেয়ে বেশী মাত্রায় প্রযুক্ত হয়েছে। ফলে জার্মানির ট্রেডইউনিয়নগুলি এত সুস্পষ্টভাবে সুবিধাবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছে যে এই বিচ্যুতি কাউৎস্কির মতন লোকও, যিনি এ বিষয়ে অত সতর্ক তিনিও প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন। লাইপজিগ শ্রমিকদের নিকট প্রদত্ত তাঁর রিপোর্টে তিনি খোলাখুলিভাবেই বললেন যে স্টুৎগার্তে জার্মান প্রতিনিধিদল কেন যে "সংরক্ষণশীলতা" দেখিয়েছিলেন "তা বোধগম্য হয়ে উঠে, যদি আমরা এই প্রতিনিধিদল যেভাবে গঠিত হয়েছিল সেদিকে একবার তাকাই। এর অর্ধেক ছিল ট্রেড-

ইউনিয়নগুলির প্রতিনিধি এবং এইভাবে আমাদের পার্টিতে 'দক্ষিণপন্থীদের' যা প্রকৃত শক্তি তার চেয়ে অনেক বেশী সংখ্যায়ই তারা প্রতিনিধিদলে ঢুকে পড়েছিল।"

স্তুৎগার্ত কংগ্রেসের প্রস্তাব আমাদের লিবারেলদের অত প্রিয় নিরপেক্ষতার ভাবধারার সাথে রাশিয়ান সোস্যাল-ডেমোক্রাসির চূড়ান্ত বিচ্ছেদ যে ত্বরান্বিত করবে সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। প্রয়োজনীয় সতর্কতা ও ধাপে ধাপে এগিয়ে যাবার মনোভাব অবলম্বন করে এবং কোন রকম হঠকারী কিংবা কৌশলশূন্য ব্যবস্থা গ্রহণ না করে আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন আর সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির আরো বেশী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে ট্রেডইউনিয়ন-গুলির মধ্যে অধ্যবসায়সহকারে কাজ করতে হবে।

অধিকন্তু, প্রবাসন ও অভিবাসনের প্রশ্নে স্তুৎগার্ত কংগ্রেসের কমিশনে সুবিধা-বাদী আর বিপ্লবীদের মধ্যে .সুনিশ্চিতভাবেই মতপার্থক্য দেখা দিল। পশ্চাৎপদ, অনুন্নত শ্রমিকদের ক্ষেত্রে—বিশেষ করে জাপানী আর চীনাদের ক্ষেত্রে প্রবাসনের অধিকার **সংকুচিত করার** ধারণা ঐ সুবিধাবাদীরাই জাগিয়ে তুলেছিল। এই সব সুবিধাবাদীদের মধ্যে সংকীর্ণ ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের, ট্রেড ইউনিয়ন স্বাতন্ত্র্যের মনোভাবই প্রাধান্য বিস্তার করল, সমাজতান্ত্রিক কর্তব্যগুলি, যথা প্রলেতারিয়েতের যে স্তরকে এখনো শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলনেব মধ্যে টেনে আনা হযনি তাদের শিক্ষিত ও সংগঠিত করে তোলার কাজ কোন প্রাধান্য পেল না। এই মনোভাবের আভাস যাব ভিতরই ছিল সে-সবই কংগ্রেস অগ্রাহ্য করল। এমনকি কমিশনেও প্রবাসনেব স্বাধীনতা সংকুচিত করার পক্ষে মাত্র সামান্য কয়েকটি ভোট পড়েছিল, এবং আন্তর্জাতিক কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে সকল দেশের শ্রমিকদের শ্রেণীসংগ্রামের সংহতির স্বীকৃতিই সুস্পষ্ট হয়ে উঠল।

নারীদের ভোটাধিকার সম্পর্কিত প্রস্তাবও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল। সকল নারীর পূর্ণ ভোটাধিকারের জন্য নয়, শুধুমাত্র যারা সম্পত্তিব মালিক সেই সব নারীর ভোটাধিকারের জন্য সংগ্রাম মঞ্জুর কবা যেতে পারে—এই ধারণা শুধু একজন ইংরেজ মহিলাই সমর্থন করলেন, তিনি এসেছিলেন আধা-বুর্জোয়া "ফ্যাবিয়ান সোসাইটি" থেকে। এই ধারণা কংগ্রেস পুরোপুরি অগ্রাহ্য করল। এবং নারীর সমানাধিকারের বুর্জোয়া সমর্থকদের সাথে হাত না মিলিয়ে, প্রলেতারিয়েতের নিজস্ব শ্রেণী-পার্টিগুলির সাথে হাত মিলিয়ে যেসব মেহনতী মহিলা ভোটাধিকারের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে তাদেরই সমর্থনে কংগ্রেস

তার অভিমত ঘোষণা করল। কংগ্রেসে এই কথাই স্বীকৃত হল যে, নারীর ভোটাধিকার অর্জনের অভিযানে সমাজতন্ত্রের এবং নারী-পুরুষের সমানাধিকারের মূলনীতিগুলি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করা প্রয়োজন, উপযোগিতার কোনরকম দোহাই দিয়ে এই মূলনীতিগুলিকে বিকৃত করা চলবে না।

এই প্রসঙ্গে কমিশনে এক মজার মত-পার্থক্য দেখা দিল। পুরুষদের ভোটাধিকারের জন্য সংগ্রামে তাদের কৌশল যে ঠিক তা প্রমাণ করবার জন্য অস্ট্রীয়ানরা (ভিক্টর অ্যাডলার, আদেলহাইড পপ) চেষ্টা করেছিল: পুরুষদের এই ভোটাধিকার অর্জনের জন্য, তারা মনে করত যে, তাদের প্রচার অভিযানে নারীদের ভোটাধিকারের দাবি পুরোভূমিতে রাখা উপযোগী হবে না। এই চিন্তাধারার বিরুদ্ধে জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাটরা, বিশেষ করে জেটকিন, তখনই প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন যখন অস্ট্রীয়ানরা সার্বজনীন ভোটাধিকারের জন্য তাদের অভিযান পরিচালনা করছিল। সংবাদপত্রে জেটকিন ঘোষণা করলেন যে, কোনমতেই তাদের নারীদের ভোটাধিকারের দাবি উপেক্ষা করা উচিত নয়, উপযোগিতার খাতিরে অস্ট্রীয়ানরা সুবিধাবাদী পন্থায় মূলনীতিকেই বিসর্জন দিচ্ছে এবং তাদের প্রচার অভিযানের সুযোগ সুবিধা ও জন-আন্দোলনের শক্তি এতটুকুও খর্ব না করে সেগুলিকে তারা বাড়িয়েই তুলবে যদি তারা অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে নারীদের ভোটাধিকারের দাবিও সমর্থন করে এবং তার জন্য প্রচার চালায়। কমিশনে জেটকিন আর একজন বিশিষ্টা জার্মান মহিলা সোস্যাল-ডেমোক্রাট জিয়েৎসের পূর্ণ সমর্থন পেলেন। অ্যাডলারের সংশোধনী প্রস্তাবে পরোক্ষভাবে অস্ট্রীয়ানদের রণকৌশলকেই সমর্থন করা হয়েছিল; সে সংশোধনী প্রস্তাব ১২-৯ ভোটে **অগ্রাহ্য হল** (এই সংশোধনী প্রস্তাবে শুধুমাত্র এই কথাই বলা হয়েছিল যে, প্রকৃতপক্ষে সকল নাগরিকের জন্যই যে ভোটাধিকার তার জন্য সংগ্রামে কোনরকম শৈথিল্য দেখানো চলবে না, কিন্তু এ কথা কখনো বলা হয়নি যে ভোটাধিকারের সংগ্রামের সাথে সবদাই নারী ও পুরুষের সমানাধিকারের দাবি যুক্ত করতে হবে।) কমিশনের আর কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গির সবচেয়ে সঠিক অভিব্যক্তি দেখা যেতে পারে উপরোক্ত জিয়েৎসের আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট নারী সম্মেলনে (স্টুটগার্টে যখন কংগ্রেস চলছিল সে-সময় এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়) প্রদত্ত ভাষণের নিম্নোক্ত কথাগুলির মধ্যে: "নীতিগতভাবে আমরা সেই সবই দাবি করব যাকে আমরা সঠিক বলে মনে করব, এবং আমাদের সংগ্রাম করবার শক্তির যখন অভাব দেখা দেয় শুধু তখনই আমরা যা পেতে পারি তা-ই গ্রহণ করি। সকল

সময়েই এই হচ্ছে সোস্যাল-ডেমোক্রাসির রণকৌশল। আমাদের দাবির সুর যত বেশী নরম হবে, সরকারের কনসেসনও তত বেশী সীমাবদ্ধ হবে…”—এ কথা বলেছিলেন জিয়েৎস। অস্ট্রীয়ান ও জার্মান মহিলা সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের মধ্যে এই যে মতবিরোধ তা থেকেই পাঠক দেখতে পাবেন যে, দৃঢ়, নীতিগত বিপ্লবী রণকৌশল থেকে সামান্যতম বিচ্যুতিকে সেরা মার্কসবাদীরা কিরকম কঠোরভাবে দেখে থাকে।

কংগ্রেসের শেষের দিনটিতে আলোচিত হল সমরবাদের প্রশ্ন—এতে সবাই অত্যন্ত আগ্রহের সাথে অংশ গ্রহণ করল। যুদ্ধকে সাধারণভাবে ধনতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থার সাথে এবং সমরবাদ-বিরোধী প্রচারকাযকে সমাজতন্ত্রের সমগ্র কাজকর্মের সাথে যুক্ত করতে অক্ষম হয়ে কুখ্যাত হার্ভে যে অভিমত ব্যক্ত করলেন তার ভিত্তি ছিল খুবই পলকা। বিপ্লবীদেব পূর্ব সিদ্ধান্ত নয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত সঙ্কটের বাস্তব অবস্থাই নির্ধারণ করে সংগ্রামের কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে—এই কথা উপলব্ধি করতে চরম ব্যর্থতাই অভিব্যক্ত হল হার্ভের ধর্মঘট করে বা অভ্যুত্থান সংগঠিত করে যে কোন যুদ্ধের “জবাব” দেবার প্রস্তাবে।

কিন্তু হার্ভে যখন সন্দেহাতীতভাবে ছেলেমানুষী ও ভাসাভাসা মনোভাব এবং সুমধুর বুলির জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন তখন সমাজতন্ত্রের সাধারণ তত্ত্বকথায় নিছক মতান্ধ বর্ণনা দিয়ে তাঁর যুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিঘাত হানা হবে চরম অদূরদর্শিতারই পরিচয়। ভোলমারই বিশেষভাবে এই ভুল করলেন (অবশ্য বেবেল আর গুয়েজদে এথেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন না)। গতানুগতিক পার্লামেণ্টারী মতবাদে মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তির অস্বাভাবিক আত্ম-সন্তুষ্টির মনোভাব নিয়ে তিনি হার্ভেকে হেয় প্রতিপন্ন করলেন, কিন্তু তিনি এ কথা লক্ষ্য করলেন না যে, হার্ভে স্বয়ং প্রশ্নটি যে পদ্ধতিতে পেশ করেছেন সেই পদ্ধতির তত্ত্বগত অযৌক্তিকতা ও অর্থহীনতা **সত্ত্বেও**, হার্ভেবাদের মধ্যে যে জীবন্ত ধারা বিদ্যমান তাকে তাঁর নিজের সুবিধাবাদী সংকীর্ণ-মনোভাব ও জরাজীর্ণতাই স্বীকৃতি দিতে **বাধ্য করে**। এরূপ ঘটেই থাকে যে, আন্দোলনের নতুন সন্ধিক্ষণে তত্ত্বগত অযৌক্তিকতা কিছু কিছু বাস্তব সত্যকেও ঢেকে রাখে। এবং প্রশ্নটির এ দিকটির উপর, শুধু সংগ্রামের পার্লামেণ্টারী পদ্ধতিকেই মূল্য দেওয়া নয়, আগামী দিনের যুদ্ধ ও আগামী দিনের সঙ্কটের নতুন পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজ করার আবেদনের উপরই বিপ্লবী সোস্যাল-ডেমোক্রাটরা, বিশেষ করে রজা লুক্সেমবুর্গ তাঁর বক্তৃতায়, জোর দিলেন।

রাশিয়ান সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক প্রতিনিধিদের (লেনিন এবং মারতভ—যাঁরা এ ব্যাপারে একই কাজের ধারা গ্রহণ করেছিলেন) সাথে হাত মিলিয়ে রজা লুক্সেমবুর্গ বেবেলের প্রস্তাবের উপর কতকগুলি সংশোধনী প্রস্তাব আনলেন। এই সংশোধনী প্রস্তাবগুলিতে জোর দেওয়া হল যুবকদের মধ্যে প্রচারকার্যের প্রয়োজনীয়তার উপর, বুর্জোয়াদের পতন ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত সঙ্কটকে ব্যবহার করবার প্রয়োজনীয়তার উপর, শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন অনুযায়ী সংগ্রামের পদ্ধতি ও হাতিয়ারেও যে অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন ঘটবে সে কথা মনে রাখার প্রয়োজনীয়তার উপর। বেবেলের প্রস্তাব ছিল গোঁড়া একপেশে, প্রাণহীন প্রস্তাব এবং ভোলমারপন্থীরা এর যে কোন ব্যাখ্যা করতে পারত: সেই প্রস্তাবকেই এইভাবে শেষপর্যন্ত সম্পূর্ণ এক ভিন্ন প্রস্তাবে রূপান্তরিত করা হল। সমরবাদের বিরোধিতা করবার উদ্দেশ্যে যারা সমাজতন্ত্রকেই ভুলে যেতে পারে সেই হার্ভেপন্থীদের নৈতিক উন্নতিসাধনের জন্য তত্ত্বগত সমস্ত মূল কথাই আবার এই প্রস্তাবে উল্লেখ করা হল। কিন্তু এই তত্ত্বকথাগুলি পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে সংগ্রামের ন্যায্যতার, কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণ পদ্ধতির পবিত্রীকরণের, এবং আপেক্ষিকভাবে শান্তিপূর্ণ ও শান্ত বর্তমান পরিস্থিতির বন্দনার কথা জাহির করছে না, সংগ্রামের সকল রকম পদ্ধতির স্বীকৃতি, রুশবিপ্লবের অভিজ্ঞতার গুরুত্ব, এবং আন্দোলনের সক্রিয়, সৃজনশীল দৃষ্টিকোণের বিকাশের কথাই এই তত্ত্বকথাগুলি ঘোষণা করছে।

জেট্‌কিনের যে পত্রিকার কথা আমরা একাধিকবার উল্লেখ করেছি সে পত্রিকাটি সমরবাদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের প্রস্তাবের সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট, সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এই বৈশিষ্ট্যের উপর খুব সঠিকভাবেই আঘাত করেছিল। সমরবাদ-বিরোধী প্রস্তাব সম্পর্কে জেট্‌কিন লিখেছেন: "এখানেও, শেষপর্যন্ত যা জয়ী হল তা হচ্ছে বিপ্লবী শক্তি (তাতক্রাফত্‌) সংগ্রাম করবার নিজেদের সামর্থ্যে শ্রমিকশ্রেণীর বীরত্বপূর্ণ আস্থা। এগুলি জয়ী হল, একদিকে অক্ষমতার হতাশাপূর্ণ উপদেশবাণী এবং সংগ্রামের পুরানো, শুধুমাত্র পার্লামেন্টারী পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার প্রাণহীন সেকেলে ঝোঁকের বিরুদ্ধে; অপরদিকে হার্ভে ধরনের ফরাসী আধা-নৈরাজ্যবাদীদের ভাসা-ভাসা সমরবাদ-বিরোধী বাক্‌চাতুর্যের বিরুদ্ধে। কমিশন এবং সকল দেশের প্রায় ৯০০ প্রতিনিধি, উভয়ের দ্বারাই সর্বসম্মতিক্রমে চূড়ান্তভাবে গৃহীত প্রস্তাব বিগত আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের পর থেকে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের প্রচণ্ড অগ্রগতি ও জাগরণের কথাই উদ্দীপনাময়ী ভাষায় ব্যক্ত

করছে ; প্রলেতারীয় রণকৌশলের মূলনীতি হিসাবে সেগুলির নমনীয়তা, সেগুলির বিকাশের ক্ষমতা, তীব্রতা বৃদ্ধির অবস্থা দেখা দিলে সেই অবস্থার অনুপাতে সেগুলির **তীব্রতা বৃদ্ধি করার সামর্থ্যের** (zuspitzung) কথাই প্রস্তাবে ঘোষিত হয়েছে।

হার্ভেবাদকে অগ্রাহ্য করা হল সুবিধাবাদের অনুকূলে নয় কিন্তু, আর মতান্ধতা ও নিষ্ক্রিয়তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও নয়। সংগ্রামের আরও দৃঢ়, আরও নতুন পদ্ধতির জন্য ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েত কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃত হল এবং অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের সমস্ত তীব্রতা বৃদ্ধির সাথে, ধনতন্ত্রের দ্বারা সৃষ্ট সঙ্কট থেকে উদ্ভূত সকল অবস্থার সাথেই এ প্রচেষ্টা যুক্ত।

হার্ভের শূন্যগর্ভ হুমকি নয়, সমাজ-বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবিতার সুস্পষ্ট স্বীকৃতি ; শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করবার সুদৃঢ় সংকল্প, সংগ্রামের সর্বাপেক্ষা বিপ্লবী হাতিয়ার গ্রহণ করবার প্রস্তুতি—এই হল সমরবাদ সম্পর্কে স্তুৎগার্তের আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবের তাৎপর্য।

সকল দেশেই প্রলেতারিয়েত বাহিনী শক্তি সঞ্চয় করছে। তাদের শ্রেণী-চেতনা, সংহতি এবং সংকল্প অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। এবং ধনতন্ত্র বেশ ভালোভাবেই আরও বেশী ঘনঘন সঙ্কটের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে ; এই সঙ্কটগুলিকেই প্রলেতারিয়েতবাহিনী ধনতন্ত্রকে ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে।

১৯০৭ সালের সেপ্টেম্বরে লিখিত — ১৩ খণ্ড, পৃঃ ৬৬-৭৭

১৯০৮ সালে Everybody's Calendar এ

১৯০৭ সালের অক্টোবরে প্রকাশিত।

স্বাক্ষর : এন, এল।

কমিউনের শিক্ষা[৬৫]

শাসন ব্যবস্থায় এক প্রচণ্ড পরিবর্তনের (কুদেতার) মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হল ১৮৪৮ সালের বিপ্লব; তার পর থেকে ১৮ বছরের এক যুগ ধরে ফ্রান্স নেপোলিয়নের শাসনের জোয়ালে আবদ্ধ ছিল। এই শাসন ব্যবস্থা দেশটিকে শুধু যে অর্থনৈতিক ধ্বংসের আবর্তেই নিয়ে গেল তা নয়, এই শাসন ব্যবস্থা দেশের জন্য জাতীয় অবমাননাও কুড়িয়ে নিয়ে এল। পুরানো শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে প্রলেতারিয়েতরা দুটি কর্তব্য সম্পাদনের ভার গ্রহণ করল—এর ভিতর একটি হল জাতীয় কর্তব্য, আর একটি হল শ্রেণী কর্তব্য—একটি হল জার্মানদের আক্রমণ থেকে ফ্রান্সের মুক্তি, আর একটি হল ধনতন্ত্র থেকে শ্রমিকদের সমাজতান্ত্রিক মুক্তি। কমিউন এ দুটি কর্তব্যকেই এক ধারায় মিলিত করেছিল—এখানেই কমিউনের গুরুত্বপূর্ণ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

সে সময়ে বুর্জোয়ারা গঠন করেছিল "জাতীয় প্রতিরক্ষার সরকার" এবং এরই নেতৃত্বে প্রলেতারিয়েতদের সংগ্রাম করতে হয়েছিল জাতীয় স্বাধীনতার জন্য। প্রকৃতপক্ষে, এটা ছিল "জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতার" সরকার—প্যারিসের প্রলেতারিয়েতদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাকেই এ সরকার নিজের কাজ মনে করেছিল। কিন্তু প্রলেতারিয়েতরা দেশপ্রেমের মোহে অন্ধ হয়ে এ জিনিসটি লক্ষ্য করেনি। আঠারো-শতকের মহান বিপ্লবের মধ্যেই নিহিত ছিল দেশপ্রেমিক ভাবধারার উৎস; এই ভাবধারা কমিউনের সোস্যালিস্টদের মনের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল এবং এর উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, নিঃসন্দেহে যাঁকে বিপ্লবী বলা যায় এবং যিনি ছিলেন সমাজতন্ত্রের অত্যন্ত উৎসাহী সমর্থক সেই ব্লাঙ্কিও তাঁর পত্রিকার জন্য **"দেশ বিপন্ন"**, বুর্জোয়াদের এই রণধ্বনি ছাড়া আর কোনো ভালো শিরোনামা খুঁজে বের করতে পারলেন না!

দুটি সরকার-বিরোধী কর্তব্যকে—দেশপ্রেম আর সমাজতন্ত্রকে—একই ধারায় যুক্ত করে ফরাসী সোস্যালিস্টরা মারাত্মক ভুল করেছিল। ১৮৭০ সালের সেপ্টেম্বরে প্রচারিত আন্তর্জাতিকের ম্যানিফেস্টোতে অলীক জাতীয় ভাবসত্তা দ্বারা পরিচালিত হয়ে বিপথগামী না হবার জন্য মার্কস ফরাসী প্রলেতারিয়েতদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন৬৬ : মহান বিপ্লবের পর থেকে সুদূরপ্রসারী বিরাট বিরাট পরিবর্তন ঘটেছিল, শ্রেণী-বিরোধ হয়েছিল তীব্রতর এবং সে সময়ে ইউরোপের সমগ্র প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম সমগ্র বিপ্লবী জাতিকেই ঐক্যবদ্ধ করেছিল কিন্তু আজ আর প্রলেতারিয়েত তার স্বার্থকে তার বিরোধী শ্রেণীগুলির স্বার্থের সাথে যুক্ত করতে পারে না, জাতীয় অবমাননার দায়িত্ব বুর্জোয়ারাই বহন করুক—প্রলেতারিয়েতের কাজ হচ্ছে বুর্জোয়াদের জোয়াল থেকে শ্রমিকের সমাজতান্ত্রিক মুক্তির জন্য সংগ্রাম করা।

এবং সত্যসত্যই বুর্জোয়া "দেশপ্রেমে"র প্রকৃত স্বরূপ আপনা আপনি প্রকাশ হয়ে পড়তে বেশী সময় লাগল না। প্রুশিয়ানদের সাথে এক কলঙ্কর শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে ভের্সাই সরকার আশু কর্তব্য সম্পন্ন করার দিকে অগ্রসর হল—প্যারিসের প্রলেতারিয়েতদের হাতে যে সব অস্ত্র ছিল তা দখল করার অভিযানই তারা শুরু করে দিল, প্যারিসের প্রলেতারিয়েতদের ভয়ে তারা ছিল শঙ্কিত। শ্রমিকেরা কমিউন প্রতিষ্ঠা করে ও গৃহযুদ্ধ শুরু করে দিয়ে এর জবাব দিল।

এ কথা সত্য যে সোস্যালিস্ট প্রলেতারিয়েত অসংখ্য দল-উপদলে বিভক্ত ছিল তা সত্ত্বেও কমিউন ছিল ঐক্যমতের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এবং এই ঐক্যমতের সাহায্যেই প্রলেতারিয়েতরা সেই সব গণতান্ত্রিক কর্তব্য সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হল যে সব কর্তব্যের কথা বুর্জোয়ারা শুধু ঘোষণাই করতে পারে, কিন্তু আর কিছুই তারা করতে পারে না। আইন পাশ করার জটিল পদ্ধতির মধ্য দিয়ে না গিয়ে, প্রলেতারিয়েতরা, ক্ষমতা দখলের পরই, সমাজ-ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণ সম্পূর্ণভাবে এবং সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী করল, আমলাতন্ত্রের তারা অবসান করল এবং জনসাধারণের দ্বারা উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নির্বাচনের ব্যবস্থা চালু করল।

কিন্তু দু'টি ভুল এই চমৎকার বিজয়ের সাফল্যকে নষ্ট করে দিল। প্রলেতারিয়েতরা থেমে গেল মাঝ পথে : "উচ্ছেদকারীদের উচ্ছেদসাধন করতে" এগিয়ে না গিয়ে, তারা একই জাতীয় কর্তব্যের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ একটি দেশে ন্যায়-ধর্মের বাস্তব প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হয়ে নিজেদের বিক্ষিপ্ত হতে দিল, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি দখল করা হল না, "ভাড়া বিনিময়" প্রভৃতি সম্পর্কে প্রুধোর

থিওরীগুলির প্রভাব তখনও সোস্যালিস্টদের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। দ্বিতীয় ভুল হল প্রলেতারিয়েতদেব অত্যধিক মহানুভবতা : নিজেদের শত্রুদের ধ্বংস না করে তারা শত্রুদের উপর নৈতিক প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করল, গৃহযুদ্ধে বিশুদ্ধ সামরিক অভিযানের তাৎপর্যকে তারা উপেক্ষা করল, এবং প্যারিস অভিমুখে ভের্সাই সরকাবের বাহিনীর বিজয় অভিযানের পথ রুদ্ধ করে দেবার জন্য আগেই ভের্সাই সবকাবেব বিরুদ্ধে দৃঢ় আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু না করে দিয়ে, তারা হেলাফেলায় সময় নষ্ট কবল এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে সমাবেশ করবার ও মে মাসের রক্তাক্ত সপ্তাহের জন্য প্রস্তুতি কববার সময়ই তারা ভের্সাই সরকারকে দিল।

কিন্তু সমস্ত ভুলত্রুটি সত্ত্বেও কমিউন ছিল উনিশ শতকের বৃহত্তম শ্রমিক আন্দোলনের মহত্তম উদাহরণ। মার্কস কমিউনেব ঐতিহাসিক তাৎপর্যের এক বিরাট মূল্য দিয়েছিলেন—প্যারিসেব প্রলেতারিয়েতদেব কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নেবার জন্য ভের্সাইর দস্যুদল যখন বিশ্বাসঘাতক অভিযান শুরু করল তখন যদি শ্রমিকেরা বিনা যুদ্ধে নিজেদের নিবস্ত্র করতে দিত তাহলে এই দুবলতার ফলে শ্রমিক আন্দোলনে যে হতাশার সৃষ্টি হত তাব মারাত্মক পরিণাম নিজেদের অস্ত্ররক্ষার সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীব ক্ষয়ক্ষতিব পবিণামেব চেয়ে শত শত গুণ বেশী হত। ৮৭ কমিউনের জন্য প্রচণ্ড ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল, কিন্তু প্রলেতারিয়েতের সাধারণ সংগ্রামে কমিউনের যে গুরুত্ব তা দিয়ে ঐ ক্ষতি পূবণ করা হয়েছে : কমিউন সারা ইওরোপে সোস্যালিস্ট আন্দোলনে আলোড়ন সৃষ্টি করল, ইহা গৃহযুদ্ধের সক্রিয়তা প্রদর্শন করল, ইহা দেশপ্রেমের মোহ ঘুচিয়ে দিল এবং বুর্জোয়ারা জাতীয় উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হয়, এই সাদাসিধে বিশ্বাস চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিল। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের করণীয় কাজগুলি সমাধানের জন্য বাস্তবভাবে উত্থাপন করার কৌশলই ইওরোপের প্রলেতারিয়েতদের কমিউন শিখিয়ে দিল।

প্রলেতারিয়েতরা যা শিখল তা তারা ভুলে যাবে না। শ্রমিকশ্রেণী এই শিক্ষাকে কাজে লাগাবে, যেমনভাবে তাবা একে কাজে লাগিয়েছিল রাশিয়ায় ডিসেম্বর মাসের অভ্যুত্থানের সময়। রুশ বিপ্লবের ঠিক আগে যে যুগ ছিল এবং যে যুগে চলেছিল বিপ্লবেব প্রস্তুতি সেই যুগের সাথে ফ্রান্সের নেপোলিয়নের শাসনের জোয়ালের যুগের কিছুটা সাদৃশ্য আছে। রাশিয়ায়ও স্বৈরাচারী চক্র দেশটিকে অর্থনৈতিক সর্বনাশ ও জাতীয় অবমাননার আতঙ্কের আবর্তে নিমজ্জিত

করেছিল। কিন্তু দীর্ঘকালেব মধ্যেও বিপ্লব শুরু হতে পারল না এবং যতদিন না সামাজিক বিকাশ গণ-আন্দোলনের অবস্থা সৃষ্টি করল ততদিন বিপ্লবও শুরু হতে পারল না, এবং সমস্ত বীরত্ব সত্ত্বেও, প্রাক্-বিপ্লবী যুগে সরকারেব বিরুদ্ধে যে বিচ্ছিন্ন আক্রমণ পরিচালিত হয়েছিল সাধারণ মানুষের উদাসীনতাব দরুন তার কোন ফলই হল না। কেবলমাত্র সোস্যাল-ডেমোক্রাসিই অধ্যবসায়সহকারে এবং সুসম্বদ্ধভাবে কাজ করে জনগণের মধ্যে সংগ্রামের সর্বোচ্চ রূপ —গণ-অভিযান ও আন্দোলন এবং সশস্ত্র গৃহযুদ্ধ—প্রয়োগ করবার প্রয়োজনীয়তা জাগিয়ে তুলেছিল।

নবীন প্রলেতারিয়েতদের "জাতীয়" ও "দেশপ্রেমিক" মোহ চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিতে সোস্যাল-ডেমোক্রাসিই সক্ষম হয়েছিল এবং সোস্যাল-ডেমোক্রাসির প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ফলে যখন জারের কাছ থেকে জোর করে ১৭ই অক্টোবরের ম্যানিফেস্টো ৬৮ আদায় করা হল তখন প্রলেতারিয়েতরা বিপ্লবের পরবর্তী, অবশ্যম্ভাবী অধ্যায়ের জন্য—সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য প্রচণ্ড প্রস্তুতি শুরু করে দিল। "জাতীয়" মোহের বন্ধন ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে প্রলেতারিয়েতরা তাদের শ্রেণী শক্তিগুলিকে তাদের গণ-সংগঠনগুলিতে—শ্রমিকদের ও সৈন্যদের ডেপুটিদের সোভিয়েতে এবং অনুরূপ সংস্থায় কেন্দ্রীভূত করল। ১৮৭১ সালের ফরাসী বিপ্লব আর রুশ বিপ্লবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, প্যারী-কমিউনে সংগ্রামের যে হাতিয়ার ব্যবহৃত হয়েছিল সেই গৃহযুদ্ধের হাতিয়ারই রাশিয়ার প্রলেতারিয়েতকে গ্রহণ করতে হল। কমিউনের শিক্ষা আবার স্মরণ করে এরা এই কথাই উপলব্ধি করেছিল যে, প্রলেতারিয়েতদের সংগ্রামের শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিগুলি উপেক্ষা করলে চলবে না—ওগুলি তাদের দৈনন্দিন স্বার্থরক্ষার কাজে লাগে এবং বিপ্লবের প্রস্তুতির যুগে ওগুলির প্রয়োজনও আছে—কিন্তু সেজন্য তাদের কখনোই এ কথা ভুললে চলবে না যে, কোনো কোনো পরিস্থিতিতে শ্রেণী সংগ্রাম সশস্ত্র সংগ্রাম ও গৃহযুদ্ধের রূপই পরিগ্রহ করে; এরকম সময়ও আসে যখন প্রলেতারিয়েতের স্বার্থ প্রকাশ্য সশস্ত্র সংঘর্ষে তার শত্রুদের নির্মমভাবে নিশ্চিহ্ন করার দাবি জানাতে থাকে। এ সত্য সর্বপ্রথম প্রদর্শিত হয়েছিল কমিউনে ফরাসী প্রলেতারিয়েতের কার্যকলাপে এবং চমৎকারভাবে সমর্থিত হয়েছিল ডিসেম্বর-অভ্যুত্থানে রাশিয়ান প্রলেতারিয়েতের কার্যকলাপে।

এবং যদিও শ্রমিকশ্রেণীর এই সব বিস্ময়কর অভ্যুত্থানকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল, তবু এ কথা ঘোষণা করা যায় যে, ওরকম আর একটি অভ্যুত্থান ঘটবে

যাকে প্রতিরোধ করতে প্রলেতারিয়েতের শত্রুদের শক্তি আর সক্ষম হবে না এবং যাব মধ্য দিয়ে সোস্যালিস্ট প্রলেতারিয়েতরা সম্পূর্ণভাবে বিজয়ী হয়ে বেবিযে আসবে।

Zagranichnaya Gazeta. No 2. ১৩ খণ্ড
জাগ্‌বানিচনায়া গাজেতা, ২ নং পৃঃ ৪৩৭-৪০
২৩শে মার্চ, ১৯০৮

মার্কসবাদ ও সংশোধনবাদ

সুবিদিত একটি প্রবাদ আছে যে, যদি জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধগুলি মানুষের স্বার্থকে প্রভাবান্বিত করত তা হলে সেগুলিকে খণ্ডন করবার জন্য নিশ্চয়ই প্রচেষ্টা চলত। ঈশ্বরতত্ত্বের পুরানো কুসংস্কারের সাথে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের যে তত্ত্বগুলির সংঘাত ঘটেছিল সেই তত্ত্বগুলি ক্রোধোন্মত্ত সুতীব্র বিরোধিতাই জাগিয়ে তুলেছিল এবং এখনো তুলছে। সুতরাং এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, মার্কসীয় মতবাদ, যা আধুনিক সমাজে অগ্রণী শ্রেণীকে পক্ষপাত ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করতে এবং তাদের সংগঠিত করতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে তা, এই শ্রেণীর কর্তব্য নির্দেশিত করে এবং বর্তমান সমাজের জায়গায় যে (অর্থনৈতিক বিকাশের দৌলতে) অবশ্যম্ভাবীরূপে এক নতুন সমাজব্যবস্থা দেখা দিবে তা-ও সপ্রমাণিত করে—এই মতবাদকে তার বিকাশের প্রত্যেকটি পদক্ষেপে যে সংগ্রাম করে এগুতে হয়েছিল তাতেও আশ্চর্যান্বিত হবার কিছু নেই।

বুর্জোয়া বিজ্ঞান আর দর্শন সম্বন্ধে কোন কিছু বলার আর প্রয়োজন নেই—বিত্তবান শ্রেণীগুলির উদীয়মান সন্তানদের প্রমত্ত করে রাখবার এবং বাইরের ও ভিতরের শত্রুদের বিরুদ্ধে তাদের "ট্রেনিং" দেবার উদ্দেশ্যেই এগুলি সরকারী অধ্যাপকদের দ্বারা আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। এই বিজ্ঞান মার্কসবাদ সম্পর্কে কোন কথাই শুনবে না; এই বিজ্ঞান ঘোষণা করছে যে, মার্কসবাদের অসারতা প্রমাণিত হয়েছে এবং মার্কসবাদ বরবাদ হয়ে গেছে। তরুণ বিজ্ঞানীরা যারা সমাজতন্ত্রের অসারতা প্রতিপন্ন করে নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলে, এবং জরাগ্রস্ত বয়োজ্যেষ্ঠরা যারা ক্ষয়প্রাপ্ত "ব্যবস্থার" সকল রকমের ঐতিহ্যকেই আঁকড়ে ধরে থাকে—উভয়েই সমান উৎসাহ নিয়ে মার্কসের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে থাকে। মার্কসবাদের অগ্রগতি এবং শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে তার ভাবধারার বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবীরূপে বুর্জোয়াদের এই সব বিষোদ্গারের

পৌনঃপুনিকতা ও তীব্রতা বৃদ্ধি করে এবং সরকারী বিজ্ঞানে যতবারই মার্কসবাদকে "বরবাদ" করা হয ততই মার্কসবাদ অধিকতর শক্তিশালী, অধিকতর সুদৃঢ় এবং অধিকতব প্রবল হযে উঠে।

কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামেব সাথে যুক্ত এবং প্রধানতঃ প্রোলেতারিয়েতের মধ্যে প্রচলিত মতবাদগুলিব মধ্যেও মার্কসবাদ তাব আসন সুসংহত করে নিতে তৎক্ষণাৎ-ই পারেনি। নিজের অস্তিত্বেব প্রথম অর্ধ-শতকে (১৮৪০ সাল থেকে শুরু কবে) মার্কসবাদকে মূলগতভাবে তাব বিবোধী তত্ত্বগুলিব সাথে সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকতে হযেছিল। যাবা দার্শনিক ভাববাদেব সমর্থক ছিল সেই সব ব্যাডিকাল তরুণ হেগেলীয়পন্থীদের সাথে বোঝাপড়া মার্কস ও এঙ্গেলস উনিশ শতকেব পঞ্চম দশকেব প্রথমার্ধেই শেষ কবলেন। পঞ্চম দশকেব শেষেব দিকে প্রুঁধোবাদেব বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হল এবং সে-সংগ্রাম অর্থনৈতিক মতবাদেব এলাকাযও বিস্তৃত হল ঐ শতকেব ষষ্ঠ দশকে পরিসমাপ্তি ঘটল এই সংগ্রামের: ১৮৪৮ সালেব ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ বছরটিতে যে সব পার্টি ও মতবাদেব আবির্ভাব ঘটেছিল তাদেব সমালোচনার পর্ব শেষ হল। আর সপ্তম দশকে সাধারণ তত্ত্বের এলাকা থেকে সংগ্রাম স্থানান্তরিত হল শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের নিকটতর একটি এলাকায়, যেমন: আন্তর্জাতিক থেকে বাকুনিনবাদেব উচ্ছেদ সাধনেব। অষ্টম দশকেব প্রথম দিকে জার্মানিতে অল্প কিছু কালেব জন্য সংগ্রামেব মঞ্চ অধিকার করে বসেছিল প্রুঁধোপন্থী মুলবার্গার, এবং অষ্টম দশকেব শেষের দিকে ছিল প্রত্যক্ষবাদী ডুহরিঙেব প্রতিপত্তি। কিন্তু প্রলেতারিয়েতদের উপর উভয়েরই প্রভাব ইতিমধ্যে একেবারে কমে এসেছিল। শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে অন্যান্য সমস্ত মতাদর্শকে পরাস্ত করে মার্কসবাদ ইতিমধ্যেই সন্দেহাতীত সাফল্য লাভ করছিল।

দশম দশকের মধ্যে এই বিজয় মোটের উপর সম্পূর্ণ হল। যেখানে প্রুঁধোবাদেব ঐতিহ্য সবচেয়ে বেশী দিন ধরে ঘাঁটি আঁকড়ে ধরেছিল সেই লাতিন দেশগুলিতেও শ্রমিকদেব পার্টিগুলি প্রকৃতপক্ষে মার্কসীয় ভিত্তিতেই তাদেব কর্মসূচী ও রণকৌশল স্থির করেছিল। নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সংঘটিত আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের আকারে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের যে আন্তর্জাতিক সংগঠন পুনর্জীবিত হল তা তৎক্ষণাৎ এবং প্রায় কোন সংগ্রাম ছাড়াই সমস্ত জরুরী বিষয়ে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করল। কিন্তু মার্কসবাদ যখন তার বিরোধী সমস্ত কম বা বেশী অখণ্ড মতবাদকে হটিয়ে দিল তখন ঐসব মতবাদে অভিব্যক্ত ঝোঁকগুলি অন্য পথ খুঁজতে আরম্ভ করল। সংগ্রামের রূপ ও উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হল সত্য, কিন্তু সংগ্রাম

চলতে থাকল এবং মার্কসবাদের অভ্যন্তরে মার্কসবাদ-বিরোধী একটি ঝোঁকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম দিয়েই শুরু হল মার্কসবাদের অস্তিত্বের দ্বিতীয় অর্ধ-শতকের (১৮৯০ সালের) কাহিনী।

এই ঝোঁকের নামকরণ হয়েছিল এক সময়ের গোঁড়া মার্কসবাদী বার্নস্টাইনেরই নামানুসারে—তিনি প্রচণ্ড হৈচৈ করেছিলেন এবং তিনিই মার্কসকে সংশোধন করে, মার্কসকে কি ভাবে সংশোধন করতে হবে তার পূর্ণ অভিব্যক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন সংশোধনবাদ। এমন কি রাশিয়ায়, যেখানে দেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার দরুন, এবং অর্ধ-দাস ব্যবস্থার উদ্বর্তনের দ্বারা নিপীড়িত কৃষক জনসাধারণের সংখ্যাধিক্যের দরুন অ মার্কসীয় সমাজতন্ত্র স্বাভাবিকভাবেই দীর্ঘকাল ধরে ঘাটি আগলে রয়েছে সেখানেও আমাদের চোখের সামনেই মার্কসবাদ স্পষ্টভাবেই সংশোধনবাদে রূপান্তরিত হচ্ছে। কৃষির প্রশ্নে (সমস্ত জমির সঙ্ঘাধীন করণের কর্মসূচী) এবং কর্মসূচী ও রণকৌশলের সাধারণ প্রশ্নে—উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের সমাজবাদী-নারোদনিকেরা পুরাতন ব্যবস্থা যাতে মৃতপ্রায় ও অপ্রচলিত অবস্থায়ও টিকে থাকে তার জন্য মার্কসের বক্তব্যের সাথে একের পর এক "সংশোধনী" জুড়ে দিয়ে চলেছে, অথচ নিজের গতিধারায় এই পুরাতন ব্যবস্থা ছিল অখণ্ড এবং মূলগতভাবে মার্কসবাদের বিরোধী।

প্রাক্-মার্কসীয় সমাজতন্ত্র ধ্বংস হয়ে গেছে। তবু ইহা সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, অবশ্য নিজের স্বাধীন ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে নয়, ইহা সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে মার্কস বাদের সাধারণ ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে—সংশোধনবাদ হিসাবে। তাই সংশোধনবাদের মতাদর্শগত মর্মবস্তু পরীক্ষা করে দেখা যাক।

দর্শনের ক্ষেত্রে বুর্জোয়া প্রফেসারীয় 'বিজ্ঞানের' পায়ে পায়েই এসেছিল সংশোধনবাদ। প্রফেসরেরা 'ফিরে গেল কাণ্টের মতবাদে"—এবং সংশোধনবাদ নব-কাণ্টপন্থীদের পিছনে পিছনে তাদেরই পথ ধরে চলল দার্শনিক বস্তুবাদের বিরুদ্ধে পুরোহিতেরা হাজারোবার যে গতানুগতিকতার অভিযোগ করেছে সেই গতানুগতিকতার কথাই প্রফেসরেরা বারবার বলল—এবং সংশোধনবাদীরা মনখোলা হাসি হেসে আধো আধো সুরে বলে গেল (সবশেষ হ্যাণ্ডবুচেরই অনুকরণে কথার বিরুদ্ধে কথা সাজিয়ে) যে বহুকাল আগেই বস্তুবাদকে 'খণ্ডন" করা হয়েছিল। প্রফেসরেরা হেগেলের বক্তব্যকে 'মৃত কুকুর" হিসাবেই মনে করল [৬৯] এবং হেগেলের ভাববাদের চেয়ে সহস্র সহস্র গুণ নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ ভাববাদই যখন তারা নিজেরা প্রচার করল, তখন তারা ঘৃণাভরে ডায়েলেকটিক্সকে

উপেক্ষা করল—এবং তাদেরই পরে এসে সংশোধনবাদীরা বিজ্ঞানের দার্শনিক বিকৃতি-করণের জলাভূমিতে নাকানি-চোবানি খেল, "কৌশলপূর্ণ" (এবং বিপ্লবী) ডায়েলেক-টিকসের জায়গায় তারা উপস্থাপন করল "সহজ" (এবং শান্ত) "ক্রমবিকাশ"। প্রভাবশালী মধ্যযুগীয় "দর্শনের" সাথে (অর্থাৎ ঈশ্বর তত্ত্বের সাথে) নিজেদের ভাববাদী ও "বৈচারিক", উভয় ধারাকেই খাপ খাইয়ে নিয়ে প্রফেসরেরা তাদের সরকারী মাহিনা অর্জন করত।—এবং সংশোধনবাদীরা তাদেরই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল এবং আধুনিক রাষ্ট্রের সম্পর্কে নয়, অগ্রণী শ্রেণীর পার্টির সম্পর্কেই তারা ধর্মকে "ব্যক্তিগত ব্যাপারে" পরিণত করবার জন্য চেষ্টা করল।

মার্কসের তত্ত্বকথা সম্পর্কে এরকম "সংশোধনের" প্রকৃত শ্রেণীগত গুরুত্ব তো স্বতঃসিদ্ধ—এ সম্পর্কে কোন কিছুই বলার প্রয়োজন নেই। আমরা শুধু এ কথাই উল্লেখ করব যে, আন্তর্জাতিক সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনে প্লেখানভই ছিলেন একমাত্র মার্কসবাদী যিনি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের দৃঢ় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সংশোধন-বাদীদের অবিশ্বাস্য তুচ্ছ কথাগুলির সমালোচনা করেছিলেন। এ কথা আরও বেশী জোর দিয়েই বলতে হবে, কেন না প্লেখানভের রণকৌশলজাত সুবিধাবাদের সমালোচনার নামে সেই পাতন ও প্রতিক্রিয়াশীল দার্শনিক বাজে কথাগুলি আমদানী করার জন্য এখন সম্পূর্ণ ভ্রান্ত প্রচেষ্টাই চলছে।*

অর্থনীতি প্রসঙ্গেও একথা সর্বপ্রথমেই লক্ষ্য করতে হবে যে, এ ক্ষেত্রে সংশোধনবাদীদের "সংশোধনগুলি" ছিল আরও বেশী ব্যাপক ও আনুষঙ্গিক, "অর্থনৈতিক বিকাশের নতুন নতুন তথ্য" জাহির করে জনসাধারণকে প্রভাবিত করবার চেষ্টা করা হল। এ কথা বলা হল যে, কেন্দ্রীকরণ এবং বৃহদাকার উৎপাদন প্রথা দিয়ে ক্ষুদ্রাকার উৎপাদন প্রথার অপসারণ কৃষিক্ষেত্রে আদৌ ঘটে না, কিন্তু এগুলি শিল্প ও বাণিজ্যে খুব মন্থর গতিতে অগ্রসর হয়। এ কথা

* বগদানভ, বাজারভ এবং অন্যান্যদের লিখিত Studies in the Philosophy of Marxism দ্রষ্টব্য। সে বই আলোচনার স্থান এ নয়, এখন আমি শুধু এইটুকু বলে ক্ষান্ত থাকব যে, অদূর ভবিষ্যতে কয়েকটি প্রবন্ধ বা একটি পুস্তিকা লিখে আমি দেখাব যে, নব-কান্টপন্থী সংশোধনবাদীদের সম্বন্ধে আমি মূল বইতে যা যা বলেছি সেগুলি এই সব "নতুন" নব-হিউমপন্থী ও নব-বার্কলেপন্থী সংশোধনবাদীদের ক্ষেত্রেও একান্তভাবেই প্রযোজ্য। (লেনিনের Materialism and Empirio-Criticism দ্রষ্টব্য—মস্কো, ১৯৫২ সালের সংস্করণ—সম্পাদক)

বলা হল যে, অর্থনৈতিক সঙ্কট এখন পূর্বের তুলনায় বিরল আর তাদের তীব্রতাও কম, এবং কার্টেল ও ট্রাস্ট মূলধনকে সঙ্কট থেকে একেবারে মুক্ত হতে সম্ভবতঃ সক্ষম করে তুলবে। এ কথা বলা হল যে, যে-ভাঙনের দিকে ধনতন্ত্র এগিয়ে যাচ্ছে সেই "ভাঙনের থিওরী," শ্রেণী-বিরোধের উগ্রতা ও তীব্রতা হ্রাস পাওয়ার ঝোঁকের ফলে, ত্রুটিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। সর্বশেষে বলা হল যে, বোম-বাওয়ার্কের স্টাইলে[১০] মার্কসের মূল্যের থিওরী শুদ্ধ করা ভুল হবে না।

বিশ বছর আগে ডুহ্রিং-এর সাথে এঙ্গেলসের বিতর্কের ফলে আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের তাত্ত্বিক চিন্তাধারায় যে ফলদায়ক পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল ঠিক তেমনি এবারও এই সব প্রশ্নে সংশোধনবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলে আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের তাত্ত্বিক চিন্তাধারায় আবার ফলদায়ক পুনরুজ্জীবন দেখা দিল। তথ্য ও সংখ্যার সাহায্যে সংশোধনবাদীদের যুক্তিগুলি বিশ্লেষণ করা হল। এ কথা প্রমাণিত হল যে পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সংশোধনবাদীরা সুসম্বদ্ধভাবে আধুনিক ক্ষুদ্রাকার উৎপাদন ব্যবস্থাকে সকলের সামনে জাহির করছে। শুধু শিল্পেই নয়, কৃষিক্ষেত্রেও, ক্ষুদ্রাকার উৎপাদন ব্যবস্থার চেয়ে বৃহদাকার উৎপাদন ব্যবস্থার কৃৎকৌশলগত ও বাণিজ্যিক শ্রেষ্ঠত্ব অকাট্য তথ্য দিয়েই সপ্রমাণিত করা হল। কিন্তু পণ্য উৎপাদন কৃষিতে খুব কমই বিকাশ লাভ করেছে, আর আধুনিক পরিসংখ্যানবিদ ও অর্থনীতিবিদরা সচরাচর কৃষির সেই সব বিশেষ শাখাগুলি (কোন কোন সময় ক্রিয়াপ্রণালীও) বেছে নেওয়ার ব্যাপারে খুব দক্ষ নয় যেগুলি দেখে বোঝা যায় যে, বিশ্ব অর্থনীতির **বিনিময়** ব্যবস্থার মধ্যে কৃষিকে ক্রমেই বেশী করে টানা হচ্ছে। ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন নিজেকে টিকিয়ে রেখেছে প্রাকৃতিক অর্থনীতির ধ্বংসাবশেষের উপরে, টিকিয়ে রেখেছে পুষ্টিবিধানের নিয়ত অবনতি, নিরন্তর অনশন, কাজের ঘণ্টার ক্রমবৃদ্ধি, গবাদি পশুর গুণমানের অবনতি এবং গবাদি পশুপালনে অবহেলা ইত্যাদির বিনিময়ে— এক কথায় বলা যায় যে, ঠিক যে যে পদ্ধতিতে হস্তশিল্প-উৎপাদন ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের বিরুদ্ধে নিজেকে টিকিয়ে রেখেছিল সেই সেই পদ্ধতিতেই ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন আজ নিজেকে টিকিয়ে রাখছে। বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যায় প্রত্যেকটি অগ্রগতি অনিবার্যরূপে এবং নির্মমভাবে ধনতান্ত্রিক সমাজে ক্ষুদ্রাকার উৎপাদনের ভিত্তিমূল দুর্বল করছে। এই প্রক্রিয়া ঘনঘন জটিল রূপেই দেখা দেয়—সেই রকম সকল রূপেই এই প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা এবং ছোট উৎপাদনকারীকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তার নিজের টিকে থাকার অসম্ভাব্যতা দেখিয়ে দেওয়া,

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কৃষকদের নিজস্ব পদ্ধতিতে চাষের ব্যর্থতা এবং কৃষকদের শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা সকলের সামনে তুলে ধরা সমাজতন্ত্রী অর্থনীতির কর্তব্য। একতরফাভাবে বাছাই-করা তথ্যগুলিকে ভাসাভাসাভাবে সাধারণ রূপ দিয়ে এবং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সামগ্রিক রূপের উল্লেখ না করে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে সংশোধনবাদীরা অপরাধ করেছে ; রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তারা অপরাধ করেছে এইজন্য যে, কৃষককে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে উৎসাহিত করার পরিবর্তে তারা, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, অনিবার্যরূপে কৃষককে আহ্বান জানিয়েছিল বা উৎসাহিত করেছিল প্রভুর দৃষ্টিভঙ্গি (অর্থাৎ বুর্জোয়াদের দৃষ্টিভঙ্গি) গ্রহণ করতে।

অর্থনৈতিক সঙ্কটের থিওরী আর আকস্মিক পতনের থিওরী সম্পর্কে সংশোধনবাদীদের অবস্থা ছিল আরো বেশী নিকৃষ্ট। শিল্পের কয়েক বছরের হঠাৎ ফেঁপে ওঠার এবং সমৃদ্ধির প্রভাবে মার্কসীয় মূলতত্ত্বের ভিত্তিমূলের পুনর্গঠনের কথা কেবলমাত্র ন্যূনতম সময়ের জন্য কেউ কেউ এবং তাও যারা অত্যন্ত অদূরদর্শী তারা, চিন্তা করতে পারত। ঘটনাবলী খুব শীগ্‌গিরই সংশোধনবাদীদের কাছে এ কথা পরিষ্কার করে দিল যে, সঙ্কট অতীতের জিনিস নয় : সমৃদ্ধির পরেই এসেছিল সঙ্কট। কোন বিশেষ সঙ্কটের রূপ, অনুবর্তিতা এবং চিত্র পরিবর্তিত হয়েছিল সত্য, কিন্তু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনিবার্য উপাদান হিসাবে সঙ্কট থেকেই গেল। উৎপাদনকে একীভূত করার সাথে সাথে কার্টেল ও ট্রাস্টগুলি একই সময়ে উৎপাদনের অরাজকতা, প্রলেতারিয়েতের অস্তিত্বের নিরাপত্তাহীনতা এবং ধনতান্ত্রিক অত্যাচার, উৎপীড়ন বৃদ্ধি করল—এইভাবে শ্রেণীবিরোধকে অভূতপূর্ব মাত্রায় তীব্র করে তুলল। বিশেষ কোন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং সমগ্র ধনতন্ত্রী ব্যবস্থারই সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন এই উভয় অর্থেই ধনতন্ত্র যে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে তা নতুন বিরাট বিরাট ট্রাস্টগুলি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে এবং বেশ ব্যাপকভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে। যে আসন্ন শিল্প সঙ্কটের বহু লক্ষণই দেখা দিচ্ছে তার কথা বাদই দিলাম, কিন্তু আমেরিকার সাম্প্রতিক আর্থিক সঙ্কট এবং সারা ইওরোপব্যাপী বেকারীর ভয়াবহ বৃদ্ধি এই সবের ফলে সংশোধনবাদীদের সাম্প্রতিক "থিওরীগুলি" সকলেই ভুলে যাচ্ছে, এমন কি মনে হচ্ছে যে, বহু সংশোধনবাদী নিজেরাই সে-কথা ভুলে যাচ্ছে। কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের এই দোদুল্যমানতা থেকে শ্রমিকশ্রেণী যে শিক্ষালাভ করেছে তা তাদের ভুলে গেলে চলবে না।

মূল্যের থিওরী সম্পর্কে এইটুকু শুধু বলা প্রয়োজন যে, 'বোম-বাওয়ার্কেব স্টাইলে অত্যন্ত অস্পষ্ট ইঙ্গিত ও দীর্ঘশ্বাস ছাড়া সংশোধনবাদীরা এ ব্যাপারে একেবারে কিছুই করেনি এবং সেই কারণে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাব বিকাশেও কোনরূপ ছাপ তারা রাখতে পাবেনি।

রাজনীতির ক্ষেত্রে, সংশোধনবাদ মার্কসবাদের যা প্রকৃত ভিত্তিমূল তাকে, অর্থাৎ শ্রেণীসংগ্রামের মতবাদকে সংশোধন করবার চেষ্টা করেছিল। আমাদেব বলা হয যে, বাজনৈতিক স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সার্বজনীন ভোটাধিকাব শ্রেণী-সংগ্রামেব ভিত্তিকে অপসাবিত কবে এবং শ্রমিকশ্রেণীব কোন দেশ নেই, **কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর** এই পুবানো বক্তব্যকে অসত্য বলে প্রতিপন্ন কবে। কাবণ তাঁরা বলেছিলেন, যেহেতু গণতন্ত্রে "সংখ্যাধিক্যেব ইচ্ছা" বজায় থাকে সেহেতু রাষ্ট্রকে শ্রেণীশাসনেব যন্ত্র হিসাবে গণ্য কবাও যেমন চলবে না, তেমনি প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল, সমাজসংস্কাবক বুর্জোয়াদেব সঙ্গে মৈত্রীকেও বর্জন করা চলবে না।

এতে তর্কের কোন অবকাশ নেই যে, সংশোধনবাদীদেব এইসব আপত্তিগুলি একটা সুস্পষ্ট সুসঙ্গত চিন্তাধাবা, যথা দীর্ঘকালেব প্রখ্যাত লিবাবেল বুর্জোয়া চিন্তাধাবা, গড়ে তুলেছিল। লিবাবেলবা সর্বদাই একথা বলেছে যে, বুর্জোয়া পার্লামেন্টাবী মতবাদ শ্রেণীসমূহ আব শ্রেণীবিভাগ ধ্বংস কবে থাকে, কেননা ভোটদানেব অধিকাব এবং বাষ্ট্রেব কার্যকলাপে অংশগ্রহণেব অধিকাব সকল নাগবিকই সমানভাবে ভোগ কবে থাকে। এই ধবনেব চিন্তাধাবা কিরূপ অযৌক্তিক তা ঊনবিংশ শতাব্দীব দ্বিতীয়ার্ধে ইওবোপেব সমগ্র ইতিহাস এবং বিংশ শতাব্দীব শুরুতে রুশ বিপ্লবেব সমগ্র ইতিহাস সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে। "গণতান্ত্রিক" ধনতন্ত্রেব স্বাধীনতাব পরিবেশে অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস পায না, ববং তা আরো বৃদ্ধি পায় এবং সুতীব্র হয়ে উঠে। শ্রেণী-শোষণেব যন্ত্র হিসাবে সর্বাপেক্ষা গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রেবও যে সহজাত প্রকৃতি বিদ্যমান তাকে পার্লামেন্টাবী ব্যবস্থা অপসাবিত কবে না, ববং তাকে সকলেব সামনে উদ্‌ঘাটিত কবে দেয়। বাজনৈতিক ঘটনাবলীতে পূর্বে যত সংখ্যক নবনাবী সক্রিয় অংশগ্রহণ কবেছিল তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী ব্যাপকতব জনসমষ্টিকে সচেতন ও সংগঠিত কবতে সাহায্য কবে পার্লামেন্টারী প্রথা অর্থনৈতিক সঙ্কট ও বাজনৈতিক বিপ্লব দূব কবাব ব্যবস্থা কবে না, ববং এই বকম বিপ্লবের সময গৃহযুদ্ধেব তীব্রতাকে চবম আকার দান কবাবই ব্যবস্থা কবে। ১৮৭১ সালেব বসন্তকালের প্যারীব

ঘটনাবলী এবং ১৯০৫ সালের শীতকালের রাশিয়ার ঘটনাবলী যথাসম্ভব স্পষ্টতার সঙ্গে দেখিয়ে দিল কী অনিবার্যভাবে এই তীব্রতা বেড়ে উঠে। মুহূর্তের জন্যও দ্বিধা না করে ফরাসী বুর্জোয়ারা শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যে চুক্তি সম্পাদন করল জাতির শত্রুর সাথে, যারা তাদের পিতৃভূমিকেই বিধ্বস্ত করেছিল সেই বিদেশী সৈন্যবাহিনীর সাথেই তারা চুক্তি করল। পার্লামেণ্টারী প্রথা ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অপরিহার্য অভ্যন্তরীণ ডায়েলেকটিক্সই এই যে, তা ব্যাপক ধ্বংসকাণ্ডের মাধ্যমে পূর্বের তুলনায় ঢের বেশী তীক্ষ্ণতর সমাধানের মধ্যে বিরোধের পরিসমাপ্তি ঘটায়। এই ডায়েলেকটিক্স যিনি বোঝেন না তিনি কখনো এই পার্লামেণ্টারী প্রথার ভিত্তিতে সেরকম প্রচার আন্দোলন পরিচালনা করতে সক্ষম হবেন না যা নীতিগতভাবে সঙ্গতিপূর্ণ এবং যা এই ধরনের "বিরোধে" অংশগ্রহণ করে জয়ী হবার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর জনগণকে সত্যসত্যই প্রস্তুত করে তোলে। পশ্চিমে সমাজ-সংস্কারক উদারনীতিবাদের সাথে এবং রুশ বিপ্লবে উদারনৈতিক সংস্কারবাদের (কেডেটদের) সাথে মৈত্রী, চুক্তি এবং জোট গঠনের অভিজ্ঞতা সন্দেহাতীতভাবে দেখিয়ে দিল যে, এইসব চুক্তি জনগণের চেতনাকে শুধু ভোঁতা করেই দেয়, এবং তাদের সংগ্রামের প্রকৃত গুরুত্ব বৃদ্ধি করে না, বরং যাদের সংগ্রাম করবার যোগ্যতা খুবই কম, যারা সবচেয়ে বেশী দোদুল্যমান এবং যারা বিশ্বাসঘাতক তাদের সাথে সংগ্রামী জনগণকে যুক্ত করার ফলে সংগ্রামের ঐ প্রকৃত গুরুত্ব ক্ষুণ্ণ হয়। ব্যাপকভাবে এবং প্রকৃতপক্ষে জাতীয় আকারে সংশোধনবাদী রাজনৈতিক রণকৌশল প্রয়োগের সর্ববৃহৎ পরীক্ষা হচ্ছে ফরাসী মিলার‍্যাণ্ডবাদ, এই মিলার‍্যাণ্ডবাদ সংশোধনবাদের একটা ব্যবহারিক মূল্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যা সারা দুনিয়ার প্রোলেতারিয়েত কখনও ভুলবে না।

সংশোধনবাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঝোঁকগুলির একটা স্বাভাবিক পরিপূরক হল সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের চরম লক্ষ্যের প্রতি তার মনোভাব। "আন্দোলনই সব কিছু, চরম লক্ষ্য কিছু নয়"—বার্নস্টাইনের এই বহুল প্রচারিত উক্তি অনেক দীর্ঘ যুক্তির চেয়ে অধিকতর ভালোভাবে সংশোধনবাদের সারকথাকে প্রকাশ করেছে। এক একটি ঘটনা থেকে আচরণ নির্ধারণ করা সমসাময়িক ঘটনাবলীর সাথে এবং ক্ষুদ্র রাজনীতির ক্রমাগত পরিবর্তনের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া, শ্রমিকশ্রেণীর মৌলিক স্বার্থ, এবং সমগ্র ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার, সমগ্রভাবে ধনতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ভুলে যাওয়া, প্রকৃত বা আশু সুবিধার লোভে এই সব মৌলিক স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়া—এই হল সংশোধনবাদের

কর্মনীতি। এই কর্মনীতির প্রকৃতি থেকেই সুস্পষ্টভাবে এ কথা বেরিয়ে আসছে যে সংশোধনবাদ অসংখ্য রূপ পরিগ্রহ করতে পারে, এবং মোটামুটিভাবে প্রতিটি "নতুন" প্রশ্ন, প্রতিটি ঘটনার কমবেশী অপ্রত্যাশিত এবং অচিন্তিতপূর্ব গতিপরিবর্তন— যদিও তা কেবল নগণ্য মাত্রায় এবং তাও আবার খুব অল্প সময়ের জন্য বিকাশের মূল গতিধারায় পরিবর্তন সাধন করে থাকে, তা হলেও—সর্বদাই অবশ্যম্ভাবীরূপে কোন না কোন রকমের সংশোধনবাদের জন্ম দিবে।

আধুনিক সমাজের শ্রেণীভিত্তির দ্বারাই সংশোধনবাদের অনিবার্যতা নির্ধারিত হয়। সংশোধনবাদ একটি আন্তর্জাতিক ব্যাপার। যিনি সামান্য সংবাদও রাখেন এবং কিছুটা চিন্তা করেন সেরকম কোন সোস্যালিস্টেরই এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে না যে, জার্মানীতে গোঁড়া মতাবলম্বী আর বার্নস্টাইনপন্থীদের মধ্যে, ফ্রান্সে গুয়েজপন্থী আর জরেপন্থীদের (এবং এখন বিশেষ করে ব্রুসপন্থীদের) মধ্যে, গ্রেটব্রিটেনে সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশন আর ইণ্ডিপেনডেন্ট লেবর পার্টির মধ্যে, বেলজিয়ামে ব্রোকার আর ভ্যাণ্ডার-ভেল্ডের মধ্যে, ইতালীতে ইন্টিগ্রালিস্ট (অখণ্ডবাদী) আর সংস্কারবাদীদের মধ্যে, এবং রাশিয়ায় বলশেভিক আর মেনশেভিকদের মধ্যে সম্পর্ক সবত্রই মূলগতভাবে একই ধরনের, তা এই সব দেশের বর্তমান অবস্থায় জাতীয় পরিস্থিতিতে ও ঐতিহাসিক উপাদানে যত বিশাল পার্থক্যই বিদ্যমান থাকুক না কেন। প্রকৃতপক্ষে, বর্তমান আন্তর্জাতিক সমাজ-তান্ত্রিক আন্দোলনের এই যে "বিভক্ত অবস্থা" তা এখন দুনিয়ার সবদেশে **একই** পথে এগুচ্ছে। যখন বিভিন্ন দেশে এক অখণ্ড আন্তর্জাতিক আন্দোলনের মধ্যেই নানা ধরনের ঝোঁক পরস্পরের সাথে লড়াই করছিল সেই ত্রিশ বা চল্লিশ বছরের আগেকার অবস্থার তুলনায় বর্তমান অবস্থা এক প্রচণ্ড অগ্রগতিরই সাক্ষ্য দিচ্ছে। এবং লাতিন দেশগুলিতে "বিপ্লবী সিণ্ডিক্যাল-ইজম' হিসাবে "বামপন্থী তরফের যে সংশোধনবাদ" দেখা দিয়েছে তাও এখন মার্কসবাদকে "সংশোধন করার" সঙ্গে সঙ্গে মার্কসবাদের সাথেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে: ইতালীতে লাব্রিওলা এবং ফ্রান্সে লাজারডেলী অনবরত ভুলভাবে-বোঝা মার্কসের উক্তি দিয়ে যারা সঠিকভাবে মার্কসের বক্তব্যকে বুঝেছে তাদের কাছে আবেদন করছে।

এই সংশোধনবাদের মতাদর্শগত সারবস্তুর বিশ্লেষণ আমরা এখানে শেষ করতে পারি না। সুবিধাবাদী সংশোধনবাদ যতটা বিকাশ লাভ করেছে, এই সংশোধনবাদ ততটা বিকাশ লাভ করেনি, এখনো এটি আন্তর্জাতিক ব্যাপ্তিলাভ করেনি, কোন একটি দেশেও সোস্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে একটিও বড় রকমের

প্রত্যক্ষ লড়াইর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি। আমরা তাই "দক্ষিণপন্থী তরফের সংশোধনবাদের" মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখব।

ধনতন্ত্রী সমাজে কোথায় এর অনিবার্যতা নিহিত? ইহার ভিত্তি জাতীয় বৈশিষ্ট্যের এবং ধনতান্ত্রিক বিকাশের মাত্রার চেয়ে গভীরতর কেন? কারণ প্রত্যেকটি ধনতান্ত্রিক দেশেই, শ্রমিকশ্রেণীর পাশাপাশি সর্বদাই রয়েছে পেটি-বুর্জোয়াদের, ছোট ছোট মালিকের স্তর। ধনতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল এবং অবিরতই উদ্ভব ঘটছে ক্ষুদ্রাকার উৎপাদন থেকে। ধনতন্ত্রের অনিবার্য পরিণতি হিসাবেই সৃষ্টি হয় কতকগুলি নতুন "মধ্যবর্তী স্তর" (বৃহদাকার শিল্পের, যেমন বাইসিকেল, মোটরগাড়ি ইত্যাদি শিল্পের প্রয়োজন মিটাবার জন্য সমস্ত দেশব্যাপী ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানা, কুটির শিল্প, কারখানার উপাঙ্গ)। এই সব ছোট ছোট কারখানার নতুন উৎপাদনকারীরা একই অনিবার্য নিয়মে শ্রমিকশ্রেণীর সদস্যে পরিণত হচ্ছে। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, ব্যাপকভিত্তিক শ্রমিক-পার্টিগুলির সদস্যদের মধ্যে পেটিবুর্জোয়া বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি বারে বারে দেখা দিবে। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, প্রলেতারীয় বিপ্লব শুরু হওয়া পর্যন্ত সর্বদাই এরকম হওয়া উচিত এবং হবেও, কেননা এ মনে করা মারাত্মক ভুল হবে যে, ওরকম বিপ্লব ঘটার আগেই জনসমষ্টির সংখ্যাধিক্যের "পুরোপুরি" প্রলেতারিয়েতে পরিণত হওয়া অত্যাবশ্যক। শুধু মতাদর্শের ক্ষেত্রে এখন আমরা যা বারবার দেখছি তা হচ্ছে মার্কসবাদের তত্ত্বগত সংশোধন নিয়ে বিরোধ· শুধু শ্রমিক আন্দোলনের একটি আংশিক বিষয় নিয়ে বাস্তবক্ষেত্রে এখন যা উদ্ভূত হচ্ছে তা হচ্ছে সংশোধন-বাদীদের সাথে রণকৌশলগত মতপার্থক্য আর এরই ভিত্তিতে বিচ্ছেদ। অতুলনীয় ভাবে বৃহৎ আকারে শ্রমিকশ্রেণীকে অব্যর্থভাবে এই সবেরই সম্মুখীন হতে হবে এবং তা হবে যখন প্রলেতারীয় বিপ্লব সমস্ত বিতর্কমূলক বিষয়ের তীব্রতা বৃদ্ধি করবে, জনগণের আচরণ নির্ধারণে সর্বাধিক আশু গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ের উপর সমস্ত মতপার্থক্য কেন্দ্রীভূত করবে এবং যাতে শত্রুর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হানতে সক্ষম হওয়া যায় তার জন্য লড়াইয়ের উত্তেজনার মধ্যেই প্রলেতারীয় বিপ্লব যখন শত্রু আর মিত্রের মধ্যে পার্থক্য টানা এবং খারাপ মিত্রদের দূরে ছুঁড়ে ফেলার কাজকে একান্ত প্রয়োজনীয় করে তুলবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী মার্কসবাদ কর্তৃক পরিচালিত সংগ্রাম শ্রমিকশ্রেণীর মহান বিপ্লবী সংগ্রামেরই ভূমিকা-স্বরূপ—

পেটিবুর্জোয়াদের সমস্ত দোদুল্যমানতা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও শ্রমিকশ্রেণী এগিয়ে চলেছে তার আদর্শের পূর্ণ বিজয়ের অভিমুখে।

১৯০৮ সালের ৩রা এপ্রিলের আগে লেখা
কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) সংকলনে ১৫ খণ্ড
১৯০৮ সালে প্রকাশিত। পৃ: ১৫
স্বাক্ষর : ভ্লা. ইলিন।

শান্তিপূর্ণভাবে ব্রিটিশ ও জার্মান শ্রমিকদের বিক্ষোভ প্রদর্শন[৭১]

এ কথা সুবিদিত যে, ব্রিটেনে এবং জার্মানিতে বুর্জোয়া পত্রপত্রিকায়, বিশেষ করে চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী পত্র-পত্রিকায় এক উৎকট স্বাদেশিকতার অভিযান দীর্ঘকাল ধরেই চলছে—এই অভিযানে উভয় দেশকেই পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা হচ্ছে। ব্রিটিশ এবং জার্মান ধনিকদের মধ্যে বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতা ক্রমান্বয়েই সুতীব্র হয়ে উঠছে। বিশ্ববাজারে ব্রিটেনের পূর্বেকার প্রাধান্য ও একচ্ছত্র কর্তৃত্ব অতীতের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে সব ধনতন্ত্রী দেশ বিশেষভাবে অতি দ্রুতগতিতে বিকাশ লাভ করছে জার্মানি তাদের অন্যতম, এবং তার শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রী বাইরের বাজার খুঁজে বেড়াচ্ছে এবং এই বাজার খোঁজা ব্যাপক আকারে বেড়েই চলেছে। উপনিবেশের জন্য সংগ্রাম আর বাণিজ্যিক স্বার্থ ধনতন্ত্রী সমাজে যুদ্ধের প্রধান প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং এতে আশ্চর্যান্বিত হবার কিছু নেই যে, উভয় দেশের ধনিকেরা ব্রিটেন এবং জার্মানির মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী বলে মনে করে, এবং তাদের সামরিক বাহিনীর লোকেরা একে সত্য সত্যই কাম্য মনে করে। ব্রিটিশ যুদ্ধলিপ্সু দেশপ্রেমিকরা জার্মানির নৌ-বলকে ধ্বংস করে বিপজ্জনক প্রতিদ্বন্দ্বীর ক্ষমতা খর্ব করতেই চায়, যদিও জার্মানির নৌ-বল এখনো ব্রিটেনের নৌ-বল থেকে ঢের বেশী দুর্বল। সেই বুরবন বংশজাত দ্বিতীয় উইলহেলমের নেতৃত্বে পরিচালিত জার্মান প্রতিক্রিয়াশীল অভিজাতশ্রেণীর জমিদারেরা এবং জেনারেলরা ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সুসজ্জিত হচ্ছে, স্থলবাহিনীতে নিজেদের সংখ্যার শ্রেষ্ঠত্বকে কাজে লাগাতে সক্ষম হবে বলে তারা আশা করছে; এবং তারা এ আশাও করছে যে, সামরিক বিজয়ের ক্রমাগত উচ্চ কলরব দিয়ে তারা জার্মানিতে মেহনতী জনগণের

ক্রমবর্ধমান অসন্তোষকে স্তব্ধ করে দিতে এবং শ্রেণী-সংগ্রামের প্রকোপ-বৃদ্ধি প্রতিহত করতে পারবে।

ক্রমবর্ধমান যুদ্ধের বিপদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মাথা তুলে দাঁড়াবার জন্য ব্রিটিশ এবং জার্মান শ্রমিকেরা সংকল্প করেছিল। দীর্ঘকাল ধরেই উভয় দেশের শ্রমিক-শ্রেণীর পত্র-পত্রিকায় উৎকট স্বাদেশিকতা ও সমরবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছিল। কিন্তু এখন যা প্রয়োজন তা হল পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর সংকল্পের অভিব্যক্তির চেয়ে আরো বেশী কর্তৃত্বব্যঞ্জক অভিব্যক্তি। বার্লিনে যে বিরাট বিক্ষোভ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে যোগদানের জন্য একটি প্রতিনিধিদল পাঠাবার সিদ্ধান্তই ব্রিটিশ শ্রমিকেরা করল—এই বিক্ষোভ প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে উভয় দেশের প্রলেতারিয়েতদের যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার মিলিত সংকল্প ঘোষিত হবে।

বার্লিনে ২০শে (পুরানো স্টাইলে ৭ই – সম্পা) সেপ্টেম্বর রবিবার এই বিক্ষোভ প্রদর্শনের অভিব্যক্তি ঘটল শ্রমিকদের সমাবেশের মধ্য দিয়ে। এবার কোন রকম বাধার সম্মুখীন না হয়েই ব্রিটিশ শ্রমিকদের প্রতিনিধিরা নগরের প্রলে-তারিয়েতদের সামনে বক্তৃতা দিতে সক্ষম হল। দু' বছর আগে যখন ফরাসী শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষ থেকে জে জরেস যুদ্ধলিপ্সু বুর্জোয়া দেশপ্রেমিকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য বার্লিনে এক সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক জন-সমাবেশে বক্তৃতা দিতে চেয়েছিলেন তখন জার্মান সরকার তার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। কিন্তু এবার সেই সরকার ব্রিটিশ প্রলেতারিয়েতের প্রতিনিধিদের দেশ থেকে বের করে দিতে সাহসী হলেন না।

বার্লিনের সর্ববৃহৎ হলগুলির একটিতে মেহনতী জনগণের এক বিশাল সমাবেশ হল। প্রায় পাঁচহাজার মানুষে হল ঘরটি ভর্তি হয়ে গেল এবং পার্শ্ববর্তী জমিতে ও রাস্তায় জড়ো হল আরও কয়েক হাজার মানুষ। হাতে লালব্যাজ পরে কর্মকর্তারা সমাবেশের শৃঙ্খলা বজায় রাখলেন। জার্মান ট্রেডইউনিয়নের (তথাকথিত "মুক্ত" অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে সোস্যাল ডেমোক্রাটিক) সুপরিচিত নেতা কমরেড লিজিয়েন রাজনৈতিকভাবে ও শিল্পগতভাবে সংগঠিত সমগ্র জার্মান শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানালেন ব্রিটিশ প্রতিনিধিদলকে। তিনি বললেন যে, পঞ্চাশ বছর আগে ফরাসী আর ব্রিটিশ শ্রমিকেরা শান্তির দাবিতে রাজপথে মিছিল বের করেছিল। সে সময়ে ঐ সব পথপ্রদর্শক সোস্যালিস্টদের সমর্থনে দাঁড়াবার মতন কোন সংগঠিত জনগণ ছিল না। বর্তমানে ব্রিটেন ও জার্মানির সংগঠিত শ্রমিকের

মিলিত সংখ্যা হল ৪½ মিলিয়ন। এই সংগঠিত শ্রমিকদের পক্ষ থেকেই ব্রিটিশ প্রতিনিধিরা বার্লিনের সভায় এখন বক্তৃতা দিলেন—তাঁরা ঘোষণা করলেন যে, যুদ্ধ না শান্তি, এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করবার ক্ষমতা রয়েছে শ্রমিকশ্রেণীরই হাতে।

অভিনন্দনের উত্তরে বক্তৃতা দিতে উঠে ব্রিটিশ শ্রমিকদের প্রতিনিধি ম্যাডিসন বুর্জোয়াদের দ্বারা পরিচালিত যুদ্ধমত্ততার কুৎসা অভিযানের নিন্দা করলেন এবং জার্মানির শ্রমিকদের উদ্দেশে লিখিত তিনহাজার স্বাক্ষর সম্বলিত ব্রিটেনের শ্রমিকদের এক অভিভাষণ সভায় পেশ করলেন। তিনি বললেন যে, এই অভিভাষণে যাঁরা স্বাক্ষর করেছেন তাঁদের মধ্যে ব্রিটিশ শ্রমিক আন্দোলনের উভয় ঝোঁকেরই প্রতিনিধিরা রয়েছেন (অর্থাৎ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা, আর ইন্ডিপেনডেন্ট লেবর পার্টির সমর্থকরা যারা এখনো কোনো দৃঢ় সোস্যালিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেনি)। অভিভাষণে এ কথা বলা হল যে, যুদ্ধ বিত্তবান শ্রেণীদের স্বার্থই পুষ্ট করবে ; যুদ্ধের সমগ্র বোঝাই বইতে হয় শ্রমিক জনগণকে, কিন্তু জাতির চরম দুর্দশা থেকে সুবিধা লাভ করে বিত্তবান শ্রেণীগুলি। শান্তি সুরক্ষিত করবার জন্য সমরবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য শ্রমিকেরা ঐক্যবদ্ধ হোক।

অন্যান্য ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের এবং জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির অন্যতম প্রতিনিধি রিচার্ড ফিসারের বক্তৃতার পর সভা শেষ হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাতে "শাসক ও শোষক শ্রেণীদের" "স্বার্থান্বেষী ও অদূরদর্শী" কর্মনীতির তীব্র নিন্দা করা হয় এবং স্টুৎগার্টের আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করবার অর্থাৎ সর্বোপায়ে যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার প্রস্তুতি ব্যক্ত করা হয়। শ্রমিকদের মার্সাই সঙ্গীত গীত হবার মধ্য দিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে সভা ভঙ্গ হয়। রাস্তায় কোনো বিক্ষোভ মিছিল হল না। বার্লিনের পুলিস আর স্থানীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ হতাশ হলেন। জার্মানিতে যে ব্যবস্থা বিরাজমান তার বৈশিষ্ট্যই হল যে শ্রমিকদের কোনো বিক্ষোভ মিছিলই পুলিস ও সৈন্যবাহিনীর সমাবেশের সম্মুখীন না হয়ে বের হতে পারত না। তাই পূর্ব থেকেই বার্লিনের সৈন্যবাহিনীকে সমাবেশ করা হয়েছিল। সুপরিকল্পিত প্ল্যান অনুযায়ী নগরের বিভিন্ন অংশে এমনভাবে সৈন্যদের এক একটি বাহিনীকে মোতায়েন করা হয়েছিল যাতে তাদের লুকাবার জায়গা ও তাদের সংখ্যা সহজে নির্ণয় করা না যেতে পারে। যে হলে সভা হয়েছিল তার নিকটবর্তী সমস্ত রাস্তায় ও স্কোয়ারে পুলিস বাহিনী টহল দিচ্ছিল, বিশেষ করে তারা টহল দিচ্ছিল সেই রাস্তায় যে রাস্তাটি হল থেকে সোজা চলে গিয়েছে

রাজপ্রাসাদ অভিমুখে; হলের চতুর্দিকে অ-সামরিক বেশে পুলিস বাহিনী ও সৈন্যদল প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে লুকিয়ে থেকে একটি লৌহবেষ্টনী সৃষ্টি করেছিল। পুলিস মোতায়েনের এক জটিল ব্যবস্থাই সংগঠিত করা হয়েছিল; রাস্তার মোড়ে মোড়ে জটলা করছিল পুলিসের দল; "গুরুত্বপূর্ণ" ঘাঁটিগুলিতে ছিল পুলিস অফিসারেরা; সাইকেল-আরোহী পুলিসেরা কাজ করছিল স্কাউট হিসাবে এবং "শত্রুর" প্রতিটি পদক্ষেপের সংবাদই তারা সরবরাহ করছিল সামরিক কর্তৃপক্ষকে; পুল আর খাল পার হবার জায়গাগুলিতে পাহারাদারদের সংখ্যা তিনগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় উইলহেলমের সরকারের এই সব ব্যবস্থা সম্পর্কে Vorwärts পত্রিকা বিদ্রূপ করে লিখেছিল: "বিপদগ্রস্ত রাজতন্ত্রকে ওরা পাহারা দিচ্ছিল।"

আমাদের দিক থেকে আমরা বললাম: "ওরা একটা রিহের্সাল দিল।" দ্বিতীয় উইলহেলম আর জার্মান বুর্জোয়ারা বিদ্রোহী প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে সামরিক যুদ্ধের রিহের্সাল দিচ্ছিল। এরকম রিহের্সাল সন্দেহাতীতভাবে এবং যে কোনো রকমেই শ্রমিক জনগণ আর সৈন্যদল, উভয়ের পক্ষেই উপকারী। ফরাসী শ্রমিকদের সঙ্গীতে সঠিকভাবেই বলা হয়েছে। Ca ira (এ সফল হবেই)। বারবার এ রকম রিহের্সাল অত্যন্ত সুনিশ্চিতভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এক বিরাট ঐতিহাসিক চরম পরিণতির দিকে। বর্তমানে এর গতি খুব মন্থর হতে পারে কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না।

১৯০৮ সালের
৩রা (১৬ই) অক্টোবরের
পূর্বে লিখিত।
১৯৩৩ সালে
"লেনিনের বিবিধ রচনা সংগ্রহের"
২৫ খণ্ডে প্রথম প্রকাশিত।

১৫ খণ্ড, পৃঃ ১৮৭-৯০

আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট ব্যুরোর সভা[৭২]

স্তুৎগার্ত কংগ্রেসের পর আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট ব্যুরোর প্রথম সভা হল ব্রুসেলসে, ১১ই অক্টোবর (নতুন স্টাইল অনুসারে) রবিবার। সোস্যালিস্ট সাংবাদিকদের আর পার্লামেন্টের সোস্যালিস্ট সদস্যদের সম্মেলনগুলির জন্য বিভিন্ন সোস্যালিস্ট পার্টিগুলির প্রতিনিধিদের কংগ্রেসের সময় শুভ মুহূর্ত হিসাবে বেছে নেওয়া হল। ব্যুরো মিটিংএর পূর্ব মুহূর্তে অনুষ্ঠিত হল প্রথম সম্মেলন এবং দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ব্যুরো মিটিংএর পরের দিন, এবং এ কথা মনে রাখা দরকার যে, দুটো সম্মেলনের সদস্য আর ব্যুরোর সদস্যদের মধ্যে প্রায় কোন পার্থক্যই ছিল না, কেন না ব্যুরোর অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন সাংবাদিক ও পার্লামেন্টের সদস্য উভয়ই। ১২ই অক্টোবর সোমবার যে সম্মেলন হল তাতে শুধু অল্প কয়েকজন বেলজিয়ান সোস্যালিস্ট এম. পি. সম্মেলনের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিলেন।

সাংবাদিকদের সম্মেলন বসল শনিবার দিন তিনটার সময়। বিভিন্ন সোস্যালিস্ট পার্টিগুলি কর্তৃক প্রকাশিত পত্র পত্রিকাগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের সমন্বয় সাধনের এবং তার বিকাশের প্রশ্নই এই সম্মেলনে আলোচিত হল। অন্য পার্টিগুলির পত্র পত্রিকায় (প্রধানতঃ) বিশেষ বিশেষ প্রশ্নে সংবাদ সরবরাহ করতে প্রস্তুত এরকম সংবাদদাতার একটি তালিকা নিজেদের পার্টি সভ্যদের মধ্য থেকেই বেলজিয়ানরা তৈরী করল। অন্যান্য পার্টিগুলিও অনুরূপ তালিকা প্রস্তুত করুক এ রকম আকাঙ্ক্ষাই অভিব্যক্ত হল এবং সংবাদদাতারা কি কি ভাষা জানেন তা জানিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল। এটা লক্ষ্য করা হল যে, সোস্যালিস্ট রিভলিউসনারী পার্টির বিদেশী বুলেটিনগুলি (ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত **রুশকাইয়া ত্রিবুনা**) এবং (জার্মান ভাষায় প্রকাশিত)[৭৩] সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির বিদেশী বুলেটিনগুলি

আমাদের বিদেশী কমরেডদের পক্ষে বিশেষভাবে মূল্যবান। এ কথাও উল্লেখ হল যে, যে-সব দেশে বিভিন্ন সোস্যালিস্ট পার্টি আছে বা একই পার্টির মধ্যে বিভিন্ন ঝোঁক রয়েছে সে-সব ক্ষেত্রে সংবাদদাতাদের নামের পাশে তাদের পার্টির ইত্যাদির নামও তালিকায় লেখা থাকবে। বাইরে যে সব রাশিয়ান সোস্যাল-ডেমোক্রাট বাস করছেন তাদের বিদেশের সোস্যালিস্ট পত্র-পত্রিকায় নিয়মিতভাবে লেখা পাঠাবার জন্য এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে হবে।

সম্মেলনে এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হল যে, (আন্তর্জাতিকের তিনটি সরকারী ভাষার যে কোন একটি ভাষায় অথবা ফরাসী, জার্মান এবং ইংরেজী এই তিনটি ভাষায়ই) নিয়মিতভাবে বুলেটিন প্রকাশ করা সম্পর্কে যে-সব দেশের কোন সোস্যালিস্ট দৈনিক পত্রিকা নেই সেই সব দেশের সাথে আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট ব্যুরো পত্রাদি মারফত যোগাযোগ রক্ষা করবে। তারপর ব্যুরো বিভিন্ন দেশের সোস্যালিস্ট দৈনিকগুলির সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে খোঁজ নিয়ে জানবে যে, নিয়মিত ভাবে এই সব বুলেটিন পেলে এর জন্য তারা কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে ইচ্ছুক।

আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈদেশিক ব্যুরোর[৭৬] এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার। রাশিয়ান সোস্যাল-ডেমোক্রাসি সম্বন্ধে আমাদের বিদেশী কমরেডদের সব ঘটনা জানাবার বর্তমান ব্যবস্থা আদৌ সন্তোষজনক নয়, এবং বিষয়টির সামঞ্জস্য বিধান করার, বাইরে তিনটি ভাষায়ই পার্টি বুলেটিন প্রকাশ করার প্রশ্নটির উপর অবিলম্বে প্রচণ্ড গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং এই পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য সম্ভাব্য সব কিছুই করতে হবে।

পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হল ব্যুরোর সেক্রেটারী সি. হাইসম্যানসের প্রস্তাব। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে, বর্লিন, ভিয়েনা, প্যারিস, ব্রুসেলস প্রভৃতি জায়গায় যে সব সোস্যালিস্ট পত্রিকা আছে সেগুলির সম্পাদকীয় দপ্তরের মধ্যে টেলিগ্রাফে ও টেলিফোনে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক ব্যুরো গঠনের উদ্যোগ সেই জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাটদেরই নিতে হবে যাদের নিজেদেরই আছে ৭০টি পার্টি দৈনিক। জার্মান প্রতিনিধিরা বললেন যে, অবিলম্বে এই পরিকল্পনা কার্যকর করা সম্ভব নয়, তবে তারা একথাও উল্লেখ করলেন যে জার্মানিতে সম্প্রতি জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির একটি কেন্দ্রীয় ইনফরমেশন ব্যুরো সংস্থাপিত হয়েছে এবং কিছুকাল পরে, যখন এ কাজ সঠিকভাবে চলতে থাকবে তখন এই ব্যুরোকে একটি আন্তর্জাতিক ব্যুরোতে পরিবর্তন করার

কথা চিন্তা করা সম্ভব হবে। এই প্রতিশ্রুতিতে সম্মেলন সন্তোষ প্রকাশ করল এবং ভবিষ্যতেও, যখন বিভিন্ন দেশের সোস্যালিস্ট সাংবাদিকদের সম্মেলন বসবে তখন আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট ব্যুরোরও বৈঠক বসবে, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সভার কাজ শেষ হল।

সন্ধ্যায় মার্স দ্যু পিপলে একটি আন্তর্জাতিক বৈঠক বসল। সেই বৈঠকে বক্তৃতা দিলেন অস্ট্রীয়ান, জার্মান, ব্রিটিশ প্রতিনিধিরা আর জনৈক তুর্কী ও জনৈক বুলগেরীয় প্রতিনিধি। তাঁরা প্রধানতঃ আন্তর্জাতিক বিরোধ এবং শান্তি বজায় রাখার জন্য সকল দেশের সোস্যালিস্ট প্রলেতারিয়েতের সংগ্রাম সম্পর্কে আলোচনা করলেন। সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হবার পর বৈঠক সমাপ্ত হ'ল: 'জাতিসমূহের মধ্যে শান্তির পতাকাকে উর্ধ্বে তুলে ধরার এবং যে ব্যবস্থা সকল দেশের সাধারণ মানুষের সর্বনাশ করছে এবং তাদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে সেই ধনবাদ ও সমরবাদের বিরুদ্ধে সার্শক্তি প্রয়োগ করে সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্য বিশ্ব প্রলেতারিয়েতের দুর্জয় সংকল্পই আবার ১০ই অক্টোবর তারিখে (নতুন স্টাইল অনুসারে) মার্স দ্যু পিপলে সমবেত এই আন্তর্জাতিক বৈঠক দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করছে। শ্রমিকদের আন্তর্জাতিকের বিভিন্ন জাতীয় ইউনিটগুলি যে, স্টুৎগার্তে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট কংগ্রেসের এ বিষয়ে গৃহীত প্রস্তাবকে সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করবে সে বিষয়ে এই বৈঠক তার দৃঢ় বিশ্বাসই ব্যক্ত করছে।" এর পর "ইনটারন্যাশনাল" গাইতে গাইতে সকলে বৈঠক ত্যাগ করল।

এর পরের দিনটা পুরোপুরি কেটে গেল আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট ব্যুরোর মিটিং-এ। আলোচ্য বিষয়ের প্রথম দফায় ছিল ব্রিটিশ লেবর পার্টিকে[৭৫] আন্তর্জাতিকের সভাপদ দেওয়ার প্রশ্নটি—তাতেই কেটে গেল সারা সকালের অধিবেশন। আন্তর্জাতিকের নিয়মানুসারে যে সব সংগঠন সভাপদ লাভের যোগ্য তারা হল, প্রথমতঃ সেই সব সোস্যালিস্ট পার্টি যারা শ্রেণী-সংগ্রামকে স্বীকার করে, দ্বিতীয়তঃ সেই সব শ্রমিক-শ্রেণীর সংগঠন যাদের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে শ্রেণীসংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গি (অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়নগুলি)। ব্রিটিশ কমন্স সভায় সাম্প্রতিককালে গঠিত লেবর পার্টি কিন্তু নিজেকে প্রকাশ্যে সোস্যালিস্ট পার্টি বলছে না, এবং সুস্পষ্টভাবে ও সুনির্দিষ্টভাবে শ্রেণীসংগ্রামের মূলনীতিকে স্বীকার করছে না (লঘুবন্ধনীতে একথা বলা যায় এই মূলনীতি স্বীকার করে নেবার জন্যই লেবর পার্টির প্রতি ব্রিটিশ সোস্যাল-ডেমোক্রাটরা আহ্বান জানাচ্ছে)। কিন্তু লেবর

পার্টিকে যে সাধারণভাবে আন্তর্জাতিকের এবং বিশেষ করে স্তুৎগার্ত কংগ্রেসে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছিল তা তো স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রতীয়মান ; এ কাজ করা হয়েছিল এই জন্য যে, এই পার্টি হচ্ছে একটি মিশ্রিত ধরনের সংগঠন, আন্তর্জাতিকের নিয়মাবলীর ১নং ও ২নং পয়েন্টে যে দুই ধরনের সংগঠনের কথা বলা হয়েছে এ সংগঠনের স্থান হচ্ছে তাদের মধ্যবর্তী জায়গায় আর এ সংগঠন হচ্ছে ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নগুলির রাজনৈতিক প্রতিনিধি। তা সত্ত্বেও এই পার্টিকে আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত করার প্রশ্নটি উত্থাপন করা হল এবং প্রশ্নটি আপনা থেকেই উঠল তথাকথিত ইণ্ডিপেনডেন্ট লেবর পার্টির (ব্রিটিশেরা একে বলে আই এল. পি) আকারে। এই আই. এল পি হচ্ছে আন্তর্জাতিকের ব্রিটিশ বিভাগের দুটি ভাগের একটি, অপরটি হচ্ছে সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশন।

ইণ্ডিপেনডেন্ট লেবর পার্টি দাবি করল যে, লেবর পার্টিকে আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত একটি সংগঠন হিসাবে **সোজাসুজি** স্বীকার করতে হবে। দিনের পর দিন সমাজতন্ত্রের দিকেই যারা বেশী করে এগিয়ে আসছে সেই হাজার হাজার সংগঠিত শ্রমিকদের পার্লামেন্টে এই প্রতিনিধিত্বের যে প্রচণ্ড গুরুত্ব রয়েছে তা উপলব্ধি করবার জন্য আই. এল পির প্রতিনিধি ব্রুস গ্লেসিয়ার দাবি জানালেন। মূলনীতি, ফরমুলা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সব পরীক্ষা করার বিধি সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত অবজ্ঞা প্রকাশ করলেন। তাঁর বক্তৃতার জবাব দিতে উঠে কাউৎস্কি সমাজতন্ত্রের মূলনীতি ও চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে এই অবজ্ঞার মনোভাবের সাথে তাঁর নিজের যে কোন সম্পর্ক নেই তা পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করলেন, কিন্তু তিনি লেবর পার্টিকে, সত্যসত্যই যারা শ্রেণীসংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে এরকম একটি পার্টি হিসাবে, আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত করবার দাবি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করলেন। কাউৎস্কি নিম্নলিখিত প্রস্তাব উত্থাপন করলেন :

"যেহেতু আন্তর্জাতিক কংগ্রেসসমূহের পূর্বকার প্রস্তাবাবলী অনুযায়ী, যে সব সংগঠন প্রলেতারীয় শ্রেণীসংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিয়েছে তাদের সভাপদ দেওয়া হয়েছে, সেই হেতু আন্তর্জাতিক ব্যুরো ঘোষণা করছে যে, ব্রিটিশ লেবর পার্টিকে আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত করা হল। কারণ, প্রলেতারীয় শ্রেণীসংগ্রামকে স্পষ্টভাবে (ausdrucklich) গ্রহণ না করলেও, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে লেবর পার্টি ঠিক ততদূরই এই সংগ্রামই চালিয়ে যাচ্ছে, এবং হহার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করছে যতদূর পর্যন্ত পার্টি বুর্জোয়া পার্টিগুলির মুখাপেক্ষী না হয়ে স্বাধীনভাবে

নিজেকে সংগঠিত করতে পারছে।" কাউৎস্কিকে সমর্থন করল অষ্ট্রীয়ানরা, ফরাসী গ্রুপের ভ্যাইলাঁণ্ট আর ছোট ছোট জাতির অধিকাংশ—এটা ভোটেই দেখা গেল। কিন্তু সর্বপ্রথমেই বিরোধিতা এল ব্রিটিশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশনের প্রতিনিধি হাইণ্ডম্যানের কাছ থেকে; তিনি দাবি করলেন যে, যে-পর্যন্ত না লেবর পার্টি প্রকাশ্যে শ্রেণীসংগ্রামের এবং সমাজতন্ত্রের মূলনীতি স্বীকার করে নিচ্ছে সে পর্যন্ত বর্তমান অবস্থা-ই বজায় রাখা হোক; তারপরে বিরোধিতা এল রুসেলের (ফরাসী প্রতিনিধিদের দ্বিতীয় ব্যক্তি এবং গুয়েজদের জনৈক অনুগামী), সোস্যালিস্ট-রিভলিউশনারী পার্টির রুবানোভিচের, এবং বুলগেরীয় সোস্যালিস্টদের বিপ্লবী অংশের প্রতিনিধি আভ্‌রামভের কাছ থেকে।

কাউৎস্কির প্রস্তাবের প্রথম অংশের সাথে নিজেকে যুক্ত করবার উদ্দেশ্যে আমি বক্তৃতা দিতে উঠলাম। আমি যুক্তি দিয়ে দেখালাম যে লেবর পার্টিকে অর্থাৎ ট্রেডইউনিয়নগুলির পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিকে কংগ্রেসে প্রবেশাধিকার দিতে অস্বীকার করা অসম্ভব, কেন না অতীতে সকল রকম ট্রেডইউনিয়নকেই, এমন কি যে সব ট্রেডইউনিয়ন নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করবার অধিকার পার্লামেন্টের বুর্জোয়া সদস্যদের দিয়েছিলেন সেই সব ইউনিয়নকেও কংগ্রেসে যোগ দিতে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আমি বললাম যে, কাউৎস্কির প্রস্তাবের দ্বিতীয় অংশ ভুল, কারণ কার্যতঃ লেবর পার্টি সে-রকম কোন পার্টি নয় যে পার্টি সত্যসত্যই লিবারেলদের মুখাপেক্ষী নয় এবং লেবর পার্টি সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন কর্মনীতি অনুসরণ করছে না। সুতরাং আমি একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করে বললাম যে, প্রস্তাবের শেষের দিকে যে অংশটি "কারণ" শব্দটি থেকে শুরু হয়েছে সেখান থেকে প্রস্তাবটি নিম্নলিখিতভাবে লেখা হোক:

"কারণ ইহা (লেবর পার্টি) ব্রিটেনের প্রকৃত প্রলেতারীয় সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে এক সচেতন শ্রেণী-কর্মনীতির দিকে এবং একটি **সোস্যালিস্ট** পার্টির দিকে প্রথম পদক্ষেপ বিশেষ।" এই সংশোধনী প্রস্তাব আমি ব্যুরোর নিকট পেশ করলাম, কিন্তু কাউৎস্কি এ সংশোধনী গ্রহণ করলেন না, তাঁর পরবর্তী বক্তৃতায় তিনি বললেন যে, "ভবিষ্যতের আশার" উপর ভিত্তি করে আন্তর্জাতিক ব্যুরো তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু মূল সংগ্রাম চলল সমগ্রভাবে কাউৎস্কির প্রস্তাবের সমর্থক আর বিরোধীদের মধ্যে। প্রস্তাবটি যখন ভোটে দেবার কথা উঠল তখন অ্যাডলার প্রস্তাব করলেন যে, প্রস্তাবটি দু'ভাগে বিভক্ত করা হোক। তা করা হল এবং প্রস্তাবের উভয় অংশই আন্তর্জাতিক ব্যুরো কর্তৃক গৃহীত হল:

প্রথম অংশের বিরুদ্ধে তিন জন ভোট দিলেন এবং একজন ভোটদানে বিরত থাকলেন, আর দ্বিতীয় অংশের বিরুদ্ধে ভোট দিলেন চারজন এবং ভোটদানে বিরত থাকলেন একজন। এইভাবে কাউৎস্কির প্রস্তাব ব্যুরোর সিদ্ধান্তে পরিণত হল। যিনি দু বারই ভোটদানে বিরত ছিলেন তিনি হচ্ছেন রুবানোভিচ। আর একটি কথা বলা দরকার। আমার বক্তৃতার আগে এবং কাউৎস্কির দ্বিতীয় বক্তৃতার আগে বক্তৃতা দিলেন ভিক্টর অ্যাডলার। তিনি আমাকে এইভাবে জবাব দিলেন—এই অধিবেশনের সবচেয়ে বিস্তৃত ও যথাযথ রিপোর্ট যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল সেই বেলজিয়ান সোস্যালিস্ট মুখপত্র **লা পিপলে** (Le Peuple)[৭৬] থেকে আমি উদ্ধৃতি দিচ্ছি: 'লেনিনের প্রস্তাব সকলকে প্রলুব্ধ করছে (Seduisante, অ্যাডলার বলেছিলেন: Verlockend, প্রলোভনীয়) কিন্তু তার জন্য আমরা এ কথা ভুলে যেতে পারি না যে, বুর্জোয়া পার্টিগুলির বাইরেই এখন লেবর পার্টি তার আসন গ্রহণ করেছে। কিভাবে এটা ঘটল তা বিচার করা আমাদের কাজ নয়। অগ্রগতি যে ঘটেছে সেটাই আমরা স্বীকার করছি।"

আন্তর্জাতিক ব্যুরোতে আলোচ্য বিষয়টির উপরে বিতর্কের এই ছিল প্রকৃতি। কি দৃষ্টিভঙ্গি আমি গ্রহণ করেছিলাম তা **'Proletary**-র[৭৭] পাঠকদের কাছে ব্যাখ্যা করবার উদ্দেশ্যে এই বিতর্ক সম্বন্ধে এখন আমি আরও বিশদভাবে আলোচনা করব। যে যুক্তি ভি. অ্যাডলার এবং কে কাউৎস্কি দিলেন তা আমার সন্দেহ দূর করতে পারল না, এবং আমি এখনো মনে করি যে তাঁরা ভুলই করেছিলেন। লেবর পার্টি স্পষ্টভাবে প্রলেতারীয় শ্রেণীসংগ্রাম গ্রহণ করে না" এই কথা নিজের প্রস্তাবে ঘোষণা করে কাউৎস্কি নিশ্চিতরূপে কিছুটা "আশার" কথাই শুনালেন লেবর পার্টির বর্তমান কর্মনীতি কি এবং এ কর্মনীতি কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে কিছুটা সিদ্ধান্তের' কথাই তিনি শুনালেন। কিন্তু কাউৎস্কি এ কথা **পরোক্ষভাবে** ব্যক্ত করলেন, এবং তা-ও তিনি এমনভাবে করলেন যার ফলে এটি একটি সুস্পষ্ট অভিমত হয়ে দাঁড়াল যা প্রথমত: মূলগতভাবে ঠিক নয়, এবং দ্বিতীয়তঃ যা তাঁর নিজের **ধারণাকে** ভুলভাবে বর্ণনা করার ভিত্তি সৃষ্টি করে। বুর্জোয়া পার্টিগুলি থেকে নিজেদের **পার্লামেণ্টে** (নির্বাচনের সময় নয়। নিজেদের সমগ্র কর্মনীতিতে নয়। নিজেদের প্রচার অভিযানে নয়।) আলাদা করে ব্রিটেনে লেবর পার্টি যে সমাজতন্ত্রের দিকে এবং প্রলেতারীয় গণ-সংগঠনের শ্রেণী কর্মনীতির দিকে এই প্রথম পা ফেলছে তা তো তর্কাতীত। এটা কোন 'ভবিষ্যৎ আশা" নয়, এটা

একটি ঘটনা। এবং তা-ও আবার এমন ঘটনা যার ফলে আমরা লেবর পার্টিকে আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য হচ্ছি, কেন না আমরা ইতোমধ্যেই ট্রেডইউনিয়নগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছি। সবশেষে, যারা নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিকের সিদ্ধান্তগুলিকে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু এখনও যারা পুরোপুরি সোস্যালিস্ট হতে পারেনি, ব্রিটেনের সেই লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে এরকম সুনির্দিষ্ট বক্তব্যই অনুপ্রাণিত করবে, তাদের অনুপ্রাণিত করবে সে কথা আর একবার ভেবে দেখবার জন্য যে কেন তাদের বেলায় এরকম মনে করা হয় যে তারা শুধু প্রথম পদক্ষেপই গ্রহণ করছে এবং এই পথে তাদের পরবর্তী পদক্ষেপগুলিই বা কি হওয়া উচিত। আমি যে বক্তব্য পেশ করেছি তাতে আমি কোথাও এ দাবি করিনি যে, জাতীয় শ্রমিক আন্দোলনের বাস্তব ও বিস্তৃত সমস্যাবলীর সমাধানের দায়িত্ব, কখন পরবর্তী পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করতে হবে এবং সেই পদক্ষেপগুলিই বা কি হবে তা নির্ধারণের দায়িত্ব আন্তর্জাতিককেই গ্রহণ করতে হবে। যে পার্টি স্পষ্টভাবে এবং পরিষ্কারভাবে শ্রেণীসংগ্রামের মূলনীতি স্বীকার করে না সে পার্টির পক্ষে সাধারণভাবে আরো এগিয়ে যাওয়া যে প্রয়োজন সে কথাই স্বীকার করতে হবে। এ কথাই কাউৎস্কি তাঁর প্রস্তাবে সরাসরি স্বীকার না করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে স্বীকার করেছিলেন। মনে হয়েছিল, যেন আন্তর্জাতিকই এই মর্মে প্রশংসাপত্র দিচ্ছে যে, লেবর পার্টি **সত্যসত্যই** দৃঢ় শ্রেণীসংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, যেন একটি শ্রমিক সংগঠনের পক্ষে **তার সমগ্র কার্যকলাপে** বুর্জোয়াদের থেকে স্বতন্ত্র থাকার উদ্দেশ্যে পার্লামেন্টে আলাদা শ্রমিক গ্রুপ গঠন করাই যথেষ্ট।

এই প্রশ্নে হাইন্ডম্যান, কুসেল, রুভানোভিচ এবং আভ্রামভ যে আরো বেশী ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই (রুভানোভিচ তাঁর ভ্রান্ত ধারণার কোন সংশোধনই করলেন না, বরং প্রস্তাবের উভয় অংশেই ভোটদানে বিরত থেকে তিনি আরো বিভ্রান্তিরই সৃষ্টি করলেন। আভ্রামভ যখন বললেন যে, লেবর পার্টিকে স্বীকার করে নেওয়া হবে সুবিধাবাদকে উৎসাহিত করা তখন তিনি অত্যন্ত সুস্পষ্ট এক ভ্রান্ত ধারণাই ব্যক্ত করলেন। সর্বোপরি কাছে লেখা এঙ্গেলসের চিঠিগুলিই শুধু স্মরণ করা দরকার। বেশ কয়েক বছর ধরে এঙ্গেলস বিশেষ জোর দিয়ে এ কথাই বলেছিলেন যে, ট্রেডইউনিয়নগুলির অবচেতন কিন্তু শক্তিশালী শ্রেণী-সহজাত বৃত্তির সাথে নিজেদের যুক্ত করতে ব্যর্থ হয়ে সংকীর্ণতাবাদীদের মতন কাজ করে, এবং যেখানে মার্কসবাদ "আন্দোলনের পথ নির্দেশক"[৭৮] হওয়া দরকার সেখানে মার্কসবাদকে আপ্তবাক্যে পরিণত করে

হাইণ্ডম্যানের নেতৃত্বে পরিচালিত ব্রিটিশ সোস্যাল-ডেমোক্রাটরা ভুলই করছেন। যখন এমন বাস্তব অবস্থা দেখা দেয় যা প্রলেতারীয় জনগণের রাজনৈতিক চেতনার ও শ্রেণী স্বাতন্ত্র্যের অগ্রগতি রুদ্ধ করতে থাকে তখন তাদেরই সাথে হাত মিলিয়ে ধৈর্যসহকারে এবং অবিচলিতভাব কাজ করতে সক্ষম হতে হবে, অবশ্য মূলনীতির এতটুকুও বিসর্জন দেওয়া চলবে না, আবার প্রলেতারীয় জনগণের **মধ্যেই** কাজকর্ম চালিয়ে যেতে হবে—তা থেকে বিরত থাকলে চলবে না। এঙ্গেলসের এই যে শিক্ষা তা পরবর্তী ঘটনাবলীর বিকাশেই সমর্থিত হয়েছে ; সংকীর্ণমনা, আভিজাত্যেভরা, পণ্ডিতম্মন্য স্বার্থপরতায় পূর্ণ এবং সমাজতন্ত্রের বিরোধী ব্রিটিশ ট্রেডইউনিয়নগুলি এমন কিছু সংখ্যক শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি পুরাদস্তুর বিশ্বাসঘাতক সৃষ্টি করেছে যারা মন্ত্রিত্ব পদের জন্য নিজেদের বুর্জোয়াদের কাছে বিকিয়ে দিয়েছে (যেমন নীতিজ্ঞানহীন জন বার্নসের মতন লোক)। তা সত্ত্বেও এই ব্রিটিশ ট্রেডইউনিয়নগুলিই সমাজতন্ত্রের **দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে** যদিও তারা এগুচ্ছে বিশৃঙ্খলভাবে, সম্বন্ধহীনভাবে, আঁকা বাঁকা পথে, তবু তারা সমাজতন্ত্রের দিকেই এগুচ্ছে। ব্রিটেনে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে যে এখন সমাজতন্ত্র দ্রুতগতিতে বিকাশ লাভ করছে, ঐদেশে **আবার** যে সমাজতন্ত্র গণ-আন্দোলনে রূপান্তরিত হচ্ছে, গ্রেটব্রিটেনে যে সমাজ-বিপ্লব এগিয়ে আসছে এ জিনিস শুধু অন্ধ জনেই দেখতে পায় না।

ব্রিটেনে শ্রমিকদের গণ-আন্দোলনের এই যে প্রচণ্ড অগ্রগতি এর প্রতি যদি আন্তর্জাতিক প্রত্যক্ষভাবে এবং দৃঢ়তার সাথে তার পূর্ণ সহানুভূতি ব্যক্ত না করত, এবং ধনতন্ত্রের জন্মভূমিতে যে বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে তাকে যদি আন্তর্জাতিক উৎসাহ না দিত তাহলে আন্তর্জাতিক যে ভুলই করত সে-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু এ থেকে এরূপ ধারণা করবারও কোন অবকাশ নেই যে, লেবর পার্টিকে এখন বুর্জোয়াদের থেকে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন একটি পার্টি হিসাবে, শ্রেণীসংগ্রাম পরিচালনা করছে এরকম একটি পার্টি হিসাবে, সোস্যালিস্ট পার্টি হিসাবে মনে করা যেতে পারে। ব্রিটিশ সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশন সুস্পষ্টভাবে যে ভুল করেছিল তা সংশোধন করা প্রয়োজন ছিল, কিন্তু যারা তথাকথিত ইণ্ডিপেন্ডেন্ট লেবর পার্টি পরিচালনা করছে সেই ব্রিটিশ সুবিধাবাদীদের **অন্যান্য** ভুলগুলির, যেগুলি **বেশ স্পষ্ট এবং কম গুরুত্বপূর্ণ নয়** সেগুলির, এতটুকুও পৃষ্ঠপোষকতা করার প্রয়োজন ছিল না। এই সব নেতারা যে সুবিধাবাদী সে সম্বন্ধে তো কোন প্রশ্নই

উঠতে পারে না। আই. এল. পি-র নেতা র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড তো স্টুৎগার্তে প্রস্তাবও করে বসলেন যে, আন্তর্জাতিকের নিয়মাবলীর ২নং পয়েন্টে বা ধারায় আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার শর্ত হিসাবে যেখানে শ্রেণী-সংগ্রামকে স্বীকার করে নেওয়ার কথা আছে সেখানে লেখা হোক যে, শ্রমিক সংস্থাগুলি যে খাঁটি শুধু একথা প্রমাণ করলেই চলবে এবং এই মর্মে ২নং পয়েন্টকে সংশোধন করা হোক। কাউৎস্কি নিজেই তৎক্ষণাৎ ব্রুস গ্ল্যাসিয়ারের কথায় যে সুবিধাবাদী সুর রয়েছে তা ধরে ফেললেন এবং সেগুলি থেকে নিজেকে আলাদা করে নিলেন—**ব্যুরোতে তাঁর বক্তৃতায়,** কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশতঃ তার প্রস্তাবে তিনি নিজেকে সেগুলি থেকে আলাদা করলেন না। ব্যুরোতে বক্তৃতা দেওয়া হয়েছিল জন বারো লোকের সামনে, আর প্রস্তাব লেখা হয়েছিল কোটি কোটি মানুষের জন্য।

ব্রিটিশ সোস্যালিজমের উভয় ঝোঁকের অনুগামীদের দ্বারা প্রকাশিত পত্রিকাগুলি আমার সামনে রয়েছে ; এগুলিতে আন্তর্জাতিক ব্যুরোর বৈঠক সম্বন্ধে মন্তব্য লিপিবদ্ধ রয়েছে। ইণ্ডিপেন্ডেন্ট (আহা মরি!) লেবর পার্টির মুখপত্র The Labour Leader[৭১] আনন্দ প্রকাশ করেছে এবং হাজার হাজার ব্রিটিশ শ্রমিকের কাছে **প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে** যে, আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট ব্যুরো শুধু যে লেবর পার্টিকে স্বীকার করে নিয়েছে (এ কথা সত্যি, এবং এটা করাই দরকার ছিল) তা নয়, তারা **"আই. এল. পি'র কর্মনীতির সত্যতা প্রতিপন্নও করেছে।"** (The Labour Leader, ১৬ই অক্টোবর, ১৯০৮, ৬৬৫ পৃঃ)। এ কথা কিন্তু সত্য নয় ; ব্যুরো এর সত্যতা প্রতিপন্ন করেনি। কাউৎস্কির প্রস্তাবে যে সামান্য অনিপুণতা ছিল এ তারই অনুচিত, সুবিধাবাদী অপব্যাখ্যা। এই সামান্য অনিপুণতার ফলে বেশ প্রচুর পরিমাণেই ভুল ধারণার উদ্ভব হতে আরম্ভ করেছে এবং খারাপ অনুবাদের ফলে এটা আরো বেড়ে যাচ্ছে : ইতালীয়ানরা তো আর শুধু শুধুই বলে না যে অনুবাদকেরা হচ্ছে কলঙ্ক রটনাকারী (traduttori—tradittori)। যে তিনটি ভাষায় ব্যুরোর প্রস্তাব সরকারীভাবে অনুবাদ করার কথা তা এখনো প্রকাশিত হয়নি, এবং কবে যে তা প্রকাশিত হবে তাও জানা যায়নি। কাউৎস্কির প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, লেবর পার্টি "শ্রেণী-সংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে", (প্রস্তাবের শেষে মূল লেখায় আছে : Sich......auf seinen, d.h. des Klassenkampfs, Boden Stellt) এবং ব্রিটিশ **সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের** অনুবাদে

লেখা হয়েছে "নিজেকে আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করেছে।" ব্রিটিশ সুবিধাবাদীদের (আই. এল. পি.) অনুবাদে লেখা হয়েছে : "আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে।" ব্রিটিশ শ্রমিকদের মধ্যে আপনারা যখন প্রচার অভিযান চালাবেন তখন এসব ভুল আপনাদের পরীক্ষা করে এবং সংশোধন করে নিতে হবে

প্রস্তাব বিকৃত করার অভিযোগে ব্রুস গ্ল্যাসিয়ারকে অভিযুক্ত করার আদৌ কোন উদ্দেশ্য আমার নেই। আমি এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত যে তিনি সে-রকম ধারণা করতে পারবেন না। কিন্তু এটা ততো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। যেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হল কাউৎস্কির প্রস্তাবের **দ্বিতীয়** অংশের **মর্মবাণী** নিভু'ল-ভাবে গণ-আন্দোলনের বাস্তব ক্ষেত্রে কিভাবে প্রয়োগ করা হবে। The Labour Leader পত্রিকার ঐ একই পৃষ্ঠায় আই. এল. পি.র আর একজন সদস্য ব্যুরোর সভা ও ব্রুসেলসের জনসভা সম্পর্কে তাঁর ধারণা বর্ণনা করতে যেয়ে এই অভিযোগ করেছেন যে, সভায় ''সমাজতন্ত্রের আদর্শ ও নৈতিক দিকের উপর জোর দেওয়া প্রায় সম্পূর্ণভাবেই বাদ পড়েছিল"; তিনি দৃঢ়তার সাথে বললেন যে, এ দিকটা কিন্তু সব সময়েই আই. এল. পি.র সভাগুলিতে জোর দেওয়া হয়েছিল। **"এর পরিবর্তে আমরা পেলাম শ্রেণী-সংগ্রামের বন্ধ্যা ও অনুপ্রেরণাহীন আপ্তবাক্য।"**

কাউৎস্কি যখন ইংরেজদের সম্বন্ধে তাঁর প্রস্তাব লেখেন তখন তাঁর মনে ব্রিটিশ "ইণ্ডিপেন্ডেন্টদেব" কথা ছিল না, তাঁর মনে ছিল সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের কথা……।

"যারা ছাঁটকাট করে জিনিসটিকে সুন্দর দেখাতে চায় তাদের সুবিধার জন্যই ব্যুরোর অধিকাংশ সদস্যরা মূলনীতিকে খণ্ডবিখণ্ডিত করেছে"—ব্যুরোর সংখ্যাগুরু অংশের বিরুদ্ধে হাইণ্ডম্যানের এই তীব্র উক্তি প্রকাশিত হল ব্রিটিশ সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের মুখপত্র Justice পত্রিকায় ৮০। হাইণ্ডম্যান লিখলেন : "এ বিষয়ে আমার এতটুকুও সন্দেহ নেই যে, যদি ব্রিটিশ লেবর পার্টিকে স্পষ্টভাবে বলা হত যে, হয় তাদের সোস্যালিস্ট মূলনীতি গ্রহণ করতে হবে, নয় তাদের দূরে সরে থাকতে হবে, তাহলে তারা আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট পার্টির সারিতে এসে দাঁড়াবার জন্য খুব তাড়াতাড়িই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত।" ইণ্ডিপেন্ডেন্ট লেবর পার্টির কয়েকজন সদস্য যে **সত্যসত্যই** উদারনীতিবাদের হুজবরল কর্মসূচী প্রচার করে নির্বাচিত হয়েছেন এবং ইণ্ডিপেন্ডেন্ট লেবর

পার্টি (লিবারেল-লেবর মৈত্রী) এবং কয়েকজন "ইণ্ডিপেনডেন্টের যে লিবারেল দলের মন্ত্রী জন বার্নসের সমর্থন ছিল সে কথা প্রমাণ করবার জন্য ঐ পত্রিকাটির একই সংখ্যায় আর একটি প্রবন্ধে অনেক তথ্যের উদ্ধৃতি দেওয়া হল (Justice, ১৯০৮ সালের ১৭ই অক্টোবর তারিখের সংখ্যা, পৃঃ ৪ এবং ৭)

যে পরিকল্পনার কথা, অর্থাৎ কোপেনহেগেনে আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট কংগ্রেসে (১৯১০) আবার প্রশ্নটি উত্থাপন করার কথা হাইণ্ডম্যান বলছেন তা যদি তিনি কার্যকরী করেন তাহলে আর. এস. ডি. এল. পি-কে কাউৎস্কির প্রস্তাব যাতে সংশোধিত হয় তার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

বুর্জোয়া সরকারগুলির কর্মনীতির ফলে উদ্ভূত আন্তর্জাতিক ও ঔপনিবেশিক বিরোধগুলির বিপদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশের প্রলেতারিয়েত আর সোস্যালিস্টদের একই আন্দোলন ছিল আলোচ্য বিষয়ের দ্বিতীয় দফা বিষয়। ভ্যাইলেন্ট একটি প্রস্তাব উত্থাপন করলেন, খুব সামান্য কয়েকটি কথা অদলবদল করে সে প্রস্তাব গৃহীত হল। এই প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে অস্ট্রিয়ান প্রতিনিধিরা বললেন যে, তাদের এই প্রতিনিধিদলের মারফত তাদের পার্টি সরকারীভাবে ফ্রান্সিস জোসেফের কর্মনীতির বিরোধিতা করছে এবং সকল জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে সোস্যালিস্টরা যে স্বীকৃতি দিয়েছে তাকে তাদের পার্টি দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করছে। অস্ট্রিয়ান প্রতিনিধিরা বললেন: ফ্রান্সিস জোসেফের কর্মনীতির বিরোধিতা করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আব্দুল হামিদ বা সপ্তম এডওয়ার্ডের কর্মনীতিরও বিরোধিতা করছি। আমাদের কাজ হল সরকারের কাযকলাপের পরিণামের জন্য সরকারকেই দায়ী করা।" অস্ট্রিয়ান সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের মুখ থেকে তাদের সরকারের বিরুদ্ধে আরও সুস্পষ্ট ঘোষণাই ব্রিটিশ প্রতিনিধিরা শুনতে চেয়েছিলেন কিন্তু অস্ট্রিয়ানরা যা বলেছেন তার বেশী কিছুই আর বললেন না। বুলগেরিয়ান সোস্যালিস্টদের ("সংকীর্ণ মতাবলম্বীদের" অর্থাৎ বিপ্লবী সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের; বুলগেরিয়ায় "উদার মতাবলম্বী" গ্রুপ ও, অর্থাৎ সুবিধাবাদী সোস্যাল-ডেমোক্রাটরাও ছিল) প্রতিনিধি আভ্রামভ দাবি করলেন যে, প্রস্তাবে বলকান রাষ্ট্রগুলির সাম্রাজ্য-বাদী বুর্জোয়াদের কথা উল্লেখ করা হোক্, কিন্তু এই মর্মে যে সংশোধনী প্রস্তাব আনা হল তা অগ্রাহ্য হয়ে গেল। বুলগেরিয়ার স্বাধীনতার উদ্‌ঘোষণা সম্পর্কে আভ্রামভ ঘোষণা করলেন যে, শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে এই উদ্‌ঘোষণা যে এক ক্ষতিকারক দুঃসাহসিক অভিযান বিশেষ সে কথা মনে রেখেই

বুলগেরিয়ান সোস্যালিস্টরা বুর্জোয়া পার্টিগুলির বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবোধ গড়ে তুলেছিলেন। ক্রুস গ্ল্যাসিয়ার প্রস্তাব করলেন যে, আন্তর্জাতিক বিক্ষোভ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি ঘোষণা প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত করা হোক, কিন্তু এ সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত করা হল যে, এই প্রস্তাব ব্যুরোর মারফত বিভিন্ন জাতির পার্টিগুলিকে জানিয়ে দেওয়া হবে। ভ্যান কল (ডাচ সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের প্রতিনিধি) প্রস্তাব করলেন যে, বৃহৎ শক্তিবর্গ যে বার্লিন চুক্তি ভঙ্গ করেছে তার বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত করা হোক, কিন্তু ভোট গ্রহণের পূর্বে তিনি এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করলেন ; এ কথা উল্লেখ করা হল যে, বুর্জোয়া রাষ্ট্র-গুলির চুক্তিসমূহকে সমর্থন করাকে একটা বিশেষ বিষয় করে তোলা সোস্যালিস্টদের কাজ নয়। আন্তর্জাতিক ব্যুরো কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবের বয়ান হল নিম্নরূপ :

সর্বপ্রথমেই এ কথা উল্লেখ করা দরকার যে, ব্রিটিশ এবং জার্মান সোস্যলিস্টরা —শান্তির জন্য বিক্ষোভ প্রদর্শন করে, ফরাসী সোস্যালিস্টরা— মরক্কো অভি-যানের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য চালিয়ে, ডেনিস সোস্যালিস্টরা—নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব গ্রহণ করে, আন্তর্জাতিকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই কাজ করেছেন।

"অধিকন্তু, এ কথা মনে রাখা দরকার

"যে যুদ্ধের বিপদ থাকছে, ধনতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদ ব্রিটেনে এবং জার্মানিতে তাদের চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে, মরোক্কো অভিযান এবং মরোক্কোতে হঠকারী কার্যকলাপ চলছে, নতুন ঋণের সন্ধানই যে সর্বোপরি করছে সেই জারতন্ত্র রুশবিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিজেকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে পরিস্থিতি গুলিয়ে দেবার চেষ্টা করছে, বলকান অঞ্চলে বিদেশী শক্তিবর্গের হস্তক্ষেপ এবং তাদের স্বার্থান্বেষী উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্বের চেয়ে আরও বেশী মাত্রায় জাত্যভিমান আর ধর্মান্ধতা জাগিয়ে তুলছে, বুলগেরিয়ার স্বাধীনতার উদঘোষণা এবং বিশেষ করে, অস্ট্রীয়া কর্তৃক বোসনিয়া ও হারজিগোভিনা অঞ্চল গ্রাস সাম্প্রতিককালে যুদ্ধের বিপদ বৃদ্ধি করেছে এবং এই বিপদকে আরও নিকটতর করেছে, এবং সর্বশেষে সরকারগুলির চক্রান্ত এবং ধনতন্ত্রী প্রতিযোগিতা এবং উপনিবেশে তাদের লুঠতরাজ শান্তির পক্ষে ভয়াবহ বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সেই জন্যই আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট ব্যুরো আবার এই দৃঢ় অভিমতই ঘোষণা করছে যে, সোস্যালিস্ট পার্টি আর সংগঠিত প্রোলেতারিয়েতই হচ্ছে একমাত্র শক্তি যা আন্তর্জাতিক শক্তি বজায় রাখতে সক্ষম এবং এই শান্তি সুরক্ষিত করাকে তারা তাদের কর্তব্য বলে মনে করে।

স্তুৎগার্তের আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের প্রস্তাবানুযায়ী ব্যুরো সকল দেশের সোস্যালিস্ট পার্টিগুলির নিকট তাদের সতর্ক প্রহরা, তাদের কার্যকলাপ তীব্রতর করার এবং এই দিকেই তাদের সকল প্রচেষ্টা পরিচালিত করার জন্য আবেদন জানাচ্ছে, এবং ব্যুরো পার্টিগুলির কেন্দ্রীয় ও কার্যকরী কমিটিগুলির নিকট, তাদের পার্লামেন্টারী গ্রুপগুলির নিকট এবং ব্যুরোতে তাদের যে সব প্রতিনিধি আছে তাদের নিকট প্রস্তাব করছে যে, বিশেষ বিশেষ বাস্তব পরিস্থিতিতে যে সব পদ্ধতি ও ব্যবহারিক ব্যবস্থা যুদ্ধ প্রতিহত করতে ও শান্তি সুরক্ষিত করতে সবচেয়ে ভালভাবে সাহায্য করবে সেগুলি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, নির্ধারণ করার ব্যাপারে তারা যেন আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট ব্যুরোর সেক্রেটারিয়েটের সাথে হাত মিলান।"

আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট ব্যুরোর বৈঠক নিয়মিতভাবে বছরে দুবার ডাকার যে প্রস্তাব ব্রিটিশ বিভাগ থেকে করা হয়েছিল সেটাই ছিল আলোচ্য বিষয়ের তৃতীয় দফা বিষয়। এই প্রশ্ন সম্পর্কে কোনো বাধ্যতামূলক প্রস্তাব গৃহীত হয় নি। শুধু এটুকু আভাসই দেওয়া হল যে, এটা সকলেরই কাম্য। অবশ্য জরুরী অবস্থায় ছাড়া (এখনকার মতনই) বছরে একবারের বেশী মিটিং করার প্রয়োজনীয়তা আপাতদৃষ্টিতে অধিকাংশ সদস্যই স্বীকার করেন না।

ব্যুরোর কাজকর্ম চালাবার জন্য যে খরচ হয় তা বহন করার জন্য বিভিন্ন পার্টিগুলি যে সাহায্য করে থাকে তার নিয়ম কানুন পরিবর্তন করবার জন্য ব্যুরো কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি ছিল আলোচ্য বিষয়ের চতুর্থ দফা বিষয়। এ পর্যন্ত ব্যুরোর বাৎসরিক আয় ছিল ১৪,৯৫০ ফ্রাঙ্ক (প্রায় ৬০০০ রুবল), অর্থের এই পরিমাণ বৃদ্ধি করে ২৬,৮০০ ফ্রাঙ্ক বা স্বাভাবিকভাবে যা বাকি পড়ে তা বাদ দিয়ে ২০,০০০ ফ্রাঙ্ক (৮০০০ রুবল) করার প্রস্তাব করা হল। আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট কংগ্রেসে প্রত্যেকটি পার্টির জন্য যে ভোট নির্দিষ্ট আছে তার এক একটি ভোটের জন্য বাৎসরিক ১০০ ফ্রাঙ্ক প্রত্যেক পার্টিকে দিতে হবে। রাশিয়ার আছে কুড়িটি ভোট, তাই তাকে দিতে হবে ২০০০ ফ্রাঙ্ক—এর ভিতর সোস্যালিস্ট রিভলিউশনারীদের দিতে হবে ৭০০ ফ্রাঙ্ক সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের দিতে হবে ১০০০ ফ্রাঙ্ক আর ট্রেডইউনিয়নগুলিকে দিতে হবে ৩০০ ফ্রাঙ্ক। এ পর্যন্ত রাশিয়া দিয়েছে ১৫০০ ফ্রাঙ্ক—এর মধ্যে আমরা (সোস্যালিস্ট-রিভলিউশনারীদের সাথে চুক্তি অনুসারে) দিয়েছি ৯০০ ফ্রাঙ্ক। এবিষয়ে অবশ্য কোনই বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। বিভিন্ন জাতির পার্টিগুলির সাথে এ

বিষয়ে পত্রালাপ করবার জন্য ব্যুরোকে নির্দেশ দেওয়া হল এবং এই অভিমত ব্যক্ত করা হল যে, প্রতিটি ভোট পিছু বছরে ১০০ ফ্রাঙ্ক নির্দিষ্ট করা হোক।

আলোচ্য বিষয়ের পঞ্চম দফায় বিভিন্ন দেশের ভোটের সংখ্যা পরিবর্তন করা সম্বন্ধে আলোচনা করা হল; সুইডেনের ভোটের সংখ্যা বাড়িয়ে ১২ করা হল, হাঙ্গেরীর ক্ষেত্রে সংখ্যা বাড়াবার বিষয়টি স্থগিত রাখা হল এবং ক্রোসিয়ার ক্ষেত্রে দুটি ভোট বাড়িয়ে দেওয়া হল। তাছাড়া, তুর্কী বিভাগ গঠিত হবার পূর্বেই তার আর্মেনিয়ান অংশকে আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত করা হল এবং তাদের চারটি ভোট দেওয়া হল—তুরস্কে আর্মেনিয়ান সোস্যালিস্টরা তুর্কীদের জন্য "অপেক্ষা করে বসে থাকতে" অস্বীকার করেছে। আমরা চাই যে, যাঁরা তুরস্কে আর্মেনিয়ান সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল আমাদের সেই সব কমরেডরা, আর্মেনিয়ান সোস্যাল-ডেমোক্রাটরা, এ বিষয়ে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করবেন।

আলোচ্য বিষয়ের ষষ্ঠ দফায় চিলির সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিকে আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি আলোচিত হল। চিলিতে ডেমোক্রাটিক পার্টি বিভক্ত হয়ে যাবার পর এই পার্টি গঠিত হয়েছিল। কোনরকম বিতর্ক ছাড়াই চিলির সোস্যাল-ডেমোক্রাটদেরও আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত করা হল।

আলোচ্য বিষয়ের সপ্তম দফায় রাশিয়ার ইহুদীপন্থী (Zionist) সোস্যালিস্ট-দের[৮১] প্রশ্নটি আলোচিত হল। এ কথা তো সকলেই জানে যে, স্তুৎগার্ত কংগ্রেসের আগে এরা আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট এই মর্মে প্রস্তাব করেছিল যে, আন্তর্জাতিকের রুশ বিভাগের সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক উপ-বিভাগে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হোক। আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল, এবং যদিও তারা নিজেদের "ইহুদীপন্থী সোস্যালিস্ট" বলে থাকে তবু ইহুদীপন্থীদের সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার বিরুদ্ধে এক যুক্তিসম্মত প্রস্তাবই আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটি গ্রহণ করেছিল। ইহুদীপন্থী সোস্যালিস্টদের একজন প্রতিনিধি স্তুৎগার্তে আসলেন, সেখানে আমাদের উপ-বিভাগ তাঁকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করল, কিন্তু সোস্যালিস্ট-রিভলিউশনারীরা চুপ করে থাকল। স্বাভাবিকভাবে ইহুদীপন্থী সোস্যালিস্টরা কংগ্রেসে ঢুকতে পারল না, কেননা, নিয়মাবলী অনুযায়ী, জাতীয় বিভাগের সম্মতি পেলেই শুধু নতুন সদস্যদের আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত করা হয় (এবং যেখানে দুটি উপ-বিভাগের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয় সেখানে আন্তর্জাতিক ব্যুরোর চূড়ান্ত

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে)। ওরা নালিশ করল ব্যুবোর কাছে। ব্যুরো তখন একটা আপসমূলক প্রস্তাব গ্রহণ করল: তাতে বলা হল যে, ইহুদীপন্থী সোস্যালিস্টদের একজন প্রতিনিধিকে কংগ্রেস প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে, তবে তার **শুধু পরামর্শমূলক** ভোট থাকবে। এরপরে ইহুদীপন্থী সোস্যালিস্টরা আন্তর্জাতিকের সদস্য কিনা তা পরিষ্কারভাবে জানা দরকার। স্তুৎগাতে যেভাবে করা হয়েছিল ঠিক সেইভাবেই, ভি. অ্যাডলার ইহুদীপন্থী সোস্যালিস্টদের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ালেন এবং তিনি বিষয়টি স্থগিত রাখার বিরোধিতা করলেন—ইহুদীপন্থী সোস্যালিস্টরাই বিষয়টি স্থগিত রাখতে বলেছিল, তারা তার করে জানিয়েছিল যে, তারা আসতে পারবে না। ভি. অ্যাডলার বললেন, অনুপস্থিতি কখনো কখনো আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হয়ে দাঁড়ায়। আর একবার আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত স্মরণ করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে এবং দুটি রুশীয় উপ-বিভাগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইহুদীপন্থী সোস্যালিস্টদের আন্তর্জাতিকে আসন দিলে যে আন্তর্জাতিকের নিয়মাবলীই চূড়ান্তভাবে ভঙ্গ করা হবে তা দেখাবার উদ্দেশ্যেই আমি বক্তৃতা দিতে উঠলাম। রুভানোভিচ এবং এস. জে. এল পির (এস. জে. এল. পি—সোস্যালিস্ট ইহুদী লেবর পার্টি[৮২] স্তুৎগার্টে সোস্যালিস্ট-রিভলিউশনারীরা তাদের উপ-বিভাগের আসন দিয়েছিল) প্রতিনিধি জিৎলোভস্কি ইহুদীপন্থী সোস্যালিস্টদের আন্তর্জাতিকে প্রবেশ করতে না দেবার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আবেগপূর্ণ বক্তৃতা দিলেন; এই প্রশ্নে তাদের **ভোটদানে বিরত থাকার** কথাটি ছাড়া সোস্যালস্ট-বিভলিউশনারীদের **পার্টির** আর কোন সিদ্ধান্তের কথা **কিন্তু** রুভানোভিচ রিপোর্ট **করতে পারলেন না**; আর জিৎলোভস্কি স্পষ্টতঃই ইহুদীপন্থী সোস্যালিস্টদের অবশ্যম্ভাবী বহিষ্কারের কথা ভেবেই, **আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন** এবং বেশ মজাদার উৎসাহ নিয়ে তিনি এই যুক্তি দিলেন যে, ইহুদীপন্থী সোস্যালিস্টরা যদি স্থানিকপন্থী হয় তবে তাঁরাও, অর্থাৎ এস. জে. এল. পি.ও স্থানিকপন্থী। স্বভাবতঃই, এর থেকে যা দাঁড়াল তা ইহুদীপন্থী সোস্যালিস্টদের আন্তর্জাতিকে প্রবেশ করতে দেওয়া যে উচিত সে কথার স্বীকৃতি নয়, বরং এ কথাই শুধু সুস্পষ্ট হল যে, সোস্যালিস্ট-রিভলিউশনারীরা ছাড়া আন্তর্জাতিকে আর কেউ নেই যে এস. জে. এল. পি.র অন্তর্ভুক্তিতেও সম্মত হতে পারত। দ্বিতীয়বার বক্তৃতা দিতে উঠে আমি সুস্পষ্টভাবে রুবানোভিচের সেই পদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালাম যে পদ্ধতিতে তিনি **অন্য একটি** উপ-বিভাগের উপর ইহুদীপন্থীদের চাপিয়ে দিচ্ছেন, অথচ ইহুদীপন্থীদের অনুকূলে তাঁর নিজের উপ-

বিভাগের কোন সিদ্ধান্তই ঘোষণা করছেন না। পরিশেষে ব্যুরো সর্বসম্মতিক্রমে (শুধু দু'জন ভোটদানে বিরত থাকলেন : রুবানোভিচ আর ভ্যাইলান্ট) অ্যাডলারের প্রস্তাব গ্রহণ করল। সে প্রস্তাবে বলা হল :

"ব্যুরো ঘোষণা করছে যে, (পরামর্শমূলক ভোটসহ) ইহুদীপন্থীদের প্রবেশাধিকার শুধু স্তুৎগার্ত কংগ্রেসের মিটিংগুলিতেই প্রযোজ্য ছিল, ইহুদীপন্থীরা বর্তমানে আর আন্তর্জাতিক ব্যুরোর অন্তর্ভুক্ত নয়, এবং এখন পরবর্তী কাজ শুরু করা যাক।"

আলোচ্য বিষয়ের অষ্টম এবং শেষ দফায়, প্রায় কোনরূপ আলোচনার সূত্রপাত না করেই, আন্তর্জাতিক ব্যুরোতে ফরাসী সোস্যালিস্টদের প্রতিনিধিদের বিশেষ গঠন-ব্যবস্থাকে অনুমোদন করা হল। ফ্রান্স থেকে প্রতিনিধিদের একজন নিযুক্ত হলেন গুয়েজদ এবং ব্যুরোতে দ্বিতীয় ফরাসী ভোটটি দু'জন প্রতিনিধির মধ্যে, ভ্যাইলান্ট আর জরেসের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হল।

বেলজিয়ান প্রতিনিধি দ্য ব্রুকারে কর্তৃক উত্থাপিত তুরস্কের বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতি ঘোষণা করার নিম্নলিখিত প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হবার পরই ব্যুরোর বৈঠক শেষ হল :

"বৃহৎ শক্তিবর্গের সাহায্যে আব্দুল হামিদ তুরস্কে এতদিন যে ঘৃণ্য শাসনব্যবস্থা বজায় রেখেছিল তার পতনকে আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট ব্যুরো সানন্দে অভিনন্দন জানাচ্ছে ; নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্তা হবার যে সম্ভাবনা আজ তুর্কী সাম্রাজ্যের জনসাধারণের সম্মুখে উন্মুক্ত হয়েছে তাকে ব্যুরো স্বাগত জানাচ্ছে ; ব্যুরো স্বাগত জানাচ্ছে রাজনৈতিক স্বাধীনতার শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনকে যা জার্মান প্রলেতারিয়েতকে সারা দুনিয়ার প্রলেতারিয়েতের সাথে হাত মিলিয়ে নিজেদের শ্রেণী-সংগ্রাম পরিচালনা করতে সক্ষম করে তুলবে।"

১২ই অক্টোবর সোমবার এক আন্ত-পার্লামেন্টারী সম্মেলন বসল : আলোচ্য বিষয় ছিল তিনটি : (১) বিগত পার্লামেন্টারী অধিবেশন ; (২) ঔপনিবেশিক সংস্কার (ভ্যান কলের রিপোর্ট) এবং (৩) আন্ত-পার্লামেন্টারী ইউনিয়নের অভ্যন্তরে শান্তির জন্য সোস্যালিস্টদের কাজ (বেলজিয়ান এম. পি. লাফোনতেইনের রিপোর্ট), এর পরে চারটি প্রশ্ন আসল : (ক) (মালিকেরা যদি দেউলিয়া হয়ে

যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে) রাজমিস্ত্রি ও রাজমজুরদের মজুরি দেবার শর্ত কি হবে ; (খ) চিঠিপত্রের মাধ্যমে ভোটদানের ব্যবস্থা ; (গ) পার্লামেণ্টারী গ্রুপের সদস্যদের আর তাদের সেক্রেটারীদের নামের নতুন তালিকা এবং (ঘ) ডকুমেণ্ট প্রেরণের ব্যবস্থা।

স্তুৎগার্ত কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল যে, পার্লামেণ্টারী গ্রুপগুলির সেক্রেটারীদের গ্রুপের **লিখিত রিপোর্ট** আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট ব্যুরোর নিকট পেশ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান হচ্ছে—পার্নারস্টোরফারের প্রস্তাব অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করার মধ্যেই প্রথম আলোচ্য বিষয়ের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হল। শেষের দুটি "প্রশ্নের" আলোচনায় সংক্ষিপ্ত মত বিনিময় ঘটল এবং অনুরূপভাবেই পূর্বসিদ্ধান্ত স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল। প্রথম "প্রশ্ন" দুটির আলোচনাকালে এ সম্বন্ধে কয়েকজন সোস্যালিস্ট ডেপুটি যে তথ্য সরবরাহ করেছেন এবং তারা যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন সংক্ষেপে তার উল্লেখ করা হল। তাঁর নিজের প্রস্তাবানুযায়ী লাফোনতেইনের রিপোর্টের আলোচনা স্থগিত রাখা হল। এ সম্পর্কে, শান্তির জন্য বুর্জোয়া পার্লামেণ্টারী সম্মেলনগুলিতে সোস্যালিস্ট-দের অংশগ্রহণের বিরোধিতাই অস্ট্রীয়ান আর জার্মান প্রতিনিধিরা ঘোষণা করলেন। ওরকম সম্মেলনগুলিতে সুইডিস সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের অংশগ্রহণের স্বপক্ষে যুক্তির অবতারণা যে সব বিশেষ অবস্থা দিয়ে করা হয়েছিল, সুইডিস প্রতিনিধি ব্রান্টিং সেগুলির উল্লেখ করলেন। তাঁরই প্রস্তাবে শ্রমিকদের জন্য রাষ্ট্রবীমার প্রশ্নটি পরবর্তী আন্ত-পার্লামেণ্টারী সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হল—পরবর্তী ব্যুরো বৈঠক যখন বসবে তখনই এ সম্মেলন হবে।

আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে ঔপনিবেশিক সংস্কারের বিষয়টিই ছিল একমাত্র বিষয় যার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট করা হল এবং যা নিয়ে বেশ আকর্ষণীয় বিতর্কও হল। এ রিপোর্ট দিলেন ডাচ প্রতিনিধি ভ্যান কল—স্তুৎগার্তে ঔপনিবেশিক প্রশ্নে তিনি যে সুবিধাবাদী প্রস্তাব পেশ করেছিলেন তার জন্য তিনি কুখ্যাত। তাঁর প্রিয় "সদর্থক" সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক ঔপনিবেশিক কর্মসূচির ক্ষুদ্র ধারণাই তিনি চালাবার চেষ্টা করলেন, যদিও এবার তাঁর বক্তব্য পেশ করার পদ্ধতি কিছুটা বিভিন্ন ছিল। ঔপনিবেশিক কর্মনীতির বিরুদ্ধে সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের সংগ্রামের, ঔপনিবেশিক দস্যুবৃত্তির বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে প্রচারকার্যের, এবং উপনিবেশের জনগণের মধ্যে তাদের নিপীড়কদের প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার সংকল্প জাগিয়ে তোলার প্রশ্নগুলি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে, ভ্যান কল বর্তমান

ব্যবস্থায় আদায়ের উপযোগী ঔপনিবেশিক "সংস্কারের" একটি তালিকার উপরই তাঁর বক্তব্যকে কেন্দ্রীভূত করলেন। ঝানু ব্যুরোক্রাটের মতন বক্তৃতা দিয়ে তিনি একগাদা সমস্যার ফিরিস্তি দিলেন, জমিদারী প্রথা দিয়ে শুরু করে তিনি শেষ করলেন স্কুলের কথা, শিল্পে উৎসাহদানের কথা, কারাগারের কথা ইত্যাদি বলে। তিনি বিশেষ জোর দিয়ে বললেন যে, আজিকার দিনে আরো বেশী বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন, তথ্যের যথার্থ মূল্যবিচার করে দেখতে হবে, দৃষ্টান্ত দেখাতে হবে, মনে রাখতে হবে যে, সার্বজনীন ভোটাধিকার সবসময়েই অসভ্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপনিবেশে কারাগারের পরিবর্তে বাধ্যতামূলক শ্রমের ব্যবস্থা প্রবর্তনের সাথে একমত না হয়ে আমরা পারি না, ইত্যাদি। সমগ্র রিপোর্টটি পেটি-বুর্জোয়া—আরো নিকৃষ্ট—আমলাতান্ত্রিক, সংস্কারবাদের ভাবধারায় ভরা এবং এর মধ্যে প্রলেতারীয় শ্রেণীসংগ্রামের ভাবধারার কোন চিহ্ন নেই। উপসংহারে তিনি ঔপনিবেশিক প্রশ্ন সম্পর্কে সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক কর্মসূচি রচনার জন্য প্রধান পাঁচটি ঔপনিবেশিক শক্তির দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিশন নির্বাচিত করবার প্রস্তাব করলেন।

আমাদের একটি মাত্র সাধারণ কর্মসূচি থাকা উচিত কিনা, সেটি যে গতানুগতিক কর্মনীতি হয়ে দাঁড়াবে না সে সম্বন্ধে কিছু বলা যায় কিনা ইত্যাদি—বিস্তৃত কথা নিয়ে ভ্যান কলের সাথে তর্ক করতে গিয়ে জার্মান প্রতিনিধিদলের মোলকেনব্যুর এবং কয়েকজন বেলজিয়ান তাঁকেই অনুসরণ করবার চেষ্টা করলেন। এতে বিশেষভাবে ভ্যান কলেরই সুবিধা হয়ে গেল, কেননা সমগ্র জিনিসটিকে "ব্যবহারিক" সমস্যায় পর্যবসিত করাই এবং স্টুৎগার্তে যে মতপার্থক্য দেখা গিয়েছিল "কার্যতঃ" সে মতপার্থক্য যে অনেক কম ছিল সেকথা প্রমাণ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু কাউৎস্কি এবং লেদেবুর মূলনীতির সমর্থনে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ালেন এবং ভ্যান কলের সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গির মূলে যে অসারতা রয়েছে তাকেই তাঁরা আক্রমণ করলেন। কাউৎস্কি দেখালেন যে, যেহেতু ভ্যান কল বিশ্বাস করেন যে, সার্বজনীন ভোটাধিকার, এমনকি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেও, প্রযোজ্য নয়, সেহেতু মোটের উপর তিনি উপনিবেশে স্বৈরতন্ত্রকেই স্বীকার করে নিয়েছেন, কারণ তিনি আর কোনো রকম ভোটাধিকার ব্যবস্থার কথা বলেননি এবং বলতে পারতেনও না। লেদেবুর বললেন যে, ভ্যান কল বাধ্যতামূলক শ্রম আদায়ের নীতি চালিয়ে যেতে দেবেন, অর্থাৎ হাজার রকম অজুহাত দেখিয়ে ঔপনিবেশিক দাসত্ব ব্যবস্থা বজায় রাখার বুর্জোয়া কর্মনীতির জন্যই তিনি পথ প্রশস্ত করে

দেবেন। ভ্যান কল অত্যন্ত দৃঢ়ভাবেই নিজের মত সমর্থন করলেন কিন্তু তা বিশেষ কার্যকরী হল না। যেমন তিনি প্রমাণ করবার চেষ্টা করলেন যে, কোনো কোনো সময় জোর করে শ্রম আদায় করাও সম্পূর্ণভাবে অপরিহার্য ছিল, এবং "এ রকম অবস্থা তিনি স্বয়ং জাভায় দেখেছিলেন" ; তিনি এ কথাও প্রমাণ করবার চেষ্টা করলেন যে, ভোটের পদ্ধতি সম্পর্কে পাপুয়ার অধিবাসীদের কোনো রকম ধারণাই ছিল না এবং সময় সময় নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারিত হত কুসংস্কার বা মদের প্রভাবের দ্বারা এবং এরকম আরো অনেক কিছুই তিনি দেখাবার চেষ্টা করলেন। কাউৎস্কি এবং লেদেবুর এই সব যুক্তিকে বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দিলেন এবং তাঁ[illegible] বশেষ জোর দিয়ে বললেন যে, আমাদের সাধারণ গণতান্ত্রিক কর্মসূচি উপনিবেশসমূহে সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য। তাঁরা একথাও বললেন যে, আজিকার দিনে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে উপনিবেশসমূহেও ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের উপর প্রধান জোর দেওয়া। "শিক্ষিত" ক্যাথলিকদের কুসংস্কার কি অসভ্যদের কুসংস্কারের চেয়ে কোন অংশে উন্নত ?—এ প্রশ্ন লেদেবুর জিজ্ঞাসা করলেন। কাউৎস্কি ঘোষণা করলেন যে, পার্লামেণ্টারী ও প্রতিনিধিমূলক ব্যবস্থা সবসময়ে প্রযোজ্য না হলেও গণতন্ত্র সবসময়েই প্রযোজ্য এবং গণতন্ত্র থেকে যে কোনো বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা সর্বদাই আমাদের দায়িত্ব। এই বিতর্কের মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল বিপ্লবী সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের দৃষ্টিভঙ্গি আর সুবিধাবাদী সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের দৃষ্টিভঙ্গি। এবং ভ্যান কল বুঝলেন যে তাঁর প্রস্তাবকে নিঃসন্দেহে "বেশ জাকজমক করেই সমাধি দেওয়া হবে"। তাই তিনি তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

প্রলেতারী (Proletary) ৩৭নং ১৫ খণ্ড, ২০৯-২৩ পৃঃ
অক্টোবর ১৬(২৯), ১৯০৮
স্বাক্ষর : এন. লেনিন।

আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট ব্যুরোর একাদশ বৈঠক

নতুন স্টাইলের ৭ই নভেম্বর তারিখে ব্রুসেলসে আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট ব্যুরোর একাদশ বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে যে রীতি চলে আসছে সেই রীতি অনুযায়ী ব্যুরোর বৈঠকের আগেই বিভিন্ন দেশের সোস্যালিস্ট সাংবাদিকদের এক সম্মেলন হল—সেই সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের সোস্যালিস্ট দৈনিক পত্রিকাগুলির পরস্পরের মধ্যে আরও বেশী নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপনের বিষয় সম্পর্কে কয়েকটি বাস্তব প্রশ্ন আলোচিত হল।

আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট ব্যুরোর বৈঠকের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে ছোটখাটো সাময়িক বিষয়গুলি ছাড়াও দুটি প্রধান বিষয় ছিল: প্রথমত ১৯১০ সালে কোপেনহেগেনে আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট কংগ্রেসের আসন্ন অধিবেশন, এবং দ্বিতীয়ত ডাচ পার্টি দুভাগে বিভক্ত হয়ে যাবার ঘটনা।

প্রথম বিষয়টির আলোচনায় প্রথমেই কংগ্রেসের অধিবেশনের তারিখ নতুন স্টাইলের ২৮শে আগস্ট থেকে ৩রা সেপ্টেম্বর স্থির করা হল। কংগ্রেসের অধিবেশনের স্থান সম্পর্কে যে প্রশ্নটি উঠল সেটি হল যে, রাশিয়ান সোস্যালিস্টরা অবাধে কোপেনহেগেনে প্রবেশ করতে পারবে কি না। ডেনিস সোস্যালিস্টদের প্রতিনিধি লুডসেন এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বললেন যে, ডেনিস সরকারের মতিগতি সম্বন্ধে তাঁরা যে-সব সংবাদ পেয়েছেন এবং যে-সব ঘটনা তাঁরা জানতে পেরেছেন তাতে এ রকম আভাসই পাওয়া গেছে যে, কংগ্রেসে যে সব রাশিয়ান প্রতিনিধি আসবেন পুলিস তাদের হয়রানি করবে না। কংগ্রেস আরম্ভ হবার পূর্বে যদি ঘটনা অন্যরকম দাড়ায় তাহলে কংগ্রেসের স্থান পরিবর্তনের জন্য আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট ব্যুরো নিশ্চয়ই যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।

কোপেনহেগেন কংগ্রেসে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হবে বলে স্থির হল: (১) সমবায় আন্দোলন; (২) বড় বড় ধর্মঘটের প্রতি আন্তর্জাতিক

সমর্থন সংগঠিত করার ব্যবস্থা ; (৩) বেকারী ; (৪) নিরস্ত্রীকরণ এবং আন্তর্জাতিক বিরোধের সালিসী ; (৫) বিভিন্ন দেশে শ্রম সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের ফল এবং আন্তর্জাতিকভাবে এই আইন প্রণয়নের প্রশ্ন, বিশেষ করে আটঘণ্টা কাজের প্রশ্ন ; (৬) জাতীয় পার্টিগুলি আর আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট ব্যুরোর মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন ; (৭) মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থার অবসান।

গোড়াতেই পরিকল্পনা করা হয়েছিল যে, কৃষির প্রশ্নটি আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ভ্যাইল্যান্ট এবং মোলকেনবুর এর বিরোধিতা করলেন—তাঁদের ধারণা হয়েছিল যে, জাতীয় পার্টিগুলির কংগ্রেসে কংগ্রেসে আরও বিস্তৃতভাবে বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখার পূর্বে আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে এই বিষয়টি আলোচনা করা বেশ কষ্টসাধ্য হবে। শেষে এই অভিলাষই ব্যক্ত হল যে, ১৯১৩ সালের আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে যাতে প্রশ্নটি তোলা যায় তার জন্য জাতীয় পার্টিগুলির কংগ্রেসে কংগ্রেসে এই বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচনা করতে হবে।

আধুনিককালের বৃহত্তম সাধারণ ধর্মঘটগুলির একটি যারা সংগঠিত করেছে সেই সুইডিস শ্রমিকদের প্রতি এবং স্পেনের সরকারের সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে যারা বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম পরিচালনা করেছে সেই স্পেনীয় শ্রমিকদের প্রতি সারা দুনিয়ার শ্রমিকদের সহানুভূতি ও সমর্থন জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হল : প্রস্তাব গৃহীত হল রাশিয়ার জারতন্ত্র এবং স্পেনের, রুমানিয়ার ও মেক্সিকোর সরকার যে নৃশংস অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে। এরপরে আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট ব্যুরো আলোচ্য বিষয়ের অন্যতম প্রধান বিষয়টির, অর্থাৎ হল্যাণ্ডে পার্টির দ্বিধা-বিভক্ত হওয়ার বিষয়টির আলোচনা শুরু করল।

হল্যাণ্ডের সোস্যালিস্ট পার্টিতে সুবিধাবাদী আর মার্কসবাদীদের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম চলছিল। কৃষি-সংক্রান্ত প্রশ্নে সুবিধাবাদীরা কর্মসূচির সেই ধারাটি সমর্থন করল যেখানে গ্রামের শ্রমিকদের জমি দেবার দাবি জানানো হয়েছিল। মার্কসবাদীরা এই ধারাটির (যার সমর্থনে দাঁড়িয়েছিল সুবিধাবাদীদের নেতা ত্রোয়েলস্ত্রা) বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রাম চালিয়েছিল এবং তারই ফলে ১৯০৫ সালে এই ধারাটা বাতিল করে দেওয়া হয়। এরপরে সুবিধাবাদীরা ডাচ শ্রমিকদের মধ্যে যারা ধর্মমনোভাবাপন্ন তাদের উপর ভর করল এবং স্কুলে ধর্মশিক্ষা দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে সাহায্য নির্দিষ্ট করার দাবি সমর্থন করতেও তারা দ্বিধা করল না। এর বিরুদ্ধে মার্কসবাদীরা প্রচণ্ড সংগ্রাম

চালাল। ত্রোয়েলস্ত্রার নেতৃত্বে পরিচালিত সুবিধাবাদীরা সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্লামেণ্টারী গ্রুপকে পার্টির বিরুদ্ধে লাগাল এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাধা সৃষ্টি করল। সুবিধাবাদীবা লিবারেলদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখার এবং তাদের সোস্যালিস্ট সমর্থন দেবার কর্মনীতি অনুসরণ করে চলল (স্বভাবতঃই, তারা নিজেদের কার্যকলাপকে এই বলে "সমর্থন" করল যে লিবাবেলরা যে-সব সামাজিক সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল·· ···কিন্তু কার্যকর করেনি সেই সব সামাজিক সংস্কার আদায় করাই তাদের লক্ষ্য)। সুবিধাবাদীরা ডাচ সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির পুরাতন কর্মসূচি, অর্থাৎ মার্কসীয় কর্মসূচি সংশোধন করতে আরম্ভ করল এবং প্রসঙ্গত তারা এই সংশোধনের জন্য নতুন নতুন থিসিস তৈরী করল যেমন "পতনের থিওরী" বর্জন করার থিসিস (বার্নস্টাইনের সেই সুপরিচিত ধারণা) অথবা এ-রকম প্রস্তাব যার মূল কথা হচ্ছে যে, কর্মসূচি স্বীকার করাব অর্থ হল যে, মার্কসের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদই পার্টি সদস্যরা স্বীকার করতে বাধ্য, "মার্কসেব দার্শনিক মতবাদ" মানতে তারা বাধ্য নয়। এই চিন্তাধারার বিরুদ্ধে মার্কসবাদীদের সংগ্রাম দিনের পর দিন তীব্রতর হতে থাকল। পার্টির কেন্দ্রীয় পত্রিকা থেকে যখন তারা বেরিয়ে আসতে বাধ্য হল তখন মার্কসবাদীরা (সুপরিচিত লেখিকা রোল্যাণ্ড-হোল্স্ট, এবং পরে গোরটাব, পান্নেকোয়েক এবং আরও অনেকে এদেব সাথে ছিলেন) De Tribune নামে তাদের নিজেদের কাগজ বের করল। এই পত্রিকাটির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে জঘন্যতম পন্থা অবলম্বন করতেও ত্রোয়েলস্ত্রা দ্বিধা করলেন না—তিনি মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন করলেন যে তারা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে "বহিষ্কাব" করতে চায় ; ডাচ শ্রমিকদের মধ্যে যারা পেটিবুর্জোয়া মনোভাবাপন্ন তাদের তিনি মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে এই বলে উত্তেজিত করলেন যে. মার্কসবাদীরা হচ্ছে "হৈচৈপূর্ণ কলহ সৃষ্টিকারী", তারা হচ্ছে তর্কশাস্ত্রবিলাসী, তারা হচ্ছে শান্তিনষ্টকারী। এর ফলে পার্টির এক বিশেষ কংগ্রেস বসলো ডেভেণ্টারে (১৯০৯ সালের ১৩ই ও ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে)। সে কংগ্রেসে ত্রোয়েলস্ত্রাব সমর্থকেরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ—সেখানে "De Tribune" পত্রিকাটি **বন্ধ করে দেওয়ার** সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো এবং তার জায়গায় পার্টির সুবিধাবাদী কেন্দ্রীয় মুখপত্রের একটি "ক্রোড়পত্র" বের করবার সিদ্ধান্ত করা হল। স্বভাবতঃই Tribune পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী (রোল্যাণ্ড হোল্স্ট ছাড়া অবশ্য, তিনি দুর্ভাগ্যবশতঃ চরম আপসের মনোভাবই

গ্রহণ করেছিলেন) এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারলেন না **এবং তাঁরা পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হলেন।**

ফলে পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। ত্রোয়েলস্ত্রা আর ভ্যান কলের (স্তুৎগার্ডে ঔপনিবেশিক প্রশ্নে নিজের সুবিধাবাদী বক্তব্যের জন্য যিনি "খ্যাত" হয়ে আছেন) নেতৃত্বে পরিচালিত সেই পুরানো, সুবিধাবাদী পার্টিই সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টি (এস. ডি. এ. পি.) নামে অভিহিত হ'তে থাকল। খুব কম সদস্য নিয়ে গঠিত নতুন মার্কসবাদী পার্টি সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি (এস. ডি. পি.) এই নাম গ্রহণ করল।

হল্যাণ্ডে পার্টির মধ্যে ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট ব্যুরোর কার্যকরী কমিটি মধ্যস্থতা করবার চেষ্টা করল কিন্তু সে কাজে তারা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থই হল : তারা বিষয়টি বিচার করল আনুষ্ঠানিকভাবে এবং স্পষ্টভাবেই তারা সুবিধাবাদীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করল এবং পার্টি দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যাবার জন্য মার্কসবাদীদের উপরই তারা দোষারোপ করল। নতুন পার্টিকে আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত করবার জন্য মার্কসবাদীরা যে অনুরোধ জানাল তা আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট ব্যুরোর কার্যকরী কমিটি কর্তৃক অগ্রাহ্য হল।

১৯০৯ সালের ৭ই নভেম্বর তারিখের মিটিং-এ সোস্যালিস্ট আন্তর্জাতিক ব্যুরো ডাচ মার্কসবাদীদের আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত করার প্রশ্নটি আলোচনা করল। দেখা গেল যে, সাধারণভাবে সকলেই চান বিষয়টির সারমর্ম সম্বন্ধে বিতর্ক এড়িয়ে যেতে এবং বিষয়টিকে বিচার-পদ্ধতির ধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে অর্থাৎ সকলেই চান কোনো বিশেষ উপায়ে বিষয়টি আলোচনা করতে এবং বিরোধ মিটাবার একটা উপায় সুপারিশ করতে, যদিও, অবশ্য, বিষয়টির **সারমর্ম**, হল্যাণ্ডে দুটি ঝোঁকের মধ্যে যে সংগ্রাম তার **সারমর্ম** ব্যুরোর অধিকাংশ সদস্যের কাছেই সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

শেষকালে দুটি ঝোঁকের পক্ষ থেকেই দুটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হল : মার্কসবাদীদের সমর্থনে সিঙ্গার, আর তাদের বিরুদ্ধে অ্যাডলার নিজ নিজ প্রস্তাব পেশ করলেন। সিঙ্গারের প্রস্তাবে বলা হল :

"আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট ব্যুরো প্রস্তাব করছে : হল্যাণ্ডে যে পার্টি গঠিত হয়েছে এবং যার নাম হচ্ছে "নতুন সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি" (ভুল নাম বলা হয়েছে, এটি হবে সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি) সেই পার্টিকে আন্তর্জাতিক

সোস্যালিস্ট কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত করা হবে, কেননা এই পার্টি আন্তর্জাতিকের নিয়মাবলীতে বর্ণিত শর্তাবলী পূরণ করছে। ডাচ কমরেডরা নিজেরা যদি এই বিরোধের কোনো মীমাংসা না করেন তাহলে ব্যুরোর কাছে এই পার্টির প্রতিনিধিব অংশ গ্রহণের ব্যাপারটি আর কংগ্রেসে এই পার্টির ভোট সংখ্যাই বা কত থাকা উচিত সে বিষয়টি সম্বন্ধে কোপেনহেগেন কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।”

প্রস্তাবের এই বয়ান থেকে এ কথাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, সিঙ্গার আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রশ্নটির মীমাংসার পথ পরিত্যাগ করেননি; সেইজন্যই তিনি বিষয়টির চূডান্ত সিদ্ধান্তের ভার আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের ডাচ বিভাগের হাতেই ছেডে দিয়েছিলেন. কিন্তু তিনি আন্তর্জাতিক কর্তৃক হল্যাণ্ডেব মার্কসবাদী পার্টিকে স্বীকৃতিদানের বিষয়টির উপর পরিষ্কাবভাবেই বিশেষ জোব দিয়েছিলেন। অ্যাডলার কিন্তু একেবারে উল্টো কথা বলতে সাহসী হলেন না: আন্তর্জাতিকের সদস্য হিসাবে ডাচ মার্কসবাদীদের স্বীকাব করে নিতে তিনি যে অস্বীকার করছেন, তাও ঘোষণা কবতে তিনি সাহসী হলেন না; কিংবা মার্কসবাদীদের আবেদন যাবা সরাসরি প্রত্যাখ্যান কবেছেন সেই কার্যকবী কমিটির দৃষ্টিভঙ্গির সাথে নিজের মতের যে মিল আছে সে কথা ঘোষণা কবতেও তিনি সাহস করলেন না। অ্যাডলার নিম্নলিখিত প্রস্তাব উত্থাপন করলেন: “এস. ডি পি'র অনুরোধ ডাচ-বিভাগে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। এই বিভাগে যদি এ বিষয়ে কোন মতৈক্য না হয় তাহলে ব্যুবোব কাছে আবেদন কবা হবে।” সিঙ্গারের প্রস্তাবের মতনই এখানেও সেই একই আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির কথা ধ্বনিত হল, কিন্তু প্রস্তাবের বযানে এ কথাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে এ প্রস্তাবের সহানুভূতি বযেছে সুবিধাবাদীদের দিকে, কেননা মার্কসবাদীদের আন্তর্জাতিকের সদস্য হিসাবে স্বীকাব করে নেওয়াব কোন কথাই এতে বলা হয়নি। প্রস্তাব দুটির উপর ভোট গ্রহণের ঠিক পবেই এ কথা পরিষ্কাব হয়ে গেল যে প্রত্যেকটি প্রস্তাবের মূলনীতি কি তা ব্যুরোব সদস্যরা সম্পূর্ণভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। সিঙ্গারের প্রস্তাবেব পক্ষে ভোট পড়ল ১১টি, ফ্রান্সের ২টি, জার্মানিব ২টি, ব্রিটেনের (এস. ডি.র ১টি, আর্জেন্টিনার ২টি, বুলগেরিয়ার ১টি, রাশিয়ার (এস. ডি.র) ১টি, পোল্যাণ্ডের (এস. ডি.র) ১টি এবং আমেরিকাব (সোস্যালিস্ট লেবর পার্টির) ১টি। আর অ্যাডলারের প্রস্তাবের পক্ষে ভোট পড়ল ১৬টি: ব্রিটেনের (ইণ্ডিপেনডেন্ট লেবর পার্টির) ১টি, ডেনমার্কের ২টি, বেলজিয়ামের ২টি, অস্ট্রিয়ার

২টি, হাঙ্গেরীর ২টি, পোল্যাণ্ডের (পি. এস. পি'র) ১টি. রাশিয়ার (সোস্যালিস্ট রিভলিউসনারীদের) ১টি, আমেরিকার (সোস্যালিস্ট) ১টি, হল্যাণ্ডের ২টি (ভ্যান কল আর ত্রোয়েলস্ত্রা !) এবং সুইডেনের ২টি।

জার্মান বিপ্লবী সোস্যাল-ডেমেক্রাটদের মুখপাত্র Leipziger Volkszeitung (২৫৯ সংখ্যা).[৮৩] সঠিকভাবেই লিখেছিল যে, আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট ব্যুরোর এই প্রস্তাব দুঃখজনক। পত্রিকাটি উপসংহারে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গতভাবেই দাবি করেছিল : "কোপেনহেগেনে প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকের এই প্রস্তাব পুনর্বিবেচনা করে দেখা উচিত।" ঐরকম একই ঝোঁকের আর একটি পত্রিকা Bremer Bürger-Zeitung [৮৪] ১৯০৯ সালের ৭ই নভেম্বর তারিখে লিখেছিল : "সব রঙের ঝিকমিকি দেখিয়ে আাদ্লার আন্তর্জাতিক সুবিধাবাদের মুখপাত্র হিসাবেই কাজ করছেন।" "সুবিধাবাদী জগাখিচুড়ির (sammelsurium) সমাবেশ আর তাদের সমর্থনেই" তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল।

এই খাঁটি কথাগুলির সাথে আমরা. রাশিয়ান সোস্যাল-ডেমোক্রাটরা শুধু এই কথাই যোগ করতে পারি যে, সোস্যালিস্ট রিভলিউসনারীরা, অবশ্য তাড়াতাড়ি গিয়ে হাত মিলাল সুবিধাবাদীদের মধ্যে—পি. এস. পি'র সাথে।

আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট ব্যুরোর অধিবেশনের পর, ১৯০৯ সালের ৮ই নভেম্বর তারিখে ব্রুসেলসে আন্তঃপার্লামেণ্টারী সোস্যালিস্ট কমিশনের অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের সোস্যালিস্ট পার্লামেণ্টারী গ্রুপগুলির সদস্যদের চতুর্থ বৈঠক বসল। . মোটের উপর এই গ্রুপগুলিতে অনেক দেশেরই প্রতিনিধি ছিল না (ডুমাতে রাশিয়ান সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক যে গ্রুপ আছে তার কোন প্রতিনিধিই এতে ছিল না)। শ্রমিকদের বৃদ্ধ বয়সের জীবন বীমা, বিভিন্ন দেশে আইন প্রণয়নের অবস্থা, পার্লামেণ্টে শ্রমিকদের প্রতিনিধিরা যে সব বিল উত্থাপন করেছিল ইত্যাদি সম্পর্কে প্রতিনিধিদের মধ্যে সংবাদ আদান প্রদান করা হল। Neue Zeit[৮৫] পত্রিকায় প্রকাশিত নিজের এক প্রবন্ধের ভিত্তিতে মোলকেনবুর যে রিপোর্ট করলেন সেটাই ছিল সেরা রিপোর্ট।

স্যোৎসিয়াল-ডেমোক্রাট (Sotsial Demokrat) ১৬ খণ্ড
১০নং সংখ্যা. ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯০৯ পৃঃ ১২২—২৬
(৬ই জানুয়ারি, ১৯১০)

কোপেনহেগেনে আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট কংগ্রেসে সমবায় সমিতিগুলির প্রশ্ন

হেডিংএ বর্ণিত প্রশ্নটি সম্বন্ধে কংগ্রেসের আলোচনার ধারা সম্বন্ধে বিবরণ দেওয়া এবং সেখানে সোস্যালিস্ট চিন্তাধারায় বিভিন্ন ঝোঁকের যে সংঘাত দেখা দিয়েছিল তার বর্ণনা দেওয়ার মধ্যেই আমি বর্তমান প্রবন্ধে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই।

কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্বেই সমবায় সমিতি সম্পর্কে তিনটি খসড়া প্রস্তাব প্রকাশিত হয়েছিল। যারা সমবায় সমিতিগুলিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ সংস্থা হিসাবে, সামাজিক সমস্যা সমাধানের উপায় হিসাবে মনে করে থাকে তাদের থিওরীর বিরুদ্ধে সোস্যালিস্ট শ্রমিকদের সতর্ক করে দেওয়ার কথা দিয়েই শুরু হয়েছিল বেলজিয়ান খসড়া প্রস্তাবের বক্তব্য (Periodical Bulletin of the International Socialist Bureau—আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট ব্যুরোর সাময়িক বুলেটিনের ৫ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য—এ বুলেটিন আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের তিনটি ভাষায় অনিয়মিত-ভাবে বের হচ্ছে)। তাছাড়া, সমবায় সমিতিগুলিকে নিজেদের শ্রেণী-সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করলে যে, শ্রমিকশ্রেণী বিরাটভাবে লাভবান হতে পারে সে কথা স্বীকার করে নিয়েই বেলজিয়ান পার্টির খসড়া প্রস্তাবে সমবায় সমিতিগুলি থেকে যে সব প্রত্যক্ষ সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে সেগুলি দেখানো হল (ব্যবসাদারী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, শিল্পজাত দ্রব্যাদির বণ্টন-প্রণালীর ব্যবসায় নিযুক্ত শ্রমিকদের কাজের অবস্থার উন্নতি ইত্যাদি) এবং দাবি করা হল যে, সোস্যালিস্ট পার্টিগুলি আর সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে 'সাংগঠনিক ও আরো বেশী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা হোক।

ফরাসী সোস্যালিস্ট পার্টির সংখ্যাগুরু অংশের পক্ষ থেকে যে খসড়া প্রস্তাব পেশ করা হল তা রচিত হয়েছিল জরেসের চিন্তাধারা অনুযায়ী। সমবায়

সমিতিগুলির উচ্চ প্রশংসা করা হল এবং—বুর্জোয়া সংস্কারবাদীরা এগুলিকে যেভাবে দেখে থাকে ঠিক সেইভাবেই—এগুলিকে "সামাজিক পরিবর্তনের" "অপরিহার্য" অঙ্গ হিসাবে দেখানো হল। সমবায় সমিতিগুলিকে বিভিন্ন ব্যক্তির সংস্থা থেকে সংস্থাসমূহের সাধারণ ফেডারেশনে রূপান্তরিত করা সম্পর্কে অস্পষ্ট বাক্যাংশও প্রস্তাবে দেখা গেল। প্রলেতারিয়েতদের সমবায় সমিতিগুলিকে (কৃষিক্ষেত্রে) ছোট ছোট মালিকদের সমবায় সমিতিগুলির সাথে মিশিয়ে ফেলা হল। প্রচার করা হল সমবায় সমিতিগুলির নিরপেক্ষতা এবং সোস্যালিস্ট পার্টির প্রতি যদি কোন রকম বাধ্যতামূলক দায়-দায়িত্ব এগুলির উপর আরোপ করা হয় তাহলে এগুলির যে ক্ষতি করা হবে তারই এক চিত্র সকলের সামনে তুলে ধরা হল।

সর্বশেষে, ফরাসী সোস্যালিস্টদের সংখ্যালঘুদের পক্ষ থেকে যে খসড়া প্রস্তাব (গুয়েজদপন্থীদের খসড়া) পেশ করা হল তাতে জোরালোভাবেই এ কথা ঘোষণা করা হল যে, সমবায় সমিতিগুলি তাদের নিজ নিজ রূপে আদৌ কোন শ্রেণীসংগঠন নয় (যেমন ট্রেডইউনিয়নগুলি হচ্ছে এক একটি শ্রেণীসংগঠন) এবং এগুলিকে যেভাবে ব্যবহার করা হয় তা দিয়েই এগুলির গুরুত্ব নির্ধারিত হয়। সমবায় সমিতিগুলিতে দলে দলে যোগদান করে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে নিজেদের সংগ্রামে শ্রমিকেরা এ থেকে কিছুটা সুযোগ সুবিধা পেতে পারে, বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার দ্বন্দ্বগুলির অবসান করার পর যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলতে হবে তার প্রকৃতির একটি প্রাথমিক ধারণা শ্রমিকেরা এই সমবায় সমিতিগুলি থেকে পাবে। সেই জন্যই এই খসড়া প্রস্তাবে সমবায় সমিতিগুলির সীমাবদ্ধ গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া হল এবং প্রলেতারিয়েতদের সমবায় সমিতিগুলিকে সাহায্য করবার জন্য সোস্যালিস্ট পার্টিগুলির নিকট আহ্বান জানানো হল ; সমবায় সমিতিগুলি সম্পর্কে যে মোহ সৃষ্টি করা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে এই প্রস্তাবে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হল এবং এই মর্মে সুপারিশ করা হল যে, সমবায় সমিতিগুলির অভ্যন্তরে এক দৃঢ় সোস্যালিস্ট ফ্রন্ট গড়ে তুলতে হবে ; সেই সোস্যালিস্ট ফ্রন্টের লক্ষ্য হবে জনগণের নিকট তাদের প্রকৃত করণীয় কাজ কি তা ব্যাখ্যা করা—সে কাজ হল: রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করা এবং উৎপাদন ও বিনিময়ের উপায়গুলিকে সাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত করা।

স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে যে এই প্রস্তাবে দুটি মৌলিক কর্মধারাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে: একটি হল প্রলেতারীয় শ্রেণীসংগ্রামের কর্মধারা, এই সংগ্রামের

অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে, এই সংগ্রামের অন্যতম সাহায্যকারী উপায় হিসাবে এই সংগ্রামের জন্যই সমবায় সমিতিগুলির মূল্যের স্বীকৃতি, আর যে অবস্থায় শুধু ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান হিসাবে না থেকে সমবায় সমিতিগুলি সত্যসত্যই এই ভূমিকা পালন করতে পারবে তার যথাযথ বর্ণনা। দ্বিতীয়টি হল একটি পেটি-বুর্জোয়া কর্মধারা যা প্রলেতারীয় শ্রেণী-সংগ্রামে সমবায় সমিতিগুলির ভূমিকাকে ম্লান করে দেয়, এই সংগ্রামের সীমারেখারও বাইরে সমবায় সমিতিগুলির গুরুত্বকে বিস্তৃত করে (অর্থাৎ সমবায় সমিতিগুলি সম্পর্কে প্রলেতারিয়েতদের অভিমত আর মালিকদের অভিমতকে গুলিয়ে ফেলে), এবং এমন সব সাধারণ কথায় সমবায় সমিতির লক্ষ্যের বর্ণনা দেয় যেগুলি বুর্জোয়া সংস্কারবাদীদের কাছে, ছোট ও বড, প্রগতিশীল মালিকদের এইসব চিন্তাশীল ব্যক্তিদেব কাছেও গ্রহণযোগ্য।

পূর্ব থেকেই বচিত তিনটি খসড়া প্রস্তাবের মধ্য থেকে শুধু উপরে বর্ণিত দুটি কর্মধারাই **বেরিয়ে আসল**; দুর্ভাগ্যবশতঃ এই দুটি কর্মধারা কিন্তু পরিষ্কারভাবে, সুনির্দিষ্টভাবে এবং তীব্রভাবে পরস্পর-বিরোধী এমন **দুটি ঝোঁক** হিসাবে দেখা দিল না, যাদের মধ্যে সংগ্রামের ফলে বিষযটি সম্বন্ধে একটি স্থির সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়। এবং এজন্যই কংগ্রেসের আলোচনাব ধাবা ছিল অসমান, বিশৃঙ্খল এবং আপাতদৃষ্টিতে স্বতঃস্ফূর্ত। প্রতিটি মিনিটেই মতবিরোধ "দেখা দিতে লাগল" এবং মতবিরোধগুলিব সম্পূর্ণভাবে দূর কবাও হল না এবং এর ফলে যে প্রস্তাব রচিত হল তাতে চিন্তাধারার বিশৃঙ্খলাই প্রতিফলিত হল এবং সোস্যালিস্ট পার্টিগুলির কংগ্রেসের প্রস্তাবে যে কথা থাকতে পারত এবং যা থাকা উচিত ছিল তা গৃহীত প্রস্তাবেব মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেল না।

সমবায় সমিতি সম্পর্কিত কমিশনে তক্ষনি দুটি ঝোঁক সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। এর ভিতব একটি হল জরেস-এলম্ ঝোঁক। সমবায় কমিশনে চারজন জার্মান প্রতিনিধির মধ্যে এলম্ ছিলেন একজন, এবং জার্মানদের প্রতিনিধি হিসাবেই তিনি সুস্পষ্টভাবে সুবিধাবাদী চিন্তাধারার দৃষ্টিকোণ থেকে বক্তৃতা করলেন। অপরটি হল বেলজিয়ান ঝোঁক। সালিস বা বিবাদের আপস-মীমাংসাকারী হিসাবে দেখা দিলেন অস্ট্রীয়ার কর্পিলিস তিনি ছিলেন অস্ট্রীয়ান সমবায় আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট নেতা; সুনিশ্চিতভাবে নীতিসম্মত কোন কর্মধারার সমর্থনে তিনি দাঁড়ালেন না, কিন্তু (বরং: "কিন্তু" নয়, যেহেতু তিনি কোন নীতিসম্মত কর্মধারা সমর্থন করেন নি সেই হেতু) তিনি হামেশাই সুবিধাবাদীদের দিকে ঝুঁকে পডলেন। জরেস আর এল্‌মের সাথে তর্ক করেছিলেন বেলজিয়ান

প্রতিনিধিরা। আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে প্রলেতারীয় আর পেটিবুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যে বিবোধ রয়েছে এবং এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা যে সম্ভব নয়, সে সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা দ্বারা উৎসাহিত হয়ে তাঁরা ঐ তর্ক শুরু করেননি, তাঁরা তর্ক শুরু করেছিলেন সমবায় সম্পর্কে খাঁটি প্রলেতারীয় দৃষ্টিভঙ্গির সহজাত বৃত্তির দ্বারা উৎসাহিত হয়ে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যেতে পারে যে এই জন্যই (সমবায় কমিশনের চেয়ারম্যান) আনসিলি কমিশনে সমবায় সমিতিগুলির নিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে, এগুলির গুরুত্বের অতিরঞ্জনের বিরুদ্ধে আবেগপূর্ণ এবং চমৎকার সব বক্তৃতা দিলেন এবং যারা সোস্যালিস্ট তাদের **সমবায়-পন্থী** করে তোলাব চেয়ে বরং, যারা সমবায়-পন্থী তাদেরই **আমাদের সোস্যালিস্ট** করে তুলতে হবে—এ কথার উপরই তিনি জোর দিলেন ; কিন্তু যখন প্রস্তাব রচিত হচ্ছিল তখন এই আনসিলি-ই জরেস আর এল্মের কর্তব্য সম্পর্কে আপসের মনোভাব দেখিয়ে, মতপার্থক্যের মূল কারণ অনুসন্ধানে অনিচ্ছা প্রকাশ করে প্রতিনিধিদের মধ্যে হতাশাব মনোভাবই প্রায় সৃষ্টি করেছিলেন।

কমিশনের মিটিংগুলিতে ফিরে আসা যাক। এটা বেশ স্পষ্ট যে, যে-সব দেশে সমবায় আন্দোলন সন্তোষজনকভাবেই এগিয়ে গিয়েছে সেই সব দেশের প্রতিনিধিরা কমিশনের আলোচনায় দৃঢ়সংকল্প প্রভাব বিস্তাব করলেন। তক্ষনি বেলজিয়ান আর জার্মানদের মধ্যে মতপার্থক্য স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হল এবং এতে জার্মানদেরই অনেক অসুবিধা হল। যদিও সম্পূর্ণ দৃঢ়ভাবে নয়, সম্পূর্ণ স্পষ্টভাবে নয়, তবুও যে-ভাবেই হোক, বেলজিয়ান প্রতিনিধিরা প্রলেতারীয় দৃষ্টিভঙ্গিই অনুসরণ করে চললেন। এলম্ প্রথম শ্রেণীর সুবিধাবাদী হিসাবেই আচরণ করলেন (বিশেষ করে সাব কমিশনে এবং তা-ও আবার খুব শীগগিরই)। স্বভাবতঃই বেলজিয়ান প্রতিনিধিরাই নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করলেন। অস্ট্রীয়ান প্রতিনিধিরা তাঁদের দিকেই ঝুঁকে পড়লেন এবং কমিশনের কাজের শেষের দিকে যে প্রস্তাব পাঠ করা হল সেটি ছিল একটি অস্ট্রীয়-বেলজিয়ান প্রস্তাব, কিন্তু যিনি জার্মান প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন সেই এলম্ স্পষ্ট কথায়ই জানিয়ে দিলেন যে, তিনি মনে করেন যে, জরেসের খসড়া প্রস্তাবের সাথে এ প্রস্তাবের সমন্বয় বিধান করা সম্পূর্ণ সম্ভব। ফরাসী প্রতিনিধিদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন জরেস-বিরোধী তাঁরা সংখ্যালঘু হলেও তাদের সংখ্যা নেহাৎ কম ছিল না (জরেসের বক্তব্যের সমর্থনে ছিল ২০২ জন, আর গুয়েজদের সমর্থনে ছিল ১৪২ জন), আর এরকম

সম্ভাবনাও ছিল যে, জার্মানদের মধ্যে এল্‌মের যারা বিরোধী তারা সংখ্যালঘু হলেও তাদের শক্তিও ছিল ঐ রকমেরই (যদি পরিষ্কারভাবে এবং স্পষ্টভাবে দুটি দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নটি উত্থাপন করা হত তা হলে এরকম ফলই দাঁড়াত)। এই পরিস্থিতিতে অস্ট্রীয়-বেলজিয়ান জোটের জয়লাভের নিশ্চিত সম্ভাবনা ছিল। সংকীর্ণ অর্থে "জয়লাভ করার" চেয়ে বরং সমবায় সম্পর্কে দৃঢ়ভাবে প্রলেতারীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করাই ছিল প্রধান কথা। সাবকমিশন কর্তৃক জরেস আর এলমকে অত্যধিক কনসেসন দেওয়ায় এই দৃঢ়তা বজায় রাখা যায়নি।

আমাদের দিক থেকে, রাশিয়ান সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের দিক থেকে আমরা কমিশনে অস্ট্রীয়-বেলজিয়ান কর্মধারাকে সমর্থন করবার চেষ্টা করেছিলাম এবং সেই উদ্দেশ্য অনুযায়ী, বিরোধ দূরকারী অস্ট্রীয়-বেলজিয়ান খসড়া গঠিত হবার আগেই, আমরা আমাদের নিম্নলিখিত খসড়া প্রস্তাব পেশ করলাম:

"রাশিয়ার সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক প্রতিনিধিদলের খসড়া প্রস্তাব"

"কংগ্রেস বিশ্বাস করে:

"(১) যে, ক্রয়-বিক্রয়াদির দালালদের সকল রকম শোষণ সীমাবদ্ধ করে দেওয়ার অর্থে প্রলেতারীয় 'পণ্য ব্যবহারকারী সমবায় সমিতিগুলি' শ্রমিক-শ্রেণীর অবস্থার উন্নতি বিধান করে, এবং তারা বণ্টনকারক প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের কাজের অবস্থাকে প্রভাবিত করে এবং তাদের নিজেদের শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি বিধান করে,

"(২) ধর্মঘট, লক-আউট, রাজনৈতিক নির্যাতন ইত্যাদির সময় শ্রমিকদের পক্ষে দাঁড়িয়ে এই সব সমবায় সমিতিগুলি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গণ-সংগ্রামের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন হয়ে দাঁড়াতে পারে;

"অন্যদিকে, কংগ্রেস এই ঘটনার উল্লেখ করছে:

"(১) যে, যাদের উচ্ছেদ বিনা সমাজতন্ত্র অসম্ভব সেই শ্রেণীর হাতে যতদিন উৎপাদনের উপায়গুলি থাকবে ততদিন পণ্যব্যবহারকারী সমবায় সমিতিগুলির সাহায্যে যে উন্নতি অর্জিত হতে পারবে তা শুধু যৎসামান্যের কোঠায়ই থাকবে;

"(২) যে, পণ্যব্যবহারকারী সমবায় সমিতিগুলি ধনিকদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য গঠিত সংগঠন নয়, এবং এগুলি অন্যান্য শ্রেণীর অনুরূপ সংগঠনের পাশাপাশিই অবস্থান করে, যা থেকে এরকম মোহ সৃষ্টি হতে পারে যে, এই

সংগঠনগুলি শ্রেণীসংগ্রাম ও বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ বিনাই সামাজিক সমস্যার সমাধানের উপায় বিশেষ।

"কংগ্রেস সকল দেশের শ্রমিকদের কাছে আবেদন করছে:

"(ক) প্রলেতারীয় 'পণ্যব্যবহারকারী সমবায় সমিতিগুলিতে' যোগদান করবার জন্য এবং এগুলির গণতান্ত্রিক প্রকৃতিকে সমর্থন করে এগুলির বিকাশে সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করবার জন্য,

"(খ) পণ্যব্যবহারকারী সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে অবিরাম সমাজতান্ত্রিক প্রচার অভিযান চালিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম আর সমাজতন্ত্রের ভাবধারা বিচ্ছুরিত করে দেবার জন্য,

"(গ) সঙ্গে সঙ্গে, শ্রমিক আন্দোলনের সকল রূপের যথাসম্ভব সমন্বয় বিধানের উদ্দেশ্যে কাজ করে যাবার জন্য,

"কংগ্রেস একথাও উল্লেখ করছে যে, শ্রমিক আন্দোলনে উৎপাদকদের সমবায় সমিতিগুলির গুরুত্ব তখনই শুধু দেখা দেয় যখন সেগুলি পণ্যব্যবহারকারী সমবায় সমিতিগুলির অন্যতম অঙ্গ হয়ে ওঠে।"

সকল খসড়া প্রস্তাবই একটি সাবকমিশনে পেশ করা হল (প্রত্যেকটি কমিশনেই প্রত্যেকটি জাতি চারজন করে প্রতিনিধি পাঠাবার ফলে আন্তর্জাতিক কংগ্রেসগুলির কমিশনগুলি এত বিরাট আকার ধারণ করত যে, কমিশনগুলির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনগুলিতে কোন প্রস্তাবের বয়ান রচনার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না)। এই সাবকমিশন গঠিত হয়েছিল দশজন সদস্য নিয়ে: দুজন বেলজিয়ান (আনসিলি এবং ভান্ডারভেল্ডি), একজন ফরাসী (জরেস), একজন অস্ট্রীয়ান (কার্পিলিস), একজন জার্মান (এলম), একজন ডাচ (মার্কসবাদী উইবট), একজন ইতালীয়ান, একজন ডেনিস, একজন ইংরেজ এবং একজন রাশিয়ান সোস্যাল-ডেমোক্রাট (ভয়নভ এবং আমি—আমাদের সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক প্রতিনিধিদল তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য বসতে পারিনি, তাই আমরা দুজনেই উপস্থিত ছিলাম, তবে আমাদের মাত্র একটি ভোট ছিল)।

সাবকমিশন কেবলমাত্র প্রস্তাবের বয়ান রচনার বাস্তব কাজটি সম্পন্ন করেছিল। স্টাইলের যৎসামান্য পরিবর্তন করে কংগ্রেসে যে বয়ান গৃহীত হল সেটি হচ্ছে সাবকমিশনেরই রচিত বয়ান; পাঠকেরা কংগ্রেসের প্রস্তাবের বয়ান এই সংখ্যার অন্য জায়গায় পাবেন। (কমিশন থেকে স্বতন্ত্রভাবে) সাবকমিশনে সংগ্রাম চলেছিল মূলনীতির বৃহত্তর বিষয়কে—সমবায় সমিতিগুলির গুরুত্ব ও ভূমিকাকে

কেন্দ্র করে ; পার্টির প্রতি সমবায় সমিতিগুলির মনোভাব কি হবে তা নিয়ে কিন্তু এ সংগ্রাম চলেনি। নীতিগতভাবে যা সম্পূর্ণ সঠিক তার দিকেই বেলজিয়ানরা ঝুঁকে পড়েছিল অর্থাৎ ধনিকশ্রেণীর "সম্পূর্ণ উচ্ছেদের" জন্য প্রলেতারীয় শ্রেণী-সংগ্রামের সম্ভাব্য সাহায্যকারী হাতিয়ারগুলির (কতগুলি শর্তে) অন্যতম হিসাবে সমবায় সমিতিগুলির ভূমিকা নির্ণয় করার উপরই তারা জোর দিয়েছিল। জরেসের দ্বারা সমর্থিত হয়ে এলম প্রচণ্ডভাবে এর বিরোধিতা করলেন এবং নিজের সুবিধাবাদকেই সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করে দিলেন। তিনি বললেন যে, ঘটনাবলী আদৌ উচ্ছেদ পর্যন্ত গড়াবে কিনা তা কেউই জানে না এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে মনে করেন যে, এ সম্পূর্ণ অসম্ভব, আর এটা "সংখ্যাগরিষ্ঠের" (!) কাছে একটি বিতর্কের বিষয় , তিনি আরও বললেন যে, জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির কর্মসূচীতে উচ্ছেদের কোন কথা নেই এবং তাঁর মতে যেটা করা উচিত তা হল "ধনতন্ত্রকে বশে আনা" (Ueberwindung des Kapitalismus)। "আমরা পূর্বের মতনই উচ্ছেদের সমর্থক" (es bliebe bie der Expropriation) ৮৬—বেবেলের এই প্রসিদ্ধ কথাগুলি জার্মান সুবিধাবাদের নেতাদের একজন ভুলেই গিয়েছেন। বেবেল এই কথাগুলি বলেছিলেন হ্যানোভারে বার্নস্টাইনের সাথে তাঁর বিতর্কের শেষের দিকে। এই বিতর্কের ফলেই দেখা দিল "সমাজীকরণের প্রশ্ন"। জরেস স্পষ্টভাবেই দাবি করলেন যে, সমবায় সমিতিগুলির গুরুত্ব সম্পর্কে যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তাতে নিম্নলিখিত বিবৃতিটি যোগ করতে হবে : "উৎপাদনের ও বিনিময়ের উপায়গুলিকে গণতন্ত্রীকরণ ও সমাজীকরণের প্রস্তুতির কাজে এগুলি শ্রমিকদের সাহায্য করে থাকে' (কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবের বয়ানে যেমন বলা হয়েছে)।

যে সব অস্পষ্ট কথা ছোট ছোট মালিকদের অবাস্তব চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আর বুর্জোয়া সংস্কারবাদের তত্ত্ববাগীশদের কাছে গ্রহণযোগ্য এ হচ্ছে তারই একটি এবং এটা জরেসের খুব প্রিয় এবং এটা ব্যবহার করতে তিনি বেশ দক্ষও বটে। কিন্তু উৎপাদন ও বিনিময়ের উপায়গুলির গণতন্ত্রীকরণের মানে কী ? (পরে, যেখানে সাবকমিশন খসড়া প্রস্তাব ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছিল সেই কমিশনে ফরাসী প্রতিনিধিরা উপায়গুলি (Moyens) কথাটির জায়গায় শক্তিগুলি কথাটি বসিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে মূল বিষয়ের এতটুকুও পরিবর্তন ঘটেনি)। (আমি কমিশনে বলেছিলাম যে) কৃষকদের উৎপাদন ব্যবস্থা বৃহদাকার ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার চেয়ে "ঢের বেশী গণতান্ত্রিক"। কিন্তু এর মানে কি এই যে

আমরা, সোস্যালিস্টরা, ক্ষুদ্রাকাব উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চাই? "সমাজীকরণ" বলতে কি বুঝায়? এ থেকে সমগ্রভাবে সমাজেব সম্পত্তির রূপান্তরের কথা বুঝা যেতে পাবে, আবাব এ থেকে যে কোন রকমের আংশিক ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা, ধনতন্ত্রেব চৌহদ্দিব মধ্যে যে কোন রকমের সংস্কারের কথা, কৃষকদের সমবায় সমিতিগুলি থেকে শুরু কবে মিউনিসিপ্যালিটিব স্নানাগার ও শৌচাগারেব সংস্কাবেব কথাও বুঝা যেতে পাবে। কার্যতঃ জবেস সাবকমিশনে ডেনিশ কৃষি-সমবায় সমিতিগুলিব কথা উল্লেখ করেছিলেন, একথা স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান যে, তিনি বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের সেই অভিমতই গ্রহণ কবছেন যাতে বলা হযেছে যে, ঐ সমবায় সমিতিগুলি ধনতান্ত্রিক সংস্থা নয়।

আমরা (বাশিয়ান আব পোলিশ সোস্যাল-ডেমোক্রাটরা) এই সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগঠিতভাবে দাঁড়ালাম এবং এলম থেকে শুরু কবে উরম্ পর্যন্ত সকলের কাছেই আবেদন করবাব চেষ্টা করলাম—উবম্ ছিলেন Neue Zeit পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক এবং সমবায় কমিশনে তিনি জার্মানদের প্রতিনিধিত্বও করেছিলেন উরম 'গণতন্ত্রীকবণ ও সমাজীকবণ" সম্পর্কিত বাক্যাংশ মেনে নিতে পাবলেন না; তিনি (ব্যক্তিগতভাবে) কতকগুলি সংশোধনী প্রস্তাব আনলেন; এলম এবং মার্কসবাদীদের মধ্যে মধ্যস্থতাকাবী হিসাবে তিনি কাজ কবলেন, কিন্তু এলম্ এত "গোঁড়া" ছিলেন যে, উবমেব চেষ্টায় কোন ফলই হল না। কংগ্রেসে পরে আমি Leipziger Volkszeitung পত্রিকায় (১৯১০ সালেব ৩১শে আগষ্ট তাবিখের প্রকাশিত ২০১ সংখ্যা, ৩নং Beilage) পড়লাম যে, মঙ্গলবাব দিন জার্মান প্রতিনিধিদলেব সভায় সমবায় সমিতিগুলিব প্রশ্নটি তোলা হয়েছিল। এই পত্রিকাটিব সংবাদদাতা লিখলেন: "আব ফিশাব জানতে চাইলেন যে, সমবায় সমিতিগুলিব বিষয়টি নিয়ে জার্মান প্রতিনিধিদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে কিনা"। এলম এব উত্তরে বললেন: "হ্যাঁ, মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে, কিন্তু তাড়াতাড়ি সেগুলি দূর করা যেতে পাবে না। কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলি সব সময়েই আপস কবে করা হয়ে থাকে, এবং এ ক্ষেত্রেও সম্ভবতঃ শেষকালে আপস করা হবে।" উরম্: "সমবায় সমিতি সম্পর্কে আমাব অভিমত আর এলমেব অভিমত একেবারে বিভিন্ন (durchaus andere), তবুও আমরা সম্ভবতঃ একই প্রস্তাবে সম্মত হব।" এর পবে প্রতিনিধিরা এ বিষয়ে আর আলোচনা করবাব প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন না।

স্টুৎগার্ত আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে যা ইতোমধ্যেই সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে গিয়েছিল তা এই রিপোর্টে দৃঢ়ভাবেই প্রতিপন্ন হল। পার্টি আর ট্রেডইউনিয়নের সমান সংখ্যক প্রতিনিধিদের নিয়েই জার্মান প্রতিনিধিদল গঠিত। ট্রেডইউনিয়ন-গুলি থেকে যাঁরা এসেছেন তাঁদের প্রায় সকলেই সুবিধাবাদী, কারণ সাধারণতঃ সেক্রেটারীরা এবং অন্যান্য ট্রেডইউনিয়ন "ব্যুরোক্রাটরা"ই প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হয়ে থাকেন।

সাধারণভাবে, জার্মানরা আন্তর্জাতিক কংগ্রেসগুলিতে দৃঢ় নীতিসম্মত কর্মধারা অনুসরণ করে চলতে অক্ষম এবং তাই সময় সময় তাদের হাত থেকে আন্তর্জাতিকের নেতৃত্ব ফসকে যাচ্ছে। এলমের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উরমের যে অসহায়ভাব ফুটে উঠল তা জার্মান-সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনে সংকটের আর একটি নিদর্শন: সুবিধাবাদীদের সাথে সুনিশ্চিত, অপরিহার্য ভাঙনের দিন যে ঘনিয়ে আসছে তা তো ঐ সংকটেরই অভিব্যক্তি।

পার্টির জন্য সমবায় সমিতিগুলি কি পরিমাণ অর্থ সাহায্য করবে সে প্রশ্নেও সাবকমিশনে এলম্ এবং জয়েস বেলজিয়ানদের কাছ থেকে অত্যধিক বিরাট কনসেসনই আদায় করে নিলেন: বেলজিয়ানরা এই সিদ্ধান্তে সম্মত হল যে, "প্রত্যক্ষভাবে নিজেদের তহবিল থেকে রাজনৈতিক ও ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলন-গুলিকে সাহায্য করা হবে কিনা এবং হলেও কি পরিমাণ সাহায্য দেওয়া হবে তা স্থির করবার দায়িত্ব প্রতিটি দেশের সমবায় সমিতিগুলির হাতে ছেড়ে দেওয়া হল।"

চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য যখন সাবকমিশনের খসড়া প্রস্তাব কমিশনে ফেরৎ আসল তখন আমরা এই দুটি বিষয়ের উপরই আমাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করলাম। গুয়েজদের সাথে হাত মিলিয়ে আমরা দুটি (প্রধান) সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করলাম: প্রথমতঃ যেখানে আছে "(সমবায় সমিতিগুলি) উৎপাদন ও বিনিময়ের গণতন্ত্রীকরণ ও সমাজীকরণের প্রস্তুতির কাজে শ্রমিকদের সাহায্য করে" সেখানে লিখতে বললাম "ধনিকশ্রেণীর উচ্ছেদের পর উৎপাদন ও বিনিময়ের কাজ চালিয়ে যাবার প্রস্তুতির কাজে (সমবায় সমিতিগুলি) কিছুটা মাত্রায় সাহায্য করে।" স্টাইলের দিক থেকে এই সংশোধনী প্রস্তাব খুব ভালভাবে রচিত ছিল না সত্য, কিন্তু এই সংশোধনীর অর্থ এ নয় যে, এখন সমবায় সমিতিগুলি শ্রমিকদের সাহায্য করতে **পারে না**; এর অর্থ হল যে, ভবিষ্যতের উৎপাদন ও বিনিময়ের কাজ কি ভাবে চলবে তার **প্রস্তুতি** এখন থেকেই সমবায়

সমিতির মাধ্যমে **চলছে,** অবশ্য এই কাজ ধনিকদের উচ্ছেদের পরই শুধু শুরু হতে পারে। দ্বিতীয় সংশোধনী প্রস্তাবটি ছিল সেই বিষয় সম্পর্কে যাতে পার্টির প্রতি সমবায় সমিতির মনোভাব কি হবে তা বলা হয়েছে। আমরা প্রস্তাব করলাম যে, হয় এ কথাগুলি যোগ করা হোক : "এবং ইহা (অর্থাৎ শ্রমিকদের সংগ্রামে সাহায্য করা) যে ভাবেই হোক না কেন সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে কাম্য", নয় সমগ্র বিষয়টি পাল্টে দিয়ে তার জায়গায়, প্রলেতারিয়েতের শ্রেণীসংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করার প্রয়োজনীয়তার সপক্ষে দৃঢ়তার সাথে বলবার জন্য সমবায় সমিতিতে **সোস্যালিস্টদের** কাছে সরাসরি সুপারিশ করে নতুন কথা লেখা হোক।

কমিশনে এ দুটি সংশোধনী প্রস্তাবই অগ্রাহ্য হল—সেখানে এগুলি শুধু ১৫টির মতন ভোট পেল। সোস্যালিস্ট বিপ্লবীরা ভোট দিল জরেসের পক্ষে—আন্তর্জাতিক কংগ্রেসগুলিতে সর্বদাই তারা এরকম করে থাকে। যখন তারা রাশিয়ার জনসাধারণের সম্মুখীন হয় তখন তারা বেবেলকেও সুবিধাবাদের অভিযোগে অভিযুক্ত করতে দ্বিধা করে না কিন্তু যখন তারা ইওরোপের জনসাধারণের সম্মুখীন হয় তখন তারা জরেসকে, আর এলমকে অনুসরণ করে। উরম তখন শেষের তিনটি প্যারাগ্রাফের বিন্যাসের ধারা পরিবর্তন করে প্রস্তাবের শেষাংশ সংশোধন করবার চেষ্টা করলেন, এবং তিনি নিম্নলিখিত বক্তব্য পেশ করলেন : প্রথমেই এ কথা বলা হোক যে, একটি ফেডারেশনের মধ্যে সমবায় সমিতিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করাই বাঞ্ছনীয় (শেষের দিক থেকে দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফ)। পরে, এ কথা বলা হোক যে, সমবায় সমিতিগুলি পার্টিকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করবে কি, করবে না তা সমবায় সমিতিগুলির উপরই নির্ভর করে (শেষের দিক থেকে তৃতীয় প্যারাগ্রাফ); এবং শেষের প্যারাগ্রাফ "কিন্তু" শব্দটি দিয়ে শুরু করা হোক (কিন্তু কংগ্রেস ঘোষণা করছে যে, পার্টি, ট্রেডইউনিয়ন আর সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কই সকলে কামনা করে)। তাহলে প্রস্তাবের **সাধারণ** বর্ণনা প্রসঙ্গ থেকে এ কথা পরিষ্কার হবে যে, কংগ্রেস পার্টিকে সাহায্য করবার জন্য সমবায় সমিতিগুলির নিকট **সুপারিশ করছে।** এই সংশোধনীও এলম কর্তৃক অগ্রাহ্য হল। তখন উরম তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাহার করলেন। তখন উইবট তাঁর নিজের নামে এ প্রস্তাব উত্থাপন করলেন; আমরা এর পক্ষে ভোট দিলাম, কিন্তু এটা অগ্রাহ্য হল।

কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে আমাদের কি মনোভাব গ্রহণ করা উচিত তা নিয়ে গুয়েজদের সাথে আমাদের কথাবার্তা হল। গুয়েজদের ধারণা

ছিল—এবং তাঁর মতন অভিমত জার্মান বিপ্লবী সোস্যাল-ডেমোক্রাটদেরও ছিল —যে, কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে দফায় দফায় সংশোধনী প্রস্তাব এনে সংগ্রাম শুরু করলে বিশেষ লাভ হবে না, এবং মোটের উপর প্রস্তাবের **পক্ষেই** আমাদের ভোট দেওয়া উচিত। প্রস্তাবে একটি সংশোধনবাদী বাক্যাংশ জুড়ে দিতে **দেওয়া হল** এবং সমাজতন্ত্রের উদ্দেশ্যের সংজ্ঞা যেখানে দেওয়া হয়েছে সেখানে ঐ সংজ্ঞার জায়গায় নয়, ঐ সংজ্ঞার **ঠিক পরেই** এই বাক্যাংশ জুড় দেওয়া হল, এবং শ্রমিকদের সমবায় সমিতিগুলিকে যে শ্রমিকদের শ্রেণীসংগ্রামকে সাহায্য করতে হবে সে ধারণার **জোরালো** অভি-ব্যক্তিরই **অভাব** দেখা গেলো প্রস্তাবে—এখানেই নিহিত ছিল প্রস্তাবের ত্রুটিগুলি। এই ত্রুটিগুলি সংশোধন করবার চেষ্টা করা উচিত ছিল, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে এ নিয়ে সংগ্রাম শুরু করবার কোন ভিত্তি ছিল না। গুয়েজদের এই অভিমতের সাথে আমরা একমত হলাম এবং কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল।

সমবায় সমিতির বিষয়টি সম্পর্কে কংগ্রেসে যা যা করা হয়েছিল তার ফলাফলের একটা মোটামুটি বর্ণনা দিতে গিয়ে আমাদের একথা বলতেই হবে—অবশ্য প্রস্তাবের ত্রুটিগুলি নিজেদের বা শ্রমিকদের কারুর কাছেই গোপন না করে—যে, মূলগতভাবে আন্তর্জাতিক সঠিকভাবেই প্রলেতারীয় সমবায় সমিতি-গুলির কর্তব্য নির্ধারণ করেছে। প্রত্যেকটি পার্টি সভাকে, প্রত্যেকটি সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিককে, সমবায় সমিতির প্রত্যেকটি শ্রেণীসচেতন শ্রমিককে গৃহীত প্রস্তাবের দ্বারা পরিচালিত হতে হবে এবং প্রস্তাবের মূলকথা অনুযায়ী তাকে তার সমস্ত কার্যকলাপ পরিচালনা করতে হবে।

কোপেনহেগেন কংগ্রেস হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সেই স্তর যখন এই আন্দোলন, বলতে গেলে, প্রধানতঃ বিস্তৃতির দিক থেকে বিকাশলাভ করেছিল এবং প্রলেতারীয় সমবায় সমিতিগুলিকে শ্রেণীসংগ্রামের ধারার মধ্যে নিয়ে আসতে **আরম্ভ করেছিল**। সংশোধনবাদীদের সাথে মতানৈক্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, কিন্তু সংশোধনবাদীদের স্বতন্ত্র কর্মসূচী পেশ করবার মতো অবস্থা এখনো হয়নি—তার এখনো অনেক দেরী। সংশোধনবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম স্থগিত রাখা হয়েছে, কিন্তু এ সংগ্রাম শুরু হতে বাধ্য।

স্যোৎসিয়াল-ডেমোক্রাট নং ১৭ (Sotsial-Democrat) ১৬ খণ্ড, ২৪৯-৫৭ পৃঃ
২৫শে সেপ্টেম্বর (৮ই অক্টোবর) ১৯১০ স্বাক্ষর: **এন. লেনিন**

ইওরোপের শ্রমিক আন্দোলনে মতপার্থক্য

ইওরোপ ও আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনে যে প্রধান রণকৌশলগত মত-পার্থক্য দেখা দিয়েছে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মতপার্থক্য ঘটেছে সেই দুটি ঝোঁকের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে কেন্দ্র করে যে দুটি ঝোঁক মার্কসবাদ থেকে বিপথে চলে যাচ্ছে; অথচ এই আন্দোলনে মার্কসবাদই কার্যতঃ প্রধান থিওরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই দুটি ঝোঁক হল সংশোধনবাদ (সুবিধাবাদ, সংস্কারবাদ) আর নৈরাজ্যবাদ (নৈরাজ্যবাদী-সিণ্ডিকালিজম, নৈরাজ্যবাদী সোস্যালিজম)। শ্রমিক আন্দোলনে আজ যা প্রধান সেই মার্কসীয় থিওরী থেকে, এবং মার্কসীয় রণ-কৌশল থেকে বিপথে চলে যাওয়ার এই দুটি ঝোঁকই শ্রমিকদের গণ-আন্দোলনের অর্ধশতাধিক বছরের ইতিহাসে সকল সভ্য দেশেই বিভিন্ন রূপে এবং রঙবেরঙে দেখা দিয়েছে।

শুধু এই ঘটনায়ই এ কথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, এই বিপথে চলে যাওয়ার ঝোঁক আকস্মিক ঘটনার দরুন হতে পারে না, কিংবা ব্যক্তি অথবা গ্রুপের ভুলের দরুনও এ হতে পারে না, এমন কি জাতীয় বৈশিষ্ট্য বা ঐতিহ্যের প্রভাবের দরুন, এবং এরকম অন্য কিছুর দরুনও হতে পারে না। এর নিশ্চয়ই মূল কারণ আছে যা নিহিত রয়েছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে এবং সকল ধনতন্ত্রী দেশের বিকাশের প্রকৃতির মধ্যে এবং যার ফলে অবিরাম এই বিপথে চলে যাওয়ার ঝোঁকের আবির্ভাব ঘটে। এই কারণগুলি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করবার এক চমৎকার প্রচেষ্টা করা হয়েছে; ডাচ মার্কসিস্ট আন্তন পান্নেকোয়েক লিখিত **"শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনে রণকৌশলগত মতপার্থক্য"** নামক (**Die taktischen Differenzen in der Arbeiterbewegung** হামবুর্গ, এরডমান ডাবার। ১৯০৯) গত বছরে প্রকাশিত একখানা ছোট্ট পুস্তকে। আমাদের বক্তব্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে আমরা পান্নেকোয়েকের সিদ্ধান্তের সাথে পাঠকদের পরিচয়

করিয়ে দেব—এ কথা অস্বীকার করবার নয় যে, সে-সিদ্ধান্তগুলি সম্পূর্ণ সঠিক :

রণকৌশল সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে মতপার্থক্য দেখা দেবার সবচেয়ে সুগভীর কারণগুলির একটি হচ্ছে শ্রমিক আন্দোলনের নিজেরই ক্রমবিকাশ। কতকগুলি উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত আদর্শের মানদণ্ডে বিচার না করে যদি এই আন্দোলনকে সাধারণ মানুষের ব্যবহারিক আন্দোলন হিসাবে মনে করা হয় তাহলে এ কথা পরিষ্কার হয়ে উঠবে যে, বারে বারে নতুন নতুন "বিক্রুট" সংগ্রহ করার ফলে, মেহনতী জনগণের নতুন নতুন স্তর থেকে সভ্য সংগ্রহ করার ফলে অবশ্যম্ভাবীরূপে তার সাথে সাথে দেখা দিবে থিওরী ও রণকৌশলের ক্ষেত্রে দোদুল্যমানতা, দেখা দিবে পুরানো ভুলের পুনরাবৃত্তি, দেখা দিবে সেকেলে মতের এবং সেকেলে পদ্ধতির সাময়িক পুনরাবৃত্তি ইত্যাদি আরো অনেক কিছু। প্রতিটি দেশের শ্রমিক আন্দোলনই বিক্রুটদের "শিক্ষিত করে তোলবার জন্য" পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন পরিমাণে শক্তি, সামর্থ্য ও সময় ব্যয় করে থাকে।

তা ছাড়া, ধনতন্ত্রের বিকাশের গতিবেগ বিভিন্ন দেশে এবং জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। যেখানে বৃহদাকার শিল্প সবচেয়ে বেশী বিকশিত সেখানেই শ্রমিকশ্রেণী আর তাদের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা অতি সহজে, দ্রুতগতিতে, সম্পূর্ণভাবে এবং স্থায়ীভাবে মার্কসবাদকে উপলব্ধি করে এবং তাকে গ্রহণ করে। কিন্তু পশ্চাৎপদ বা বিকাশের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া অর্থনৈতিক সম্পর্কের ফলে, অবিরাম শ্রমিক আন্দোলনের সেইরকম সমর্থকেরই আবির্ভাব ঘটে যারা মার্কসবাদের শুধুমাত্র কয়েকটি দিকই উপলব্ধি করে এবং সেগুলিকেই শুধু গ্রহণ করে—নতুন বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির শুধুমাত্র কয়েকটি অংশই তারা গ্রহণ করে, অথবা তারা শুধু কয়েকটি স্লোগান ও দাবিই গ্রহণ করে, কারণ তারা সাধারণভাবে বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির এবং বিশেষভাবে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির সমস্ত ঐতিহ্যের বাঁধন চূড়ান্তভাবে ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে সক্ষম নয়।

আবার, মতপার্থক্যের আর একটি উৎস হচ্ছে সমাজের বিকাশের ডায়েলেকটিক্ (দ্বান্দ্বিক) প্রকৃতি—সমাজের বিকাশ ঘটে থাকে দ্বন্দ্বের মধ্যে এবং দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে। ধনতন্ত্র প্রগতিশীল, কারণ ধনতন্ত্র পুরানো উৎপাদন প্রথাকে ধ্বংস করে এবং উৎপাদন-শক্তির বিকাশ ঘটায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার, বিকাশের একটি স্তরে এসে, ধনতন্ত্র উৎপাদন-শক্তির অগ্রগতি প্রতিহত

করে। ধনতন্ত্র শ্রমিকদের বিকশিত করে তোলে, তাদের সংগঠিত করে এবং তাদের সুশৃঙ্খল করে তোলে—এবং ধনতন্ত্র অত্যাচার উৎপীড়ন চালায়, নিয়ে আসে আপজাত্য, দারিদ্র এবং এ রকমের আরো অনেক কিছু। ধনতন্ত্র তার নিজের কবর-খনক সৃষ্টি করে, নিজেই সৃষ্টি করে নতুন ব্যবস্থার উপাদানগুলি; কিন্তু তবুও "চমকপ্রদ দ্রুত অগ্রগতি" ছাড়া এই বিশেষ উপাদানগুলি সমাজ-ব্যবস্থার সাধারণ অবস্থায় কোন পরিবর্তন নিয়ে আসে না এবং ধনতন্ত্রের শাসনের উপরও কোন প্রভাব বিস্তার করে না। প্রকৃত জীবনের, ধনতন্ত্র ও শ্রমিক আন্দোলনের প্রকৃত ইতিহাসের এই সব দ্বন্দ্বকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের থিওরী মার্কসবাদই মেনে নিতে সক্ষম। জনগণ যে প্রকৃত জীবন থেকেই শেখে, পুঁথি থেকে নয়, সে কথা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন, কোন কোন ব্যক্তি বা গ্রুপ ধনতন্ত্রের বিকাশের একটি বৈশিষ্ট্যকে একবার এবং পরক্ষণেই আর একটি বৈশিষ্ট্যকে, এই বিকাশের একটি "শিক্ষাকে" একবার এবং পরক্ষণেই আর একটি "শিক্ষাকে" অবিরাম অতিরঞ্জিত করে তাকেই একপেশে থিওরীতে, রণকৌশলের একপেশে ব্যবস্থায় পরিণত করে তোলে।

বুর্জোয়া ভাববাদীরা, লিবারেলরা এবং ডেমোক্র্যাটরা মার্কসবাদ বোঝে না, তারা বোঝে না সমকালীন শ্রমিক আন্দোলন, তাই তারা অবিরাম এক অসহায় প্রান্ত থেকে আর এক অসহায় প্রান্তে লাফ দেয়। এক সময় তারা সমগ্র বিষয়টিকে এই বলে ব্যাখ্যা করে যে, মন্দ লোকেরাই শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণীকে 'উস্কাচ্ছে'—আবার পরক্ষণেই তারা নিজেদের এই বলে সান্ত্বনা দেয় যে, শ্রমিকদের পার্টি হচ্ছে "সংস্কার সাধনের একটি শান্তিপূর্ণ পার্টি"। নৈরাজ্যবাদী-সিণ্ডিকালিজম আর সংস্কারবাদ উভয়কেই এই বুর্জোয়া বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির এবং তার প্রভাবের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে দেখতে হবে—এ দুটিই শ্রমিক আন্দোলনের **একটি** দিককে আঁকড়ে ধরে থাকে, একপেশে দৃষ্টিভঙ্গিকে থিওরীতে পর্যবসিত করে থাকে এবং শ্রমিকশ্রেণীর কার্যকলাপের এক একটি যুগে, এক একরকম অবস্থায় যে সব বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়ে উঠে সেই সব ঝোঁককে বা সেই সব লক্ষণকে পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র বলেই ঘোষণা করে থাকে। কিন্তু প্রকৃত জীবনে, প্রকৃত ইতিহাসে এই বিভিন্ন ঝোঁকগুলিই **বিদ্যমান থাকে** যেমনভাবে প্রকৃতির জীবনে ও বিকাশে থাকে মন্থর ক্রমবিকাশ আর দ্রুত উল্লম্ফন, অগ্রগতির ক্রমবিকাশের ধারায় আকস্মিক পরিবর্তন।

"উল্লম্ফন" সম্পর্কে এবং শ্রমিক আন্দোলন আর পুরানো সমাজের সব কিছুর

মধ্যে যে বিরোধ সে সম্পর্কে সকল মন্তব্য ও বক্তব্যকেই সংশোধনবাদীরা শুধু কতকগুলি বাঁধাধরা বুলি আওড়ানোই মনে করে। যে সব সংস্কার সাধিত হয়েছে, সেগুলিকে তারা সমাজতন্ত্রের আংশিক রূপায়ণ হিসাবেই দেখে থাকে। নৈরাজ্যবাদী-সিণ্ডিকালিস্টরা "ছোট ছোট কাজ", বিশেষ করে পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থাকে ব্যবহার করার কাজকে বাতিল করে দেয়। এই শেষোক্ত রণকৌশলের, কার্যতঃ, মানে হল "বড় বড় ঘটনার দিনগুলির" জন্য অপেক্ষা করে থাকা, এবং যে শক্তির ফলে বড় বড় ঘটনা ঘটবে সে শক্তিগুলির সমাবেশ করাতে অক্ষমতাই এই রণকৌশলের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হয়। যা সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় কাজ তা সুসম্পন্ন করার পথে এ ত্রুটিই প্রতিবন্ধ বিশেষ। এ কাজ হল শ্রমিকদের সেই রকম বড় বড়, শক্তিশালী এবং সঠিকভাবে সক্রিয় সংগঠনগুলির মধ্যে সমাবেশ করা যে সংগঠনগুলি **সকল** অবস্থায়ই সঠিকভাবে কাজ করতে সক্ষম, যেগুলির মধ্যে শ্রেণীসংগ্রামের ভাবধারা বিচ্ছুরিত, যেগুলি নিজেদের লক্ষ্য পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করছে এবং প্রকৃত মার্কসীয় বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গিতে যেগুলি শিক্ষিত।

আমরা এখানে লঘুবন্ধনীতে একটু অবান্তর কথা তুলতে চাই--কোন রকম ভুল বুঝাবুঝি যাতে না হয় তার জন্যই এ কথা তুলছি; সে কথাটি হল যে, পান্নেকোয়েক তাঁর বিশ্লেষণে যে সব উদাহরণ দিয়েছেন সেগুলি তিনি **শুধু** পশ্চিম-ইওরোপের ইতিহাস থেকে, বিশেষ করে জার্মানি এবং ফ্রান্সের ইতিহাস থেকেই নিয়েছেন, রাশিয়াকে তাঁর উদাহরণ থেকে তিনি **সম্পূর্ণভাবেই** বাদ দিয়েছেন। তবু মাঝে মাঝে যদি এ কথা মনে হয় যে, তিনি রাশিয়া সম্বন্ধে ইঙ্গিত করছেন তাহলে সেরূপ মনে করার একমাত্র কারণ হল যে, যে-মৌলিক ঝোঁকগুলির ফলে মার্কসীয় রণকৌশল থেকে সুস্পষ্ট বিচ্যুতি ঘটে সেই ঝোঁকগুলি আমাদের দেশেও লক্ষ্য করতে হবে, যদিও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, জীবনযাত্রায়, ইতিহাস ও অর্থনীতির ধারায় রাশিয়া এবং পশ্চিমী দেশগুলির মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে তবু এই ঝোঁকগুলি লক্ষ্য করতে হবে।

সর্বশেষে, শ্রমিক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যে মতপার্থক্য দেখা দেয় তার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ নিহিত রয়েছে সাধারণভাবে শাসক শ্রেণীগুলির এবং বিশেষভাবে বুর্জোয়াদের রণকৌশলের পরিবর্তনের মধ্যে। বুর্জোয়াদের রণকৌশল যদি সবসময়েই একই থাকত অথবা অন্ততঃ যদি একই ধরনের হত তাহলে, যে রণকৌশল দিয়ে ওগুলির জবাব দিতে শ্রমিকশ্রেণী শিখত

সে রণকৌশলগুলিও সমানভাবেই একই বা একই ধরনের হত। কার্যতঃ, সকল দেশেই বুর্জোয়ারা অপরিহার্যরূপে শাসনের দুটি ব্যবস্থা, নিজেদের স্বার্থের জন্য সংগ্রাম করার এবং নিজেদের শাসন বজায় রাখার দুটি পদ্ধতিই উদ্ভাবন করে থাকে, এবং কখনো কখনো এই দুটি পদ্ধতিকে পালা-অনুসারে ব্যবহার করা হয়, আবার কখনো কখনো বা এই দুটিই বিভিন্ন সংমিশ্রণে একে অন্যের সাথে মিশে যায়। প্রথমতঃ এগুলি হল বলপ্রয়োগের পদ্ধতি, শ্রমিক আন্দোলনকে কোন রকম কনসেসন দিতে অস্বীকার করার পদ্ধতি, সকল রকম জরাজীর্ণ ও সেকেলে প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমর্থন করবার পদ্ধতি, সংস্কারসাধনকে সরাসরি অগ্রাহ্য করার পদ্ধতি। এই হচ্ছে রক্ষণশীল কর্মনীতির স্বরূপ— পশ্চিম ইওরোপে এই কর্মনীতি এখন আর ভূস্বামী শ্রেণীদের কর্মনীতি থাকছে না এটি ক্রমাগতই সাধারণভাবে বুর্জোয়া কর্মনীতির বিভিন্ন রূপের একটি রূপে পরিণত হচ্ছে। দ্বিতীয় পদ্ধতি হল "উদারনীতিবাদের" পদ্ধতি, রাজনৈতিক অধিকারের বিকাশের দিকে, সংস্কার-সাধন, কনসেসন ইত্যাদির দিকে চলার পদ্ধতি।

বুর্জোয়ারা একটি পদ্ধতি ছেড়ে আর একটি পদ্ধতি ধরে, এ কাজ তারা কয়েক ব্যক্তির বিদ্বেষ-পরায়ণ অভিসন্ধির জন্য করে না এবং আকস্মিক ভাবেও করে না— এ কাজ তারা করে নিজেদের অবস্থার মৌলিক ভাবে পরস্পরবিরোধী চরিত্রের দরুণ। যদি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত কোন প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা না থাকে এবং নিজেদের আপেক্ষিকভাবে উচ্চ "সাংস্কৃতিক" চাহিদাগুলির মধ্য দিয়ে যাদের স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হতে বাধ্য সেই জনসাধারণ যদি কিছুটা রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে না পারে তাহলে স্বাভাবিক ধনতন্ত্রী সমাজ সফলভাবে বিকাশ লাভ করতে পারে না। কিছুটা ন্যূনতম সংস্কৃতির জন্য এই সব চাহিদার আবির্ভাব ঘটে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিরই অবস্থানুযায়ী, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির রয়েছে উচ্চপর্যায়ের প্রযোগ কৌশল, জটিলতা, নমনীয়তা, সচলতা, বিশ্বপ্রতিযোগিতার বিকাশের দ্রুততা ইত্যাদি। গত অর্ধশতকে ইওরোপের সকল দেশের ইতিহাসেই যা বিশেষ ভাবে প্রতিভাত হয়েছে তা হল বুর্জোয়াদের রণকৌশলে উঠানামা, বলপ্রয়োগের প্রথা থেকে লোকদেখানো কনসেসন দেবার প্রথায় চলে যাওয়া; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও দেখা গিয়েছে যে, বিভিন্ন দেশে এক একটি যুগে প্রধানতঃ এক একটি পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়েছে। যেমন, ১৮৬০-৭০ সালে ব্রিটেন ছিল "লিবারেল" বুর্জোয়া কর্মনীতির আদি ভূমি। ১৮৭০-৮০ সালে জার্মানি অনুসরণ করেছিল বলপ্রয়োগের পদ্ধতি এবং এই ভাবেই চলেছিল ঘটনাবলী।

জার্মানিতে যখন এই পদ্ধতি বিরাজ করছিল তখন এই প্রথারই, বুর্জোয়া সরকারের প্রথাগুলির একটিরই, একপেশে অনুকরণ হিসাবে শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে দেখা দিল নৈরাজ্যবাদী-সিণ্ডিকালিজম, বা তখনকার দিনের কথায় নৈরাজ্য-বাদ (১৮৯০ সালের গোড়ায় এ আন্দোলন পরিচিত ছিল "ইয়ঙ" নামে ৮৭, ১৮৮০ সালের গোড়ায় একে বলা হত জোহান মোস্ত)। ১৮৯০ সালে যখন "কনসেসনের" দিকে মোড় ঘুরল তখন সাধারণ নিয়ম অনুসারে এই পরিবর্তনই শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষে আরও বেশী বিপজ্জনক বলে প্রমাণিত হল এবং এই পরিবর্তনের ফলে সমান ভাবেই দেখা দিল বুর্জোয়া "সংস্কারবাদের" একপেশে অনুকরণ: শ্রমিক আন্দোলনে সুবিধাবাদ। প্যান্নেকোয়েকের কথায়: "বুর্জোয়াদের লিবারেল কর্মনীতির সুস্পষ্ট ও প্রকৃত উদ্দেশ্য হল শ্রমিকদের বিপথে চালিত করা, সাধারণ শ্রমিকদের ঐক্যকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলা, তাদের কর্মনীতিকে এক অক্ষম, চিরকালের জন্য অক্ষম ও ক্ষণজীবী, ফাঁকিতে ভরা সংস্কারবাদের একটি অক্ষম আনুষঙ্গিক বস্তুতে পরিণত করা।"

কোন কোন সময় বুর্জোয়ারা "লিবারেল" কর্মনীতি দিয়ে তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করে থাকে—এরকম ঘটনা বিরল নয়। প্যান্নেকোয়েক সঠিকভাবেই বলেছেন যে এই কর্মনীতি হচ্ছে "আরও বেশী শঠতায় ভরা"। আপাতদৃষ্টিতে যা কনসেসন বলে মনে হয় তদ্বারা সময় সময় শ্রমিকদের একটি অংশ, তাদের প্রতিনিধিদের একটি অংশ প্রতারিত হয় এবং প্রতারিত হবার সুযোগ তারা নিজেরাই দেয়। সংশোধনবাদীরা ঘোষণা করে যে, শ্রেণী সংগ্রামের মতবাদ "সেকেলে হয়ে গেছে" কিংবা তারা এমন এক কর্মনীতি চালাতে থাকে কার্যত: যার অর্থ দাঁড়ায় শ্রেণী সংগ্রামেরই বর্জন। বুর্জোয়া রণকৌশলের সর্পিল গতি শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে সংশোধনবাদের তীব্রতা বৃদ্ধি করে এবং প্রায়ই শ্রমিক আন্দোলনের মতপার্থক্যকে একেবারে সোজাসুজি ভাঙনের পর্যায়ে নিয়ে যায়।

উপরে বর্ণিত সকল রকমের কারণের ফলেই রণকৌশলের প্রশ্নে শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে, সাধারণ প্রলেতারিয়েতদের মধ্যে দেখা দেয় মতপার্থক্য। কৃষক সমেত পেটিবুর্জোয়াদের সামাজিক স্তর আর প্রলেতারিয়েতের মধ্যে কোন চীনের প্রাচীর নেই এবং থাকতেও পারে না—এই স্তর তো প্রলেতারিয়েতেরই অতি নিকটেই রয়েছে। এটা তো সুস্পষ্ট যে পেটিবুর্জোয়াদের কোন কোন ব্যক্তি, গ্রুপ এবং স্তর যখন প্রলেতারিয়েতের মধ্যে চলে আসে তখন তাদের আগমনের ফলে প্রলেতারিয়েতের রণকৌশলেও দোদুল্যমানতা দেখা দিতে বাধ্য।

বিভিন্ন দেশের শ্রমিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা বাস্তব ব্যবহারিক সমস্যার দৃষ্টান্ত থেকে মার্কসীয় রণকৌশলের স্বরূপ বুঝতে আমাদের সাহায্য করে, মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুত হওয়ার প্রকৃত শ্রেণীগত তাৎপর্য কি তা আরও বেশী পরিষ্কারভাবে বুঝতে নবীন দেশগুলিকে এই অভিজ্ঞতা সাহায্য করে এবং তাদের সাহায্য করে এইসব বিচ্যুতির বিরুদ্ধে আরও বেশী সফলভাবে সংগ্রাম করতে।

জ্‌ভেজদা (Zvezda) ১৬ খণ্ড,
১নং, ১৬ই ডিসেম্বর ৩১৭-২১ পৃঃ
১৯১০
স্বাক্ষর : ভি. ইলিন।

পল সিঙ্গার

মৃত্যু—৩১ জানুয়ারি (৩১), ১৯১১

বর্তমান বছরের ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাটরা তাদের একজন অতি পুরাতন নেতাকে হারিয়েছেন—তিনিই পল সিঙ্গার। পার্টির আহ্বানে সাড়া দিয়ে বার্লিনের হাজার হাজার মেহনতী মানুষ যোগ দিয়েছিল শব মিছিলে—যিনি নিজের সমস্ত শক্তি, সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছিলেন শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির কাজে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাবার জন্যই সেদিন এসেছিল বার্লিনের সমস্ত মেহনতী জনসাধারণ। বার্লিনের ত্রিশলক্ষ অধিবাসী এ রকম জনসমাবেশ আগে আর কখনো দেখেনি: মিছিলে যারা যোগ দিয়েছিল বা রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে যারা মিছিল দেখছিল তাদের সংখ্যা ছিল কমপক্ষে দশলক্ষ। কোন রাজার ভাগ্যেও এরকম শবানুগমন ঘটেনি—কোন রাজাই এ রকম সম্মান পাননি। কোন রাজার বা দেশের বাইরের ও ভিতরের শত্রুদের নিধনযজ্ঞে হাত পাকিয়ে যিনি খ্যাতিলাভ করেছেন সেইরকম একজন জেনারেলের মৃত্যুর পর তাঁর প্রতি সম্মান দেখাবার জন্য হাজার হাজার সৈন্যকে রাস্তার দুপাশে দাঁড়াবার নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু এক বিশাল নগরীর অধিবাসীদের এ ভাবে উদ্বুদ্ধ করা কখনোই সম্ভব নয় যদি না তাদের নেতার প্রতি, সরকার ও বুর্জোয়াদের নিপীড়নের বিরুদ্ধে জনগণের নিজেদেরই বিপ্লবী সংগ্রামের আদর্শের প্রতি গভীর অনুরক্তিতে এইসব লক্ষ লক্ষ মেহনতী মানুষের হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠে।

পল সিঙ্গার নিজে ছিলেন বুর্জোয়া শ্রেণীরই লোক, তাঁর জন্ম হয়েছিল এক বণিক পরিবারে এবং দীর্ঘকাল ধরে তিনি নিজে ছিলেন শ্রমশিল্পশালার একজন ধনী মালিক। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথমদিকে তিনি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। বুর্জোয়া-ডেমোক্রাট আর লিবারেলদের

অধিকাংশই শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সাফল্যে শঙ্কিত হয়ে খুব তাড়াতাড়িই ভুলে যায় স্বাধীনতার জন্য নিজেদের ভালোবাসার কথা, কিন্তু পল সিঙ্গার সে-রকমের মানুষ ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত উৎসাহী, খাঁটি, সম্পূর্ণভাবে অবিচলিত এবং নির্ভীক ডেমোক্রাট। বুর্জোয়া-ডেমোক্রাটদের দোদুল্যমানতা, তাদের ভীরুতা ও বিশ্বাসঘাতকতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি, বরং এগুলির বিরুদ্ধেই তিনি রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এবং এ সব দেখে তাঁর মনে এই দৃঢ় প্রত্যয়ই জন্মেছিল যে কেবলমাত্র বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিই স্বাধীনতার মহান সংগ্রামকে সফল করে তুলতে পারে।

১৮৬০ সাল আর তার পরবর্তী বছরগুলিতে যখন জার্মান লিবারেল বুর্জোয়ারা জার্মানিতে বিপ্লবের জোয়ার দেখে ভীরুর মতন পিছনে হটে আসল এবং সুবিধা আদায়ের জন্য ভূস্বামীদের সরকারের সাথে চুক্তি করল ও রাজতন্ত্রের স্বৈরশাসনের সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিল তখন সিঙ্গার স্থিরনিশ্চিতভাবেই চলে আসলেন সমাজতন্ত্রের দিকে। ১৮৭০ সালে যখন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করে সমগ্র বুর্জোয়ারা বিজয়ের উন্মাদনায় মত্ত এবং যখন "লিবারেলদের" জাতীয়তাবাদ আর উগ্র স্বাদেশিকতার স্ফুরণ, মানববিদ্বেষী প্রচারে জনগণ নিজেদের ভেসে যেতে দিল, তখন সিঙ্গার ফ্রান্স থেকে আলসাস এবং লোরেইনকে বিচ্ছিন্ন করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। ১৮৭৮ সালে যখন বুর্জোয়ারা ভূস্বামীদের (বা জার্মানদের কথায় "জুঙ্কারদের") প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রী বিসমার্ককে সাহায্য করল সোস্যালিস্ট-বিরোধী ব্যতিক্রম আইন পাশ করতে, শ্রমিকদের ইউনিয়ন ভেঙে দিতে, শ্রমিকদের পত্রপত্রিকা, ছাপাখানা বন্ধ করে দিতে এবং শ্রেণী-সচেতন প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে হাজারো রকম নির্যাতন শুরু করতে, তখন সিঙ্গার চূড়ান্ত ভাবেই যোগ দিলেন সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিতে।

তারপর থেকে সিঙ্গারের জীবনের ইতিহাস ছিল জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির ইতিহাসের সাথে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার সুকঠিন কাজে তিনি নিঃস্বার্থভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। পার্টিকে তিনি দিয়েছিলেন তাঁর সমস্ত শক্তি, সমস্ত সম্পদ, তার অসাধারণ সাংগঠনিক কর্মক্ষমতা, কর্মকর্তা ও নেতা হিসাবে তাঁর সমস্ত প্রতিভা। বুর্জোয়াদের মধ্যে মাঝে মাঝে অত্যন্ত অসাধারণ ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। সংখ্যায় এরা খুবই অল্প; কিন্তু উদারনীতিবাদের দীর্ঘদিনের ইতিহাস, যা হচ্ছে বিশ্বাসঘাতকতার, ভীরুতার, সরকারের সাথে চুক্তির এবং বুর্জোয়া রাজনীতিবিদদের বশ্যতা স্বীকারের ইতিহাস

তা, এঁদের দুর্বল করতে বা কলুষিত করতে পারে না, বরং এই ইতিহাস এঁদের **সংকল্পে দৃঢ় করেই তোলে** এবং খাঁটি **বিপ্লবীতে** এঁদের পরিণত করে— সিঙ্গার ছিলেন এঁদেরই একজন। সমাজতন্ত্রের সাথে যাঁরা নিজেদের ভাগ্যকে মিশিয়ে দেন বুর্জোয়াদের মধ্যে সে রকম লোক খুব কমই দেখা যায় এবং প্রলেতারিয়েতরা যদি আধুনিক বুর্জোয়া দাসত্ব উচ্ছেদ করতে সক্ষম এমন একটি শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি গড়ে তুলতে চায় তবে তাদের কেবলমাত্র ঐরকম অসাধারণ ব্যক্তিদের উপরই আস্থা স্থাপন করতে হবে—এ সব ব্যক্তিরা দীর্ঘকালের সংগ্রামের দ্বারা পরীক্ষিত। জার্মান শ্রমিকদের পার্টির সাধারণ সভ্যদের মধ্যে যে সুবিধাবাদ দেখা দিয়েছিল তার নির্মম শত্রু ছিলেন সিঙ্গার। এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আপসহীন বিপ্লবী সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক কর্মনীতির প্রতি আনুগত্যে তিনি ছিলেন অটল।

সিঙ্গার তত্ত্ববিদ ছিলেন না, প্রচারক বা সুদক্ষ বাগ্মীও তিনি ছিলেন না। ব্যতিক্রমী আইনের সময় একটি **বে-আইনী** পার্টির তিনি ছিলেন প্রধানতঃ এবং সর্বোপরি **কার্যদক্ষ** সংগঠক এই আইন রদ করার পর তিনি ছিলেন নগর (বার্লিন) পরিষদের সদস্য এবং পার্লামেন্টের সদস্য। এই কাজের লোকটি তাঁর সময়ের এক বিরাট অংশ ব্যয় করেছিলেন সবরকমের ছোটখাটো, একঘেয়ে, পার্লামেন্টারী প্রয়োগ কৌশলে ও "কাজে"। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন মহাপুরুষ কারণ ছোটখাটো তুচ্ছ বিষয়কে তিনি ভক্তিবস্তু করে তোলেননি, ঐসব তথাকথিত 'ব্যবসাদারসুলভ সুশৃঙ্খল ও চটপটে" বা "বাস্তব" কাজের খাতিরে কঠোর ও নীতিগত সংগ্রাম পরিহার করার ঝোঁকের কাছে তিনি মাথা নত করেননি—এই ঝোঁকই ছিল তখন প্রচলিত ও গতানুগতিক ঝোঁক। সম্পূর্ণ বিপরীতে, যখনই শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির মৌলিক চরিত্রের কথা, এই পার্টির চরম লক্ষ্যের কথা, বুর্জোয়াদের সাথে জোট গঠনের (মৈত্রী স্থাপনের) কথা, রাষ্ট্রতন্ত্রকে কনসেসন দেওয়ার কথা ইত্যাদি উঠতো তখনই সিঙ্গারকে দেখা যেত তাদেরই পুরোভাগে যাঁরা সুবিধাবাদের সকল রকম অভিব্যক্তির বিরুদ্ধে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে অবিচলিতভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন—এ কাজেই সিঙ্গার তাঁর সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। সোস্যালিস্ট-বিরোধী ব্যতিক্রমী আইন যখন কার্যকরী করা হচ্ছিল তখন এঙ্গেলস, লিবনেখট ও বেবেলের সাথে একযোগে সিঙ্গার দুই ফ্রন্টে সংগ্রাম করছিলেন: একদিকে তাঁরা সংগ্রাম করছিলেন "তরুণ" আধা-নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে যারা পার্লামেন্টারী সংগ্রামকে অগ্রাহ্য করছিলেন; অপর

দিকে তাঁরা সংগ্রাম করছিলেন "যা-ই ঘটুক না কেন আইন সম্মত পদ্ধতিতে কাজ করে যাব বলে যারা চিৎকার করত" সেইসব মডারেটদের বিরুদ্ধে। পরে সংশোধনবাদের বিরুদ্ধেও একই রকম দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সিঙ্গার সংগ্রাম চালিয়েছিলেন।

বুর্জোয়াদের ঘৃণাই তিনি অর্জন করেছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত বুর্জোয়ারা তাঁকে ঘৃণাই করত। সিঙ্গারের চরম বুর্জোয়া শত্রুরা (জার্মান লিবারেলরা আর আমাদের কেডেটরা) এখন উল্লাস ভরে বিদ্বেষ প্রকাশ করে বলছে যে, তাঁর মৃত্যুতে জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনের "বীরত্বপূর্ণ" যুগের শেষ প্রতিনিধিদের একজনের মৃত্যু ঘটল—এই যুগ ছিল সেই যুগ যখন বিপ্লবের প্রতি নেতাদের ছিল দৃঢ়, প্রাণবন্ত এবং দ্ব্যর্থহীন আস্থা, যখন তাঁরা এক নীতিগত ও বিপ্লবী কর্মনীতিকেই সমর্থন করছিলেন। এসব লিবারেলরা বলছে যে, সিঙ্গারের উত্তরাধিকারীরা হচ্ছে মডারেট, বেশ ফিটফাট নেতা, "সংশোধনবাদী", এদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাও সীমাবদ্ধ, তুচ্ছ হিসাব নিকাশ নিয়েই এরা ব্যস্ত। এ কথা অস্বীকার করবার নয় যে, শ্রমিকদের পার্টির প্রসারের সময় পার্টিতে প্রায়ই অনেক সুবিধাবাদীই এসে জড়ো হয়। একথা অস্বীকার করবার নয় যে, আমাদের কালেও বুর্জোয়া শ্রেণীর সদস্যরা শ্রমিকশ্রেণীর সদস্যদের মধ্যে কোন দৃঢ় বিপ্লবী বিশ্বাস সৃষ্টি করে না, বরং তাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় নিজেদের ভীরুতা, নিজেদের সংকীর্ণ মনোভাব কিংবা নিজেদের বড়ো বড়ো কথা বলার অভ্যাস। কিন্তু আমাদের শত্রুরা যদি অকালে উল্লাস করতে চায় তা তারা করুক। জার্মানিতে এবং অন্যান্য দেশে **সাধারণ শ্রমিকেরা** দিনের পর দিন নিজেদের গড়ে তুলছে **বিপ্লবের সৈন্যবাহিনী হিসাবে,** এবং এই সৈন্যবাহিনী অদূর ভবিষ্যতে তার শক্তি প্রয়োগ করবে, কেন না জার্মানিতে এবং অন্যান্য দেশে বিপ্লবের প্রবাহ উদ্বেলিত হয়ে উঠছে।

পুরানো বিপ্লবী নেতারা মারা যাচ্ছেন কিন্তু বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের তরুণ সৈন্যদল গড়ে উঠছে এবং দিনের পর দিন শক্তি সঞ্চয় করছে।

রাবোচায়া গাজেতা ৩ নম্বর — ১৭ খণ্ড
(Rabochaya Gazeta. No 3) — ৬৮—৭০ পৃঃ
ফেব্রুয়ারি ৮ (২১), ১৯১১.

আর. এস. ডি. এল. পি-র পক্ষ থেকে পল ও লরা লাফার্গের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তৃতা

২০শে নভেম্বর (৩রা ডিসেম্বর), ১৯১১

কমরেডগণ, পল ও লরা লাফার্গের মৃত্যুতে রাশিয়ান সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টির পক্ষ থেকে আমি আমাদের গভীর দুঃখের কথাই ব্যক্ত করতে চাই। রুশ বিপ্লব যখন ছিল প্রস্তুতিপর্ব যুগে তখন থেকেই রাশিয়ার শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকেরা আর সোস্যাল-ডেমোক্রাটরা লাফার্গকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতে শিখেছে মার্কসবাদী চিন্তাধারার একজন অতি গুণসম্পন্ন ও প্রগাঢ় প্রচারক হিসাবে। রুশ বিপ্লব আর প্রতিবিপ্লবের সময় শ্রেণী-সংগ্রামের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই চিন্তাধারার সত্যতা চমৎকারভাবে সপ্রমাণিত হয়েছে। এই মার্কসবাদী চিন্তাধারার পতাকাতলে সমবেত হয়ে, রুশ শ্রমিকদের অগ্রবাহিনী সমস্ত শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করল, পরিচালনা করল এক সংগঠিত গণসংগ্রাম এবং আঘাত হানল স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে, এবং লিবারেল বুর্জোয়াদের বিশ্বাসঘাতকতা, দোলায়মানতা ও অব্যবস্থিতচিত্ততা সত্ত্বেও তারা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিল এবং এখনো ঊর্ধ্বে তুলে ধরে রয়েছে সমাজতন্ত্রের আদর্শ, বিপ্লবের আদর্শ, গণতন্ত্রের আদর্শ।

রাশিয়ান সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের কাছে লাফার্গ ছিলেন দুটি যুগের প্রতিভূ: এর একটি হল সেই যুগ যে যুগে প্রজাতন্ত্রের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ফ্রান্সের বিপ্লবী যুব সম্প্রদায় ফরাসী শ্রমিকদের সাথে হাত মিলিয়ে আঘাত হেনেছিল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে; এবং আর একটি হল সেই যুগ যে যুগে মার্কসবাদীদের নেতৃত্বে ফরাসী প্রলেতারিয়েত্‌রা সমগ্র বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই দৃঢ় শ্রেণীসংগ্রাম পরিচালনা

করেছিল এবং সমাজতন্ত্র অর্জন করবার উদ্দেশ্যে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শেষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল।

আমরা রাশিয়ান সোস্যাল-ডেমোক্রাটরা, যারা এশীয় বর্বরতা মেশানো এক স্বৈরতন্ত্রের যতকিছু অত্যাচার সহ্য করছি, এবং লাফার্গ ও তাঁর বন্ধুদের লেখার মাধ্যমে ইওরোপের শ্রমিকদের বিপ্লবী অভিজ্ঞতা ও বিপ্লবী চিন্তাধারার সাথে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হবার সৌভাগ্য যাদের হয়েছে—সেই আমরা এখন বেশ স্পষ্ট করেই দেখতে পাচ্ছি যে, কত দ্রুত আমরা সেই আদর্শের বিজয়ের দিকেই যাচ্ছি যার জন্য লাফার্গ তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। রুশ বিপ্লব এশিয়াব্যাপী এক গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগের সূচনা করেছিল এবং এখন ৮০ কোটি মানুষ সারা সভ্য জগতের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে। আর ইওরোপে ক্রমাগতই লক্ষণ দেখা যাচ্ছে যে, তথাকথিত শান্তিপূর্ণ বুর্জোয়া পার্লামেন্টারী মতবাদের যুগ শেষ হয়ে আসছে প্রলেতারিয়েতদের বিপ্লবী সংগ্রামের যুগকে স্থান করে দেবার জন্য, এই প্রলেতারিয়েতরা মার্কসীয় ভাবধারায় সংগঠিত ও শিক্ষিত এবং এরাই বুর্জোয়া শাসনের উচ্ছেদ করবে এবং প্রতিষ্ঠিত করবে কমিউনিস্ট ব্যবস্থা।

সোৎসিয়াল-দেমোক্রাৎ, ২৫ নং ১৭ খণ্ড
(Sotsial-Demokrat, No 25) পৃঃ ২৬৯-৭০
৮ই (২১ শে) ডিসেম্বর, ১৯১১

সুইজ্যারল্যাণ্ডে

স্থানীয় সোস্যালিস্টরা সুইজ্যারল্যাণ্ডকে বলে "ভৃত্যদের রিপাবলিক"। এটি একটি পেটি-বুর্জোয়া দেশ; এখানে সরাইখানা পরিচালনা দীর্ঘকাল ধরে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হিসাবেই চলে আসছে; পাহাড়ে পর্বতে গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণে যারা লক্ষ লক্ষ টাকা জলের মতন ব্যয় করত সেই সব অলস, বিলাসী ধনীর দুলালদের উপরই সুইজ্যারল্যাণ্ড ছিল বড়ো বেশী নির্ভরশীল। ধনী ট্যুরিস্টদের (পর্যটকদের) যারা তোষামোদ করে চলে সেই সব ছোট ছোট ব্যবসায়ীরাই সেদিন পর্যন্তও ছিল সুইস বুর্জোয়াদের সবচেয়ে ব্যাপক অংশ।

কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলাচ্ছে। সুইজ্যারল্যাণ্ডে গড়ে উঠছে বৃহদাকারের শিল্প। এই শিল্পোন্নতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে বিদ্যুৎ-শক্তির সরাসরি উৎপাদনের জন্য জলপ্রপাত আর পাহাড়ী নদীগুলির ব্যবহার। জলপ্রপাতের এই শক্তিকে প্রায়ই "শ্বেত কয়লা" বলা হয়ে থাকে—শিল্পে এই শক্তিই কয়লাকে হটিয়ে দিয়ে তার আসন দখল করে বসে।

সুইজ্যারল্যাণ্ডের শিল্পায়ন অর্থাৎ সেখানে শিল্পের. বৃহদাকার শিল্পের বিকাশ, শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে পূর্বেকার নিশ্চল অবস্থার অবসান করেছে। ধনিক আর শ্রমিকের মধ্যে সংগ্রাম দিনের পর দিন তীব্রতর হয়ে উঠছে। সুইস ট্রেডইউনিয়নগুলির কয়েকটিতে অতীতে প্রায়ই যে তন্দ্রালু, একান্ত বিষয়ীভাব বিরাজ করত আজ তা দূর হয়ে যাচ্ছে এবং তার জায়গায় দেখা দিচ্ছে নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, শ্রেণী-সচেতন, সংগঠিত প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামী দৃষ্টিভঙ্গি।

সুইজ্যারল্যাণ্ডের শ্রমিকদের এ বিষয়ে এতটুকুও সন্দেহ নেই যে, তাদের রিপাবলিক হচ্ছে একটি বুর্জোয়া রিপাবলিক। সকল ধনতান্ত্রিক দেশেই বিরাজ

করছে মজুরি-দাসত্ব—কোথাও এর ব্যতিক্রম নেই। সেই একই মজুরি-দাসত্বকেই রক্ষা করছে এই রিপাবলিক। তবুও, শ্রমজীবী জনগণের শিক্ষার জন্য এবং তাদের সংগঠনের জন্য কিভাবে নিজেদের রিপাবলিকান প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বাধীনতাকে ব্যবহার করতে হয় তাও সুইস শ্রমিকেরা অপূর্বভাবে শিখেছে একই সময়ে।

জুরিখে ১২ই জুলাই (পুরানো স্টাইলে ২৯শে জুন) তারিখে যে সাধারণ ধর্মঘট হল সে সময়েই এ কাজের ফল পরিষ্কারভাবে দেখা গেল।

সেদিনকার ঘটনা হল এইরূপ। জুরিখের হাউস পেইণ্টার (অট্টালিকায় যারা রঙ দেয়) এবং ফিটার মিস্ত্রিরা কয়েক সপ্তাহ ধরে ধর্মঘট করেছিল—তারা দাবি করেছিল মজুরিবৃদ্ধি আর কম কাজের ঘণ্টা ; ক্ষিপ্ত মালিকেরা তখন ধর্মঘটীদের অনমনীয় মনোভাবকে ভাঙার জন্য দৃঢ় সংকল্পই করেছিল। ধনিকদের তুষ্ট করার আগ্রহে বুর্জোয়া রিপাবলিকের সরকার ধনিকদের সহায্যার্থে এগিয়ে আসল এবং ধর্মঘটী বিদেশী শ্রমিকদের তারা **নির্বাসিত** করল। (সুইজ্যারল্যাণ্ডে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত অনেক পরদেশী, বিশেষ করে ইতালীয়ান, শ্রমিক ছিল)। কিন্তু এই কঠিন আঘাতেও কোন ফল হল না। শ্রমিকেরা দৃঢ় মনোভাব নিয়ে সংকল্পে অটল থাকল।

ধনিকেরা তখন নিম্নলিখিত কৌশল অবলম্বন করল। হামবুর্গে (জার্মানিতে) লুডউইগ কচ নামে একটি কোম্পানী আছে—ধর্মঘট ভাঙার জন্য লোক সরবরাহে এরা সিদ্ধহস্ত। এই কোম্পানী মারফৎ জুরিখের ধনিকেরা—মনে রাখবেন যে, এরা সবাই দেশপ্রেমিক আর রিপাবলিকান।—ধর্মঘট ভাঙার লোকদের জোগাড় করল ; জার্মানিতে মেয়ে জোগাড় করা, ঝগড়া করা ইত্যাদি অপরাধে দণ্ডিত যতসব বদ লোকদেরই আগে থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল ধর্মঘট ভাঙার জন্য। এইসব লম্পটদের (বা ছন্নছাড়া শ্রমিকদের) ধনিকেরা রিভলবার দিয়ে সজ্জিত করে রেখেছিল। ধর্মঘট ভাঙার এই লম্পটের দল পানশালা বা সরাইখানার মারফত শ্রমিকদের বস্তি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল এবং সেখানে তারা যে সব গুণ্ডামি করল তার তুলনা মেলা ভার। শ্রমিকেরা যখন দল বেঁধে এসে এদের হটিয়ে দিতে গেল তখন এদের একজন গুলি করে একজন ধর্মঘটীকে খুন করল।

শ্রমিকেরা তখন তাদের ধৈর্য হারিয়ে ফেলল। হত্যাকারীকে পিটানো হল। সিদ্ধান্ত করা হল যে, গুণ্ডাদের এইসব গুণ্ডামির কাহিনী জুরিখের নগর পরিষদের সামনে উপস্থিত করা হবে। কিন্তু নগর পরিষদ যখন ধনিকদের

স্বার্থরক্ষার জন্য এগিয়ে আসল এবং পিকেটিং করা নিষিদ্ধ করে দিল তখন শ্রমিকেবা এর প্রতিবাদে **একদিনের জন্য সাধারণ ধর্মঘট** করার সিদ্ধান্ত কবল।

এই ধর্মঘটেব পক্ষে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নই এক হয়ে ভোট দিল, কেবলমাত্র ব্যতিক্রম ঘটল ছাপাখানার শ্রমিকদেব ক্ষেত্রে। তাবা ধর্মঘটেব বিরুদ্ধেই তাদেব অভিমত ঘোষণা করল। জুরিখের সমস্ত শ্রমিক সংগঠনের ৪২৫ জন প্রতিনিধিদেব সভায় বজ্রকণ্ঠে ধিক্কার জানানো হল ঐ অভিমতের বিরুদ্ধে। যদিও রাজনৈতিক সংগঠনেব নেতাবা ধর্মঘটেব বিরুদ্ধে ছিলেন (এখানে অর্বাচীন সুবিধাবাদী সুইস নেতাদেব সেই পুবানো মনোভাবই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল) তবু ধর্মঘটেব সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটকে যে ধনিকেবা এবং কর্তৃপক্ষ ভেঙে দেবাব চেষ্টা করবে তা ভালভাবে জেনেই শ্রমিকেবা যে সুচিন্তিত নিয়মানুযায়ী কাজ কবেছিল সেটি হল: "যদি এটা যুদ্ধই হয় তবে যুদ্ধেব মতনই কাজ কবতে হবে।" যুদ্ধে শত্রুকে জানিয়ে দেওয়া হয় না **কখন** আক্রমণ শুরু হবে। বৃহস্পতিবাব শ্রমিকরা স্বেচ্ছাকৃতভাবেই ঘোষণা কবল যে, মঙ্গলবাব বা বুধবাব ধর্মঘট হবে, আসলে কিন্তু ধর্মঘটেব দিন নির্দিষ্ট হল **শুক্রবার**। ধনিকদের এবং কর্তৃপক্ষকে হতচকিত কবে দেওয়া হল।

অপূর্ব সাফল্যেব সাথেই ধর্মঘট পালিত হল। অতি প্রত্যূষেই জার্মান এবং ইতালীয়ান ভাষায় ত্রিশ হাজার ইস্তাহাব বিলি করা হল। প্রায় দু'হাজার ধর্মঘটী শ্রমিক ট্রাম ডিপোগুলি দখল করে বসল। সব কিছুই বন্ধ হয়ে গেল। নগবে জীবনযাত্রা হল অচল। জুরিখে শুক্রবাব ছিল বেচা-কেনার দিন, কিন্তু সমস্ত নগবটি মনে হল যেন প্রাণহীন। স্টাইক কমিটি সেদিন মদ্যপান নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল এবং শ্রমিকেবা এই নিষেধাজ্ঞা অক্ষবে অক্ষবে মেনে চলেছিল।

দুপুব দুটোয় বের হল শ্রমিকদেব বিক্ষোভ মিছিল—সে এক অপূর্ব দৃশ্য। অনেক বক্তৃতা হল, তাবপর শান্তভাবেই শ্রমিকেবা চলে গেল, কোন রকম গানই তাবা গাইল না।

সরকাব এবং ধনিকেবা আশা কবেছিল যে, তারা শ্রমিকদের হিংসাত্মক পন্থা অবলম্বনে প্ররোচিত করতে পারবে, কিন্তু তারা উপলব্ধি কবল যে, তারা ব্যর্থ হয়েছে এবং এখন তাবা শুধু রাগে ফুলতে লাগল। শুধু পিকেটিং নয়, সমগ্র

জুরিখ ক্যান্টনেই প্রকাশ্য সভা ও মিছিল নিষিদ্ধ করা হয়েছিল বিশেষ ডিক্রি জারি করে। জুরিখে জন-ভবনটি পুলিস দখল করে বসেছে এবং তারা শ্রমিকদের কয়েকজন নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে। সাধারণ ধর্মঘটের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ধনিকেরা তিন দিনের জন্য লক্-আউট ঘোষণা করেছে।

শ্রমিকেরা শান্ত হয়ে রয়েছে, মদ্য বয়কটের নির্দেশ তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে এবং নিজেদের বলছে: "সারা বছর ধরে যদি ধনীরা বিশ্রাম করতে পারে, তাহলে বছরে তিনদিনের জন্য আমরাই বা কেন বিশ্রাম করতে পারব না?"

প্রাভদা, ৬৩নং সংখ্যা, ১৮ খণ্ড
১২ই জুলাই, ১৯১২ পৃঃ ১৪০-৪২
স্বাক্ষর: বি. ঝ

ব্রিটেনে

সাড়ে ছ'বছর ধরে ব্রিটিশ লিবারেলরা (উদারনীতিক দল) রাষ্ট্রতক্তে সমাসীন হয়ে রয়েছে। ব্রিটেনে শ্রমিক আন্দোলন ক্রমাগতই শক্তিশালী হয়ে উঠছে। ধর্মঘটগুলি ব্যাপক আকার ধারণ করছে, তাছাড়া ধর্মঘটগুলি আর শুধু অর্থনৈতিক ধর্মঘটের স্তরে থাকছে না, সেগুলি রাজনৈতিক ধর্মঘটে রূপান্তরিত হচ্ছে।

গণ-সংগ্রামে সাম্প্রতিককালে যিনি অত শক্তি প্রদর্শন করেছেন স্কটিশ খনি মজুরদের সেই নেতা রবার্ট স্মাইলি ঘোষণা করেছেন যে, খনি মজুরেরা তাদের পরবর্তী বড়ো সংগ্রামে রাষ্ট্রের কাছে খনিগুলির মালিকানা হস্তান্তরিত করবার দাবি তুলবে। এবং এই পরবর্তী বড় সংগ্রাম দ্রুবার গতিতেই এগিয়ে আসছে, কারণ ব্রিটেনের সমস্ত খনি মজুরই আজ এ কথা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করছে যে, কুখ্যাত ন্যূনতম মজুরি আইন তাদের অবস্থার কোনো প্রকৃত উন্নতি করতে অক্ষম।

এই পরিস্থিতিতে নিজেদের পায়ের তলা থেকে যে জমি সরে যাচ্ছে সে কথা উপলব্ধি করে ব্রিটিশ লিবারেলরা ভোটদাতাদের মধ্যে লিবারেলদের প্রতি আস্থা আবার ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে নতুন এক রণধ্বনি আবিষ্কার করছে। না ঠকিয়ে তুমি বিক্রি করতে পার না— এই হচ্ছে ধনতন্ত্রের বাণিজ্যের স্লোগান। না ঠকিয়ে তুমি পার্লামেন্টে আসন পেতে পার না —এই হচ্ছে মুক্ত দেশগুলিতে ধনতান্ত্রিক রাজনীতির স্লোগান।

এই উদ্দেশ্যে লিবারেলদের কর্তৃক আবিষ্কৃত "কায়দাদুরস্ত" স্লোগান হচ্ছে "ভূমি-সংস্কারের" দাবি। এ দিয়ে লিবারেলরা এবং জনগণকে ধোঁকা দিতে তাদের বিশেষজ্ঞ লয়েড জর্জ সাহেব কি বুঝাতে চাচ্ছেন তা পরিষ্কার নয়। আপাতদৃষ্টিতে

মনে হবে যে, জমির ট্যাক্স বৃদ্ধি করাই তাদের লক্ষ্য। কিন্তু "জনগণের জন্য জমি" ইত্যাদি বড বড কথার আড়ালে যে আসল জিনিসটি লুক্কায়িত রয়েছে সেটি হল সামরিক জুয়াখেলার জন্য, নৌবাহিনীর জন্য নতুন করে লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড সংগ্রহ করারই ব্যবস্থা।

ব্রিটেনে সম্পূর্ণভাবে ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই কৃষি ব্যবস্থা পরিচালিত। ধনিক জোতদারেরা মাঝারি আকারের খণ্ড খণ্ড জমি জমিদারদের কাছ থেকে ইজারা নেয় এবং সেগুলি মজুরি-শ্রমিকদের সাহায্যে চাষাবাদ করে।

এই পরিস্থিতিতে কোনো রকম "ভূমি-সংস্কারই" গ্রাম্য শ্রমিকদের অবস্থায় কোনো পরিবর্তন সাধন করতে পারে না। ব্রিটেনে জমিদারদের জমিদারি কিনে নিলেও, তা প্রলেতারিয়েতদের শোষণ করবার নতুন এক পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হবে, কারণ রাষ্ট্রশক্তির অধিকারী জমিদার আর ধনিকেরা তখন অত্যধিক চড়া দামে তাদের জমি বিক্রি করবে। এবং এই দাম দিতে হবে ট্যাক্সদাতাদের অর্থাৎ আবার সেই শ্রমিকদের।

ভূমি সমস্যা নিয়ে লিবারেলরা যে হৈ চৈ সৃষ্টি করছে তাতে একদিক দিয়ে ভালই হয়েছে: এটা গ্রাম্য শ্রমিকদের সংগঠিত করার ব্যাপারে উৎসাহ সৃষ্টি করেছে।

এখন যখন ব্রিটেনের গ্রাম্য শ্রমিকেরা জেগে উঠেছে এবং ইউনিয়নে ইউনিয়নে সংগঠিত হচ্ছে তখন আর লিবারেলরা "ভূমি-সংস্কারের" বা স্বাভাবিক ও দিন-মজুরদের মধ্যে জমি বিলি করে দেওয়ার গালভরা ফাঁকা "প্রতিশ্রুতি" দিয়ে পার পেতে পারবে না।

সম্প্রতি একটি ব্রিটিশ শ্রমিক পত্রিকার জনৈক প্রতিনিধি সাক্ষাৎ করেছিলেন গ্রাম্য শ্রমিকদের প্রধান নেতা জোসেফ আর্চের সাথে। গ্রাম্য শ্রমিকদের সচেতন করে তুলবার জন্য তিনি অনেক সময় এবং জীবনের অনেক শক্তি ব্যয় করেছেন। একটা ধাক্কায় এটা করা যেতে পারত না এবং প্রত্যেকটি গ্রাম্য শ্রমিকের জন্য চাই "তিন একর জমি আর একটি গরু"—আর্চের এই স্লোগান ছিল খুবই সাদাসিধে স্লোগান, আর তিনি যে সব ইউনিয়ন গঠন করেছিলেন তাও ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যে আদর্শের জন্য তিনি সংগ্রাম করেছিলেন তা মরেনি। ব্রিটেনে গ্রাম্য শ্রমিকদের সংগঠন আবার আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠছে।

আর্চ এখন তিরাশী বছরের বৃদ্ধ। যে গ্রামে এবং যে গৃহে তাঁর জন্ম হয়েছিল

সেখানেই তিনি এখন বাস করছেন। তাঁর সাক্ষাৎকারীর সাথে আলোচনাকালে তিনি বললেন যে, কৃষি মজুরদের ইউনিয়ন সপ্তাহে ১৫, ১৬ এবং ১৭ শিলিং পর্যন্ত মজুরি বাড়াতে পেরেছিল (এক শিলিং প্রায় ৪৮ কোপেকের সমান)। এবং এখন ইংল্যাণ্ডে কৃষি-মজুরদের মজুরি আবার নীচে নেমে গেছে—আর্চ যেখানে বাস করেন সেই নরফোকে সপ্তাহের মজুরি হল ১২ বা ১৩ শিলিং।

প্রাভদা, ৮৯ নং সংখ্যা — ১৮ খণ্ড
১২ই আগস্ট, ১৯১২ — পৃঃ—২৪৬-৪৭
স্বাক্ষর : পি.

সুইজ্যারল্যাণ্ডে

প্রাভদার ৬৩ নম্বর সংখ্যায় ১২ই জুলাই তারিখে প্রকাশিত (পূর্বেকার "সুইজ্যারল্যাণ্ডে" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য —সম্পাদক) প্রবন্ধে আমরা আমাদের পাঠকদের জুরিখের ২৯শে জুন তারিখের (নতুন স্টাইলে ১২ই জুলাই তারিখের) সাধারণ ধর্মঘটের কাহিনী বলেছিলাম। আমাদের আবার স্মরণ করা দরকার যে, রাজনীতিক সংগঠনগুলির নেতাদের **ইচ্ছার বিরুদ্ধেই** ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। জুরিখের সমস্ত শ্রমিক সংগঠনের ৪২৫ জন প্রতিনিধিদের যে সভায় ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছিল সেই সভায়ই ছাপাখানার মজুরদের ও (প্রিণ্টারদের) ধর্মঘটের বিরোধিতা করার বিবৃতিকে ধিক্কার ধ্বনির মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

এই সুবিধাবাদের স্বরূপ প্রকাশ করে দেওয়ার সংবাদ এখন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

মনে হচ্ছে যে, সুইস শ্রমিকদের রাজনীতিক নেতারা তাঁদের সুবিধাবাদকে সরাসরি **পার্টির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার** স্তর পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। এ কথাগুলি কড়া হলেও সঠিক—জুরিখের নগর-পরিষদের সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক সদস্যদের আচরণ বর্ণনা প্রসঙ্গে এই কথাগুলিই সুইস ও জার্মান শ্রমিকদের সেরা মুখপত্রগুলি ব্যবহার করেছে। জুরিখের নগর-পরিষদ **সমর্থন করেছিল ধনিকদের** এবং নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল পিকেটিং (যার ফলে শ্রমিকেরা একদিনের জন্য সাধারণ ধর্মঘট করে তাদের প্রতিবাদ জানাবার সিদ্ধান্ত করেছিলেন)।

নয় জন সদস্য নিয়ে জুরিখের নগর-পরিষদ গঠিত—এর মধ্যে চারজন হচ্ছে সোস্যাল-ডেমোক্রাট : এরিসমান, ফ্লুগার, ভোগেলস্যাঙ্গার আর ক্লোতি।

এবং এখন আমরা জানতে পারছি যে, পিকেটিং নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নগর-পরিষদে **সর্বসম্মতিক্রমে** গৃহীত হয়েছিল, অর্থাৎ গ্রিবিসমান এবং তাঁর তিনজন সোস্যাল-ডেমোক্রাট সহকর্মী এই **সিদ্ধান্তের পক্ষেই** ভোট দিয়েছিলেন!!! জুরিখ ক্যান্টনের সরকার দাবি করেছিল যে **সাধারণভাবে সর্বত্রই** পিকেটিং নিষিদ্ধ করতে হবে, এবং ঐ চারজন বিজ্ঞ সহজবিশ্বাসী লোক, অর্থাৎ জুরিখের সোস্যাল-ডেমোক্রাটরা, একটি "আপস" প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন যে, যেখানে কাজ বন্ধ করা হয়েছে সেই দুটি মেশিন-শপের পার্শ্ববর্তী এলাকায়ই শুধু পিকেটিং নিষিদ্ধ করা হোক।

অবশ্য, বুর্জোয়ারা প্রকৃতপক্ষে পিকেটিং-এর উপর এই আংশিক নিষেধাজ্ঞাই চেয়েছিল এবং সেজন্যই "সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের" (?) প্রস্তাব নগর-পরিষদে সংখ্যাগুরু বুর্জোয়াদের কর্তৃক গৃহীত হল।

আরো অনেক কিছুই প্রকাশ হয়ে পড়েছে। সাধারণ ধর্মঘট সম্পর্কিত ঘটনাবলীর এক রিপোর্ট সম্প্রতি জুরিখের নগর পরিষদ প্রকাশ করেছে। ধর্মঘটের প্রতিশোধ নেবার জন্য ধনিকেরা তিন দিনের জন্য লক-আউট ঘোষণা করেছিল। **পরিষদের যে চারজন** সোস্যাল-ডেমোক্রাট সদস্য ছিল **তাদের সকলেরই** অংশগ্রহণে **সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত** এক প্রস্তাবে জুরিখের নগর-পরিষদ সিদ্ধান্ত করেছিল যে, শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য পুলিস-বাহিনীকে **সৈন্যবাহিনী দিয়ে** শক্তিশালী করতে হবে।

কিন্তু ইহাই সব নয়। যারা ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করেছিল মিউনিসিপাল সার্ভিসের সেই সব শ্রমিক ও কেরানীদের বিরুদ্ধে জুরিখের বুর্জোয়া নগর-পরিষদ ক্ষিপ্ত হয়ে কতকগুলি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল। পরিষদ ছাঁটাই করেছিল ১৩ জন শ্রমিককে এবং শাস্তি দিয়েছিল আরো ১১৬ জনকে (কারুর পদাবনতি ঘটেছিল, কারুর মজুরি কাটা হয়েছিল)। নগর পরিষদের এই সব সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছিল **সর্বসম্মতিক্রমে**, এতে গ্রিবিসমান এবং তার দু'জন সহকর্মী অংশগ্রহণ করে ভোট দিয়েছিলেন।

গ্রিবিসমান প্রমুখদের এই যে আচরণ একে পার্টির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছু বলে অভিহিত করা যেতে পারে না।

এটা খুব আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে, সুইজ্যারল্যাণ্ডে নৈরাজ্যবাদী সিণ্ডিকালিস্টরা কিছুটা সাফল্যলাভ করেছে, তার কারণ হল যে শ্রমিকদের কাছে বক্তৃতা দিতে গিয়ে তাদের সমালোচনা করতে হচ্ছে একটি সোস্যালিস্ট পার্টিকে

যে পার্টি ও রকম সুবিধাবাদীদের ও বিশ্বাসঘাতকদের পার্টির মধ্যে এখনো সহ্য করছে। এরিসমান প্রমুখদের বিশ্বাসঘাতকতার বিরাট আন্তর্জাতিক গুরুত্ব রয়েছে, কারণ এই বিশ্বাসঘাতকতা আমাদের **সুস্পষ্টভাবে** দেখিয়ে দিচ্ছে **অভ্যন্তরীণ** দুর্নীতির ফলে **কখন** এবং **কিভাবে** শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন বিপদাপন্ন হয়ে উঠে।

শত্রুশিবিরে যোগদানকারী সাধারণ দলত্যাগীদের পর্যায়ে কোন মতেই এরিসমান প্রমুখদের ফেলা যায় না; ওরা একেবারে শান্তিপ্রিয় অর্বাচীন, ওরা সম্পূর্ণ সুবিধাবাদী, পার্লামেণ্টারী "আদব কায়দায়" ওরা অভ্যস্ত এবং সংবিধানগত গণতান্ত্রিক মোহে ওরা আচ্ছন্ন। শ্রেণী সংগ্রামে সংকটময় মুহূর্ত এসে উপস্থিত হ'ল এবং সংবিধানগত "ব্যবস্থার" ও "গণতান্ত্রিক রিপাবলিকে"র মোহ অবিলম্বে ভেঙে খান খান হয়ে গেল এবং নগর-পরিষদের সোস্যাল ডেমো-ক্রাটিক সদস্য হিসাবে অফিস আঁকড়ে ধরে থেকে আমাদের অর্বাচীনদের মাথা গেল গুলিয়ে এবং তারা ডুবে গেল গভীর পঙ্কে।

শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিতে সুবিধাবাদের বিস্তৃতির পরিণাম **কি হতে বাধ্য** তার দুঃখজনক দৃষ্টান্তই এ ঘটনা থেকে শ্রেণীসচেতন শ্রমিকেরা পেতে পারেন।

প্রাভদা, ১০৫ নং সংখ্যা, ৩১শে আগস্ট, ১৯১২, স্বাক্ষর পি: পি. পি.: — ১৮ খণ্ড, পৃ: ২৮১-৮২

আমেরিকান শ্রমিকদের সাফল্যগুলি

আমেরিকাব শ্রমিকশ্রেণীব সাপ্তাহিক পত্রিকা "যুক্তিব কাছে আবেদন" (**Appeal to Reason**)-এর যে সর্বশেষ সংখ্যা ইওরোপে এসে পৌঁছেছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, এই পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা ৯৮৪,০০০তে উঠেছে। সম্পাদকেরা লিখছেন (নতুন স্টাইলেব ৭ই সেপ্টেম্বরেব ৮৭৫নং সংখ্যা) যে, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে সব চিঠিপত্র ও অনুরোধ আসছে তাতে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমাদের পত্রিকাব প্রচাব সংখ্যা দশ লক্ষে গিয়ে পৌঁছবে।

যে সোস্যালিস্ট পত্রিকাব উপব নির্লজ্জভাবে হামলা চলেছে, আব চলেছে মার্কিন আদালতেব নির্যাতন এবং এই নির্যাতনেব মধ্যেও যাব প্রভাব ও শক্তি বেড়েই চলেছে সেই পত্রিকাব প্রচাব সংখ্যা হচ্ছে দশলক্ষ—এই সংখ্যাই সুদীর্ঘ যুক্তিতর্কেব চেয়ে অনেক বেশী স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে কী এক পবিবর্তন আমেবিকায ঘনিয়ে আসছে।

ঘৃণ্য মোসাহেব Novoye Vremya (৮৮) ভাড়াটে সাহিত্যিকদেবই পত্রিকা। সম্প্রতি এই পত্রিকাটি আমেরিকায "অর্থেব ক্ষমতা" সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখেছে। সেই প্রবন্ধে বিদ্বেষভরা উল্লাসের সাথে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সেই সব ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যাতে দেখানো হয়েছে যে, টাফ্‌ট, রুজভেল্ট এবং উইলসন, রিপাবলিকেব প্রেসিডেন্ট পদের জন্য বুর্জোয়া পার্টিগুলি যে সব প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে তাঁরা **সকলেই** সম্পূর্ণভাবে অর্থেরই দাসানুদাস। এই হচ্ছে তোমাদের স্বাধীন, গণ-তান্ত্রিক রিপাবলিক—হিস্‌ হিস্‌ শব্দ করে এই কথাই শোনাচ্ছে ভাড়াটে রাশিয়ান পত্রিকাটি।

শ্রেণীসচেতন শ্রমিকেরা শান্তভাবে এবং গর্বভরে এর জবাবে বলবে: ব্যাপক

গণতন্ত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদেব কোন মোহ নেই। দুনিয়ায় কোন গণতন্ত্রই শ্রেণী সংগ্রাম এবং অর্থের অসীম শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করবে না। এটা আদৌ গণতন্ত্রের গুরুত্ব ও সুবিধা নয়। শ্রেণী সংগ্রামকে ব্যাপক, প্রকাশ্য ও সচেতন সংগ্রাম কবে তোলাব মধ্যেই নিহিত বয়েছে গণতন্ত্রেব গুরুত্ব। এবং এটা কোন ধারণা বা অভিলাষ নয়, এটা হচ্ছে একটি ঘটনা।

বর্তমানে জার্মানিতে সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সভ্য সংখ্যা বেড়ে ৯৭০,০০০ হয়েছে আব আমেরিকায় সোস্যালিস্ট সাপ্তাহিকের প্রচার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৯৮৪,০০০। যাদেব চোখ আছে তাঁবা প্রত্যেকেই এ কথা স্বীকাব করবেন যে, একা একজন প্রলেতারিয়েত শক্তিহীন, কিন্তু কোটি কোটি প্রলেতারিয়েত সর্ব-শক্তিমান।

প্রাভদা, ১২০ নং সংখ্যা ১৮ খণ্ড
১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯১২ পৃঃ ৩০৭-০৮
স্বাক্ষর : এম. এন.

আমেরিকায় প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের ফল ও গুরুত্ব

"ডেমোক্রাট" উইলসন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিবাচিত হয়েছেন। তিনি ভোট পেয়েছেন ষাট লক্ষেরও বেশী, আর রুজভেল্ট (নতুন ন্যাশনাল প্রগ্রেসিভ পার্টি) পেয়েছেন চল্লিশ লক্ষেরও বেশী, টাফ্‌ট পেয়েছেন (রিপাবলিকান পার্টি) ত্রিশ লক্ষেরও বেশী, সোস্যালিস্ট ইউজেন ডেবস পেয়েছেন আট লক্ষ ভোট।

সোস্যালিস্টদের পক্ষে ভোটের সংখ্যা অনেক বেশী বেড়ে যাওয়ার মধ্যেই কিন্তু আমেরিকার নির্বাচনের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব নিহিত নয়, এ গুরুত্ব নিহিত রয়েছে **বুর্জোয়া** পার্টিগুলির প্রচণ্ড **সংকটের** মধ্যে, সেই আশ্চর্যজনক শক্তির মধ্যে যার সাহায্যে বুর্জোয়াদের দুর্নীতি এতদিন টিকে ছিল। সবশেষে, নির্বাচনের গুরুত্ব নিহিত রয়েছে এই ঘটনার মধ্যে যে, বুর্জোয়া সংস্কারবাদ সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের একটি হাতিয়ার হিসাবেই আসাধারণভাবে, পরিষ্কারভাবে এবং সুস্পষ্টভাবে কাজ করেছিল।

সমস্ত বুর্জোয়া দেশে, ধনতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি যে পার্টিগুলি অনুগত সেগুলি, অর্থাৎ বুর্জোয়া পার্টিগুলি অনেককাল আগেই গড়ে উঠেছিল—সেগুলির স্থায়িত্ব রাজনৈতিক স্বাধীনতার ব্যাপ্তির উপর নির্ভরশীল।

আমেরিকায় প্রায় পূর্ণ স্বাধীনতাই বিরাজ করছে। ১৮৬০-৬৫ সালে সেখানে দাসত্বকে কেন্দ্র করে চলেছিল গৃহযুদ্ধ। তার পরবর্তী সমগ্র **অর্ধ-শতাব্দীতে** সেখানে দুটো বুর্জোয়া পার্টি নিজেদের অপূর্ব স্থায়িত্ব ও শক্তি দিয়ে ঘোষণা করেছে নিজেদের বৈশিষ্ট্য। প্রাক্তন দাস প্রভুদের পার্টি হচ্ছে তথাকথিত ডেমোক্রাটিক পার্টি। নিগ্রোদের মুক্তির জন্য যে পার্টি লড়েছিল ধনিকদের সেই পার্টিই বিকাশ লাভ করল রিপাবলিকান পার্টিতে।

নিগ্রোদের মুক্তির পর এই দুই পার্টির মধ্যে মতপার্থক্য ক্রমান্বয়ে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে উঠল। এই পার্টিগুলির মধ্যে তখন সংগ্রাম প্রধানতঃ চলেছিল শুল্ক বৃদ্ধি বা শুল্ক হ্রাসকে কেন্দ্র করে। সাধারণ মানুষের কাছে এ সংগ্রামের **বিশেষ কোন** গুরুত্বই ছিল না। জনসাধারণ তখন প্রতারিতই হয়েছিল এবং দুটো বুর্জোয়া পার্টির চমকপ্রদ অথচ অর্থহীন দ্বন্দ্বযুদ্ধ দিয়ে জনসাধারণের মনোযোগ তাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ থেকে বিক্ষিপ্ত করা হয়েছিল।

আমেরিকায় এবং ব্রিটেনে এই তথাকথিত "দুই-পার্টি" ব্যবস্থাই চালু ছিল—শ্রমিকদের স্বাধীন পার্টি অর্থাৎ প্রকৃত সোস্যালিস্ট পার্টি গঠনের কাজ বন্ধ করে দেবার সবচেয়ে শক্তিশালী উপায়গুলির একটি হল এই তথাকথিত "দুই পার্টি ব্যবস্থা"।

কিন্তু এখন, যে দেশ সবচেয়ে অগ্রসর ধনতন্ত্রী দেশ সেই আমেরিকায়ই দুই-পার্টি ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। কিসের জন্য এই পতন ঘটল?

এই পতন ঘটল শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের শক্তির জন্য। সমাজতন্ত্রের প্রসারের জন্য।

পুরানো বুর্জোয়া পার্টিগুলি (ডেমোক্রাটিক আর রিপাবলিকান পার্টি) সম্মুখীন হয়েছিল অতীতের, নিগ্রোদের মুক্তির যুগের। নতুন বুর্জোয়া পার্টি, দি ন্যাশনাল প্রগ্রেসিভ পার্টি সম্মুখীন হচ্ছে **ভবিষ্যতের।** ধনতন্ত্র থাকবে কি থাকবে না—এই প্রশ্নটিকে সমগ্রভাবে কেন্দ্র করে, এবং বিশেষভাবে শ্রমিকদের রক্ষা করার সমস্যা আর আমেরিকায় "ট্রাস্ট" বলে কথিত ধনিকদের সংস্থাগুলির সমস্যাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল এই নতুন পার্টির কর্মসূচি।

পুরানো পার্টিগুলির সূত্রপাত হয়েছিল এমন এক যুগে যে যুগের লক্ষ্য ছিল সবচেয়ে দ্রুতগতিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ সাধন করা। সেই বিকাশ **কি ভাবে** সবচেয়ে ভালোভাবে ত্বরান্বিত করা যায় এবং সহজতর করা যাবে—এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই পার্টিগুলির মধ্যে চলেছিল লড়াই।

নতুন পার্টিটি হচ্ছে সমকালীন যুগেরই ফল—এ যুগে ধনতন্ত্রের টিকে থাকার প্রশ্নই সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সবচেয়ে মুক্ত এবং সবচেয়ে অগ্রসর যে দেশ সেই আমেরিকায়ই আজ এই প্রশ্নটি সবচেয়ে পরিষ্কারভাবে এবং ব্যাপকতম ভাবে দেখা দিচ্ছে।

বুর্জোয়া সংস্কারের ·· পদ্ধতি দিয়ে কীভাবে **ধনতন্ত্রকে রক্ষা করা যায়**—এই প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করেই চলেছিল রুজভেল্টের এবং "প্রগ্রেসিভ দলের সভ্যদের" সমগ্র কর্মসূচি, সমগ্র প্রচার অভিযান।

পুরানো ইওরোপে যা লিবারেল প্রফেসরদের বকবকানি হিসাবেই দেখা যায় সেই বুর্জোয়া সংস্কারবাদ স্বাধীন আমেরিকান রিপাবলিকে চল্লিশ লক্ষ লোকের পার্টি হিসাবেই সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকান স্টাইলে এই হচ্ছে বুর্জোয়া সংস্কারবাদের চেহারা।

এই পার্টি বলছে: "সংস্কার সাধন করেই আমরা ধনতন্ত্রকে রক্ষা করব"। "আমরা সবচেয়ে প্রগতিশীল ফ্যাক্টরী আইন চালু করব। **সমস্ত** ট্রাস্টের উপর আমরা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ খাটাব"—(আমেরিকায় তার মানে হল **সমস্ত** শিল্পের উপরই রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ খাটানো!)। "আমরা ওগুলির উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করব এবং এর ফলে দারিদ্র্য বলে কিছু থাকবে না, সকলেই বেশ "ভাল" মজুরি পাবে। "সমাজে ও শিল্পে ন্যায়বিচার" আমরা প্রতিষ্ঠিত করব। **সকল রকম** সংস্কারের নামে আমরা শপথ করছি এবং প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি······কেবলমাত্র **একটি "সংস্কার সাধনের"** আমরা পক্ষপাতী নই—সেটি হল: **ধনিকদের উচ্ছেদ সাধন!"**

আমেরিকায় এখন সমস্ত জাতীয় সম্পদের পরিমাণ হচ্ছে ১২০ শত কোটি ডলার (১২০ বিলিয়ন ডলার), অর্থাৎ প্রায় ২৪০ শত কোটি রুবল। এর প্রায় **এক-তৃতীয়াংশ** অর্থাৎ ৮০ শত কোটি রুবলের মালিক হচ্ছে দুটি ট্রাস্ট, রকফেলার আর মরগান ট্রাস্ট অথবা এই এক তৃতীয়াংশের উপর এই দুটি ট্রাস্টেরই কর্তৃত্ব বিরাজ করছে! এই দুটি ট্রাস্টের প্রতিনিধিত্ব করছে ৪০ হাজার পরিবার—তারাই আট কোটি মজুর-দাসদের হর্তা-কর্তা-বিধাতা।

এ কথা বেশ পরিষ্কার যে, যতদিন এই সব আধুনিক দাস প্রভুদের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন সব রকম "সংস্কার"ই প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। এই প্রতারণা সর্বত্র ছড়িয়ে দেবার জন্যই দক্ষ কোটিপতিরা **সুচিন্তিতভাবে** ভাড়া করে এনেছিল রুজভেল্টকে। তিনি যে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তা—যদি মূলধন ধনিকদের হাতেই থাকে—রূপান্তরিত হবে ধর্মঘটের সাথে যুঝবার এবং ধর্মঘট ভাঙার হাতিয়ার হিসাবে।

আমেরিকান শ্রমিক কিন্তু জেগে উঠছে এবং নিজের ঘাঁটিতে সে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রুজভেল্টের সাফল্যে সে বিদ্রূপের হাসি হাসছে। সে বলছে: "ওহে, দয়ালু ভণ্ডপণ্ডিত রুজভেল্ট সাহেব, তোমার সংস্কার সাধনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কি এই চল্লিশ লক্ষ লোককে তুমি তোমার দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছ? অপূর্ব ধারণা তোমার! কালই এই চল্লিশ লক্ষ লোক দেখবে যে, তোমার

প্রতিশ্রুতি প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয় ; মোটের উপর এই যে লক্ষ লক্ষ লোক তোমায় অনুসরণ করছে তা শুধু এই কারণে যে, তারা অনুভব করছে যে, পুরানো পদ্ধতিতে বাস করা আর সম্ভব নয়।"

প্রাভদা, ১৬৪ নং সংখ্যা, ১৮ খণ্ড
৯ই নভেম্বর, ১৯১২, পৃঃ ৩৭৩—৭৫
স্বাক্ষর : ভি. আই.

আমেরিকায়

আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবর বলে অভিহিত ট্রেড ইউনিয়নগুলির সংস্থার ৩২তম বাৎসরিক কনভেনশন রচেস্টার নগরীতে সম্প্রতি শেষ হয়েছে। দ্রুতগতিতে যে পার্টি বেড়ে উঠছে সেই সোস্যালিস্ট পার্টির পাশাপাশি এই সংস্থা হচ্ছে অতীতেরই—পেশা-গত পুরানো ইউনিয়নের, আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণীর **অভিজাত সম্প্রদায়ের (অ্যারিস্টোক্রাসির)** উপর যার পূর্ণ প্রভাব বিস্তৃত সেই লিবারেল-বুর্জোয়া ঐতিহ্যেরই—জীবন্ত অংশ বিশেষ।

১৯১১ সালের ৩১শে আগস্ট তারিখে এই ফেডারেশনের সভ্য সংখ্যা ছিল ১,৮৪১,২৬৮। সমাজতন্ত্রের তীব্র বিরোধী স্যামুয়েল গম্পারস এই ফেডারেশনের সভাপতিপদে পুনরায় নির্বাচিত হলেন। কিন্তু সভাপতিপদের জন্য সোস্যালিস্ট শ্রমিকদের প্রার্থী ম্যাক্স হেয়েস পেলেন ৫০৭৪টি ভোট, আর গম্পারস পেলেন ১১,৯৭৪টি ভোট—আগে কিন্তু গম্পারস সর্বসম্মতিক্রমেই নির্বাচিত হতেন। আমেরিকার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে "পেশাদারীদের" বিরুদ্ধে সোস্যালিস্টদের সংগ্রাম ধীরপদক্ষেপে কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে বিজয়ের পথে এগিয়ে চলেছে, "পেশাদারীদের" হটিয়ে দিয়ে সোস্যালিস্টরা জয়ী হতে চলেছে।

"শ্রমিক আর ধনিকের মধ্যে সমন্বয় সাধনের" বুর্জোয়া রূপকথায়-ই যে, শুধু গম্পারস সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসী তা নয়, তিনি সোস্যালিস্ট কর্মনীতির বিরোধিতা করে ফেডারেশনের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবেই বুর্জোয়া কর্মনীতি চালু করছেন, যদিও তিনি মুখে ট্রেডইউনিয়নগুলির সম্পূর্ণ রাজনৈতিক "নিরপেক্ষতা"র কথা জাহির করে থাকেন। আমেরিকার সাম্প্রতিক প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় তিনি ফেডারেশনের সরকারী পত্র-পত্রিকায় তিনটি বুর্জোয়া পার্টিরই (ডেমোক্রাটিক,

রিপাবলিকান ও প্রগ্রেসিভ) কর্মসূচি ও বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু প্রকাশ **করেননি সোশ্যালিস্ট পার্টির** কর্মসূচি ॥

এই রকম কর্মপদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল রচেস্টার কনভেনশনে, প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল গম্পারসের সমর্থকদের মধ্য থেকেও।

ব্রিটিশ শ্রমিক আন্দোলনের মতনই, আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনাবলীও সুস্পষ্টভাবে আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে যে, নিছক ট্রেড-ইউনিয়ন কর্মপ্রচেষ্টা আর সোস্যালিস্ট কর্মপচেষ্টার মধ্যে **বুর্জোয়াদের শ্রমিক কর্মনীতি** আর সোস্যালিস্টদের শ্রমিক কর্মনীতির মধ্যে রয়েছে সুতীব্র মতভেদ। অদ্ভুত শোনালেও এ কথা তো ঠিক যে ধনতন্ত্রী সমাজে বুর্জোয়া কর্মনীতি শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারাও কাযকরী করা যেতে পারে। অবশ্য যদি শ্রমিকশ্রেণী তার মুক্তির লক্ষ্য ভুলে যায়, যদি শ্রমিকশেণী নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয় মজুরিদাসত্বের সঙ্গে এবং এই দাস-ব্যবস্থার মধ্যে নিজের অবস্থার কল্পিত "উন্নতি" লাভের আশায় একবার একটি বুর্জোয়া পার্টির সাথে, আর একবার আর একটি বুর্জোয়া পার্টির সাথে মৈত্রী স্থাপনের মধ্যে যদি শ্রমিকশ্রেণী তার কর্মধারাকে সীমাবদ্ধ করে রাখে।

ব্রিটেন এবং আমেরিকায় বুর্জোয়াদের শ্রমিক নীতির এই বিশেষ প্রাধান্য ও (সাময়িক) শক্তির জন্য যে প্রধান ঐতিহাসিক কারণ দায়ী সেটি হচ্ছে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং ধনতন্ত্রের সুদূরপ্রসারী ও ব্যাপক বিকাশের পক্ষে, অন্যান্য দেশের তুলনায়, অস্বাভাবিক রকমের সুযোগ সুবিধায় ভরা পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতির দৌলতেই শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে আবির্ভাব ঘটেছে এক অভিজাত সম্প্রদায়ের, যারা বুর্জোয়াদের লেজুর ধরেই চলেছে এবং নিজেদের শ্রেণীর প্রতি **বিশ্বাসঘাতকতা** করেছে।

ব্রিটেন ও আমেরিকার অবস্থার এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিংশ শতাব্দীতে দ্রুত-গতিতে লোপ পেয়ে যাচ্ছে। অন্যান্য দেশ ও ব্রিটিশ ধনতন্ত্রের উন্নতির স্তরে এসে পৌঁছছে এবং শ্রমিক জনসাধারণ নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিখছে সমাজতন্ত্রের কথা। বিশ্ব ধনতন্ত্রের প্রসার যতই দ্রুততর হবে ততই ত্বরান্বিত হবে আমেরিকা ও ব্রিটেনে সমাজতন্ত্রের বিজয়।

১৯১২ সালের ৮ই (২১শে) ডিসেম্বরের পূর্বে লিখিত। ৩৬ খণ্ড,
১৯৫৪ সালে কমিউনিস্ট পত্রিকায় ৬নং সংখ্যায় ১৭৮-৭৯ পৃঃ
প্রথম প্রকাশিত।

ব্রিটিশ লেবর পার্টির সম্মেলন

নতুন স্টাইলের ২৯শে থেকে ৩১শে জানুয়ারি লণ্ডনে ব্রিটিশ লেবর পার্টির ত্রয়োদশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পাঁচশ' প্রতিনিধি।

এ সম্মেলনে যুদ্ধের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব গৃহীত হল এবং আরো একটি প্রস্তাব গৃহীত হল বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যাধিক্য ভোটে। সে প্রস্তাবে আহ্বান জানানো হল পার্লামেন্টে পার্টির সদস্যদের প্রতি নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোন সংস্কার সাধনের বিলের বিরুদ্ধে ভোট দেবার জন্য, যে বিলে নারীদের ভোটাধিকার মঞ্জুর করার কথার উল্লেখ থাকবে না।

সুবিধাবাদী ইণ্ডিপেনডেন্ট লেবার পার্টি এবং সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক ব্রিটিশ সোস্যালিস্ট পার্টির (৮১) **পাশাপাশিই** বিরাজ করছে ব্রিটিশ লেবর পার্টি—এ পার্টি অনেকটা **ব্যাপক এক শ্রমিক পার্টির** ধরনের একটি পার্টি। এটা হচ্ছে সোস্যালিস্ট পার্টি আর অ-সোস্যালিস্ট ট্রেডইউনিয়নগুলির মধ্যে আপস বিশেষ।

ব্রিটিশ ইতিহাসের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ফলে এবং শ্রমিকশ্রেণীর অভিজাত সম্প্রদায়দের (অ্যারিস্টো ক্র্যাসিকে) পৃথক অ-সোস্যালিস্ট, লিবারেল ট্রেডইউনিয়ন গড়ে তোলার ফলে উদ্ভব হয়েছিল এই আপসের। এই ইউনিয়নগুলি এখন সমাজতন্ত্রের দিকে আসতে আরম্ভ করেছে এবং এর ফলে বিরাট বিরাট আকারের অন্তর্বর্তীকালীন, বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটছে।

যেমন, পার্টির শৃঙ্খলা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হল তাতে এই হুমকিই দেওয়া হল যে, পার্টির বা **পার্লামেণ্টারী গ্রুপের** সিদ্ধান্ত ভঙ্গ করলে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত করা হবে।

অন্য যে কোন দেশে যা সম্ভব নয় সেরকম অনেক বিরোধ দেখা দিল, যেমন: কাদের বিরুদ্ধে এই প্রস্তাব, লিবারেলদের বিরুদ্ধে না সোস্যালিস্টদের বিরুদ্ধে ?

যা ঘটনা তাতে দেখা যাচ্ছে যে, লেবর পার্টির চল্লিশ জন পার্লামেন্টারী সদস্যের মধ্যে ২৭ জন হচ্ছে অ সোস্যালিস্ট। এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে সোস্যালিস্ট উইলথর্ন বললেন যে, প্রতিনিধিরা তেরো জন সোস্যালিস্টকে অ-সোস্যালিস্টদের হুকুমের অধীন করে দিয়ে তাদের **হাত পা বেঁধে রাখতেই** চান। এমন কি, আই এল পি সদস্য কস গ্রেশিয়ার প্রস্তাবটি সমর্থন করতে উঠে একথা স্বীকার করলেন যে, আধডজনের মতন লেবর এম. পি. আছে যাদের স্থান কনসারভেটিভদেরই (রক্ষণশীলদেরই) মধ্যে।

প্রস্তাবটি গৃহীত হল।

সম্মেলনের হলে শুধু যে সুবিধাবাদী ডেইলী হেরাল্ড পত্রিকার পোস্টারগুলিই টাঙানো হবে—এই প্রস্তাব ৬৪৩,০০০—৩৯৮,০০০ ভোটে পরাজিত হল। এক একজন প্রতিনিধি কত সংখ্যক সদস্যের প্রতিনিধিত্ব করছেন তারই ভিত্তিতে ভোট গণনা করা হল।

অ-সোস্যালিস্টরাই আর অত্যন্ত খারাপ সোস্যালিস্টরাই সম্মেলনে সংখ্যাধিক্য ছিল। কিন্তু এরকম স্পষ্ট কণ্ঠস্বরও শোনা গেল যা থেকে আভাস পাওয়া গেল যে, সাধারণ শ্রমিকেরা এরকম পার্টি সম্বন্ধে অসন্তুষ্ট এবং তারা তাদের এম. পি-দের কাছে দাবি করছে যে, তাঁরা যেন আইন পাশের ব্যাপারটি নিয়ে কম খেলা করেন এবং তাঁরা যেন সোস্যালিস্ট প্রচার অভিযানের দিকে বেশী নজর দেন।

প্রাভদা, ৩০ নং সংখ্যা ১৮ খণ্ড
১৯১৩ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি ৫১২-১৩ পৃষ্ঠা
স্বাক্ষর : বি।

* রুশ বয়ানে একটি লাইন যে বাদ পড়েছে তা তো বেশ স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে। সমস্ত বাক্যটি এভাবে পড়তে হবে: শুধু যে সুবিধাবাদী ডেইলি সিটিজেন পত্রিকারই পোস্টারগুলি তা নয়, ডেইলী হেরাল্ড পত্রিকার পোস্টারগুলিও সম্মেলনের হলে টাঙানো হবে—এই প্রস্তাব ৬৪৩,০০০—৩৯৮,০০০ পরাজিত হল—সম্পাদক।

কার্ল মার্কসের মতবাদের ঐতিহাসিক নিয়তি

মার্কসের মতবাদের মূল কথা হল যে এই মতবাদ সমাজতন্ত্রী সমাজের নির্মাতা হিসাবে প্রলেতারিয়েতের ঐতিহাসিক ভূমিকাকে স্পষ্ট করে সকলের সামনে তুলে ধরছে। মার্কস কর্তৃক এই মতবাদ ঘোষিত হবার পর থেকে দুনিয়ার ঘটনাবলীর অগ্রগতি কি এই মতবাদের সত্যতা সপ্রমাণিত করেছে?

এই মতবাদ মার্কস প্রথম ঘোষণা করেন ১৮৪৪ সালে। ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত মার্কস ও এঙ্গেলসের **কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে** অনেক আগেই এই মতবাদের একটি সম্পূর্ণ ও সুসম্বদ্ধ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, সে বর্ণনা আজিকার দিনেও শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত। তার পরবর্তী বিশ্ব ইতিহাস সুস্পষ্টভাবে তিনটি প্রধান যুগে বিভক্ত: (১) ১৮৪৮ সালের বিপ্লব থেকে প্যারী কমিউন (১৮৭১), (২) প্যারী কমিউন থেকে রুশবিপ্লব (১৯০৫), (৩) রুশ বিপ্লবের পর থেকে।

এই যুগগুলির প্রত্যেকটিতে মার্কসের মতবাদের নিয়তি কি রূপ নিয়েছে তা দেখা যাক।

(১)

প্রথম যুগের গোড়াতে মার্কসের মতবাদ কোনমতেই প্রাধান্য লাভ করতে পারেনি। তখন এটা ছিল শুধু সমাজতন্ত্রের অসংখ্য উপদলের বা ঝোঁকেরই একটি। তখন সমাজতন্ত্রের যে রূপের প্রাধান্য বিরাজ করছিল সেটা ছিল মোটের উপর আমাদের নারোদবাদেরই* মতন: ইতিহাসের গতিধারার বস্তুবাদী ভিত্তি উপলব্ধি করার ক্ষমতার অভাব ধনতন্ত্রী সমাজে প্রত্যেকটি শ্রেণীর ভূমিকা ও গুরুত্ব নির্ণয়ের অক্ষমতা, "জনসাধারণ', "ন্যায় বিচার", "অধিকার"

ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের মেকী-সোস্যালিস্ট বুলির আড়ালে গণতান্ত্রিক সংস্কারের বুর্জোয়া সত্তাকে গোপন রাখা।

প্রাক্-মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের এইসব বড় বড় কথার, বিচিত্র বর্ণের এবং অত্যধিক চাকচিক্যের রূপের উপর ১৮৪৮ সালের বিপ্লব এক মারাত্মক আঘাত হানল। সকল দেশেই এই বিপ্লব সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর স্বরূপ **কাজের মধ্য দিয়ে** উদ্‌ঘাটিত করে দিল। প্যারিসে ১৮৪৮ সালের জুন মাসের দিনগুলিতে রিপাবলিকান বুর্জোয়ারা যখন শ্রমিকদের উপর গুলি বর্ষণ করল তখন এ কথা চূড়ান্তভাবেই সপ্রমাণিত হয়ে গেল যে, স্বভাবধর্ম অনুযায়ী প্রলেতারিয়েতই শুধু সোস্যালিস্ট। লিবারেল বুর্জোয়ারা এই শ্রেণীর স্বাধীনতাকে যে কোন রকমের প্রতিক্রিয়ার চেয়ে শতগুণ বেশী ভয় করত। ভীরু উদারনীতিবাদ প্রতিক্রিয়ার সামনে একেবারে লুটিয়ে পড়ল। সামন্ততন্ত্রের উদ্বর্তনের উচ্ছেদে সন্তুষ্ট হয়েছিল কৃষকেরা এবং তারা যোগ দিয়েছিল নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষার সমর্থকদের সাথে, তবে তারা শুধু সময় সময় **শ্রমিকদের গণতন্ত্র আর বুর্জোয়া উদারনীতিবাদের** মধ্যে এদিক-ওদিক করত। অ-শ্রেণীর সমাজতন্ত্রের এবং অ-শ্রেণীর রাজনীতির সকল মতবাদই যে বাজে কথা ছাড়া আর কিছু নয় তা-ই সপ্রমাণিত হল।

প্যারী কমিউন (১৮৭১) বুর্জোয়া সংস্কার সাধনের এই বিকাশের ধারাকে সম্পূর্ণ করল; প্রজাতন্ত্রে অর্থাৎ রাজনৈতিক সংগঠনের যে রূপের মধ্য দিয়ে শ্রেণীসম্পর্ক সবচেয়ে বেশী খোলাখুলিভাবে আত্মপ্রকাশ করে সেই রূপের মধ্যে শুধু থাকল প্রলেতারিয়েতেরই বীরত্ব—এটা সম্ভব হয়েছিল নিজেদের সুদৃঢ় ঐক্যের জন্য।

ইওরোপের আর সব দেশে ঘটনাবলী ছিল অধিকতর জটিল, কিন্তু ধনতন্ত্রের বিকাশ অতটা সম্পূর্ণ হয়নি, তবে এসবের পরিণতি একই দাঁড়াল—সুস্পষ্ট রূপ নিয়ে দেখা দিল বুর্জোয়া সমাজ। প্রথম যুগের (১৮৪৮-৭১)—প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও বিপ্লবের যুগের—শেষের দিকে প্রাক্-মার্কসীয় সমাজতন্ত্র **নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।** আবির্ভাব ঘটল স্বাধীন প্রলেতারীয় পার্টিগুলির : প্রথম আন্তর্জাতিক—(১৮৬৪-৭২) আর জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির।

(২)

দ্বিতীয় যুগের (১৮৭২-১৯০৪) বৈশিষ্ট্য হল গোড়া থেকেই তার 'শান্তিপূর্ণ" প্রকৃতি, আর এযুগে কোন বিপ্লবও ঘটেনি। পাশ্চাত্য জগৎ বুর্জোয়া বিপ্লবের পর্ব শেষ করেছে। প্রাচ্য জগৎ তখনও সে-স্তরে পৌঁছাতে পারেনি।

ভবিষ্যতের পরিবর্তনের যুগের জন্য "শান্তিপূর্ণ" প্রস্তুতির এক অধ্যায় তখন শুরু হয়েছিল পাশ্চাত্য জগতে। মূলগতভাবে প্রলেতারীয়, এরকম সোস্যালিস্ট পার্টি গঠিত হয়েছিল সবত্র এবং এই পার্টিগুলি শিখেছিল বুর্জোয়া পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থাকে ব্যবহার করতে, শিখেছিল নিজেদের দৈনিক পত্রিকা, নিজেদের শিক্ষাকেন্দ্র, নিজেদের ট্রেডইউনিয়ন এবং নিজেদের সমবায় সমিতি গড়ে তুলতে। মার্কসীয় মতবাদ সম্পূর্ণভাবে বিজয়ী হল এবং **ছড়িয়ে পড়ল** দিকে দিকে। প্রলেতারিয়েতের শক্তিগুলিকে বাছাই করার ও সমাবেশ করার এবং আসন্ন সংগ্রামের জন্য প্রলেতারিয়েতকে প্রস্তুত করার প্রক্রিয়া মন্থর গতিতে হলেও দৃঢপদক্ষেপেই এগিয়ে চলেছিল।

ইতিহাসের ডায়েলেক্‌টিক্‌স ছিল এমনই যে, তত্ত্বের ক্ষেত্রে মার্কসবাদের বিজয়ের ফলে মার্কসবাদের শত্রুরা **ছদ্মবেশ ধারণ করে নিজেদের** মার্কসবাদী বলে পরিচয় দিতে বাধ্য হল। অস্থি মজ্জায় ঘুণে-ধরা উদারনীতিবাদ সোস্যালিস্ট **সুবিধাবাদের** রূপ পরিগ্রহ করে নিজেকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করল। বিরাট বিরাট সংগ্রামের জন্য শক্তিগুলিকে প্রস্তুত করার যে যুগ তাকে তারা ব্যাখ্যা করল এই সব সংগ্রামকে বর্জন করার যুগ হিসাবে। মজুরি-দাসত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করবার উদ্দেশ্য নিয়ে দাসদের অবস্থার যে উন্নতি সাধন করা হল তাকে তারা ব্যাখ্যা করল এই বলে যে এক মুঠো অন্নের জন্য দাসদের স্বাধীনতার অধিকার বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। কাপুরুষের মতন তারা প্রচার করল "সামাজিক শান্তির বাণী, (অর্থাৎ দাসপ্রভুদের সাথে শান্তির কথা), শ্রেণী-সংগ্রাম বর্জন করার মতবাদ এবং এরকম আরো অনেক কিছু। পার্লামেণ্টের সোস্যালিস্ট সদস্যদের মধ্যে, শ্রমিক আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মকর্তাদের এবং "দরদী' বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তাদের অনেক ভক্ত ছিল।

(৩)

সুবিধাবাদীরা "সামাজিক শান্তি"র প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠতে না উঠতেই এবং "গণতন্ত্রের" আমলে ঝড়ঝাপটার প্রয়োজন নেই বলে দাবি করতে না করতেই, বিশ্বব্যাপী বিরাট ঝঞ্ঝার নতুন উৎসমুখ উন্মুক্ত হল এশিয়ায়। রুশ বিপ্লবের পর দেখা দিল তুরস্কের বিপ্লব, পারস্যের বিপ্লব এবং চীনের বিপ্লব। আমরা এখন বাস করছি এই ঝড় ঝঞ্ঝারই যুগে এবং ইওরোপে তার প্রতিক্রিয়ারই যুগে। যে মহান চীন রিপাবলিকের বিরুদ্ধে আজ নানা রকমের "সুসভ্য" হায়নার দল দাঁত শানাচ্ছে তার ভাগ্য শেষ পর্যন্ত যাই হোক না কেন, পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যা, এশিয়ায় সেই পুরানো ভূমিদাস ব্যবস্থাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে পারে অথবা এশীয় এবং আধা এশীয় দেশগুলিতে ব্যাপক জনসাধারণের বীরত্বপূর্ণ গণতন্ত্রকে নিশ্চিহ্ন করতে পারে।

গণ-সংগ্রামের প্রস্তুতি ও বিকাশের শর্তাদি সম্পর্কে যাঁরা মনোযোগ দেননি সে-রকম কিছু লোক যখন দেখলেন যে, ইওরোপে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রাম দীর্ঘদিন বিলম্বিত হচ্ছে তখন তাঁরা হতাশ হলেন এবং নৈরাজ্যবাদের দিকে চলে গেলেন। এই নৈরাজ্যবাদী হতাশা যে কি পরিমাণ স্বল্পদৃষ্টিতে ও কাপুরুষতায় ভরা ছিল তা এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি।

এশিয়া যে তার আশী কোটি অধিবাসীকে নিয়ে এই একই ইওরোপীয় আদর্শের জন্য সংগ্রামের মধ্যে এসে পড়েছে তাতে আমাদের সাহসের সঙ্গে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠা উচিত, হতাশার কোন স্থানই আমাদের মধ্যে থাকা উচিত নয়।

এশিয়ার বিপ্লবেও উদারনীতিবাদের সেই একই নীচতা ও মেরুদণ্ডহীনতা প্রকাশ পেয়েছে, প্রকাশ পেয়েছে গণতান্ত্রিক জনগণের স্বাধীন কর্মোদ্যমের সেই একই অসামান্য গুরুত্ব এবং প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে সবপ্রকার বুর্জোয়াদের সেই একই রকম তীব্র পার্থক্য। ইওরোপ এবং এশিয়া, উভয় ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতার পর এখন অ শ্রেণীক রাজনীতি ও অ-শ্রেণীক সমাজতন্ত্রের কথা যে বলবে তাকে শুধু খাঁচায় বদ্ধ করে অস্ট্রেলিয়ার কাঙ্গারুর পাশাপাশি সকলের সামনে প্রদর্শন করাই বিধেয়।

এশীয় ধরনে না হলেও, এশিয়ার পর ইওরোপও চঞ্চল হয়ে উঠতে শুরু করেছে। ১৮৭২-১৯০৪ সালের "শান্তিপূর্ণ" যুগ সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়ে গিয়েছে, সে-যুগ আর ফিরে আসবার নয়। জিনিসপত্রের চড়া দর এবং ট্রাস্টগুলির অত্যাচারের

ফলে অর্থনৈতিক সংগ্রামের তীব্রতা অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে—উদারনীতিবাদের দ্বারা যারা সবচেয়ে বেশী কলুষিত সেই ব্রিটিশ শ্রমিকেরাও এই সংগ্রামের ফলে জেগে উঠেছে। আমাদের চোখের সামনেই, এমনকি অত্যন্ত "গোঁড়া", বুর্জোয়া ও জমিদারদের (জুঙ্কার) দেশ, জার্মানিতেও এক রাজনৈতিক সংকট দানা বেঁধে উঠছে। ক্ষিপ্ত অস্ত্রসজ্জা এবং সাম্রাজ্যবাদের কর্মনীতির তাড়নায় আধুনিক ইওরোপ এমন একটি "সামাজিক শান্তিতে" পৌঁছেছে যাকে এক ব্যারেল বারুদ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। আর এরই সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বুর্জোয়া পার্টির অবক্ষয় এবং প্রলেতারিয়েতদের পরিণতি লাভ অবিরাম গতিতে এগিয়ে চলেছে।

মার্কসবাদের আবির্ভাবের পর থেকে বিশ্ব ইতিহাসের এই যে তিনটি বিরাট বিরাট যুগের কথা বলা হল এর প্রত্যেকটি যুগেই নব নব রূপে মার্কসবাদের সত্যতা সপ্রমাণিত হয়েছে, ঘোষিত হয়েছে মার্কসবাদের নব নব বিজয়বার্তা। কিন্তু আমাদের সামনে ইতিহাসের যে যুগ আসছে সে যুগে প্রলেতারিয়েতের মতবাদ হিসাবেই মার্কসবাদের আরো বড়ো বড়ো সাফল্যের কথা ঘোষিত হবে।

প্রাভদা, ৫০ নং সংখ্যা — ১৮ খণ্ড
১লা মার্চ, ১৯১৩ — ৫৪৪-৪৭ পৃষ্ঠা।
স্বাক্ষর : ভি. আই.

ব্রিটেনে

(সুবিধাবাদের জঘন্য পরিণাম)

ব্রিটেনে, ব্রিটিশ সোস্যালিস্ট পার্টি এবং ইণ্ডিপেনডেন্ট লেবর পার্টি নামে যে **ছুটি** সোস্যালিস্ট পার্টি আছে তাদের থেকে ব্রিটিশ লেবর পার্টিকে আলাদা করেই দেখতে হবে। ব্রিটিশ লেবর পার্টি হচ্ছে সবচেয়ে সুবিধাবাদী শ্রমিক-সংগঠন, এ সংগঠনের কর্মধারায় উদারনৈতিক শ্রম-নীতি মিশে গিয়েছে।

ব্রিটেনে পরিপূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতাই বিরাজ করছে এবং সেখানে সোস্যালিস্ট পার্টিগুলি কাজ করছে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ্যে। কিন্তু লেবর পার্টি হচ্ছে শ্রমিক সংগঠনগুলির পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধি—এ সংগঠনগুলির কতকগুলি হচ্ছে অ-রাজনৈতিক, এবং অন্যগুলি হচ্ছে উদারনৈতিক; আমাদের লিকুইডেটরেরা যা চায় এ পার্টি ঠিক সেই রকমেরই এক রীতিমত সংমিশ্রণ; এই লিকুইডেটরেরাই কিন্তু "আণ্ডরগ্রাউণ্ড" (গোপন) কাজ সম্বন্ধে অত গালাগালি দিয়ে থাকে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ব্রিটেনে যে বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থা ছিল তা দিয়েই ব্রিটিশ লেবর পার্টির সুবিধাবাদকে ব্যাখ্যা করতে হবে—তখন ব্রিটিশ ধনিকদের মুনাফার পাহাড়ের কিছুটা অংশ পেয়েছিল "শ্রমিকদের অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা" ("অ্যারিস্টোক্রাসি অব লেবর")। এখন এই সব অবস্থা অতীতের ঘটনা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এমনকি ইণ্ডিপেনডেন্ট লেবর পার্টিও অর্থাৎ ব্রিটেনের সোস্যালিস্ট সুবিধাবাদীরাও, এ কথা উপলব্ধি করছে যে, লেবর পার্টি বাদায় পড়ে গেছে।

ইণ্ডিপেনডেন্ট লেবর পার্টির মুখপত্র "দি লেবর লীডার"-এর গত সংখ্যায় বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে নিম্নলিখিত সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে

আলোচিত হচ্ছে নৌ-দপ্তরে ব্যয়-মঞ্জুরি দাবির খসড়া। ব্যয়ের অঙ্ক কমাবার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেছে সোস্যালিস্টরা। বুর্জোয়ারা, অবশ্য, সরকারের পক্ষে ভোট দিয়ে ঐ প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েছে।

আর লেবর এম, পি রা কি করছে ?

তাদের মধ্যে ১৫ জন ভোট দিয়েছে ব্যয় হ্রাসের পক্ষে, অর্থাৎ সরকারের বিপক্ষে ; ২১ জন **ছিল অনুপস্থিত** ; ৪ জন ভোট দিয়েছে **সরকারের পক্ষে অর্থাৎ** ব্যয় হ্রাসের বিরুদ্ধে !!

এই চারজনের মধ্যে দু'জন নিজেদের কার্যকলাপের সমর্থনে এই যুক্তি দিচ্ছে যে, তাদের নিবাচন কেন্দ্রের শ্রমিকেরা অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের কারখানায় কাজ করেই নিজেদের জীবিকার্জন করে থাকে।

সুবিধাবাদের পরিণতি হিসাবে যে সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা. শ্রমিকদের আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতায়ই দেখা দেয় এ তারই জলন্ত দৃষ্টান্ত। আমরা তো আগেই বলেছি যে, এই বিশ্বাসঘাতকতার নিন্দা দিনের পর দিন ব্যাপকতর হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে ব্রিটিশ সোস্যালিস্টদের মধ্যে। সুবিধাবাদ এবং উদারনৈতিক শ্রম-নীতি যে কত মারাত্মক তা উপলব্ধি করার জন্য রাশিয়ার শ্রমিকদেরই অন্য লোকেদের ভুল থেকে শিখতে হবে।

প্রাভদা, ৮৫ নং সংখ্যা, ১৯ খণ্ড
১২ই এপ্রিল, ১৯১৩, ৩৫-৩৬ পৃঃ
স্বাক্ষর : ডব্লিউ

এশিয়ার জাগরণ

চিরন্তন ও চরম অচলায়তনের প্রতিভূকল্প দেশ বলে চীনকে যে গণ্য করা হত সে কি বহুদিনের কথা? এখন চীন হচ্ছে রাজনৈতিক কার্যকলাপে আলোড়িত এক দেশ, প্রবল জনআন্দোলনের এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জোয়ারের নাট্যমঞ্চ। রাশিয়ার ১৯০৫ সালের আন্দোলনের পর গণতান্ত্রিক বিপ্লব ছড়িয়ে পড়েছে সমগ্র এশিয়ায়—তুরস্কে, পারস্যে, চীনে। বিক্ষোভ বাড়ছে ব্রিটিশ ভারতে।

ডাচ ইণ্ডিজ-এ, জাভায় এবং অন্যান্য ডাচ উপনিবেশগুলিতে—যেখানে লোক সংখ্যা হল প্রায় চার কোটি সেখানেও—বিস্তৃত হয়েছে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক আন্দোলন। এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ।

গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, প্রথমত: জাভার জনগণ, যাদের মধ্যে জেগে উঠেছে এক ইসলামী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। দ্বিতীয়ত: স্থানীয় বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়—ধনতন্ত্রের বিকাশের ফলেই তাদের আবির্ভাব ঘটেছে এবং এদের মধ্যে নতুন জল হাওয়ায় অভ্যস্ত সেই সব ইওরোপীয়ানরাও রয়েছেন যাঁরা দাবি করছেন ডাচইণ্ডিজ-এর স্বাধীনতা। তৃতীয়ত: জাভা এবং অন্যান্য দ্বীপ-পুঞ্জের বেশ বিরাট সংখ্যক চীনা অধিবাসীরা, যাঁরা তাঁদের মাতৃভূমি থেকে এখানে নিয়ে এসেছেন বিপ্লবী আন্দোলন।

ডাচইণ্ডিজ-এর এই জাগরণের বর্ণনা দিতে গিয়ে, ডাচ মার্কসবাদী ভন রাভেস্তাইন বলেছেন যে, ডাচ সরকারের যুগযুগের স্বৈরাচার আর নিপীড়নকে এখন স্থানীয় অধিবাসীদের দৃঢ় প্রতিরোধের এবং প্রতিবাদের সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

প্রাক্-বিপ্লবী যুগের স্বাভাবিক বিকাশ এখন ঘটতে আরম্ভ করেছে: বিস্ময়কর দ্রুতগতিতে গড়ে উঠছে ইউনিয়নগুলি আর পার্টিগুলি। সরকার এগুলিকে

নিষিদ্ধ করে দিচ্ছে, এভাবে তারা শুধু বিক্ষোভই জাগিয়ে তুলছে এবং এর ফলে আন্দোলন যাচ্ছে আরও এগিয়ে। যেমন, সম্প্রতি সরকার "ভারতীয় পার্টি"কে ভেঙে দিয়েছে কারণ সেই পার্টির কর্মসূচীতে ও নিয়মাবলীতে **স্বাধীনতারই** দাবি জানানো হয়েছিল। এই দাবিকে ডাচ দেজিমরদারা [২১] (প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে যে, যাজক সম্প্রদায়ের আর লিবারেলদের সম্মতি নিয়ে—ইওরোপীয় উদারনীতিবাদ তো অস্থিমজ্জায় ঘুণে ধরা।) নেদারল্যাণ্ডস্ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার এক দুষ্ক্রিয় প্রচেষ্টা বলে মনে করেছিল! ভেঙে দেওয়া পার্টিটিকে, অবশ্য, ভিন্ন এক নামে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছিল।

স্বদেশবাসীদের একটি জাতীয় ইউনিয়ন গঠিত হয়েছে জাভায়। ইতোমধ্যেই এর সভ্য সংখ্যা আশী হাজারে উঠেছে এবং এই ইউনিয়ন জনসভার পর জনসভা করে চলেছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রসার কিছুতেই থামছে না।

বিশ্ব ধনতন্ত্র আর রাশিয়ার ১৯০৫ সালের আন্দোলন অবশেষে এশিয়াকে জাগিয়ে তুলেছে। পদদলিত ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন কোটি কোটি মানুষ আজ মধ্যযুগীয় অচলায়তন থেকে জেগে উঠেছে এক নতুন জীবনে, তারা জেগে উঠেছে অতি প্রাথমিক মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করবার জন্য।

বিভিন্ন রূপে এবং দুনিয়ার সকল অংশে বিশ্ব মুক্তি আন্দোলনের এই যে প্রবল অগ্রগতি তা অগ্রসর দেশগুলির শ্রমিকেরা সাগ্রহে এবং উৎসাহভরে লক্ষ্য করছে। শ্রমিক আন্দোলনের শক্তি দেখে আতঙ্কিত হয়ে ইওরোপের বুর্জোয়ারা নিজেদের সঁপে দিয়েছে প্রতিক্রিয়াপন্থীদের, সমরবাদীদের, যাজক সম্প্রদায়ের এবং জ্ঞান ও সংস্কারের প্রসারে বাধাদানকারী ব্যক্তিদের কাছে। কিন্তু ইওরোপের দেশগুলির প্রলেতারিয়েত এবং এশিয়ার নব-জাগ্রত গণতন্ত্র নিজের শক্তিতে ভরসা রেখে, জনগণের উপর অমিত বিশ্বাস নিয়ে এই অবক্ষয়ী মুমূর্ষু বুর্জোয়াদের আসন দখল করছে।

এশিয়ার জাগরণ আর ইওরোপের অগ্রসর প্রলেতারিয়েতের ক্ষমতা দখলের সংগ্রামের সূচনা করেছে বিশ্ব ইতিহাসের এক নব অধ্যায়—সে অধ্যায় শুরু হয়েছে বিংশ শতাব্দীর সূত্রপাতেই।

প্রাভদা, ১০৩ নং সংখ্যা — ১৯ খণ্ড

৭ই মে, ১৯১৩ — পৃঃ ৬৫-৬৬

স্বাক্ষর : এফ.

বেলজিয়ান ধর্মঘটের শিক্ষা

অর্ধেক-বিজয়ের মধ্যে বেলজিয়ান শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘটের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল—এ কথাই সকলে জানে [১২]। কিন্তু আজ পর্যন্ত শ্রমিকেরা যাজকপন্থীদের সরকারের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই পায়নি। শুধু মিউনিসিপাল নির্বাচনে নয়, পার্লামেন্টারী নির্বাচনেও ভোটাধিকারের প্রশ্নটি বিবেচনা করবার জন্য একটি কমিশন নিয়োগের প্রতিশ্রুতিই সরকার দিয়েছিল। এই তো সেদিনও ডেপুটিদের চেম্বারে (পার্লামেণ্টে) বেলজিয়ান প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, মে-মাসে এই কমিশন নিয়োগ করা হবে।

(সাধারণভাবে "উপবওয়ালাদের" যে কোন প্রতিশ্রুতিরই মতনই) একজন মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির উপর, অবশ্য, গুরুত্ব আরোপ করা ঠিক নয়। যাজকপন্থীদের (ব্ল্যাক হান্ড্রেড-ক্লারিকাল) [১৩] সেই পুরানো, অপ্রশম্য, অনমনীয় এবং একগুঁয়ে "চালচলন ও কাজের ধারায়" সাধারণ ধর্মঘট সুস্পষ্ট ফাটল ধরিয়েছে এ রকম আভাস যদি সাধারণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে না পাওয়া যায় তাহলে সীমিত বিজয়ের কথাও বলা যেতে পারে না।

সরকারকে কিছুটা পরাস্ত করা গেল—এখানেই ধর্মঘটের সাফল্য নয়, ধর্মঘটের সাফল্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠল বেলজিয়ান শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠন শক্তির সাফল্যে, তাদের শৃঙ্খলায়, তাদের নৈতিক উন্নতিসাধনে এবং সংগ্রামের জন্য তাদের উৎসাহ উদ্দীপনায়। বেলজিয়ান শ্রমিকশ্রেণী এ কথা সপ্রমাণিত করে দিয়েছে যে, নিজেদের সোস্যালিস্ট পার্টির শ্লোগান অনুযায়ী তারা দৃঢ়সংগ্রাম পরিচালনা করতে সক্ষম। "যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আবার আমরা ধর্মঘটের আহ্বান জানাব।" ধর্মঘটের সময় এই কথাগুলি উচ্চারিত হয়েছিল একজন শ্রমিক-নেতারই কণ্ঠে: এ কথাগুলি দেখিয়ে দিচ্ছে যে, জনগণ আজ এ বিষয়ে

সচেতন যে, তাদের দৃঢ় মুষ্টির মধ্যে তাদের সংগ্রামের হাতিয়ার রয়েছে এবং সেই হাতিয়ার আবার ব্যবহার করতে তারা প্রস্তুত। বেলজিয়ান ধনিকদের সম্বন্ধে এ কথা বলা যেতে পারে যে, ধর্মঘট তাদের দেখিয়ে দিয়েছে যে, ধর্মঘটের ফলে কি রকম বিরাট ক্ষতি হয় ধনিকদের এবং বেলজিয়ান ধনিকেরা যদি অসহায়ের মতন জার্মান ধনিকদের পিছনে পড়ে থাকতে না চায় তাহলে তাদের পক্ষে কনসেসন দেওয়া যে, কত প্রয়োজন তাও ধর্মঘট দেখিয়ে দিয়েছে।

বেলজিয়ামে দীর্ঘকাল ধরেই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে একটি নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং দীর্ঘকাল ধরে জনসাধারণ ভোগ করে আসছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা। রাজনৈতিক স্বাধীনতা থাকায় শ্রমিকদের কাজের প্রকাশ্য সুবিধা রয়েছে এবং তাদের সামনে রয়েছে এক ব্যাপক কর্মক্ষেত্র।

ধর্মঘটের সাফল্য অত অল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল কেন? এর কারণ কি? এর প্রধান কারণ দুটো।

প্রথম কারণ হল বেলজিয়ান সোস্যালিস্টদের একাংশের মধ্যে, বিশেষ করে যারা পার্লামেন্টের সদস্য তাদের মধ্যে সুবিধাবাদ ও সংস্কারবাদের প্রাধান্য। লিবারেলদের সাথে কাজ করতে অভ্যস্ত হয়ে পার্লামেন্টের এই সব সদস্যরা মনে করছে যে, তাদের সব কাজ কর্মেই তারা লিবারেলদের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং ধর্মঘট যখন ঘোষিত হল তখন দেখা দিল দোদুল্যমানতা এবং এই দোদুল্যমানতা সমগ্র প্রলেতারীয় সংগ্রামের সাফল্যের পথে, শক্তির পথে এবং গতিবেগের পথে প্রতিবন্ধ না হয়ে পারল না।

লিবারেলদের সম্বন্ধে অত মাথাব্যথার দরকার নেই। তাদের উপর একটু কম আস্থা রাখ, অনেক বেশী বিশ্বাস স্থাপন কর প্রলেতারিয়েতের স্বাধীন, নিঃস্বার্থ সংগ্রামের উপর—বেলজিয়ান ধর্মঘটের এই হল প্রথম শিক্ষা।

আংশিক ব্যর্থতার দ্বিতীয় কারণ হল বেলজিয়ামের শ্রমিক সংগঠনগুলির দুর্বলতা আর পার্টির দুর্বলতা। বেলজিয়ামে শ্রমিকদের পার্টি হচ্ছে রাজনৈতিক ভাবে অসংগঠিত শ্রমিকদের সাথে এবং "খাঁটি" সমবায়পন্থীদের, ট্রেড-ইউনিয়ন-পন্থীদের সাথে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত শ্রমিকদের এক মোর্চা বিশেষ। বেলজিয়ামের শ্রমিক আন্দোলনের এটা একটি বিরাট অক্ষমতা—মিঃ ইগোরভ **Kievskaya Mysl** পত্রিকার এবং লিকুইডেটররা **Luch** পত্রিকায় এদিকটা উল্লেখ না করে ভুলই করেছেন।

সোস্যালিস্ট প্রচার অভিযানের উপর আরও বেশী জোর দিতে হবে, শক্তিশালী এমন এক পার্টি সংগঠন গড়ে তোলার জন্য আরও বেশী সচেষ্ট হতে হবে যে পার্টি সংগঠন নীতির প্রতি একনিষ্ঠ থাকবে এবং সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে—বেলজিয়াম ধর্মঘটের এই হল দ্বিতীয় শিক্ষা।

প্রাভদা, ১০৪ নং সংখ্যা, ৮ই মে, ১৯১৩, স্বাক্ষর : কে. ও.

৩৬ খণ্ড পৃঃ ১৯৬-৯৭

জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাটরা এবং অস্ত্রসজ্জা

জার্মান রাইখস্ট্যাগের বাজেট কমিশনে সামরিক বিলের প্রথম আলোচনা পর্ব শেষ হয়েছে। বিলটি যে গৃহীত হবে তা সুনিশ্চিত—এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। জনসাধারণের উপব আরও বেশী নির্যাতন চালাবার জন্য এবং যারা মানব-বিধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করে তাদের মুনাফার অঙ্ক বাড়াবার জন্য আমাদের পুরিশকেভিচ আর মারকভের [১৪] সেই ভাইদের। জুঙ্কারদের (জার্মান জমিদারদের) সরকার জার্মান বুর্জোয়াদের সাথে হাত মিলিয়ে "কাজ করে চলেছেন"। রণসম্ভার আর সামরিক সাজসরঞ্জাম তৈরী করার কারখানার মালিকেরা বেশ ভাল ব্যবসা করছে। প্রুশিয়াব জমিদার শ্রেণীর ছেলেরা আশা করছে যে, তারা "অতিরিক্ত" অফিসারদের পদগুলি পাবে। সকল শাসকশ্রেণীই বেশ সন্তুষ্ট, এবং আধুনিক পার্লামেন্টগুলি যদি শাসকশ্রেণীগুলির মনোবাসনা পূর্ণ করবার হাতিয়ার না হয়ে দাঁড়ায় তবে সেগুলিকে রাখা হয়েছে কি জন্য?

নতুন নতুন অস্ত্রসজ্জার ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করবার জন্য, সেই চিরাচরিত প্রথানুযায়ী, "পিতৃভূমি" বিপন্ন এই ধূয়ো তুলবার চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রসঙ্গতঃ, জার্মান অর্বাচীনদের মনে ভীতি সঞ্চারেব উদ্দেশ্যে জার্মান চ্যান্সেলর বলছেন যে, **স্লাভজাতি ভয়াবহ বিপদ সৃষ্টি করবে**। এ কথা বলা যেতে পারে যে, বলকান যুদ্ধের বিজয়ের ফলে "স্লাভতন্ত্রই" শক্তিশালী হয়েছে, আর এই "স্লাভতন্ত্রই" সমগ্র "জার্মান দুনিয়া"র শত্রুস্বরূপ!! চ্যান্সেলর সাহেব জুঙ্কারদের দৃঢ় প্রত্যয় জাগিয়ে বলছেন যে, বিপদ নিহিত রয়েছে সর্ব-স্লাভবাদের মধ্যে—জার্মানদের বিরুদ্ধে সকল স্লাভ জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার ধারণার মধ্যে।

জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাটরা তাদের পত্রপত্রিকায়, পার্লামেণ্টে তাদের বক্তৃতায় এবং জনসভায় এই সব ভণ্ডামীতে ভরা, উগ্রস্বাদেশিকতায় ভরা ছলাকলার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে দিয়েছিল এবং এখনো দৃঢ়তার সাথে উদ্ঘাটিত করে চলেছে। সোস্যাল-ডেমোক্রাটরা জানে যে, এমন একটি দেশ আছে যেখানে স্লাভ জাতির লোকেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং যে দেশ দীর্ঘকাল ধরে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করেছে এবং যেখানে প্রচলিত রয়েছে নিয়মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা। সে দেশটি হল অস্ট্রীয়া। সেই দেশ কোন রকম সামরিক পরিকল্পনা করবে এরকম ভয় করা অবাস্তব ছাড়া আর কিছু নয়।

সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের বক্তব্যে কোণঠাসা হয়ে জার্মান চ্যান্সেলর সেণ্ট পিটার্সবুর্গের বিক্ষোভের কথা উল্লেখ করেছিলেন—সে বিক্ষোভ ঘটেছিল সব-স্লাভ আন্দোলনের অভিব্যক্তি হিসাবে। এ এক অপূর্ব যুক্তি! জার্মানি এবং রাশিয়া—উভয় দেশেই বন্দুক, কামান, গোলাবারুদ, যুদ্ধের অন্যান্য মালমসল্লা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় "সাংস্কৃতিক" জিনিসপত্র তৈরীর কারখানার মালিকেরা চায় নিজেদের ঐশ্বর্য সম্পদ বাড়াতে, তাই তারা জনসাধারণকে ধোকা দেবার জন্য একে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিচ্ছে। রাশিয়ান উগ্র স্বদেশভক্তদের কথা বলা হচ্ছে জার্মানদের ভয় দেখাবার জন্য, আর জার্মান উগ্রস্বদেশভক্তদের কথা বলা হচ্ছে রুশদের ভয় দেখাবার জন্য! ধনিকদের হাতে জার্মান ও রাশিয়ানকে উভয়েই খেলছে—উভয়েই এক জঘন্য ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু ধনিকেরা এ কথা খুব ভালভাবেই জানে যে, রাশিয়া জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, এ কথা চিন্তা করা এক হাস্যাস্পদ ব্যাপার।

আমরা আবার বলছি যে, রাইখস্টাগে জার্মান উগ্রস্বদেশভক্তদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল সুনিশ্চিত। কিন্তু জার্মান শ্রমিকদের মধ্যে জমে উঠছিল ক্ষোভ আর ঘৃণা, তারা উগ্রস্বদেশভক্তদের জনসাধারণের অর্থের নির্লজ্জ লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে শুধু পার্লামেণ্টারী পদ্ধতিতেই সংগ্রাম চাইছিল না। এটা বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় যে, প্রথম উর্টেমবুর্গ নির্বাচন কেন্দ্রের (স্তুৎগার্তের) সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের এক সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল:

"পার্লামেণ্টে সামরিক বিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম যথেষ্ট বলিষ্ঠতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে না বলে এই সাধারণ সভা দুঃখ প্রকাশ করছে। এই সভার অভিমত যে, অস্ত্র তৈরীর কারখানার মালিকেরা জনসাধারণের জীবিকার উপর যে প্রচণ্ড অভিযান চালিয়েছে তা প্রতিহত করবার জন্য সম্ভাব্য সকল পদ্ধতিই

কাজে লাগাতে হবে। সুতরাং এই সভা আশা করে যে, যখন কমিশন থেকে বিলটি আলোচনার জন্য রাইখস্ট্যাগে আসবে, তখন শুধু বাধা দান নয়, এ বিলের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রামই রাইখস্ট্যাগের সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক গ্রুপ গড়ে তুলবেন। এই সভা মনে করে যে, পার্লামেন্টের বাইরে এযাবৎকাল পার্টি যে সংগ্রাম করেছে তা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। পার্টির কার্যকরী কমিটির কাছে এই সভা দাবি করছে যে, তাঁরা গণ-ধর্মঘট সমেত এমন সব সংগ্রাম সংগঠিত করুন যাতে সমগ্র শ্রমজীবী জনসাধারণ অংশ গ্রহণ করতে পারবে।"

শ্রমিকদের যে আরও বেশী দৃঢ়সংকল্প, আক্রমণাত্মক, গণসংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে এই চেতনা, ধীরে হলেও, দৃঢ়ভাবে জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের মধ্যে জেগে উঠছে। পার্লামেন্টারী গ্রুপে এবং শ্রমিক আন্দোলনের কার্যকরী কমিটিতে যাদের সংখ্যা অনেক সেই সুবিধাবাদীরা এই সংগ্রামের বিরোধী, তবু শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে এই সংগ্রাম দিনের পর দিন নতুন নতুন সমর্থক পাচ্ছে।

প্রাভদা; ১১৬ নং সংখ্যা; ৩৬ খণ্ড
২২শে মে, ১৯১৩ ২০৪-০৫ পৃঃ

জার্মানিতে পার্টিগুলি সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্য

১৯১২ সালের পার্লামেন্টারী নির্বাচন সম্পর্কে (রাইখস্ট্যাগের নির্বাচন সম্পর্কে) জার্মান পরিসংখ্যান ব্যুরো চমৎকার তথ্য প্রকাশ করেছে। **গ্রামাঞ্চলে** এবং **শহরগুলিতে** বিভিন্ন পার্টিগুলির শক্তির যে তুলনা এতে পরিস্ফুট হয়েছে তা বিশেষভাবে একটি শিক্ষণীয় বিষয়।

ইওরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রের পরিসংখ্যান বিভাগে যে ভাবে করা হয়ে থাকে ঠিক সেইভাবেই জার্মান পরিসংখ্যান বিভাগেও দুই হাজার অধিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে গ্রামাঞ্চল বলে। রাশিয়ায় কিন্তু ঘটনা এরকম নহে—সেখানে জনসংখ্যার হিসাবের প্রতি কোনরূপ দৃষ্টি না দিয়েই জনবহুল কতকগুলি কেন্দ্রকে অর্থহীনভাবে, আমলাতাস্ত্রিক-পুলিসী পদ্ধতিতে, স্বৈরাচারী প্রথানুসারে শহর বলে এখনো "অভিহিত" করা হচ্ছে।

যে সব অঞ্চলে দু'হাজার থেকে দশ হাজার লোকের বাস সেগুলিকে জার্মান পরিসংখ্যান বিভাগ আখ্যা দিয়েছে ছোট্ট ছোট্ট শহর বলে, আর দশ হাজার এবং তার বেশী লোকের যেখানে বাস সেগুলিকে আখ্যা দিয়েছে বৃহত্তর শহর বলে।

দেখা যাচ্ছে যে, কোন একটি পার্টির **প্রগতিশীলতা** ("প্রগতিশীলতা" কথাটির ব্যাপকতম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অর্থে) এবং শহরগুলিতে ও সাধারণভাবে আরও বেশী লোকের যেখানে বাস সেই কেন্দ্রগুলিতে এই পার্টির শক্তি **বৃদ্ধি**—এই দুয়ের মধ্যে আশ্চর্যজনকভাবে নিয়মিত সম্পর্ক রয়েছে।

পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে যে, জার্মানিতে পার্টিগুলির মধ্যে চারটি গ্রুপ রয়েছে:—

১। সোস্যাল-ডেমোক্রাটস—প্রগতিশীল কথাটির সেরা অর্থে সম্পূর্ণভাবে একমাত্র প্রগতিশীল পার্টি, "জনগণের" পার্টি, মজুরি-শ্রমিকদের গণ-পার্টি;

২। প্রগ্রেসিভ পিপলস্ পার্টি—একটি পেটি বুর্জোয়া ডেমোক্রাটিক পার্টি, কতকটা আমাদের ত্রুদোভিকদের (২৫) মতন (অবশ্য ভূমিদাস ব্যবস্থার আমলের পার্টি এ নয়। এটি হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে বুর্জোয়া সমাজেরই একটি পার্টি);

৩। ন্যাশনাল-লিবারেলস—বৃহৎ বুর্জোয়াদের পার্টি, এটি একটি জার্মান অক্টোব্রিস্ট-কেডেট পার্টি ;

৪। সমস্ত রক্ষণশীল পার্টিগুলি, ব্ল্যাক হান্ড্রেড জমিদারদের যাজক সম্প্রদায়ের, প্রতিক্রিয়াশীল পেটি-বুর্জোয়া ও কৃষকদের (শেম্ জাতি-বিরোধীদের, "মধ্যপন্থীদের" অর্থাৎ ক্যাথলিকদের, খাঁটি রক্ষণশীলদের, পোলদের ইত্যাদি) পার্টিগুলি।

বিভিন্ন পার্টির ভোটের শতকরা হিসাব

	সোশ্যাল ডেমো:	প্রগ্রেসিভ	ন্যাশনাল লিবারেলস	সমস্ত (কনসারভেটিভ) রক্ষণশীল	বিবিধ নানারকমের	মোট
গ্রামে	১৯.০	৮.৮	১২.৮	৫৮.৬	০.৮	১০০.০
ছোট্ট শহরে	৩৫.৮	১২.১	১৫.০	৩৬.৪	০.৭	১০০.০
বড় শহরে	৪৯.৩	১৫.৬	১৩.৮	২০.০	১.৩	১০০.০
সমগ্র শহরে	৩৪.৮	১২.৩	১৩.৬	৩৮.৩	১.০	১০০.০

জার্মানিতে রয়েছে সার্বজনীন ভোটাধিকার। উপরের সংখ্যা-চিত্র থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে **প্রতীয়মান** হচ্ছে যে, জার্মানির গ্রাম, জার্মানির কৃষক সম্প্রদায় (**সমস্ত** ইওরোপীয়, নিয়মতান্ত্রিক, সভ্য দেশগুলির কৃষক সম্প্রদায়েরই মতন) আজও আধ্যাত্মিকভাবে এবং রাজনৈতিকভাবে জমিদার আর যাজকদের দাসত্ব শৃঙ্খলে **প্রায় সমগ্রভাবেই** শৃঙ্খলিত।

জার্মানির গ্রামগুলিতে প্রায় পাঁচভাগের তিন ভাগ ভোট (শতকরা ৫৮.৬ ভাগ) পড়েছে রক্ষণশীল দলগুলির পক্ষে, অর্থাৎ জমিদার আর যাজকদের পার্টিগুলির পক্ষে, কৃষক যখন সংগ্রাম করেছিল ফিউডাল লর্ডদের (সামন্ত প্রভুদের), ভূমিদাস মালিকদের এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে তখন সারা ইওরোপেই সে ছিল বিপ্লবী। কৃষক যখন তার স্বাধীনতা পেল, পেল এক টুকরা জমি, তখন সে, সাধারণ নিয়ম হিসাবে, নিজেকে **খাপ খাইয়ে নিল** জমিদারদের আর যাজকদের সাথে এবং হয়ে উঠল প্রতিক্রিয়াশীল।

ধনতন্ত্রের বিকাশ, অবশ্য, কৃষককে প্রতিক্রিয়ার খপ্পর থেকে মুক্ত করে আনতে আরম্ভ করেছে, তাকে নিয়ে আসছে সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের পক্ষে। ১৯১২ সালে সোস্যাল-ডেমোক্রাটরা জার্মানির গ্রামাঞ্চলের ভোটের **প্রায় এক-পঞ্চমাংশ** (শতকরা ১৯ ভাগ) ভোট পেয়েছিল।

ফলে জার্মানির গ্রামে রাজনৈতিক পরিস্থিতি যা দাঁড়াল তা হচ্ছে এইরূপ—**এক-পঞ্চমাংশ** হচ্ছে সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের সমর্থক, **এক-পঞ্চমাংশ** মোটামুটি "লিবারেল" বুর্জোয়াদের সমর্থক, আর **তিন-পঞ্চমাংশ** হচ্ছে জমিদার এবং যাজকদের সমর্থক। গ্রামের রাজনৈতিক উন্নতিবিধানের জন্য এখনো অনেক কিছু করতে হবে। এ কথা বলা যেতে পারে যে, ছোট কৃষকদের ধ্বংস করে এবং ক্রমাগত তাদের দাবিয়ে দিয়ে ধনতন্ত্র জোর করেই তাদের মাথা থেকে প্রতিক্রিয়াশীল কুসংস্কারগুলিকে দূর করে দিচ্ছে।

ছোট ছোট শহরগুলিতে অবস্থা কিন্তু অন্য রকমের: সেখানে ইতোমধ্যেই সোস্যাল-ডেমোক্রাটরা লিবারেল বুর্জোয়াদের চেয়ে অনেক দূর এগিয়ে রয়েছে (সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের ভোট হল শতকরা ৩৫ ৮ ভাগ আর লিবারেল বুর্জোয়াদের হল শতকরা ২৭ ভাগ), কিন্তু তারা এখনো রক্ষণশীলদের ধরতে পারেনি—রক্ষণশীলরা পেয়েছে শতকরা ৩৬ ৪ ভাগ ভোট। ছোট ছোট শহরগুলি হচ্ছে পেটি বুর্জোয়াদের প্রধান দুর্গ, প্রধানতঃ বাণিজ্যের এবং শিল্পের প্রাণকেন্দ্র। পেটি বুর্জোয়াদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশী দোদুল্যমানতা দেখা যায়, ফলে রক্ষণশীল, সোস্যালিস্ট বা লিবারেল বুর্জোয়া কারুর পক্ষেই তারা স্থায়ী সংখ্যাধিক্য সৃষ্টি করে না।

বড বড শহরগুলিতে কিন্তু সোস্যাল-ডেমোক্রাটরাই জয়ী হয়েছে। সেখানে তাদের সমর্থনে দাঁড়িয়েছে জনসংখ্যার **অর্ধেক** (মোট ভোটের শতকরা ৪৯ ৩ ভাগ)—রক্ষণশীল আর লিবারেলরা মিলিয়ে যত ভোট পেয়েছে (১৫ ৬ + ১৩.৮ + ২০ = ৪৯ ৪ শতাংশ) সোস্যাল-ডেমোক্রাটরাও প্রায় তত ভোটই পেয়েছে। এখানে রক্ষণশীল সমর্থক হল জনসংখ্যার শুধু **এক-পঞ্চমাংশ**, লিবারেল বুর্জোয়াদের হল **তিন-দশমাংশ**, এবং সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের **অর্ধেক**। যদি আমরা সবচেয়ে বড় বড শহরগুলি ধরি তাহলে সেগুলিতে সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের আরও বেশী প্রাধান্যই আমরা দেখতে পাব।

এ কথা তো সর্বজনবিদিত যে, সমস্ত আধুনিক রাষ্ট্রে এবং এমনকি রাশিয়ারও, শহরগুলি গ্রামের চেয়ে অনেক বেশী দ্রুতগতিতে সমৃদ্ধি লাভ করে এবং শহরগুলি

হচ্ছে জনসাধারণের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের জীবনযাত্রার প্রাণকেন্দ্রএবং প্রগতির প্রধান চালিকাশক্তি। শহরগুলিতে সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের প্রাধান্য থেকে জনগণের অগ্রগামী অংশের পার্টির গুরুত্ব সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

জার্মানিতে, ১৯১২ সালে লোকসংখ্যা ছিল সাড়ে ছ'কোটি—এর ভিতর মাত্র ২ কোটি ৫৯ লক্ষ বাস কবত গ্রামে, ছোট ছোট শহরে বাস করত ১ কোটি ২৩ লক্ষ এবং বড় বড় শহবগুলিতে ২ কোটি ৬৮ লক্ষ। বিগত কয়েক দশকে, জার্মানি পরিপূর্ণভাবে একটি ধনতন্ত্রী দেশে পরিণত হয়েছে, আগের চেয়ে অনেক বেশী স্বাধীন হয়েছে, পেয়েছে একটি স্থায়ী শাসনতান্ত্রিক কাঠামো আর সার্বজনীন ভোটাধিকার এবং এই সময়েই গ্রামের জনসংখ্যাব চেয়ে শহরের জনসংখ্যা অনেক বেশী দ্রুতগতিতে বেড়ে গিয়েছে। ১৮৮২ সালে ৪ কোটি ৫০ লক্ষের মধ্যে ১ কোটি ৮৯ লক্ষ লোক, অর্থাৎ ৪১·৮ শতাংশ; ১৮৮৫ সালে ৫ কোটি ২০ লক্ষের মধ্যে ২ কোটি ৬০ লক্ষ অর্থাৎ ৪৯.৮ শতাংশ; এবং ১৯০৭ সালে ৬ কোটি ২০ লক্ষের মধ্যে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ অর্থাৎ ৫৮.১ শতাংশ বাস করত শহরে। বৃহত্তম শহরগুলির, যে গুলিব লোকসংখ্যা ছল এক লক্ষ এবং তাবও কিছু বেশী সেগুলির লোকসংখ্যা ঐ বছবগুলিতে (১৮৮২ সালে, ১৮৮৫ সালে এবং ১৯০৭ সালে) যথাক্রমে হয়ে দাঁড়াল ত্রিশ লক্ষ, সত্তর লক্ষ এবং এক কোটি কুড়ি লক্ষ, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ৭·৪ শতাংশ, ১৩·৬ শতাংশ এবং ১৯·১ শতাংশ। ২৫ বছরে জনসংখ্যা মোট বাড়ল ৩৬·৫ শতাংশ, শহবেব জনসংখ্যা বাড়ল ৮৯ ৬ শতাংশ এবং বড় বড় শহরগুলিব জনসংখ্যা বাড়ল ২৫৪·৪ শতাংশ।

সর্বশেষে, কৌতূহলেব সাথে এটাও লক্ষ্য করবার বিষয় যে, আধুনিক বুর্জোয়া জার্মানিতে একেবাবে খাঁটি বুর্জোয়া পার্টিগুলি সমর্থন পাচ্ছে শুধু জনসংখ্যার একটি **সংখ্যালঘু অংশের** কাছ থেকে। ১৯১২ সালে সমগ্র জার্মানিতে সোস্যাল-ডেমোক্রাটবা মোট ভোটের **এক তৃতীয়াংশেরও বেশী** ভোট পেয়েছিল (৩৪·৮ শতাংশ) রক্ষণশীলেরা (অর্থাৎ প্রধানতঃ জমিদার ও যাজক সম্প্রদায়) পেয়েছিল **দুই-পঞ্চমাংশের** সামান্য কিছু কম (৩৮·৩ শতাংশ), আব সমস্ত লিবাবেল বুর্জোয়া পার্টিগুলি পেয়েছিল **শুধুমাত্র এক-চতুর্থাংশ** ভোট (২৫·৯ শতাংশ)।

এর কারণ কি? যে দেশে ধনতন্ত্র অতি দ্রুতগতিতে বিকাশ লাভ করছে সেই বুর্জোয়া জার্মানিতে বিপ্লবের (১৮৪৮ সালের বুর্জোয়া বিপ্লবের) ষাট

বছরের বেশী কাল পরেও কেন জমিদার এবং যাজকদেরই প্রাধান্য বিরাজ করছে, কেন বুর্জোয়া পার্টিগুলির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি ?

এই ঘটনার প্রধান কারণের কথা কার্ল মার্কস ১৮৪৮ সালেই উল্লেখ করেছিলেন। সেটি হল : প্রলেতারিয়েতের স্বাধীন সত্তা দেখে শঙ্কিত হয়ে, এবং শ্রমিকেরা **নিজেদেরই জন্য** এবং ধনিকদেরই বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ব্যবহার করছে দেখে, জার্মান বুর্জোয়ারা গণতন্ত্রকেই বর্জন করল। নির্লজ্জের মতন বিশ্বাসঘাতকতা করল সেই স্বাধীনতার প্রতি যে স্বাধীনতা অতীতে তারা রক্ষা করেছিল, এবং তারা জমিদার ও যাজক সম্প্রদায়ের অনুগত ভৃত্যের ভূমিকা পালন করবার জন্য এগিয়ে গেল [২৬]। আমরা এ কথা জানি যে, ১৯০৫ সালের পর রাশিয়ান বুর্জোয়াদের মধ্যে এই দাসসুলভ রাজনৈতিক পথ অনুসরণের মনোভাব এবং দাসসুলভ রাজনৈতিক চিন্তাধারা বিকাশ লাভ করছে এবং তাদের মধ্যে এক্ষেত্রে উৎসাহ উদ্দীপনা জার্মান বুর্জোয়াদের চেয়ে অনেক বেশী।

রাবোচাইয়া প্রাভদা ১৯ খণ্ড
৩নং, ১৬ই জুলাই ১৯১৩, পৃঃ ২৩৮—৪১
স্বাক্ষর : ভি. আই.

অগস্ট বেবেল

বেবেলের জীবনাবসানে শুধু যে শ্রমিকদের মধ্যে যাঁর প্রভাব ছিল সর্বাধিক সে-রকম একজন সর্বজনপ্রিয় জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক নেতারই তিরোধান ঘটল তা নয়, তাঁর জীবনাবসানে এমন একজনের তিবোধান ঘটল যিনি, তাঁর নিজের বিকাশের এবং নিজের রাজনৈতিক কার্যকলাপের ধারায়, জার্মান এবং আন্তর্জাতিক সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনে একটি সমগ্র ঐতিহাসিক যুগকেই মূর্ত করে তুলেছিলেন।

আন্তর্জাতিক সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনের ইতিহাসে দুইটি প্রধান যুগকে পৃথক পৃথক ভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। প্রথমটি ছিল সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার এবং প্রলেতারিয়েতের শ্রেণীসংগ্রামের সূচনার যুগ। তখন অসংখ্য সমাজতান্ত্রিক মতবাদ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে চলেছিল এক দীর্ঘ ও কঠিন সংগ্রাম। সমাজতন্ত্র তখন তার পথ খুঁজছিল, খুঁজছিল নিজেকে। পেটিবুর্জোয়া "জনসাধারণের" মধ্য থেকে যাদের আবির্ভাব সবেমাত্র শুরু হয়েছে সেই প্রলেতারিয়েতের শ্রেণীসংগ্রাম তখন ছিল বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহেরই মতন, যেমন লিয়নসের তাঁতিদের বিদ্রোহ। এই যুগে শ্রমিকশ্রেণীও নিজেব পথের সন্ধানে কেবল এদিক ওদিক হাতড়ে বেড়াচ্ছিল।

এই যুগ ছিল সেই যুগ যে যুগ ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল মার্কসবাদের জন্য এবং যে যুগে ইতিহাসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একমাত্র সমাজতান্ত্রিক মতবাদ হিসাবে দেখা দিল মার্কসবাদ। গত শতাব্দীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কাল ধরে চলেছিল এই যুগ; এ যুগের পরিসমাপ্তি ঘটল মার্কসবাদের সম্পূর্ণ বিজয়ে, সমাজতন্ত্রের প্রাক্-মার্কসীয় সকল রূপের পতনে (বিশেষ করে ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের পর) এবং পেটিবুর্জোয়া গণতন্ত্র থেকে শ্রমিকশ্রেণীর পৃথকীকরণে; এই যুগ তখন প্রবেশ করল এক স্বাধীন ঐতিহাসিক পথে।

দ্বিতীয় যুগ ছিল প্রলেতারীয় শ্রেণীর সদস্য নিয়ে গণ-সোস্যালিস্ট পার্টিগুলি গড়ার, তাদের প্রসারের এবং পরিপক্কতার যুগ। চতুর্দিকে সমাজতন্ত্রের প্রচণ্ড প্রসার, সকল রকমের প্রলেতারীয় সংগঠনের অভূতপূর্ব বিকাশ এবং নিজেদের মহান যুগান্তকারী লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে দিকে দিকে শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক প্রস্তুতি—এই হল এই যুগের বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ। সাম্প্রতিক কালে এই যুগের পরবর্তী যুগ তার নিজরূপ পরিগ্রহ করছে—সে যুগ হল এমন একটি যুগ যখন ইতোমধ্যেই সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়েছে যে শক্তিগুলি সেগুলি কতকগুলি সঙ্কটের মধ্যেই নিজেদের লক্ষ্য সাধন করবে।

অগস্ট বেবেল নিজে ছিলেন একজন শ্রমিক। অধ্যবসায়সহকারে সংগ্রাম করে তিনি নিজের সোস্যালিস্ট বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলেছিলেন। সমাজতন্ত্রের আদর্শের জন্য তিনি পরিপূর্ণভাবে এবং সমগ্রভাবে উৎসর্গ করেছিলেন নিজের জীবনের সমস্ত শক্তি। দশকের পর দশক তিনি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলেছিলেন সেই জার্মান প্রলেতারিয়েতের সাথে যারা দিনের পর দিন এগিয়ে চলছিল সমুখপানে এবং যাদের বিকাশ ঘটছিল নব নব দিকে। ইওরোপে পার্লামেণ্টারী রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি একজন অশেষ গুণসম্পন্ন নেতা বলেই পরিগণিত ছিলেন। আন্তর্জাতিক সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনের তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী সংগঠক ও রণকুশলী, সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী নেতা—সংস্কারবাদ ও সুবিধাবাদের তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরোধী।

১৮৪০ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে রাইন অঞ্চলের কোলোন শহরে অতি নিম্নপদস্থ জনৈক প্রুশিয়ান অফিসারের গরিব পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মা'য় কাছ থেকে শৈশবেই তিনি পেয়েছিলেন কতকগুলি আদিম কুসংস্কার—অবশ্য পরে তিনি ধীরে ধীরে হলেও নিশ্চিতভাবেই সেগুলি ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। ১৮৪৮-৪৯ সালে, জার্মানিতে বুর্জোয়া বিপ্লবের সময়, রাইন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে প্রজাতন্ত্রের ভাবধারাই বিরাজিত ছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শুধু দু'জন বালকই (তার মধ্যে একজন হলেন বেবেল) রাজতন্ত্রের সমর্থনে বক্তৃতা দিয়েছিল এবং এ জন্য সহপাঠীদের হাতে তাদের মার খেতে হয়েছিল। নিজের স্মৃতিকথায় ছেলেবেলাকার এই ঘটনার বর্ণনা করতে গিয়ে বেবেল বলেছেন যে এই ঘটনা থেকে তিনি "নীতি শিক্ষাই" গ্রহণ করেছিলেন—অবাধ রুশ অনুবাদে সেই নীতিশিক্ষাকে আমরা যেভাবে ব্যক্ত করতে পারি তা হল: "যারা প্রহৃত হয়নি সেরকম দু'জনের সমান হল একজন প্রহৃত ব্যক্তি।"

প্রতিবিপ্লবের দীর্ঘ কঠিন বছরগুলির পর ১৮৬০ সাল আর তার পরবর্তী বছরগুলিতে জার্মানিতে এল উদারনৈতিক ভাবধারার এক "নব বসন্ত" এবং শ্রমিকশ্রেণীর গণআন্দোলনে দেখা দিল এক নব জাগরণ। লাসালে তখন শুরু করেছিলেন তাঁর চমৎকার প্রচার অভিযান, অবশ্য সে প্রচার অভিযান ছিল ক্ষণস্থায়ী। সে সময়ে বেবেল ছিলেন লেদ মেশিনের কাজে একজন তরুণ শিক্ষানবিশ। ১৮৪৮-এর অভিজ্ঞ কর্মীদের দ্বারা প্রকাশিত উদারনৈতিক পত্র-পত্রিকাগুলি তিনি আগ্রহ সহকারে পড়ছিলেন। তিনি শ্রমিকদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির একজন উৎসাহী সদস্য হয়ে উঠলেন। তাঁর দৃঢ় প্রুশিয়ান কুসংস্কার থেকে তিনি মুক্ত হলেন, গ্রহণ করলেন উদারনৈতিক মতবাদ এবং বিরোধিতা করলেন সমাজতন্ত্রের।

কিন্তু জীবন তার নিজস্ব গতিধারা গ্রহণ করল, এবং লাসালের পুস্তিকা পড়ে তরুণ শ্রমিক ক্রমে ক্রমে এসে পৌঁছলেন মার্কসের মতবাদে, যদিও প্রতিবিপ্লবের দশবৎসরাধিক কালের নির্যাতনের দরুন মার্কসের রচনাবলীর সাথে পরিচিত হওয়া তখন ছিল খুবই দুরূহ। শ্রমিকশ্রেণীর জীবনযাত্রার অবস্থা আর সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে নিজের সাগ্রহ ও বিচার-বিবেচনাপূর্ণ পড়াশুনা বেবেলকে উদ্বুদ্ধ করল সমাজতন্ত্রের মতবাদ গ্রহণ করতে। তিনি নিজের চেষ্টায়ই সমাজ-তন্ত্রের দিকে আসতেন, কিন্তু এদিকে তাঁর বিকাশের ধারা ত্বরান্বিত হল লিবনেক্টের কাছ থেকে পাওয়া সাহায্যে—লিবনেক্ট ছিলেন তাঁর চেয়ে চৌদ্দ বছরের বড় এবং তখন তিনি ফিরে এসেছেন লণ্ডন থেকে যেখানে তিনি প্রবাসী হিসাবে বেশ কিছুকাল ছিলেন।

মার্কসের বিরোধীদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন কুৎসা রটনায় সিদ্ধহস্ত তাঁরা তখন বলতেন যে, মার্কসের পার্টি তিনজন লোক নিয়ে গঠিত : পার্টির শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত মার্কস, তাঁর সেক্রেটারী এঙ্গেলস আর তাঁর "এজেন্ট" লিবনেক্ট। কিন্তু নির্বোধ লোকেরা লিবনেক্টকে প্রবাসীদের বা বাইরে বসবাসকারীদের এজেন্ট মনে করে তাঁকে এড়িয়ে চলত। তাঁর যা প্রয়োজন ছিল তাই বেবেল লিবনেক্টের মধ্যে খুঁজে পেতে সক্ষম হলেন। লিবনেক্টের মধ্যে তিনি পেলেন মার্কসের ১৮৪৮ সালের সেই বিখ্যাত ভাষণের সাথে, প্রকৃত প্রলেতারীয় পার্টির সাথে জীবন্ত যোগসূত্র,—ক্ষুদ্র হলেও, এই পার্টি সে-সময়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; লিবনেক্টের মধ্যে তিনি পেলেন মার্কসীয় মতবাদের ও মার্কসীয় ঐতিহ্যের এক প্রাণবন্ত প্রতিনিধি। কথিত আছে যে, লেদ মেসিনের তরুণ শ্রমিক বেবেল লিবনেক্ট

সম্বন্ধে মন্তব্য করে বলেছিলেন : "গোল্লায় যাক ওসব প্রচার, ঐ লোকটির কাছ থেকে তুমি শিখতে পার এরকম কিছু জিনিস ঐ লোকটির মধ্যে আছে !"

উনিশ শতকের সপ্তদশকের শেষার্ধে বেবেল লিবারেলদের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলেন, বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক মহল থেকে শ্রমিকদের ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক মহলকে আলাদা করে আনলেন এবং দীর্ঘকাল ধরে যে পার্টি অন্যান্য শ্রমিক-পার্টির বিরুদ্ধে, লাসালীয় পার্টির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল সেই আইজেনাক পার্টির, মার্কসবাদী পার্টির প্রথম সারিতেই তিনি লিবনেক্টের পাশে আসন গ্রহণ করলেন।

জার্মান সোস্যালিস্ট আন্দোলনে যে ভাঙন সৃষ্টি হয়েছিল তার ঐতিহাসিক কারণ সংক্ষেপে নিম্নরূপ। জার্মানির ঐক্যসাধনের প্রশ্নটি ছিল সেদিনকার প্রধান কথা। তখন শ্রেণীগুলির জোট যেভাবে ছিল তাতে দু রকম পথে এ প্রশ্নটির মীমাংসা হতে পারত : হয় প্রলেতারিয়েতের নেতৃত্বে পরিচালিত সেই বিপ্লবের মাধ্যমে যে বিপ্লব সংস্থাপিত করবে এক সারা-জার্মান রিপাবলিক ; নয় প্রুশিয়ার নেতৃত্বে পরিচালিত রাজ রাজরার সেই যুদ্ধের মাধ্যমে যে যুদ্ধ ঐক্যবদ্ধ জার্মানিতে প্রুশিয়ান ভূস্বামীদের নেতৃত্বই সুদৃঢ় করবে।

প্রলেতারীয় ও গণতান্ত্রিক পথের সাফল্যের সম্ভাবনা খুব কম দেখে, লাসালে এবং লাসালেপন্থীরা এক দুবল কর্মপন্থাই অনুসরণ করে চললেন ; তাঁরা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিলেন জার্মান ভূস্বামী (জুঙ্কার) বিসমার্কের নেতৃত্বের সাথে। তাঁদের এই ভুলের ফলে শ্রমিকদের পার্টিতে যে বিচ্যুতি দেখা দিল তার ঝোঁক ছিল বোনাপার্টিজম এবং রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের দিকে। অন্যদিকে কিন্তু বেবেল আর লিবনেক্ট দৃঢ়ভাবে সমর্থন করলেন প্রলেতারীয় ও গণতান্ত্রিক পথকে, বিরোধিতা করলেন প্রুশিয়ান ইজম, বিসমার্ক-ইজম এবং জাতীয়তাবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করার প্রতিটি কনসেসনের।

বিসমার্কের পথেই জার্মানির ঐক্যসাধনের কাজ সম্পন্ন হল—এ ঘটনা সত্ত্বেও ইতিহাস দেখিয়ে দিল যে বেবেল আর লিবনেক্টই ছিলেন সঠিক। বেবেল ও লিবনেক্টের দৃঢ় গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী রণকৌশল, জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তাঁদের "আপসহীন" মনোভাব, "উপর থেকে" জার্মানির ঐক্যসাধন ও সংস্কারসাধনের সাথে কোনোমতে খাপ খাইয়ে নিতে তাঁদের অস্বীকৃতিই শুধু একটি খাঁটি সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক-পার্টির সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপনে সাহায্য করেছিল। একেবারে নির্ভুলভাবে পার্টির ভিত্তি স্থাপন করার বিষয়টিই ছিল তখন প্রধান প্রশ্ন।

বিসমার্ক-ইজমের সাথে লাসালপন্থীদের ছিনালীপনার কিংবা ওর সাথে তাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার ফলে যদি জার্মান শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে কোন ক্ষতি না হয়ে থাকে তবে তার কৃতিত্ব শুধু বেবেল আর লিবনেক্টের—তাঁরাই কোন রকম দয়া মায়া না দেখিয়ে, সর্বশক্তি প্রয়োগ করে ঐসব ঝোঁকের বিরুদ্ধে তীব্র আঘাত হেনেছিলেন।

এবং জার্মান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর পরে, যখন ইতিহাসের ঘটনা হিসাবে সমস্যাটির সমাধান হল, তখন দুটি শ্রমিক-পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করতে এবং সেই ঐক্যবদ্ধ পার্টিতে মার্কসবাদের নেতৃত্ব সুনিশ্চিত করতে বেবেল আর লিবনেক্ট সফল হলেন।

জার্মান পার্লামেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হবার প্রথম দিন থেকেই বেবেল নির্বাচিত হয়ে এসেছেন সেই পার্লামেণ্টে—প্রথম পার্লামেণ্টে তিনি যখন নির্বাচিত হন তখন তিনি ২৭ বছরের যুবক।

এবং জার্মান (এবং আন্তর্জাতিক) সোস্যাল-ডেমোক্রাসির পার্লামেণ্টারী রণকৌশলের মূলনীতি—যে রণকৌশল শত্রুর কাছে কোথাও আত্মসমর্পণ করে না এবং শ্রমিকদের সামান্য উন্নতি সাধনের সামান্যতম সুযোগ সুবিধাও হারায় না এবং নীতির ক্ষেত্রে যে রণকৌশল কোন রকম আপস করে না এবং চরম লক্ষ্যের দিকেই যে রণকৌশল সর্বদা পরিচালিত সেই রণকৌশলের মূলনীতি —বেবেলের দ্বারাই বা তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণে ও পরিচালনায় রচিত হয়েছিল।

বিসমার্কের পথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এবং প্রুশীয় ও জুঙ্কার কায়দায় নবজীবন লাভ করে জার্মানি শ্রমিকদের পার্টির অগ্রগতি রুদ্ধ করার জন্য জারী করল সোস্যালিস্ট-বিরোধী ব্যতিক্রমী আইন (Anti-Socialist Exceptional Law)। শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির যে আইনসম্মত অধিকার ও স্বীকৃতি ছিল তা ধ্বংস করা হল। পার্টিকে করা হল বে-আইনী। শুরু হল কঠোর সংগ্রামের দিন। শত্রুর নির্যাতনের সাথে এসে জুটল এক অভ্যন্তরীণ সঙ্কট—মৌলিক রণকৌশলগত সমস্যাবলী সম্পর্কে দেখা দিল দোদুল্যমানতা। প্রথমে সুবিধাবাদীরাই মাথা তুলে দাঁড়াল: পার্টির আইনসম্মত মর্যাদা ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় তারা ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল, এবং হতাশ হয়ে তারা প্যান প্যান করে কাঁদতে শুরু করল, যে স্লোগানগুলি কিছুতেই আর কাটছাট করা যায় না সেগুলিকে বাদ দেবার খাই তারা বলতে লাগল এবং অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে নিজেদের

উপরই দোষারোপ করতে লাগল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, এই ঝোঁকের অন্যতম প্রতিনিধি হচবার্গ পার্টিকে অর্থ সাহায্য করতেন, পার্টি তখনো ছিল দুর্বল এবং তৎক্ষণাৎই নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা পার্টির ছিল না।

লণ্ডন থেকে মার্কস ও এঙ্গেলস সুবিধাবাদীদের নির্লজ্জ দোদুল্যমানতার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ চালালেন। তিনি যে প্রকৃত পার্টি নেতা হবার যোগ্য সে-কথাই বেবেল প্রমাণ করলেন। যথাসময়েই তিনি বিপদ দেখতে পেয়েছিলেন, মার্কস ও এঙ্গেলস যে সমালোচনা করেছেন তার যথার্থতা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এবং পার্টিকে আপসহীন সংগ্রামের পথে পরিচালিত করতে সফল হয়েছিলেন। Der Sozialdemokrat নামে একটি বে-আইনী পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হল, এটি প্রথমে প্রকাশিত হল জুরিখে এবং পরে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হল—সেখান থেকে প্রত্যেক সপ্তাহে পত্রিকাটি পাঠানো হত জার্মানিতে, এর গ্রাহক সংখ্যা ছিল দশ হাজারেরও বেশী [২৭]। সুবিধাবাদী দোদুল্যমানতার যবনিকা টানা হল সুনির্দিষ্টভাবে।

১৮৭০ সালের পরবর্তী বছরগুলিতে দেখা দিল ড্যুরিং-এর প্রতি মোহ—এটা ছিল আর এক ধরনের দোদুল্যমানতা। অল্প কিছুকালের জন্য বেবেলও এর খপ্পরে পড়েছিলেন। ড্যুরিং-এর সমর্থকদের মধ্যে সবাপেক্ষা বিশিষ্ট ছিলেন মোস্ত—এঁরা খেলা করছিলেন বড় বড় "বামপন্থী কথা' নিয়ে এবং দ্রুতগতিতে এরা ডুবে যাচ্ছিলেন নৈরাজ্যবাদে। ড্যুরিং-এর থিওরি সম্পর্কে এঙ্গেলসের তীব্র ও কঠোর সমালোচনা পার্টির বহু মহলই পছন্দ করল না এবং পার্টির একটি কংগ্রেসে এ রকম প্রস্তাবও এল যে, কেন্দ্রীয় মুখপত্র থেকে ঐ সব সমালোচনা বাদ দেওয়া হোক।

কিন্তু সমাজতন্ত্রের প্রতি যাঁরা ছিলেন বিশ্বস্ত তাঁরা সকলেই, অবশ্য বেবেলের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়ে, খুব তাড়াতাড়ি একথা উপলব্ধি করতে পারলেন যে, "নতুন" তত্ত্বগুলি সম্পূর্ণভাবে বাজে এবং তাঁরা ওগুলি এবং সবরকম নৈরাজ্যবাদী ঝোঁক পরিত্যাগ করলেন। বেবেল এবং লিবক্নেক্টের নেতৃত্বে পার্টি বে-আইনী কাজ আর আইনসঙ্গত কাজকে মিলিয়ে কাজ করতে শিখল। একটি জাহাজ কোম্পানীকে সাহায্যদানের প্রস্তাবের **পক্ষে** ভোট দেবার সেই বিখ্যাত ব্যাপারে যখন আইনসম্মত সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্লামেন্টারী গ্রুপের সংখ্যাগুরু অংশ সুবিধাবাদী কর্মপন্থা গ্রহণ করল তখন এই গ্রুপের বিরুদ্ধে বে-আইনী পত্রিকা Der Sozialdemokrat প্রচার শুরু করে দিল এবং চার সপ্তাহের সংগ্রামের পর এই পত্রিকাটির বক্তব্যই জয়ী হল।

বারো বছর ধরে যে সোস্যালিস্ট-বিরোধী ব্যতিক্রমী আইন চলেছিল তার অবসান ঘটল ১৮৯০ সালে। পার্টিতে আবার সঙ্কট দেখা দিল—এ সঙ্কটের চরিত্র ছিল ঐ শতকের অষ্টম দশকের মাঝামাঝি সময়কার সংকটেরই মতন। একদিকে, পার্টির ন্যূনতম স্লোগানগুলিকে এবং আপসহীন রণকৌশলকে অস্বীকার করবার উদ্দেশ্যে ভোলমারের নেতৃত্বে সুবিধাবাদীরা আইনসম্মতভাবে কাজ করার অবস্থার সুযোগ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত ছিল। অন্যদিকে, তথাকথিত "ইয়ঙ" গ্রুপের সদস্যারা খেলা করছিল "বামপন্থী মতবাদ" নিয়ে এবং তারা ডুবে গিয়েছিল নৈরাজ্যবাদের পঙ্কে। পার্টির এই সঙ্কট ছিল অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী এবং এই সঙ্কট গুরুতর আকার ধারণ করতে পারেনি—এর অধিকাংশ কৃতিত্বই বেবেল আর লিবনেক্টেরই প্রাপ্য, তাঁরাই অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এই উভয় বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন।

এটা ছিল সেই যুগেরই সূচনা যে যুগে খুব তাড়াতাড়ি পার্টির প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল এবং পার্টির ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছিল; এ যুগ হচ্ছে সেই যুগ যখন প্রলেতারীয় শক্তিগুলির সংগঠন শুধু যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই এগিয়ে গিয়েছিল তা নয়, এ সংগঠন বিস্তৃত হয়েছিল ট্রেড ইউনিয়নে, কো-অপারেটিভে, শিক্ষাক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও। পার্লামেন্টারী রাজনীতিবিদ হিসাবে, প্রচারক এবং সংগঠক হিসাবে এইসব ক্ষেত্রেই বেবেল যে সব বিরাট বিরাট কাজ করেছিলেন তার কাহিনী লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব। এইসব কাজের ফলেই বেবেল পার্টির অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতার এবং সাধারণভাবে পার্টির স্বীকৃত নেতার সম্মান অর্জন করেছিলেন—তিনি ছিলেন শ্রমিক জনসাধারণের অতি নিকটতম সুহৃদ এবং তারা সকলেই তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসত।

জার্মান পার্টিতে শেষ সঙ্কট দেখা দিল তথাকথিত বার্নস্টাইন মতাবলম্বীদের নিয়ে—এই সঙ্কটে বেবেল অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকাই গ্রহণ করেছিলেন। অতীতে বার্নস্টাইন ছিলেন একজন গোঁড়া মার্কসবাদী। কিন্তু গত শতকের একেবারে শেষের দিকে তিনি নিছক সুবিধাবাদী, সংস্কারবাদী মতবাদই প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিকে সমাজ-সংস্কারের পেটি-বুর্জোয়া পার্টিতে রূপান্তরিত করবার প্রচেষ্টা হল। শ্রমিক আন্দোলনের কর্মকর্তাদের মধ্যে এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এই নতুন সুবিধাবাদী চিন্তাধারার বহু সমর্থক জুটে গেল।

এই দূষিত চিন্তাধারার বিরুদ্ধে বেবেল যখন তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন তখন তিনি শ্রমিক জনসাধারণের মনের কথাই ব্যক্ত করলেন,

তিনি ব্যক্ত করলেন ন্যূনতম স্লোগানগুলির জন্য সংগ্রাম করবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাদের দৃঢ় সংকল্প। কীভাবে মার্কসীয় মতবাদের বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে হয় এবং শ্রমিকদের পার্টির প্রকৃত সোস্যালিস্ট চরিত্রের জন্য কীভাবে সংগ্রাম করতে হয় তার মডেল হিসাবে দীর্ঘকাল ধরে স্মরণীয় হয়ে থাকবে হ্যানোভার ও ড্রেসডেন পার্টি কংগ্রেসে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতাগুলি (১৮)। সকল দেশেই, শ্রমিক-শ্রেণীর শক্তিগুলির প্রস্তুতি ও সমাবেশের যুগ হচ্ছে মুক্তির জন্য প্রলেতারিয়েতের বিশ্বব্যাপী সংগ্রামের বিকাশে একটি অপরিহার্য স্তর। সে যুগের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি ও করণীয় কাজগুলি যে রকম সুস্পষ্টভাবে বেবেলের মধ্যে মূর্ত হয়েছিল সে-রকম আর কারুর মধ্যেই দেখা যায়নি। তিনি নিজে ছিলেন একজন শ্রমিক ; দুর্গম পথ অতিক্রম করে সমাজতান্ত্রিক দৃঢ় প্রত্যয়ে উপনীত হতে, শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শ নেতা হয়ে দাঁড়াতে, মানব সমাজের উন্নততর ব্যবস্থার জন্য ধনতন্ত্রের মজুরি দাসত্বের বিরুদ্ধে গণসংগ্রামের প্রতিভূ ও অংশগ্রহণকারী হয়ে উঠতে তিনি কৃতকার্য হয়েছিলেন।

সেভেরনাইয়া প্রাভদা (Severnaya Pravda) ১৯ খণ্ড
৬নং সংখ্যা—৮ই আগস্ট, ১৯১৩ ২৬৩-৬৮ পৃঃ
স্বাক্ষর : ভি· আই.

হ্যারী কোয়েল্‌চ

১৭ই সেপ্টেম্বর (পুরানো স্টাইলে ৪ঠা সেপ্টেম্বর) বুধবার, ব্রিটিশ সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের নেতা কমরেড হ্যারী কোয়েলচ্‌ লণ্ডনে মারা গিয়েছেন। ব্রিটিশ সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক সংগঠন গঠিত হয়েছিল ১৮৮৪ সালে এবং একে বলা হত সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশন। ১৯০৯ সালে পার্টির নাম পরিবর্তন করা হয়, তখন থেকে একে বলা হয় সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি এবং ১৯১১ সালে, যখন পৃথক পৃথক ভাবে সংগঠিত কয়েকটি সোস্যালিস্ট গ্রুপ এর সাথে এসে মিলিত হল তখন এ পার্টি ব্রিটিশ সোস্যালিস্ট পার্টি নাম গ্রহণ করল।

ব্রিটিশ সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনের সবচেয়ে কর্মঠ ও এই আন্দোলনে একান্তভাবে নিয়োজিত কর্মীদেরই একজন ছিলেন হ্যারী কোয়েল্‌চ। শুধু সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি কর্মী হিসাবে নয়, ট্রেডইউনিয়ন কর্মী হিসাবেও তিনি ছিলেন সক্রিয়। লণ্ডন সোস্যাইটি অব কম্পজিটারস বার বার তাঁকে তাঁদের চেয়ারম্যানের পদে নির্বাচিত করেছিলেন এবং তিনি লণ্ডন ট্রেডস্‌ কাউন্সিলেরও চেয়ারম্যান ছিলেন।

ব্রিটিশ সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের সাপ্তাহিক মুখপত্র Justice পত্রিকার তিনি ছিলেন সম্পাদক; পার্টির মাসিকপত্র Social Democrat-এরও সম্পাদক ছিলেন তিনি।

ব্রিটিশ সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনের সকল কাজেই তিনি খুব সক্রিয় অংশই গ্রহণ করেছিলেন—পার্টির সভায় ও জনসভায় তিনি নিয়মিতভাবে বক্তৃতা দিতেন। আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে এবং আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট ব্যুরোতে তিনি বহুবার ব্রিটিশ সোস্যাল-ডেমোক্রাসির প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, যখন তিনি স্টুৎগার্তের আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন তখন তিনি উরটেমবার্গ সরকারের হাতে নির্যাতিত হয়েছিলেন—তাঁরা তাঁকে (বিনা বিচারে, পুলিসের নির্দেশে, বিদেশী হিসাবে)

বহিষ্কার করে দিয়েছিলেন স্টুৎগার্ত থেকে, কারণ তিনি হেগ কনফারেন্সকে "চোরদের" ভোজসভা বলে অভিহিত করেছিলেন। কোয়েল্‌চের বহিষ্কারের পরের দিন যখন কংগ্রেসের অধিবেশন আবার শুরু হল তখন কোয়েলচ যে চেয়ারে বসেছিলেন সেখানে ব্রিটিশ ডেলিগেটরা খালি রেখে দিলেন এবং সেখানে একটা নোটিশ টাঙিয়ে দিলেন, তাতে লেখা ছিল: "এখানে বসেছিলেন হ্যারী কোয়েলচ, এখন তিনি উরত্তেমবার্গ সরকার কর্তৃক এ দেশ থেকে বহিষ্কৃত।"

প্রুশিয়ানদের লাল ফিতার শাসন ব্যবস্থা, আমলাতান্ত্রিকতা এবং পুলিসী শাসনের জন্য তাদের বিরুদ্ধে নিজেদের ঘৃণার কথা দক্ষিণাঞ্চলের জার্মানরা প্রায়ই গর্ব করে বলে থাকে, কিন্তু কোন প্রলেতারীয় সোস্যালিস্টের ব্যাপারে এরা নিজেরাই নিকৃষ্টতম প্রুশিয়ানদের মতন ব্যবহার করে থাকে।

কোয়েল্‌চ যাদের নেতা ছিলেন সেই ব্রিটিশ সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের কাজ করবার পক্ষে যে ঐতিহাসিক পরিস্থিতি বিদ্যমান তা খুবই বিচিত্র। ধনতন্ত্রের ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে যে দেশ সবচেয়ে অগ্রসর সেই দেশে ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা (যারা সেই সপ্তদশ শতাব্দীতেই বেশ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজতন্ত্রের একচ্ছত্র ক্ষমতার সাথে বোঝাপড়া করেছিল) উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ শ্রমিক আন্দোলনে **ভাঙন ধরাতে** সক্ষম হল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিশ্বের বাজারে ব্রিটেন প্রায় পুরোপুরি একচেটিয়া অধিকার ভোগ করত। এই এক-চেটিয়া বাণিজ্যের দৌলতে ব্রিটিশ ধনিকেরা এত বেশী মুনাফা অর্জন করছিল যে, এই মুনাফার কিছু ছিটেফোঁটা শ্রমিকদের মধ্যে যারা অভিজাত সম্প্রদায়, তাদের দিকে, দক্ষ কারখানা-শ্রমিকদের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল।

শ্রমিকদের এই অভিজাত সম্প্রদায় তখন বেশ ভালো মজুরি পাচ্ছিল; তারা নিজেদের সংগঠিত করেছিল পৃথক, সঙ্কীর্ণ বৃত্তিগত ইউনিয়নে নিজেদের স্বার্থানুসারে; তারা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল শ্রমিক জনগণের কাছ থেকে; রাজনীতিতে তারা সমর্থন করছিল লিবারেল বুর্জোয়াদের। ব্রিটেনে অগ্রণী শ্রমিকদের মধ্যে যত বেশী লিবারেল দেখা যায় অত বেশী লিবারেল আজও দুনিয়ার আর কোথাও দেখা যায় না।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বছরে অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে লাগল। আমেরিকা, জার্মানি প্রভৃতি দেশ ব্রিটেনের একচেটিয়া অধিকার ক্ষুণ্ণ করল। ব্রিটিশ শ্রমিকদের মধ্যে যে সংকীর্ণ, পেটি-বুর্জোয়া ট্রেডইউনিয়ন-ইজম ও লিবারেল-ইজম (উদারপন্থা) বিরাজ করছিল তার অর্থনৈতিক ভিত্তি ধ্বংস হয়ে গেল।

ব্রিটেনে আবার সমাজতন্ত্র মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে, ব্রিটেনের প্রায়-সোস্যালিস্ট বুদ্ধিজীবীদের পুরাদস্তুর সুবিধাবাদ **সত্ত্বেও** সমাজতন্ত্র প্রবেশ করছে জনগণের মধ্যে এবং অপ্রতিহত গতিতে, প্রসারিত হচ্ছে।

ব্রিটিশ শ্রমিক আন্দোলনে সুবিধাবাদ এবং উদারনৈতিক শ্রমনীতির বিরুদ্ধে দৃঢ়বিশ্বাস নিয়ে যারা অবিচলিতভাবে সংগ্রাম করেছিলেন তাঁদের প্রথম সারিতেই ছিলেন কোয়েল্চ। একথা সত্য যে, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে সময় সময় ব্রিটিশ সোস্যাল-ডেমোক্রাটরা কিছুটা সঙ্কীর্ণতাবাদের দ্বারা সংক্রামিত হয়েছিল। ব্রিটেনে সোস্যাল-ডেমোক্রাসির নেতা ও প্রতিষ্ঠাতা হাইণ্ডম্যান পর্যন্ত যুদ্ধমত্ততার খপ্পরে পড়ে গিয়েছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি তাঁর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে; এবং সারা ব্রিটেনে সোস্যাল-ডেমোক্রাটরা, এবং তারাই **শুধু,** দশকের পর দশক ধরে সুসম্বদ্ধভাবে প্রচারকার্য চালিয়ে যাচ্ছে মার্কসীয় চিন্তাধারায়। এখানেই নিহিত রয়েছে কোয়েল্চ আর তাঁর কমরেডদের ঐতিহাসিক অবদান। আগামী কয়েক বছরে ব্রিটিশ শ্রমিক আন্দোলন মার্কসিস্ট কোয়েলচের কার্যকলাপের ফল পূরামাত্রায় উপভোগ করবে।

রাশিয়ান সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের জন্য কোয়েলচের যে দরদ ছিল এবং তাদের তিনি যে সাহায্য দিয়েছিলেন, উপসংহারে তার উল্লেখ না করে আমরা থাকতে পারছি না। এগারো বছর আগে লণ্ডনে রাশিয়ান সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পত্রিকাটি ছাপাবার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। কোয়েলচের নেতৃত্বে ব্রিটিশ সোস্যাল-ডেমোক্রাটরা এ কাজের জন্য তৎক্ষণাৎ তাঁদের ছাপাখানাটি ছেড়ে দিল। ফলে কোয়েলচের নিজের কাজের জায়গাই সঙ্কুচিত করতে হয়েছিল: ছাপাখানার মধ্যে সরু পার্টিশন দিয়ে একটি কোণ ঘিরে দেওয়া হয়েছিল তাঁর সম্পাদকীয় দপ্তরের জন্য। এই কোণে ছিল ছোট্ট একটি লেখার টেবিল, তার উপরে একটি বুকসেল্ফ আর একখানি চেয়ার। এই "সম্পাদকীয় দপ্তরে" কোয়েলচের সাথে যখন বর্তমান লেখক সাক্ষাৎ করেন তখন সেখানে আর একখানা চেয়ার রাখবার স্থানও ছিল না……[১০০]।

প্রাভদা ত্রুদা (Pravda Truda) ১৯ খণ্ড
১নং সংখ্যা, ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৩ পৃঃ ৩৩১-৩৩
নাশ পুত (Nash Put)
১৬ নং সংখ্যা, ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৩
স্বাক্ষর: ভি. আই.

জার্মান শ্রমিক আন্দোলনে যা অনুকরণ করা উচিত নয়

জার্মান ট্রেড ইউনিয়নগুলির সবচেয়ে বিশিষ্ট ও দায়িত্বশীল প্রতিনিধিদের মধ্যে একজন হলেন কে. লেজিয়েন। সম্প্রতি তিনি তাঁর আমেরিকা সফরের কাহিনী প্রকাশ করেছেন। এটা বেশ একখানা বড় বই—বইখানার নাম দেওয়া হয়েছে **"আমেরিকায় শ্রমিক আন্দোলন"**।

আন্তর্জাতিক এবং জার্মান ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনে তিনি বেশ একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাই কে. লেজিয়েন তাঁর সফরকে এক বিশেষ, বলতে কি, রাষ্ট্রীয় গুরুত্বসম্পন্ন সফর বলে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। এই সফরের ব্যাপারটি বেশ কয়েক বছর ধরে আমেরিকার সোশ্যালিস্ট পার্টি এবং বিখ্যাত (কিংবা বরং কুখ্যাত) গম্পারস কর্তৃক পরিচালিত ট্রেডইউনিয়ন ফেডারেশন, আমেরিকান ওয়ার্কিং ক্লাস ফেডারেশনের[১০১] (আমেরিকান ফেডারেশন অব্ লেবর) সাথে একটি আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যখন এটা জানা গেল যে, কার্ল লিবনেক্ট আমেরিকায় যাচ্ছেন, তখন "পার্টির রণকৌশল সম্পর্কে এবং শ্রমিক আন্দোলনের বিভিন্ন উপাদানের গুরুত্ব ও মূল্য সম্পর্কে যাঁদের অভিমত সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের সে-রকম দু'জন বক্তার একই সময়ে আমেরিকায় উপস্থিতিকে এড়িয়ে যাবার" উদ্দেশ্যে লেজিয়েন একই সময়ে আমেরিকায় যেতে চাইলেন না।

আমেরিকার ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলন সম্পর্কে প্রচুর তথ্য কে. লেজিয়েন সংগ্রহ করেছিলেন, কিন্তু সেগুলিকে যথাযথ রূপ দিতে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণভাবে অক্ষম। বইটির অধিকাংশ পৃষ্ঠাই অত্যন্ত বাজে জিনিসে ভরা—ভ্রমণের টুকরো-টুকরো কাহিনী তাতে দেওয়া হয়েছে, বিষয়বস্তুর দিকে বইখানি গতানুগতিক ধরনের এবং অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের—স্টাইলের দিক থেকে এটা ছিল নীরস।

এমনকি যে ট্রেডইউনিয়ন নিয়মকানুন সম্পর্কে লেজিয়েন বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছিলেন সেগুলিও বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা করা হয়নি, সেগুলি শুধু অনুবাদ করে দেওয়া হয়েছে এবং তাও করা হয়েছে অসম্পূর্ণভাবে এবং পরস্পরের সাথে কোনরকম সম্বন্ধ না রেখে।

লেজিয়েনের সফরের একটি ঘটনা খুবই শিক্ষামূলক এবং সে ঘটনায় তুনিয়ার, এবং বিশেষ করে জার্মানির, শ্রমিক আন্দোলনের **তুটি ঝোঁক** চমৎকারভাবে এবং পরিষ্কারভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে।

লেজিয়েন পরিদর্শন করেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাউস অব্‌ রিপ্রেজেন্টেটিভস, সেই তথাকথিত "কংগ্রেস"। পুলিসী শাসনে জর্জরিত প্রুশিয়ায় লালিত পালিত হয়েছিলেন লেজিয়েন, তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দেখে তিনি বেশ মুগ্ধ হয়েছিলেন। বেশ উৎফুল্ল হয়েই তিনি লিখছেন যে, আমেরিকায় রাষ্ট্র থেকে প্রত্যেক কংগ্রেস সদস্যকে শুধু যে সর্বাধুনিক সাজসরঞ্জামে সুসজ্জিত এক একটি অফিস দেওয়া হয় তা নয়, প্রত্যেককে এক একজন বেতনভুক সেক্রেটারিও দেওয়া হয় তার সমস্ত কাজ করবার জন্য। ইওরোপে, বিশেষ করে জার্মানিতে বিভিন্ন পার্লামেন্টে সদস্যদের ও স্পীকারের যে জীবনযাত্রা লেজিয়েন দেখেছিলেন সেই জীবনযাত্রা আর এখানকার কংগ্রেস সদস্যদের ও স্পীকারের সহজ সরল ও বাধাবন্ধনহীন জীবনযাত্রার মধ্যে ছিল আকাশ পাতাল পার্থক্য। ইওরোপে কোন সোস্যাল-ডেমোক্রাটই বুর্জোয়া পার্লামেন্টের সরকারী অধিবেশনে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তৃতা দেওয়ার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারত না! কিন্তু আমেরিকায় এটা খুবই সহজ ব্যাপার, এবং সোস্যাল-ডেমোক্রাট শিরোনামটি **ঐ সোস্যাল-ডেমোক্রাটটি** ছাড়া আর কারুর মনেই কোনরকম ভীতির সঞ্চার করত না!

"দয়া দেখিয়ে" অস্থিত সোস্যালিস্টদের "হত্যা করা"র আমেরিকান ফ্যাশান এবং "দয়ালু", অমায়িক ও গণতান্ত্রিক বুর্জোয়াদের তুষ্ট করবার জন্য সমাজতন্ত্রই বর্জন করার জার্মান সুবিধাবাদী ফ্যাশান এখানে উদ্ঘাটিত হল।

লেজিয়েনের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন বক্তৃতা অনূদিত হল ইংরেজীতে (নিজের পার্লামেন্টে একটি "বিদেশী" ভাষা শুনে গণতন্ত্র একটুও ভীত সন্ত্রস্ত হল না)। তু'শতাধিক কংগ্রেস সদস্য একের পর একজন এসে করমর্দন করল রিপাবলিকের 'অতিথি' লেজিয়েনের সাথে, এবং স্পীকার তাঁকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানালেন।

লেজিয়েন লিখেছেন : আমার শুভেচ্ছাজ্ঞাপন বক্তৃতার রূপ ও বিষয়বস্তু সাদরে গৃহীত হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানি, উভয় দেশেরই সোস্যালিস্ট পত্র-পত্রিকায়। কয়েকজন জার্মান সম্পাদক কিন্তু এরকম মন্তব্য না করে পারলেন না যে, আমার বক্তৃতা আর একবার প্রমাণ করল যে, বুর্জোয়া শ্রোতাদের কাছে সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক বক্তৃতা দেওয়া একজন সোস্যাল-ডেমোক্রাটের পক্ষে অসম্ভব……। বেশ ভাল কথা, তাঁরা, এইসব সম্পাদকেরা যদি আমার অবস্থায় পড়তেন তাহলে তাঁরা যে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং গণ-ধর্মঘটের সমর্থনে বক্তৃতা দিতেন সে বিষয়ে, সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আমি কিন্তু সেই পার্লামেন্টে বিশেষ জোর দিয়ে এ কথা বলাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলাম যে, জার্মানির সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক এবং সংগঠিত শ্রমিকেরা জাতিতে জাতিতে শান্তি চায় এবং শান্তির মাধ্যমে তারা সম্ভাব্য উচ্চতম মানে সংস্কৃতির আরো বিকাশই কামনা করে।

বেচারী "সম্পাদকেরা"—লেজিয়েন নিজের "কূটনীতিজ্ঞ দক্ষতাপূর্ণ" বক্তৃতা দিয়ে ওদের একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছেন। সাধারণভাবে ট্রেডইউনিয়ন নেতাদের এবং বিশেষভাবে ও সুনির্দিষ্টভাবে লেজিয়েনের সুবিধাবাদ দীর্ঘকাল ধরে জার্মান শ্রমিক আন্দোলনে সর্বজনবিদিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বহু শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকই ঐ সুবিধাবাদের সঠিক মূল্যায়ন করেছেন। কিন্তু আমাদের দেশে, রাশিয়ায়, যেখানে অত্যধিক মাত্রায় **ইওরোপীয়** সমাজতন্ত্রের মডেলের কথা বলা হয়ে থাকে এবং যেখানে "মডেলের" নিকৃষ্টতম, আপত্তিজনক বৈশিষ্ট্য-গুলিও বাছাই করে নেওয়া হয়েছে সেখানে লেজিয়েনের বক্তৃতা সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা ভুল হবে না।

কুড়ি লক্ষ সংগঠিত শ্রমিকদের বাহিনীর অর্থাৎ জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক ট্রেডইউনিয়নগুলির নেতা, জার্মান রাইখস্ট্যাগে সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক গ্রুপের একজন সদস্য ধনতান্ত্রিক আমেরিকার প্রতিনিধিদের সর্বোচ্চ পরিষদে একেবারে সোজা লিবারেল বুর্জোয়া বক্তৃতাই দিয়েছেন। স্বভাবতই কোন লিবারেলই, এমনকি কোন অক্টোব্রিস্টও "শান্তি" ও "সংস্কৃতি" সম্বন্ধে কথাগুলি অনুমোদন করতে অস্বীকার করত না।

এবং যখন জার্মানিতে সোস্যালিস্টরা মন্তব্য করল যে, এটা কোন সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক বক্তৃতা নয়, তখন মূলধনের মজুরি-দাসদের এই "নেতা" সোস্যালিস্ট-দের নিদারুণ অবজ্ঞার চোখেই দেখতে লাগলেন। সত্যই তো "ব্যবহারিক

রাজনীতিবিদের" কাছে এবং যে ব্যক্তি শ্রমিকদের কাছ থেকে পয়সা সংগ্রহ করেন তাঁর কাছে "সম্পাদকেরা" তো কোন্ ছাড় ! কোন একটি "থার্ড এলিমেন্টের [১০২] (অর্থাৎ গণতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবীদের) প্রতি পুলিস পম্পাডুর [১০৩] যেরকম অবজ্ঞা দেখিয়ে থাকে ঠিক সেই রকম অবজ্ঞাই আমাদের অর্বাচীন নারসিসাস দেখাচ্ছেন সম্পাদকের প্রতি।

এ কথা সুনিশ্চিত যে তাঁরা, এই "সম্পাদকেরা" "ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধেই" বক্তৃতা দিতেন।

একবার ভেবে দেখুন, এই আধা-সোস্যালিস্ট কিসের বিরুদ্ধে বিদ্রূপ করছেন : তিনি বিদ্রূপ করছেন একজন সোস্যালিস্টের সেই ধারণার বিরুদ্ধে যার বশবর্তী হয়ে ঐ সোস্যালিস্ট ব্যক্তি সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ধনতন্ত্রের **বিরুদ্ধে** তাঁকে কথা বলতেই হবে। জার্মান সুবিধাবাদের "রাজনীতিজ্ঞদের" কাছে এরকম ধারণা সম্পূর্ণ অবান্তর মনে হবে ; তাঁরা এমনভাবে কথা বলেন যাতে "ধনতন্ত্রের" কোন-রকম **ক্ষতিসাধন করা হবে না**। দাসসুলভ মনোভাব নিয়ে সমাজতন্ত্রকে এভাবে বর্জন করায় তাঁরা নিজেদেরই কলঙ্কিত করছেন কিন্তু নিজেদের এই কলঙ্ককে তাঁরা গৌরবই বোধ করছেন।

লেজিয়েন তো আর অতি সাধারণ মানুষ নন। তিনি হলেন ট্রেডইউনিয়ন বাহিনীর, কিংবা আরো সঠিক করে বলতে গেলে, সেই বাহিনীর পরিচালক-মণ্ডলীর একজন প্রতিনিধি। তাঁর বক্তৃতা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, কিংবা বলার সময়ে অনবধানতাবশতঃ উপেক্ষণীয় ভুল নয় ; এটা একমাত্র দুর্ঘটনাও নয়, পুলিসী ঔদ্ধত্য দেখাতে যারা কার্পণ্য করে না সেই মার্কিন ধনকুবেরদের দয়ায় অভিভূত কোন প্রাদেশিক জার্মান কেরানীর ভুলের ফলেও এ ব্যাপার ঘটেনি। ব্যাপারটি যদি **শুধু** তা-ই হত তাহলে লেজিয়েনের বক্তৃতা নিয়ে অত আলো-চনারও প্রয়োজন হত না।

কিন্তু ব্যাপারটি যে তা নয়, তা তো সুস্পষ্ট।

স্টুৎগার্তে আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে জার্মান প্রতিনিধিদলের অর্ধেক এই ধরনের হীন সোস্যালিস্টের রূপই ধারণ করেছিল এবং তারা উপনিবেশের প্রশ্নে ভোট দিয়েছিল চরম-সুবিধাবাদী প্রস্তাবের পক্ষে।

জার্মান পত্রিকা, সোস্যালিস্ট (? ?) মান্থলী যদি আপনারা খুলে দেখেন তবে তাতে আপনারা লেজিয়েনের মতন লোকদের লেখা প্রবন্ধই পাবেন ; সে সব প্রবন্ধে শ্রমিক আন্দোলনের প্রায় **সমস্ত** গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করা

হয়েছে—ওগুলি হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে সুবিধাবাদী প্রবন্ধ, ওগুলির সাথে সমাজতন্ত্রের কোন **মিলই নেই।**

"সরকারী" জার্মান পার্টির "সরকারী" ব্যাখ্যায় বলা হয় যে, **সোস্যালিস্ট মান্থলী** "কেউ পড়ে না," ওর কোন প্রভাবও নেই ইত্যাদি। একথা **সত্য নয়।** স্টুৎগার্তের "ঘটনা" প্রমাণ করে দিল যে, এ কথা সত্য নয়। **সোস্যালিস্ট মান্থলীর** বিশিষ্ট এবং দায়িত্বশীল লেখকেরা—পার্লামেন্টের সদস্যরা, ট্রেডইউনিয়ন নেতারা—নিজেদের মত থেকে কোনরকমভাবে পথভ্রষ্ট না হয়ে অবিরাম নিজেদের মতবাদ প্রচার করে যাচ্ছেন জনগণের মধ্যে।

নিজেদের শিবিরে জার্মান পার্টির "সরকারী আশাবাদ" দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা লক্ষ্য করে আসছেন তাদেরই লেজিয়েন অভিহিত করেছেন "এই সব সম্পাদকেরা" বলে—এ উপনাম একই সময়ে ঘৃণ্য (বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে) এবং সম্মানজনক (সোস্যালিস্ট দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে)। এবং এই চমৎকার বৈশিষ্ট্য আমাদের দেশে **রোপণ করবার** যত বেশী চেষ্টা রাশিয়ায় লিবারেলরা আর লিকুইডেটরেরা (অবশ্য ট্রটস্কী সমেত) করবে, আমরা তত বেশী দৃঢ়তার সাথে এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করব।

জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাসির খুব বড় বড় প্রশংসনীয় গুণ আছে। এর আছে একটি থিওরি, হচবার্গ, ডুহ্‌রিঙ আর তাদের অনুচরদের বিরুদ্ধে মার্কসের কঠোর সংগ্রামের ফলেই রচিত হয়েছিল এ থিওরি—আমাদের নারদনিকেরা বৃথাই এ থিওরিকে এড়িয়ে যাবার বা একে সুবিধাবাদী ধারায় সংশোধন করবার চেষ্টা করছেন। এ পার্টির আছে গণসংগঠন, নিজেদের পত্র-পত্রিকা, ট্রেডইউনিয়নসমূহ, রাজনৈতিক সংস্থাসমূহ—এ পার্টির আছে সেইরকম গণসংগঠন যা আমাদের দেশে সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করছে নব নব সাফল্যের আকারে যে সাফল্য মার্কসবাদী প্রাভদাপন্থীরা [১০৫] অর্জন করছেন সর্বত্র—ডুমার নির্বাচনে, দৈনিক পত্রিকার ক্ষেত্রে, এনসুরান্স কাউন্সিলের নির্বাচনে এবং ট্রেডইউনিয়নগুলিতে। রাশিয়ার অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে যে গণ-সংগঠন গড়ে উঠেছে, রাশিয়ায় সেই গণ-সংগঠনের প্রশ্নটি এড়িয়ে যাবার জন্য আমাদের লিকুইডেটরেরা, যাদের শ্রমিকেরা "অপসারিত করেছে তাদের বিভিন্ন পদ থেকে" তারা, যে চেষ্টা করছেন তা নারোদনিকদের প্রচেষ্টার মতনই নিষ্ফল প্রয়াস এবং এই প্রচেষ্টা শ্রমিক আন্দোলন থেকে বুদ্ধিজীবীদের সরে যাওয়ার অনুরূপ ঘটনারই নিদর্শন।

কিন্তু জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাসির যে প্রশংসাপূর্ণ গুণাবলী আছে সেগুলির

অস্তিত্ব লেজিয়েনের বক্তৃতার মতন মর্যাদাহানিকর বক্তৃতাগুলি এবং **সোস্যালিস্ট মান্থলীর** লেখকদের (পত্রিকায় প্রদত্ত) "বক্তৃতাগুলি"র দৌলতে নয়, এগুলি **সত্ত্বেও** ঐ প্রশংসাপূর্ণ গুণাবলীর অস্তিত্ব বিদ্যমান। এরকম ঘটনায় যা অভিব্যক্ত হয়েছে জার্মান পার্টির সেই সুনিশ্চিত **ব্যাধির** কথা "সরকারী সুবিধাবাদী" উক্তির জাঁকজমক দেখে আমরা কিছুতেই ভুলে যাব না বা ঐ উক্তির ফলে আমরা বিভ্রান্তও হব না। এই ব্যাধির কথা রাশিয়ান শ্রমিকদের কাছে আমাদেরই প্রকাশ করে দিতে হবে, যাতে করে আমাদের চেয়ে পুরানো আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা শিখতে পারি যে কোন জিনিস অনুকরণ করা উচিত নয়।

Prosveshcheniye

(প্রসভেশচেনিয়ে) ২০ খণ্ড

৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল, ১৯১৪ পৃঃ ২৩১-৩৫

স্বাক্ষর : ভি. আই.

সোস্যালিস্ট আন্তর্জাতিকের অবস্থা ও করণীয় কাজ

বর্তমান সঙ্কটের সবচেয়ে গুরুতর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, ইওরোপীয় সমাজতন্ত্রের সরকারী প্রতিনিধিদের সংখ্যাগুরু অংশ বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের নিকট, উগ্র স্বাদেশিকতার নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। এদের সম্বন্ধে সকল দেশের বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকাগুলি এখন উপহাস করে প্রবন্ধ লিখছে, এদের সম্বন্ধে এখন প্রসন্নচিত্তে প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করছে—এর যে কোন উদ্দেশ্য নেই তা কিন্তু বলা চলে না। যে ব্যক্তি সোস্যালিস্ট থাকতে চান তাঁর পক্ষে সমাজতন্ত্রের সঙ্কটের কারণগুলি উদ্‌ঘাটিত করা এবং আন্তর্জাতিকের কর্তব্যগুলি বিশ্লেষণ করার চেয়ে আর কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকতে পারে না।

বর্তমান সঙ্কট, কিংবা আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পতন, হচ্ছে সুবিধাবাদেরই পতন—এই সত্য কথাটি স্বীকার করতে কেউ কেউ ভয় পাচ্ছেন।

যুদ্ধ সম্পর্কে কী মনোভাব গ্রহণ করা হবে—এই প্রশ্নে ফরাসী সোস্যালিস্টদের মধ্যে ঐক্যের কথা, সমাজতন্ত্রের পুরানো উপদলগুলির মধ্যে অবস্থার সম্পূর্ণ অদলবদল হয়েছে এরূপ কল্পনা করার কথা, উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই সব ঘটনার উল্লেখের ভিতর কোন যুক্তি নেই, আর এগুলি টিকছেও না।

শ্রেণী সহযোগিতার বাণী প্রচার করা, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সংগ্রামের বিপ্লবী পদ্ধতি বিসর্জন দেওয়া, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া, জাতীয়তাবাদ অথবা পিতৃভূমির সীমারেখা যে ঐতিহাসিকভাবে ক্ষণস্থায়ী তা ভুলে যাওয়া, বুর্জোয়া সমাজের বিধিসম্মত বিধানকে ভক্তিবস্তুতে রূপান্তরিত করা,

"জনসংখ্যার ব্যাপক সাধারণ মানুষ" (পড়ুন : পেটি-বুর্জোয়া) আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এই ভয়ে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি ও শ্রেণী সংগ্রাম বর্জন করা—এগুলি হচ্ছে, সন্দেহাতীতভাবে, সুবিধাবাদেরই আদর্শগত মূলনীতি। এই ভিত্তির উপরেই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতৃবৃন্দের সংখ্যাগুরু অংশের বর্তমান জাতিদম্ভের চিন্তাধারা, দেশপ্রেমিক চিন্তাধারা বিকাশ লাভ করেছে। এদের মধ্যে সত্য সত্যই যে সুবিধাবাদীদের প্রাধান্য বিরাজ করছে তা দীর্ঘকাল ধরেই বিভিন্ন পর্যবেক্ষকরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করে আসছেন। এদের প্রাধান্যের প্রকৃত মাত্রা যে কি, যুদ্ধ শুধু তা-ই অত্যন্ত তাড়াতাড়ি এবং লক্ষ্যণীয়ভাবে উদ্‌ঘাটিত করে দিল। সঙ্কটের অসাধারণ তীব্রতার ফলে পুরানো উপদলগুলির মধ্যে যে সব অদলবদল দেখা দিল তাতে আশ্চর্যান্বিত হবার কিছু নেই। কিন্তু সমগ্রভাবে দেখতে গেলে এই সব অদলবদল শুধু ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করেই ঘটেছিল। সমাজতন্ত্রের অভ্যন্তরে বিদ্যমান ঝোঁকগুলি কিন্তু অপরিবর্তিতই থেকে গিয়েছে।

ফরাসী সোস্যালিস্টদের মধ্যেও পরিপূর্ণ ঐক্য নেই। এমনকি, যিনি গুয়েজদ, প্লেখানভ, হার্ভে এবং অন্যান্যদের সাথে হাত মিলিয়ে উগ্র স্বাদেশিকতার কর্মধারাই অনুসরণ করে চলেছেন, সেই ভ্যাইলাণ্টও এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, ফরাসী সোস্যালিস্টদের কাছ থেকে তিনি প্রতিবাদলিপি পাচ্ছেন—তাঁরা বলছেন যে, এ যুদ্ধ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এবং এর জন্য অন্য যে কোন দেশের বুর্জোয়াদের চেয়ে ফরাসী বুর্জোয়ারা কম দায়ী নয়। এ কথাও ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, প্রতিবাদের এই কণ্ঠস্বরকে শুধু বিজয়ী সুবিধাবাদ দিয়েই দাবিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। সরকারের যুদ্ধ-সেন্সর ব্যবস্থা দিয়েও একে দাবিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ব্রিটিশদের মধ্যে, হাইণ্ডম্যান গ্রুপ (ব্রিটিশ সোস্যাল-ডেমোক্রাটরা—ব্রিটিশ সোস্যালিস্ট পার্টি), আধা-লিবারেল ট্রেডইউনিয়ন নেতাদের অধিকাংশের মতন, সম্পূর্ণভাবে ডুবে গিয়েছেন উগ্র স্বাদেশিকতার মধ্যে। সুবিধাবাদী ইণ্ডিপেনডেন্ট লেবর পার্টির ম্যাকডোনাল্ড এবং কের হার্ডি উগ্র স্বাদেশিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। সত্য সত্যই এটা একটি ব্যতিক্রম বিশেষ। কিন্তু হাইণ্ডম্যানকে যাঁরা দীর্ঘকাল ধরে বিরোধিতা করে এসেছেন সেইসব বিপ্লবী সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের মধ্যে কেউ কেউ এখন ব্রিটিশ সোস্যালিস্ট পার্টি ছেড়ে চলে গিয়েছেন। জার্মানদের মধ্যে, চিত্রটি বেশ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে : সুবিধাবাদীরাই জয়ী হয়েছে, তারা আজ উৎফুল্ল, তাদের "প্রকৃত স্বভাব এতদিনে সুস্পষ্ট" হয়ে উঠেছে। কাউৎস্কির নেতৃত্বে পরিচালিত "মধ্যপন্থীরা" ডুবে গেছে সুবিধাবাদের পঙ্কে এবং বিশেষভাবে ভণ্ডামিপূর্ণ, স্থূল ও

বেশ ফিটফাট মিথ্যা যুক্তির জাল বিস্তার করে তারা নিজেদের সমর্থন করছে। প্রতিবাদ এসেছে বিপ্লবী জার্মান-সোস্যাল ডেমোক্রাটদের কাছ থেকে—মেহরিং প্যান্নেকোয়েক, কার্ল লিবনেক্ট এবং জার্মানির ও জার্মান সুইজ্যারল্যাণ্ডের অপরিচিত অনেক ব্যক্তিদের কাছ থেকে। ইতালীতে জোট গঠন বেশ পরিষ্কারভাবেই দেখা দিয়েছে: চরম সুবিধাবাদীরা, বিশোলাতী এণ্ড কোম্পানী পিতৃভূমি রক্ষার জন্য দাঁড়িয়েছে, তারা সমর্থন করছে গুয়েজদ-ভ্যাইল্যাণ্ট-প্লেখানভ-হার্ভে গোষ্ঠীকে। বিপ্লবী সোস্যাল-ডেমোক্রাটরা (সোস্যালিস্ট পার্টি) তাদের মুখপত্র **'আভান্তি'র** নেতৃত্বে উগ্র স্বাদেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাচ্ছে এবং যুদ্ধের আবেদনের স্বার্থপর বুর্জোয়াস্বরূপ উদ্ঘাটিত করে দিচ্ছে—অগ্রসর শ্রমিকদের বিরাট সংখ্যাগুরু অংশের সমর্থন রয়েছে তাদের পিছনে[১০৬] রাশিয়ায় লিকুইডেসনিস্ট (পার্টি অবলুপ্তকারী) শিবিরের চরম সুবিধাবাদীরা ইতোমধ্যেই উগ্র স্বাদেশিকতার সমর্থনে জনসভায় এবং পত্র-পত্রিকায় তাদের অভিমত ব্যক্ত করেছে। পি. মাসলভ এবং ওয়াই· স্মারনভ পিতৃভূমি রক্ষার দোহাই দিয়ে সমর্থন করছে জারতন্ত্রকে (দেখুন, জার্মানি "তরবারি উঁচু করে" "আমাদের" উপর বাণিজ্য চুক্তি চাপিয়ে দেবার ভয় দেখাচ্ছে। জারতন্ত্র কিন্তু রাশিয়ার জনসংখ্যার দশভাগের মধ্যে নয়ভাগের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও জাতীয় জীবনকে রুদ্ধ করে দেবার জন্য তরবারি, চাবুক ও ফাঁসির রজ্জু সকলের সামনে প্রকাশ্যে ব্যবহার **করেনি** এবং এখনো **করছে না**!)। প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া সরকারে সোস্যালিস্টদের যোগদানকে এবং আজ যুদ্ধ বাজেটের পক্ষে এবং আগামীকাল আরো বেশী সমর সম্ভার যোগানোর পক্ষে ভোটদানকে তারা ন্যায়সঙ্গত কাজ বলেই জাহির করছে!! প্লেখানভ ডুবে গিয়েছেন জাতীয়তাবাদের গভীর পঙ্কে, নিজের রাশিয়ান জাতিদম্ভকে তিনি ঢেকে রাখছেন ফরাসী প্রীতির নাম করে, এবং আলেক্সিনস্কিরও ঐ একই অবস্থা। প্যারিসের **গোলোস**[১০৭] পত্রিকার লেখা থেকে যদি বিচার করতে হয় তাহলে বলতে হয় যে, মার্তভ অন্যান্যদের তুলনায় অনেক বেশী শোভন ব্যবহারই করছেন; তিনি জার্মান এবং ফরাসী, উভয় জাতিদম্ভের বিরুদ্ধেই আক্রমণ পরিচালনা করছেন এবং তিনি বিরোধিতা করছেন **Vorwärts** এর, মিঃ হাইণ্ডম্যানের এবং মাসলভের; কিন্তু সমগ্র সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে আর তার সর্বাপেক্ষা "প্রভাবশালী" সমর্থক, জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাসির মধ্যপন্থীদের বিরুদ্ধে স্থিরসঙ্কল্প যুদ্ধ ঘোষণা করতে তিনি ভয় পাচ্ছেন। যুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করাকে সোস্যালিস্টদের কর্তব্য পালন বলে চিত্রিত করার

(সোস্যাল-ডেমোক্রাট এবং সোস্যাল-রিভলিউশনারী, পোলিশ সোস্যাল-ডেমোক্রাট, লেডার এবং অন্যান্যদের নিয়ে গঠিত প্যারিসে রুশ-স্বেচ্ছাসেবকদের একটি গ্রুপের ঘোষণাবাণী পড়ে দেখুন) প্রচেষ্টা শুধু প্লেখানভেরই সমর্থন লাভ করেছে। আমাদের প্যারিস পার্টি ব্রাঞ্চের অধিকাংশ সদস্যই এই প্রচেষ্টার তীব্র নিন্দা করেছিল। আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অভিমত বর্তমান সংখ্যার[১০৮] প্রধান প্রবন্ধে ব্যক্ত করা হয়েছে। যাতে কোন ভুল ধারণার সৃষ্টি না হয় তার জন্য আমাদের পার্টির বক্তব্য তৈরী করার ইতিহাস সম্পর্কে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির কথা বলা প্রয়োজন। যুদ্ধের ফলে যে সাংগঠনিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল সেগুলি পুনরায় সংস্থাপিত করার ব্যাপারে যে সব প্রচণ্ড বাধা-বিপত্তি দেখা দিয়েছিল সেগুলি দূর করবার পর, আমাদের পার্টি-সদস্যদের একটি গ্রুপ প্রথমে "থিসিস"টি রচনা করেছিল এবং সেটি নতুন স্টাইলের ৬ই ও ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে কমরেডদের মধ্যে বিলি করে দিয়েছিল। তারপরে লুগানোতে অনুষ্ঠিত (২৭শে সেপ্টেম্বর) ইতালীয়-সুইস কনফারেন্সে দুজন প্রতি-নিধির নিকট এই থিসিস পাঠানো হয়েছিল সুইস সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের মারফত। অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়েই যোগাযাগ ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে এবং নির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করা সম্ভব হল। এই সংখ্যার প্রধান প্রবন্ধটি হচ্ছে "থিসিসের" পূর্ণাঙ্গ বয়ান।

সংক্ষেপে এই হল ইওরোপীয় ও রাশিয়ান সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনের অবস্থা। আন্তর্জাতিকের পতন আজ বাস্তব ঘটনা। সংবাদপত্রে ফরাসী আর জার্মান সোস্যালিস্টদের মধ্যে যে বিতর্ক চলেছিল তাতেই এ ঘটনা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে এবং কেবলমাত্র বামপন্থী সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের দ্বারা নয়, (মেহরিং এবং Bremer Bürger-Zeitung পত্রিকা) মডারেট সুইস পত্রিকা-গুলির দ্বারাও (Volksrecht) এ ঘটনা স্বীকৃত। এই পতনকে ঢেকে রাখবার যে চেষ্টা কাউৎস্কি করছেন তা কাপুরুষোচিত কৌশল ছাড়া আর কিছু নয়; এবং এই পতন হচ্ছে সুবিধাবাদেরই পতন; এ কথা আজ প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে যে সুবিধাবাদ বুর্জোয়াদের হাতেই বন্দী।

বুর্জোয়াদের অবস্থা বেশ স্পষ্ট। সুবিধাবাদীরা যে সম্পূর্ণভাবে অন্ধের মতন বুর্জোয়াদের যুক্তিগুলি পুনরাবৃত্তি করে চলেছে তাও সমানভাবেই স্পষ্ট। প্রধান প্রবন্ধে যা বলা হয়েছে তার সঙ্গে আমাদের বোধ হয় আর একটি কথা যোগ করা দরকার—সেটি হল Neve Zeit-এ প্রকাশিত অপমানজনক বিবৃতি প্রসঙ্গে; ঐ সব

বিবৃতিতে এ রকম ধারণাই দেওয়া হয়েছে যে পিতৃভূমি রক্ষার জন্য একটি দেশের শ্রমিকদের উপর আর একটি দেশের শ্রমিকদের গুলিবর্ষণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে আন্তর্জাতিকতাবাদ!

সুবিধাবাদীদের জবাবে আমরা বলছি যে, বর্তমান যুদ্ধের বাস্তব ঐতিহাসিক চরিত্র উপেক্ষা করে পিতৃভূমির প্রশ্নটি উত্থাপন করা যেতে পারে না। এ যুদ্ধ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ অর্থাৎ ধনতন্ত্র যখন তার শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছে সে যুগের, ধনতন্ত্রের **অবসানের** যুগের যুদ্ধ হচ্ছে এ যুদ্ধ। শ্রমিকশ্রেণীকে প্রথমে 'নিজেকে জাতি হিসাবে দাঁড়াতে হবে'—এ কথা ঘোষিত হয়েছিল কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে; তাতে বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে, জাতি ও পিতৃভূমিকে আমাদের স্বীকৃতিদানের **সীমারেখাগুলি ও শর্তাবলী** বুর্জোয়া ব্যবস্থারই, এবং তার ফলস্বরূপ বুর্জোয়া পিতৃভূমিরই, অপরিহার্য রূপ বিশেষ। সুবিধাবাদীরা এই সত্য কথাটিকে বিকৃত করে, ধনতন্ত্রের বিকাশের যুগে যা সত্য তাকে তারা প্রয়োগ করে ধনতন্ত্রের অবসানের যুগে। এবং এই যুগ সম্পর্কে, সামন্ততন্ত্রকে নয়, ধনতন্ত্রকে ধ্বংস করার সংগ্রামে প্রলেতারিয়েতের করণীয় কাজ সম্পর্কে **কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে** সুস্পষ্টভাবে এই কথাই ঘোষণা করা হয়েছে: "শ্রমজীবীদের কোন দেশ নেই।" এই সোস্যালিস্ট সত্য কথাটি স্বীকার করতে, এমনকি অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর উপর আস্থা স্থাপন করতে, কেন যে সুবিধাবাদীরা ভীত তাহা সহজেই অনুমেয়। পিতৃভূমির পুরানো কাঠামোর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন জয়লাভ করতে পারে না। এই আন্দোলন সৃষ্টি করে নতুন ধরনের, উন্নত ধরনের এক মানব সমাজ যেখানে **প্রত্যেকটি** জাতির মেহনতী জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবিদাওয়া ও প্রগতিশাল আকাঙ্ক্ষা বর্তমান জাতীয় গণ্ডীর অবসানের ভিত্তির উপর রচিত আন্তর্জাতিক ঐক্যের মধ্যেই এই প্রথম পূর্ণতা লাভ করবে। "পিতৃভূমি রক্ষার জন্য" ভণ্ডামিপূর্ণ আবেদন প্রচার করে সমকালীন বুর্জোয়ারা শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টির জন্য যে প্রচেষ্টা চালায় তার জবাব শ্রেণী সচেতন শ্রমিকেরা দেবে সকল জাতির বুর্জোয়াদের প্রভুত্বের উচ্ছেদ সাধনের সংগ্রামে বিভিন্ন জাতির শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য নিত্য নতুন দৃঢ় কর্মপ্রচেষ্টা চালিয়ে।

"জাতীয় যুদ্ধের" পুরানো মতাদর্শ দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন ও ধ্বংসকার্যের প্রকৃত চেহারা গোপন করে রেখে বুর্জোয়ারা প্রতারিত করে জনগণকে। প্রলেতারিয়েতেরা এই প্রতারণার মুখোশ খুলে দেয় এবং তারা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে রূপান্তরিত করার রণধ্বনি ঘোষণা করে। এই ছিল স্টুৎগার্ত এবং

বেসলে কংগ্রেসের প্রস্তাবের স্লোগান বা রণধ্বনি। সে প্রস্তাবে যুদ্ধকে সাধারণ-ভাবে বিচার করা হয়নি, বর্তমান যুদ্ধকেই সুনির্দিষ্টভাবে বিচার করা হয়েছে এবং সে প্রস্তাবে **"পিতৃভূমি রক্ষার"** কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে "ধনতন্ত্রের পতন ত্বরান্বিত করার কথা", এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত সঙ্কটকে ব্যবহার করার কথা, এবং বলা হয়েছে কমিউনের দৃষ্টান্তের কথা। জাতিতে জাতিতে যুদ্ধকে কিভাবে গৃহযুদ্ধে রূপান্তরিত করা হয় তারই দৃষ্টান্ত হল কমিউন।

অবশ্য এই রূপান্তর ঘটানো সহজ কাজ নয়; কোন একটা পার্টির "খেয়াল খুশি মতন" এ কাজ সুসম্পন্ন করা যেতে পারে না। কিন্তু, সাধারণভাবে ধনতন্ত্রের বাস্তব অবস্থার মধ্যে এবং বিশেষভাবে ধনতন্ত্রের অবসানের যুগের মধ্যেই ওরকম রূপান্তর সুপ্ত অবস্থায় বিরাজ করছে। এবং এইদিকে, কেবলমাত্র এইদিকেই সোস্যালিস্টদের সমস্ত কার্যকলাপ পরিচালিত করতে হবে। যুদ্ধ বাজেটের পক্ষে ভোট না দেওয়া, "নিজেদের" দেশের (এবং মিত্র রাষ্ট্রগুলির) জাতিদম্ভকে উৎসাহিত না করা, সর্বপ্রথমে "নিজেদের দেশের" বুর্জোয়াদের জাতিদম্ভের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, যখন সঙ্কট শুরু হয়ে গিয়েছে এবং বুর্জোয়ারা নিজেরাই তাদের নিজেদের তৈরী বিধিসম্মত বিধান প্রত্যাহার করে নিয়েছে তখন সংগ্রামের আইনসম্মত রূপের মধ্যে নিজেদের গণ্ডীবদ্ধ করে না রাখা,—এই হচ্ছে **কর্মধারা** যা শ্রমিকদের **এগিয়ে নিয়ে যায়** গৃহযুদ্ধের দিকে এবং যা সারা ইওরোপের অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে যে কোন মুহূর্তে নিয়ে আসবে গৃহযুদ্ধ।

যুদ্ধ কোন আকস্মিক ঘটনা নয়; খ্রীস্টান পুরোহিতেরা একে "পাপ" মনে করে, কিন্তু যুদ্ধ "পাপ"ও নয় (দেশপ্রেম, মানবতা, ও শান্তির ললিতবাণী প্রচারে খ্রীস্টান পুরোহিতেরা সুবিধাবাদীদের চেয়ে একটুও পিছনে পড়ে নেই)। যুদ্ধ হচ্ছে ধনতন্ত্রের একটি অবশ্যম্ভাবী অধ্যায়; শান্তি যেমন **ধনতন্ত্রী** জীবনযাত্রার একটি বিধিসম্মত রূপ, যুদ্ধও ঠিক তেমনি ধনতন্ত্রী জীবনযাত্রার একটি বিধিসম্মত রূপ। আমাদের কালে যুদ্ধ হচ্ছে জনসাধারণের যুদ্ধ। এই সত্য কথা থেকে যে সিদ্ধান্তে আমাদের উপনীত হতে হবে তা হল যে, জাতিদম্ভের "জনপ্রিয়" স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলে চলবে না, আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, যে-শ্রেণীদ্বন্দ্ব জাতিসমূহকে বিদীর্ণ করে তা এখনো বিরাজ করছে এবং তা যুদ্ধের সময়ে আত্মপ্রকাশ করবে সংগ্রামের রূপে এবং সামরিক কায়দায়। সামরিক বাহিনীতে যোগদান, যুদ্ধ-বিরোধী ধর্মঘট পরিচালনা ইত্যাদি কাজ করতে অস্বীকার করা নিতান্তই অর্থহীন, এ হল সশস্ত্র বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র সংগ্রাম

পরিচালনা করার কাপুরুষোচিত সুখস্বপ্ন, এ হল প্রচণ্ড গৃহযুদ্ধ কিংবা কতকগুলি যুদ্ধ ছাড়াই ধনতন্ত্রের ধ্বংস কামনা করা। সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও শ্রেণী সংগ্রামের বাণী প্রচার করা প্রত্যেকটি সোস্যালিস্টেরই কর্তব্য; সকল জাতির বুর্জোয়াদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী সশস্ত্র বিরোধের যুগে একমাত্র সোস্যালিস্ট কাজ হল জাতিতে জাতিতে যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে রূপান্তরিত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাওয়া। "যে ভাবেই হোক শান্তি চাই"—এই খ্রীস্টান পুরোহিতী ভাবপ্রবণ অর্থহীন কামনা নিপাত যাক! আসুন আমরা ঊর্ধ্বে তুলে ধরি গৃহযুদ্ধের পতাকা! সাম্রাজ্যবাদ ইওরোপীয় সংস্কৃতির ভাগ্য নিয়ে জুয়ো খেলছে: যদি না পর পর কতকগুলি বিপ্লব সফল হয় তাহলে শীঘ্রই এ যুদ্ধের পর আসবে আরো যুদ্ধ। এ যুদ্ধই "শেষ যুদ্ধ" বলে যে গল্প ছড়ানো হচ্ছে তা অন্তঃসারশূন্য এবং ক্ষতিকারক; (**গোলোস** পত্রিকাটির ভাষানুযায়ী বলতে হয় যে) এ গল্প হচ্ছে এক পণ্ডিতম্মন্য "পৌরাণিক কাহিনী"। আজ যদি না হয় তাহলে আগামীকাল, বর্তমান যুদ্ধের মধ্যে যদি না হয়, তাহলে তারপরে, যদি এ যুদ্ধে না হয় তাহলে আসন্ন আগামী যুদ্ধে, গৃহযুদ্ধের প্রলেতারীয় পতাকার তলে এসে জমায়েত হবে কেবলমাত্র লক্ষ লক্ষ শ্রেণীসচেতন শ্রমিকই নয়, জমায়েত হবে কোটি কোটি আধা-প্রলেতায়িয়েত ও পেটিবুর্জোয়া নরনারী, যারা এখন উগ্র স্বাদেশিকতার দ্বারা প্রতারিত হচ্ছে, যাদের যুদ্ধের বিভীষিকা শুধু আতঙ্কিত ও ধ্বংসই করে না, তাদের চোখও খুলে দেয়, তাদের শিক্ষিত করে তোলে, তাদের জাগিয়ে তোলে, সংগঠিত করে এবং তাদের "নিজেদের" দেশের এবং "বিদেশে"র বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে তোলে।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক আজ মৃত, সুবিধাবাদের হাতে এর পরাজয় ঘটেছে। সুবিধাবাদ নিপাত যাক এবং দীর্ঘজীবী হোক তৃতীয় আন্তর্জাতিক—তৃতীয় আন্তর্জাতিক থেকে শুধু যে "স্বদলত্যাগীরা"ই (গোলোস পত্রিকা সেই অভিলাষই ব্যক্ত করেছে) বিতাড়িত হবে তা নয়, সুবিধাবাদও বিতাড়িত হবে।

কঠোর ধনতান্ত্রিক দাসত্বের ও ধনতন্ত্রের অতিদ্রুত অগ্রগতির দীর্ঘ "শান্তিপূর্ণ" যুগে, অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ তৃতীয়াংশে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রলেতারীয় জনগণকে প্রাথমিকভাবে সংগঠিত করার প্রস্তুতিপর্বে প্রয়োজনীয় যে সব কাজ করতে হয়েছিল তাতে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের দান ছিল। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের উপর যে কর্তব্য সম্পাদনের দায়িত্ব এসে পড়ছে তা হল ধনতান্ত্রিক

সরকারগুলির বিরুদ্ধে বিপ্লবী আঘাত হানার জন্য, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার উদ্দেশ্যে এবং সমাজতন্ত্রের বিজয় সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সকল দেশের বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধ শুরু করার জন্য প্রলেতারিয়েতকে সংগঠিত করার দায়িত্ব !

Sotsial Demokrat—৩৩নং সংখ্যা
(স্যোৎসিয়াল দেমোক্রাৎ) ॥ ২১ খণ্ড
১লা নভেম্বর, ১৯১৪ পৃঃ ১৯-২৪

যুদ্ধ সম্পর্কে ম্যানিফেস্টো

কমরেড শ্রমিকগণ,

এক বছরের বেশী হল ইওরোপের যুদ্ধ চলছে। যা দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় আরো অনেকদিন ধরে এ যুদ্ধ চলবে, কেননা একদিকে জার্মানি যেমন সবচেয়ে ভালভাবে প্রস্তুত এবং এখন সবচেয়ে শক্তিশালী, অন্যদিকে তেমনি চতুঃশক্তির (রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালী) রয়েছে অনেক বেশী জনসংখ্যা ও অর্থ এবং তার উপরে তারা দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী দেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে অবাধে সামরিক সাহায্য পাচ্ছে।

মানবজাতির জীবনে যা নিয়ে আসছে তুলনাহীন চরম দুর্দশা ও দুঃখকষ্ট সেই যুদ্ধ কিসের জন্য লড়া হচ্ছে? প্রত্যেকটি যুদ্ধরত দেশের সরকার ও বুর্জোয়ারা কোটি কোটি টাকা জলের মতন ব্যয় করছে পুস্তক আর পত্রিকা প্রকাশের জন্য—তাতে সমস্ত দোষ চাপানো হচ্ছে শত্রুর উপর, শত্রুর বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে প্রচণ্ড ঘৃণা জাগিয়ে তোলা হচ্ছে; নিজেরা "আত্মরক্ষায় নিযুক্ত" পক্ষ, তারা আক্রান্ত হয়েছে অন্যায়ভাবে—নিজেদের এভাবে দেখানোর জন্য প্রত্যেকেই যে কোনরকম মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করতে দ্বিধা করে না। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু, নিজেদের মধ্যে উপনিবেশগুলি কিভাবে ভাগ করা হবে, অন্যান্য জাতিকে কারা দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখবে, বিশ্বের বাজারে সুযোগ সুবিধা ও বিশেষাধিকার কারা ভোগ করবে—এই নিয়েই লুণ্ঠনকারী বৃহৎশক্তিবর্গের দুটি গ্রুপের মধ্যে চলছে এ যুদ্ধ; এ যুদ্ধ হচ্ছে সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল একটি যুদ্ধ, এ যুদ্ধ হচ্ছে ধনতান্ত্রিক দাস-ব্যবস্থা বজায় রাখার এবং তাকে সুদৃঢ় করার জন্য আধুনিক দাসপ্রভুদের যুদ্ধ। ব্রিটেন এবং ফ্রান্স যখন দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে যে, তারা বেলজিয়ামের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে তখন তারা মিথ্যা কথাই বলে। আসলে, তারা দীর্ঘকাল ধরেই এ

যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল এবং এখন তারা যুদ্ধ করছে জার্মানিকে লুণ্ঠন করবার জন্য, জার্মানির উপনিবেশগুলি দখল করবার জন্য ; তুরস্ক ও অস্ট্রিয়াকে লুণ্ঠন করবার জন্য, ঐ দুটি দেশকে ভাগ করবার জন্য তারা চুক্তি করেছে ইতালী আর রাশিয়ার সঙ্গে। গ্যালিসিয়া দখল করার, তুরস্ক থেকে কিছুটা অঞ্চল কেড়ে নেবার, পারস্য, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশগুলিকে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করার উদ্দেশ্য নিয়ে জারের রাজতন্ত্র পররাজ্য লুণ্ঠনের এই যুদ্ধ চালাচ্ছে। জার্মানি যুদ্ধ করছে ব্রিটেন, বেলজিয়াম এবং ফ্রান্সের উপনিবেশগুলি গ্রাস করবার জন্য। যুদ্ধে জার্মানি জিতুক, বা রাশিয়া জিতুক, বা যুদ্ধ অমীমাংসিত থাকুক, তাতে কিছু আসে যায় না, যুদ্ধ মানবজাতির জীবনে নিয়ে আসবে উপনিবেশের, পারস্যের, তুরস্কের এবং চীনের কোটি কোটি নরনারীর জন্য নব নব অত্যাচার, জাতিসমূহের জন্য নিয়ে আসবে নতুন দাসত্ববন্ধন, সকল দেশের শ্রমিকশ্রেণীর জন্য নিয়ে আসবে নব নব শৃঙ্খল।

এই যুদ্ধ সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণীর করণীয় কাজ কি? সারা দুনিয়ায় সোস্যালিস্টরা সর্বসম্মতিক্রমে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল ১৯১২ সালে বেসলে আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট কংগ্রেসে সেই প্রস্তাবে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছিল অনেক আগেই। ১৯১৪ সালে যে যুদ্ধ শুরু হল সেই যুদ্ধের আশঙ্কা করেই পূর্ব থেকে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল যে, এ যুদ্ধ হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল যুদ্ধ, "ধনিকদের মুনাফার" স্বার্থেই এ যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে ; তাতে বলা হয়েছিল যে, শ্রমিকেরা "পরস্পরের প্রতি গুলিবর্ষণ করাকে অপরাধ" বলে মনে করে ; এ যুদ্ধের ফলে দেখা দিবে প্রলেতারীয় বিপ্লব এবং শ্রমিকেরা কী রণকৌশল অবলম্বন করবে তার একটি মডেল দেওয়া রয়েছে ১৮৭১ সালের প্যারি-কমিউনে এবং রাশিয়ার ১৯০৫ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বরের ঘটনাবলীতে অর্থাৎ ১৯০৫ সালের বিপ্লবে।

রাষ্ট্রীয় ডুমাতে যে রাশিয়ান সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর গ্রুপ ছিল (পেত্রোভস্কি, বাদাইয়েভ, মুরানভ, সামোইলভ এবং শাগভ) তারই পক্ষে রয়েছে রাশিয়ার সমস্ত শ্রেণীসচেতন শ্রমিক। যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লবী প্রচারকার্য চালাবার জন্য ঐ সব নেতা জারতন্ত্র কর্তৃক নির্বাসিত হয়েছিলেন সাইবেরিয়ায়। এই বিপ্লবী প্রচারকার্যের মধ্যে এবং যা জনগণের ক্রোধ জাগিয়ে তোলে সেরকম বিপ্লবী কার্যকলাপের মধ্যেই নিহিত রয়েছে বর্তমান যুদ্ধের এবং আগামীকালের যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে মানবজাতির মুক্তির

একমাত্র পথ। বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া সরকারগুলির, এবং প্রধানতঃ, সর্বাপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল, অসভ্য ও বর্বর জার-সরকারের উচ্ছেদ সাধনই শুধু সমাজতন্ত্রের এবং আন্তর্জাতিক শান্তির পথ উন্মুক্ত করে দিতে পারে।

বিপ্লবের মধ্য দিয়ে জারের রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধনের ফলে শুধু জার্মান প্রতিক্রিয়াশীল রাজতন্ত্র ও জার্মান বুর্জোয়ারাই জয়ী হবে এবং শক্তিশালী হবে —এ কথা জনসাধারণকে বোঝাবার যারা চেষ্টা করবে তারা তো মিথ্যা কথাই বলছে—তারা হচ্ছে বুর্জোয়াদের সচেতন কিংবা অচেতন পরিচারিকা বিশেষ। যদিও, রাশিয়ার অত্যন্ত বিশিষ্ট সোস্যালিস্টদের অনেকের মতনই, জার্মান সোস্যালিস্টদের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা "তাদের নিজেদের দেশের" বুর্জোয়াদের দিকে চলে গিয়েছে এবং এই যুদ্ধ হল "দেশরক্ষার যুদ্ধ," এ রকম গল্প ছড়িয়ে জনগণকে প্রতারিত করার কাজে তারা সাহায্য করছে, তবুও জার্মান মেহনতী জনগণের মধ্যে তাদের সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ক্রোধ পুঞ্জীভূত হচ্ছে। জার্মানিতে যে সব সোস্যালিস্টরা বুর্জোয়াদের সাথে হাত মিলায়নি তারা ছাপার অক্ষরে ঘোষণা করেছে যে, রাশিয়ান সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর গ্রুপের রণকৌশলকে তারা "বীরত্বপূর্ণ" বলেই মনে করে। জার্মানিতে বে-আইনীভাবে যুদ্ধ-বিরোধী ও সরকার-বিরোধী ইশ্‌তেহার প্রকাশিত হচ্ছে। বিপ্লবী ভাবধারা প্রচারের অভিযোগে জার্মানিতে শত শত সেরা সোস্যালিস্টদের কারাগারে বন্দী করে রাখা হচ্ছে—এদের মধ্যে শ্রমজীবী নারী আন্দোলনের সুপরিচিতা প্রতিনিধি ক্লারা জেটকিনও রয়েছেন। সকল যুদ্ধরত দেশেই শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে ক্রোধ ও ক্ষোভ দানা বেঁধে উঠছে—কোথাও এর ব্যতিক্রম ঘটছে না; এবং রাশিয়ার সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের বিপ্লবী কার্যকলাপের দৃষ্টান্ত এবং রাশিয়ায় বিপ্লবের প্রতিটি সাফল্যও, অবশ্যম্ভাবীরূপে এগিয়ে নিয়ে যাবে সমাজতন্ত্রের মহান আদর্শকে, শোষক ও নিষ্ঠুর বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করে শ্রমিকশ্রেণীকে জয়ী করার মহান আদর্শকে।

যুদ্ধ ধনিকদের পকেট ভর্তি করে দিচ্ছে সোনা দিয়ে—এ সোনা আসছে বৃহৎ শক্তিবর্গের ধনভাণ্ডার থেকে অজস্র ধারায়। যুদ্ধ শত্রুর বিরুদ্ধে জাগিয়ে তুলছে অন্ধ উত্তেজনা এবং সেই দিকেই জনসাধারণের অসন্তোষকে পরিচালিত করার জন্য বুর্জোয়ারা যথাসাধ্য চেষ্টা করছে, **প্রধান** শত্রু থেকে, যথা, **নিজেদের** দেশের সরকার ও শাসকশ্রেণীগুলি থেকে জনসাধারণের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নেবার চেষ্টাই তারা করছে। কিন্তু যুদ্ধ যেমন মেহনতী জনগণের

জীবনে নিয়ে আসে অশেষ দুঃখকষ্ট ও বিভীষিকা, তেমনি শ্রমিকশ্রেণীর সেরা প্রতিনিধিদের যুদ্ধ পক্ষপাত ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে, তাদের ইস্পাতের মতন দৃঢ় করে তোলে। আমাদের যদি ধ্বংস হয়ে যেতে হয় তবে নিজেদের আদর্শের সংগ্রামে, শ্রমিকদের আদর্শের সংগ্রামে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব, আমরা ধ্বংস হয়ে যাব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য, ধনিকদের, জমিদারদের এবং জারদের স্বার্থের জন্য আমরা নিজেদের ধ্বংস হতে দেব না—এই কথাই প্রত্যেকটি শ্রেণীসচেতন শ্রমিক মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে। আজ বিপ্লবী সোস্যাল-ডেমোক্রোটিক কার্যকলাপ যতই কঠিন হোক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না, এ কার্যকলাপ সম্ভব, সারা দুনিয়াব্যাপী এ কার্যকলাপ এগিয়ে চলেছে এবং শুধু এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে মুক্তি!

যে জারের রাজতন্ত্র রাশিয়াকে টেনে এনেছে এক পাপ-যুদ্ধের আবর্তে এবং জনগণের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে তা ধ্বংস হোক! শ্রমিকদের দুনিয়াব্যাপী ভ্রাতৃত্ব ও প্রলেতারিয়েতের আন্তর্জাতিক বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।

১৯১৫ সালের অগস্ট মাসে লিখিত ১৯২৮ সালের ২১শে জানুয়ারী প্রথম প্রকাশিত হয় প্রাভদার ১৮ নং সংখ্যায়	২১ খণ্ড পৃঃ ৩৩৪-৩৬

সুইস্ সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি কংগ্রেসে বক্তৃতা

১৯১৬ সালের ৪ঠা নভেম্বর

সরকারী ডেনিশ সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির নেতা মন্ত্রী মিঃ মিনিস্টার স্টাউনিং-এর ক্রোধ উদ্রেক করার সম্মান সম্প্রতি সুইজারল্যাণ্ডের সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি অর্জন করেছে। আর একজন আধা-সোস্যালিস্ট মন্ত্রী ভ্যাণ্ডারভেল্ডীর উদ্দেশ্যে লিখিত ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের এক চিঠিতে তিনি গর্বভরে ঘোষণা করলেন যে, "ইতালীয়ান ও সুইস পার্টি দুটির উদ্যোগে তথাকথিত জিমারওয়াল্ড আন্দোলন কর্তৃক সাংগঠনিকভাবে ক্ষতিকারক যে পার্টি ভাঙার কার্যকলাপ পরিচালিত হচ্ছে তা থেকে আমরা (ডেনিশ পার্টি) নিজেদের সম্পূর্ণভাবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে আলাদা করে রেখেছি।"

আর. এস. ডি. এল.-পির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে আমি সুইস সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির কংগ্রেসকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি এই আশায় যে, এই পার্টি সমর্থন করতে থাকবে বিপ্লবী সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের আন্তর্জাতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার অভিযানকে, যে অভিযান শুরু হয়েছিল জিমারওয়াল্ডে এবং যার অবসান হবে সমাজতন্ত্রী পার্টির বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রীদের এবং সমাজবাদী-দেশপ্রেমিক বিশ্বাসঘাতকদের সাথে সমাজতন্ত্রের সমস্ত সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন করার মধ্যে দিয়ে।

সকল অগ্রসর ধনতন্ত্রী দেশেই এই ভাঙন আজ আসন্ন। জার্মানিতে কার্ল লিবনেক্টের শিষ্য কমরেড অটো রুহলে যখন জার্মান পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্রে ঘোষণা করলেন যে, পার্টিতে ভাঙন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল (Vorwärts, ১২ই জানুয়ারী, ১৯১৬) তখন তার বিরুদ্ধে সুবিধাবাদীরা এবং তথাকথিত

মধ্যপন্থীরা আক্রমণ শুরু করে দিল। সে যাই হোক, ঘটনাবলী কিন্তু অত্যন্ত পরিষ্কারভাবেই দেখিয়ে দিল যে, কমরেড রুহলের বক্তব্যই ছিল সঠিক এবং প্রকৃতপক্ষে জার্মানিতে দুটো পার্টিই রয়েছে: একটি হচ্ছে সেই পার্টি যে পার্টি পররাজ্য লুণ্ঠনের যুদ্ধ পরিচালনায় বুর্জোয়াদের এবং সরকারকে সাহায্য করে; এবং অপরটি হচ্ছে সেই পার্টি যে পার্টি তার কার্যকলাপ মোটের উপর বে-আইনী ভাবেই পরিচালনা করে, প্রকৃত জনগণের মধ্যে খাঁটি সমাজতান্ত্রিক আবেদন প্রচার করে এবং জনগণের বিক্ষোভ মিছিল ও রাজনৈতিক ধর্মঘট সংগঠিত করে।

ফ্রান্সে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার কমিটি[১০৯] সম্প্রতি "দি জিমার-ওয়াল্ড সোস্যালিস্ট এণ্ড দি ওয়ার" (জিমারওয়াল্ড সোস্যালিস্ট ও যুদ্ধ) নামক একখানা পুস্তিকা প্রকাশ করেছে; এই পুস্তিকা থেকেই আমরা জানতে পারি যে ফ্রান্সে পার্টির মধ্যে তিনটি প্রধান ঝোঁক বিকাশ লাভ করেছে। পুস্তিকায় প্রথম ঝোঁকটিকে সমাজতন্ত্রী-জাতীয়তাবাদীদের, যারা আমাদের শ্রেণীশত্রুদের সাথে "পবিত্র মৈত্রীবন্ধনে" আবদ্ধ হয়েছে সেই সমাজবাদী-দেশপ্রেমিকদের ঝোঁক বলেই চিহ্নিত করা হয়েছে—সংখ্যাগুরু অংশের উপর এই ঝোঁকটিরই প্রাধান্য। এই পুস্তিকার বক্তব্য অনুযায়ী সংখ্যালঘুদের নিয়ে, ডেপুটি লোঙ্গেৎ ও প্রেসমানের সমর্থকদের নিয়েই দ্বিতীয় ঝোঁকটি গঠিত। প্রত্যেকটি জরুরী বিষয়েই এরা সমর্থন করে সংখ্যাগুরু অংশকে এবং অসন্তুষ্ট ব্যক্তিদের সমাজতান্ত্রিক চেতনাকে অবরুদ্ধ করে রেখে তাদের আকৃষ্ট করে এবং সরকারী পার্টির কর্মনীতি অনুসরণ করতে তাদের বাধ্য করে এরা নির্বোধের মতনই সংখ্যাগুরু অংশের চরকায়ই তেল দেয়। তৃতীয় ঝোঁক হিসাবে পুস্তিকাতে জিমারওয়াল্ডপন্থীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই জিমারওয়াল্ডপন্থীরা স্বীকার করে যে, জার্মানির যুদ্ধ ঘোষণার জন্যই যে ফ্রান্সকে যুদ্ধের আবর্তে টানা হয়েছে তা কিন্তু ঘটনা নয়, ফ্রান্স যুদ্ধের আবর্তে নিমজ্জিত হয়েছে তার নিজের কর্মনীতির জন্য; এই কর্মনীতিই তাঁকে বেঁধে ফেলেছে রাশিয়ার সঙ্গে, চুক্তি আর ঋণের দৌলতে। এই তৃতীয় ঝোঁকই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, **"পিতৃভূমি রক্ষার ব্যাপার কোন সোস্যালিস্ট বিষয়বস্তু নয়।"**

একই জিনিস দেখা যাচ্ছে আমাদের ক্ষেত্রে এই রাশিয়ায়, এবং ব্রিটেনেও এবং নিরপেক্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও; সংক্ষেপে, মূলগতভাবে ঐ একই তিনটি ঝোঁকই সারা দুনিয়ায় নিজ নিজ রূপ পরিগ্রহ করেছে। অদূর ভবিষ্যতে শ্রমিক আন্দোলনের ভবিষ্যৎ এই তিনটি ঝোঁকের মধ্যে সংগ্রামের দ্বারাই নির্ধারিত হবে।

আর একটি পয়েন্ট সম্বন্ধে আমাকে কয়েকটি কথা বলতে দিন—সেই পয়েন্টটি সম্বন্ধে সাম্প্রতিককালে অনেক কথাই হয়েছে এবং এ সম্বন্ধে আমাদের, রাশিয়ান সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের বিশেষভাবে বিরাট অভিজ্ঞতা আছে ; সেটি হল সন্ত্রাসবাদের প্রশ্ন।

অস্ট্রিয়ার বিপ্লবী সোস্যাল- ডেমোক্রাটদের সম্বন্ধে কোন সংবাদ আমরা এখনো পাইনি ; তাদের অস্তিত্ব সেখানে আছে, কিন্তু তাদের সম্বন্ধে সাধারণভাবে খুব সামান্য সংবাদই পাওয়া যায়। সেজন্যই, কমরেড ফ্রিৎজ অ্যাডলার[১১০] কর্তৃক স্তুরগহের হত্যা সন্ত্রাসবাদের একটি রণকৌশলগত কাজ কি না তা আমরা জানি না—জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের সাথে কোনরকম সম্পর্ক না রেখে ক্রমাগত রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করে যাওয়াই হচ্ছে সন্ত্রাসবাদের রণকৌশল। পিতৃভূমি রক্ষা করাই যাদের স্লোগান সেই সরকারী অস্ট্রিয়ান সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের সুবিধাবাদী অ-সোস্যালিস্ট রণকৌশল থেকে বিপ্লবী গণ-আন্দোলনের রণকৌশলে উত্তরণে এই হত্যাকাণ্ড একটি বিচ্ছিন্ন পদক্ষেপ মাত্র কিনা তাও আমরা জানি না। এই দ্বিতীয় ধারণাই ঘটনাবলীর সঙ্গে অনেক বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সেইজন্যই ইতালীর পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং **আভান্তি** পত্রিকায় ২৯শে অক্টোবর তারিখে প্রকাশিত ফ্রিৎজ অ্যাডলারকে প্রেরিত অভিনন্দনবাণী সম্পূর্ণভাবে সমর্থনযোগ্য।

যে ভাবেই হোক, আমরা এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত হয়েছি যে, রাশিয়ায় বিপ্লব এবং প্রতিবিপ্লবের অভিজ্ঞতায় এটাই সপ্রমাণিত হয়েছে যে সন্ত্রাসবাদকে রণকৌশল হিসাবে গ্রহণ করবার বিরুদ্ধে আমাদের পার্টির বিশ বছরের অধিক কালের সংগ্রাম সম্পূর্ণ সঠিক ছিল। তবু একথা মনে রাখতে হবে যে, এই সংগ্রাম সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত আপসহীন সংগ্রামের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল—অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে অত্যাচারিত শ্রেণীদের কোনরকম বল-প্রয়োগকে অগ্রাহ্য করাই ছিল সুবিধাবাদের ঝোঁক। গণসংগ্রামে এবং এই সংগ্রামের ব্যাপারে আমরা সর্বদাই বলপ্রয়োগের পক্ষপাতী। দ্বিতীয়ত সন্ত্রাস-বাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে আমরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পক্ষে বহু বছরের প্রচার অভিযানের সাথে যুক্ত করেছি—এ প্রচার অভিযান আরম্ভ হয়েছিল ১৯০৫ সালের ডিসেম্বরের বহু বছর আগে। সশস্ত্র অভ্যুত্থানকে আমরা শুধু সরকারের কর্মনীতির বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের সর্বোৎকৃষ্ট জবাবই মনে করিনি, আমরা একে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের জন্য শ্রেণীসংগ্রামের বিকাশের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিও

মনে করেছি। তৃতীয়ত বলপ্রয়োগ এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য প্রচারকার্যকে মূলনীতি হিসাবে স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যেই আমরা নিজেদের গণ্ডীবদ্ধ করে রাখিনি। উদাহরণ হিসাবে যেমন বলা যায় যে, বিপ্লবের চার বছর আগেই আমরা অত্যাচারী-শাসক ও শোষকদের বিরুদ্ধে জনগণের বলপ্রয়োগকে, বিশেষ করে রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় তাদের বলপ্রয়োগকে আমরা সমর্থন করেছিলাম। এই সব বিক্ষোভ মিছিলের প্রত্যেকটি থেকেই যে শিক্ষা পাওয়া যেত সেই শিক্ষাই আমরা সমগ্র দেশের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলাম। পুলিসবাহিনী ও সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে দৃঢ় ও সুসম্বদ্ধ গণ-প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথা, প্রলেতারিয়েত এবং সরকারের মধ্যে যে সংগ্রাম চলছে সেই সংগ্রামে সৈন্যদের যত বেশী সম্ভব অংশকে টেনে আনার জন্য এই গণ-প্রতিরোধকে ব্যবহার করার প্রশ্ন, এবং এই সংগ্রামে যাতে কৃষকেরা ও সৈন্যরা সচেতনভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে সেইভাবে তাদের আকর্ষণ করার প্রশ্ন, আমরা গভীরভাবে চিন্তা করতে আরম্ভ করেছিলাম। এই হচ্ছে সেই রণকৌশল যা আমরা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রয়োগ করেছিলাম এবং সে রণকৌশল যে সফল হয়েছে সে বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

কমরেডগণ, সুইজ্যারল্যাণ্ডের সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির কংগ্রেসের প্রতি আমার অভিনন্দন পুনরায় ঘোষণা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আপনাদের কাজে আপনাদের সাফল্য কামনা করি। (করতালি)

২৩ খণ্ড, ১১০-১৩ পৃঃ

Protokoll über die Verhandlun—
gen des Parteitages der Sozial
demokratischen Partei der
Schweiz vom 4 und 5. Novemder 1916
abgehalten in Gesellschaftshaus
"Z. Kauflenten"

এই নামে পুস্তকাকারে জুরিখে
১৯১৬ সালে প্রকাশিত।
রুশ ভাষায় প্রথম প্রকাশিত
হয় ১৯২৪ সালে "Proletarskaya
Revolutsia" পত্রিকার ৪নং (২৭) সংখ্যায়।

সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি, মস্কো সোভিয়েত এবং ফ্যাক্টরী কমিটি ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির প্রতিনিধিদের যুক্ত সভায় চিঠি

৩রা অক্টোবর, ১৯১৮ [১১১]

জার্মানিতে রাজনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়েছে। নিজেদের আতঙ্কগ্রস্ত হতাশায় সরকারের এবং সাধারণভাবে সকল শোষকশ্রেণীর স্বরূপ আজ সমগ্র জনসাধারণের কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়ে গিয়েছে। সামরিক পরিস্থিতির নৈরাশ্যজনক অবস্থা এবং মেহনতী জনগণের মধ্যে যে শাসকশ্রেণীগুলির কোনো সমর্থনই নেই তা বর্তমানে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই সঙ্কটের মানে হল যে বিপ্লব শুরু হয়েছে কিংবা, যেভাবেই হোক জনগণ এখন নিজেরাই দেখছে যে, বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী এবং সমাগত।

বস্তুতঃ সরকার পদত্যাগ করেছে এবং সামরিক একনায়কত্ব ও কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা, এই দুয়ের মাঝে সরকার এখন হিস্টিরিয়াগ্রস্তভাবে দুলছে। কিন্তু যুদ্ধারম্ভ থেকেই, কার্যতঃ সামরিক একনায়কত্ব চালু করে দেখা হয়েছে এবং তা এই মুহূর্তে আর কার্যকর হচ্ছে না, কেননা সৈন্যবাহিনী আস্থা স্থাপনের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে মন্ত্রিসভায় যদি শিদেমান এণ্ড কোম্পানীকে নিয়ে আসা হয় তাহলে বৈপ্লবিক বিস্ফোরণই শুধু ত্বরান্বিত হবে; বুর্জোয়াদের এই সব পদলেহনকারীদের, এই সব ভাড়াটে বামনদের, ঠিক আমাদের মেনশেভিক ও সোস্যালিস্ট, রিভলিউশনারীদের মতন, ব্রিটেনের হেণ্ডারসন ও সিডনী ওয়েব প্রমুখের মতন, ফ্রান্সে অ্যালবার্ট টমাস ও রেনোডেল প্রমুখের মতন হীন জীবদের জঘন্য অক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত হয়ে যাবার পরও যদি

শিদেমানদের মন্ত্রিসভায় নিয়ে আসা হয় তাহলে বৈপ্লবিক বিস্ফোরণ আরো ব্যাপক, আরো সচেতন, আরো দৃঢ় এবং আরো সুনির্দিষ্ট হয়ে উঠবে।

জার্মানিতে সঙ্কট শুধু আরম্ভ হয়েছে। এ সঙ্কট অবশ্যম্ভাবীরূপে শেষ হবে জার্মান প্রলেতারিয়েতের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরে। ঘটনাবলীর এই বিকাশ রাশিয়ান প্রলেতারিয়েতরা গভীর আগ্রহে এবং অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করছে। বিশ্বব্যাপী শ্রমিক বিপ্লবকে সমর্থন করার উপর নিজেদের সমগ্র রণ-কৌশলের ভিত্তি যখন বলশেভিকরা রচনা করেছিল এবং বিভিন্ন রকমের বিরাট বিরাট আত্মত্যাগ করতেও যখন তারা ভীত হয়নি, তখন যে তারা কত সঠিক ছিল তা এখন বিভিন্ন দেশের সবচেয়ে বেশী প্রবঞ্চিত শ্রমিকেরাও দেখতে পাবে। ব্রেস্ট শান্তিচুক্তি বাতিল করার উদ্দেশ্যের কথা বলে মেনশেভিকরা এবং সোস্যালিস্ট রিভলিউশনারীরা যখন ব্রিটিশ ও ফরাসী বুর্জোয়া দস্যুদের সঙ্গে চুক্তি করতে সম্মত হল তখন তারা সমাজতন্ত্রের প্রতি যে কী অপরিমেয় হীন বিশ্বাসঘাতকতা করল তা সবচেয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিও আজ উপলব্ধি করবে। এবং এটা তো যুক্তিসঙ্গত যে, যখন জার্মানির অভ্যন্তরে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিগুলি বিক্ষুব্ধ হতে, উত্তেজিত হতে আরম্ভ করছে, যখন জার্মান বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিরা জনসাধারণের কাছে এই চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে নিজেদের কার্যাবলী সমর্থন করতে এবং তাদের কর্মনীতি "পরিবর্তন করবার" উপায় খুঁজতে আরম্ভ করছে তখন ব্রেস্টচুক্তি ভঙ্গ করার প্রচেষ্টা করে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য করার কথা সোভিয়েত সরকার চিন্তাও করবে না।

কিন্তু রাশিয়ার প্রলেতারিয়েতরা মনোযোগ ও আগ্রহ সহকারে ঘটনাবলী শুধু লক্ষ্য করেই যাচ্ছে না। **জার্মান শ্রমিকদের সাহায্য করবার জন্য** সর্বশক্তি প্রয়োগ করার প্রশ্নই তারা তুলছে—জার্মান শ্রমিকদের অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে, দাসত্ব থেকে মুক্তির কঠিন পরিবৃত্তিকালের মধ্য দিয়ে তাদের যেতে হবে এবং তাদের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ **সংগ্রাম করতে হবে নিজেদের এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে**। জার্মান সাম্রাজ্যবাদের পরাজয় সাময়িকভাবে ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের ঔদ্ধত্য, নৃশংসতা ও প্রতিক্রিয়াই বৃদ্ধি করবে। বৃদ্ধি করবে তাদের পররাজ্যগ্রাসের অভিযান।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের যে সব নীতিজ্ঞানহীন ব্যক্তিরা, বীরেরা এবং নেতারা, হয় নিজেদের বুর্জোয়াদের সাথে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছিল, নয় (কাউৎস্কি, আটো বাউয়ের এণ্ড কোম্পানী যে-রকম

করেছিল ঠিক সেই ভাবেই) বিপ্লবের বিরুদ্ধে বাজে যুক্তি আবিষ্কার করে, সকল-রকম দুঃসাহসিক বিরাট বিরাট বৈপ্লবিক কাজের বিরোধিতা করে, প্রলেতারীয় বিপ্লবের জন্য সঙ্কীর্ণ জাতীয় স্বার্থগুলি বিসর্জন দেওয়ার প্রত্যেকটি কাজের বিরোধিতা করে শুধু বড় বড় কথার জাল বুনবার চেষ্টা করেছিল, সেই সব লোকদের মতন কথায় নয়, কাজেকর্মে রাশিয়ার বলশেভিক শ্রমিকশ্রেণী সর্বদাই ছিল আন্তর্জাতিকতাবাদী।

রাশিয়ার প্রলেতারিয়েতকে এ কথা নিশ্চয়ই বুঝতে হবে যে, আন্তর্জাতিকতা-বাদের সমর্থনে শীঘ্রই তাকে বৃহত্তম আত্মত্যাগ করতে হবে। এরকম সময় ঘনিয়ে আসছে যখন পরিস্থিতি দাবি করতে পারে যে আমাদের সাহায্য করতে হবে জার্মান জনসাধারণকে যারা ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে, নিজ দেশের সাম্রাজ্যবাদের শাসন থেকে নিজেদের মুক্ত করছে।

সুতরাং এক্ষুনি আমাদের প্রস্তুত হবার কাজ শুরু করা যাক। প্রশ্নটা যখন শুধুমাত্র রুশ বিপ্লবের নয়, প্রশ্নটা যখন আন্তর্জাতিক শ্রমিক-বিপ্লবের তখন যে রাশিয়ান শ্রমিকেরা আরো বেশী কর্মঠ হয়ে উঠতে পারে, তারা আরো বেশী নিঃস্বার্থভাবে সংগ্রাম করতে পারে এবং মৃত্যুবরণ করতে পারে তাই সকলকে দেখিয়ে দিতে হবে।

সর্বোপরি, শস্য মজুদ করার ব্যাপারে আমাদের প্রচেষ্টা দশগুণ বাড়িয়ে তুলতে হবে। যদি পরিস্থিতি এরকম দাঁড়ায় যে, সাম্রাজ্যবাদের দস্যু ও বর্বরদের খপ্পর থেকে নিজেদের মুক্ত করার সংগ্রামে জার্মান শ্রমিকেরা কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছে তাহলে সেই অবস্থায় তাদের সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি বড় বড় শস্যগোলায় শস্য মজুদ করার সঙ্কল্প আমাদের গ্রহণ করতে হবে। কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন সুদৃঢ় করার, তাদের সাহায্য করার, কুসংস্কার থেকে তাদের মুক্ত করার, কুলাকদের (ধনী কৃষকদের) বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়লাভ করার এবং যে সব শস্য উদ্বৃত্ত থাকে সেগুলি কৃষকদের হাত থেকে এনে মজুদ করার উদ্দেশ্য নিয়ে নিজেদের পছন্দানুসারে কয়েকটি গ্রামাঞ্চলের সাথে বিশেষ যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা প্রত্যেকটি পার্টি সংগঠনকে, প্রত্যেকটি ট্রেড-ইউনিয়নকে, প্রত্যেকটি ফ্যাক্টরীকে, কারখানাকেই করতে হবে।

অনুরূপভাবে দশগুণ শক্তি নিয়ে আমাদের গড়ে তুলতে হবে প্রলেতারীয় লাল ফৌজ। গতিধারা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। আমরা সকলেই এ কথা জানি, আমরা এটা দেখছি এবং অনুভব করছি। সাম্রাজ্যবাদী হত্যাকাণ্ডের

বিভীষিকা থেকে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলবার কিছুটা সময় শ্রমিক আর মেহনতী কৃষকেরা পেয়েছিল; নিজেদের বিপ্লব, মেহনতী জনগণের বিপ্লবের ফলে, নিজেদের সরকার, সোভিয়েত সরকার প্রতিষ্ঠার ফলে যে সুযোগ সুবিধা তারা পেয়েছে তা রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে যে তাদের যুদ্ধ করতে হবে সেকথা তারা নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়েই উপলব্ধি করেছে এবং শিখছে। একটি সৈন্যবাহিনী গঠিত হচ্ছে, গঠিত হচ্ছে শ্রমিক-কৃষকদের, যারা সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করবার জন্য যে কোন আত্মত্যাগ করতেই প্রস্তুত তাদেরই, লালফৌজ। সেই সৈন্যবাহিনী শক্তি সঞ্চয় করছে, চেকোস্লোভাকদের আর শ্বেতরক্ষীদলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সে সৈন্যবাহিনী ইস্পাতের মতন সুদৃঢ় হচ্ছে। এক দৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। এখন তাড়াতাড়ি আমাদের ইমারতটি গড়ে তুলতে হবে।

বসন্তকালের মধ্যে দশলক্ষের এক সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার সঙ্কল্প আমরা করেছিলাম; কিন্তু এখন আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে ত্রিশলক্ষের এক সৈন্যবাহিনী। এ বাহিনী নিশ্চয়ই আমরা গড়ে তুলতে পারি। **এবং আমাদের এ বাহিনী গড়ে তুলতেই হবে।**

সাম্প্রতিককালে বিশ্ব ইতিহাস বেশ লক্ষণীয়ভাবেই দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে বিশ্বব্যাপী শ্রমিক-বিপ্লবের দিকে। দ্রুততম পরিবর্তন সম্ভব। সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে জার্মান ও ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে জোট গঠনের চেষ্টা চলতে পারে।

আমাদেরও নিজেদের প্রস্তুতি ত্বরান্বিত করতে হবে। আসুন আমরা আমাদের কর্মপ্রচেষ্টা দশগুণ বাড়িয়ে তুলি।

প্রলেতারিয়েতের মহান অক্টোবর বিপ্লবের বার্ষিকীতে এই হোক আমাদের স্লোগান!

এর মধ্য দিয়েই বিশ্ব প্রলেতারীয় বিপ্লবের আসন্ন বিজয় সম্পর্কে আমাদের আন্তরিকতা পরিস্ফুট হয়ে উঠুক!

প্রাভদা, ২১৩নং সংখ্যা, ২৮ খণ্ড, পৃঃ ৮২-৮৪ — এন. লেনিন
৪ঠা অক্টোবর, ১৯১৮ সাল

সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি, মস্কো-সোভিয়েত, ফ্যাক্টরী কমিটি এবং ট্রেড ইউনিয়নসমূহের বৈঠকে রিপোর্ট, ২২শে অক্টোবর, ১৯১৮ [১১২]

(দীর্ঘকালস্থায়ী করতালি এবং বিরাট আনন্দধ্বনি)

কমরেডস, আমার মনে হচ্ছে যে, আমাদের বর্তমান অবস্থায় যে স্ববিরোধিতা দেখা দিয়েছে তাকে এইভাবে ব্যক্ত করা যেতে পারে, প্রথমত বর্তমান কালের মতন আন্তর্জাতিক প্রলেতারীয় বিপ্লবের এত নিকটে আগে আমরা কখনো আসিনি এবং দ্বিতীয়ত, বর্তমানকালের মতন এত বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে আগে আমরা কখনো পড়িনি। এই বিষয় দুটি সম্পর্কে, বিশেষ করে দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে, আজ আমি বিস্তৃতভাবে কিছু বলতে চাই। আমাদের সামনে যে বিপদ এগিয়ে আসছে তার সম্পূর্ণ ব্যাপকতা সম্বন্ধে ব্যাপক জনসাধারণ খুব অল্পই সচেতন বলে আমার ধারণা, এবং যেহেতু ব্যাপক জনসাধারণের সমর্থনেই শুধু আমরা কাজ করতে পারি সেই হেতু বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সমস্ত সত্য কথা যাতে জনসাধারণ জানতে পারে তার ব্যবস্থা করাই সোভিয়েত-প্রতিনিধিদের প্রধান কাজ, তা মাঝে মাঝে এ কাজ যতই কঠিন হোক না কেন, এ কাজ করতেই হবে। আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট বিপ্লবের নিকটে আমরা এসে যাচ্ছি, এ কথা একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে ; সুতরাং এ সম্বন্ধে আমি খুব অল্প কথাই বলব।

শুধু বুর্জোয়ারা নয়, যারা সমাজতন্ত্রে আস্থা হারিয়েছে সেই পেটি-বুর্জোয়া স্তরের লোকেরা, এবং যারা শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই অভ্যস্ত ছিল এবং সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করত না সেই তথাকথিত বহু সোস্যালিস্টরাও সোভিয়েতের বিরুদ্ধে

যে সব প্রধান প্রধান অভিযোগ উপস্থিত করে থাকে তার মধ্যে একটি হল যে, রাশিয়ায় আমরা যখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সুসম্পন্ন করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলাম তখন আমরা শুধু অপ্রত্যাশিত ঘটনার ঝুঁকিই নিচ্ছিলাম, কেননা পশ্চিমে তখনো বিপ্লবের অবস্থার সৃষ্টি হয়নি।

কমরেডস, এখন, যুদ্ধের পঞ্চমবর্ষে, সাম্রাজ্যবাদের সাধারণ পতন তো স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান; প্রত্যেকের কাছেই এখন এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে সমস্ত যুদ্ধরত দেশেই বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। গোড়াতে এ রকম হিসাবই করা হয়েছিল যে, আমাদের অস্তিত্ব তো মাত্র কয়েকদিনের বা কয়েক সপ্তাহের, কিন্তু আমাদের দিক থেকে আমরা বলতে পারি যে, বিপ্লবের এই বছরে আমরা দুনিয়ার যে কোন প্রলেতারীয় পার্টির চেয়ে অনেক বেশী কাজ সুসম্পন্ন করেছি। আমাদের বিপ্লব এক বিশ্বব্যাপী ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলশেভিক-বাদ যে, এখন বিশ্বব্যাপী ব্যাপার বিশেষ তা সমগ্র বুর্জোয়াদের দ্বারাও আজ স্বীকৃত, এবং এই স্বীকৃতিতে এ কথাই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, আমাদের বিপ্লব পূর্ব দিগন্ত থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে এবং সেখানে বিপ্লবের ক্ষেত্র অনেক বেশী উন্নত এবং অনেক বেশী ভালভাবে তৈরী। আপনারা জানেন যে, বিপ্লব ঘটেছে বুলগেরিয়ায়। বুলগেরিয়ার সৈনিকেরা সোভিয়েত গঠন করতে আরম্ভ করেছে। আমরা যে সব রিপোর্ট পাচ্ছি তাতে দেখছি যে, সার্বিয়ায়ও গঠিত হচ্ছে সোভিয়েত। বিদ্রোহ করলে এবং জার্মানির বন্ধন ছিন্ন করে মুক্ত হয়ে এলে জাতিসমূহকে হাজারো রকম সুখসুবিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি যদিও ইঙ্গ-ফরাসী আঁতাত (মৈত্রী জোট) দিচ্ছে, বিশ্বের যারা সবচেয়ে বিত্তবান ও সবচেয়ে ক্ষমতাবান, আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সেই সব ধনকুবেররা যদিও বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, তবুও, এ কথা আজ দিবালোকের মতন স্পষ্ট যে, অস্ট্রিয়াকে খণ্ডবিখণ্ড করে বর্তমানে যে সব ছোট ছোট রাষ্ট্রের উদ্ভব হচ্ছে সেই সব রাষ্ট্রের বুর্জোয়ারা কোনমতেই টিকে থাকতে পারবে না, এইসব রাষ্ট্রে তাদের শাসন, তাদের রাষ্ট্রক্ষমতা হবে খুবই ক্ষণস্থায়ী এবং অস্থায়ী, কেননা আজ সর্বত্র দ্বারে দ্বারে শোনা যাচ্ছে বিপ্লবের পদধ্বনি।

কতকগুলি দেশে বুর্জোয়ারা এ কথা স্বীকার করে যে, রাষ্ট্রক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখতে হলে তাদের নির্ভর করতে হবে বিদেশী সৈনিকদের উপর। এবং আমরা দেখছি যে বিপ্লব শুধু অস্ট্রিয়াতেই শুরু হয়নি, বিপ্লব শুরু হয়েছে জার্মানিতেও—অল্প কিছুকাল আগেও মনে করা হত যে এই দেশগুলির

অবস্থা বেশ দৃঢ়। আমরা সেখান থেকে যে সব খবর পাচ্ছি তাতে দেখছি যে, জার্মান সংবাদপত্রগুলি ইতোমধ্যেই কাইজারের পদত্যাগের কথা বলতে আরম্ভ করেছে, এবং ইণ্ডিপেনডেন্ট সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির [১১৩] মুখপত্র ইতোমধ্যেই জার্মান প্রজাতন্ত্রের কথা বলার অনুমতি চ্যান্সেলরের কাছ থেকে পেয়েছে। এর মানে অনেক কিছু। আমরা জানি যে, সৈন্যবাহিনীর অখণ্ডতায় ভাঙন ধরেছে এবং সে-ভাঙন বেড়েছে, বিদ্রোহ করার জন্য খোলাখুলি আবেদন-পত্র বিলি করা হচ্ছে সৈন্যদের মধ্যে। আমরা জানি যে, পূর্ব জার্মানিতে গঠিত হয়েছে অনেকগুলি সামরিক বিপ্লবী কমিটি, তারা বিপ্লবী পত্রপত্রিকা, ইশ্‌তাহার প্রকাশ করছে, সেগুলি সৈন্যদের মনে বিপ্লবী চেতনা জাগিয়ে তুলছে। সুতরাং এ কথা আজ সুনিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে, ভয়ঙ্কর দ্রুতগতিতে বিপ্লব এগিয়ে আসছে, এবং আমরাই শুধু এ কথা বলছি না, এ কথা বলছে সামরিক দলের অন্তর্ভুক্ত সকল জার্মানরা এবং বুর্জোয়ারা, যারা অনুভব করছে যে, মন্ত্রীদের অবস্থা টলটলায়মান হয়ে উঠেছে, তাদের উপর জনসাধারণের আর কোন আস্থা নেই, তাদের সরকার আর বেশী দিন টিকবে না। এ কথা তারা সকলেই বলছে যারা রাষ্ট্রের অবস্থা জানে, যারা জানে যে, জার্মানিতে জনসাধারণের বিপ্লব এবং সম্ভবতঃ, এমন কি প্রলেতারীয় বিপ্লবও যে অবশ্যম্ভাবী তা কত বিরাট হয়ে আজ দেখা দিয়েছে।

অন্যান্য দেশেও প্রলেতারীয় আন্দোলন যে কত বিশাল আকার ধারণ করেছে তাও আমরা খুব ভালভাবেই জানি। ইতালীতে আমরা গম্পারসের আবির্ভাব দেখেছি; তিনি আঁতাত শক্তিবর্গের অর্থে এবং সমগ্র ইতালীয় বুর্জোয়া ও সমাজবাদী-দেশপ্রেমিকদের সহায়তায় ঘুরে বেরিয়েছেন ইতালীর সকল শহরে এবং ইতালীর শ্রমিকদের কাছে আবেদন করেছেন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য। কি ভাবে তখন ইতালীর সোস্যালিস্ট পত্র-পত্রিকায় এই বিষয় সম্পর্কে গম্পারসের নাম ছাড়া আর কিছুই ছাপা হত না, সেন্সরের মহিমায় আর সব কিছুই কাটা যেত, অথবা তাঁকে বিদ্রূপ করে প্রবন্ধ ছাপা হত যাতে বলা হত "গম্পারস ভোজসভায় আর বাচালদের সভায় যোগ দিয়েছেন"—এ সবও আমরা দেখেছি। বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলি এ কথা স্বীকার করেছিল যে, সর্বত্রই বক্তৃতার সময় হৈ-হল্লা, চিৎকার করে গম্পারসকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই পত্রিকাগুলি মন্তব্য করে লিখেছিল: "ইতালীর শ্রমিকেরা

যে-রকম ব্যবহার করছে তাতে মনে হবে যে, তারা লেনিন এবং ট্রটস্কী ছাড়া আর কাউকেই ইতালীতে সফর করতে দেবে না।" যুদ্ধের সময় ইতালীর সোস্যালিস্ট পার্টি বেশ বড় একটি ধাপ এগিয়ে গেছে অর্থাৎ তারা এগিয়ে গেছে বামপন্থার দিকে। আমরা জানি যে ফ্রান্সে শ্রমিকদের মধ্যে দেশ-প্রেমিকদের সংখ্যা অত্যধিকমাত্রায় বেশী; সেখানে শ্রমিকদের বলা হয়েছিল যে, প্যারিস এবং ফরাসী জনপদের উপর ঝুলছে এক প্রচণ্ড বিপদ। কিন্তু সেখানেও প্রলেতারিয়েতের আচরণ-ধারা পরিবর্তিত হচ্ছে। বিগত কংগ্রেসে[১১৪] যখন মিত্রশক্তিবর্গের, ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে একখানা চিঠি পড়া হল তখন চতুর্দিক থেকে চিৎকার ধ্বনি উঠল: সোস্যালিস্ট রিপাবলিক দীর্ঘজীবী হোক। এবং গতকাল আমরা যে রিপোর্ট পেয়েছি তাতে দেখা যাচ্ছে যে, রাশিয়ান সোভিয়েত রিপাবলিককে অভিনন্দন জানাবার জন্য প্যারিসে দু'হাজার ধাতু-শ্রমিকদের এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমরা দেখছি যে, ব্রিটেনে তিনটি সোস্যালিস্ট পার্টির[১১৫] মধ্যে শুধুমাত্র একটি, ইণ্ডিপেনডেন্ট সোস্যালিস্ট পার্টি, প্রকাশ্যে বলশেভিকদের মিত্র হয়ে উঠেনি, কিন্তু ব্রিটিশ সোস্যালিস্ট পার্টি এবং সোস্যালিস্ট লেবর পার্টি সুনিশ্চিতভাবে নিজেদের বলশেভিকদের সমর্থক বলে ঘোষণা করেছে। ব্রিটেনেও বলশেভিকবাদের বিস্তার শুরু হয়েছে, অন্য দিকে স্পেনিশ পার্টিগুলি, যারা ছিল ব্রিটিশ এবং ফরাসী সাম্রাজ্যবাদেরই পক্ষে এবং যুদ্ধের গোড়ার দিকে যাদের সাধারণ সভ্যদের মধ্যে কেবলমাত্র একজন বা দু' জনকেই পাওয়া যেত যাদের আন্তর্জাতিকতাবাদীদের সম্বন্ধে খুব ক্ষীণ ধারণাই ছিল—এই সব পার্টিও তাদের কংগ্রেসে[১১৬] রাশিয়ান বলশেভিকদের অভিনন্দন জানিয়েছিল। বলশেভিকবাদ বিশ্ব-তত্ত্ব ও আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের রণ-কৌশল হয়ে দাঁড়িয়েছে! (**করতালি**)। বলশেভিক-বাদের দৌলতেই সারা দুনিয়া দেখতে পেয়েছে যথার্থ সোস্যালিস্ট বিপ্লবের সাফল্য, এবং কার্যতঃ, বলশেভিকদের সমর্থন করা হবে, না, তাদের বিরোধিতা করা হবে—এই প্রশ্নে সোস্যালিস্টদের ঐক্যে ভাঙন দেখা দিচ্ছে। বলশেভিক-বাদের দৌলতেই প্রলেতারীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলি রাশিয়া সম্বন্ধে মিথ্যা কাহিনী ও কুৎসা রটনায়ই ভর্তি থাকে—শুধু সেই পত্রিকাগুলি পড়ে বলেই শ্রমিকেরা এতদিন রাশিয়ার ঘটনাবলী সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল, এখন কিন্তু তারা সত্য ঘটনা জানতে আরম্ভ করেছে এবং তারা দেখতে আরম্ভ করেছে যে, প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে

প্রলেতারীয় সরকার জয়ের পর জয় অর্জন করে চলেছে এবং আমাদের রণ-কৌশল প্রয়োগ করা ছাড়া, আমাদের শ্রমিক সরকারের বিপ্লবী কর্মপন্থা ছাড়া বর্তমান যুদ্ধ থেকে মুক্তির আর কোন পথ নেই। গত বুধবার বার্লিনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে এবং তাতে শ্রমিকেরা কাইজারের বিরুদ্ধে তাদের ঘৃণা ও ক্রোধ প্রকাশ করেছিল এবং চেষ্টা করেছিল তার প্রাসাদের সম্মুখ দিয়ে অভিযান করে যেতে। কিন্তু তখন তারা চলে গেল রুশ দূতাবাস অভিমুখে রুশ সরকারের কার্যকলাপের প্রতি তাদের সংহতি অভিব্যক্ত করতে।

যুদ্ধের পঞ্চম বর্ষে এই হচ্ছে ইওরোপের পরিস্থিতি! এবং সেজন্যই আমরা বলি যে, বিশ্ব-বিপ্লবের এত নিকটে আমরা আগে কখনো আসিনি। রাশিয়ান প্রলেতারিয়েত যে তাদের রাষ্ট্রক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে তা এত স্পষ্টভাবে আগে কখনো প্রতীয়মান হয়নি এবং এ ঘটনা এখন এত সুস্পষ্ট যে, বিশ্ব-প্রলেতারিয়েতের কোটি কোটি মানুষ এখন আমাদের পিছনে এসে দাঁড়াবে। সেজন্যই, আমি আবার বলছি যে, আন্তর্জাতিক বিপ্লবের এত নিকটে আমরা আগে কখনো আসিনি এবং আমার অবস্থা এত বিপজ্জনকও আগে কখনো হয়নি, কারণ আগে কখনো বলশেভিকবাদকে একটি বিশ্ব-শক্তি হিসাবে দেখা হয়নি। মনে হয়েছিল যে, এটা শুধু রুশসৈনিকদের ক্লান্তিরই ফলাফল, এটা রণক্লান্ত রুশ-সৈনিকদের অসন্তোষেরই বহিঃপ্রকাশ, এবং যে মুহূর্তে এই অসন্তোষ দূর হয়ে যাবে এবং শান্তি, এমন কি সবচেয়ে হিংসাত্মক শান্তিও, প্রতিষ্ঠিত হবে সেই মুহূর্তে সৃজনশীল রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের এবং সমাজতান্ত্রিক সংস্কারের সকল ব্যবস্থাকেই দাবিয়ে দেওয়া যাবে। এ সম্বন্ধে সকলেই ছিল স্থিরনিশ্চিত, কিন্তু দেখা গেল যে, জঘন্যতম বলপ্রয়োগ করে শান্তি চাপিয়ে দিয়ে যে যুদ্ধের সমাপ্তি টানা হল সেই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের স্তর থেকে যে-মুহূর্তে আমরা সৃজনশীল রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের প্রথম পদক্ষেপের স্তরে এসে পৌঁছলাম, যে-মুহূর্তে আমরা কৃষকদের জমিদারদের ছাড়াই জীবন যাপনের প্রকৃত ব্যবস্থা করে দিতে এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করার মতন সম্পর্ক কৃষকদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলাম, এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কৃষকদের দেখিয়ে দিতে পারলাম যে, জমিদারদের উচ্ছেদ করে সেই জমিতেই তারা তাদের জীবন গড়ে তুলছে, কুলাকদের (ধনী কৃষকদের) জন্য নয় এবং নতুন ধনিকদের জন্যও নয়, তারা প্রকৃতপক্ষে জীবন গড়ে তুলছে তাদের নিজেদের জন্য, মেহনতী জনসাধারণের জন্য; যে মুহূর্তে শ্রমিকেরা দেখল যে, ধনিকদের ছাড়াই নিজেদের জীবন গড়ে

তোলার যে কঠিন কিন্তু বিরাট কাজ করতে না পারলে তারা কখনোই শোষণ থেকে মুক্ত হতে পারবে না সেই কাজ করতে শিখবার সুযোগ সুবিধা তারা পেয়েছে, সেই মুহূর্তে এ কথা সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল, এবং বাস্তব কাজ দেখিয়ে দিয়েছে যে, সোভিয়েত শাসনকে উচ্ছেদ করতে পারে এরকম কোন শক্তি, কোন প্রতিবিপ্লব দুনিয়ায় নেই।

এই দৃঢ় প্রত্যয়ে উপনীত হতে রাশিয়ায় আমাদের বেশ কয়েকমাস সময় লেগেছিল। তারা বলে যে, শুধুমাত্র ১৯১৮ সালের গ্রীষ্মকালে, এবং শুধুমাত্র শরৎকালের মধ্যে গ্রামে গ্রামে কৃষকেরা আমাদের বিপ্লবের অর্থ ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছে। শহরগুলি অনেক আগেই বিপ্লবের অর্থ ও গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে কিন্তু এ জিনিস উপলব্ধি করতে প্রতিটি জেলার, বহুদূরবর্তী প্রতিটি গ্রামের অনেক দীর্ঘ সময় লেগেছিল; কুলাকদের নয়, যারা কাজ করে তাদেরই জমি দিতে হবে—এই সত্য কথাটি, পুঁথিপত্র ও বক্তৃতাদি থেকে নয়, নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করতে কৃষকদের বেশ দীর্ঘ সময় লেগেছিল; কুলাকদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করতে হবে, সংগঠন গড়ে তুলে যে তাদের পরাস্ত করতে হবে, এবারের গ্রীষ্মকালে দেশের মধ্যে যে বিদ্রোহের ঢেউ বয়ে গেল তার পিছনে যে জমিদার, কুলাক আর শ্বেতরক্ষীদলের সমর্থন ছিল তা উপলব্ধি করতেও বেশ দীর্ঘ সময় লেগেছিল; এবং গণপরিষদের[১১৭] শক্তি যে তাদেরই পিঠের উপর, তাদেরই মেরুদণ্ডের উপর চেপে বসে রয়েছে তা উপলব্ধি করতে এবং সে শক্তি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে কৃষকদের বেশ সময় লেগেছিল। যা থেকে মেহনতী জনগণ কখনই দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করতে পারবে না সেই পুঁথিপত্র থেকে নয়, নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই গরিব কৃষক জনসাধারণ, যারা পরশ্রম-ভোগী নয় তারা, সবেমাত্র দেখতে আরম্ভ করেছে যে, সোভিয়েত শাসন হচ্ছে মেহনতী জনসাধারণেরই শাসন এবং প্রত্যেকটি গ্রামে আজ নতুন এক রাশিয়ার, সোস্যালিস্ট রাশিয়ার ভিত্তি স্থাপনের কাজ শুরু করার মতন অবস্থা বিদ্যমান। নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে যারা কথা বলে সেই জনসাধারণের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে দৃঢ়বিশ্বাসের সঙ্গে এ কথা বলতে পারতেও আমাদের বেশ সময় লেগেছিল যে, ১৯১৮ সালের পর রাশিয়ার বাকি অংশে গ্রামাঞ্চলে এমন কোন বহুদূরবর্তী স্থান নেই যেখানে জনসাধারণ সোভিয়েত শাসনের কথা জানে না এবং সোভিয়েত শাসনকে সমর্থন করে না। এর কারণ হল যে, ধনিক ও জমিদারদের থেকে উদ্ভূত বিপদের পূর্ণ ব্যাপকতা গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণই

দেখেছে, সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর যে কঠিন কাজ তাও তারা দেখেছে, কেউ তাদের আতঙ্কিত করতে পারেনি এবং তারা নিজেদের বলেছে : কোটি কোটি নরনারীকে আমরা এ কাজের মধ্যে টেনে আনব ; এ বছরে আমরা অনেক কিছুই শিখেছি এবং আমরা আরো অনেক কিছু শিখব। নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে দৃঢ় বিশ্বাসে উপনীত হয়ে কোটি কোটি নরনারী আজ রাশিয়ায় এ কথা বলছে।

যারা এতদিন বলশেভিকদের গ্রাহ্যই করেনি পশ্চিম-ইওরোপীয় সেই সব বুর্জোয়াদের কাছেও এখন এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, আমরা এখানে এমন এক সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছি যা হল একমাত্র স্থায়ী সরকার, যে সরকার মেহনতী জনসাধারণের সাথে হাত মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে এবং যে সরকার তাদের আত্মত্যাগের প্রকৃত বীরত্বে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারে। এবং যখন এই প্রলেতারীয় শক্তি ইওরোপকে সংক্রামিত করতে আরম্ভ করল, এবং যখন এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হল যে, এটা বিশেষভাবে রুশদেশের কোন ব্যাপার নয়, এবং চার বছরের যুদ্ধের ফলে সারা দুনিয়ায়ই সৈন্যবাহিনীর অখণ্ডতায় ভাঙন ধরেছে তখন প্রশ্ন জাগল যে, এটা (প্রলেতারিয়েতের ক্ষমতা দখল—সম্পা) কি সুসভ্য পার্লামেন্টারী দেশগুলিতে সম্ভব হতে পারত ? ঐ সব বুর্জোয়ারা কিন্তু পূর্বে বলেছিল যে, কেবলমাত্র নিজের অনগ্রসর ও প্রস্তুতিহীন অবস্থার জন্যই রাশিয়া এমন এক স্তরে গিয়ে পৌঁছেছিল যখন যুদ্ধের চতুর্থ বর্ষে তার সৈন্যবাহিনী ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

যাতে ধনিকেরা তাদের ঐশ্বর্য ও সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারে তার জন্য যখন কোটি কোটি মানুষ নিহত হল বা সারাজীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে গেল, যখন হাজার হাজার সেনানী সৈন্যবাহিনী থেকে পালিয়ে গেছে, তখন চার বছরের বিশ্বযুদ্ধের পর আজ সকলেই দেখতে পাচ্ছে যে, এরকম অস্বাভাবিক অবস্থা শুধু রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়ারই ঘটনা নয়, এ ঘটনা শৃঙ্খলার গর্বে গর্বিত জার্মানিতেও দেখা যাচ্ছে। এ রকম যখন ঘটল তখন বিশ্বের বুর্জোয়ারা উপলব্ধি করতে আরম্ভ করল যে, অত্যন্ত গুরুতর এক শত্রুর সঙ্গেই তাদের যুঝতে হবে এবং তারা নিজেদের শিবিরকে সংগঠিত করতে আরম্ভ করল, এবং আমরা আন্তর্জাতিক প্রলেতারীয় বিপ্লবের যতই নিকটবর্তী হয়েছি ততই প্রতি-বিপ্লবী বুর্জোয়ারা তাদের শিবিরকে সংগঠিত করে তুলেছে।

কয়েকটি দেশে এখনো বিপ্লবের ধারণাকে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে, যেমনভাবে অক্টোবর মাসে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার সদস্যরা অগ্রাহ্য করেছিল বলশেভিকদের,

তখন তারা বলেছিল যে, বলশেভিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার মতন স্তরে রাশিয়ার ঘটনাবলী পৌঁছাবে না। যেমন, ফ্রান্সে বলশেভিকদের বিশ্বাসঘাতকদের দল বলে অভিহিত করা হয়, তারা নাকি নিজেদের জাতিকে বিক্রি করে দিচ্ছে জার্মানদের কাছে। ফরাসী বুর্জোয়ারা যখন ওরকম কথা বলে তখন বামপন্থী সোস্যালিস্ট-রিভলিউশনাবীদেব চেয়ে তাদেরই বেশী ক্ষমা করতে হবে; মিথ্যা কথা রটনার জন্য যদি তাবা কোটি কোটি টাকা ব্যয় না করত তবে তো তারা বুর্জোয়াই হত না। কিন্তু ফরাসী বুর্জোয়ারা যখন দেখল যে, ফ্রান্সে বলশেভিকবাদ বিকাশ লাভ কবছে এবং এমনকি, বিপ্লবী নয় এরকম পার্টিগুলিও বলশেভিকদেব সমর্থনে বিপ্লবী স্লোগান চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে, তখন তারা উপলব্ধি করল যে, তাবা এক অত্যন্ত ভয়ঙ্কব শত্রুর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তারা এসে দাঁড়িয়েছে সাম্রাজ্যবাদের পতনের সামনে এবং বিপ্লবী সংগ্রামে অত্যধিক সংখ্যায় শ্রমিকদেব অংশ গ্রহণেব সামনে। এ কথা সকলেই জানে যে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ফলে বর্তমানকালে প্রলেতারীয় বিপ্লবেব ক্ষেত্রে বিপদ বিশেষভাবে বড হয়ে দেখা দিয়েছে, কারণ সকল দেশেই বিপ্লবের বিকাশ ঘটছে অসমানভাবে, কেননা সকল দেশেই বয়েছে বিভিন্ন রকমের রাজনৈতিক অবস্থা, একটি দেশে প্রলেতারিয়েতরা খুবই দুর্বল, আবার আর একটি দেশে তারা অনেক বেশী শক্তিশালী। একটি দেশে প্রলেতারিয়েতের উপরিভাগ দুর্বল, অন্যান্য দেশে এও দেখা যাচ্ছে যে, কিছুকালেব জন্য বুর্জোয়ারা শ্রমিকদের ঐক্যে ভাঙন ধরাতে সফল হচ্ছে। যেমন, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ঘটনা। সেজন্যই প্রলেতারীয় বিপ্লবেব বিকাশ ঘটছে অসমানভাবে এবং সেজন্যই বুর্জোয়ারা উপলব্ধি কবেছে যে, তাদেব সবচেয়ে শক্তিশালী শত্রু হল বিপ্লবী প্রলেতারিয়েত। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদেব পতন ঠেকানোব জন্য তারা এখন নিজেদের শিবির সংগঠিত করছে।

পরিস্থিতি এখন আমাদেব অনুকূলে এসে গেছে. এবং ঘটনাবলীর বিকাশ ঘটছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। প্রথমে সাম্রাজ্যবাদী শকুনিদের ছিল দুটো গ্রুপ —একটি অপরটিকে ধ্বংস করারই চেষ্টা করত; কিন্তু এখন তারা দেখতে পেয়েছে যে, তাদের প্রধান শত্রু হল বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতরা, এ উপলব্ধি তাদেব এসেছে বিশেষ করে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের উদাহরণ থেকে, কিছুদিন আগেও জার্মান সাম্রাজ্যবাদ নিজেকে শক্তি-সামর্থ্যে ব্রিটেন ও ফ্রান্সেরই সমকক্ষ মনে কবত। এখন সেই জার্মানিই ভিতবে ভিতরে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে বিপ্লবী

আন্দোলনের ফলে, আর ব্রিটিশ এবং ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের বিশ্বের শাসনকর্তা হিসাবেই মনে করছে। এ বিষয়ে তারা স্থিরনিশ্চিত হয়েছে যে, তাদের প্রধান শত্রু হল বলশেভিকরা এবং বিশ্ব-বিপ্লব। বিপ্লব যত বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠে, বুর্জোয়ারাও তত বেশী দৃঢ়ভাবে নিজেদের শিবির সংগঠিত করে। সেজন্যই বলছি যে, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ, বিশেষ করে ব্যাপক জনগণের মধ্য থেকে অনেকে, যাদের মনে এখন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে তারা আমাদের প্রতি-বিপ্লবীদের, কসাকদের, অফিসারদের এবং চেকোস্লোভাকদের পরাস্ত করতে পারে সেই সব লোকেরা, ভাবছে যে সমস্ত ব্যাপার এখানেই চুকে গেল ; কিন্তু তারা এ কথা উপলব্ধি করছে না যে, বর্তমানে এইটুকুই যথেষ্ট নয়, দ্বারে এখন নতুন শত্রু উপস্থিত ; সে-শত্রু আরও বেশী ভয়ঙ্কর, সে-শত্রু হচ্ছে ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ। এতদিন রাশিয়ায় এদের সাফল্য বিরাট আকারে দেখা দেয়নি, আরকাঙ্গেলে অবতরণের ব্যাপারেই তা বেশ সুস্পষ্ট। "Victory" [১১৮] নামে একখানি পত্রিকার প্রকাশক জনৈক ফরাসী লেখক বলেছিলেন যে, জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করাই ফ্রান্সের পক্ষে যথেষ্ট নয়, ফ্রান্সকে বলশেভিকবাদকেও পরাস্ত করতে হবে, এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে কোন অভিযান নয়, সে-অভিযান হল বলশেভিক বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে। সে অভিযান হল সেই মহামারীর বিরুদ্ধে যা আজ ছড়িয়ে পড়ছে সারা দুনিয়ায়।

সেজন্যই বলছি যে, আমরা আজ এক নতুন বিপদের সম্মুখীন ; এ বিপদ এখনো তার পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করেনি এবং এখনো সম্পূর্ণভাবে প্রতীয়মান নয় ; ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরাই অতি গোপনে এ বিপদ সৃষ্টি করছে, এবং নেতাদের মাধ্যমে যাতে জনগণ এ বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে তার জন্য আমাদের এ বিপদকে আরো সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করতে হবে, কেননা সাইবেরিয়ার বা আরকাঙ্গেলের কোথাও ব্রিটিশ এবং ফরাসীরা বিশেষ কোন সাফল্য অর্জন করতে পারেনি ; বরং তাদের ভাগ্যে পরাজয়ের পর পরাজয়ই জুটেছে, কিন্তু এখন তারা দক্ষিণ দিক থেকে, হয় দার্দেনেলিস থেকে, নয় কৃষ্ণসাগর থেকে কিংবা বুলগেরিয়া ও রুমানিয়ার মধ্য দিয়ে স্থলপথে রাশিয়াকে আক্রমণ করবার জন্য তাদের শক্তি নিয়োজিত করছে। যেহেতু এই সব লোক তাদের সামরিক গোপন তথ্যগুলিকে সযত্নে পাহারা দিয়ে রাখে সেই হেতু আমরা বলতে পারছি না কত সুদূর-প্রসারী অভিযানের জন্য তারা প্রস্তুত হচ্ছে,

এবং এই দুটি প্ল্যানের কোনটিকে তারা বেছে নিয়েছে এবং সম্ভবতঃ তৃতীয় আর একটি প্ল্যানকেও তারা বেছে নিয়েছে কিনা তাও আমরা বলতে পারছি না ; বিপদ কোথায় নিহিত তাও সঠিকভাবে জানার অবস্থায় আমরা এখন নেই। কিন্তু এ কথা আমরা বেশ ভালভাবেই জানি যে, তারা এই অভিযানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, এই সব দেশের সংবাদপত্রগুলি নিজেরা কী লিখছে সে সম্বন্ধে সব সময়ে সতর্ক থাকে না, কিছু কিছু সাংবাদিক প্রকাশ্যেই তাদের প্রধান প্রধান লক্ষ্যের কথা ঘোষণা করছে এবং রাষ্ট্রসংঘ সম্বন্ধে মিথ্যা কথাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।

জার্মান শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে আমরা এখন দুটি ঝোঁক দেখতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি মুক্তির দুটি প্ল্যান, অবশ্য মুক্তির যদি এখনো কোন সম্ভাবনা থাকে। কেউ কেউ বলছে : কিছুটা সময় নেওয়া যাক, বসন্তকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক, সম্ভবত এখনো আমরা আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহে সামরিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারি ; অন্য লোকেরা মুক্তির পথ দেখছে প্রধানত ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে, এবং তারা বলশেভিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের সাথে চুক্তি করার উদ্দেশ্যে তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করছে—এই বিষয়ের উপরই তাদের সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ। এবং এখন যদি উইলসন শান্তির আবেদন অভদ্রভাবে এবং ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে তাতেও ব্রিটেনের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে লালায়িত জার্মান ধনিকেরা তাদের প্ল্যান বাতিল করে দেবে না। তারা জানে যে, কখনো কখনো অঘোষিত চুক্তিও হতে পারে, তারা একথাও জানে যে, বলশেভিকদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ ও ফরাসী ধনিকদের যদি তারা সাহায্য করে তবে সম্ভবতঃ তারা প্রতিদান হিসাবে কিছু পাবে। ধনতন্ত্রী সমাজে এইরূপই তো ঘটে থাকে : সেবা করলে প্রতিদান হিসাবে কিছু পাওয়া যায়। তারা এরকম যুক্তি দিয়ে থাকেঃ কোন লুণ্ঠনকার্যে যদি আমরা ব্রিটিশ ও ফরাসী ধনিকদের সাহায্য করি তাহলে সম্ভবত কিছু লুটের বখরা তারা আমাদের দিতে পারে। দাও এবং তার বদলে কিছু পাও—এই তো ধনতন্ত্রী দুনিয়ার নীতিকথা। এবং আমার মনে হচ্ছে যে, ইঙ্গ-ফরাসী মূলধনের কিছুটা অংশ যখন এরা দাবি করছে, তখন তারা কোটি কোটি টাকা পাওয়ার কথাই হিসাবে ধরতে পারে এবং সেইভাবেই তারা হিসাব করে চলেছে। এই সব ভদ্রলোকের মধ্যে কেউ কেউ হিসাব-নিকাশের ব্যাপারটি এভাবেই বুঝে থাকেন।

জার্মান বুর্জোয়া আর আঁতাত শক্তিবর্গের (মিত্র শক্তিবর্গের) বুর্জোয়াদের মধ্যে এই অঘোষিত চুক্তি ইতোমধ্যে হয়তো সম্পন্ন হয়ে গেছে। এর সার কথা হল যে,

ব্রিটিশেরা এবং ফরাসীরা বলছে: আমরা ইউক্রেনে গিয়ে পৌঁছবো, কিন্তু আমাদের দখলদারী ফৌজ যে পর্যন্ত না সেখানে গিয়ে পৌঁচচ্ছে সে পর্যন্ত তোমরা, জার্মানরা, সেখান থেকে তোমাদের ফৌজ কিছুতেই অপসারিত করবে না, অন্যথায় কিন্তু ইউক্রেনে শ্রমিকেরাই ক্ষমতা দখল করবে এবং সেখানেও সোভিয়েত শাসনের বিজয় বৈজয়ন্তী উড়বে। এই ভাবেই তারা যুক্তি দিয়ে থাকে, কারণ তারা বোঝে যে, সকল অধিকৃত দেশেই—ফিনল্যাণ্ডে, ইউক্রেনে, এবং পোল্যাণ্ডে—বুর্জোয়ারা জানে যে, যদি জার্মান দখলদারী ফৌজ অপসারিত করা হয় তাহলে সেখানে একদিনের জন্যও জাতীয় বুর্জোয়ারা নিজেদের হাতে ক্ষমতা রাখতে পারবে না; সেজন্যই এইসব দেশের বুর্জোয়ারা আজ সকল আগন্তুকের কাছেই নিজেদের স্বদেশকে আবার বিক্রি করে দিচ্ছে; গতকালও তারা নিজেদের বিক্রি করে দিচ্ছিল জার্মানদের কাছে, ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে ধর্ণা দিচ্ছিল জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের দুয়ারে, এবং ৎবিলিসিতে ইউক্রেনীয় মেনশেভিকরা ও সোস্যালিস্ট রিভলিউশনারীরা যেরকম করেছিল ঠিক সেইরকম ভাবেই তারা মৈত্রী স্থাপন করেছিল জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে নিজেদের দেশের শ্রমিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য। গতকাল তারা নিজেদের দেশকে বিক্রি করে দিয়েছিল জার্মানদের কাছে, এখন তারা স্বদেশকে বিক্রি করে দিচ্ছে ব্রিটিশদের এবং ফরাসীদের কাছে। পর্দার আড়ালে এই সব ঘটনাই ঘটছে, এই নতুন নতুন দরকষাকষিই এখন চলছে। ইঙ্গ-ফরাসী বুর্জোয়ারা যুদ্ধে জিতছে দেখেই তারা সকলে এখন ওদের দিকেই ঢলে পড়ছে এবং আমাদের উপলক্ষ্য করে, আমাদেরই বিরুদ্ধে তারা এখন ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের সাথে চুক্তি সম্পন্ন করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

যখন তারা তাদের ভবিষ্যৎ ইঙ্গ-ফরাসী ক্রোড়পতি প্রভুকে বলে যে তারা তাঁর দিকেই যাচ্ছে তখন তারা বলে: হে প্রভু, বলশেভিকদের আপনি পরাস্ত করুন, আমাদের সাহায্য করুন, কারণ জার্মানরা আমাদের রক্ষা করবে না। বিপ্লবী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে এবং বলশেভিকদের বিরুদ্ধে সকল দেশের বুর্জোয়াদের এই যে চক্রান্ত তা দিনের পর দিন অত্যন্ত সুস্পষ্ট আকার ধারণ করছে এবং নির্লজ্জভাবে প্রকাশ্যে ঘোষিত হচ্ছে। এই বিপদ সম্বন্ধে সচেতন হবার জন্য সকল যুদ্ধরত দেশের শ্রমিক-কৃষকদের প্রতি আহ্বান জানানো আমাদেরই সুস্পষ্ট কর্তব্য।

উদাহরণ স্বরূপ, ইউক্রেনের কথাই ধরা যাক। এর অবস্থার কথা একবার ভাবুন, বর্তমান পরিস্থিতিতে এখানকার শ্রমিকদের ও প্রকৃত কমিউনিস্টদের কী

করা কর্তব্য তা একবার ভাবুন। একদিকে তারা দেখছে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে, ইউক্রেনের বুকের উপর যে ভয়াবহ লুটতরাজ চলেছে তার বিরুদ্ধে জনগণের তীব্র ঘৃণা ও ক্রোধ, আর একদিকে তারা দেখছে যে জার্মান সৈন্য-বাহিনীর একাংশ, সম্ভবত বৃহত্তর অংশই, ইউক্রেন ত্যাগ করে চলে গেছে। পরিণাম যাই হোক না কেন, এক্ষুনি নিজেদের জলন্ত ঘৃণা ও ক্রোধের অভিব্যক্তি দেওয়ার এবং জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণ করার ধারণা সম্ভবত তাদের মনে উদয় হতে পারে! অন্যেরা বলছে: আমরা তো আন্তর্জাতিকতাবাদী, আমাদের সব কিছুই দেখতে হবে রাশিয়া ও জার্মানির দৃষ্টিকোণ থেকে; এমন কি জার্মানির দৃষ্টিকোণ থেকেও আমরা জানি যে, সেখানে বর্তমান শাসনব্যবস্থা টিকবে না; আমরা এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত যে, রাশিয়ায় সোভিয়েত শাসন সুদৃঢ় হওয়ার এবং তার সাফল্যের সাথে সাথে যদি ইউক্রেনে শ্রমিক-কৃষকদের বিজয় অভিযান চলে, তাহলে সোস্যালিস্ট, প্রলেতারীয় ইউক্রেন যে শুধু বিজয়ী হবে তা নয়, সেই ইউক্রেন হবে অপরাজেয়! এরকম প্রকৃত ইউক্রেনীয় কমিউনিস্টরা নিজেদের কাছেই নিজেরা বলে: অত্যন্ত সতর্কভাবে আমাদের চলতে হবে; আগামীকাল হয়ত সাম্রাজ্যবাদের এবং জার্মান সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে এবং বিপদের সব ঝুঁকিই গ্রহণ করতে হবে। আগামীকাল হয়ত সে-রকম ঘটনা ঘটতে পারে, কিন্তু আজ সে-রকম কিছু ঘটছে না; আজ আমরা তো জানি যে, জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের সৈন্যবাহিনীর অখণ্ডতা ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে; তারা জানে যে, ইউক্রেনের সৈন্যবাহিনী এবং পূর্ব প্রুশিয়ার ও জার্মানির সৈন্যবাহিনী বিপ্লবী পত্র-পত্রিকা, ইশ্‌তেহার ইত্যাদি ছাপিয়ে বিলি করছে।[১১১] একই সময়ে আমাদের প্রধান কাজ হল ইউক্রেনের গণ-অভ্যুত্থানের সমর্থনে প্রচার অভিযান পরিচালিত করা। আন্তর্জাতিক বিপ্লবের দৃষ্টিকোণ থেকে এই হল করণীয় কাজ, কারণ এই প্রবাহে প্রধান যোগসূত্র হল জার্মান যোগসূত্র, কারণ জার্মান বিপ্লবের জন্য পরিস্থিতি আজ সর্বদিকদিয়ে অনুকূল, আর এর উপরই সবচেয়ে বেশী নির্ভর করছে বিশ্ব-বিপ্লবের সাফল্য।

আমাদের দিক থেকে কোনরকম হস্তক্ষেপের ফলে তাদের বিপ্লব যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেটাই আমাদেব দেখতে হবে। প্রত্যেকটি বিপ্লবে পরিবর্তনের ও বিকাশের ধারা বুঝতে হবে। আমরা দেখেছি এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছি এবং অন্যদের চেয়ে অধিকতর ভালভাবেই জানি যে, প্রত্যেকটি দেশেই বিপ্লব

একটি বিশিষ্ট ধারায় অগ্রসর হয় এবং এই ধারা এমনই বিভিন্ন রকমের যে, কোথাও বিপ্লব এক বছর বা দুবছর দেরিতেও ঘটতে পারে। সর্বত্র, সকলদেশে একই ধারায় বিপ্লব ধীরভাবে প্রবাহিত হবে—এভাবে বিশ্ব-বিপ্লব ঘটে না; তা যদি ঘটত তাহলে অনেক আগেই আমরা জয়লাভ করতাম। প্রত্যেক দেশকেই কতকগুলি নির্দিষ্ট রাজনীতিক স্তরের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। সর্বত্রই আমরা আপসকামীদের একই কর্মপ্রচেষ্টা দেখছি। আমরা দেখছি যে, "বুর্জোয়াদের আক্রমণ থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করার" নাম করে তারা বুর্জোয়াদের সাথে হাত মিলিয়েই কাজ করছে, যেমনটি জারেতলি ও শার্নভ করেছে এখানে, সিদেমানপন্থীরা করছে জার্মানিতে; ফ্রান্সে এ কাজ করা হচ্ছে সেখানকার আপসকামীদের নিজস্ব পদ্ধতিতে। বিপ্লব এখন ঘনিয়ে এসেছে জার্মানিতে—এই দেশেই রয়েছে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলন, সংগঠন আর সহ্যশক্তির জন্য সে আন্দোলন বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে; এই দেশেই সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে শ্রমিকেরা দুঃখকষ্ট ভোগ করেছে, কিন্তু তাদের মনেই হয়তো পুঞ্জীভূত হয়েছে সবচেয়ে বেশী বিপ্লবী ঘৃণা এবং নিজেদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে হিসাব নিকাশ করতে তারাই সক্ষম এবং এ ব্যাপারে তারাই সেরা; বিপ্লব কি রকম গতিতে বিকাশ লাভ করছে তা যারা জানে না সেই সব লোক যদি এই রকম ঘটনায় হস্তক্ষেপ করে তাহলে ক্ষতি হতে পারে খাঁটি কমিউনিস্টের কাজে; এই খাঁটি কমিউনিস্টই তো বলছে: এই প্রক্রিয়াকে সচেতন প্রক্রিয়া করে তোলবার উপরই তো আমার মনোযোগ প্রধানত নিবদ্ধ। এখন জার্মান সৈনিক বুঝতে পেরেছে যে, তাকে যখন বলা হয় যে সে যাচ্ছে তার দেশকে রক্ষা করতে তখন কিন্তু তাকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত করতে, আসলে সে রক্ষা করছে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের, সে সময় আজ এগিয়ে আসছে যখন এমন শক্তি ও সংগঠন নিয়ে জার্মান বিপ্লব শুরু হবে যার ফলে শতশত আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান হবে। সেজন্যই খাঁটি ইউক্রেনীয় কমিউনিস্টরা বলে: আন্তর্জাতিক বিপ্লবের বিজয়ের জন্য আমাদের সব কিছুই দিতে হবে, কিন্তু আমাদের এ কথা বুঝতে হবে যে, আমাদের নিজেদের হাতেই রয়েছে ভবিষ্যৎ এবং জার্মান বিপ্লবের সাথে পা মিলিয়ে আমরা এগিয়ে যাব।

ইউক্রেনীয় কমিউনিস্টরা কিভাবে যুক্তি দিয়ে থাকে তার দৃষ্টান্ত দিয়ে আমি অসুবিধাগুলি দেখাতে চেয়েছি। সোভিয়েত রাশিয়ার অবস্থার উপরও এই অসুবিধাগুলির ফল দেখা যাচ্ছে। আমরা এখন জোর দিয়েই বলব যে,

আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েত ইতোমধ্যেই জেগে উঠেছে এবং তারা এগিয়ে চলেছে দুর্বার গতিতে ; কিন্তু আমাদের অবস্থা আরো বেশী কঠিন হয়ে উঠেছে, কারণ গতকাল যে আমাদের "মিত্র" ছিল সে আজ আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে, আমাদের সে তার প্রধান শত্রু মনে করছে। সে এখন যাচ্ছে আন্তর্জাতিক বলশেভিকবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে, শত্রুর সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে সে আর সংগ্রাম করতে যাচ্ছে না। দক্ষিণদিকের ফ্রন্টে এখন ক্রাসনভের সৈন্যবাহিনীকে সমাবেশ করা হচ্ছে, এবং আমরা জানি যে, তারা কামানের গোলা পেয়েছে জার্মানদের কাছ থেকে, এখন আমরা সকল জাতির কাছেই সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে দিয়েছি, ব্রেস্ট শান্তি-চুক্তির জন্য যারা আমাদের নিন্দা করেছিল এবং রাশিয়ার শ্রমিক-কৃষকদের উপর গোলাবর্ষণের উদ্দেশ্যে যারা ক্রাসনভকে পাঠিয়েছিল জার্মানদের কাছ থেকে কামানের গোলা আনতে, তারা এখন সেই কামানের গোলা পাচ্ছে ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে এবং এ কাজ করে তারা দর কষাকষি করছে এবং যারা সবচেয়ে বেশী টাকা দেবে সেই সব ধনকুবেরের কাছেই রাশিয়াকে বিক্রি করে দিচ্ছে। সেজন্যই সাধারণভাবে যে দৃঢ় সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছেছি তা হল যে, স্রোত যে ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে আজকের দিনে তা যথেষ্ট নয়। আমাদের পুরানো শত্রুরা তো রয়েছেই, কিন্তু তাদের সাথে এসে আরো নতুন জিনিস এসে যুক্ত হয়েছে—তাদের পিছনে এখন নতুন জায়গা থেকে সাহায্য এসে জড় হচ্ছে। এ সব আমরা জানি এবং সেজন্য আমরা সতর্ক আছি। এই ছ' মাস আগেও, ফেব্রুয়ারি বা মার্চ মাসেও আমাদের কোন সৈন্যবাহিনী ছিল না। সৈন্যরা যুদ্ধ করতে পারত না। চার বছরের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে এই সৈন্যবাহিনী লড়েছিল, তখন তারা জানত না কাদের জন্য তারা যুদ্ধ করছে, এবং অস্পষ্টভাবেই তারা অনুভব করেছিল যে, তারা যুদ্ধ করছে অন্যদের স্বার্থরক্ষার জন্য ; সেই সৈন্যবাহিনী যখন ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছু হটতে আরম্ভ করল তখন দুনিয়ায় এমন কোন শক্তি ছিল না যা তাদের থামাতে পারে।

বিপ্লব যদি নিজেকে রক্ষা করতে পারে তবেই সে-বিপ্লবের কোন মূল্য থাকে, কিন্তু ঘটতে না ঘটতেই বিপ্লব নিজেকে রক্ষা করতে শেখে না। কোটি কোটি নরনারীকে বিপ্লব নবজীবনে উদ্বুদ্ধ করে তুলল। যে হত্যাকাণ্ডের মধ্যে জার আর কেরেনেস্কিরা তাদের ঠেলে দিয়েছিল সেই হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাবার জন্য কেন তারা অভিযান করে যাচ্ছে সে কথা এই সব কোটি

কোটি নরনারী ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ মাসে জানত না এবং ওদের এই উদ্দেশ্য ডিসেম্বর মাসে বলশেভিকরাই উদ্‌ঘাটিত করে দিল। তারা পরিষ্কারভাবেই বুঝল যে, এ যুদ্ধ তাদের নিজেদের নয়, এবং স্রোতের গতিধারা পরিবর্তিত হতে ছ' মাস সময় লাগল। সেই পরিবর্তন এল; এটাই বিপ্লবের শক্তিতে পরিবর্তন এনে দিচ্ছে। চার বছরের যুদ্ধে শ্রান্তক্লান্ত ও নিপীড়িত হয়ে জনগণ ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে যুদ্ধে কোনরকম অংশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করল, তারা বলল যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং যুদ্ধের অবসান করতে হবে। কিসের জন্য যুদ্ধ চালানো হচ্ছে, সে-প্রশ্ন জিগ্যেস করবার মতন ক্ষমতা তাদের ছিল না। এখন যদি সেই জনগণই লালফৌজে এমন এক নতুন শৃঙ্খলা সৃষ্টি করে থাকে যে-শৃঙ্খলা ডাণ্ডার শৃঙ্খলা নয়, কিংবা জমিদারদের চাপিয়ে দেওয়া শৃঙ্খলা নয়, যে-শৃঙ্খলা হচ্ছে শ্রমিক-কৃষকদের ডেপুটিদের সোভিয়েতের শৃঙ্খলা; এখন যদি তারা সবচেয়ে বেশী আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকে; এখন যদি তারা নিজেদের মধ্যে নতুন ধরনের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করে থাকে, তা হলে বলতে হবে যে, এ রকম ঘটার কারণ হল যে, এই প্রথম তাদের মনে এবং কোটি কোটি নরনারীর অভিজ্ঞতা থেকে জন্মলাভ করছে এবং করেছে এক নতুন, সমাজতান্ত্রিক শৃঙ্খলা; আরো কারণ হল যে, লালফৌজ জন্মলাভ করেছে। লালফৌজ তখনই শুধু জন্মলাভ করল যখন এই সব কোটি কোটি মানুষ নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে এই স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছল যে, তারা নিজেরাই জমিদার আর ধনিকদের উচ্ছেদ করেছে, এক নতুন জীবন গড়ে উঠছে, তারা নিজেরাই সে-জীবন গড়তে আরম্ভ করেছে এবং যদি বিদেশী আক্রমণের বাধা না আসে তবে তারাই এ-জীবন গড়ে তুলবে।

যখন কৃষকেরা উপলব্ধি করল কারা তাদের প্রধান শত্রু এবং কুলাকদের বিরুদ্ধে তারা সংগ্রাম করতে শুরু করল, যখন শ্রমিকেরা হটিয়ে দিল মালিকদের এবং জাতীয় অর্থনীতি পরিচালনা করার প্রলেতারীয় মূলনীতি অনুযায়ী গড়ে তুলতে আরম্ভ করল ফ্যাক্টরীর পর ফ্যাক্টরী, তখন তারা দেখতে পেল পুনর্গঠনের অসুবিধার পূর্ণ ব্যাপকতা, কিন্তু তারা এগুলিকে সাফল্যের সাথে আয়ত্ত করল; সমস্ত কাজ চালু করতে বেশ কয়েকমাস সময় লাগল। এ সব মাস চলে গেছে এবং স্রোতের গতিধারা পরিবর্তিত হয়েছে; আমাদের অসহায়-যুগের অবসান হয়েছে এবং আমরা অত্যন্ত বিরাট পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছি সামনের দিকে;

যে যুগে আমাদের কোন সৈন্যবাহিনী ছিল না, ছিল না কোন শৃঙ্খলা সে যুগ আমরা পার হয়ে এসেছি, এখন গড়ে উঠেছে এক নতুন শৃঙ্খলা, এবং সৈন্য-বাহিনীতে যোগ দিয়েছে নতুন নতুন মানুষ, হাজারে হাজারে তারা নিজেদের জীবন দান করছে।

এর অর্থ হল যে, নতুন শৃঙ্খলা ও সাথীসুলভ সহযোগিতা রণক্ষেত্রের সংগ্রামে এবং কুলাকদের বিরুদ্ধে গ্রামাঞ্চলের সংগ্রামে আমাদের নতুনভাবে শিক্ষিত করে তুলেছে। স্রোতের গতিধারার এই যে পরিবর্তন এটা একটা কঠিন অভিজ্ঞতা, কিন্তু এখন আমরা অনুভব করতে পারি যে, সব জিনিসই ধীরস্থিরভাবে প্রবাহিত হতে আরম্ভ করছে এবং যে সমাজতন্ত্র গড়া হয়নি, যার জন্য শুধু ডিক্রিই জারি করা হয়েছিল সেই সমাজতন্ত্র থেকে এখন আমরা প্রকৃত সমাজতন্ত্রে প্রবেশ করছি। আমাদের সম্মুখে এখন প্রধান কাজ হল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এবং এই সংগ্রামে আমাদের জয়লাভ করতে হবে। এই সংগ্রামের অসুবিধা ও বিপদের পূর্ণ ব্যাপকতা যে কি তার দিকেই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ। আমরা এ কথা জানি যে, লালফৌজের শৃঙ্খলা ও আত্মবিশ্বাসের নৈতিক শক্তি মূলগতভাবে উন্নত হয়ে উঠেছে; লালফৌজ জয়লাভ করতে আরম্ভ করেছে; এই ফৌজের মধ্য থেকেই বেরিয়ে আসছে হাজার হাজার অফিসার যারা নতুন প্রলেতারীয় সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেছে এবং আরো হাজার হাজার অন্যান্য অফিসার বের হচ্ছে যাদের কোন সামরিক শিক্ষাই অতীতে ছিল না, কিন্তু তাদের ছিল যুদ্ধের কঠোর অভিজ্ঞতা। সুতরাং আমরা যখন বিপদকে স্বীকার করি তখন আমরা এতটুকুও অতিরঞ্জিত করে কথা বলি না, কিন্তু এখন আমরা বলি যে, আমাদের আছে এক সৈন্যবাহিনী; এবং এই সৈন্যবাহিনী এক শৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে, এ বাহিনী যুদ্ধ করার দক্ষতা অর্জন করেছে। আমাদের দক্ষিণ দিকের ফ্রন্ট একটি স্বতন্ত্র ফ্রন্ট নয়, এ ফ্রন্ট হচ্ছে সমগ্রভাবে ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে, কিন্তু এই শত্রুর ভয়ে আমরা ভীত নই, কারণ আমরা জানি যে, এই শত্রু তার নিজের দেশে তারই শত্রুর সাথে যুঝে উঠতে সক্ষম হবে না।

তিন মাস আগে আমরা যখন জার্মানিতে বিপ্লবের সম্ভাবনার কথা বলতাম তখন লোকেরা হাসত; আমাদের তখন বলা হয়েছিল যে, জার্মানিতে বিপ্লবের কথা শুধু অর্ধ-বিকৃত মস্তিষ্ক বলশেভিকরাই বলতে পারে। সমগ্র বুর্জোয়ারাই শুধু নয়, মেনশেভিক ও লেফট (বামপন্থী) সোস্যালিস্ট

রিভলিউসনারীরাও বলশেভিকদের দেশপ্রেম বর্জিত বিশ্বাসঘাতক বলে অভিহিত করেছিল এবং বলেছিল যে জার্মানিতে বিপ্লব ঘটতে পারে না। কিন্তু আমরা জানতাম যে, সেখানে আমাদের সাহায্য প্রয়োজন এবং সে সাহায্য দেবার জন্য আমাদের সব কিছুই ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, এমনকি শান্তি চুক্তি সম্পাদনের জন্য কঠোর শর্তও হয়তো আমাদের মেনে নিতে হবে। এ কথাগুলি কয়েক মাস আগে আমাদের বলা হয়েছিল এবং এ সম্বন্ধে আমাদের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাবার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই জার্মানি এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য থেকে পরিবর্তিত হল এক ক্ষীয়মাণ বৃক্ষে। এর ধ্বংস যে শক্তি নিয়ে এল সে-শক্তি আমেরিকায় এবং ব্রিটেনেও সক্রিয় হয়ে উঠেছে ; আজ সে-শক্তি সেখানে দুর্বল, কিন্তু ব্রিটিশ এবং ফরাসীরা যদি জার্মানদের মতন ইউক্রেন দখল করার চেষ্টা করে তাহলে রাশিয়ায় তাদের প্রতিটি পদক্ষেপই সে-শক্তির বহিঃপ্রকাশকে ত্বরান্বিত করবে, সে-শক্তি তখন স্পেন-দেশের ফ্লু'র চেয়েও বেশী ভয়ঙ্কর রূপে দেখা দেবে।

সেই জন্যই, কমরেডস, আমি আবার বলছি যে, আজ প্রত্যেকটি শ্রেণী সচেতন শ্রমিকের প্রধান কাজ হচ্ছে ব্যাপক জনগণের কাছ থেকে কোন কিছুই গোপন না করা, পরিস্থিতি প্রকৃতপক্ষে কত জটিল তা হয়তো তারা না জানতে পারে, কিন্তু তাদের কাছে সমগ্র সত্য কথাই খুলে ধরতে হবে। শ্রমিকেরা যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, এ সত্য জানবার মতন পরিণত বুদ্ধি তাদের আছে। শুধু শ্বেতরক্ষীদলকে নয়, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদকেই আমাদের পরাজিত করতে হবে। শুধু এই শত্রুকে নয়, এমনকি এর চেয়েও বেশী ভয়ঙ্কর শত্রুকে, আমাদের পরাজিত করতে হবে এবং আমরা পরাজিত করবও। সেজন্যই আমাদের সর্বাগ্রে প্রয়োজন হচ্ছে লালফৌজের। সৈন্য-বাহিনীর প্রশ্নটিকে বিচার বিবেচনায় প্রথম স্থান দেওয়া থেকে যেন সোভিয়েত রাশিয়ার কোন সংগঠনই বিরত না থাকে। এখন প্রত্যেকটি জিনিসই তার নিজ নিজ স্থানে বিরাজ করছে, সবচেয়ে প্রধান সমস্যা হচ্ছে যুদ্ধের সমস্যা, সৈন্যবাহিনীকে শক্তিশালী করার সমস্যা। আমরা দৃঢ়ভাবে স্থিরনিশ্চিত হয়েছি যে, প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে আমরা সাফল্যের সঙ্গেই যুঝব। আমরা জানি যে, আমাদের শক্তি আছে, সামর্থ্য আছে, কিন্তু আমরা এ কথাও জানি যে, ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ আমাদের চেয়ে

অধিকতর শক্তিশালী, এবং আমরা চাই শ্রমিক জনগণ এ কথা স্পষ্টভাবে বুঝুক। আমরা বলি যে সৈন্যবাহিনীকে দশগুণ এবং তারও বেশীগুণ শক্তিশালী করতে হবে; আমাদের বলতে হবে যে, শৃঙ্খলাকে আরো শক্তিশালী করা প্রয়োজন, সৈন্যবাহিনীর প্রতি আরো দশগুণ বেশী মনোযোগ দেবার জন্য প্রয়োজন হল প্রকৃত, রাজনৈতিকভাবে সচেতন, কুসংস্কার ও পক্ষপাত থেকে মুক্ত এবং বেশ ভালভাবে সংগঠিত নেতৃবৃন্দের। এর ফল হবে এই যে, আন্তর্জাতিক বিপ্লবাভিমুখে অগ্রগতি সেই দেশগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, যে দেশগুলি ইতোমধ্যেই পরাজয় বরণ করেছে। বিজেতা দেশগুলিতেও ইতোমধ্যেই শুরু হচ্ছে বিপ্লব। আমাদের শক্তি প্রতিদিনই বাড়বে, এবং এযাবৎ যা চলে আসছে তাতে এই অবাধ বৃদ্ধিই আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের বিজয়ের আমাদের প্রধান এবং পূর্ণ গ্যারান্টি! (লেনিনের বক্তৃতার মাঝে মাঝে শ্রোতারা প্রশংসাসূচক ধ্বনি করতে থাকে এবং যখন বক্তৃতা শেষ হল তখন বিরাট জয়ধ্বনি শোনা গেল চতুর্দিক থেকে। দাঁড়িয়ে সবাই অভিনন্দন জানাল বিশ্ববিপ্লবের নেতাকে)।

প্রেস রিপোর্ট হিসাবে প্রাভদায় প্রকাশিত হয় ১৯১৮ সালের ২৩শে অক্টোবর (সংখ্যা: ২২৯) এবং ইজভেস্তিয়ার এ আর সি ই সি সংখ্যায় (সংখ্যা ২৩১)।
পূর্ণাঙ্গ পাঠ প্রকাশিত হয় ১৯১৯ সালে পুস্তকাকারে।

২৮ খণ্ড
পৃ: ৯৪—১০৭

অষ্ট্রীয়-হাঙ্গেরীয়ান বিপ্লবের সম্মানার্থে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে বক্তৃতা

৩রা নভেম্বর, ১৯১৮

(সংক্ষিপ্ত প্রেস রিপোর্ট)

(তুমুল প্রশংসাধ্বনি) ঘটনাবলী আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে যে, জনসাধারণের দুঃখকষ্ট ভোগ বৃথা যায়নি।

শুধু যে রুশীয় ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধেই আমরা সংগ্রামরত তা নয়। সকল দেশের ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে, বিশ্ব-ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করছি, আমরা সংগ্রাম করছি সকল শ্রমিকের মুক্তির জন্য।

দুর্ভিক্ষ আর আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার সময় আমাদের ছিল বড়ই দুর্দিন, কিন্তু এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের কোটি কোটি মিত্র রয়েছে।

এরা হচ্ছে অস্ট্রীয়ার, হাঙ্গেরীর এবং জার্মানির শ্রমিকশ্রেণী। আমরা এখানে সমবেত হয়েছি, আর এই সময়েই সম্ভবতঃ ফেড্রিক অ্যাডলার জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ভিয়েনা অভিমুখে যাত্রা করেছেন। অস্ট্রীয়ান শ্রমিকদের বিপ্লবের প্রথম দিবস সম্ভবতঃ উদ্‌যাটিত হচ্ছে ভিয়েনার মাঠে ময়দানে।

বিশ্ব-বিপ্লবের প্রথম দিবস সর্বত্র উদ্‌যাটিত হবে—সে সময় আর বেশী দূরে নয়।

আমরা বৃথাই কাজ করিনি, বৃথাই দুঃখকষ্ট ভোগ করিনি। বিশ্ব আন্তর্জাতিক বিপ্লব জয়ী হবেই!

আন্তর্জাতিক প্রলেতারীয় বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক! (তুমুল প্রশংসাধ্বনি)

প্রাভদা, ৫ই নভেম্বর, ১৯১৮, ২৪০ সংখ্যা।

২৮খণ্ড, পৃঃ ১১১

ডেপুটিদের সকল সোভিয়েতের কাছে, সকলের কাছে, সকলেরই কাছে তারবার্তা

১০-১১-১৯১৮

জার্মানিতে বিপ্লব জয়ী হবার বার্তা আজ রাত্রেই জার্মানি থেকে পাওয়া গেছে। প্রথমে কিয়েলের বেতারে ঘোষণা করা হল যে, সেখানে রাষ্ট্রক্ষমতা শ্রমিক ও নাবিকদের সোভিয়েতের হাতে এসেছে। পরে বার্লিন থেকে নিম্নলিখিত বাণী প্রচারিত হল :

"সকলকে মুক্তি ও শান্তির অভিনন্দন জানাই। বার্লিন আর চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চল এখন শ্রমিক ও নাবিকদের ডেপুটিদের পরিষদের হাতে। এডলফ্‌ হফমান এখন সেমে ডেপুটি। জফে এবং দূতাবাসের কর্মচারীরা এক্ষুনি ফিরে আসছেন।"

সীমান্তের সকল ঘাঁটিতে জার্মান সৈন্যদের এ কথা জানিয়ে দেবার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করুন। বার্লিন থেকে আরো সংবাদ পাওয়া গেছে যে, ফ্রন্টে জার্মান সৈন্যরা পুরানো জার্মান সরকারের শান্তি-প্রতিনিধিদলকে গ্রেপ্তার করেছে এবং নিজেরাই ফরাসী সৈন্যদের সঙ্গে শান্তির আলাপ-আলোচনা শুরু করে দিয়েছে।

লেনিন

জন-কমিসার পরিষদের চেয়ারম্যান

প্রাভদা, ২৪৪নং সংখ্যা,
১২ই নভেম্বর, ১৯১৮।

২৮ খণ্ড, পৃঃ ১৫৯

ইওরোপ ও আমেরিকার শ্রমিকদের কাছে চিঠি

কমরেডগণ, আমেরিকার শ্রমিকদের নিকট লেখা আমার ১৯১৮ সালের ২০শে আগস্টের চিঠির শেষে আমি লিখেছিলাম যে, যতদিন না আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট বিপ্লবের অন্যান্য সৈন্যবাহিনী আমাদের সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে আসছে ততদিন আমরা অবরুদ্ধ দুর্গের মধ্যেই থাকব। আমি আরো লিখেছিলাম যে, সমাজতন্ত্রের প্রতি যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, সেই গম্পারস ও রেনার প্রমুখদের প্রভাব থেকে শ্রমিকেরা মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসছে। ধীরে ধীরে কিন্তু দৃঢ় পদক্ষেপে শ্রমিকেরা কমিউনিস্ট ও বলশেভিক রণকৌশলের নিকটে এগিয়ে আসছে।

ঐ কথাগুলো যখন লেখা হয়েছিল তারপর পাঁচ মাসের কিছু কম সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। এবং এ কথা আজ বলতেই হবে যে, এই সময়ের মধ্যে, বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের কমিউনিজম ও বলশেভিকবাদে উত্তরণের ফলে বিশ্ব প্রলেতারীয় বিপ্লবের পরিণত রূপ গ্রহণের ধারা অত্যন্ত দ্রুতগতিতেই অগ্রসর হয়েছে।

তখন, অর্থাৎ ১৯১৮ সালের ২০শে আগস্ট, আমাদের পার্টি, বলশেভিক পার্টি ১৮৮৯-১৯১৪ সালের পুরানো, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বেরিয়ে এসেছিল ; দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের লজ্জাকর পতন ঘটেছিল ১৯১৪-১৮ সালের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময়। কেবলমাত্র আমাদের পার্টিই সম্পূর্ণভাবে নতুন পথে চলতে আরম্ভ করেছিল, লুণ্ঠনজীবী বুর্জোয়াদের সাথে মৈত্রী স্থাপন করে যারা নিজেদের কলঙ্কিত করেছিল সেই সমাজতন্ত্র ও সোস্যাল-ডেমোক্রাসির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আমাদের পার্টি চলে এসেছিল কমিউনিজমের পথে ; সরকারী সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক ও সোস্যালিস্ট পার্টিগুলির রন্ধ্রে রন্ধ্রে যা প্রবেশ করেছিল এবং এখনো করছে সেই পেটিবুর্জোয়া সংস্কারবাদ ও সুবিধাবাদের খপ্পর

থেকে নিজেদের মুক্ত করে আমাদের পার্টি চলে এসেছিল প্রকৃত প্রলেতারীয় বিপ্লবী রণকৌশলের পথে।

এখন, ১৯১৯ সালের ১২ই জানুয়ারি তারিখে, আমরা ইতোমধ্যেই বেশ কিছু সংখ্যক কমিউনিস্ট প্রলেতারীয় পার্টির অস্তিত্ব দেখতে পাচ্ছি ; এ পার্টিগুলি শুধু যে, জারের প্রাক্তন সাম্রাজ্যের সীমানার মধ্যেই—যেমন লাটভিয়ায়, ফিনল্যাণ্ডে এবং পোল্যাণ্ডেই—গড়ে উঠেছে তা কিন্তু ঘটনা নয় ; এগুলি পশ্চিম ইওরোপেও গড়ে উঠেছে, গড়ে উঠেছে অস্ট্রিয়ায়, হাঙ্গেরীতে, হল্যাণ্ডে এবং সর্বশেষে জার্মানিতে, লিবনেক্ট, রজা লুক্সেমবুর্গ, ক্লারা জেটকিন এবং ফ্রাঞ্জ মেহরিং-এর মতন বিশ্ব-বিখ্যাত এবং সারা দুনিয়ায় পরিচিত নেতৃবৃন্দ, শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শের অমন একনিষ্ঠ সমর্থক ও প্রচারক যে পার্টিতে রয়েছে সেই জার্মান স্পার্টাকাস লীগ [১২০] যখন সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করল শিদেমান ও সুদেকুমের মতন সোস্যালিস্টদের সাথে, ঐ সব সমাজবাদী উগ্র-স্বদেশভক্তদের সাথে (ওরা কথায় ছিল সোস্যালিস্ট, কিন্তু কাজে ছিল উগ্র স্বদেশভক্ত) যারা লুণ্ঠনজীবী, সাম্রাজ্যবাদী জার্মান বুর্জোয়াদের এবং দ্বিতীয় উইহেলমের সাথে হাত মিলিয়ে নিজেদের কপালে চিরকালের জন্য কলঙ্কের কালিমাই লেপে দিয়েছে—যখন স্পার্টাকাস লীগ তার নাম পরিবর্তন করে জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টি নাম গ্রহণ করল, তখন খাঁটি প্রলেতারীয়, প্রকৃত আন্তর্জাতিকতাবাদী, প্রকৃত বিপ্লবী তৃতীয় আন্তর্জাতিকের, **কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সংস্থাপনা** প্রকৃত ঘটনা হয়ে দাঁড়াল। যদিও সরকারীভাবে এখনো এর উদ্বোধন করা হয়নি তবু তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অস্তিত্ব ইতোমধ্যেই বিরাজ করছে।

রাশিয়ায় মেনশেভিক আর সোস্যালিস্ট-রিভলিউশনারীরা, জার্মানিতে শিদেমান আর সুদেকুম প্রমুখেরা, ফ্রান্সে রেঁনো আর ভ্যাণ্ডারভেল্ডি প্রমুখেরা এবং আমেরিকায় গম্পারস আর তার সাকৃরেদরা ১৯১৪-১৮ এর যুদ্ধে "নিজ নিজ দেশের" বুর্জোয়াদের সমর্থন করে সমাজতন্ত্রের প্রতি যে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল সে কথা আজ কোন শ্রেণী-সচেতন শ্রমিক, কোন খাঁটি সোস্যালিস্টই অস্বীকার করতে পারবে না। সেই যুদ্ধ নিজেকে সম্পূর্ণভাবে একটি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হিসাবে, প্রতিক্রিয়াশীল, পররাজ্য-লুণ্ঠনকারী যুদ্ধ হিসাবেই ব্যক্ত করেছিল—জার্মানির দিক থেকে এবং ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালী এবং আমেরিকার ধনিকদের দিক থেকে এই ছিল যুদ্ধের প্রকৃত রূপ। এই সব ধনিকেরাই এখন লুটের বখরা নিয়ে, তুরস্ক, রাশিয়া আফ্রিকান ও পলিনেশীয় উপনিবেশগুলি, বল্কান

অঞ্চল প্রভৃতির ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে এখন ঝগড়া করতে আরম্ভ করেছে। যখন আমরা দেখি যে, ফরাসী বুর্জোয়ারা রাইন নদীর বাম তীর দখল করেছে, ফরাসী, ব্রিটিশ ও মার্কিন ধনিকেরা দখল করেছে তুরস্ক (সিরিয়া আর মেসোপটামিয়া) এবং রাশিয়ার একাংশ (সাইবেরিয়া, আরকেঞ্জেল, বাকু, ক্রাসনোভদস্ক, আশ্‌খাবাদ ইত্যাদি)—যখন আমরা দেখি যে, লুঠের বখরা নিয়ে ইতালী আর ফ্রান্সের মধ্যে, ফ্রান্স আর ব্রিটেনের মধ্যে, ব্রিটেন আর আমেরিকার মধ্যে, আমেরিকা আর জাপানের মধ্যে শত্রুতা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে তখন এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, "গণতন্ত্র" এবং "লীগ অব নেশন্‌স" (রাষ্ট্রসঙ্ঘ) সম্পর্কে উইলসন আর উইলসনপন্থীদের ভণ্ডামি-পূর্ণ বড় বড় কথার মুখোশ আশ্চর্যজনক দ্রুতগতিতে খুলে পড়ছে।

বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কুসংস্কারে যারা সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন, এই সেদিনও যারা "নিজেদের" সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে সমর্থন করেছিল এবং রাশিয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে শুধু নিষ্কাম "প্রতিবাদ" জানাবার মধ্যেই আজ যারা নিজেদের গণ্ডীবদ্ধ করে রাখছে সেই সব ভীরু, নিরুৎসাহী "সোস্যালিস্ট" ছাড়াও, মিত্র দেশ-গুলিতে এমন সব লোক আছে যারা কমিউনিস্ট পথই বেছে নিয়েছে, যারা বেছে নিয়েছে ম্যাকলিন, দেব্‌স্ লোরিও, লাজারী এবং সেরাতী প্রমুখদের অনুসৃত পথ—এদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এরা হচ্ছে সেই রকমের মানুষ যারা এ কথা উপলব্ধি করেছে যে, কেবলমাত্র বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ সাধন, বুর্জোয়া পার্লামেন্টের অবসান, শুধু সোভিয়েত শাসন ও শ্রমিকশ্রেণীর এক-নায়কত্বই সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করতে পারে, সুনিশ্চিত করতে পারে সমাজ-তন্ত্রের বিজয় আর চিরস্থায়ী শান্তি।

তখন, অর্থাৎ ১৯১৮ সালের ২০শে আগস্ট, প্রলেতারীয় বিপ্লব শুধু রাশিয়ায়ই সীমাবদ্ধ ছিল ; এবং তখনও এ কথাই মনে হত (এবং প্রকৃতপক্ষে ঘটনাও ছিল তাই) যে, "সোভিয়েত শাসন ব্যবস্থা", অর্থাৎ যে শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতাই শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের ডেপুটিদের সোভিয়েতের উপরই ন্যস্ত সেই শাসন ব্যবস্থা হচ্ছে একটি রাশিয়ান প্রতিষ্ঠান বিশেষ।

এখন, ১৯১৯ সালের ১২ই জানুয়ারি তারিখে আমরা দেখছি যে, জারের আমলের সাম্রাজ্যের কিছু কিছু অংশেই শুধু নয়, অর্থাৎ লাটভিয়া, পোল্যাণ্ড এবং ইউক্রেনেই শুধু নয়, পশ্চিম-ইওরোপের দেশে দেশে, নিরপেক্ষ দেশগুলিতে (সুইজ্যারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, নরওয়ে) এবং যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলিতেও (অস্ট্রীয়া,

জার্মানি) শুরু হয়েছে এক প্রবল "সোভিয়েত" আন্দোলন। সবচেয়ে অগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে জার্মানি। সেই জার্মানিতে বিপ্লব বিশেষ-ভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং তার রয়েছে বিশেষ বৈশিষ্ট্য। জার্মানিতে বিপ্লব শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই বিপ্লব "সোভিয়েতের" রূপ পরিগ্রহ করল। জার্মান বিপ্লবের বিকাশের সমগ্র ধারা, এবং বিশেষভাবে শিদেমান ও সুদেকুম প্রমুখদের মতন বিশ্বাসঘাতক দুর্বৃত্তদের বুর্জোয়াদের সঙ্গে মৈত্রীর বিরুদ্ধে "স্পার্টাসিস্টদের" অর্থাৎ প্রলেতারিয়েতদের প্রকৃত এবং একমাত্র প্রতিনিধিদের সংগ্রাম—এইসব ঘটনাই পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে কীভাবে ইতিহাস জার্মানি সম্পর্কে প্রশ্নটিকে **সকলের সামনে তুলে ধরেছে**। প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে এইভাবে: "সোভিয়েত শাসন" না বুর্জোয়া পার্লামেণ্ট ?—যে সাইনবোর্ডেই (যেমন "জাতীয় পরিষদ" বা "গণ-পরিষদ") এই বুর্জোয়া পার্লামেণ্ট আত্মপ্রকাশ করুক না কেন তাতে কিছু যায় আসে না।

বিশ্বইতিহাস এইভাবেই প্রশ্নটিকে সকলের সামনে তুলে ধরেছে। একটুও অতিরঞ্জিত না করে এই কথাই এখন বলা যেতে পারে এবং এই কথাই বলতে হবে।

শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বিকাশে "সোভিয়েত শাসন" হচ্ছে দ্বিতীয় ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বা স্তর। প্যারী কমিউন ছিল প্রথম পদক্ষেপ। এর প্রকৃতি ও গুরুত্বের যে চমৎকার বিশ্লেষণ মার্কস তাঁর "ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ" নামক গ্রন্থে করেছিলেন তা থেকে এ কথাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, কমিউন সৃষ্টি করেছিল এক নতুন ধরনের রাষ্ট্র, সৃষ্টি করেছিল একটি প্রলেতারীয় রাষ্ট্র। যে রিপাবলিক সবচেয়ে বেশী গণতান্ত্রিক সেই রিপাবলিক সমেত সকল রাষ্ট্রই এক শ্রেণীর দ্বারা আর এক শ্রেণীকে দমন করার যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়।[১২১] প্রলেতারীয় রাষ্ট্র হচ্ছে প্রলেতারিয়েত দ্বারা বুর্জোয়াদের দমন করার যন্ত্র বিশেষ; এবং এই দমন-পীড়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এই জন্য যে, যখন উচ্ছেদকারীদের উচ্ছেদ শুরু হয় তখন জমিদারেরা এবং ধনিকেরা, সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণী এবং তাদের অনুচরবৃন্দ, সমগ্র শোষকের দল শুরু করে দেয় প্রচণ্ড প্রতিরোধ—মরিয়া হয়ে তারা প্রতিরোধ করতে থাকে এবং কিছুতেই তারা থামতে চায় না।

যেখানে ধনিকদের সম্পত্তি ও শাসন সুরক্ষিত সেই বুর্জোয়া পার্লামেণ্ট, এমনকি সেরা গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের সবচেয়ে গণতান্ত্রিক পার্লামেণ্টও,

হচ্ছে শোষকদের ছোট ছোট গ্রুপ কর্তৃক কোটি কোটি মেহনতী মানুষকে দমন করার যন্ত্র বিশেষ। **বুর্জোয়া ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে যতদিন আমাদের সংগ্রাম সীমাবদ্ধ ছিল** ততদিন সোস্যালিস্টদের, শোষণ থেকে মেহনতী জনগণকে মুক্ত করার জন্য যারা সংগ্রাম করছিল তাদের, বুর্জোয়া পার্লামেন্টকে ব্যবহার করতে হয়েছিল প্রচারকার্যের ও সংগঠনের একটি প্ল্যাটফরম হিসাবে, একটি ভিত্তি হিসাবে। কিন্তু এখন বিশ্ব ইতিহাসের গতি-ধারায় সমগ্র বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, শোষকদের উচ্ছেদ করা এবং তাদের দমন করা, ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণই সুনির্দিষ্ট কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থায় এখন নিজেদের বুর্জোয়া পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার মধ্যে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা, বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে সাধারণ-ভাবে "গণতন্ত্র" বলে জাহির করা, এর বুর্জোয়া চরিত্রকে ঢেকে রাখা, যতদিন ধনতান্ত্রিক সম্পত্তি বিরাজ করছে ততদিন যে সার্বজনীন ভোটাধিকার বুর্জোয়া রাষ্ট্রেরই হাতিয়ার বিশেষ, সে-কথা ভুলে যাওয়া—এ সবেরই অর্থ হল নির্লজ্জভাবে প্রলেতারিয়েতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা, নিজেদের শিবির ত্যাগ করে প্রলেতারিয়েতের শ্রেণীশত্রু বুর্জোয়াদের শিবিরে যোগ দেওয়া, এ সবেরই অর্থ হল বিশ্বাসঘাতক এবং দলত্যাগী হওয়া।

বিশ্ব সমাজতন্ত্রে যে তিনটি ঝোঁকের কথা বলশেভিক পত্রপত্রিকাগুলি ১৯১৫ সাল থেকে অবিরাম বলে আসছে সেই তিনটি ঝোঁক আজ জার্মানিতে রক্তাক্ত সংগ্রাম ও গৃহযুদ্ধের পটভূমিকায় বিশেষভাবে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কার্ল লিবনেক্টের নাম সকল দেশের শ্রমিকদের কাছেই সুপরিচিত। সর্বত্র, এবং বিশেষ করে মিত্রশক্তিবর্গের দেশগুলিতে এ নাম হচ্ছে প্রলেতারিয়েতের স্বার্থের প্রতি নেতার গভীর অনুরক্তির এবং সোস্যালিস্ট বিপ্লবের প্রতি তাঁর আনুগত্যেরই প্রতীক। এ নাম হচ্ছে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সত্যসত্যই আন্তরিক, সত্যসত্যই আত্মোৎসর্গকর এবং নির্মম সংগ্রামেরই প্রতীক। এ নাম হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, কথায় নয় কাজে, আপসহীন সংগ্রামেরই প্রতীক; এ নাম হচ্ছে এমন এক সময়ের আত্মোৎসর্গকর সংগ্রামের প্রতীক যখন "প্রত্যেকেরই নিজ নিজ দেশ" সাম্রাজ্যবাদীদের বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত। লিবনেক্ট আর "স্পার্টাসিস্টদের" সাথে রয়েছেন সেই সব জার্মান সোস্যালিস্টরা যাঁরা সৎ এবং প্রকৃত বিপ্লবী, তাঁদের সাথে রয়েছেন প্রলেতারিয়েতের মধ্যে যাঁরা সেরা এবং কর্তব্যনিষ্ঠ তাঁরা সকলেই, তাঁদের সাথে রয়েছে শোষিত জনগণ যারা ক্ষোভে ও

ক্রোধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে এবং যাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে বিপ্লবের জন্য ক্রমবর্ধমান প্রস্তুতি।

লিবনেক্টের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে শিদমানেরা, সুদেকুমেরা এবং কাইজার ও বুর্জোয়াদের অনুগত ঘৃণ্য ভৃত্যের সমগ্র দল। গম্পারস-রা এবং ভিক্টর বারজারর‍া, হেণ্ডারসনেরা এবং ওয়েবরা, রঁনোরা এবং ভ্যাণ্ডারভেল্ডিরা যেমন সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতক হিসাবে পরিচিত ওরাও ঠিক সেই রকমই বিশ্বাসঘাতক। শ্রমিকদের উপরতলারই ওরা প্রতিভূ, বুর্জোয়াদের ঘুষের দ্বারা ওরা প্রভাবিত, আমরা বলশেভিকরা ওদের "শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনে বুর্জোয়াদের এজেন্ট" বলেই অভিহিত করতাম (রাশিয়ান সুদেকুমদের আমরা বলতাম মেনশেভিক), এবং আমেরিকায় সোস্যালিস্টদের মধ্যে যারা সেরা তারা ওদের "ধনিকশ্রেণীর শ্রমিক প্রতিনিধি" উপাধি দিয়েছিল: এ উপাধিতে ওদের স্বরূপ চমৎকারভাবে অভিব্যক্ত হয়েছিল এবং এ উপাধি ছিল অত্যন্ত সঠিক উপাধি। সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সর্বাধুনিক দৃষ্টান্ত হচ্ছে ওরা, কেননা সকল সভ্য, অগ্রসর দেশেই বুর্জোয়ারা—হয় ঔপনিবেশিক অত্যাচার উৎপীড়ন চালিয়ে, নয় আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন দুর্বল দেশগুলি থেকে অর্থনৈতিক "সুবিধা" জোর করে আদায় করে নিয়ে—এই সব দেশের জনগণকে নিষ্ঠুরভাবে শোষণ করে; তারা "তাদের নিজেদের" দেশের জনগণকে যে ভাবে শোষণ করে তার চেয়ে এদের শোষণ করার মাত্রা বহুগুণ বেশী। এই হল সেই অর্থনৈতিক কারণ যার দৌলতে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ারা "উপরি-মুনাফা" লাভ করতে সক্ষম হয়; এরই একটা অংশ তারা ব্যবহার করে প্রলেতারিয়েতের উর্ধ্বতন স্তরকে ঘুষ দিয়ে কিনে নেবার জন্য এবং তাদের বিপ্লবের ভয়ে ভীত, সংস্কারবাদী, সুবিধাবাদী পেটিবুর্জোয়ায় পরিণত করার জন্য।

স্পার্টাসিস্ট এবং শিদেমানপন্থীদের মাঝখানে রয়েছে দোদুল্যমান, মেরুদণ্ডহীন "কাউৎস্কিপন্থীরা", কাউৎস্কির অনুচরেরা, যারা কথায়ই শুধু "স্বাধীন", কিন্তু কার্যত: তারা তাদের কাজের ধারায় একদিন বুর্জোয়াদের এবং শিদেমানপন্থীদের উপর, আবার আর একদিন স্পার্টাসিস্টদের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে উঠে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ অনুসরণ করে বুর্জোয়া আর শিদেমানপন্থীদের, আবার কেউ কেউ অনুসরণ করে স্পার্টাসিস্টদের। এই লোকদের নিজস্ব কোন ধারণা নেই, এরা মেরুদণ্ডহীন, এদের কোন কর্মনীতি নেই, নেই মান-সম্মান, নেই বিবেক; অর্বাচীনদের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার এরা জীবন্ত প্রতিমূর্তি;

এরা কথায় বলে যে, সোস্যালিস্ট বিপ্লবই এদের আদর্শ, কিন্তু যখন এরা দলত্যাগীদের কায়দায় সাধারণভাবে "গণতন্ত্রকে", অর্থাৎ **প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়া** গণতন্ত্রকে সমর্থন করতে আরম্ভ করেছে তখন বুঝতে হবে যে, সোস্যালিস্ট বিপ্লব বলতে কি বোঝায় তা বুঝতেই কার্যতঃ এরা অক্ষম।

প্রত্যেকটি ধনতান্ত্রিক দেশেই প্রত্যেকটি চিন্তাশীল শ্রমিক সোস্যালিস্ট এবং সিণ্ডিকালিস্টদের মধ্যে এই তিনটি প্রধান ঝোঁক প্রত্যক্ষ করছে—এ জিনিস সে প্রত্যক্ষ করছে এক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, জাতীয় ও ঐতিহাসিক অবস্থা অনুযায়ী সে পরিস্থিতি বিভিন্ন হতে পারে। এর কারণ হল যে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ আর বিশ্ব-প্রলেতারীয় বিপ্লবের সূত্রপাতের ফলে সারা দুনিয়াব্যাপী আজ দেখা দিয়েছে একই রকমের আদর্শগত-রাজনৈতিক ঝোঁক।

* * *

এবার্ট ও শিদেমান সরকার কর্তৃক কার্ল লিবনেক্ট ও রজা লুক্সেমবুর্গের নৃশংস ও কাপুরুষোচিত হত্যার পূর্বেই উপরে বর্ণিত লাইনগুলি লেখা হয়েছিল। বুর্জোয়াদের প্রতি তাদের ক্রীতদাসসুলভ মনোভাব প্রকাশের আতিশয্যে ঐ জল্লাদেরা ধনিকদের পবিত্র সম্পত্তির প্রহরায় নিযুক্ত জার্মান শ্বেতরক্ষীদলকে বিনাবিচারে রজা লুক্সেমবুর্গকে হত্যা করতে, "পালাবার চেষ্টা করেছে" বলে নির্জলা মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে কার্ল লিবনেক্টকে পিছন থেকে গুলি করে খুন করতে দিয়েছিল (১৯০৫ সালের বিপ্লবকে রক্তের গঙ্গায় ডুবিয়ে দেবার সময় রাশিয়ায় জারতন্ত্র বন্দীদের খুন করবার জন্য প্রায়ই ঐ রকম অজুহাত দিত)। একই সময়ে ঐ জল্লাদেরা সরকারী প্রভুত্ব খাটিয়ে শ্বেতরক্ষীদলকে রক্ষা করেছিল, অথচ এই সরকারই দাবি করে থাকে যে, তারা সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং তারা শ্রেণীর উর্ধ্বে! নিজেদের যারা সোস্যালিস্ট বলে জাহির করে থাকে সেই সব ব্যক্তি দ্বারা অনুষ্ঠিত নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘৃণ্য ও জঘন্য রূপ ভাষায় ব্যক্ত করা যেতে পারে না। স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান যে, ইতিহাস এমন এক পথ বেছে নিয়েছে যাতে "ধনিকশ্রেণীর শ্রমিক-প্রতিনিধিদের" ভূমিকা নৃশংসতার, দাসসুলভ মনোভাবের এবং নীচতার "চরম রূপেই" আত্মপ্রকাশ করবে। ঐ সব নির্বোধেরা, কাউৎস্কি-পন্থীরা তাদের Freiheit[১২২] পত্রিকায় "সকল" "সোস্যালিস্ট" পার্টির (গোলামের ন্যায় আজ্ঞাধীন ঐ সব লোক শিদেমান জল্লাদদের এখনো সোস্যালিস্ট বলে অভিহিত করে চলেছে) প্রতিনিধিদের একটি "আদালত" গঠনের কথা বলতে থাকুক! পণ্ডিতম্মন্য নির্বুদ্ধিতার ও পেটি-বুর্জোয়া কাপুরুষতার ঐ সব

বীরপুঙ্গব এ কথাও বুঝতে পারছে না যে, আদালতগুলি হচ্ছে রাষ্ট্রশক্তিরই হাতিয়ার বিশেষ, এবং জার্মানিতে এখন যে সংগ্রাম ও গৃহযুদ্ধ চলছে যথাযথভাবে তার মূল কথা হল : এই রাষ্ট্রশক্তির অধিকারী হবে কারা—জল্লাদ হিসাবে এবং নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের প্ররোচক হিসাবে শিদেমানপন্থীরা এবং "বিশুদ্ধগণতন্ত্রের" পূজারী হিসাবে কাউৎস্কিপন্থীরা যাদের "সেবায় নিযুক্ত" সেই বুর্জোয়ারা, না, যারা ধনতন্ত্রী শোষকদের উচ্ছেদ করবে এবং তাদের প্রতিরোধকে চূর্ণবিচূর্ণ করবে সেই প্রলেতারিয়েতরা ?

বিশ্ব প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের, আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট বিপ্লবের অবিস্মরণীয় নেতাদের রক্ত জীবন-মরণ সংগ্রামে আরো নতুন নতুন শ্রমিক জনসাধারণকে ইস্পাতের মতো দৃঢ় করে তুলবে। এবং এই সংগ্রাম বিজয়ের পথে এগিয়ে যাবে। রাশিয়ায় আমরা ১৯১৭ সালের গ্রীষ্ম-কালে "জুলাই দিনগুলির" মধ্যে জীবন যাপন করেছিলাম, যখন রাশিয়ান শিদেমানপন্থীরা, মেনশেভিক আর সোস্যালিস্ট রিভলিউশনারীরা ও বলশেভিকদের বিরুদ্ধে শ্বেতরক্ষীদলের "বিজয়" সুনিশ্চিত করার জন্য তাদের "রাষ্ট্রের" পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়েছিল, এবং যখন বলশেভিক ইস্তাহার বিলি করার অপরাধে কসাকেরা পেত্রোগ্রাদের রাস্তায় শ্রমিক ভয়নভকে হত্যা করেছিল।[১২৩] বুর্জোয়াদের আর তাদের ভৃত্যদের ঐ সব "বিজয়" কত দ্রুত যে জনগণকে বুর্জোয়া গণতন্ত্র, "সার্বজনীন ভোটাধিকার" ইত্যাদি থেকে মোহমুক্ত করে তা আমরা অভিজ্ঞতা থেকেই জানি।

* * *

বুর্জোয়াদের মধ্যে এবং মিত্রশক্তিবর্গের সরকারগুলির মধ্যে কিছুটা অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে। একদল দেখতে পাচ্ছে যে, রাশিয়ায় মিত্রশক্তিবর্গের যে সৈন্যদল শ্বেতরক্ষীদলকে সাহায্য করছে এবং জঘন্যতম রাজতন্ত্রের ও ভূস্বামীদের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনকে জিইয়ে রাখার জন্য কাজ করে চলেছে তাদের মধ্যে ইতোমধ্যেই দেখা দিচ্ছে হতাশা। তারা এ কথা উপলব্ধি করছে যে, সামরিক হস্তক্ষেপ এবং রাশিয়াকে পরাস্ত করার অভিযান চালিয়ে যাবার মানে হবে অধিকৃত অঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরে দশলক্ষ সৈন্য মোতায়েন রাখা এবং এ হল মিত্রশক্তিবর্গের দেশগুলিতে সুনিশ্চিতভাবে এবং সবচেয়ে ত্বরিৎগতিতে প্রলে-তারিয়েত বিপ্লব নিয়ে আসার পথ। ইউক্রেনে দখলিদার জার্মান ফৌজের দৃষ্টান্ত তো এ সম্বন্ধে যথেষ্ট দৃঢ়প্রত্যয়জনক ঘটনা বিশেষ।

মিত্রশক্তিবর্গের বুর্জোয়াদের আর একটি দল কিন্তু তাদের সামরিক হস্তক্ষেপের, "অর্থনৈতিক অবরোধের" এবং সোভিয়েত রিপাবলিককে গলা টিপে মারার কর্মনীতি চালিয়ে যাওয়ায় অটল রয়েছে। এই বুর্জোয়াদের অর্থে পুষ্ট সমগ্র পত্রিকা জগৎ, অর্থাৎ ব্রিটেন এবং ফ্রান্সে ধনিকদের কেনা দৈনিক পত্রিকাগুলির অধিকাংশ ভবিষ্যদ্বাণী করছে যে শীঘ্রই সোভিয়েত শাসনের পতন ঘটবে, রাশিয়ায় দুর্ভিক্ষের বীভৎসতার ভয়াবহ চিত্রই তারা পরিবেশন করছে, সোভিয়েত সরকারের "বিশৃঙ্খলা" ও "অস্থায়িত্বতা" সম্পর্কে তারা মিথ্যা কাহিনী প্রচার করছে। মিত্রশক্তিবর্গ যাদের অফিসার, কামানের গোলা, অর্থ এবং সাহায্যকারী সৈন্যদল দিয়ে সাহায্য করছে সেই ভূস্বামী ও ধনিকদের শ্বেতরক্ষী সৈন্যবাহিনী রাশিয়ার সর্বাপেক্ষা উর্বর অঞ্চলের সাথে, সাইবেরিয়া এবং ডন অঞ্চলের সাথে রাশিয়ার অনাহারক্লিষ্ট মধ্য ও উত্তরাঞ্চলের যোগাযোগ ছিন্ন করে ফেলছে।

পেত্রোগ্রাদে এবং মস্কোতে, আইভানোভো-ভজনেসেনস্কে এবং অন্যান্য শিল্প-কেন্দ্রগুলিতে অনাহারক্লিষ্ট শ্রমিকদের দুর্দশা সত্যসত্যই বিরাট আকার ধারণ করেছে। (তাদের "নিজেদের" সৈন্যবাহিনী না পাঠাবার কপটতাপূর্ণ প্রতিশ্রুতি প্রায়ই মিত্রশক্তিবর্গ দিত, কিন্তু তারা "কৃষ্ণবর্ণ" সৈন্যবাহিনী এবং কামানের গোলা, অর্থ ও অফিসার পাঠাতে থাকত)—মিত্রশক্তিবর্গের এই সামরিক হস্তক্ষেপের ফলে শ্রমিক-জনসাধারণকে যে দুঃখকষ্ট, ক্ষুধার যে জ্বালা ভোগ করতে হয়েছে তা তারা কখনোই সহ্য করতে সক্ষম হত না যদি না তারা বুঝত যে তারা রাশিয়ায় এবং দুনিয়াব্যাপী সমাজতন্ত্রের আদর্শ রক্ষা করছে।

"মিত্রশক্তিবর্গের" আর শ্বেতরক্ষীদলের সৈন্যবাহিনী দখল করেছিল আর-কাঞ্জেল, পারম, ওরেনবুর্গ, রস্তভ-অন-ডন, বাকু এবং আশ্খাবাদ কিন্তু "সোভিয়েত আন্দোলন" জয়ী হয়েছে রিগায় এবং খারকভে। ল্যাতভিয়া আর ইউক্রেন পরিণত হচ্ছে সোভিয়েত রিপাবলিকে। শ্রমিকেরা দেখছে যে, তাদের বিরাট আত্মত্যাগ ব্যর্থ হয়নি; তারা দেখছে যে, সোভিয়েত শাসনের বিজয় এগিয়ে আসছে, বিস্তৃত হচ্ছে, দিনের পর দিন বেড়ে উঠছে এবং সারা দুনিয়ায় শক্তি সঞ্চয় করছে। কঠোর সংগ্রাম ও বিরাট আত্মত্যাগের প্রতিটি মাস সারা দুনিয়ায় সোভিয়েত শাসনের আদর্শকে শক্তিশালী করছে এবং সোভিয়েত শাসনের শত্রুদের, শোষকদের দুর্বল করছে।

বিশ্ব প্রলেতারীয় বিপ্লবের সেরা নেতাদের হত্যা করতে এবং কোন রকম বিচার না করেই তাদের মৃত্যুদণ্ড দিতে এখনো শোষকের দল যথেষ্ট শক্তিশালী, অধিকৃত বা বিজিত দেশগুলিতে এবং অঞ্চলসমূহে শ্রমিকদের আত্মত্যাগ ও দুঃখকষ্ট বাড়িয়ে তুলতে এখনো ঐ শোষকের দল যথেষ্ট শক্তিশালী। কিন্তু বিশ্ব প্রলেতারীয় বিপ্লবের বিজয় অভিযান প্রতিহত করবার মতন শক্তি সারা দুনিয়ার শোষকদের নেই। এই বিশ্ব প্রলেতারীয় বিপ্লব মানবজাতিকে মুক্ত করবে ধনতন্ত্রের জোয়াল থেকে এবং ধনতন্ত্রের আমলে অবশ্যম্ভাবী নব নব সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের চিরন্তন বিপদ থেকে।

২১শে জানুয়ারি, ১৯১৯ — এন. লেনিন

প্রাভদা, ১৬ নং সংখ্যা, — ২৮ খণ্ড।

২৪শে জানুয়ারি, ১৯১৯ — ৪০৭-১৪ পৃঃ

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেস [১২৪]

২রা থেকে ৬ই মার্চ, ১৯১৯

(১)

কংগ্রেসের উদ্বোধন উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণ

২রা মার্চ

রাশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে আমি প্রথ[ম] আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট কংগ্রেসের উদ্বোধন ঘোষণা করছি। প্রথমেই আমি তৃতী[য়] আন্তর্জাতিকের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের—কার্ল লিবনেক্ট ও রজা লুক্সেমবুর্গে[র] স্মৃতির সম্মানার্থে উপস্থিত সকলকে উঠে দাঁড়াতে অনুরোধ জানাচ্ছি। **(সকলে উঠে দাঁড়ালেন)**

কমরেডগণ! আমাদের এই সমাবেশের এক মহান, যুগারম্ভমূলক গুরুত্ব রয়েছে। বুর্জোয়া গণতন্ত্র যে সব মোহ পোষণ করে আসছিল তা যে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে, এই সমাবেশ তারই নিদর্শন। কেবলমাত্র রাশিয়া[য়] নয়, ইওরোপের সবচেয়ে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেও, যেমন জার্মানিতে গৃহযুদ্ধ আজ একটা বাস্তব ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রলেতারিয়েতের ক্রমবর্ধমান বিপ্লবী আন্দোলনের ভয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী আজ ভীত-সন্ত্রস্ত। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় থেকে শুরু করে ঘটনার গতি যে অনিবার্যভাবেই প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী আন্দোলনের অনুকূলে প্রবাহিত

হচ্ছে, আন্তর্জাতিক বিশ্ববিপ্লব যে সকল দেশেই শুরু হচ্ছে এবং শক্তিশালী হয়ে উঠছে—সে কথা মনে রাখলে বুর্জোয়া শ্রেণীর এই আতঙ্কের কারণ বোঝা যায়।

বর্তমানে যে সংগ্রাম আত্মপ্রকাশ করছে তার মহত্ব ও গুরুত্ব জনসাধারণ যথাযথভাবে উপলব্ধি করছে। এখন আমাদের যা করতে হবে তা হল এমন একটি কার্যকর রূপ আবিষ্কার করা যার মাধ্যমে প্রলেতারিয়েত তার শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে। সেইরূপ হল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বসহ সোভিয়েত ব্যবস্থা। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব! এতদিন পর্যন্ত এ কথাটি ছিল জনগণের কাছে একেবারে লাতিন ভাষার মতো অবোধ্য। কিন্তু সারা দুনিয়া জুড়ে সোভিয়েত ব্যবস্থা ছড়িয়ে পড়ায় এই অবোধ্য কথাটি আজ সমস্ত আধুনিক ভাষাতেই অনূদিত হয়েছে; শ্রমিক-জনসাধারণ একনায়কত্বের একটি কার্যকর রূপ খুঁজে পেয়েছে। রাশিয়ায় সোভিয়েত শাসনের কল্যাণে, জার্মানিতে স্পার্টাসিস্টদের এবং অন্যান্য দেশে অনুরূপ সংগঠনের—যেমন ব্রিটেনে শপ স্টুয়ার্ডস কমিটির[১২৫] —কল্যাণে এই কথাটি ব্যাপক শ্রমিক-জনসাধারণের কাছে সহজবোধ্য হয়ে উঠেছে। এ সব থেকে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে, প্রলেতারীয় একনায়কত্বের একটি বিপ্লবী রূপের সন্ধান মিলেছে; প্রলেতারিয়েতরা এখন তাদের আধিপত্য কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে সক্ষম।

কমরেডগণ, আমার মনে হয় যে, রাশিয়ার ঘটনাবলীর পরে, জার্মানির জানুয়ারি সংগ্রামের পরে এটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, অন্যান্য দেশেও প্রলেতারীয় আন্দোলনের সর্বসাম্প্রতিক রূপটি জনজীবনের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করছে এবং প্রাধান্য লাভ করছে। আজকেই যেমন একটি সমাজতন্ত্র বিরোধী পত্রিকায় একটি সংবাদ পড়লাম যে, ব্রিটিশ সরকার বার্মিংহাম শ্রমিক প্রতিনিধি পরিষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং পরিষদকে অর্থনৈতিক সংগঠন হিসাবে মেনে নিতে সম্মতি জানিয়েছেন। সোভিয়েত ব্যবস্থা শুধুমাত্র অনগ্রসর রাশিয়াতেই জয়যুক্ত হয়নি, ইওরোপের সর্বাপেক্ষা উন্নত দেশ যে জার্মানি, এবং সবচেয়ে প্রাচীন ধনতান্ত্রিক দেশ যে ব্রিটেন সেখানেও সোভিয়েত ব্যবস্থা জয়যুক্ত হয়েছে।

বুর্জোয়ারা ক্রোধে উন্মত্ত হতে থাকুক, হাজার হাজার শ্রমিককে তারা খুন করতে থাকুক—জয় আমাদের হবেই, বিশ্ব কমিউনিস্ট বিপ্লবের বিজয় সুনিশ্চিত।

কমরেডগণ, রাশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে আমি আপনাদের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং প্রস্তাব করছি যে, একটি সভাপতিমণ্ডলী নির্বাচিত করার কাজ আমরা এখন শুরু করি। আপনাদের নামের সুপারিশ পেশ করুন।

২৮ খণ্ড, ৪৩১-৩৪ পৃঃ

১৯২০ সালে ("Der 1 Kongress der Kommunistischen Internationale Protokoll," Petrograd নামক পুস্তকে জার্মান ভাষায় প্রথম মুদ্রিত।
"কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেস।" অনুবিবরণী : পেত্রোগ্রাদ —এই পুস্তকে ১৯২১ সালে রুশ ভাষায় প্রথম মুদ্রিত।

২

বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সম্পর্কে থিসিস ও রিপোর্ট

৪ঠা মার্চ

(১) সকল দেশে বিপ্লবী প্রলেতারীয় আন্দোলনের অগ্রগতির সম্মুখীন হয়ে বুর্জোয়াশ্রেণী আর শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে তাদের এজেণ্টরা শোষকদের শাসনের সমর্থনে মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক যুক্তি খুঁজে বের করবার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে। তাদের এই সব যুক্তির মধ্যে বিশেষভাবে প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে একনায়কত্বের প্রতি ধিক্কার আর গণতন্ত্রের প্রতি সমর্থন। এই যুক্তি হাজারো ঢঙে ধনতন্ত্রী সমাজের পত্র-পত্রিকায় এবং ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বার্ন শহরে অনুষ্ঠিত পীত আন্তর্জাতিকের সম্মেলনে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে, কিন্তু এই যুক্তির অসারতা ও কপটতা যারা সমাজতন্ত্রের মূলনীতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে অস্বীকার করে তাদের সকলের কাছেই সুস্পষ্ট।

(২) প্রথমতঃ, এই যুক্তি সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর প্রশ্ন না তুলে "সাধারণভাবে গণতন্ত্র" ও "সাধারণভাবে একনায়কত্বের" ধারণার অবতারণা করে থাকে। ব্যাপারটি যেন সমগ্র জনসাধারণকে নিয়ে, এইভাবে বিষয়টিকে শ্রেণী বহির্ভূত বা শ্রেণীর উর্ধ্বে অবস্থিত একটা কিছু বলে দেখানোর অর্থ হল সমাজতন্ত্রের মৌলিক মতবাদের, অর্থাৎ শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ত্বের—যে-তত্ত্ব বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষভুক্ত সোস্যালিস্টরা মুখে স্বীকার করে থাকে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অবজ্ঞাই করে—সেই তত্ত্বেরই রূঢ় প্রহসন। কেননা, কোন সভ্য ধনতান্ত্রিক দেশে "সাধারণভাবে গণতন্ত্র" নেই, যা কিছু আছে তা হল বুর্জোয়া গণতন্ত্র;

এবং প্রশ্নটা "সাধারণভাবে একনায়কত্বের" প্রশ্নও নয়, প্রশ্নটা হচ্ছে স্বীয় প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য শোষকদের যে প্রতিরোধ তাকে পর্যুদস্ত করার উদ্দেশ্যে অত্যাচারী ও শোষকদলের উপর অর্থাৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর উপর নিপীড়িত শ্রেণীর অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বেরই প্রশ্ন।

(৩) ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, একনায়কত্বের যুগের মধ্য দিয়ে না গিয়ে, অর্থাৎ রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল না করে এবং শোষকের দল সব সময়ে যে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে থাকে তা বলপ্রয়োগে দমন না করে কোনো নিপীড়িত শ্রেণী কোন দিনই ক্ষমতা দখল করেনি বা করতে পারেনি— শোষকদের এই প্রতিরোধ সবচেয়ে বেপরোয়া, সবচেয়ে ভয়ঙ্কর রূপই পরিগ্রহ করে, এই প্রতিরোধের জন্য যে কোন রকম অপরাধ করতে শোষকেরা দ্বিধা করে না। যে সোস্যালিস্টরা আজ "সাধারণভাবে একনায়কত্বকে" ধিক্কার দিচ্ছে এবং "সাধারণভাবে গণতন্ত্রের" প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠছে সেই সোস্যালিস্টরা এখন যাদের আধিপত্যকে সমর্থন করছে সেই বুর্জোয়াশ্রেণী অগ্রসর দেশগুলিতে ক্ষমতা দখল করেছিল ধারাবাহিক সশস্ত্র বিদ্রোহ আর গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে, তারা ক্ষমতা দখল করেছিল রাজারাজড়া, সামন্তপ্রভু ও দাস-মালিকদের বলপ্রয়োগে দমন করে, ক্ষমতা ফিরে পাবার জন্য তাদের প্রচেষ্টাকে দলিত করে। সকল দেশেই নিজেদের বইপত্র, কংগ্রেসের প্রস্তাবে প্রস্তাবে এবং প্রচার আন্দোলনের বক্তৃতায় বক্তৃতায় সোস্যালিস্টরা হাজারো বার, লক্ষবার এই সব বুর্জোয়া বিপ্লবের শ্রেণী চরিত্রের কথা, এই বুর্জোয়া এক-নায়কত্বের কথা জনসাধারণের কাছে ব্যাখ্যা করেছে। সেইজন্যই, আজ "সাধারণভাবে গণতন্ত্রের" দোহাই দিয়ে বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে যে ভাবে সমর্থন করা হচ্ছে এবং "সাধারণভাবে একনায়কত্বের" চিৎকার তুলে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বিরুদ্ধে যে ভাবে সোরগোল করা হচ্ছে তা হচ্ছে সমাজতন্ত্রের প্রতি পুরাদস্তুর বিশ্বাসঘাতকতা করা, কার্যক্ষেত্রে বুর্জোয়া শ্রেণীরই পক্ষ সমর্থন করা, প্রলেতারিয়েতের নিজস্ব, প্রলেতারীয় বিপ্লব সংঘটিত করার অধিকারকে অস্বীকার করা, এবং আজ যখন সারা দুনিয়ায় বুর্জোয়া সংস্কারবাদের পতন ঘটেছে এবং যুদ্ধ একটা বিপ্লবী পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে তখন, ঠিক সেই ঐতি-হাসিক যুগসন্ধিক্ষণে এ হচ্ছে বুর্জোয়া সংস্কারবাদেরই পক্ষ সমর্থন করা।

(৪) সবচেয়ে গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রও বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে শ্রমিকশ্রেণীকে দমন করবার, মুষ্টিমেয় ধনিকদের হাতে ব্যাপক মেহনতী জনগণকে

দমন করবার যন্ত্র মাত্র; এই কথাকটির মধ্যে মার্কস ও এঙ্গেলস পূর্ণতম বৈজ্ঞানিক যথার্থতার যে ধারণা প্রকাশ করেছেন সেই কথাই সকল সোস্যালিস্টই বুর্জোয়া সভ্যতা, বুর্জোয়া গণতন্ত্র এবং বুর্জোয়া পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার শ্রেণী-চরিত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলে এসেছে। আজ যারা একনায়কত্বের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্রের সমর্থনে তারস্বরে চিৎকার করছে তাদের মধ্যে এমন একজন বিপ্লবী বা এমন একজন মার্কসবাদীও নেই যে শ্রমিকদের কাছে এই মর্মে শপথ গ্রহণ করেনি যে সে সমাজতন্ত্রের এই মৌলিক সত্য কথাটি স্বীকার করে। কিন্তু আজ যখন বিপ্লবী প্রলেতারিয়েত আলোড়নের এক যুগের মধ্যে প্রবেশ করছে এবং অত্যাচার-উৎপীড়নের এই যন্ত্রটিকে ধ্বংস করতে ও শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব কায়েম করতে এগিয়ে চলেছে তখন সমাজতন্ত্রের প্রতি এই সব বিশ্বাসঘাতকেরা দাবি করছে যে, বুর্জোয়ারা মেহনতী জনগণকে "বিশুদ্ধ গণতন্ত্র" দিয়েছে, তারা প্রতিরোধের পথ পরিত্যাগ করেছে এবং তারা এখন মেহনতী জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে নতি স্বীকার করতে প্রস্তুত, এবং ওরা আরও দাবি করছে যে, পুঁজির দ্বারা শ্রমকে বশীভূত করে রাখার মতো কোন রাষ্ট্র-যন্ত্র গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে কখনো ছিল না এবং এখনো নেই।

(৫) যারা নিজেদের সোস্যালিস্ট বলে জাহির করে তারা সবাই মুখে পারি কমিউনকে প্রশংসা করে থাকে এবং তার প্রতি শ্রদ্ধাও জানায়, কেননা তারা জানে যে, শ্রমিকেরা উৎসাহের সঙ্গে এবং আন্তরিকভাবে কমিউনের প্রতি তাদের সহানুভূতি ঘোষণা করে থাকে। এই পারি কমিউন পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিল যে বুর্জোয়া পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা আর বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চরিত্র ইতিহাস-গতভাবে কতটা আনুষ্ঠানিক এবং ওগুলির মূল্যও কতটা সীমাবদ্ধ। এই সব প্রতিষ্ঠান মধ্যযুগের ভাবধারার তুলনায় যদিও অত্যন্ত প্রগতিশীল, কিন্তু প্রলেতারীয় বিপ্লবের যুগে এগুলির আমূল পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠে। মার্কসই কমিউনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সবচেয়ে ভালোভাবে নিরূপণ করেছিলেন। সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলির কোন কোন প্রতিনিধি পার্লামেন্টে জনগণের "প্রতিনিধিত্ব ও পীড়নের কাজ করবে" (ver-und-zertreten)[১২৬] তা কিছু বছর বাদে বাদে একবার করে স্থির করবার অধিকার নিপীড়িত শ্রেণীগুলি যাতে পায়, সেই বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও বুর্জোয়া পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার শোষকের রূপটি পারি কমিউনে বিশ্লেষণ করে মার্কস সকলের সামনে উদ্ঘাটিত করে দিলেন। আর

আজ যেই সোভিয়েত আন্দোলন সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে এবং সকলের চোখের সামনেই কমিউনের আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, অমনি সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকেরা পারি কমিউনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ শিক্ষাগুলি ভুলে গিয়ে "সাধারণভাবে গণতন্ত্রের" বস্তাপচা বুর্জোয়া বুলি আউড়ে চলেছে। কমিউন পার্লামেন্টারী প্রতিষ্ঠান ছিল না।

(৬) তাছাড়া, কমিউনের গুরুত্ব নিহিত রয়েছে এই তথ্যের মধ্যে যে, কমিউন বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে, আমলাতান্ত্রিক, বিচার বিভাগীয়, সামরিক এবং পুলিসী যন্ত্রকে সমূলে ধ্বংস করবার, চূর্ণবিচূর্ণ করবার চেষ্টাই করেছিল, চেষ্টা করেছিল তার জায়গায় এমন একটি স্ব-শাসিত শ্রমিক গণ-সংগঠন সংস্থাপিত করতে যাতে আইন প্রণয়নী ও কার্যনির্বাহী কর্তৃত্বের মধ্যে কোন ভাগ-বিভাগ ছিল না। সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকের দল সত্যের অপলাপ করে যাকে প্রলেতারীয় প্রজাতন্ত্র বলে অভিহিত করে থাকে সেই জার্মান প্রজাতন্ত্রসমেত সমসাময়িক সমস্ত গণতান্ত্রিক-প্রজাতন্ত্রই এই রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে বজায় রাখে। এইভাবে আমরা আবার অত্যন্ত সুস্পষ্ট প্রমাণ পাচ্ছি যে, "সাধারণভাবে গণতন্ত্রের" সমর্থনে তারস্বরে চিৎকার করার অর্থ হল প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়াশ্রেণীর এবং তার শোষণ করবার বিশেষাধিকারের সমর্থনেই চিৎকার করা।

(৭) "সভা-সমাবেশের স্বাধীনতাকে" "বিশুদ্ধ গণতন্ত্রে"র দাবির একটি নমুনা হিসাবে ধরা যেতে পারে। যে সময়ে এবং যে পরিস্থিতিতে শোষকের দল তাদের শাসনের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করছে এবং নিজেদের বিশেষাধিকার বজায় রাখার জন্য সংগ্রাম করছে সে-সময়ে এবং সেই পরিস্থিতিতে শোষকদের কাছে সভা-সমাবেশের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার অযৌক্তিকতা নিজের শ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেনি এরকম প্রত্যেকটি শ্রেণী-সচেতন শ্রমিক সঙ্গে সঙ্গেই উপলব্ধি করবে। বুর্জোয়ারা যখন বিপ্লবী ছিল, তখন তারা, কি ১৬৪৯ সালে ইংলণ্ডে, কি ১৭৯৩ সালে ফ্রান্সে, রাজতন্ত্রীদের আর অভিজাতবর্গদের "সভা-সমাবেশের স্বাধীনতা" দেয়নি—রাজতন্ত্রীরা আর অভিজাতবর্গ তখন বিদেশী সৈন্য আহ্বান করেছিল এবং ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য আক্রমণ সংগঠিত করবার উদ্দেশ্যে "জমায়েত" হয়েছিল। দখলচ্যুত হবার বিরুদ্ধে ধনিকেরা যে প্রতিরোধই দিক না কেন তা সত্ত্বেও, আজিকার দিনের যে বুর্জোয়াশ্রেণী অনেক দিন ধরেই প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে তারা যদি আগে থেকেই শ্রমিকদের কাছ থেকে

শোষকদের জন্য "সভা-সমাবেশের" গ্যারাণ্টি দাবি করে, তাহলে শ্রমিকেরা বুর্জোয়াদের ভণ্ডামি দেখে শুধু হাসবে।

অন্যদিকে শ্রমিকেরা বেশ ভালোভাবেই জানে যে, এমনকি সর্বাপেক্ষা গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রেও "সভা-সমাবেশের স্বাধীনতা" কথাটি বাগাড়ম্বর ছাড়া আর কিছু নয়, কেননা ধনীদের হাতে রয়েছে সবচেয়ে ভাল ভাল সাধারণ ও ব্যক্তিগত ভবনাদি এবং তাদের আছে সভা-সমিতিতে জমায়েত হবার প্রচুর অবসর, আর বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের ছত্রছায়া। শহরে এবং গ্রামে প্রলেতারিয়েতরা এবং ছোট ছোট কৃষকেরা—জনসংখ্যার বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ—এ সব থেকে বঞ্চিত। যতদিন পর্যন্ত এ অবস্থা বিদ্যমান থাকবে ততদিন পর্যন্ত "সমানাধিকার" অর্থাৎ "বিশুদ্ধ গণতন্ত্র" প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রকৃত সমানাধিকার অর্জন করার জন্য এবং বাস্তবক্ষেত্রে মেহনতী জনগণ যাতে গণতন্ত্র ভোগ করতে সক্ষম হয় তার জন্য প্রথমে যা করা দরকার তা হল শোষকদের হাত থেকে সমস্ত সাধারণ ও ব্যক্তিগত বিলাসভবনাদি কেড়ে নেওয়া, মেহনতী জনগণের জন্য অবসরের ব্যবস্থা করা, এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের তরুণ বংশধরদের বা অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন সৈন্যদের সেনানায়কের পদে অধিষ্ঠিত ধনিকশ্রেণীর অফিসারদের কর্তৃক নয়, সশস্ত্র শ্রমিকদের কর্তৃক যাতে তাদের সভা-সমাবেশের স্বাধীনতা রক্ষিত হয় তার সুব্যবস্থা করা।

শুধুমাত্র এই সব পরিবর্তন সাধনের পরেই শ্রমিকদের প্রতি সাধারণভাবে মেহনতী জনগণের প্রতি, গরিবদের প্রতি বিদ্রূপ না করে সভা-সমাবেশের স্বাধীনতার কথা এবং সমানাধিকারের কথা বলা যেতে পারে। এবং এই পরিবর্তন সাধিত হতে পারে কেবলমাত্র মেহনতী জনগণের অগ্রণী বাহিনীর দ্বারা, প্রলেতারিয়েতের দ্বারা, যারা শোষকদের, বুর্জোয়াশ্রেণীকে উচ্ছেদ করে থাকে।

(৮) "বিশুদ্ধ গণতন্ত্রের" আর একটি প্রধান স্লোগান হল "প্রেসের স্বাধীনতা"। এ ক্ষেত্রেও শ্রমিকেরা জানে—এবং সকল দেশের সোস্যালিস্টরা লক্ষ লক্ষ বার এ কথা স্বীকার করেছে যে, যতদিন পর্যন্ত সেরা সেরা ছাপাখানাগুলি এবং কাগজের বৃহত্তম স্টক ধনিকদেরই কুক্ষিগত থাকবে, এবং যতদিন পর্যন্ত পত্র-পত্রিকার উপর ধনিকদের শাসনই বজায় থাকবে, ততদিন পর্যন্ত এই স্বাধীনতা প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছু নয়; আর গণতন্ত্র এবং প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থা যতই বিকশিত হয়, পত্র-পত্রিকার উপরে ধনিকদের এই শাসন সারা দুনিয়া জুড়ে ততই স্পষ্টভাবে, তীক্ষ্ণভাবে এবং বেপরোয়াভাবে প্রকটিত হতে থাকে; দৃষ্টান্ত

হিসাবে আমেরিকার নাম উল্লেখ করা যায়। মেহনতী জনগণের জন্য, শ্রমিক-কৃষকের জন্য প্রকৃত সমানাধিকার ও খাঁটি গণতন্ত্র অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে যা করা দরকার তা হল লেখক ভাড়া করবার, প্রকাশনাভবন কিনে নেবার এবং পত্র-পত্রিকাকে উৎকোচে বশীভূত করার সম্ভাবনা থেকে ধনিকদের বঞ্চিত করা। আর সে কাজ করার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে ধনতান্ত্রিক জোয়াল ভেঙে ফেলা, শোষকদের উচ্ছেদ করা এবং তাদের প্রতিরোধ দমন করা। ধনীদের আরও ধনী হবার স্বাধীনতা এবং শ্রমিকদের অনশনে মৃত্যুমুখে পতিত হবার স্বাধীনতা—এই অর্থেই "স্বাধীনতা" কথাটিকে ধনিকেরা সর্বদা ব্যবহার করে এসেছে। ধনতান্ত্রিক সমাজের রীতিনীতি অনুসারে প্রেসের স্বাধীনতার মানে হল ধনিকদের প্রেসকে উৎকোচে বশীভূত করার স্বাধীনতা, তথাকথিত জনমত তৈরি করবার এবং জাল করবার জন্য নিজেদের ধনসম্পদ ব্যবহার করবার স্বাধীনতা। "বিশুদ্ধ গণতন্ত্রের" ধ্বজাধারীরা এ ক্ষেত্রেও আবির্ভূত হচ্ছে গণশিক্ষার বাহনের উপরে ধনিকদের সবচেয়ে জঘন্য ও দুর্নীতিদুষ্ট আধিপত্যের সমর্থক হিসাবে। তারা যে জনপ্রবঞ্চক তা-ই প্রমাণিত হচ্ছে; ধনতন্ত্রের দাসত্ব-শৃঙ্খল থেকে প্রেসকে মুক্ত করার প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক কর্তব্য থেকে জনগণকে তারা কুযুক্তিপূর্ণ, চাকচিক্যময়, নির্জলা মিথ্যা-বাগাড়ম্বরের মারপ্যাঁচে বিপথগামী করছে। প্রকৃত স্বাধীনতা ও সমানাধিকার সেই ব্যবস্থায়ই মূর্ত হয়ে উঠবে যে-ব্যবস্থা কমিউনিস্টরা গড়ে তুলছে এবং সে-ব্যবস্থায় অন্যদের ঘাড় ভেঙে ধনসঞ্চয়ের সুযোগ কেহই পাবে না, অর্থের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ক্ষমতাধীনে প্রেসকে আনার কোন বাস্তব সুযোগ থাকবে না এবং জনসাধারণের ছাপাখানা ও জনসাধারণের কাগজের স্টক ব্যবহার করবার ব্যাপারে যে কোন মেহনতী মানুষের (বা সংখ্যা-নির্বিশেষে, মেহনতী মানুষের সমষ্টির) সমানাধিকার ভোগ করবার ও খাটাবার পথে কোন বাধাই থাকবে না।

(৯) এই যে বহুবিশ্রুত "বিশুদ্ধ গণতন্ত্র", ধনতন্ত্রের আমলে তার আসল অর্থ যে কি তাতো উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস, এমনকি যুদ্ধের আগেই প্রকাশ করে দিয়েছিল। মার্কসবাদীরা সদাসর্বদাই এ কথা বলে আসছে যে, গণতন্ত্র যতই বিকশিত হবে, "বিশুদ্ধতর" হবে, শ্রেণী-সংগ্রামও ততই নগ্ন, তীব্র ও নির্মম হয়ে উঠবে, এবং ধনতান্ত্রিক অত্যাচার ও বুর্জোয়া শ্রেণীর একনায়কত্বও ততই "বিশুদ্ধতর" হয়ে উঠবে। প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্সে দ্রেফুস মামলা,[১২৭], স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক আমেরিকান প্রজাতন্ত্রে ধনিকদের দ্বারা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত

ভাড়াটে গুণ্ডাবাহিনী দিয়ে ধর্মঘটী শ্রমিকদের ব্যাপকভাবে হত্যা করার কাহিনী—এই সব এবং অনুরূপ হাজারো ঘটনা সেই সত্যই উদ্ঘাটিত করে যা গোপন রাখার জন্য বুর্জোয়াশ্রেণী ব্যর্থ প্রয়াস করছে। সেই সত্য কথাটি হচ্ছে যে, সর্বাপেক্ষা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলিতে প্রকৃতপক্ষে সন্ত্রাস ও বুর্জোয়াশ্রেণীর একনায়কত্বই বিরাজ করে এবং শোষকের দল যখনি মনে করে যে, ধনতন্ত্রের শক্তি কেঁপে উঠছে তখনি ঐ সন্ত্রাস ও বুর্জোয়া একনায়কত্ব প্রকাশ্যে দেখা দেয়।

(১০) বুর্জোয়া গণতন্ত্রের, এমনকি সবচেয়ে স্বাধীন যে প্রজাতন্ত্র সেখানকার বুর্জোয়াগণতন্ত্রের আসল চরিত্র যে বুর্জোয়া শ্রেণীরই একনায়কত্ব তাতো ১৯১৪-১৯১৮ সালের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ফলে সকলের কাছে, এমনকি পশ্চাৎপদ শ্রমিকদের কাছেও চূড়ান্তভাবে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। জার্মান কিংবা ব্রিটিশ লাখপতি ও কোটিপতিদের চক্র যাতে আরও ঐশ্বর্যশালী হতে পারে তার জন্য কোটি কোটি মানুষকে হত্যা করা হল, এবং সর্বাপেক্ষা স্বাধীন প্রজাতন্ত্রগুলিতে প্রতিষ্ঠিত করা হল বুর্জোয়াদের সামরিক একনায়কত্ব। জার্মানির পরাজয়ের পরেও মিত্রশক্তির দেশগুলিতে এই সামরিক একনায়কত্ব এখনো বিরাজ করছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুদ্ধই মেহনতী জনগণের চোখ খুলে দিয়েছিল, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের নামাবলী খুলে ফেলে দিয়েছিল এবং যুদ্ধের মধ্যে ও যুদ্ধের দৌলতে যে ফাটকাবাজি ও মুনাফাখোরি চলেছিল তার অতলস্পর্শী গভীরতাও জনসাধারণের সামনে যুদ্ধই উদ্ঘাটিত করে দিয়েছিল। "স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের" নামেই বুর্জোয়াশ্রেণী যুদ্ধ চালিয়েছিল, এবং "স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের" নামেই যুদ্ধোপকরণ তৈরির কারখানার মালিকেরা প্রচুর ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছিল। বুর্জোয়া স্বাধীনতা, বুর্জোয়া সমানাধিকার ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের শোষক চরিত্র আজ সম্পূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত, বার্নের পীত আন্তর্জাতিক যতই চেষ্টা করুক না কেন, কোন কিছুতেই এ শোষক চরিত্র জনগণের কাছ থেকে আর লুকিয়ে রাখতে পারা যাবে না।

(১১) ইওরোপীয় ভূখণ্ডের সর্বাধিক বিকশিত ধনতান্ত্রিক দেশ জার্মানিতে সাম্রাজ্যবাদী জার্মানির পরাজয়ের ফলে যে পরিপূর্ণ প্রজাতান্ত্রিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হল তার প্রথম কয়েকমাস যেতে না যেতেই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সত্যকার শ্রেণীচরিত্র জার্মান শ্রমিকদের কাছে এবং সারা দুনিয়ার সামনে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। কার্ল লিবনেক্ট এবং রজা লুক্সেমবুর্গের হত্যাকাণ্ড একটি আন্তর্জাতিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তাৎপর্যপূর্ণ কেবল

এই কারণেই নয় যে, যথার্থ প্রলেতারীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দুজন শ্রেষ্ঠ নেতার মর্মন্তুদ অবস্থায় মৃত্যু ঘটল। তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণেও যে একটি অগ্রসর ইওরোপীয় রাষ্ট্রের—অতিশয়োক্তি না করে বলা যেতে পারে, সারা দুনিয়ায় অন্যতম অগ্রসর রাষ্ট্রের—শ্রেণীচরিত্র এই ঘটনায় অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রকট হয়ে পড়ল। যদি কারারুদ্ধ ব্যক্তিরা, অর্থাৎ রাষ্ট্রের রক্ষণাধীন আছেন এমন ব্যক্তিরা, অফিসার ও ধনিকদের হাতে খুন হয়, আর সেই অফিসার ও ধনিকেরা বিনা শাস্তিতে পার পেয়ে যায়, এবং এরকম ঘটনা যদি সমাজবাদী দেশভক্তদের নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত সরকারের রাজত্বে ঘটে, তা হলে যে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে এটা ঘটতে পারে তা বুর্জোয়া একনায়কত্ব ছাড়া আর কিছু নয়। যারা কার্ল লিবনেক্ট ও রজা লুক্সেমবুর্গের হত্যার বিরুদ্ধে ক্রোধ প্রকাশ করছে অথচ এই সত্যটি উপলব্ধি করতে পারছে না, তারা শুধু তাদের নির্বুদ্ধিতা কিংবা ভণ্ডামিই জাহির করছে। দুনিয়ার সবচেয়ে স্বাধীন ও অগ্রসর প্রজাতন্ত্রগুলির অন্যতম যে দেশ, সেই জার্মান প্রজাতন্ত্রে "স্বাধীনতার" মানে হল প্রলেতারিয়েতের কারারুদ্ধ নেতাদের হত্যা করার স্বাধীনতা এবং সেই হত্যাকাণ্ডের জন্য কোন শাস্তি না পাওয়া। যতদিন ধনতন্ত্র থাকবে ততদিন এ ছাড়া অন্য কিছু হতেও পারে না, কারণ গণতন্ত্রের বিকাশ শ্রেণী সংগ্রামকে স্তিমিত করে না, বরং তাকে তীব্র করেই তোলে; আর যুদ্ধের সমস্ত ফলাফল ও প্রভাব এবং তার পরিণাম ইতোমধ্যেই এই শ্রেণীসংগ্রামকে ক্রান্তি বিন্দুতে ঠেলে নিয়ে গিয়েছে।

সভ্য জগতের সর্বত্রই আমরা দেখছি যে, বলশেভিকরা নির্বাসিত হচ্ছেন, নির্যাতিত হচ্ছেন এবং তাদের কারাগারে বন্দী করা হচ্ছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, এ রকম ঘটনা ঘটেছে সবচেয়ে স্বাধীন বুর্জোয়া-প্রজাতন্ত্রগুলির অন্যতম যে দেশ সেই সুইজ্যারল্যাণ্ডে এবং আমেরিকায় যেখানে বলশেভিকবিরোধী দাঙ্গা-হাঙ্গামা, গুণ্ডামী ইত্যাদি ঘটেছে। "সাধারণভাবে গণতন্ত্র" বা "বিশুদ্ধ গণতন্ত্রের" দৃষ্টিকোণ থেকে এটা খুবই হাস্যকর যে, অগ্রসর, সভ্য এবং গণতান্ত্রিক দেশগুলি, যারা পুরোপুরি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত তারা পশ্চাদ্পদ- দুর্ভিক্ষপীড়িত এবং বিধ্বস্ত রাশিয়ার কয়েক কুড়ি লোক দেখে ভীত হয়ে উঠছে, অথচ বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকার কোটি কোটি সংখ্যায় এই দেশকে বর্বর, অপরাধপ্রবণ প্রভৃতি বিশেষণ দিয়েই বর্ণনা করা হয়ে থাকে। স্পষ্টতঃই, যে সামাজিক পরিস্থিতি থেকে এমনি ধারা সুতীব্র স্ববিরোধ উদ্ভূত হতে পারে তা আসলে বুর্জোয়া একনায়কত্বই।

(১২) এই রকম পরিস্থিতিতে শোষকদের উচ্ছেদ করার এবং তাদের প্রতিরোধকে দমন করার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব শুধু সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত উপায়ই নয়, এটা সমগ্র মেহনতী জনসাধারণের কাছে একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ও বটে, যে বুর্জোয়া একনায়কত্ব যুদ্ধ বাধিয়েছিল এবং নতুন নতুন যুদ্ধের প্রস্তুতি করছে তার বিরুদ্ধে এটা সমগ্র মেহনতী জনসাধারণের আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়ও বটে।

যে মূল বিষয়টি সোস্যালিস্টরা বুঝতে অক্ষম এবং যার ফলে তত্ত্বগত বিষয়ে তাদের অদূরদর্শিতা, বুর্জোয়া কুসংস্কারের কাছে তাদের বশ্যতা এবং প্রলেতারিয়েতের প্রতি তাদের রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতা প্রকট হয়ে উঠে তা হল এই যে, ধনতন্ত্রী সমাজে, যখনই সেই সমাজের অন্তর্নিহিত শ্রেণীসংগ্রাম কোনরকম গুরুতর আকার ধারণ করে তীব্র হয়ে উঠে, তখন বুর্জোয়াশ্রেণীর একনায়কত্ব কিংবা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব ছাড়া মাঝামাঝি আর কোন পথই থাকতে পারে না। তৃতীয় কোন এক পন্থার স্বপ্ন দেখা প্রতিক্রিয়াশীল পেটি-বুর্জোয়া বিলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের শতাধিক বছরের বিকাশধারা এবং সকল অগ্রসর দেশের শ্রমিক আন্দোলন এবং বিশেষ করে গত পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতাই পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের সত্যতা প্রমাণ করে। এই সিদ্ধান্তের সত্যতা আরো প্রমাণিত হয় অর্থশাস্ত্র দ্বারা, মার্কসবাদের সমগ্র বিষয়বস্তু দ্বারা। মার্কসবাদ দেখিয়ে দেয় যে, যেখানেই পণ্য উৎপাদনের অর্থনীতি বিরাজ করে সেখানেই দেখা দেয় বুর্জোয়া শ্রেণীর একনায়কত্বের অর্থনৈতিক অনিবার্যতা, আর ধনতন্ত্রের বিকাশেই যে শ্রেণীর বিকাশলাভ, সংখ্যাবৃদ্ধি, সংগঠন ও সংহতি সাধন ঘটেছে, কেবলমাত্র সেই শ্রেণীই অর্থাৎ প্রলেতারিয়েত শ্রেণীই এই বুর্জোয়া একনায়কত্বকে অপসারিত করে সেই জায়গায় বসতে পারে।

(১৩) সেই পুরাকালে প্রথম দেখা দিয়েছিল গণতন্ত্রের অনুন্নত প্রাথমিক অবস্থা, তারপর থেকে একটি শাসকশ্রেণীর জায়গায় আর একটি শাসকশ্রেণীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রের রূপেরও অনিবার্য পরিবর্তন ঘটেছে শতাব্দীর পর পর শতাব্দী ধরে—এটা বুঝতে না পারা হল সোস্যালিস্টদের আর একটি তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক ভুল। গ্রীসের প্রাচীনযুগের প্রজাতন্ত্রগুলিতে, মধ্যযুগের নগরগুলিতে এবং অগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে গণতন্ত্র বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছিল এবং তার ব্যবহারিক প্রয়োগেও মাত্রাগত

তারতম্য ঘটেছিল। মানবজাতির ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিপ্লব—যে বিপ্লবের ফলে দুনিয়ায় এই প্রথম ক্ষমতা হস্তান্তরিত হচ্ছে সংখ্যালঘিষ্ঠ শোষক গোষ্ঠীর হাত থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত মানুষের হাতে—সেই বিপ্লব প্রচণ্ড পরিবর্তন ছাড়াই, নতুন ধরনের গণতন্ত্র সৃষ্টি না করেই এবং নতুন অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গণতন্ত্র প্রয়োগ করবার জন্য নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে না তুলেই সেই পুরানো, বুর্জোয়া, পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের কালজীর্ণ কাঠামোর মধ্যেই ঘটতে পারে ইত্যাদি ধারণা করা হবে একেবারে আজগুবি ব্যাপার।

(১৪) অন্য যে কোন একনায়কত্বের মতো শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বেরও উদ্ভব হয় রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে অপসৃয়মান শ্রেণীটির প্রতিরোধকে সবলে চূর্ণ করবার আবশ্যিকতা থেকে; এই হল অন্যান্য একনায়কত্বের সঙ্গে শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্বের সাদৃশ্য। অন্যান্য শ্রেণীগুলির একনায়কত্ব থেকে—মধ্য-যুগের জমিদারদের একনায়কত্ব এবং সকল সভ্য ধনতন্ত্রী দেশের বুর্জোয়া একনায়কত্ব থেকে—শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের মূলগত পার্থক্য হচ্ছে যে, জমিদারদের ও বুর্জোয়াদের একনায়কত্বের মানে হল সমগ্র জনসংখ্যার সুবিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের—মেহনতী জনগণের প্রতিরোধকে সবলে দমন করা। অপর পক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের মানে হল শোষকদের, অর্থাৎ সমগ্র জনসংখ্যার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশটির, জমিদার ও ধনিকদের প্রতিরোধকে সবলে দমন করা।

এ থেকে আবার যে জিনিসটা দাঁড়ায় তা হল যে, শ্রমিকশ্রেণীর এক-নায়কত্ব অচ্ছেদ্যভাবে তার সঙ্গে সঙ্গে শুধু গণতন্ত্রের আকার-প্রকারে এবং প্রতিষ্ঠানগুলিতেই অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন নিয়ে আসে না, নিয়ে আসে যথাযথ-ভাবে সেই সব পরিবর্তনও, যার ফলে ধনতন্ত্রের কবলে নিপীড়িত মেহনতী শ্রেণীগুলি গণতন্ত্রের সকল সুবিধা সত্যসত্যই ভোগ করার অতুলনীয় সুযোগ সুবিধার অধিকারী হয়।

আর বাস্তবিক পক্ষে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের যে ধরনগুলি ইতোমধ্যেই বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করেছে, অর্থাৎ রাশিয়ায় সোভিয়েত ব্যবস্থা, জার্মানিতে রেট প্রথা (Räte System)*, অন্যান্য দেশে শপ স্টুয়ার্ডস কমিটি (Shop Stewards' Committees) এবং সোভিয়েত প্রতিষ্ঠানের মতো অন্য কিছু—এ সবগুলিই সকল মেহনতী শ্রেণীর কাছে অর্থাৎ জনগণের সুবিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ

* কাউন্সিল প্রথা—সম্পা.

অংশের কাছে গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করার এমন সব ব্যবহারিক সুযোগ এনে দিয়েছে যা আগে কখনো ছিল না, এমনকি যার আভাস-মাত্রও সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পাওয়া যায়নি।

ধনতন্ত্রের অত্যাচারে যে শ্রেণীগুলি অত্যাচারিত হত ঠিক সেই শ্রেণী-গুলির অর্থাৎ শ্রমিক ও আধা-প্রলেতারিয়েতের (যারা অপরের শ্রম শোষণ করে না এবং যারা সর্বদাই নিজেদের শ্রমশক্তির অন্ততঃ একটি অংশ বিক্রি করতে বাধ্য হয় এমন কৃষকদের) গণ-সংগঠন হল সমগ্র রাষ্ট্র-শাসনের, সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রের স্থায়ী এবং একমাত্র ভিত্তি—এটাই হল সোভিয়েত শাসনের মর্মবস্তু। যেখানে আইনের চোখে জনগণের রয়েছে সমানাধিকার, এমনকি সেই সবচেয়ে গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রগুলিতেও আসলে জনগণকে হাজারো রকমের শঠতা ও ছলনার মারপ্যাঁচে রাজনৈতিক জীবনে অংশ গ্রহণ করা থেকে এবং গণ-তান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করা থেকে বঞ্চিত করা হয়। এখন সেই জনগণকেই টেনে আনা হয়েছে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রশাসনের কাজের মধ্যে—সে কাজে তারা নিয়মিতভাবে, চিরস্থায়ীভাবে, তদুপরি নিশ্চিতভাবে অংশ গ্রহণ করছে।

(১৫) স্ত্রী-পুরুষ, ধর্ম, সঞ্জাতি (রেস) বা জাতিসত্তা নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকারের যে প্রতিশ্রুতি বুর্জোয়া গণতন্ত্র সব সময়ে এবং সকল জায়গায় দিয়ে এসেছে অথচ কখনো কাজে পরিণত করেনি, এবং মূলধনের আধিপত্যের জন্য কখনো কাজে পরিণত করতে পারেনি, সোভিয়েত শাসনে বা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বে সেই সমান অধিকার সঙ্গে সঙ্গেই সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করা হয়। আসল ঘটনা হল যে, একমাত্র শ্রমিকদের সরকারই এই অধিকার কার্যকরী করতে পারে, কেননা উৎপাদনের উপায়ের উপরে ব্যক্তিগত মালিকানায় এবং তার ভাগাভাগির লড়াইয়ে শ্রমিকদের কোন স্বার্থ নেই।

(১৬) পুরানো অর্থাৎ বুর্জোয়া গণতন্ত্র এবং পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা এমনভাবে সংগঠিত ছিল যে, মেহনতী জনসাধারণকেই শাসনযন্ত্র থেকে যথাসম্ভব দূরে সরিয়ে রাখা হত। অপরদিকে সোভিয়েত রাষ্ট্রশক্তি অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব এমনভাবে সংগঠিত যে সে-শক্তি মেহনতী জনগণকে সরকারের শাসনযন্ত্রের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শেই নিয়ে আসে। এটাই হচ্ছে রাষ্ট্রের সোভিয়েত সংগঠনের আমলে বিধানিক ও নির্বাহিক ক্ষমতার সংযুক্তিকরণের এবং আঞ্চলিক নির্বাচন কেন্দ্রের জায়গায় উৎপাদন ইউনিটের—কল, কারখানার—প্রবর্তনের উদ্দেশ্য।

(১৭) কেবলমাত্র রাজতন্ত্রের আমলেই যে সৈন্যবাহিনী অত্যাচার-উৎপীড়নের হাতিয়ার ছিল তা কিন্তু ঘটনা নয়, সকল বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রে, এমনকি সবচেয়ে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রেও সৈন্যবাহিনী ঐ রকম হাতিয়ার হিসাবেই কাজ করছে। ধনতন্ত্রের দ্বারা অত্যাচারিত শ্রেণীগুলির শাসন-ক্ষমতার স্থায়ী সংগঠন সোভিয়েতই শুধু বুর্জোয়া সেনানায়কদের নিকট বশ্যতা স্বীকারের দায় থেকে সৈন্যবাহিনীকে মুক্ত করতে এবং কার্যত প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে সৈন্যবাহিনীকে মিলিয়ে দিতে সক্ষম; কেবলমাত্র সোভিয়েতগুলিই পারে সফলভাবে প্রলেতারিয়েত শ্রেণীকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে তুলতে আর বুর্জোয়াশ্রেণীকে নিরস্ত্র করে ফেলতে। এ কাজ যদি না করা হয় তাহলে সমাজতন্ত্রের বিজয় অসম্ভব।

(১৮) যে শ্রেণী ধনতন্ত্রের দ্বারা সবচেয়ে কেন্দ্রীভূত ও আলোকপ্রাপ্ত হয়েছে সেই প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর নেতৃত্বের ভূমিকা সবচেয়ে ভালভাবে কার্যকর হয় রাষ্ট্রক্ষমতার সোভিয়েত সংগঠনের মাধ্যমে। সকল বিপ্লবের এবং নিপীড়িত শ্রেণীগুলির সকল আন্দোলনের অভিজ্ঞতা, বিশ্ব সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, মেহনতী ও শোষিত জনসাধারণের বিক্ষিপ্ত ও পশ্চাৎপদ অংশগুলিকে একমাত্র প্রলেতারিয়েত শ্রেণীই ঐক্যবদ্ধ করতে এবং পরিচালিত করতে সক্ষম।

(১৯) একমাত্র সোভিয়েত রাষ্ট্র সংগঠনই পুরানো অর্থাৎ বুর্জোয়া আমলাতান্ত্রিক ও বিচারবিভাগীয় যন্ত্রকে অবিলম্বে এবং চিরকালের জন্য কার্যতই উচ্ছেদ ও ধ্বংস করতে সক্ষম। ধনতন্ত্রের আমলে, এমনকি সবচেয়ে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলিতেও এই যন্ত্রটিকে বজায় রাখা হচ্ছে এবং অনিবার্যভাবেই এটিকে বজায় রাখতে হবে এবং বাস্তবে এটি হল সাধারণভাবে শ্রমিক ও মেহনতী জনগণের জীবনে গণতন্ত্রের ব্যবহারিক প্রয়োগের পথে বৃহত্তম প্রতিবন্ধ। পারি কমিউন এই পথে প্রথম যুগান্তকারী পদক্ষেপ, আর সোভিয়েত ব্যবস্থা হল দ্বিতীয় পদক্ষেপ।

(২০) মার্কসসহ এবং মার্কসের নেতৃত্বে পরিচালিত সকল সোস্যালিস্টেরই লক্ষ্য রাষ্ট্রক্ষমতার ধ্বংসসাধন। এই লক্ষ্য পূর্ণ না হলে প্রকৃত গণতন্ত্র অর্থাৎ সমানাধিকার ও স্বাধীনতা অর্জন করা যাবে না। কিন্তু কেবলমাত্র সোভিয়েত বা প্রলেতারীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমেই প্রকৃত গণতন্ত্রের ব্যবহারিক সাফল্য সম্ভব। কারণ রাষ্ট্রের শাসনকার্যে মেহনতী জনগণের গণসংগঠনগুলির নিরন্তর ও অনলস অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করে এই সোভিয়েত বা প্রলেতারীয় গণতন্ত্র সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রক্ষমতার সম্পূর্ণ অবলুপ্তির প্রস্তুতি শুরু করে।

(২১) বার্নে যারা সমবেত হয়েছিল সেই সব সোস্যালিস্টদের চরম দেউলিয়াপনা, নতুন জিনিস অর্থাৎ প্রলেতারীয় গণতন্ত্র উপলব্ধি করতে তাদের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা বিশেষভাবে প্রকট হয়ে উঠে নিম্নলিখিত ঘটনায়। ১৯১৯ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী বার্নে পীত আন্তর্জাতিকের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সমাপ্তি বক্তৃতা দেন ব্রাণ্টিং। ১৯১৯ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী বার্লিন থেকে প্রকাশিত উক্ত আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত Die Freiheit পত্রিকায় "ইণ্ডিপেনডেন্টদের" (স্বতন্ত্রদের) পার্টির একটি আবেদন প্রকাশিত হয় প্রলেতারিয়েতের উদ্দেশ্যে। এই আবেদনে শিদেমান সরকারের বুর্জোয়া চরিত্র স্বীকার করা হয় এবং সোভিয়েতগুলিকে বিলুপ্ত করতে চাইবার জন্য শিদেমান সরকারকে ভর্ৎসনা করা হয়; এই আবেদনে সোভিয়েতগুলিকে বর্ণনা করা হয় Träger und Schützer der Revolution—বিপ্লবের বাহন ও রক্ষক হিসেবে—এবং প্রস্তাব করা হয় যে, সোভিয়েতগুলিকে আইনসঙ্গত করা হোক, তাদের হাতে সরকারী কর্তৃত্ব দেওয়া হোক এবং গণভোট না হওয়া পর্যন্ত তাদের এই অধিকার দেওয়া হোক যাতে তারা জাতীয় পরিষদের সিদ্ধান্তগুলি কার্যকরী করা স্থগিত রাখতে পারে।

যে সব তত্ত্ববিশারদ গণতন্ত্রকে সমর্থন করেছিল এবং তার বুর্জোয়া চরিত্র বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল তাদের মতাদর্শগত চরম দেউলিয়াপনারই সাক্ষ্য দিচ্ছে ঐ প্রস্তাব। সোভিয়েত ব্যবস্থার সঙ্গে অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সঙ্গে জাতীয় পরিষদের অর্থাৎ বুর্জোয়া একনায়কত্বের সম্মিলন ঘটানোর এই হাস্যকর প্রচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করে দিচ্ছে পীত সোস্যালিস্টদের ও সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের চিন্তার দৈন্য, তাদের প্রতিক্রিয়াশীল পেটি-বুর্জোয়া রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং নতুনের, প্রলেতারীয় গণতন্ত্রের দুর্নিবার গতিতে ক্রমবর্ধমান শক্তি সঞ্চয় দেখে তাকে কিছু কিছু সুবিধা ছেড়ে দেওয়ার তাদের কাপুরুষোচিত মনোভাব।

(২২) বার্ন পীত আন্তর্জাতিকের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নিজেদের শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গির থেকে বলশেভিকবাদের নিন্দা করে ঠিকই করেছিল। তারা শ্রমিক জনগণের ভয়ে ভীত হয়ে কোন আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। কিন্তু তারা রাশিয়ার মেনশেভিকদের ও সোস্যালিস্ট রিভলিউসনারিদের এবং জার্মানির শিদেমানদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। বলশেভিকদের হাতে নির্যাতিত হওয়ার অভিযোগ করে রাশিয়ান মেনশেভিকরা ও সোস্যালিস্ট রিভলিউসনারীরা

যে ঘটনাটি গোপন রাখার চেষ্টা করে সেটি হল যে, গৃহযুদ্ধের সময় প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর বিরুদ্ধে বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে যোগ দেবার জন্যই তারা নির্যাতিত হয়েছে। ঠিক এই রকম ভাবেই, জার্মানিতে শিদেমানরা আর তাদের পার্টি ইতোমধ্যেই দেখিয়ে দিয়েছে যে, তারাও গৃহযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করছে বুর্জোয়াশ্রেণীরই পক্ষে এবং শ্রমিকদের বিরুদ্ধে।

সুতরাং বার্ন পীত আন্তর্জাতিকের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যে, বলশেভিকদের নিন্দা করবে তা তো খুবই স্বাভাবিক। এই ঘটনা "বিশুদ্ধ গণতন্ত্রকে" রক্ষা করার পরিচায়ক নয়, এ হল সেই সব ব্যক্তিরই আত্মরক্ষার পরিচায়ক যারা জানে এবং অনুভব করে যে, গৃহযুদ্ধের সময় তারা প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর বিরুদ্ধে, বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষেই দাঁড়ায়।

সেই জন্যই, শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে পীত আন্তর্জাতিকের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সিদ্ধান্ত যে সঠিক হয়েছিল তা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। প্রলেতারিয়েত শ্রেণীকে যা সত্য তাকে ভয় করলে চলবে না, তাকে সোজাসুজি সত্যের সম্মুখীন হতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সকল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

কমরেডগণ! শেষ ধারা দুটির সঙ্গে আমি আরো দু-একটি কথা যোগ করতে চাই। আমার বিশ্বাস, যে সমস্ত কমরেড বার্ন সম্মেলন সম্পর্কে এখানে বিবরণী পেশ করবেন, তাঁরা এই প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে বলবেন।

বার্ন সম্মেলনে সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতার তাৎপর্য সম্পর্কে একটি কথাও বলা হয়নি। রাশিয়ায় আমরা এই প্রথম প্রশ্নটি নিয়েই দু'বছর ধরে আলোচনা করছি। ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে আমাদের পার্টি সম্মেলনে আমরা তত্ত্বগতভাবে ও রাজনীতিগতভাবে এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলাম: "সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতা কি জিনিস, তার মর্মবস্তু কি, আর তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য কি?"

প্রায় দু'বছর ধরে এই প্রশ্নটি আমরা আলোচনা করছি। এবং আমাদের পার্টি কংগ্রেসে এ সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব আমরা গ্রহণ করেছিলাম।[১২৮]

১১ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বার্লিনের "Freiheit" পত্রিকায় জার্মান প্রলেতারিয়েতের উদ্দেশ্যে একটি ইশ্‌তেহার প্রকাশিত হয়; সেই ইশ্‌তেহারে শুধু যে জার্মানির ইণ্ডিপেনডেন্ট সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির নেতারাই স্বাক্ষর করেছিলেন তা কিন্তু ঘটনা নয়, তাতে রাইখস্টাগে ইণ্ডিপেনডেন্ট সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক গ্রুপের সকল সদস্যই স্বাক্ষর করেছিলেন। ১৯১৮ সালের আগস্ট

মাসে এইসব ইণ্ডিপেনডেন্টদের প্রধান তত্ত্ববিদদের অন্যতম, কাউৎস্কি লিখলেন তাঁর **শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব** নামক পুস্তিকা, তাতে তিনি ঘোষণা করলেন যে, তিনি গণতন্ত্রেরও সমর্থক আবার সোভিয়েত সংস্থাগুলিরও সমর্থক, কিন্তু সোভিয়েতগুলি শুধু অর্থনৈতিক ধরনের সংস্থা হিসাবেই থাকবে; সেগুলিকে কোনমতেই রাষ্ট্রীয় সংগঠন হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া চলবে না। Freiheit পত্রিকার ১১ই নভেম্বর ও ১২ই জানুয়ারির সংখ্যায় কাউৎস্কি ঐ একই কথা বলেছেন। ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বের হল রুডলফ্ হিলফারডিঙের লেখা একটি প্রবন্ধ—ইনিও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্যতম প্রধান ও প্রামাণ্য তত্ত্ববিদ হিসাবে গণ্য। এই প্রবন্ধে তিনি প্রস্তাব করলেন যে, আইন করে, রাষ্ট্রীয় বিধানব্যবস্থা দ্বারা সোভিয়েত ব্যবস্থাকে জাতীয় পরিষদের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হোক। এ হল ৯ই ফেব্রুয়ারির ঘটনা। আর ১১ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সমগ্র ইণ্ডিপেনডেন্ট পার্টি কর্তৃক এই প্রস্তাব গৃহীত হল এবং প্রকাশিত হল ইশ্‌তেহার আকারে।

জাতীয় পরিষদ তো রয়েইছে, তা সত্ত্বেও, "বিশুদ্ধ গণতন্ত্র"ও বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে তবুও, ইণ্ডিপেনডেন্ট সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের প্রধান প্রধান তত্ত্ববিদেরা ঘোষণা করেছেন যে, সোভিয়েত সংগঠনগুলিকে রাষ্ট্রীয় সংগঠনে পরিণত করা চলবে না, তার পরেও, এ সব সত্ত্বেও—ফের দ্বিধা! এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নতুন আন্দোলন এবং তার সংগ্রামের অবস্থাদি সম্পর্কে এই ভদ্রমহোদয়দের আদৌ কোন ধারণা নেই। কিন্তু এ থেকে আরো একটি জিনিস বেরিয়ে আসে—তা হল যে, এই দ্বিধা দেখা দেওয়ার নিশ্চয়ই বিশেষ কোন অবস্থা, কারণ ইত্যাদি আছে! এই সব ঘটনার পরে, রাশিয়ায় বিপ্লব জয়ী হবার প্রায় দু'বছর পরে, যখন যে সম্মেলনের প্রস্তাবে সোভিয়েত আর তার তাৎপর্য সম্পর্কে একটি কথাও নেই, এবং এ সম্পর্কে একটি কথাও যে সম্মেলনের একজন প্রতিনিধিও উচ্চারণ করেননি, সেই বার্ন সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাদির মতন প্রস্তাব যখন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হয় তখন আমরা সম্পূর্ণ সঙ্গতভাবেই এ কথা বলতে পরি যে, সোস্যালিস্ট এবং তত্ত্ববিদ হিসাবে আমাদের কাছে এই সব ভদ্রলোকদের অস্তিত্ব ফুরিয়ে গিয়েছে।

কিন্তু, কমরেডগণ, এই সব ইণ্ডিপেণ্ডেন্টরা, যাঁরা তত্ত্বগতভাবে এবং নীতিগত-ভাবে এই সব রাষ্ট্রীয় সংগঠনগুলির বিরুদ্ধতা করতেন, তাঁরাই আজ হঠাৎ জাতীয় পরিষদের সঙ্গে সোভিয়েত ব্যবস্থাকে "শান্তিপূর্ণভাবে" যুক্ত করে দেওয়ার অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সঙ্গে বুর্জোয়া একনায়কত্বের মিলন ঘটিয়ে

দেওয়ার কাণ্ডজ্ঞানহীন প্রস্তাব উত্থাপন করছেন—এই ঘটনা ব্যবহারিক দিক থেকে, রাজনীতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই কথাই প্রমাণ করে যে জনগণের মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সোস্যালিস্ট হিসাবে, তত্ত্ববিদ হিসাবে ইণ্ডিপেনডেন্টরা সকলেই দেউলিয়া হয়ে গেছেন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, জনগণের মধ্যে এক প্রকাণ্ড পরিবর্তন ঘটছে। জার্মান প্রলেতারিয়েতের মধ্যে পশ্চাৎপদ সেই জনগণ আমাদের পক্ষে আসছে, আমাদের পক্ষে তারা এসে গেছে! তাই তত্ত্বগত ও সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বার্ন সম্মেলনের সবচেয়ে ভাল যে অংশ সেই ইণ্ডিপেনডেন্ট সোস্যাল-ডেমোক্রাট পার্টির আজ কোন তাৎপর্য নেই। কিন্তু একটা তাৎপর্য তবুও থেকে যাচ্ছে, তা হচ্ছে এই যে, এই সব দোদুল্যমান অংশ থেকেই আমরা প্রলেতারিয়েতের পশ্চাৎপদ অংশের মনোভাব বুঝতে পারি। আমার মতে এটাই হল এই সম্মেলনের বিরাট ঐতিহাসিক তাৎপর্য। আমাদের বিপ্লবেও প্রায় অনুরূপ ঘটনার অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছিল। জার্মানিতে ইণ্ডিপেনডেন্টদের তত্ত্ববিদেরা যে পথ ধরে বিকাশ লাভ করেছিল প্রায় ঠিক সেই পথ ধরেই আমাদের মেনশেভিকরাও বিকাশ লাভ করেছে। গোড়ার দিকে যখন তারা সোভিয়েতগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল তখন তারা ছিল সোভিয়েতগুলিরই সমর্থক। তখন আমরা যে সব আওয়াজ শুনতাম তা ছিল: "সোভিয়েত দীর্ঘজীবী হোক!" "সোভিয়েতেরই সপক্ষে" "সোভিয়েতই বিপ্লবী গণতন্ত্র"। কিন্তু আমরা, বলশেভিকরা, যখন সোভিয়েতগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলাম, অমনি তাদের সুর গেল বদলে; তারা গাইতে শুরু করল: সোভিয়েত আর সংবিধান সভা পাশাপাশি থাকলে চলবে না। এবং কয়েকজন মেনশেভিক তত্ত্ববিদ সংবিধান সভার সঙ্গে সোভিয়েত ব্যবস্থাকে যুক্ত করে দেবার এবং সোভিয়েতগুলিকে রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে একান্তভাবে মিশিয়ে দেবার মতন সেই একই প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। এ থেকে আর একবার এ কথাই সপ্রমাণিত হল যে, সারা দুনিয়া জুড়ে প্রলেতারীয় বিপ্লবের সাধারণ গতিপথ একই। প্রথমে সোভিয়েতগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আত্মপ্রকাশ করে, তারপর তাদের বিস্তৃতি ও বিকাশ ঘটে, তারপর দেখা দেয় সেই বাস্তব সমস্যা: সোভিয়েত, না জাতীয় পরিষদ, না সংবিধান সভা, না বুর্জোয়া পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা; নেতাদের মধ্যে দেখা দেয় চরম বিভ্রান্তি, আর সর্বশেষে আসে প্রলেতারীয় বিপ্লব। কিন্তু আমি মনে করি যে, বিপ্লবের দু'বছর পরে

আমাদের পক্ষে সমস্যাটিকে এভাবে তুলে ধরা ঠিক হবে না ; বরং আমাদের বাস্তব সিদ্ধান্তই গ্রহণ করতে হবে, কেননা সোভিয়েত ব্যবস্থাকে বিস্তৃত করা আমাদের, এবং বিশেষ করে অধিকাংশ পশ্চিম ইওরোপীয় দেশগুলির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য।

এই প্রসঙ্গে আমি একটিমাত্র মেনশেভিক প্রস্তাবের উদ্ধৃতি দিতে চাই। এটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে দেবার জন্য ? আমি কমরেড অবোলেনস্কিকে অনুরোধ করেছিলাম। তিনি তা করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি এখানে নেই। আমি আমার স্মৃতি থেকে সেটি আপনাদের কাছে উপস্থিত করবার চেস্টা করব, কারণ ঐ প্রস্তাবের গোটা বয়ানটা আমার সঙ্গে নেই।

বলশেভিকবাদ সম্পর্কে কখনো কিছু শোনেননি এমন একজন বিদেশীর পক্ষে আমাদের বিতর্ক সম্বন্ধে কোন মত স্থির করা একান্তই দুরূহ। বলশেভিকরা যা কিছুই বলে মেনশেভিকরা তাকেই চ্যালেঞ্জ করে, আবার মেনশেভিকরা যা কিছুই বলে বলশেভিকরা তাকে চ্যালেঞ্জ করে। অবশ্য সংগ্রাম যখন চলছে তখন এই ধরনের ঘটনা অপ্রত্যাশিত নয়। এবং সেই কারণেই এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে ১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত মেনশেভিকদের বিগত সম্মেলনে এক দীর্ঘ ও বিশদ প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সে প্রস্তাবের পূর্ণাঙ্গ পাঠ প্রকাশিত হয় মেনশেভিকদের Gazeta Pechatnikov পত্রিকায় [১২১]। এই প্রস্তাবে মেনশেভিকরা নিজেরাই শ্রেণীসংগ্রামের ও গৃহযুদ্ধের ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিয়েছে। প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে তারা তাদের পার্টির সেই সব গ্রুপ-গুলির নিন্দা করছে যারা উরাল অঞ্চলে, দক্ষিণাঞ্চলে, ক্রিমিয়ায় এবং জর্জিয়ায় বিত্তবান শ্রেণীগুলির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে—এই সব অঞ্চলের নামও করা হয় ঐ প্রস্তাবে। যারা বিত্তবান শ্রেণীগুলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল মেনশেভিক পার্টির সেই সব গ্রুপগুলিকে এখন এই প্রস্তাবে নিন্দা করা হচ্ছে ; কিন্তু প্রস্তাবের শেষ ধারায় তাদেরও নিন্দা করা হয়েছে যারা হাত মিলিয়েছিল কমিউনিস্টদের সঙ্গে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, মেনশেভিকরা এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল যে, তাদের পার্টিতে কোন একতা নেই, এবং তাদের সভ্যদের কেউ কেউ যোগ দিয়েছে বুর্জোয়াদের সঙ্গে, আবার কেউ কেউ যোগ দিয়েছে প্রলেতারিয়েতদের সঙ্গে। মেনশেভিকদের বেশীরভাগ অংশই বুর্জোয়াদের পক্ষে যোগ দিয়েছিল এবং গৃহযুদ্ধের সময় আমাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ

করেছিল। মেনশেভিকরা যখন আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায়, আমাদের লাল-ফৌজের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং আমাদের লালফৌজের অধিনায়কদের গুলি করে তখন আমরা, অবশ্যই, তাদের নির্যাতন করি, এমনকি তাদের গুলিও করি। বুর্জোয়া শ্রেণীর যুদ্ধের জবাব আমরা প্রলেতারীয় শ্রেণী যুদ্ধ দিয়েই দিয়েছিলাম—এ ছাড়া আর কোন পথ হতে পারে না। সুতরাং রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এগুলি সবই মেনশেভিকদের নিছক ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছু নয়। সরকারী-ভাবে যাদের উন্মাদ বলে ঘোষণা করা হয়নি সেই সব লোকেরা বার্ন সম্মেলনে মেনশেভিকদের ও সোস্যালিস্ট রিভলিউসনারীদের নির্দেশে কি করে এ কথা বলতে পারল যে মেনশেভিকদের ও সোস্যালিস্ট রিভলিউসনারীদের বিরুদ্ধে বলশেভিকরা লড়াই করছে এবং প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর বিরুদ্ধে ওরা যে নিজেরাই সংগ্রাম করছে বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে সে-সম্পর্কে কি করে তারা একেবারে নীরব থাকতে পারছে তা ইতিহাসের বিচারে একেবারে অবোধ্য।

তাদের নির্যাতন করেছি বলে তারা সকলে আমাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে। এ কথা সত্য। কিন্তু গৃহযুদ্ধে তারা নিজেরা কি অংশ গ্রহণ করেছিল সে-সম্বন্ধে তারা একটি কথাও বলে না! আমার মনে হয় যে, অনুবিবরণীতে যাতে প্রস্তাবটি লিপিবদ্ধ থাকে তার জন্য প্রস্তাবের পূর্ণ বয়ানটিই আমাকে দিতে হবে এবং বিদেশী কমরেডদের আমি অনুরোধ করব তারা যেন এটি পড়ে দেখেন, কারণ এটি এমন একটি ঐতিহাসিক দলিল যাতে প্রশ্নটিকে সঠিকভাবে উত্থাপন করা হয়েছে এবং যাতে রাশিয়ার "সোস্যালিস্ট" ঝোঁকগুলির মধ্যেকার বিতর্কের মূল্যায়নের সবচেয়ে ভাল উপাদান রয়েছে। প্রলেতারীয় শ্রেণী এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর মাঝখানে আরো একটি শ্রেণী আছে। যে শ্রেণীটি কখনো এদিকে, কখনো ওদিকে দোলে। সমস্ত বিপ্লবেই সর্বদা এই ব্যাপারটি ঘটে আসছে, আর ধনতন্ত্রী সমাজে যেখানে প্রলেতারিয়েত এবং বুর্জোয়া শ্রেণী দুটি বিরোধী শিবিরে সমবেত, সেখানে কোন মধ্যবর্তী স্তর থাকবে না, তা একেবারে অসম্ভব। এই সমস্ত দোদুল্যমান অংশের অস্তিত্ব ঐতিহাসিকভাবে অবশ্যম্ভাবী এবং দুর্ভাগ্য-বশতঃ এই সব অংশ, যারা নিজেরাই জানে না আগামীকাল কাদের পক্ষাবলম্বন করে তারা সংগ্রাম করবে সেই সব অংশ আরো বেশ কিছুদিন ধরে টিকে থাকবে!

আমি একটি কার্যকর প্রস্তাব রাখতে চাই: আসুন আমরা এমন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করি যাতে বিশেষভাবে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ থাকবে।

প্রথমত, পশ্চিম ইওরোপের কমরেডদের অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হচ্ছে সোভিয়েত ব্যবস্থার তাৎপর্য, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা জনসাধারণের কাছে ব্যাখ্যা করা। এই প্রশ্নটি সম্পর্কে কিন্তু এখনো যথেষ্ট স্বচ্ছ ধারণা নেই। যদিও তত্ত্ববিদ হিসাবে কাউৎস্কি এবং হিলফারডিং দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে কিন্তু Freiheit পত্রিকায় তাদের সাম্প্রতিক প্রবন্ধগুলিতে জার্মান প্রলেতারীয় শ্রেণীর পশ্চাৎপদ অংশগুলির মনোভাব সঠিকভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে। আমাদের দেশে ঠিক একই রকম ব্যাপার ঘটেছিল : রুশ বিপ্লবের প্রথম আটমাসে রাষ্ট্রের সোভিয়েত সংগঠনের প্রশ্নটি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছিল এবং এই নতুন ব্যবস্থা ঠিক কি রকম, সোভিয়েতগুলিকে রাষ্ট্র-যন্ত্রে রূপান্তরিত করা সম্ভব কিনা তা শ্রমিকেরা বুঝত না। তত্ত্বের পথ ধরে নয়, হাতে-কলমে কাজ করার পথ ধরেই আমরা আমাদের বিপ্লবে এগিয়ে গিয়েছিলাম। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, আগে আমরা কখনো সংবিধান সভার প্রশ্নটি তত্ত্বগতভাবে উত্থাপন করিনি, এ কথাও কখনো বলিনি যে, সংবিধান সভা আমরা স্বীকার করি না। পরে যখন সারা দেশ জুড়ে সোভিয়েত সংগঠনগুলি ছড়িয়ে পড়ল এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করল, কেবল তখনই আমরা সংবিধান সভা ভেঙে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম, এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, হাঙ্গেরি ও সুইজারল্যাণ্ডে প্রশ্নটি আরো তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে। এক হিসাবে এটা খুব ভাল ; এটা আমাদের মনে এই সুদৃঢ় বিশ্বাসই জন্মায় যে, পশ্চিম ইওরোপের রাষ্ট্রগুলিতে বিপ্লব আরো দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে এবং আরো বিরাট বিরাট বিজয় সেখানে ঘটবে। অন্য দিকে এর মধ্যে কিছু বিপদও নিহিত রয়েছে ; তা হল এই যে, সংগ্রাম এমন ঊর্ধ্বস্তরে গিয়ে পৌঁছবে যার সঙ্গে তাল রেখে চলা শ্রমিক জনসাধারণের চেতনার স্তরের পক্ষে সম্ভব হবে না। সোভিয়েত ব্যবস্থার তাৎপর্য এখনো রাজনীতিতে শিক্ষিত জার্মান শ্রমিকদের বিরাট অংশের কাছে সুস্পষ্ট নয়, কারণ তারা শিক্ষিত হয়েছে পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থার ভাবধারায় এবং তারা শিক্ষিত হয়েছে বুর্জোয়া কুসংস্কারেরই মধ্যে।

দ্বিতীয়ত, সোভিয়েত ব্যবস্থার বিস্তার লাভের প্রশ্ন সম্পর্কে। সোভিয়েতের ধারণা কত দ্রুতবেগে জার্মানিতে, এমনকি ব্রিটেনেও ছড়িয়ে পড়ছে তা যখন আমরা শুনি তখন তা থেকে আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্যই পাই যে, প্রলেতারীয় বিপ্লব জয়ী হবেই। অল্পকালের জন্যই শুধু এ বিপ্লবের অগ্রগতি রুদ্ধ হতে পারে। কিন্তু কমরেড অ্যালবার্ট ও কমরেড প্লাটেন আমাদের যখন বললেন যে, তাঁদের

গ্রামাঞ্চলে গ্রাম্য মজুর ও ক্ষুদ্র চাষীদের মধ্যে কোনরকম সোভিয়েত নেই বললেই চলে, তখন সে ঘটনা হচ্ছে সম্পূর্ণ অন্য এক জিনিস। "Rote Fahne" পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে আমি দেখলাম যে, কৃষক-সোভিয়েতের বিরুদ্ধতা করা হয়েছে, কিন্তু খুবই সঠিকভাবে ক্ষেতমজুর ও গরিব কৃষকদের সোভিয়েতকে সমর্থন করা হয়েছে।[১৩০] বুর্জোয়ারা এবং শিদেমান প্রমুখদের মতন তাদের বশংবদ ভৃত্যেরা ইতোমধ্যেই কৃষক-সোভিয়েতের স্লোগান হাজির করেছে। কিন্তু আমাদের যা প্রয়োজন তা হল কেবল ক্ষেত-মজুর ও গরিব কৃষকদের সোভিয়েত। দুঃখের বিষয় যে, কমরেড অ্যালবার্ট, কমরেড প্লাটেন এবং অন্যান্য কমরেডদের রিপোর্টে দেখা গেল যে, একমাত্র হাঙ্গেরী বাদে আর কোথাও গ্রামাঞ্চলে সোভিয়েত ব্যবস্থাকে ছড়িয়ে দেবার জন্য প্রায় কিছুই করা হয়নি। এখানেই সম্ভবতঃ নিহিত রয়েছে সেই বাস্তব ও গুরুতর বিপদ যা জার্মান প্রলেতারিয়েতের নিশ্চিত বিজয়লাভের পথে বাধা সৃষ্টি করছে। বিজয়লাভ সম্পর্কে তখনই সুনিশ্চিত হওয়া যায় যখন দেখা যায় যে, শহরের শ্রমিকেরাই শুধু নয়, তাদের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের প্রলেতারিয়েতরাও সংগঠিত হয়েছে—তারা সংগঠিত হয়েছে সোভিয়েতের মধ্যে। অতীতের মতো শুধু ট্রেড ইউনিয়ন আর সমবায় সমিতিতেই তারা সংগঠিত হয়নি। আমাদের জয়লাভ অনেক বেশী সহজ হয়েছিল এই কারণে যে, ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে আমরা অভিযান করেছিলাম কৃষকগোষ্ঠীকে, সমগ্র কৃষক গোষ্ঠীকে নিয়ে। এই অর্থে সে-সময় আমাদের বিপ্লব ছিল বুর্জোয়া-বিপ্লব। আমাদের প্রলেতারীয় সরকারের প্রথম কাজ হয়েছিল সমগ্র কৃষক-গোষ্ঠীর পুরানো দাবিগুলিকে, কেরেনস্কির আমলে কৃষক-সোভিয়েত ও গ্রাম-পঞ্চায়েতগুলি যে সমস্ত দাবি তুলেছিল, সেগুলিকে আইনগত অনুমোদন দান করা। বিপ্লবের পরের দিনই, ১৯১৭ সালের ২৬শে অক্টোবর (পুরানো স্টাইল অনুসারে) আমাদের সরকার যে বিধান জারি করে তাতে এই কার্য সম্পন্ন করা হয়। এখানেই ছিল আমাদের শক্তি; আর এই জন্যই জনগণের সুবিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে অত সহজে আমরা জয় করতে পেরেছিলাম। গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে আমাদের বিপ্লব বুর্জোয়া বিপ্লব রূপেই এগোতে থাকল; ছ'টি মাস পার হবার পরেই কেবল আমরা রাষ্ট্র-সংগঠনের মধ্য থেকে গ্রামাঞ্চলে শ্রেণী-সংগ্রাম আরম্ভ করতে বাধ্য হলাম, বাধ্য হলাম প্রতিটি গ্রামে গরিব কৃষকদের কমিটি, আধা-প্রলেতারিয়েতদের কমিটি গড়ে তুলতে এবং বাধ্য হলাম গ্রাম্য

বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সুশৃঙ্খল সংগ্রাম চালিয়ে যেতে। দেশের অনগ্রসরতার দরুন রাশিয়ায় এটাই ছিল অবশ্যম্ভাবী। পশ্চিম ইওরোপে ঘটনার বিকাশ ঘটবে ভিন্ন ধারায়, আর সেই কারণেই আমাদের বিশেষ জোর দিয়ে এ কথা বলা দরকার যে, গ্রাম্য জনগণের মধ্যেও উপযুক্ত ধরনের, সম্ভবত নব নব রূপে সোভিয়েতের বিস্তার সাধন করা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়।

তৃতীয়ত, আমাদের এ কথা অবশ্যই বলতে হবে যে, যে-সব দেশে সোভিয়েত শাসন এখনও জয়যুক্ত হয়নি, সে সব দেশে সোভিয়েতগুলিতে কমিউনিস্টদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করাই হল প্রধান কাজ। এ বিষয়টি আমাদের প্রস্তাব-রচনা কমিশন গতকাল আলোচনা করেছেন। সম্ভবত অন্যান্য কমরেডরাও এ সম্পর্কে তাদের অভিমত ব্যক্ত করবেন, কিন্তু আমার প্রস্তাব হল যে, এই তিনটি বিষয়কে একটি বিশেষ প্রস্তাব হিসাবে গ্রহণ করা হোক। অবশ্য বিকাশের পথ নির্দিষ্ট করে দেবার মতন অবস্থায় আমরা নেই। এটা খুবই সম্ভব যে, পশ্চিম ইওরোপের বহু দেশে অতি শীঘ্রই বিপ্লব ঘটবে, কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত অংশ হিসাবে একটি পার্টি হিসাবে আমরা চেষ্টা করছি সোভিয়েতগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে এবং সে চেষ্টা আমাদের করতেই হবে। যদি এ কাজ সম্পন্ন করা যায় তাহলে আমাদের জয়লাভ অবধারিত, এবং পৃথিবীতে কোন শক্তিই কমিউনিস্ট বিপ্লবের বিরুদ্ধে কোন কিছু করতে সক্ষম হবে না। যদি এ কাজ আমরা সম্পন্ন করতে না পারি তাহলে অত সহজে জয়ী হওয়া যাবে না এবং জয়ও স্থায়ী হবে না। সেই জন্যই আমি প্রস্তাব করতে চাই যে, এই তিনটি বিষয়কে একটি বিশেষ প্রস্তাব হিসাবে গ্রহণ করা হোক।

১৯১৯ সালের ৬ই মার্চ "প্রাভদার" ৫১তম সংখ্যায় থিসিসগুলি মুদ্রিত হয়। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেসের অনুবিবরণীতে ১৯২০ সালে জার্মান এবং ১৯২১ সালে রুশ সংস্করণে রিপোর্টটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

২৮ খণ্ড
পৃঃ ৪৩৫-৫১

বুর্জোয়া একনায়কত্ব ও শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সম্পর্কিত থিসিসগুলির সম্বন্ধে প্রস্তাব

এই সমস্ত থিসিস ও বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের রিপোর্টের ভিত্তিতে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের এই কংগ্রেস ঘোষণা করছে যে, যে-সব দেশে এখনো সোভিয়েত শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি সে-সব দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির কর্তব্য হল এই:

১। বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার জায়গায় যে এক নতুন, প্রলেতারীয়, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে তার যুগারম্ভমূলক তাৎপর্য কি এবং তার রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তাই বা কি তা শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক জনগণের কাছে ব্যাখ্যা করা।

২। সকল শিল্পের শ্রমিকদের মধ্যে এবং সেনাবাহিনীর ও নৌবাহিনীর লোকদের মধ্যে, এবং ক্ষেত-মজুর ও গরিব কৃষকদের মধ্যেও সোভিয়েতগুলিকে বিস্তৃত করা ও সংগঠিত করা।

৩। সোভিয়েতগুলিতে কমিউনিস্টদের সুদৃঢ় সংখ্যাগরিষ্ঠতা গড়ে তোলা।

প্রাভদা, ৫৪নং সংখ্যা
১১ই মার্চ, ১৯১৯

২৮ খণ্ড, পৃ ৪৫২

কংগ্রেসের সমাপ্তি অধিবেশনে সমাপনী বক্তৃতা

৬ই মার্চ

পুলিসের সমস্ত নির্যাতন ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও যে, আমরা একত্রে সমবেত হতে পেরেছি, সমকালীন বৈপ্লবিক যুগের সব কয়টি অতি জরুরী প্রশ্নেই যে আমরা কোন গুরুতর মতপার্থক্য বিনা স্বল্প সময়ের মধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ সব সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছি, তার কারণ হল যে, সারা দুনিয়ার প্রলেতারীয় জনগণ তাদের কর্মতৎপরতার বলে এই সমস্যাগুলিকে আশু কর্মসূচীতে পরিণত করেছে এবং নিজেরাই বাস্তবক্ষেত্রে তার সমাধানের কাজ শুরু করে দিয়েছে।

জনগণ তাদের বিপ্লবী সংগ্রামে যে সব সাফল্য ইতোমধ্যেই অর্জন করেছে; এখানে আমাদের কেবল সে-সব সাফল্য রেকর্ড করতে হয়েছে।

শুধুমাত্র পূর্ব ইওরোপের দেশগুলিতে নয়, পশ্চিম ইওরোপের দেশগুলিতেও, শুধুমাত্র বিজিত দেশগুলিতেই নয়, বিজেতা দেশগুলিতেও, যেমন ব্রিটেনে, সোভিয়েতের অনুকূলে আন্দোলন উত্তরোত্তর বিস্তারলাভ করছে। এবং এই আন্দোলনের লক্ষ্য এক নতুন, প্রলেতারীয়, গণতন্ত্র সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছুই নয়—এই আন্দোলন হল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার অভিমুখে, কমিউনিজমের পরিপূর্ণ জয়লাভের অভিমুখে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

সারা দুনিয়ার বুর্জোয়ারা ক্রোধে উন্মত্ত হতে থাকুক না কেন, স্পার্টাসিস্ট আর বলশেভিকদের তারা নির্বাসিত করতে, বন্দী করতে এবং এখনি হত্যা করতেও থাকুক না কেন—এতে তাদের কোন লাভই হবে না। এগুলি শুধু জনগণের চোখ খুলে দিতেই সাহায্য করবে, সাহায্য করবে তাদের পুরানো বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক কুসংস্কার থেকে মুক্ত করতে এবং সংগ্রামের অগ্নিপরীক্ষায় তাদের সুদৃঢ় করতে।

সারা দুনিয়া জুড়ে প্রলেতারীয় বিপ্লবের বিজয় আজ সুনিশ্চিত হয়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক সোভিয়েত প্রতিষ্ঠার দিন আসন্ন। (তুমুল করতালি)

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেসের অনুবিবরণীতে ১৯২০ সালে জার্মান এবং ১৯২১ সালে রুশ সংস্করণে প্রথম প্রকাশিত হয়।

২৮ খণ্ড, পৃঃ ৪৫৩

বিজয় ও কীর্তি[১৩১]

বিপ্লবে শুধু তা-ই অটল যা প্রলেতারীয় জনগণ জয় করে লাভ করেছে। শুধু তা-ই কীর্তির যোগ্য যা সত্য সত্যই স্থির সঙ্কল্পের মধ্য দিয়ে জয় করে আনা হয়েছে।

১৯১৯ সালের ২রা মার্চ তারিখে মস্কোতে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠা হল এমন একটি কীর্তি যা শুধু রাশিয়ার প্রলেতারীয় জনগণই জয় করে আনেনি, জার্মানি, অস্ট্রীয়া, হাঙ্গেরী, ফিনল্যাণ্ডের এবং সুইজ্যারল্যাণ্ডের প্রলেতারীয় জনগণও এ কীর্তির অংশীদার—এক কথায় এ কীর্তি হল আন্তর্জাতিক প্রলেতারীয় জনগণের কীর্তি।

এবং সেজন্যই তৃতীয় আন্তর্জাতিকের, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সংগঠন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতা, রাষ্ট্রের সোভিয়েত রূপ এক আন্তর্জাতিক সাফল্য চারমাস আগেও এ কথা ঘোষণা করা ছিল অসম্ভব ব্যাপার। এই সাফল্যের মধ্যে এমন কিছু ছিল, এমন অপরিহার্য কিছু ছিল, যা শুধু রাশিয়ারই ব্যাপার নয়, যা ছিল সকল ধনতান্ত্রিক দেশেরই ব্যাপার। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফলাফল না দেখে এ পর্যন্ত এ কথা বলা অসম্ভব ছিল যে, বিশ্ব-বিপ্লবের আরও বিকাশ নতুন নতুন কি পরিবর্তন নিয়ে আসবে এবং সে পরিবর্তনের গভীরতা, তার গুরুত্বই বা কি হবে।

এই পরীক্ষার ফল দেখা গেল জার্মান বিপ্লবে, অত্যন্ত অনগ্রসর একটি দেশের পর—একটি অগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশ স্বল্পকালের মধ্যে, এই শতেক দিনের মধ্যে, সারা দুনিয়াকে বিপ্লবের সেই একই প্রধান শক্তিগুলিই শুধু,

সেই একই গতিপথই শুধু দেখিয়ে দিল না, দেখিয়ে দিল নতুনের, প্রলেতারীয় গণতন্ত্রের সেই একই প্রধান রূপ—সেই সোভিয়েত।

একই সময়ে ব্রিটেনে, যে দেশ হচ্ছে একটি বিজেতা দেশ, যে দেশের কর্তৃত্বাধীনে অন্যদের চেয়ে অনেক বেশী উপনিবেশ রয়েছে, যে দেশ অন্যদের চেয়ে অনেক বেশী কাল ধরে "সামাজিক শান্তির" মডেল হিসাবে কাজ করে বেশ সুখ্যাতি অর্জন করেছিল, যে দেশ হচ্ছে সবচেয়ে পুরানো ধনতন্ত্রী দেশ সেই ব্রিটেনে শপ স্টুয়ার্ড কমিটির মাধ্যমে সোভিয়েতের এবং প্রলেতারীয় গণ-সংগ্রামের নতুন সোভিয়েত রূপের এক ব্যাপক, অদম্য, প্রস্ফুটিত ও প্রচণ্ড বিকাশই আমরা দেখতে পাচ্ছি।

সবচেয়ে শক্তিশালী ও সবচেয়ে নবীন ধনতন্ত্রী দেশ আমেরিকায় শ্রমিক শ্রেণীর জনগণের পক্ষ থেকে সোভিয়েতের প্রতি গভীর সহানুভূতিই প্রকাশ করা হচ্ছে।

প্রাথমিক বাধা অতিক্রম করা হয়েছে।

সোভিয়েত জয়ী হয়েছে সারা দুনিয়ায়।

সোভিয়েতগুলি যে জয়ী হয়েছে তার প্রধান কথা এবং সবচেয়ে বড় কথা হল যে, সোভিয়েত প্রলেতারীয় জনগণের সহানুভূতি লাভ করেছে। সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের নৃশংসতা, বলশেভিকদের নির্যাতন করা ও হত্যা করা—কোনো কিছুই জনগণকে এই সাফল্য থেকে বঞ্চিত করতে সক্ষম নয়। "গণতান্ত্রিক" বুর্জোয়ারা যত বেশী ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠবে তত বেশী এই সাফল্য প্রলেতারীয় জনগণের হৃদয়ে, তাদের মেজাজে, তাদের মনে সুদৃঢ় প্রভাব বিস্তার করবে, সংগ্রামে তাদের বীরত্বপূর্ণ প্রবণতা জাগিয়ে তুলবে।

প্রাথমিক বাধা অতিক্রম করা হয়েছে।

সেই জন্যই যে সম্মেলনে জন্মলাভ করেছে তৃতীয় আন্তর্জাতিক, কমিউ-নিস্টদের মস্কোতে অনুষ্ঠিত সেই আন্তর্জাতিক সম্মেলনের কাজ অত সহজে অত সুষ্ঠুভাবে, ওরকম ধীরস্থির দৃঢ় সংকল্প নিয়ে পরিচালিত হয়েছে।

ইতোমধ্যেই যা জয় করা হয়েছে তারই রেকর্ড আমরা করেছি। জন-গণের মনে ইতোমধ্যেই যা নিজের দৃঢ় আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে তাকেই আমরা ভাষায় রূপ দিয়েছি। নিজ নিজ দেশের অভিজ্ঞতা থেকে প্রত্যেকেই জেনেছিল—শুধু জানা নয়, প্রত্যেকেই দেখেছিল, অনুভব করেছিল, উপলব্ধি করেছিল—যে, অভূতপূর্ব শক্তি ও প্রাবল্যের এক নতুন প্রলেতারীয় আন্দোলন

পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে, পুরানো কাঠামোর মধ্যে এ আন্দোলন আর খাপ খাচ্ছে না, হীন রাজনীতির মহান প্রভুরা, বা ইঙ্গ-মার্কিণ "গণতান্ত্রিক" ধনতন্ত্রের সর্ববিশারদ ও সর্বগুণনিধি লয়েড জর্জ ও উইলসন প্রমুখেরা, কিংবা হেণ্ডারসন, রেনো. ব্রান্তিং-এর মতন ঝানু ব্যক্তিরা এবং জাতিদাম্ভিক সমাজ-বাদের অন্যান্য বীরপুঙ্গবেরা—কেউই এ আন্দোলনের গতিরুদ্ধ করতে পারবে না।

এই নতুন আন্দোলন এগিয়ে চলেছে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের দিকে ; সকল রকম দোদুল্যমানতা সত্ত্বেও, চরম বিপর্যয় সত্ত্বেও, অতুলনীয় ও অবিশ্বাস্য "রুশীয়" বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও, (দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে যদি কেউ উপর উপর জিনিসগুলিকে বিচার করে তবে তার কাছে রাশিয়ার ঘটনা বিশৃঙ্খলাই মনে হবে) এ আন্দোলন এগিয়ে চলেছে ; এ আন্দোলন এগিয়ে চলেছে **সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতার** দিকে : খরস্রোতের শক্তি নিয়ে —কোটি কোটি প্রলেতারিয়েতের এই খরস্রোত সমস্ত বাধা বিপত্তি দূর করে দিচ্ছেএই আন্দোলনের গতিপথ থেকে।

এ সবই আমরা রেকর্ড করেছি। ইতোমধ্যে যে সাফল্য অর্জন করা হয়েছে তার উল্লেখ আমরা করেছি আমাদের প্রস্তাবে, থিসিসগুলিতে, রিপোর্টে এবং বক্তৃতায়।

বর্তমান পরিস্থিতি যে কত উপযুক্ত তা উপলব্ধি করতে আমাদের মার্কসবাদের থিওরিই সাহায্য করেছে—বিপ্লবী শ্রমিকদের নতুন, সর্বদিক দিয়ে সমৃদ্ধ বিরাট অভিজ্ঞতার উজ্জ্বল আলোকে মার্কসবাদের থিওরি আজ আলোকিত। ধনতান্ত্রিক মজুরী দাসত্ব ব্যবস্থার উচ্ছেদের জন্য যারা সংগ্রাম করছে সারা দুনিয়ার সেই প্রলেতারিয়েত শ্রেণীকে এই থিওরি সাহায্য করবে তাদের সংগ্রামের লক্ষ্য আরো সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে. ইতোমধ্যেই যে পথের রেখা টানা হয়েছে সেই পথ ধরে আরো দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে যেতে, আরও সুনির্দিষ্ট ও স্থায়ী বিজয় অর্জন করতে এবং সে বিজয়কে সুদৃঢ় করতে।

তৃতীয় আন্তর্জাতিকের, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে সোভি-য়েতের আন্তর্জাতিক প্রজাতন্ত্রের, কমিউনিজমের আন্তর্জাতিক বিজয়েরই অগ্রদূত।

৫ই মার্চ, ১৯১৯

প্রাভদা, ৫১নং সংখ্যা, ২৮ খণ্ড,

৬ই মার্চ, ১৯১৯ পৃঃ ৪৫৪-৫৬

স্বাক্ষর : এন, লেনিন

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে

সারা-রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি, মস্কো সোভিয়েত রাশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) মস্কো কমিটির ট্রেড-ইউনিয়নগুলির সারা ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় পরিষদের এবং মস্কো ট্রেড-ইউনিয়নগুলি ও ফ্যাক্টরী কমিটিগুলির যুক্ত বৈঠকে বক্তৃতা—এই যুক্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে উৎসব পালনের জন্য।

৬ই মার্চ, ১৯১৯

(তুমুল আনন্দধ্বনি) কমরেডগণ, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেসে সমস্ত দেশ থেকে, যেখানে এই সংগঠনের অত্যন্ত বিশ্বস্ত বন্ধু রয়েছে এবং যেখানে এমন সব শ্রমিক রয়েছে যাদের সহানুভূতি সমগ্রভাবে আমাদেরই দিকে সেখান থেকে, প্রতিনিধি এনে সমাবেশ করাতে আমরা সক্ষম হইনি। সুতরাং একটি ছোট্ট উদ্ধৃতি দিয়ে আমার বক্তৃতা আমি শুরু করব—আশা করি আপনারা অনুমতি দেবেন—এই উদ্ধৃতিতে আপনারা দেখতে পাবেন যে, আমরা যা দেখছি তার চেয়ে অনেক বেশী, আমরা যা জানি তার চেয়ে অনেক বেশী এবং সমস্ত নির্যাতন সত্ত্বেও, আপাতদৃষ্টিতে সর্বশক্তিমান সারা দুনিয়ার বুর্জোয়াদের সকলরকম ঐক্য সত্ত্বেও মস্কোতে যে সংখ্যক প্রতিনিধির সমাবেশ করতে আমরা সক্ষম হয়েছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশী বন্ধু আমাদের আছে—এই হচ্ছে বাস্তব ঘটনা। এই নির্যাতনের মাত্রা এমন স্তরে গিয়ে পৌঁছেছিল যে, এক ধরনের চীনের প্রাচীর দিয়ে আমাদের ঘিরে ফেলার প্রচেষ্টা চলেছিল; দুনিয়ার সবচেয়ে বেশী মুক্ত প্রজাতন্ত্রগুলি থেকে ডজন ডজন বলশেভিকদের দূরদেশে নির্বাসিত করার প্রচেষ্টা

চলেছিল ; এ সব দেখে মনে হয় যে, তারা এই ভয়েই ভীত যে, দশটি কি বারোটি বলশেভিকই সারা দুনিয়াকে সংক্রামিত করতে সক্ষম, কিন্তু আমরা অবশ্য জানি যে এই ভয় হাস্যকর ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয়, কেননা তারা ইতোমধ্যেই সারা দুনিয়াকে সংক্রামিত করেছে আর রাশিয়ান শ্রমিকদের সংগ্রামের ফল ইতোমধ্যেই ফলতে শুরু করেছে—সকল দেশের শ্রমিক জনগণ আজ এ কথা জানছে যে, সাধারণ বিশ্ববিপ্লবের ভাগ্য এখানে, এই রাশিয়ায়ই নির্ধারিত হচ্ছে।

কমরেডগণ, আমার হাতে একখানা ফরাসী পত্রিকা রয়েছে, নাম তার **লুম্যানিতে** (L'Humanite)[১৩২]- এই পত্রিকার মতবাদ আমাদের মেনশেভিক বা সোস্যালিস্ট রিভলিউসনারীদের মতবাদের সাথে অনেকাংশেই মিলে যাচ্ছে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি যারা সমর্থন করত, যুদ্ধের সময় তাদের বিরুদ্ধে এই পত্রিকাখানি তীব্র কষাঘাত হেনেছিল। এখন এই পত্রিকাখানি তাদেরই সমর্থন করছে যারা যুদ্ধের সময় তাদের বুর্জোয়াদের পাশাপাশিই চলেছিল। এই পত্রিকাখানিই তার ১৯১৯-এর ১৩ই জানুয়ারির সংখ্যায় লিখছে যে, সিয়েন ফেডারেশনের সক্রিয় পার্টিসভ্য ও ট্রেডইউনিয়ন সদস্যদের এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে পারিসে—এই সিয়েন ফেডারেশন পারিসের সবচেয়ে নিকটবর্তী জেলা, প্রলেতারীয় আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল, ফ্রান্সের সকল রাজনৈতিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। এই সভায় প্রথম যিনি বক্তৃতা করলেন তার নাম হল ব্রাকে—তিনি একজন সোস্যালিস্ট, যুদ্ধের সময় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আমাদের মেনশেভিক-দের আর দেশরক্ষার নামে সরকারকে সমর্থন করতে অঙ্গীকারবদ্ধ দক্ষিণপন্থীদের মতন। এখন তিনি নম্র ও শান্ত। মূল সমস্যা সম্বন্ধে একটি কথাও তিনি বলেননি! তিনি এই কথা বলে বক্তৃতা শেষ করলেন যে, অন্যান্য দেশের প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামে তাঁর দেশের সরকারের হস্তক্ষেপের তিনি বিরোধী। তাঁর কথা শেষ হতে না হতে তুমুল প্রশংসাধ্বনি উঠল চতুর্দিক থেকে। পরবর্তী বক্তা, জনৈক পিয়ারে লাভাল ছিলেন তাঁরই সমর্থক। সৈন্যদলাদি ভেঙে দেওয়ার কথাই তিনি বললেন। এই বিষয়টি হচ্ছে বর্তমান ফ্রান্সের সবচেয়ে কঠিন সমস্যা—ফ্রান্স হচ্ছে সেই দেশ যে দেশ এই দুষ্ক্রিয় যুদ্ধে বোধহয় অন্য যে কোন দেশের চেয়ে অনেক বেশী ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করেছে। এখন এই দেশ দেখছে যে, সৈন্যদলাদি ভেঙে দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে নানান টালবাহানা চলছে, এ কাজ সুসম্পন্ন করার পথে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে, এ কাজ সুসম্পন্ন করার কোন বাসনাই সরকারের নেই, বরং আর একটি নতুন যুদ্ধেরই প্রস্তুতি চলছে—পররাজ্য ভাগবাটোয়ারার কতটা

বেশী অংশ ফরাসী ধনিকেরা বা ব্রিটিশ ধনিকেরা পাবে তার জন্যই সে যুদ্ধে ফরাসী শ্রমিকদের আবার প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে, আবার আত্মত্যাগ করতে হবে। পত্রিকার রিপোর্টে প্রকাশ যে, সমবেত জনসাধারণ পিয়ারে লাভালের বক্তৃতা এ পর্যন্ত খুব মন দিয়েই শুনেছিল, কিন্তু যখন তিনি বলশেভিকবাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে আরম্ভ করলেন তখন জনতা এমন প্রতিবাদ শুরু করে দিল, এমন উত্তেজনার সৃষ্টি করল যে, সভার কাজ আর চলতে পারল না। এরপর যখন নাগরিক পিয়ারে রেনো বক্তৃতা করতে উঠলেন তখন জনতা তাঁকে বসিয়ে দিল এবং নাগরিক পেরিকাস্তের সংক্ষিপ্ত বিবৃতির মধ্য দিয়েই সভা শেষ হল। যাঁরা মোটামুটি আমাদের সঙ্গে আছেন ফরাসী শ্রমিক আন্দোলনের সেই অল্প কয়েকজন প্রতিনিধিদের তিনি ছিলেন অন্যতম। এই ঘটনার ফলে পত্রিকাটি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, যে-মুহূর্তে জনৈক বক্তা বলশেভিকদের বিরুদ্ধে বলতে আরম্ভ করলেন অমনি সমবেত জনতা তাঁকে থামিয়ে দিল, তাঁর বক্তৃতা শুনতে অস্বীকার করল।

কমরেডগণ! ফ্রান্স থেকে সরাসরি কোন ডেলিগেটই এখানে আসতে পারেননি, অনেক কষ্ট করে মাত্র একজন ফরাসী প্রতিনিধি এখানে উপস্থিত হয়েছেন—তিনি হলেন কমরেড গুইলবো (তুমুল করতালি)। আজ তিনি এখানে বক্তৃতা দেবেন। স্বাধীন রিপাবলিক, সুইজ্যারল্যাণ্ডের কারাগারে তাঁকে বেশ কয়েক মাস কাটাতে হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হয়েছিল যে, তিনি লেনিনের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখছেন এবং সুইজ্যার-ল্যাণ্ডে বিপ্লবের প্রস্তুতি করছেন। জার্মানির মধ্য দিয়ে আসার সময় তাঁকে সশস্ত্র পুলিসবাহিনী ও অফিসারেরা ঘিরে রেখেছিল; স্পষ্টতই প্রতীয়মান যে, তারা এই ভয়ে ভীত হয়ে উঠেছিল যে, তিনি হয়তো এমন অগ্নিকণা নিক্ষেপ করতে পারেন যার ফলে সমগ্র জার্মানিতে আগুণ জ্বলে উঠবে। কিন্তু তাঁর এই অগ্নিকণা ছাড়াই সমগ্র জার্মানিতে এখন আগুণ জ্বলছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ফ্রান্সেও বলশেভিক আন্দোলনের দরদী বন্ধুরা রয়েছেন। ফরাসী জনগণ বোধহয় বেশী অভিজ্ঞ, রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে বেশী আলোকপ্রাপ্ত, তারা সবচেয়ে বেশী প্রাণবন্ত এবং তাদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশী সাড়া পাওয়া যায়। জনসভায় কোন বক্তাকে তারা মিথ্যা কথা বলতে দেবেন না, তাই ঐ বক্তাকে বক্তৃতা দিতে দেওয়া হয়নি। ফরাসী জনগণের এই যখন মেজাজ, তখন ঐ বক্তাকে যে সভামঞ্চ থেকে টেনে নামানো হয়নি তা তার সৌভাগ্যই

বলতে হবে! তাই, আমাদের বিরুদ্ধবাদী একটি পত্রিকা যখন ঐ বিরাট সভায় কি ঘটেছিল তা স্বীকার করছে তখন আমরা বলতে পারি যে: ফরাসী প্রলেতারিয়েত আমাদেরই পক্ষে রয়েছে।

একটি ইতালীয় পত্রিকা থেকে আমি আর একটি ছোট্ট উদ্ধৃতি দেব। দুনিয়ার বাকি অংশ থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করার এমন একরোখা অভিযান চলেছে যে, অন্যান্য দেশ থেকে সোস্যালিস্ট পত্রপত্রিকা আমরা কদাচিৎ পেয়ে থাকি। ইতালীয় পত্রিকা **আভান্তির** একটি সংখ্যাও আমাদের কাছে দুর্লভ বস্তু বিশেষ! **আভান্তি** হচ্ছে ইতালীয় সোস্যালিস্ট পার্টির মুখপত্র—এই পার্টি অংশ গ্রহণ করেছিল জিমারওয়াল্ড সম্মেলনে, সংগ্রাম করেছিল যুদ্ধের বিরুদ্ধে; এখন এই পার্টি সংকল্প করেছে যে, বার্নে পীত কংগ্রেসে, পুরানো আন্তর্জাতিকের কংগ্রেসে তারা যোগ দেবে না। এই পীত কংগ্রেসে তারাই যোগ দেবে যারা এই দুষ্ক্রিয় যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য নিজ নিজ সরকারকে সাহায্য করেছিল। এখনো **আভান্তির** উপর রয়েছে কড়া সেন্সর ব্যবস্থা। কিন্তু দৈবাৎ যে সংখ্যাটি আমরা পেয়েছি সেটি থেকে কাভরিয়াগো নামক একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলের (সম্ভবতঃ এটি খুবই ছোট্ট একটি এলাকা, কারণ মানচিত্রে এর কোন চিহ্ন নেই) পার্টি জীবন সম্পর্কে একটি সংবাদ আমি পড়েছি। এতে দেখা যাচ্ছে যে, সেখানে সমবেত শ্রমিকেরা এই পত্রিকাখানির আপসহীন মনোভাবের জন্য এই পত্রিকাখানির প্রতি তাদের সমর্থন ঘোষণা করে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, তারা জার্মান স্পার্টাসিস্টদের কার্যকলাপের প্রতিও সমর্থন ঘোষণা করেছে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, তাদের প্রস্তাবে "সোভিয়েৎসি রুশী" কথাটি লক্ষ্য করুন, যদিও এটি ইতালীয় ভাষায় লেখা, তবু সারা দুনিয়ার লোকই এ কথাটি বুঝতে পারে—তারা অভিনন্দন পাঠিয়েছে রাশিয়ান "সোভিয়েৎসি"র কাছে এবং তারা এই অভিলাষই ব্যক্ত করেছে যে, সারা দুনিয়ায় রাশিয়ান এবং জার্মান বিপ্লবীদের কর্মসূচীই গ্রহণ করা উচিত এবং বুর্জোয়াশ্রেণী আর সামরিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে শেষ স্তর পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে সমাপ্ত করার কাজে এই কর্মসূচীই প্রয়োগ করা দরকার। ইতালীর কোনো একটি পোশেখোনিয়েতে[১৩৩] (নগণ্য গ্রাম) গৃহীত এ রকম প্রস্তাবের কথা যখন আপনারা পড়েন তখন এ কথা বলার আপনাদের নিশ্চয়ই অধিকার আছে যে: ইতালীর জনগণ আমাদেরই পক্ষে, রাশিয়ান "সোভিয়েৎসি" জিনিসটি কি, রাশিয়ান "সোভিয়েৎসি" আর জার্মান স্পার্টাসিস্টদের কর্মসূচী কি তা

ইতালীয় জনগণ বোঝে। কিন্তু সে সময়ে আমাদের ওরকম কোনো কর্মসূচী ছিল না! জার্মান স্পার্টাসিস্টদের আর আমাদের একই কোন সাধারণ কর্মসূচী ছিল না, কিন্তু ইতালীয় শ্রমিকেরা তাদের বুর্জোয়া পত্রপত্রিকায় যা কিছু দেখেছিল তাকেই তারা অগ্রাহ্য করেছিল, কেননা তারা জানত যে, এই পত্রপত্রিকাগুলিকে ক্রোড়পতিরা ঘুষ দিয়ে কিনে নিয়েছে এবং সেগুলি লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় আমাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করছে! এই বুর্জোয়া প্রেস ইতালীয় শ্রমিকদের প্রতারিত করতে ব্যর্থ হয়েছিল। স্পার্টাসিস্ট কারা এবং "সোভিয়েৎসি" কি সে সম্বন্ধে তাদের ছিল সুস্পষ্ট ধারণা ; তাই তারা ঘোষণা করেছিল জার্মান রাশিয়ান কর্মসূচীর প্রতি তাদের সহানুভূতি এবং এই ঘোষণা তারা করেছিল এমন এক সময়ে যখন এই কর্মসূচীর অস্তিত্ব ছিল না। সেইজন্যই আমাদের এই কংগ্রেসে আমাদের কাজ অত সহজ বলে প্রতিভাত হয়েছে। শ্রমিকদের মনে প্রাণে, এমনকি যারা দূর দূরান্তরে রয়েছে এবং পুলিস ও সামরিক কর্ডনের দৌলতে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে সেই সব শ্রমিকদের মনে প্রাণে যে ধারণা ইতোমধ্যেই বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে তাকেই কর্মসূচী হিসাবে রেকর্ড করাই ছিল আমাদের কাজ এবং এই কাজই আমরা সম্পন্ন করেছি। সেজন্যই অত সহজে এবং সম্পূর্ণ ঐকমত হয়ে সমস্ত প্রধান বিষয়ে আমরা পরস্পরের সহযোগিতায় উদ্ভাবিত স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছি। সর্বদিক দিয়ে আমাদের মনে এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে যে, সকল দেশের প্রলেতারিয়েতের মধ্যে এই সব সিদ্ধান্ত এক বিরাট সাড়া জাগিয়ে তুলবে।

কমরেডগণ, সোভিয়েত আন্দোলন হচ্ছে সংগ্রামের একটি রূপ যা জয়ী হয়েছে রাশিয়ায়, যা এখন ছড়িয়ে পড়েছে দুনিয়ায় এবং যার নাম শুনেই শ্রমিকেরা তার ভিতর থেকে পায় একটি সমগ্র কর্মসূচী। কমরেডগণ, আমি আশা করি যে, সোভিয়েত রূপটিকে বিকশিত করে জয়ী করার মহান সৌভাগ্য যাদের হয়েছিল সেই আমরা কখনোই সেই রকম ব্যক্তিদের স্তরে নেমে যাব না যারা শুধু শ্রেষ্ঠত্বেরই ভান করে থাকে।

কমরেডগণ, আমরা এ কথা খুব ভালভাবেই জানি যে, সোভিয়েত প্রলেতারীয় বিপ্লবে আমাদের যে প্রথমেই অংশ গ্রহণ করতে হয়েছিল তার কারণ এ নয় যে, অন্যান্য শ্রমিকদের চেয়ে অনেক বেশী ভালভাবে আমরা প্রস্তুত হয়েছিলাম, তার কারণ হল যে, আমরা অত্যন্ত খারাপভাবেই প্রস্তুত

হয়েছিলাম। আমরা যে সবচেয়ে বর্বর, সবচেয়ে পচনশীল এক শত্রুর সম্মুখীন হয়েছিলাম তার পিছনে ছিল এই পরিস্থিতি এবং বিপ্লবের বহিঃপ্রকাশ যেভাবে ঘটেছিল তার মূলেও ছিল এই পরিস্থিতি। কিন্তু আমরা এ কথাও জানি যে, আজও এখানে সোভিয়েত টিকে আছে, প্রচণ্ড অসুবিধার সঙ্গে সোভিয়েতগুলিকে যুঝতে হচ্ছে এমন এক সময়ে যখন আমরা চতুর্দিক দিয়ে শত্রুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং যখন আমাদের উপর নেমে এসেছে যন্ত্রণাদায়ক অগ্নিপরীক্ষা, দুর্ভিক্ষের পীড়ন আর ভয়ঙ্কর দুঃখ কষ্ট—এ কথা তো আপনারা ভালভাবেই জানেন। আর ঐ যে অসুবিধা ওর উৎপত্তি তো আমাদের অপর্যাপ্ত সাংস্কৃতিক মান থেকে ; এবং বৎসরাধিক কাল ধরে আমাদের উপর, আমরা যারা নিঃসঙ্গভাবে কর্তব্যরত অবস্থায় রয়েছি তাদেরই উপর, যে গুরুভার চেপে রয়েছে সেই বোঝা থেকেই ঐ সব অসুবিধার আবির্ভাব।

কমরেডগণ, যারা প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে বুর্জোয়াদের পক্ষ অবলম্বন করে তারা প্রায়ই চেষ্টা করে শ্রমিকদের কাছে আবেদন করতে এবং আজকাল শ্রমিকদের যে নিদারুণ দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে তার উল্লেখ করে তারা প্রায়ই চেষ্টা করে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ জাগিয়ে তুলতে। এবং আমরা তাদের বলি : হাঁ, এই দুঃখ কষ্ট কঠোর বৈকি এবং তোমাদের কাছ থেকে সে কথা আমরা গোপন করি না। আমরা শ্রমিকদের সে কথা বলে থাকি এবং তারা নিজেদের প্রাগৈতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে এ কথা খুব ভালভাবেই জানে। আপনারা তো দেখছেন যে, আমরা শুধু আমাদের জন্যই সমাজতন্ত্র লাভ করার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করছি না, আমাদের সন্তান-সন্ততিরা যাতে ধনিকদের ও জমিদারদের প্রাগৈতিহাসিক দানব বলে মনে করতে পারে তা সুনিশ্চিত করার জন্যই শুধু আমরা সংগ্রাম করছি না ; আমাদের সঙ্গে একসাথে যাতে সারা দুনিয়ার শ্রমিকেরা বিজয়ী হতে পারে তা সুনিশ্চিত করার জন্যই আমরা সংগ্রাম করছি।

এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের এই প্রথম কংগ্রেস, যা এই কথাই সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে যে সারা দুনিয়াব্যাপী সোভিয়েতগুলি শ্রমিকদের সহানুভূতি অর্জন করছে, সেই কংগ্রেস আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে যে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট বিপ্লবের বিজয় আজ সুনিশ্চিত (তুমুল উল্লাসধ্বনি)। কয়েকটি দেশে বুর্জোয়ারা তাদের ক্রোধ প্রকাশ করতে থাকবে ; শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের, সমাজতন্ত্রের সেরা প্রতিনিধিদের ধ্বংস করবার জন্য বুর্জোয়ারা সবেমাত্র প্রস্তুত হতে আরম্ভ করছে—শ্বেতরক্ষীদল কর্তৃক রজা লুক্সেমবুর্গ ও কার্ল লিবনেক্টের নৃশংস হত্যাই

তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এরকম হত্যাকাণ্ড অনিবার্য। বুর্জোয়াদের সঙ্গে কোন রকম চুক্তি করতে আমরা চাচ্ছি না, তাদের বিরুদ্ধে শেষ এবং চূড়ান্ত সংগ্রামের দিকেই আমরা অভিযান করে চলছি; কিন্তু আমরা জানি যে যুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষা, মৃত্যু-যন্ত্রণা ও চরম দুর্দশার পর, যখন সারা দুনিয়াব্যাপী জনগণ সংগ্রাম করছে সৈন্যদলাদি ভেঙে দেওয়ার জন্য, যখন অনুভব করছে যে, তারা প্রতারিত হয়েছে এবং উপলব্ধি করছে কিরকম অবিশ্বাস্য ট্যাক্সের বোঝা তাদের উপর সেই ধনিকেরাই চাপিয়ে দিয়েছে যারা কে বেশী মুনাফা লুটবে তার ফয়সালা করার উদ্দেশ্যে খুন করেছে লক্ষ লক্ষ নরনারীকে—আমরা জানি যে এইসব দস্যুদের রাজত্ব শেষ হয়ে আসছে।

আজকাল "সোভিয়েত" শব্দটির অর্থ সকলেই বোঝে, এখন কমিউনিস্ট বিপ্লবের বিজয় সুনিশ্চিত। এই হলে উপস্থিত কমরেডগণ দেখেছিলেন কীভাবে প্রথম সোভিয়েত রিপাবলিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাঁরা এখন দেখছেন কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হল তৃতীয় আন্তর্জাতিক, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক (তুমুল উল্লাসধ্বনি) এবং তাঁরা সকলেই দেখবেন কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে সোভিয়েতের বিশ্ব ফেডারেটিভ রিপাবলিক! (তুমুল উল্লাসধ্বনি)

প্রাভদার ৫২নং সংখ্যায় এর
সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রকাশিত হয়েছে
১৯১৯ সালের ৭ই মার্চ তারিখে।
সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়
১৯১৯ সালের মে মাসে।

২৮ খণ্ড, পৃঃ ৪৫৭—৬১

হাঙ্গেরিয়ান সোভিয়েত রিপাবলিকের সরকারের নিকট আর. সি. পি.'র (বলশেভিক) অষ্টম কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বেতারে প্রেরিত অভিনন্দন বাণী[১৩৪]

২২শে মার্চ, ১৯১৯

হাঙ্গেরিয়ান সোভিয়েত রিপাবলিকের সরকারের প্রতি
বুদাপেস্ত

রাশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টম কংগ্রেস হাঙ্গেরিয়ান সোভিয়েত রিপাবলিকের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছে। আমাদের কংগ্রেসের দৃঢ় বিশ্বাস যে শীঘ্রই সারা দুনিয়ায় কমিউনিজম জয়লাভ করবে। রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণী আপনাদের সম্ভাব্য সকল রকমের সাহায্য দেবার জন্য দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। সারা দুনিয়ার প্রলেতারিয়েতরা প্রগাঢ় মনোযোগের সঙ্গে আপনাদের আগামী দিনের সংগ্রামকে লক্ষ্য করছে এবং তারা নতুন সোভিয়েত রিপাবলিকের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের কোনরকম হস্তক্ষেপই বরদাস্ত করবে না।

দীর্ঘজীবী হোক আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট রিপাবলিক !

নেপসজাভা পত্রিকায়
হাঙ্গেরিয়ান ভাষায় প্রকাশিত
৭১ নং সংখ্যা, ২৫শে মার্চ, ১৯১৯।
রুশ ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয়
১৯২৭ সালে।

২৯ খণ্ড, পৃঃ ১৭৪

বেতারে বেলাকুনের নিকট প্রেরিত টেলিগ্রামের রেকর্ড

২৩শে মার্চ, ১৯১৯

বুদাপেস্তে বেলাকুনের নিকট লেনিনের বার্তা

নতুন হাঙ্গেরিয়ান সরকার যে সত্যসত্যই কমিউনিস্ট সরকার হবে এবং নিছক সোস্যালিস্ট সরকার অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার সরকার হবে না তার কি যথার্থ গ্যারান্টি আপনাদের আছে তা দয়া করে আমাদের জানাবেন।

সরকারে কি কমিউনিস্টরা সংখ্যাগরিষ্ঠ? সোভিয়েতের কংগ্রেস কখন বসবে? সোস্যালিস্টদের শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব স্বীকার করে নেওয়ার প্রকৃত অর্থ কি?

হাঙ্গেরীর বিপ্লবের বিশেষ পরিস্থিতিতে কেবলমাত্র আমাদের রাশিয়ান রণকৌশল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুকরণ করা যে ভুল হবে সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এই ভুল সম্পর্কে আমি আপনাদের সতর্ক করে দিতে চাই, কিন্তু আমি জানতে চাই যে, আপনারা কোথায় প্রকৃত গ্যারান্টি দেখছেন।

আপনার কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবেই আমার কাছে উত্তর এসেছে, এ বিষয়ে যাতে আমি স্থির নিশ্চিত হতে পারি সেজন্য আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি যে, ক্রেমলিনে যখন আপনি আমার সঙ্গে শেষ বার সাক্ষাৎ করেছিলেন তখন আমি যে আপনার সঙ্গে জাতীয় পরিষদ সম্পর্কে কথা বলেছিলাম তা কি অর্থে বলেছিলাম—এ বিষয়ে আপনার অভিমত জানাবেন।

কমিউনিস্ট অভিনন্দন সহ,

লেনিন

১৯৩২ সালে প্রথম প্রকাশিত

২৯ খণ্ড, পৃঃ ২০৩

তৃতীয়, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক

(বক্তৃতাটি গ্রামোফোনে রেকর্ড করা হয়)[১৩৫]

এই বছরের অর্থাৎ ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে মস্কোতে কমিউনিস্টদের একটি আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের অধিবেশন হল। সেই কংগ্রেসেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তৃতীয়, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক—এ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সকল দেশে সোভিয়েত শাসন প্রবর্তনে উদ্যোগী বিশ্বের শ্রমিকদের একটি সংঘ।

মার্কস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক টিকে ছিল ১৮৬৪ সাল থেকে ১৮৭২ সাল পর্যন্ত। পারিসের বীর শ্রমিকদের, বিখ্যাত পারি কমিউনের পরাজয়ের মধ্য দিয়েই এই আন্তর্জাতিকের অবসান ঘটল। শ্রমিকদের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে এই আন্তর্জাতিক চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে, অমর হয়ে রয়েছে। এই আন্তর্জাতিকই বিশ্ব সোস্যালিস্ট রিপাবলিকের ইমারতের ভিত্তি রচনা করেছিল এবং এখন সেই ইমারত গড়ে তোলার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক টিকে ছিল ১৮৮৯ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত। যুদ্ধ শুরু না হওয়া পর্যন্ত। সে যুগ ছিল ধনতন্ত্রের সবচেয়ে শান্ত ও শান্তিপূর্ণ বিকাশের যুগ, সে যুগ ছিল বড় বড় বিপ্লব বর্জিত যুগ। সে যুগে কয়েকটি দেশে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন শক্তি সঞ্চয় করে পূর্ণতা লাভ করেছিল। কিন্তু অধিকাংশ পার্টিতেই শ্রমিক-নেতারা এই শান্তির যুগের সঙ্গে এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল যে তারা বিপ্লবী সংগ্রামের ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলেছিল। ১৯১৪ সালে যুদ্ধ যখন শুরু হল তখন এই সব সোস্যালিস্টরা নিজ নিজ দেশের সরকারেরই পক্ষাবলম্বন করল—সে যুদ্ধ চার বছর ধরে ধরার ভূমিকে রক্তে লাল করে দিয়েছিল. ধনিকদের মধ্যে মুনাফার ভাগবাটোয়ারা নিয়ে, ক্ষুদ্র এবং দুর্বল জাতিগুলির উপর কাদের আধিপত্য থাকবে তা নিয়ে। এই সব সোস্যালিস্টরা শ্রমিকদের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছিল, নরহত্যাভিযান দীর্ঘস্থায়ী করতে তারা সাহায্য করেছিল,

তারা সমাজতন্ত্রের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এবং তারা ধনিকদের শিবিরেই চলে গিয়েছিল।

সমাজতন্ত্রের প্রতি এরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল—এই সব বিশ্বাসঘাতকদের পরিত্যাগ করেই শ্রমিক জনসাধারণ চলে এসেছিল। দুনিয়াব্যাপী তখন শুরু হয়েছিল বিপ্লবী সংগ্রামের দিকে এক নতুন ঝোঁক। যুদ্ধ দেখিয়ে দিল যে, ধনতন্ত্রের পতন অনিবার্য। এর জায়গায় দেখা দিচ্ছে নতুন সমাজব্যবস্থা। সমাজতন্ত্রের যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাদেরই কার্যকলাপে সেই পুরানো সমাজতন্ত্র শব্দটি কলঙ্কিত।

যে সব শ্রমিকেরা মূলধনের শাসন ও শোষণের উচ্ছেদের আদর্শে অটল রয়েছে তারা আজ নিজেদের বলছে কমিউনিস্ট। সারা দুনিয়ায়ই গড়ে উঠছে কমিউনিস্টদের সংঘ বা লীগ। কয়েকটি দেশে ইতোমধ্যে সোভিয়েত শাসন বিজয়ী হয়েছে। খুব শীঘ্রই আমরা সারা দুনিয়াব্যাপী কমিউনিজমের বিজয়ই দেখব। আমরা দেখব সোভিয়েতের বিশ্ব ফেডারেটিভ রিপাবলিকের প্রতিষ্ঠা।

১৯১৯ সালের মার্চ
মাসের শেষের দিকে
প্রদত্ত ভাষণ

২৯ খণ্ড, পৃঃ ২১৬-১৭

বেলাকুনের সঙ্গে বেতারে আলাপ আলোচনার রিপোর্ট

(বক্তৃতাটি গ্রামোফোনে রেকর্ড করা হয়েছে)

যখন তিনি রাশিয়ায় যুদ্ধ-বন্দী হিসাবে ছিলেন তখন থেকেই বেলাকুনকে আমি ভালভাবে জানতাম—তিনি প্রায়ই আমার কাছে আসতেন কমিউনিজম ও কমিউনিস্ট বিপ্লব সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী আলোচনা করতে। সুতরাং, যখন আমরা হাঙ্গেরিয়ান কমিউনিস্ট বিপ্লবের সংবাদ পেলাম, অধিকন্তু যখন সে-সংবাদ কমরেড বেলাকুনের স্বাক্ষরিত এক বাণীতে আমরা পেলাম, তখন তাঁর সাথে আমরা কথা বলতে চাইলাম এবং এই বিপ্লবের পরিস্থিতিটা কি সে-সম্বন্ধে আরো সঠিক ধারণা পেতে চাইলাম। এই বিপ্লবের প্রথম রিপোর্ট শুনে আমাদের মনে এরকম একটা ধারণা জন্মেছিল যে, তথাকথিত সোস্যালিস্টরা বা বিশ্বাসঘাতক সোস্যালিস্টরা সম্ভবত প্রতারণা করছে, কমিউনিস্টদের উপর গোপনে টেক্কা মেরে সুবিধালাভ করছে, কেননা কমিউনিস্টরা তখনো জেলে বন্দী ছিল। তাই, হাঙ্গেরিয়ান বিপ্লবের প্রথম রিপোর্ট পাওয়ার পরের দিনই আমি বেতারে বুদাপেস্তে এক সংবাদ পাঠিয়ে বেলাকুনকে আমার সঙ্গে তারবার্তায় যোগাযোগ স্থাপন করতে বললাম এবং তিনি স্বয়ং আমার সঙ্গে কথা বলছেন কিনা তা স্থির করবার জন্য কতকগুলি প্রশ্ন আমি করলাম এবং সরকারের চরিত্র ও তার প্রকৃত কর্মনীতি সম্পর্কে কি কি গ্যারান্টি আছে তা আমি জানতে চাইলাম। কমরেড বেলাকুন যে উত্তর দিলেন তা খুবই সন্তোষজনক এবং তিনি আমাদের সকল সন্দেহই নিরসন করলেন। ঘটনা এমনভাবেই ঘটল যে বামপন্থী সোস্যালিস্টরা জেলখানায়ই বেলাকুনের সঙ্গে পরামর্শ করতে আসলেন, তাঁরা পরামর্শ করতে আসলেন সরকার গঠনের বিষয় সম্পর্কে। এবং কমিউনিস্টদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন এইসব বামপন্থী সোস্যালিস্টরা আর মধ্যপন্থীরাই নতুন সরকার গঠন করল।

অন্যদিকে তখন দক্ষিণপন্থী সোস্যালিস্টরা, অন্য ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, গোঁড়া এবং সংশোধনের অসাধ্য বিশ্বাসঘাতক সোস্যালিস্টরা পার্টি একেবারে ছেড়ে চলে গেল, কিন্তু তারা একজন শ্রমিককেও তাদের সঙ্গে নিতে পারল না। পরবর্তী রিপোর্টগুলিতে এ কথাই সপ্রমাণিত হয়েছে যে, হাঙ্গেরী সরকারের কর্মনীতি অত্যন্ত দৃঢ় এবং তা এত সুস্পষ্ট কমিউনিস্ট ঝোঁকের কর্মনীতি যে, আমরা যেখানে শুরু করেছিলাম শ্রামকদের কর্তৃত্ব দিয়ে এবং শুধু ক্রমে ক্রমে শিল্পের সমাজতন্ত্রীকরণে পৌঁছেছিলাম সেখানে বেলাকুন তাঁর কর্তৃত্বের জোরে, নিজের পিছনে বিশাল জনগণের সমর্থন আছে এই দৃঢ় বিশ্বাসের দৌলতে তৎক্ষণাৎ এমন একটি আইন কার্যকরী করতে সক্ষম হলেন যার ফলে হাঙ্গেরীর সমস্ত ধনতান্ত্রিক শিল্পসংস্থা জনসাধারণের সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হল। দুদিন অতিবাহিত হয়েছে এবং আমরা সম্পূর্ণভাবে এই স্থির বিশ্বাসে উপনীত হয়েছি যে, বিপ্লব সংঘটিত হবার সঙ্গে সঙ্গে হাঙ্গেরিয়ান বিপ্লব অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে কমিউনিস্ট ধারায়ই পরিচালিত হয়েছে। হাঙ্গেরীতে বুর্জোয়ারা নিজেরাই আত্মসমর্পণ করে কমিউনিস্টদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছে। সারা দুনিয়ার সামনে বুর্জোয়ারা এই কথাই প্রমাণ করেছে যে, যখন গুরুতর সংকট দেখা দেয়, যখন জাতি বিপন্ন হয় তখন তারা দেশ শাসনে অক্ষম। একমাত্র যে শাসন সত্যসত্যই জনপ্রিয়, যা জনসাধারণের ভালবাসা সত্যসত্যই পাচ্ছে তা হল শ্রমিক-সৈনিক-কৃষক ডেপুটিদের সোভিয়েতের শাসন।

হাঙ্গেরীতে সোভিয়েত শাসন দীর্ঘজীবী হোক!

১৯১৯ সালের মার্চ মাসের শেষে প্রদত্ত বক্তৃতা

২৯ খণ্ড, পৃঃ ২১৮-১৯

হেনরী গুইলবো রচিত পুস্তিকা "যুদ্ধের সময় ফ্রান্সে সোস্যালিজম ও সিণ্ডিকালিজম"-এর মুখবন্ধ

কমরেড **গুইলবো** রচিত পুস্তিকা বেশ সময়োপযোগী হয়েছে। যুদ্ধের সময়কার বিভিন্ন দেশের সোস্যালিস্ট ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাস সকল দেশের জন্যই লেখা উচিত। যতদূর সম্ভব সুস্পষ্টভাবেই এই ইতিহাস দেখিয়ে দিচ্ছে যে শ্রমিকশ্রেণী ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে বামপন্থীর দিকে, বিপ্লবী চিন্তাধারা ও বিপ্লবী কার্যকলাপের দিকেই তাদের অগ্রগতি। এই ইতিহাস একদিকে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, তৃতীয়, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ভিত্তি বহুদূর প্রসারিত, এক একটি দেশের বিশেষ বিশেষ অবস্থা, তার বাস্তব ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করেই এর প্রস্তুতিকার্য চলেছিল। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অনিবার্যতা উপলব্ধি করতে হলে, বিভিন্ন জাতির সোস্যালিস্ট পার্টিগুলি যেসব পথ ধরে এই আন্তর্জাতিকে এসে সমবেত হয়েছে সেইসব পথের পার্থক্য বুঝতে হলে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সুদৃঢ় ভিত্তি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার।

অন্যদিকে যুদ্ধের সময়কার সোস্যালিস্ট ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনগুলি আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে কিভাবে শুরু হয়েছে বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও বুর্জোয়া পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার পতন, শুরু হয়েছে বুর্জোয়া গণতন্ত্র থেকে সোভিয়েত বা প্রলেতারীয় গণতন্ত্রে পদক্ষেপ। এই যে প্রচণ্ড যুগারম্ভমূলক পরিবর্তন তা বহু সোস্যালিস্টই এখনও বুঝতে পারছে না—তাদের মনপ্রাণ বাঁধা রয়েছে রুটিনের শৃঙ্খলে। বর্তমানে যা বিরাজ করছে এবং অতীতে যা বিরাজ করত অর্বাচীনের মতন তারই উপাসনায় তারা নিযুক্ত, পণ্ডিতম্মন্য অজ্ঞতায় তাদের বিচারশক্তি

এমনভাবে আচ্ছন্ন যে, ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্রের ইতিহাস সকল দেশেই কি নতুন জিনিসের সৃষ্টি করছে তা তারা দেখতে পাচ্ছে না।

যুদ্ধের সময়কার ফরাসী সোস্যালিস্ট ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখার দায়িত্ব কমরেড গুইলবো গ্রহণ করেছিলেন। ঘটনাবলীর যে সুস্পষ্ট ও যথাযথ বিবরণ এই প্রবন্ধে দেওয়া হয়েছে তা থেকে পাঠক এক বিরাট পরিবর্তনের, সমাজতন্ত্রের ইতিহাসে গতিধারার পরিবর্তনের একটি পরিষ্কার ধারণাই পাবেন। নিঃসন্দেহে এ কথা বলা চলে যে, গুইলবো রচিত পুস্তিকা শুধু সমস্ত শ্রেণীসচেতন শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিতই হবে না, এই পুস্তিকা প্রকাশের ফলে অন্যান্য দেশের যুদ্ধের সময়কার সমাজতন্ত্র ও শ্রমিক-আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে অনুরূপ বহু পুস্তিকাও প্রকাশিত হবে।

মস্কো, ১৩ই এপ্রিল, ১৯১৯ — এন. লেনিন

১৯১৯ সালে ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত। — ২৯ খণ্ড, ২৭৬-৭৭ পৃঃ

১৯২০ সালে রুশ ভাষায় প্রথম প্রকাশিত।

তৃতীয় আন্তর্জাতিক এবং ইতিহাসে তার স্থান

"আঁতাত" দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদীরা রাশিয়াকে অবরোধ করে রাখছে, সংক্রমণের কেন্দ্র হিসাবে রাশিয়াকে তারা ধনতন্ত্রী দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করারই চেষ্টা করছে। এইসব লোকেরা তাদের "গণতান্ত্রিক" সংস্থা সম্পর্কে গর্ব করে থাকে; সোভিয়েত রিপাবলিক সম্পর্কে তাদের বিদ্বেষে তারা এমনই অন্ধ যে, তারা দেখছে না যে তারা নিজেদের কত উপহাসাস্পদ করে তুলছে। একবার ভেবে দেখুন যে, যারা অগ্রসর, সবচেয়ে সভ্য ও "গণতান্ত্রিক" দেশ বলে পরিচিত, যারা পূর্ণমাত্রায় সমরসাজে সজ্জিত এবং সারা দুনিয়ার উপর যাদের রয়েছে একছত্র সামরিক আধিপত্য সেই দেশগুলি একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত, অনশনক্লিষ্ট, পশ্চাৎপদ এবং এমনকি তাদের কথানুসারে অর্ধ-বর্বর দেশ থেকে ভেসে আসা মতাদর্শগত সংক্রমণের ভয়ে মারাত্মকভাবে ভীত হয়ে উঠেছে।

কেবলমাত্র এই দ্বন্দ্বই আজ সকল দেশের মেহনতী জনগণের চোখ খুলে দিচ্ছে এবং সাম্রাজ্যবাদী ক্লিমেনসো, লয়েড জর্জ, উইলসন এবং তাদের সরকারের ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দিতে সাহায্য করছে।

সোভিয়েত সম্পর্কে ধনিকদের অন্ধ বিদ্বেষই যে শুধু আমাদের সাহায্য করছে তা নয়, তাদের নিজেদের মধ্যে কলহও আমাদের সাহায্য করছে—এই কলহই তাদের পরস্পরের উদ্দেশ্য প্রতিহত করতে প্ররোচিত করে। তারা যথার্থই নীরব থাকার চক্রান্ত করেছে, কেননা সাধারণভাবে সোভিয়েত রিপাবলিক সম্পর্কে সত্য সংবাদ এবং বিশেষ করে সোভিয়েতের সরকারী দলিলপত্র ছড়িয়ে পড়ার ভয়ে তারা প্রচণ্ডভাবে শঙ্কিত। তবু, ফরাসী বুর্জোয়াদের প্রধান মুখপত্র **Le Temps** মস্কোতে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে।

এ জন্য আমরা ফরাসী বুর্জোয়াদের প্রধান মুখপত্রের প্রতি, ফরাসী জাতি-দাম্ভিকতা ও সাম্রাজ্যবাদের নেতার প্রতি আমাদের সর্বাধিক সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। Le Temps আমাদের যে কার্যকরী ও সক্রিয় সাহায্য দিচ্ছে তার উপলব্ধির চিহ্ন হিসাবে তাকে সুবিন্যস্ত একখানি অভিনন্দনপত্র পাঠাতে আমরা প্রস্তুত।

আমাদের বেতার ঘোষণার ভিত্তিতে Le Temps যে পদ্ধতিতে তার রিপোর্ট তৈরী করেছে তা পরিষ্কারভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছে কি উদ্দেশ্যের দ্বারা ধনকুবেরদের এই মুখপত্রটি প্ররোচিত হয়েছিল। এই পত্রিকাটি উইলসনকে খোঁচা দিতে চেয়েছিল; এটি যেন তাঁকে বলছে: যাদের সাথে আপনি আলাপ আলোচনা করতে সম্মত সেই লোকদের প্রতি একবার তাকিয়ে দেখুন! যারা ধনকুবেরদের নির্দেশে লেখনী ধরে থাকে সেই পণ্ডিতম্মন্য মূর্খের দল দেখতে পায় না যে, বলশেভিক জুজুর কথা বলে উইলসনকে ভয় দেখাবার তাদের যে প্রচেষ্টা তা তো মেহনতী জনগণের চোখে বলশেভিকদের অনুকূলেই বিজ্ঞাপন হিসাবে প্রতিভাত হচ্ছে। আমরা আর একবার, ফরাসী ক্রোড়পতিদের মুখপত্রের প্রতি আমাদের সর্বাধিক সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি!

তৃতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমন এক সময়ে যখন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে যে, "আঁতাত" সাম্রাজ্যবাদীদের কিংবা জার্মানীতে শিদেমানদের মতন এবং অষ্ট্রীয়ায় রেনারদের মতন ধনিকশ্রেণীর অনুগত ভৃত্যদের কোন বিধিনিষেধ, কোন হীন চক্রান্তই এই আন্তর্জাতিক সম্পর্কে সংবাদের প্রচার এবং দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে এর জন্য সহানুভূতির প্রসার বন্ধ করতে পারে না। প্রলেতারীয় বিপ্লবের ফলেই এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে—সর্বত্রই প্রলেতারীয় বিপ্লব অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। মেহনতী জনগণের মধ্যে সোভিয়েত আন্দোলনের বিস্তৃতির ফলেই এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে; ইতোমধ্যেই সোভিয়েত আন্দোলন প্রকৃত **আন্তর্জাতিক** হওয়ার শক্তি অর্জন করেছে।

মূলধনের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের বিপ্লবী অভিযানের প্রস্তুতির জন্যই শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক সংগঠনের ভিত্তি রচনা করেছিল প্রথম আন্তর্জাতিক (১৮৬৪-৭২)। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক (১৮৮৯-১৯১৪) ছিল প্রলেতারীয় আন্দোলনের একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন—সাময়িকভাবে বিপ্লবী মান নীচুতে নামিয়ে দিয়ে, সাময়িক-

ভাবে সুবিধাবাদের শক্তিবৃদ্ধি করেই এই সংগঠনের বিস্তৃতি ঘটেছিল এবং এর জন্যই পরিশেষে এই আন্তর্জাতিকের লজ্জাকর পতন ঘটল।

সুবিধাবাদ এবং জাতিদাম্ভিক সমাজবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘকালের সংগ্রামের, বিশেষ করে যুদ্ধের সময়কার সংগ্রামের ফলে যখন কতকগুলি দেশে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হল, তখনই প্রকৃতপক্ষে ১৯১৮ সালে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের আবির্ভাব ঘটল। সরকারীভাবে ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে মস্কোতে অনুষ্ঠিত প্রথম কংগ্রেসেই তৃতীয় আন্তর্জাতিক গঠিত হল। মার্কসবাদের নীতিগুলি পূর্ণ করা, সেগুলিকে কার্যকরী করা এবং সমাজতন্ত্রের ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের বহু পুরাতন আদর্শকে সফল করাই এই আন্তর্জাতিকের উদ্দেশ্য এবং এটাই এই আন্তর্জাতিকের সবচেয়ে বিশেষ বৈশিষ্ট্য—তৃতীয় আন্তর্জাতিকের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য অনতিবিলম্বেই আত্মপ্রকাশ করল; দেখা গেল যে, এই নতুন, তৃতীয়, আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা **ইতোমধ্যেই** বেশ কিছু পরিমাণে **সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মিলে যেতে আরম্ভ করেছে।**

প্রথম আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের জন্য প্রলেতারীয়, আন্তর্জাতিক সংগ্রামের ভিত্তি রচনা করেছিল।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ছিল কতকগুলি দেশে ব্যাপকভাবে গণআন্দোলন প্রসারিত করবার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করার যুগ।

তৃতীয় আন্তর্জাতিক দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের কাজের ফলই চয়ন করে নিয়েছে, কিন্তু ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সুবিধাবাদী, জাতিদাম্ভিক সমাজবাদী, বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া আবর্জনাগুলিকে এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে **কার্যকরী করতে আরম্ভ করেছে।**

যে পার্টিগুলি দুনিয়ায় সবচেয়ে বিপ্লবী আন্দোলন, মূলধনের শাসন ও শোষণের উচ্ছেদের জন্য প্রলেতারিয়েতের আন্দোলন পরিচালনা করছে সেই পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক মৈত্রী এখন অভূতপূর্ব সুদৃঢ় ভিত্তির উপর রচিত; এ ভিত্তি দেখা দিয়েছে কতকগুলি **সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের** আকারে—এগুলিই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে বাস্তবে রূপায়িত করছে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে এর বিজয়কে বাস্তব করে তুলছে।

মার্কসের প্রধান স্লোগানকে, সমাজতন্ত্র ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের শতাব্দীর বিকাশের ফল যার ভিতর দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে সেই স্লোগানকে, যে স্লোগান অভিব্যক্ত হয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ধারণার মধ্য দিয়ে, সেই স্লোগানকে

কার্যকরী করতে আরম্ভ করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের যুগান্তকারী তাৎপর্য।

এই দূরদৃষ্টি, এই থিওরি—প্রতিভাশীল ব্যক্তির দূরদৃষ্টি, থিওরি—আজ বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে।

এই লাতিন বাক্যাংশটি এখন অনূদিত হয়েছে সমকালীন ইওরোপের সকল জাতির ভাষায়—শুধু তাই নয়, এটি অনূদিত হয়েছে দুনিয়ার সকল ভাষায়।

বিশ্ব ইতিহাসে শুরু হয়েছে এক নতুন যুগ।

মানবজাতি ছুঁড়ে ফেলছে দাসত্বের শেষ রূপটাকে: ধনতন্ত্রী বা মজুরী দাসত্বকে।

দাসত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করে মানবজাতি এই প্রথম এগিয়ে চলেছে সত্যকার স্বাধীনতায়।

এটা কি করে সম্ভব হল যে, ইওরোপের এক অতি পশ্চাৎপদ দেশই সর্বপ্রথমে প্রতিষ্ঠা করল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব, গঠন করল সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র? এ কথা বলা বোধহয় ভুল হবে না যে, রাশিয়ার পশ্চাৎপদ অবস্থা আর বুর্জোয়া গণতন্ত্র পেরিয়ে সোভিয়েত বা প্রলেতারীয় গণতন্ত্রে, গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ রূপে তার যে উল্লম্ফন, এই দুয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বটি—ঠিক এই দ্বন্দ্বটিই হচ্ছে অন্যতম কারণ, (সমাজতন্ত্রের নেতারা যে সুবিধাবাদী অভ্যাস ও কূপমণ্ডুক কুসংস্কারের জগদ্দল ভারে ভারাক্রান্ত তা ছাড়া) যার জন্য পশ্চিমের দেশগুলিতে সোভিয়েতগুলির ভূমিকা উপলব্ধি করতে বিশেষ অসুবিধা বা বিলম্ব হচ্ছে।

সারা দুনিয়ার মেহনতী জনগণ প্রলেতারীয় সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে এবং প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের একটি রূপ হিসাবেই সোভিয়েতগুলির তাৎপর্য নিজেদের সহজাত বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করেছিল। কিন্তু সুবিধাবাদে কলুষিত হয়ে "নেতারা" বুর্জোয়া গণতন্ত্রেরই পূজা করতে থাকল এবং এখনো সেই পূজাই তারা করে চলেছে—এই বুর্জোয়া গণতন্ত্রকেই তারা সাধারণভাবে "গণতন্ত্র" বলে থাকে।

এটা কি আশ্চর্যের ব্যাপার যে, শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার ফলেই রাশিয়ার পশ্চাৎপদ অবস্থা আর বুর্জোয়া গণতন্ত্র পেরিয়ে তার "উল্লম্ফনে"র মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে? একাধিক দ্বন্দ্ব ছাড়াই যদি ইতিহাস আমাদের এক নতুন রূপের গণতন্ত্র দিত তাহলেই সেটা হত আশ্চর্যের ব্যাপার।

কোন মার্কসবাদীকে বা সাধারণভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় আছে এমন কোন ব্যক্তিকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বে

বিভিন্ন ধনতন্ত্রী দেশের উত্তরণ সমরূপ, সুসমঞ্জস ও সমানুপাতিক হবে কিনা, তাহলে সে নিঃসন্দেহেই উত্তর দেবে: "না, তা হবে না"। ধনতন্ত্রী দুনিয়ায় সমরূপ বা সামঞ্জস্য বা সমানুপাতের মতো কোন বস্তু কদাচ ছিল না এবং কখনও হতে পারে না। এক একটি দেশ ধনতন্ত্রের ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের এক একটি দিক, লক্ষণ বা বিশেষ বৈশিষ্ট্য-গুচ্ছকে এক একবার বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে বিকশিত করে তুলেছে। বিকাশের প্রক্রিয়া অসমানভাবেই চলেছে।

ফ্রান্স যখন তার মহান বুর্জোয়া বিপ্লব সংঘটিত করছিল এবং ঐতিহাসিকভাবে এক নব জীবনে সারা ইওরোপ ভূখণ্ডকে জাগিয়ে তুলছিল তখন কিন্তু প্রতিবিপ্লবী জোটের পুরোভাগে এসে ব্রিটেনই দাঁড়িয়েছিল। অথচ সে সময়ে ফ্রান্সের তুলনায় ব্রিটেন ছিল ধনতন্ত্রের দিক থেকে অনেক বেশী বিকশিত। আগামী দিনের মার্কসবাদের মধ্যে পরে যে সব জিনিস বিকশিত হয়ে উঠেছিল তার অনেক কিছুরই পূর্বাভাস চমৎকারভাবে পাওয়া গিয়েছিল সেযুগের ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে।

চার্টিস্ট আন্দোলন ছিল দুনিয়ার প্রথম ব্যাপক, সত্যসত্যই জনগণের এবং রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী আন্দোলন। এ আন্দোলন যখন ব্রিটেন পৃথিবীকে দিয়েছিল তখন ইওরোপ ভূখণ্ডে ঘটছিল বুর্জোয়া বিপ্লব এবং তার অধিকাংশই ছিল দুর্বল, আর তখন ফ্রান্সে শুরু হয়েছিল প্রলেতারিয়েত শ্রেণী আর বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে প্রথম মহান গৃহযুদ্ধ। সে দিন প্রলেতারিয়েতের বিভিন্ন জাতীয় বাহিনীকে বুর্জোয়া শ্রেণী একে একে এবং বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পদ্ধতিতে পরাস্ত করেছিল।

এঙ্গেলসের কথায়, সেদিন ব্রিটেন ছিল একটি আদর্শ দেশ যেখানে বুর্জোয়া অভিজাত সম্প্রদায়ের পাশাপাশি প্রলেতারিয়েতদেরই একটি বুর্জোয়া উচ্চস্তর বুর্জোয়াশ্রেণী সৃষ্টি করেছিল [১০৬]। প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী সংগ্রামের দিক থেকে এই অগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশটি বেশ কয়েক দশক পেছিয়ে রইল। বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে দুইটি বীরত্বপূর্ণ শ্রমিক অভ্যুত্থানে ফ্রান্স প্রকৃতপক্ষে তার প্রলে-তারিয়েতের শক্তি নিঃশেষ করে ফেলল। বিশ্বের ঐতিহাসিক বিকাশে এই দুইটি অভ্যুত্থানের যথেষ্ট অবদান ছিল এবং এই অভ্যুত্থান দুইটি ঘটেছিল ১৮৪৮ আর ১৮৭১ সালে। তখন শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের আন্তর্জাতিকে নেতৃত্ব চলে গেল জার্মানির কাছে; সেটা ছিল উনিশ শতকের অষ্টম দশকের ঘটনা, তখন অর্থনৈতিক-ভাবে জার্মানি ছিল ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পিছনে। কিন্তু জার্মানি যখন অর্থনৈতিক

ক্ষেত্রে এ দুটি দেশকে ছাড়িয়ে গেল, অর্থাৎ বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক নাগাদ, তখন দেখা গেল যে, জার্মানির মার্কসবাদী ওয়ার্কারস পার্টির, যে পার্টি ছিল সারা দুনিয়ার আদর্শস্বরূপ সেই পার্টির নেতৃত্বপদে অধিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে একদল চরম বদমাইস,—শিদেমান ও নস্ক থেকে শুরু করে দাভিদ ও লেগিন পর্যন্ত—একদল অতি জঘন্য দালাল যারা নিজেদের বিক্রি করে দিয়েছে ধনিকদের কাছে, আর এমন একদল অতি ঘৃণ্য জল্লাদ যারা এসেছে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্য থেকে কিন্তু তারা রাজতন্ত্র ও প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়াদের নির্দেশেই কাজ করে চলেছে।

বিশ্ব ইতিহাস দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলেছে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের দিকে, কিন্তু যে পথে বিশ্ব ইতিহাস এগিয়ে চলেছে সে পথ আর যাই হোক মসৃণ, সহজ ও সরল নয়।

কার্ল কাউৎস্কি যখনো মার্কসবাদী ছিলেন, সোভিয়েত বা প্রলেতারীয় গণ-তন্ত্রের বিরোধিতা করে শিদেমানদের সঙ্গে ঐক্য স্থাপনের ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পক্ষে ওকালতি করতে শুরু করে মার্কসবাদের দলদ্রোহীতে যখনো তিনি পরিণত হননি, তখন তিনি—ঠিক বিশ শতকের গোড়ায়—"স্লাভগণ ও বিপ্লব" নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। আন্তর্জাতিক বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্ব স্লাভদের কাছে চলে যাবার যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তার ঐতিহাসিক অবস্থাদি কি ছিল তা-ই তিনি সেই প্রবন্ধে বর্ণনা করেছিলেন।

এবং তাই ঘটেছে। বিপ্লবী প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকের নেতৃত্ব আপাতত—বলাই বাহুল্য যে দীর্ঘকালের জন্য নয়—রাশিয়ানদের হাতে চলে গিয়েছে, যেমন উনিশ শতকের বিভিন্ন পর্বে তা গিয়েছিল ব্রিটিশদের হাতে, পরে ফরাসীদের হাতে এবং তারপর জার্মানদের হাতে।

একাধিক উপলক্ষে আমি আগে বলেছি যে, রাশিয়ানদের পক্ষে মহান প্রলে-তারীয় বিপ্লব **শুরু করা** অগ্রণী দেশগুলির তুলনায় সহজ ছিল। কিন্তু তা **চালিয়ে যাওয়া** এবং একটি সমাজতন্ত্রী সমাজ পরিপূর্ণভাবে সংগঠিত করার অর্থে সেই বিপ্লবকে চূড়ান্ত বিজয়ের স্তরে নিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে অধিকতর কঠিন হবে।

আমাদের পক্ষে শুরু করা ছিল অপেক্ষাকৃত সহজ, কেননা, প্রথমতঃ, জার রাজতন্ত্রের অসাধারণ পশ্চাৎপদতা—বিশ শতকের ইওরোপের তুলনায়—জনগণের এমন এক বিপ্লবী আক্রমণাত্মক অভিযানের সৃষ্টি করেছিল যার শক্তি ছিল অসাধারণ। দ্বিতীয়তঃ, রাশিয়ার পশ্চাৎপদ অবস্থা বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে

প্রলেতারীয় বিপ্লবকে জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষক বিপ্লবের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে মিশিয়ে দিয়েছিল। ঐখান থেকেই আমরা ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে শুরু করেছিলাম এবং ঐখান থেকে যদি আমরা শুরু না করতাম তাহলে অত সহজে আমাদের জয়লাভ হত না। সেই সুদূর ১৮৫৬ সালেই প্রুশিয়া প্রসঙ্গে মার্কস প্রলেতারীয় বিপ্লব আর কৃষক-যুদ্ধের এক অদ্ভুত মিলনের সম্ভাবনার কথা বলে-ছিলেন [১৩৭]। ১৯০৫ সালের শুরু থেকেই বলশেভিকরা শ্রমিক ও কৃষকের বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের ধারণা সমর্থন করেছিল এবং প্রচার করেছিল। তৃতীয়তঃ পশ্চিমের সমাজতন্ত্রে "শেষ কথার" সঙ্গে নিজেদের অগ্রণীবাহিনীকে পরিচিত করা এবং জনগণের বিপ্লবী **কার্যকলাপ**—এই উভয় দিক থেকেই শ্রমিক ও কৃষক জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষার ব্যাপারে ১৯০৫ সালের বিপ্লব প্রভুত সাহায্য করেছিল। ১৯০৫ সালের এই পূর্ণাঙ্গ মহলা (ড্রেস রিহার্সাল) ছাড়া ১৯১৭ সালের বিপ্লব—ফেব্রুয়ারির বুর্জোয়া বিপ্লব আর অক্টোবরের প্রলেতারীয় বিপ্লব উভয়ই—সম্ভব হত না। চতুর্থতঃ, ধনতন্ত্রী, অগ্রসর দেশগুলির সামরিক প্রাধান্যের বিরুদ্ধে অন্য যে কোন দেশের চেয়ে দীর্ঘদিন টিকে থাকা রাশিয়ার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল তার ভৌগলিক অবস্থার জন্য। পঞ্চমতঃ, কৃষক সম্প্রদায়ের প্রতি প্রলেতারিয়েতের বিশেষ আচরণের ফলে বুর্জোয়া বিপ্লব থেকে সমাজতন্ত্রী বিপ্লবে উত্তরণ সহজ হয়েছিল, এরই ফলে শহরের প্রলেতারিয়েতের পক্ষে আধা-প্রলে-তারিয়েতদের উপর, গ্রামের মেহনতী জনগণের মধ্যে যারা বেশী গরিব সেই অংশের উপর প্রভাব বিস্তার করা সহজতর হয়েছিল। ষষ্ঠতঃ, ধর্মঘট সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষালাভ করার ফলে এবং ইওরোপের শ্রমিকশ্রেণীর গণআন্দোলনের অভিজ্ঞতার ফলে—এক প্রগাঢ় এবং দ্রুতগতিতে তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এরকম বিপ্লবী পরিস্থিতিতে—**সোভিয়েতগুলির** মতন প্রলেতারীয় বিপ্লবী সংগঠনের অমন এক অদ্বিতীয় রূপের আবির্ভাব সহজ হয়েছিল।

এই তালিকা, অবশ্য, অসম্পূর্ণ, কিন্তু আপাতত এতেই চলবে।

সোভিয়েত বা প্রলেতারীয় গণতন্ত্রের জন্ম হল রাশিয়ায়। পারি কমিউনের পরে এটা হল দ্বিতীয় যুগান্তকারী পদক্ষেপ। প্রলেতারীয়—কৃষক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র বিশ্বের প্রথম স্থায়ী সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বলে প্রমাণিত হয়েছে। **এ এক নতুন ধরনের রাষ্ট্র**—এর মৃত্যু নেই। এ আর একা নয়।

সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য, সে-কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য এখনো অনেক অনেক কিছু করতে হবে। যে দেশগুলি অধিকতর সংস্কৃতি-

সম্পন্ন, যেখানে প্রলেতারিয়েতের রয়েছে অনেক বেশী প্রভাব ও প্রতিপত্তি সে সব দেশ যদি একবার শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের পথ গ্রহণ করে তাহলে সেই সব দেশে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির রাশিয়াকে ছাড়িয়ে যাবার সকল সম্ভাবনাই রয়েছে।

দেউলিয়া দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক এখন মরছে এবং বেঁচে থেকে পচছে। আসলে এ আন্তর্জাতিক বুর্জোয়া-শ্রেণীর অনুগত ভৃত্যের ভূমিকাই পালন করছে। সত্যই এ এক পীত আন্তর্জাতিক। এর মতাদর্শের প্রধান প্রধান নেতারা, যেমন কাউৎস্কির মতন ব্যক্তিরা, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ এবং একেই তারা অভিহিত করে থাকে সাধারণভাবে "গণতন্ত্র" বলে বা "বিশুদ্ধ গণতন্ত্র" বলে—যা হচ্ছে আরও বেশী নির্বোধ এবং আরও বেশী স্থুল উক্তি।

বুর্জোয়া গণতন্ত্রের দিন শেষ হয়ে গেছে, যেমন শেষ হয়ে গেছে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের দিন, যদিও, এই বুর্জোয়া গণতন্ত্র ঐতিহাসিকভাবে প্রয়োজনীয় ও উপযোগী কাজ সম্পন্ন করেছিল এমন এক সময়ে যখন এই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যেই শ্রমিকশ্রেণীর জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা ছিল সেই মুহূর্তের করণীয় কাজ।

সর্বাধিক গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র মূলধনের দ্বারা মেহনতী জনগণকে দমন করার একটি যন্ত্র ছাড়া, মূলধনের রাজনৈতিক শাসনের একটি হাতিয়ার ছাড়া, বুর্জোয়া শ্রেণীর একনায়কত্ব ছাড়া কখনোই আর কিছু ছিল না এবং কখনোই আর কিছু হতে পারত না। গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং সে কথা ঘোষণাও করেছিল, কিন্তু যতদিন জমির উপর এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপায়ের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা অটুট ছিল ততদিন ঐ প্রজাতন্ত্র এই প্রতিশ্রুতি ও ঘোষণা কখনোই কার্যে পরিণত করতে পারেনি।

বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে "স্বাধীনতা" ছিল প্রকৃতপক্ষে ধনীদের জন্যই স্বাধীনতা। মূলধনের উচ্ছেদের জন্য, বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে পরাস্ত করার জন্য নিজেদের শক্তিকে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে এই স্বাধীনতাকে প্রলেতারিয়েতেরা এবং মেহনতী কৃষকেরা ব্যবহার করতে পারত এবং তা তাদের করা উচিত ছিল, কিন্তু আসলে, সাধারণ নিয়মানুসারে, মেহনতী জনগণ ধনতন্ত্রের আমলে গণতন্ত্র ভোগ করতে অক্ষম।

সোভিয়েত বা প্রলেতারীয় গণতন্ত্র এই প্রথম দুনিয়ায় সৃষ্টি করল জনগণের জন্য, মেহনতী মানুষের জন্য, শ্রমিক এবং ক্ষুদে চাষীদের জন্য গণতন্ত্র।

জনসংখ্যার **সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের** হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা, এই সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্তৃক **প্রকৃতপক্ষে** রাষ্ট্রক্ষমতার পরিচালনা পৃথিবীতে আগে কখনো দেখা যায়নি যেমনটি দেখা যাচ্ছে সোভিয়েত শাসনের ক্ষেত্রে।

এই শাসন শোষকদের আর তাদের দুষ্কর্মে সহযোগীদের "স্বাধীনতাকে" দমন করে ; তাদের বঞ্চিত করে শোষণ করবার "স্বাধীনতা" থেকে, জনগণকে অনশনে রেখে নিজেদের মুনাফা বাড়াবার "স্বাধীনতা" থেকে, মূলধনের শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করবার "স্বাধীনতা" থেকে, নিজেদের দেশের শ্রমিক-কৃষকদের বিরুদ্ধে বিদেশের বুর্জোয়াদের সঙ্গে জোট বাঁধবার "স্বাধীনতা" থেকে।

এ রকম স্বাধীনতার সমর্থনে কাউৎস্কিরা চিৎকার করতে থাকুক। এ করতে হলে মার্কসবাদের দলদ্রোহী হওয়া চাই, হওয়া চাই সমাজতন্ত্রের দলদ্রোহী।

সোভিয়েত বা প্রলেতারীয় গণতন্ত্রের তাৎপর্য, পারি কমিউনের সঙ্গে তার সম্পর্ক, ইতিহাসে তার স্থান, শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের একটি রূপ হিসাবে তার আবশ্যিকতা উপলব্ধি করতে তাদের চরম অক্ষমতার মধ্য দিয়ে হিলফারডিং এবং কাউৎস্কির মতন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের মতাদর্শের প্রবক্তা নেতৃবৃন্দের দেউলিয়াপনা যেমন জাজ্বল্যমানভাবে প্রকাশিত হয়েছে তেমন আর কিছুতেই হয়নি।

ইণ্ডিপেনডেণ্ট (ওরফে মধ্যবিত্ত, অর্বাচীন ও পেটি-বুর্জোয়াদের) জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির মুখপত্র Die Freiheit-এর ৭৪নং সংখ্যায় ১৯১৯ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি তারিখে "জার্মানির বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের প্রতি" একটি ম্যানিফেস্টো প্রকাশিত হয়েছে।

এই ম্যানিফেস্টোতে পার্টির কার্যকরী কমিটির সভ্যরা এবং জাতীয় পরিষদের, জার্মান "উচরেদিলকার" সকল সদস্যরাই স্বাক্ষর করেছেন।

সোভিয়েতগুলি ধ্বংস করে দিতে চাওয়ার জন্য শিদেমানদের বিরুদ্ধে এই ম্যানিফেস্টোতে অভিযোগ করা হয়েছে এবং প্রস্তাব করা হয়েছে—হাসবেন না!—যে, সোভিয়েতগুলিকে উচরেদিলকার সঙ্গে **সংযুক্ত** করা হোক, সোভিয়েতগুলিকে কিছুটা রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হোক, কিছুটা স্থান দেওয়া হোক সংবিধানে।

শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব আর বুর্জোয়া শ্রেণীর একনায়কত্বের মধ্যে আপস ও মিলন! কী সহজ ব্যাপার! কী চমৎকার পণ্ডিতম্মন্য একটা ধারণা!

কিন্তু একমাত্র আক্ষেপের বিষয় হল যে, রাশিয়ায় কেরেনস্কির আমলেই এই ধারণা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল—সে পরীক্ষা করেছিলেন ঐক্যবদ্ধ

মেনশেভিক ও রিভলিউসনারী সোস্যালিস্টরা, ঐ সব পেটি-বুর্জোয়া ডেমোক্রাটরা যাঁরা নিজেদের সোস্যালিস্ট বলে কল্পনা করেন।

মার্কসের লেখা পড়ে যে এ কথা বোঝেনি যে, ধনতন্ত্রী সমাজে প্রতিটি চরম মুহূর্তে, প্রতিটি গুরুতর শ্রেণী-বিরোধে হয় বুর্জোয়া শ্রেণীর একনায়কত্ব নয় শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বই দেখা দিবে সে মার্কসের অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক মতবাদের এক অক্ষরও বোঝেনি।

কিন্তু ১১ই ফেব্রুয়ারির এই অতি আশ্চর্য ও হাস্যকর ম্যানিফেস্টোটির এত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্ভট কল্পনায় ভরা যে তার আদ্যোপান্ত আলোচনা করতে হলে বুর্জোয়া শ্রেণীর একনায়কত্বের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের শান্তিপূর্ণ মিলনের হিলফারডিং, কাউৎস্কি কোম্পানীর চমৎকার পণ্ডিতম্মন্য ধারণাটিকে পৃথকভাবে বিচার করে দেখা দরকার। আর একটি প্রবন্ধের জন্য সে কাজ এখন তোলা রাখতে হল।

মস্কো, ১৫ই এপ্রিল, ১৯১৯ — ২৯ খণ্ড,

প্রকাশিত, মে, ১৯১৯ — পৃঃ ২৭৯-৮৭

ব্যাভেরিয়ান সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের প্রতি অভিনন্দন বাণী

আপনাদের অভিনন্দন বাণীর জন্য আপনাদের আমরা ধন্যবাদ জানাই, এবং আমাদের পক্ষ থেকে আমরা সর্বান্তঃকরণে ব্যাভেরিয়ার সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা বারবার আপনাদের এই অনুরোধই করছি যে, নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি সম্পর্কে আপনারা আমাদের আরও ঘনঘন বাস্তব তথ্য সরবরাহ করুন: বুর্জোয়া জল্লাদদের, ঐ শিদেমান এণ্ড কোম্পানীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য আপনারা কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন; নগরের বিভিন্ন অংশে কি শ্রমিক ও কর্মচারীদের সোভিয়েতগুলি গঠিত হয়েছে; শ্রমিক-দের হাতে কি অস্ত্র তুলে দেওয়া হয়েছে; বুর্জোয়াদের কি নিরস্ত্র করা হয়েছে; শ্রমিকদের এবং বিশেষ করে ক্ষেতখামারের মজুরদের এবং ছোট ছোট চাষীদের অবিলম্বে ব্যাপকভাবে সাহায্য দেবার জন্য কি কাপড় জামা ও অন্যান্য দ্রব্যের স্টক ব্যবহার করা হয়েছে; মিউনিকের কলকারখানা এবং সম্পদ থেকে, এবং মিউনিকের শহরতলীতে ধনিকদের যে ক্ষেতখামার আছে তা থেকে কি ধনিক-শ্রেণীকে উচ্ছেদ করা হয়েছে; ছোট ছোট চাষীদের যে বন্ধকী সুদ ও খাজনা দিতে হয় তা কি বাতিল করা হয়েছে; ক্ষেতখামারের মজুরদের এবং অদক্ষ শ্রমিকদের মজুরি কি দ্বিগুণ বা তিনগুণ করা হয়েছে; জনগণের জন্য যাতে জনপ্রিয় পুস্তিকা ও পত্রিকা প্রকাশ করতে সরকার সক্ষম হয় সেই উদ্দেশ্যে কাগজের সমস্ত স্টক ও সমস্ত প্রেস কি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে; রাষ্ট্রশাসন সম্পর্কে দুই বা তিন ঘন্টার শিক্ষাদানের সাথে দিনে ছ' ঘণ্টা কাজের নিয়ম কি চালু করা হয়েছে; অবিলম্বে যাতে আরামদায়ক ফ্লাটগুলিতে শ্রমিকদের বাসের

ব্যবস্থা করা যায় তার জন্য কি মিউনিকে বুর্জোয়াদের উদ্বৃত্ত বাসস্থানগুলি ছেড়ে দিতে বাধ্য করা হয়েছে ; আপনারা কি সমস্ত ব্যাঙ্ক দখল করেছেন, জামিন হিসাবে বুর্জোয়াদের কোন কোন ব্যক্তিকে কি আপনারা আটক রেখেছেন ; শ্রমিকদের জন্য বুর্জোয়াদের চেয়ে বেশী রেশনের ব্যবস্থা কি আপনারা প্রবর্তন করেছেন ; প্রতিরক্ষার জন্য এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে মতাদর্শগত প্রচার অভিযান চালাবার জন্য সমস্ত শ্রমিকদের কি সমাবেশ করা হয়েছে ? এই সব ব্যবস্থা এবং অনুরূপ ব্যবস্থাগুলিকে অত্যন্ত জরুরী মনে করে ব্যাপকভাবে কার্যকরী করলে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যদি শ্রমিকদের, খামারের মজুরদের উদ্যোগ, এবং তাদের থেকে আলাদাভাবে কর্মরত ছোট ছোট চাষীদের সোভিয়েতের উদ্যোগ জাগিয়ে তোলা যায় তাহলে আপনাদের শক্তিই সুদৃঢ় হবে। বুর্জোয়াদের উপর জরুরী ট্যাক্স বসাতে হবে এবং যেভাবেই হোক এক্ষুনি শ্রমিকদের, খামারের মজুরদের এবং ছোট ছোট চাষীদের অবস্থার প্রকৃত উন্নতিসাধনের ব্যবস্থা করতে হবে।

আন্তরিক অভিনন্দন জানাই, আপনাদের সাফল্য কামনা করি।

লেনিন

১৯১৯ সালের ২৭শে এপ্রিল তারিখে লিখিত।
১৯৩০ সালের ২২শে এপ্রিল প্রাভদার ১১১নং সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত।

২৯ খণ্ড, পৃঃ ২৯৮-৯৯

হাঙ্গেরীর শ্রমিকদের প্রতি অভিনন্দন

কমরেডগণ, হাঙ্গেরীর সোভিয়েত নেতাদের কাছ থেকে যে সব সংবাদ আমরা পাচ্ছি তাতে আনন্দে, উল্লাসে আমাদের মন ভরে উঠছে। দু'মাসেরও বেশী হয়নি হাঙ্গেরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সোভিয়েত সরকার, কিন্তু সংগঠনের দিক থেকে দেখতে গেলে, বলতে হয় যে, ইতোমধ্যেই হাঙ্গেরীর প্রলেতারিয়েত আমাদের ছাড়িয়ে গেছে। এর কারণ বোঝা দুরূহ নয়, কেননা হাঙ্গেরীতে সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতিক মান অনেক বেশী উন্নত ; অধিকন্তু, মোট জনসংখ্যার অনুপাতে শিল্প-শ্রমিকদের সংখ্যা এখানে অত্যন্ত বেশী (হাঙ্গেরীর বর্তমান ৮০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ৩০ লক্ষই বাস করে বুদাপেস্তে), এবং সর্বশেষ কথা হল যে, হাঙ্গেরীতে সোভিয়েত ব্যবস্থায়, শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বে উত্তরণ তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী সহজে এবং অনেক বেশী শান্তিপূর্ণভাবেই ঘটেছে।

এই শেষের অবস্থাটিই বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ইওরোপের সোস্যালিস্ট নেতাদের অধিকাংশ, জাতিদাম্ভিক সমাজবাদী ও কাউৎস্কিপন্থী, এই উভয় ঝোঁকের অধিকাংশই আপেক্ষিকভাবে "শান্তিপূর্ণ" ধনতন্ত্র ও বুর্জোয়া পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থার কয়েক দশকের শাসনে পুষ্ট হয়ে আজ নিছক অর্বাচীন কুসংস্কারের শিকারে এমনভাবে পরিণত হয়েছে যে, তারা সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতার এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের মানে কি তা বুঝতেও অক্ষম। প্রলেতারিয়েতরা এই সব নেতাদের যদি তাদের চলার পথ থেকে অপসারিত না করে, যদি তারা তাদের চলার পথ থেকে এদের ঝেঁটিয়ে দূর না করে তাহলে তারা তাদের যুগান্তকারী মুক্তির উদ্দেশ্যকে সফল করতে পারবে না। রাশিয়ায় সোভিয়েত শাসন সম্পর্কে বুর্জোয়াদের মিথ্যা কথাকে এরা বিশ্বাস করত বা অর্ধ-সত্য বলে মনে করত এবং নতুন, প্রলেতারীয় গণতন্ত্রের—সোভিয়েত সরকারের মধ্যে যা মূর্ত হয়ে উঠেছে সেই সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্রের, মেহনতী জনগণের জন্য গণতন্ত্রের—

সারবস্তুকে বুর্জোয়া গণতন্ত্র থেকে পৃথক করে দেখতে এরা ছিল অক্ষম, দাসসুলভ মনোভাব নিয়ে এরা বুর্জোয়া গণতন্ত্রেরই পূজা করে এবং তাকে "বিশুদ্ধ গণতন্ত্র" বা সাধারণভাবে "গণতন্ত্র" বলে অভিহিত করে।

বুর্জোয়া কুসংস্কারের শৃঙ্খলে বাঁধা এই সব অন্ধ লোক বুঝতে পারল না বুর্জোয়া গণতন্ত্র থেকে প্রলেতারীয় গণতন্ত্রে, বুর্জোয়া শ্রেণীর একনায়কত্ব থেকে শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্বে যুগান্তকারী পরিবর্তনকে। রাশিয়ার সোভিয়েত সরকারের, রাশিয়ায় তার বিকাশের ইতিহাসের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যকে তারা তালগোল পাকিয়ে এক করে দেখল সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে একটি আন্তর্জাতিক ব্যাপার হিসাবে।

হাঙ্গেরীর প্রলেতারীয় বিপ্লবে এমনকি অন্ধকেও দেখতে সাহায্য করছে হাঙ্গেরীতে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বে উত্তরণের রূপটি রাশিয়ার রূপটির চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের: সেখানে বুর্জোয়া সরকার স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছিল, তৎক্ষণাৎ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য, **এক কমিউনিস্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতে** সমাজতন্ত্রী ঐক্য। সোভিয়েত শাসনের সারকথা এখন সকলের নিকটেই অত্যন্ত স্পষ্ট: যে শাসনের পিছনে রয়েছে মেহনতী জনগণের সমর্থন এবং যার পুরোভাগে রয়েছে প্রলেতারিয়েতরা, দুনিয়ার কোথাও সে শাসন সোভিয়েত শাসন ছাড়া, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব ছাড়া আজ আর কিছুই হতে পারে না।

এই একনায়কত্ব পূর্বাহ্নেই স্বীকার করে নেয় যে, শোষকদের, ধনিকদের, জমিদারদের এবং তাঁদের তাঁবেদারদের প্রতিরোধ চূর্ণ বিচূর্ণ করার জন্য নির্মম ভাবে, কঠোরভাবে, ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এবং দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বলপ্রয়োগ করতে হবে। এই কথা যে না বোঝে সে বিপ্লবী নয়, এবং তাকে শ্রমিকশ্রেণীর নেতার বা উপদেষ্টার আসন থেকে অপসারিত করতে হবে।

কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সারকথা শুধু বলপ্রয়োগের মধ্যেই কিংবা এমনকি প্রধানতঃ বলপ্রয়োগের মধ্যেই নিহিত নয়। এর মর্মকথা হল মেহনতী জনগণের অগ্রগামী বাহিনীর, তাদের অগ্রণী দলের, তাদের একমাত্র নেতার, অর্থাৎ প্রলেতারিয়েতের সংগঠন ও শৃঙ্খলা—এই প্রলেতারিয়েতের লক্ষ্য হল সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা, সমাজের শ্রেণীবিভাগ ধ্বংস করা, সমাজের সকল সদস্যকে মেহনতী জনসাধারণে রূপান্তরিত করা এবং মানুষের দ্বারা মানুষের সকল রকম শোষণের ভিত্তি দূর করা। এক আঘাতেই এই

লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় না। ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য বেশ দীর্ঘকাল প্রয়োজন, কারণ উৎপাদনের পুনর্গঠন বেশ কঠিন কাজ, এবং জীবনের সকলক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধনের জন্য বেশ সময়ের প্রয়োজন, এবং পেটি-বুর্জোয়া ও বুর্জোয়াধারায় কাজ করতে করতে যে অভ্যাস গড়ে উঠেছে তার প্রচণ্ড শক্তিকে একমাত্র দীর্ঘ ও দৃঢ় সংগ্রামের দ্বারাই পরাস্ত করা যেতে পারে। সেজন্যই মার্কস শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সমগ্র যুগটিকেই ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগ বলে অভিহিত ক রছিলেন। [১৩৮]

উওরণের এই সমগ্র যুগ ধরেই বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আসবে ধনিকদের কাছ থেকে এবং বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তাদের আদেশপালনকারী যে অসংখ্য দুর্বৃত্ত রয়েছে তাদের কাছ থেকেও প্রতিরোধ আসবে; এরা সচেতনভাবেই প্রতিরোধ করবে ; প্রতিরোধ আসবে পেটি-বুর্জোয়া অভ্যাস ও ঐতিহ্যের শৃঙ্খলে অত্যধিক মাত্রায় আবদ্ধ কৃষক সমেত মেহনতী জনগণের বিশাল অংশের কাছ থেকে, তবে এরা প্রায় সব সময়েই প্রতিরোধ করবে অচেতন ভাবে। এই স্তরের মধ্যে যে দোদুল্যমানতা দেখা দিবে তা তো অনিবার্য। মেহনতী মানুষ হিসাবে, কৃষক বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় সমাজতন্ত্রের দিকে, বুর্জোয়া শ্রেণীর একনায়কত্ব আর শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকেই সর্বাধিক পছন্দ করে। শস্যবিক্রেতা হিসাবে কৃষক বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় বুর্জোয়াদের দিকে, ব্যবসার স্বাধীনতার দিকে, অর্থাৎ সেই "রীতিগত", পুরাতন, "প্রাচীনতার দরুন পবিত্র বলে সম্মানিত" ধনতন্ত্রে প্রত্যাবর্তনের দিকে।

সাধারণভাবে কৃষক ও পেটি-বুর্জোয়া স্তরকে **পরিচালিত করতে** প্রলেতারিয়েতকে সক্ষম করে তোলবার জন্য চাই শ্রামকশ্রেণীর একনায়কত্ব, চাই একটি শ্রেণীর শাসন, তার শৃঙ্খলা ও সংগঠনশক্তি, ধনতন্ত্রের সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যার সমস্ত সাফল্যের ভিত্তির উপর রচিত তাদের কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র-ক্ষমতা, চাই প্রত্যেকটি মেহনতী মানুষের মানবতার প্রতি তাদের প্রলেতারীয় জ্ঞাতিত্ব, যারা রাজনীতিতে কম *দৃঢ়* গ্রামাঞ্চলের ও ছোট ছোট শিল্পের সেই সব বিক্ষিপ্ত, কম অগ্রসর মেহনতী মানুষের মধ্যে চাই তাদের সম্মানের সুপ্রতিষ্ঠা। এখানে সাধারণভাবে "গণতন্ত্র" সম্পর্কে. "ঐক্য" বা "শ্রমের গণতন্ত্রের ঐক্য" সম্পর্কে, সকল "শ্রমের মানুষের" "সমানাধিকার" সম্পর্কে এবং এরকম আরো অনেক কিছু সম্পর্কে বাগাড়াম্বরের কোন মূল্যই নেই— এই বাগাড়াম্বরের দিকেই তো বর্তমানে পেটি-বুর্জোয়া জাতিদাম্ভিক সমাজ-

বাদীদের ও কাউৎস্কিপন্থীদের অত অনুরাগ। বাগাড়ম্বর শুধু চোখেই ধুলো দেয়, মনকে অন্ধ করে ফেলে এবং সেই পুরাতন মুর্খামির রক্ষণশীলতার, এবং ধনতন্ত্র, পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থার ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের রুটিনেরই ইন্ধন জুগিয়ে সেগুলিকে শক্তিশালী করে তোলে।

শ্রেণীগুলির বিলোপসাধনের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী, কঠিন এবং দৃঢ় **শ্রেণী সংগ্রামের**—ধনিকদের শাসনের উচ্ছেদের **পর**, বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ধ্বংসের **পর** শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার **পর** এই শ্রেণীসংগ্রাম (পুরানো সমাজতন্ত্রের ও পুরানো সোস্যাল-ডেমোক্রাসির ইতর প্রতিনিধিদের ধারণানুযায়ী) **অদৃশ্য হয়ে যায় না**, শুধু তার রূপ পরিবর্তন করে মাত্র এবং বহুক্ষেত্রে প্রচণ্ডতর হয়ে উঠে।

বুর্জোয়াদের প্রতিরোধের বিরুদ্ধে, পেটি-বুর্জোয়াদের রক্ষণশীলতা, রুটিন, অস্থিরসংকল্প ও দোদুল্যমানতার বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রাম চালিয়েই প্রলেতারিয়েতকে তার রাষ্ট্রক্ষমতা সুদৃঢ় করতে হবে, তার সাংগঠনিক প্রভাব শক্তিশালী করতে হবে, সমাজের যে স্তরগুলি বুর্জোয়াদের ছেড়ে আসতে ভয় পায় এবং অত্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত মন নিয়ে প্রলেতারিয়েতদের অনুসরণ করে তাদের "অসাড়" করে দিতে হবে এবং মেহনতী জনগণের নতুন শৃঙ্খলাকে, কমরেডসুলভ শৃঙ্খলাকে, প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে তাদের দৃঢ় বন্ধন, প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে তাদের ঐক্যকে সুদৃঢ় করতে হবে—এই নতুন শৃঙ্খলা হচ্ছে সামাজিক সম্পর্কের নতুন ভিত্তি, মধ্যযুগের অর্ধ-দাস ব্যবস্থার শৃঙ্খলা এবং অনশনের শৃঙ্খলা, ধনতন্ত্রের আমলে "মুক্ত" মজুরি দাসত্বের শৃঙ্খলার জায়গায় দেখা দিয়েছে এই নতুন শৃঙ্খলা।

শ্রেণীগুলির বিলোপ সাধনের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে একটি শ্রেণীর একনায়কত্বের একটি যুগের; এ একনায়কত্ব হচ্ছে যথাযথভাবে সেই নিপীড়িত শ্রেণীরই এক-নায়কত্ব যারা শোষকদের উচ্ছেদ করতে, তাদের প্রতিরোধ নির্মমভাবে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিতেই শুধু সক্ষম নয়, সমগ্র বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে, সাধারণভাবে স্বাধীনতা ও সমানাধিকার সম্পর্কে অর্বাচীনেরা যে বাগাড়ম্বর করে থাকে তার সঙ্গে মতাদর্শগত সম্পর্ক ছিন্ন করতেও সক্ষম (মার্কস তো অনেক কাল আগেই দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, আসলে এই বাগাড়ম্বরের মানে হচ্ছে **পণ্যের মালিকদের** "স্বাধীনতা ও সমানাধিকার", **ধনিক আর শ্রমিকের** "স্বাধীনতা ও সমানাধিকার")।

তাছাড়া, যারা মূলধনের বিরুদ্ধে পরিচালিত দীর্ঘকালের ধর্মঘট ও সংগ্রামের

মধ্যে শিক্ষিত হয়েছে, ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, ট্রেনিং পেয়েছে এবং ইস্পাতের মতন সুদৃঢ় হয়েছে শুধু সেই নিপীড়িত শ্রেণীর—যারা শহরের, শিল্পাঞ্চলের সমস্ত সংস্কৃতিকে, বড় ধনীদের সমস্ত সংস্কৃতিকে নিজেদের জীবনের অঙ্গীভূত করে নিয়েছে এবং তাকে রক্ষা করবার, অক্ষুণ্ণ রাখবার এবং তার সাফল্যকে আরো বিকশিত করবার এবং সেই সংস্কৃতির দুয়ার সকল জনসাধারণের কাছে, সমগ্র মেহনতী জনগণের কাছে উন্মুক্ত করে দেবার সংকল্প ও ক্ষমতা যাদের আছে শুধু সেই শ্রেণীর—অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে নতুন এক ভবিষ্যতের পথে যারা দুঃসাহসের যাত্রী হয় তাদের জীবনে যে সমস্ত দুঃখকষ্ট, পরীক্ষা, অভাব ও বিরাট আত্মত্যাগ ইতিহাসের গতিধারায় অনিবার্য হয়ে উঠে তা সহ্য করতে যারা সক্ষম শুধু সেই শ্রেণীর—যা কিছু পেটিবুর্জোয়া ও অর্বাচীন তার প্রতি, পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে, ছোটখাটো কর্মচারী ও "বুদ্ধিজীবীদের" মধ্যে যে সব গুণ অজস্র ধারায় বিকশিত হয়ে উঠে তাদের প্রতি যে শ্রেণীর সেরা সদস্যদের মনপ্রাণ ঘৃণা ও অবজ্ঞায় পরিপূর্ণ শুধু সেই শ্রেণীর—"শ্রমের নির্মম শিক্ষায়তনের মধ্য দিয়ে যে শ্রেণী ইস্পাতের মতো সুদৃঢ় হয়েছে" এবং যে শ্রেণী প্রত্যেকটি মেহনতী মানুষের এবং প্রত্যেকটি সৎ ব্যক্তির মনে তার যোগ্যতার জন্য শ্রদ্ধা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম শুধু সেই শ্রেণীরই—একনায়কত্বের দ্বারা শ্রেণীগুলির বিলোপ সাধন করা যেতে পারে।

কমরেড হাঙ্গেরীয় শ্রমিকগণ, প্রকৃত প্রলেতারীয় একনায়কত্বের প্ল্যাটফর্মে সকল সোস্যালিস্টদের অবিলম্বে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে আপনারা যে যোগ্যতা দেখিয়েছেন তাতে আপনারা সোভিয়েত রাশিয়ার চেয়েও অনেক ভাল দৃষ্টান্ত দুনিয়ার সম্মুখে স্থাপন করেছেন। আঁতাত শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড যুদ্ধে নিজেদের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার সর্বাধিক কৃতজ্ঞতাসূচক ও সর্বাধিক কঠিন কাজের এখন আপনারা সম্মুখীন। দৃঢ় হয়ে থাকুন। গতকাল আপনাদের প্রতি, শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের প্রতি যারা আনুগত্য ঘোষণা করেছিল সেই সোস্যালিস্টদের মধ্যে কিংবা পেটি-বুর্জোয়াদের মধ্যে যদি দোদুল্যমানতা দেখা দেয় তবে তাকে নির্মমভাবে দমন করুন। যুদ্ধে কাপুরুষের ভাগ্যে ন্যায়সঙ্গত-ভাবে যা জোটে তা হচ্ছে বুলেট।

একমাত্র ন্যায়সঙ্গত, ন্যায় এবং প্রকৃত বিপ্লবী যুদ্ধই আপনারা চালিয়ে যাচ্ছেন—সে যুদ্ধ হল নিপীড়কের বিরুদ্ধে নিপীড়িতের যুদ্ধ, শোষকদের বিরুদ্ধে মেহনতী জনসাধারণের যুদ্ধ, সে যুদ্ধ হল সমাজতন্ত্রের জয়লাভের যুদ্ধ। সারা

দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর সকল সৎ ব্যক্তিই আপনাদের পক্ষে। যতই মাস যাবে ততই বিশ্ব প্রলেতারীয় বিপ্লব নিকটতর হবে।

দৃঢ় হয়ে থাকুন! জয় আপনাদের হবেই!

২৭শে মে, ১৯১৯ — লেনিন

প্রাভদা, ১১৫ নং সংখ্যা — ২৯ খণ্ড, পৃঃ ৩৫৭-৬১

২৯শে মে, ১৯১৯

কমরেড সেরাতি ও লাজারির প্রতি

প্রিয় কমরেড ও বন্ধু, আপনাদের পার্টির পক্ষ থেকে আপনারা আমাদের যে অভিনন্দন পাঠিয়েছেন তার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। আপনাদের আন্দোলন সম্পর্কে আমরা খুব কমই জানি ; আমাদের কাছে কোন দলিলপত্রও নেই। সে যাই হোক, যেটুকু আমরা জানি তাতে দেখা যাচ্ছে যে, যারা জনগণকে প্রতারিত করে সেই বার্নের পীত আন্তর্জাতিকের[১৩৯] বিপক্ষে এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপক্ষে আমরা সবাই একসঙ্গে দাঁড়িয়েছি। পীত আন্তর্জাতিকের নেতারা আপনাদের পার্টির সঙ্গে যে আলাপ আলোচনা চালিয়েছিলেন তাতে এ কথাই সপ্রমাণিত হচ্ছে যে, ওরা সৈন্যবিহীন জেনারেল স্টাফ ছাড়া আর কিছু নয়। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব এবং সোভিয়েত ব্যবস্থা ইতোমধ্যেই সারা দুনিয়াব্যাপী নৈতিক জয়লাভ করেছে। দুনিয়ার সকল দেশেই, সকলরকমের বাধাবিপত্তি এবং সকল রকমের রক্তপাত সত্ত্বেও, বুর্জোয়াদের শ্বেত সন্ত্রাস ইত্যাদি সত্ত্বেও, প্রকৃত এবং চূড়ান্ত বিজয় অনিবার্যরূপেই আসবে।

ধনতন্ত্র ধ্বংস হোক ! মেকী গণতন্ত্র, বুর্জোয়া গণতন্ত্র ধ্বংস হোক !

দীর্ঘজীবী হোক সোভিয়েতসমূহের বিশ্ব রিপাবলিক !

আপনাদের চিরসাথী,
ভি. লেনিন

মস্কো, ১৯শে আগস্ট ১৯১৯ সাল
ইতালীয় ভাষায় প্রকাশিত হয়
আভান্তি পত্রিকায়—২৪৩ নং সংখ্যা।
২রা সেপ্টেম্বর, ১৯১৯
রুশভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয়
১৯৩২ সালে।

২৯ খণ্ড, পৃ: ৫১০

ইতালীর, ফ্রান্সের এবং জার্মানির কমিউনিস্টদের প্রতি অভিনন্দন

বাস্তবিকপক্ষে খুব অল্প সংবাদই আমরা বাইরে থেকে পাচ্ছি। সাম্রাজ্যবাদী পশুরা যে অবরোধ ব্যবস্থা চালু করেছে তা এখন পুরোদমে চলছে; শোষকদের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশায় দুনিয়ার সর্ববৃহৎ শক্তিবর্গ আমাদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক কার্যকলাপ অজস্র ধারায় চালিয়ে যাচ্ছে। রাশিয়ার এবং দুনিয়ার ধনিকদের এই সব পাশবিক ক্রোধকে যে "গণতন্ত্রের" গৌরবের বড় বড় বুলির আড়ালে ঢেকে রাখা হচ্ছে তা তো স্বতঃসিদ্ধ! শোষকদের শিবির যথার্থই নিজের স্বার্থ অনুযায়ী কাজ করে চলেছে: এরা বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে চিত্রিত করছে সাধারণভাবে "গণতন্ত্র" হিসাবে। এবং এদের এই সমবেত কণ্ঠস্বরের সঙ্গে এসে সুর মিলাচ্ছে সমস্ত অর্বাচীনের দল আর পেটি-বুর্জোয়ারা, ফ্রেড্রিক আডলার, কার্ল কাউৎস্কি এবং জার্মানীর "ইণ্ডিপেনডেণ্ট" সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির অধিকাংশ নেতারা (অর্থাৎ যারা বিপ্লবী প্রলেতারিয়েত থেকে স্বতন্ত্র কিন্তু পেটিবুর্জোয়া কুসংস্কারের উপর নির্ভরশীল)।

রাশিয়ায় বাইরের সংবাদ পাওয়া যত বেশী দুর্ঘট হয়ে উঠছে, তত বেশী আমাদের আনন্দের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে যখন আমরা দেখি যে, দুনিয়ার সকল দেশের শ্রমিকদের মধ্যেই চলেছে কমিউনিজমের প্রচণ্ড ও সর্বব্যাপী জয়যাত্রা, যখন আমরা দেখি যে, শিদেমান থেকে শুরু করে কাউৎস্কি পর্যন্ত যে সব নেতারা বুর্জোয়াদের শিবিরে চলে গিয়েছে সেই সব দুর্নীতিগ্রস্ত ও বিশ্বাসঘাতক নেতাদের খপ্পর থেকে জনগণ নিজেদের মুক্ত করতে সফল হচ্ছে।

ইতালীর পার্টি সম্বন্ধে আমরা যা কিছু জানি তা হল এই যে, এই পার্টির

কংগ্রেসে বিরাট সংখ্যাধিক্যে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সঙ্গে যুক্ত হবার এবং শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের কর্মসূচী গ্রহণ করবার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। [১৪০] এইভাবে, ইতালীয় সোস্যালিস্ট পার্টি, কার্যত: কমিউনিজমের সঙ্গেই নিজেকে যুক্ত করেছে, যদিও আমরা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, এই পার্টি এখনো তার পুরানো নাম বজায় রাখছে। ইতালীয় শ্রমিকদের আর তাদের পার্টিকে আমাদের সাদর অভিনন্দন জানাই!

ফ্রান্স সম্বন্ধে আমরা যা কিছু জানি তা হল এই যে, পারিসেই শুধু ইতোমধ্যে দু'খানা কমিউনিস্ট পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে: একখানা হল রেমণ্ড পেরিকাত কর্তৃক সম্পাদিত *L' Internationale*, আর একখানা হল জর্জেশ আনকুয়েতিল কর্তৃক সম্পাদিত *Le Titre Censure*। বেশ কিছু সংখ্যক প্রলেতারীয় সংগঠন তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। শ্রমিকদের সহানুভূতি যে কমিউ-নিজম এবং সোভিয়েত সরকারের দিকে সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

জার্মান কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে আমরা শুধু এইটুকুই জানি যে, বেশ কয়েকটি শহরে কমিউনিস্ট পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। অনেক পত্রিকারই নাম *Red Banner* (লাল নিশান) বে-আইনীভাবে প্রকাশিত বার্লিনের "*Red Banner*" (লাল নিশান) পত্রিকাটি[১৪১] বীরের মতন সংগ্রাম করছে শিদেমান ও নস্ক প্রমুখ জল্লাদদের বিরুদ্ধে যারা কাজেকর্মে বুর্জোয়াদের চাপরাশার ভূমিকাই পালন করছে, যেমনটি করছে "ইণ্ডিপেনডেন্টরা" তাদের কথায় আর তাদের "মতাদর্শগত" (পেটি-বুর্জোয়া-মতাদর্শগত) প্রচার অভিযানে।

বার্লিনের কমিউনিস্ট পত্রিকা *Red Banner* (লাল নিশান) যে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়েছে তার জন্য তাকে আমরা সর্বান্তঃকরণে প্রশংসা করি। অবশেষে আমরা জার্মানিতে সৎ ও খাঁটি সোস্যালিস্ট দেখছি, যারা শত নির্যাতন সত্ত্বেও, তাদের শ্রেষ্ঠ নেতারা নৃশংসভাবে খুন হওয়া সত্ত্বেও, আদর্শে অটল রয়েছে! অবশেষে আমরা জার্মানিতে কমিউনিস্ট শ্রমিকদের দেখছি, যারা এমন বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালাচ্ছে যাকে সত্য সত্যই "বিপ্লবী" বলে অভিহিত করতে হয়! অবশেষে জার্মানিতে প্রলেতারীয় জনগণের মধ্যেই এমন এক শক্তির উদ্ভব হয়েছে যার ক্ষেত্রে "প্রলেতারীয় বিপ্লব" কথাটি সত্যে পরিণত হয়েছে!

জার্মান কমিউনিস্টদের প্রতি অভিনন্দন!

শিদেমানেরা আর কাউৎস্কিরা, রেনারেরা আর ফ্রেড্রিক আডলারেরা যে সমানভাবেই পেটি-বুর্জোয়া, তারা যে সমাজতন্ত্রের প্রতি অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে

বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং তারা যে বুর্জোয়া শ্রেণীরই সমর্থক এ কথা তো আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে—তা ব্যক্তিগত সততার ব্যাপারে এই সব ভদ্রলোকদের মধ্যে যত বিরাট পার্থক্যই বিদ্যমান থাকুক না কেন, তাতে কিন্তু কিছুই যায় আসে না। ১৯১২ সালে এরা সবাই তো আসন্ন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ সম্পর্কে রচনা করেছিল বেসলে ম্যানিফেস্টো এবং তাতে তারা সকলেই স্বাক্ষর দিয়েছিল, তখন এরা সকলেই "প্রলেতারীয় বিপ্লব" সম্পর্কে বড় বড় কথা বলেছিল, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে, এরা সকলেই হচ্ছে পেটি-বুর্জোয়া ডেমোক্রাট, পণ্ডিতম্মন্য প্রজাতান্ত্রিক, বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক মোহেরই ধ্বজাধারী, প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়াশ্রেণীর দুষ্কর্মেরই সহযোগী।

যে নৃশংস নির্যাতন জার্মান কমিউনিস্টদের সহ্য করতে হয়েছে তাতে তারা ইস্পাতের মতন সুদৃঢ় হয়েছে। যদি বর্তমান মুহূর্তে দেখা যায় যে তারা এদিক ওদিকে কিছুটা বিক্ষিপ্ত তবে তা থেকে এ কথাই বুঝতে হবে যে, তাদের আন্দোলন বিস্তৃত হয়েছে, এবং গণআন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছে। বুঝতে হবে যে, এক বিরাট কর্মশক্তি নিয়ে কমিউনিজম শ্রমিক জনসাধারণের মধ্যেই মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়া শ্রেণী দ্বারা এবং তাদের বশংবদ শিদেমান-নস্ক কোম্পানীর দ্বারা যে আন্দোলন অমন নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতিত এবং বে-আইনীভাবে সংগঠিত হতে বাধ্য হয়েছে সে আন্দোলন যে বিক্ষিপ্ত হবে তা তো অবশ্যম্ভাবী।

এবং এটা তো স্বাভাবিকও যে, যে আন্দোলন অত দ্রুত বেড়ে উঠছে এবং অমন প্রচণ্ড নির্যাতন ভোগ করছে সে আন্দোলনের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ দেখা দিতে বাধ্য; এর মধ্যে ভয়াবহ কিছু নেই; এটা তো ক্রমবর্ধমান নবজীবনের জন্ম দেবার বেদনারই একটি ঘটনা।

কমিউনিস্টদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেওয়ায় শিদেমানেরা আর কাউৎস্কিরা তাদের পত্রিকা Vorwärts ও Freiheit পত্রিকায় উল্লাস প্রকাশ করতে থাকুক। বস্তাপচা অর্বাচীন চিন্তাধারার এই বীরপুঙ্গবেরা কমিউনিস্টদের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করে নিজেদের দোষ ঢাকতে থাকুক—এ ছাড়া যে, ওদের আর কোনো উপায় নেই। কিন্তু যদি আমরা সমগ্র ব্যাপারটির সার কথাকে গ্রহণ করি তাহলে অন্ধজন ছাড়া আর কেউই সত্য কথাটি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হবে না। এবং সেই সত্য কথাটি হল যে, জার্মানীতে শিদেমানপন্থীরা আর কাউৎস্কিপন্থীরা নির্লজ্জভাবেই প্রলেতারীয় বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

প্রলেতারীয় **বিপ্লবে আর তাদের আস্থা নেই এবং তারা বিশ্বাসভঙ্গ করেছে** এবং **কার্যতঃ** তারা প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়া শ্রেণীরই পক্ষাবলম্বন করেছে। এই সত্য কথাটিই হেনরিক লফেনবার্গ তাঁর "প্রথম বিপ্লব থেকে দ্বিতীয় বিপ্লব" শীর্ষক চমৎকার পুস্তিকায় বেশ জোরের সঙ্গে, পরিষ্কারভাবে এবং দৃঢ়প্রত্যয় সহকারে সকলকে প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। শিদেমানপন্থী এবং কাউৎস্কিপন্থীদের মধ্যে যে মতপার্থক্য তা হচ্ছে খণ্ডবিখণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে, ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে যে পার্টিগুলিই সেগুলিরই মতপার্থক্য—এই সব পার্টির নেতারা আছেন কিন্তু কোনো জনগণ নেই। এদের জেনারেল আছে কিন্তু কোনো সৈন্যবাহিনী নেই। জনগণ শিদেমানপন্থীদের পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছে কাউৎস্কিপন্থীদের দিকে, তাদের বামপন্থীদের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে (যে কোনো জনসভার রিপোর্টেই ইহা প্রমাণিত হচ্ছে) এবং এই বামপন্থীরা—নীতিহীন পদ্ধতিতে এবং কাপুরুষের মতন—পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র সম্পর্কে পেটি-বুর্জোয়াদের সেই পুরানো কুসংস্কার আর কমিউনিস্টদের প্রলেতারীয় বিপ্লবকে, শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বকে ও সোভিয়েত সরকারকে স্বীকার করে নেওয়ার নীতিকে মিশিয়ে এক জগাখিচুড়ি সৃষ্টি করেছে।

জনগণের চাপেই, "ইণ্ডিপেনডেণ্টস"-এর অকর্মণ্য নেতারা এই সবই মুখে স্বীকার করছে কিন্তু কাজে তারা সেই পেটিবুর্জোয়া ছাড়া আর কিছু নয়—তারা হল লুই ব্ল্যাঙ্কের মতনই সোস্যালিস্ট: ১৮৪৮ সালের অন্যান্য নির্বোধের মতনই তাদের অবস্থা—ঐ নির্বোধদের মার্কস উপহাস করেছিলেন নির্দয়ভাবে এবং ওদের দাগী বলে চিহ্নিত করেছিলেন।

এখানে আমরা যে মতপার্থক্য দেখছি তার কোনো মীমাংসা সত্যসত্যই সম্ভব নহে। যারা ১৮৪৮ সালের অর্বাচীনদের মতন বুর্জোয়া "গণতন্ত্রে"র বুর্জোয়া চরিত্র উপলব্ধি না করে ঐ বুর্জোয়া "গণতন্ত্রের" মন্দিরেই পূজা দেয় সেই সব অর্বাচীন এবং প্রলেতারীয় বিপ্লবীদের মধ্যে কোনো শান্তি স্থাপিত হতে, কোনো মিলিত কাজকর্ম হতে পারে না। হাসে্ এবং কাউৎস্কি, ফ্রেড্রিক আডলার এবং অটো বাউর তাদের খুশি মতন কথার হেরফের করেই এদিক ওদিক করতে পারেন, তারা তাদের খুশি মতন দিস্তা দিস্তা কাগজ ভর্তি অনেক কিছুই লিখতে পাবেন এবং অবিরাম বক্তৃতা দিয়ে যেতে পাবেন, কিন্তু তারা এ কথা অস্বীকার করতে পারেন না যে, **কার্যতঃ** তারা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব ও সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতা যে কী জিনিস তা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন, কার্যতঃ তাঁরা হলেন

পেটি-বুর্জোয়া ডেমোক্র্যাট, তাঁরা হলেন লুই ব্ল্যাঙ্ক ও লেক্র-রোলিন ধরনের "সোস্যালিস্ট", **কার্যতঃ** তাঁরা বড়জোর বুর্জোয়াদেরই হাতের পুতুল এবং খুব খারাপ হলে তাঁরা বুর্জোয়াদেরই একেবারে ভাড়াটে ভৃত্য ছাড়া আর কিছু নন।

উপর উপর দেখে মনে হবে যে, "ইণ্ডিপেনডেন্টস", কাউৎস্কিপন্থীরা এবং অস্ট্রীয়ান সোস্যাল-ডেমোক্রাটরা এক একটি ঐক্যবদ্ধ পার্টি; আসলে কিন্তু পার্টির যারা মূল ভিত্তি, ও প্রধান এবং একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস সেই সাধারণ পার্টি সদস্যরা নেতাদের দৃঢ় সমর্থক **নয়**। যে মুহূর্তে নতুন সংকট দেখা দিবে সেই মুহূর্তেই জনগণ প্রলেতারীয় বিপ্লবী সংগ্রাম **শুরু করে দেবে** এবং এখনকার মতন তখনও "নেতারা" প্রতিবিপ্লবীর মতন কাজ করবেন। কথার দিক থেকে দু'নৌকায় পা দিয়ে চলা কঠিন কিছু নয়: জার্মানীতে হিলফারডিঙ্ এবং অস্ট্রীয়ায় ফ্রেডেরিক আডলার এই মহৎ কৌশলের খেলাই দেখাচ্ছেন।

কিন্তু বিপ্লবী সংগ্রামের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে যারা জলে তেলে মিশ খাওয়াবার চেষ্টা করে তারা নিজেদের সাবানের ফেনায় তৈরি ফানুস বলেই প্রতিপন্ন করবে। এরকমই তো ঘটেছিল ১৮৪৮ সালের সমস্ত "সোস্যালিস্ট" বীরপুঙ্গবদের ক্ষেত্রে, ১৯১৭-১৯ সালে রাশিয়ায় তাদেরই স্বগোত্র মেনশেভিক ও সোস্যালিস্ট-রিভলিউসনারীদের ক্ষেত্রে এবং এখন এই ঘটনাই ঘটছে বার্নের বা পীত আন্তর্জাতিকের খেতাবধারী সম্মানিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে।

কিন্তু কমিউনিস্টদের মধ্যে মতপার্থক্য হচ্ছে ভিন্ন ধরনের। এ ক্ষেত্রে মৌলিক পার্থক্য তাদেরই শুধু অগোচরে থাকে যারা কিছুই চোখ মেলে দেখতে চায় না। এই মতপার্থক্যগুলি হচ্ছে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে বেড়ে উঠা গণ-আন্দোলনের প্রতিনিধিদের মধ্যেকার মতপার্থক্য; এগুলি হচ্ছে সেই মতপার্থক্য যাদের রয়েছে একটি মাত্র, একই, পাহাড়ের মতো দৃঢ়, মূল ভিত্তি: তা হল, প্রলেতারীয় বিপ্লবকে স্বীকার করে নেওয়া, বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক মোহ এবং বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টারী প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব ও সোভিয়েত সরকারকে স্বীকার করে নেওয়া।

এরকম ভিত্তিতে যখন মতপার্থক্য দেখা দেয় তখন তাতে চিন্তিত হবার কিছু নেই, কারণ ঐ মতপার্থক্য বার্ধক্যজনিত ক্ষয়ের নয়, নবজীবনের জন্ম দেবার বেদনারই নিদর্শন। বলশেভিকবাদের মধ্যেও এরকম মতপার্থক্য অনেকবার দেখা গিয়েছে এবং এর ফলে ছোটখাটো ভাঙনও ঘটেছে। কিন্তু ফলাফল নির্ধারণের চরম মুহূর্তে, যখন রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা হল এবং প্রতিষ্ঠিত হল

সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র তখন, বলশেভিকবাদ ছিল ঐক্যবদ্ধ; বলশেভিকবাদেরই মতন সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার ঝোঁকগুলির মধ্যে যা কিছু ভালো তার সব কিছুকেই বলশেভিকবাদ নিজের দিকে টেনে এনেছিল এবং নিজের চতুষ্পার্শ্বে সমবেত করেছিল প্রলেতারিয়েতের **সমগ্র** অগ্রণীবাহিনীকে এবং মেহনতী জনগণের **বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে।**

জার্মান কমিউনিস্টদের ব্যাপারেও ঐ একই ঘটনাই ঘটবে।

শিদেমানপন্থীরা আর কাউৎস্কিপন্থীরা এখনও সাধারণভাবে "গণতন্ত্রের" কথা বলে থাকে, তারা এখনো বাস করছে সেই ১৮৪৮ সালের ভাবধারার যুগে। মুখেই তারা মার্কসবাদী, কাজে কিন্তু তারা লুই ব্ল্যাঙ্কেরই মতন। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠের ধুয়ো তুলে বক্‌বক্‌ করে, তাদের বিশ্বাস যে, ব্যালট পেপারের (ভোটের কাগজের) সমানাধিকার শোষিত ও শোষকের মধ্যে, শ্রমিক ও ধনিকের মধ্যে, গরিব ও ধনীর মধ্যে, ক্ষুধার্ত ও সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তদের মধ্যে, সমানাধিকারই সূচিত করে।

শিদেমানপন্থীরা আর কাউৎস্কিপন্থীরা আমাদের এই কথাই বিশ্বাস করতে বলবেন যে, সহৃদয়, সৎ, মহৎ, শান্তি-প্রিয় ধনিকেরা কখনোই ধনসম্পদের ক্ষমতা, অর্থের ক্ষমতা, মূলধনের ক্ষমতা প্রয়োগ করেনি, তারা চালু করেনি আমলাতন্ত্রের নিপীড়ন ও সামরিক একনায়কত্ব, বরং তারা সবকিছুরই মীমাংসা করেছে প্রকৃত "সংখ্যাধিক্যের" ভোটে!

শিদেমানপন্থীরা আর কাউৎস্কিপন্থীরা (কতকটা তাদের ভণ্ডামির জন্য, আবার কতকটা তাদের চরম বোকামির জন্য—এগুলি তাদের মধ্যে বাসা বেঁধেছিল তাদের কয়েক দশকের সংস্কারবাদী কার্যকলাপের ফলে) বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে, বুর্জোয়া পার্লামেন্টারী প্রথাকে এবং বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রকে **সুসজ্জিত করে সকলের কাছে জাহির করে**—তাদের উদ্দেশ্য হল এ কথা প্রমাণ করা যে, মূলধনের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা নয়, প্রতারণা, নিপীড়ন, এবং গরিবের বিরুদ্ধে ধনীর বলপ্রয়োগ দ্বারা নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই ধনিকেরা রাষ্ট্রের কার্যকলাপ স্থির করে থাকে।

শিদেমানপন্থীরা আর কাউৎস্কিপন্থীরা প্রলেতারীয় বিপ্লবকে "স্বীকার করে নিতে" প্রস্তুত, শুধু এই সর্তে যে, **"বিপ্লবের পক্ষে"** সংখ্যাগরিষ্ঠকে ভোট দিয়ে তাদের অভিমত প্রথমে ব্যক্ত করতে হবে (এই নির্বাচন রাষ্ট্রশক্তির বুর্জোয়া যন্ত্র দ্বারাই পরিচালিত হবে), যদিও মূলধনের শক্তি, ক্ষমতা, নিপীড়ন এবং বিশেষা-

ধিকার বজায়ই রাখা হচ্ছে!! এই অভিমতের মধ্য দিয়ে যে সীমাহীন নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ পাচ্ছে তা কল্পনা করাও কঠিন—ধনিকদের উপর, বুর্জোয়া শ্রেণীর উপর, সেনানায়কদের উপর, রাষ্ট্রক্ষমতার বুর্জোয়া যন্ত্রের উপর ওদের যে সীমাহীন পণ্ডিতম্মন্য আস্থা তা কল্পনা করাও দুষ্কর।

"ব্যবহারিক জীবনে গরিবদের, মেহনতী জনগণের, ছোট ছোট চাষীদের এবং শ্রমিকদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সমানাধিকারকে "গণতন্ত্র" বলে জাহির করে, প্রতারণার, নিপীড়নের অসংখ্য পদ্ধতি প্রয়োগ করে বুর্জোয়ারা সদাসর্বদা ভণ্ডের ভূমিকাই যথাযথভাবে কার্যক্ষেত্রে পালন করেছে। এ কথা (শিদেমানেরা আর কাউৎস্কিরা নির্লজ্জভাবে যে জিনিসকে সুসজ্জিত করে উপস্থিত করেছিল সেই) সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ কোটি কোটি মানুষের কাছে একেবারে পরিষ্কার করে দিয়েছে। মূলধনের নিপীড়নের, বুর্জোয়া সামরিক একনায়কত্বের হিংস্র কার্যকলাপের এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের খপ্পর থেকে মেহনতী জনগণকে রক্ষা করার **এক মাত্র** উপায় হল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব। **বাস্তব জীবনে** সমানাধিকার ও গণতন্ত্রের দিকে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বই হচ্ছে একমাত্র পদক্ষেপ; এ পদক্ষেপ কাগজে কলমের পদক্ষেপ নয়, এ হচ্ছে জীবনের পদক্ষেপ, এ পদক্ষেপ রাজনৈতিক বাক্যবিন্যাসের পদক্ষেপ নয়, এ হচ্ছে অর্থনৈতিক বাস্তব জীবনের পদক্ষেপ।

এ কথা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে শিদেমানেরা আর কাউৎস্কিরা সমাজতন্ত্রের প্রতি ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতক হিসাবেই নিজেদের প্রতিপন্ন করেছে, তারা নিজেদের প্রতিপন্ন করেছে বুর্জোয়াশ্রেণীর ভাবধারার রক্ষক হিসাবে।

*　　　*　　　*

কাউৎস্কিপন্থীদের (বা "ইণ্ডিপেনডেন্টদের) পার্টি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এর প্রধানতঃ বিপ্লবী সদস্য এবং প্রতি বিপ্লবী "নেতৃবৃন্দের" মধ্যে মতপার্থক্যের ফলে শীঘ্রই এই পার্টি বিলুপ্ত হয়ে যেতে এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে বাধ্য।

বলশেভিকবাদ মতপার্থক্যের যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল ঠিক সেই রকম (মূলতঃ একই রকম) অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেই কমিউনিস্ট পার্টি আরো শক্তিশালী হয়ে উঠবে এবং ইস্পাতের মতন দৃঢ় হয়ে উঠবে।

আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি তাতে দেখা যাচ্ছে যে, জার্মান কমিউনিস্টদের মধ্যে যে মতপার্থক্য বিরাজ করছে তা হল আসলে "আইনসঙ্গত সম্ভাবনাগুলিকে" ব্যবহার করার (যেমন বলশেভিকরা ১৯১০-১৩ সালে বলত), বুর্জোয়া

পার্লামেন্টকে, প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে, যে সব সংগঠনে শিদেমানেরা আর কাউৎস্কিরা জেঁকে বসে আছে সেই "শ্রম-আইন পরিষদগুলিকে" ব্যবহার করার প্রশ্ন নিয়ে ; এই সব সংগঠনে অংশ গ্রহণ করা হবে, না এগুলিকে বয়কট করা হবে সেই প্রশ্নই হল মতপার্থক্যের মূল কথা।

আমরা রাশিয়ান বলশেভিকরা ১৯০৬ সালে এবং ১৯১০-১২ সালে ঠিক একই রকম মতপার্থক্যের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলাম। এবং আমাদের কাছে এ কথা বেশ সুস্পষ্ট যে তরুণ জার্মান কমিউনিস্টদের অনেকের মধ্যেই বিপ্লবী অভিজ্ঞতার অভাব দেখা যাচ্ছে। তাদের যদি দুটো বুর্জোয়া বিপ্লবের (১৯০৫ সালের আর ১৯১৭ সালের) অভিজ্ঞতা থাকত তাহলে তারা ওরকম বিনাসর্তে বয়কটের কথা বলত না, আর মাঝে মাঝে সিণ্ডিকালিজমের ভুলের শিকার হত না।

এ হচ্ছে নবজীবনের জন্ম দেবার বেদনার মতন ব্যাপার : যে আন্দোলন বেশ ভালোভাবেই বিকাশ লাভ করছে তার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই এগুলি উঠে যাবে। এবং অতি সুস্পষ্ট ভুলের বিরুদ্ধে যুঝতে হবে, এই মতপার্থক্যকে অতিরঞ্জিত করে যাতে না দেখানো হয় তারই ব্যবস্থা অবলম্বনের চেষ্টা চলছে, কেননা সকলের কাছেই তো এ কথা স্পষ্ট করে বলতে হবে যে, অদূর ভবিষ্যতে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের জন্য, সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতার জন্য সংগ্রাম এই মতপার্থক্যের বৃহত্তর অংশকেই মুছে ফেলে দেবে। মার্কসীয় থিওরি ও তিনটি বিপ্লবের অভিজ্ঞতা (১৯০৫, ১৯১৭ এর ফেব্রুয়ারি এবং ১৯১৭ এর অক্টোবর) —উভয়ের দৃষ্টিকোণ থেকেই আমি মনে করি যে, বুর্জোয়া পার্লামেন্টে, প্রতিক্রিয়াশীল (লিজিয়েন, গম্পারস প্রমুখদের) ট্রেড ইউনিয়নে, শিদেমানপন্থী প্রভৃতির কর্তৃত্বাধীন অতি-প্রতিক্রিয়াশীল শ্রম-আইন পরিষদে অংশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করা যে ভুল হবে সে-বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

মাঝে মাঝে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, বিশেষ বিশেষ দেশে বয়কট সঠিক, যেমন উদাহরণস্বরূপ ১৯০৫ সালে বলশেভিকদের জারের ডুমা বয়কটের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু সেই বলশেভিকেরাই ১৯০৭ সালের আরও বেশী প্রতিক্রিয়াশীল এবং পুরাদস্তুর প্রতিবিপ্লবী ডুমায় অংশ গ্রহণ করেছিল। ১৯১৭ সালে বুর্জোয়া সংবিধান পরিষদের নির্বাচনে বলশেভিকরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল এবং ১৯১৮ সালে আমরাই এই সংবিধান পরিষদকে ভেঙে দিয়েছিলাম—যা দেখে অর্বাচীন ডেমোক্র্যাটরা, ঐ কাউৎস্কিরা আর তাদের মতন সমাজতন্ত্র থেকে দল-

ত্যাগী আরও অনেক ব্যক্তি শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। আমরা কাজ করেছিলাম অতি-প্রতিক্রিয়াশীল, সম্পূর্ণভাবে মেনশেভিক, ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে যেগুলি (তাদের প্রতিবিপ্লবী রূপের দিক থেকে) জার্মানির সবচেয়ে জঘন্য এবং সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়ন—লিজিয়েন ইউনিয়নগুলির চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। এমনকি এখনো, রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের দু'বছর পরেও, মেনশেভিক (অর্থাৎ শিদেমান, কাউৎস্কি, গম্পারস প্রমুখ) ট্রেডইউনিয়নের অবশেষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আমাদের শেষ হয়নি: এটি তো দীর্ঘ এক প্রক্রিয়া! পেটি-বুর্জোয়া ভাবধারার প্রভাব কোনো কোনো জায়গায় এবং কোনো কোনো ব্যবসায় কত শক্তিশালী!

এক সময় আমরা সোভিয়েতগুলিতে, ট্রেডইউনিয়ন এবং কো-অপারেটিভ-গুলিতে ছিলাম সংখ্যাগরিষ্ঠ। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের **পূর্বে এবং পরে**—উভয়ক্ষেত্রেই অধ্যবসায়সহকারে কাজ করে এবং দীর্ঘ সংগ্রাম চালিয়ে আমরা সমস্ত শ্রমিক সংগঠনে, পরে অ-শ্রমিক সংগঠনে এবং শেষ পর্যন্ত, এমনকি, ছোট চাষীদের সংগঠনেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিলাম।

দুর্বৃত্তরা বা নির্বোধেরাই শুধু এ কথা চিন্তা করতে পারে যে, প্রলেতারিয়েতকে প্রথম **বুর্জোয়াশ্রেণীর শাসনের জোয়ালের**, মজুরি-দাসত্বের জোয়ালের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত নির্বাচনগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে হবে, এবং তারপরেই শুধু প্রলেতারিয়েতকে ক্ষমতা লাভ করতে হবে। এ হচ্ছে নির্বুদ্ধিতার বা ভণ্ডামির চরম নিদর্শন; এ হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রাম ও বিপ্লবের প্রতিকল্প হিসাবে পুরানো ব্যবস্থা ও পুরানো রাষ্ট্রক্ষমতার কর্তৃত্বাধীনে নির্বাচনকে দাঁড় করানো।

প্রলেতারিয়েত তার শ্রেণী সংগ্রাম চালিয়ে যায় এবং ধর্মঘট শুরু করতে গিয়ে নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করে না, যদিও ধর্মঘটের পরিপূর্ণ সাফল্যের জন্য মেহনতী জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের (এবং এর থেকে আসে, জনসংখ্যার অধিকাংশের) সহানুভূতি লাভ করা প্রয়োজন: প্রলেতারিয়েত তার শ্রেণী-সংগ্রাম চালিয়ে যায় এবং কোন রকম প্রাথমিক নির্বাচনের (বুর্জোয়াদের তত্ত্বাবধানে তাদেরই শাসনের জোয়ালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের) জন্য অপেক্ষা না করেই প্রলেতারিয়েত শ্রেণী বুর্জোয়া শ্রেণীকে উচ্ছেদ করে; এবং প্রলেতারিয়েত শ্রেণী এ কথা খুব ভালোভাবেই জানে যে, তাদের বিপ্লবের সাফল্যের জন্য, বুর্জোয়া শ্রেণীকে সফলভাবে উচ্ছেদ করার জন্য মেহনতী জনগণের

সংখ্যাগরিষ্ঠের সহানুভূতি (এবং এর থেকেই আসে, জনসংখ্যার অধিকাংশের সহানুভূতি) তাদের **একান্ত প্রয়োজন**।

মেহনতী জনগণের অধিকাংশেরই যে এই সহানুভূতি আছে সে বিষয়ে স্থির-নিশ্চিত হবার জন্য পার্লামেন্টের উপর আস্থাশীল স্থূলবুদ্ধির লোকেরা এবং লুই ব্ল্যাঙ্কের অনুচরেরা "দাবি করে" যে নির্বাচন করতেই হবে এবং এ নির্বাচন নিঃসন্দেহে বুর্জোয়াদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে। কিন্তু এ হচ্ছে বিচার-বুদ্ধিহীন পণ্ডিতদের, জীবন্ত শবদেহের বা সুকৌশলী প্রতারকের মনোভাব।

প্রকৃত জীবন এবং বাস্তবে রূপায়িত বিপ্লবের ইতিহাস দেখিয়ে দেয় যে, বেশ প্রায়ই দেখা যায় যে, মেহনতী জনগণের অধিকাংশের সহানুভূতি কোন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে (বুর্জোয়া শ্রেণীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ও শোষক আর শোষিতের সমানাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের কথা নয় ছেড়েই দিলাম) প্রকট হয়ে উঠতে পারে না। বেশ প্রায়ই "মেহনতী জনগণের অধিকাংশের যে সহানুভূতি" প্রকট হয়ে উঠে তা আদৌ নির্বাচনের মাধ্যমে হয় **না**, তা হয় পার্টি-গুলির একটির অগ্রগতির মধ্য দিয়ে বা সোভিয়েতে সেই পার্টির প্রতিনিধি সংখ্যা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে বা যে কারণেই হোক, প্রচণ্ড গুরুত্ব অর্জন করেছে এমন কোনো ধর্মঘটের সাফল্যের মধ্য দিয়ে বা গৃহযুদ্ধের বিজয়ের মধ্য দিয়ে, এ রকম আরও অনেক কিছুর মধ্য দিয়ে।

যেমন আমাদের বিপ্লবের ইতিহাস দেখিয়ে দিয়েছে যে, উরাল ও সাইবেরিয়া অঞ্চলের সীমাহীন প্রান্তরে মেহনতী জনগণের অধিকাংশেরই শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের জন্য যে সহানুভূতি তা নির্বাচনের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়নি, তা নির্ধারিত হয়েছে উরাল ও সাইবেরিয়া অঞ্চলে জার-সেনানায়ক কোলচাকের এক বছরের শাসনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমান মুহূর্তে জার্মানীতে যেমন হাসেরা এবং শিদেমানেরা তাদের "কোয়ালিসনের" মাধ্যমে ভন্ গোলৎজ বা লডেনড্রফের রাষ্ট্রক্ষমতায় সমাসীন হবার পথ প্রশস্ত করে দিচ্ছে এবং এই রাষ্ট্রক্ষমতাকে সুন্দর করে সাজিয়ে সকলের সামনে জাহির করেছে ঠিক তেমনি কোলচাকের শাসনও শুরু হয়েছিল শিদেমানপন্থীদের আর কাউৎস্কিপন্থীদের "কোয়ালিসনের" ফলে (রুশ ভাষায় ওরা হল "মেনশেভিক" আর "সোস্যালিস্ট রিভালিউসনারী", তারা ছিল সংবিধান পরিষদেরই সমর্থক)। অপ্রাসঙ্গিক হলেও এ কথা বলতে হবে যে: সরকারে হাসে-শিদেমান কোয়ালিসনের অবসান ঘটেছে, কিন্তু সমাজতন্ত্রের প্রতি এই সব বিশ্বাসঘাতকদের

রাজনৈতিক কোয়ালিসন এখনো বিরাজ করছে। তার প্রমাণ হল: কাউৎস্কির লেখা বইগুলি, Vorwärts পত্রিকায় স্ট্যাম্পফারের লেখা প্রবন্ধগুলি, "ঐক্য" সম্বন্ধে কাউৎস্কিপন্থী ও শিদেমানপন্থীদের প্রবন্ধগুলি এবং এ রকম আরও অনেক কিছু।

নিজেদের অগ্রগামী দল—প্রলেতারিয়েতের প্রতি মেহনতী জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের সহানুভূতি ও সমর্থন ছাড়া প্রলেতারীয় বিপ্লব অসম্ভব। কিন্তু এই সহানুভূতি ও সমর্থন তক্ষুনি পাওয়া যায় না, আর নির্বাচনের দ্বারাও এগুলি নির্ধারিত হয় না। দীর্ঘকালের কষ্টসাধ্য, কঠোর শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে এগুলি **অর্জন করা হয়**। মেহনতী জনগণের অধিকাংশের সহানুভূতির **জন্য**, সমর্থনের **জন্য** প্রলেতারিয়েত যে শ্রেণীসংগ্রাম চালায় তা তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সঙ্গে**ই** শেষ হয়ে যায় না। ক্ষমতা দখলের **পরেও** এ সংগ্রাম **চলতে থাকে**, তবে **অন্য অন্য** রূপে। রুশ বিপ্লবে (নিজেদের একনায়কত্বের সংগ্রামে) প্রলেতারিয়েতের পক্ষে পরিস্থিতি ছিল অস্বাভাবিক রকমের অনুকূল পরিস্থিতি, কারণ সেখানে প্রলেতারিয়েত বিপ্লব এমন এক সময়ে ঘটেছিল যখন সমস্ত জনসাধারণ ছিল সামরিক শাসনের অধীনে এবং যখন সমগ্র কৃষক সম্প্রদায় জমিদারের শাসনকে উচ্ছেদ করতে চেয়েছিল, যখন সমগ্র কৃষক সম্প্রদায় বিশ্বাসঘাতক সমাজবাদীদের, মেনশেভিক ও সোস্যালিস্ট রিভিলিউ-সনারীদের "কাউৎস্কিপন্থী" কর্মনীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু এমনকি রাশিয়ায়ও, যেখানে প্রলেতারীয় বিপ্লবের মুহূর্তে অবস্থা ছিল অস্বাভাবিক রকমের অনুকূল অবস্থা, যেখানে সমগ্র প্রলেতারিয়েত, সমগ্র সৈন্যদল এবং সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়ের অতি-অসাধারণ এক ঐক্যই তৎক্ষণাৎ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—এমনকি সেই রাশিয়ায়ও, যে প্রলেতারিয়েত তার একনায়কত্ব খাটাচ্ছিল সেই প্রলেতারিয়েতের মেহনতী জনগণের অধিকাংশের সহানুভূতি ও সমর্থন অর্জনের সংগ্রাম চলেছিল কয়েক মাস এবং কয়েক বছর ধরে। দু'বছর পরে প্রলেতারিয়েতের অনুকূলেই এ সংগ্রাম প্রায় শেষ হল, কিন্তু তখনও সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়নি। কেবলমাত্র দু'বছরে আমরা উরাল এবং সাইবেরিয়া অঞ্চল সমেত বৃহৎ রাশিয়ার শ্রমিক ও মেহনতী কৃষকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের সহানুভূতি ও সমর্থন চূড়ান্তভাবে লাভ করেছি, কিন্তু এখনো আমরা ইউক্রেনের মেহনতী কৃষকদের (কৃষকদের মধ্যে যারা শোষক তাদের থেকে এরা সম্পূর্ণ পৃথক) সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন ও সহানুভূতি সম্পূর্ণভাবে লাভ করতে পারিনি।

আঁতাত শক্তিবর্গের সামরিক শক্তির অভিযানে আমরা ধ্বংস হয়ে যেতে পারি (কিন্তু এখনো আমাদের কেউ ধ্বংস করতে পারবে না), কিন্তু রাশিয়ার **অভ্যন্তরে এখন** আমাদের প্রতি দৃঢ় সহানুভূতি রয়েছে এবং এই সহানুভূতি আসছে মেহনতী জনগণের প্রচণ্ড সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছ থেকে এবং এরই ফলে আমাদের রাষ্ট্র এমন এক সেরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে রকম রাষ্ট্র দুনিয়ায় আগে আর কখনো দেখা যায়নি।

বুর্জোয়া পার্লামেন্টে, প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়নে, জারের বা শিদেমানদের Shop Stewards Committee-তে (শপ স্টুয়ার্ডস কমিটিতে), শ্রমিক-পরিষদে এবং এ রকম সংস্থায় যোগ দিয়ে কাজ করাকে যারা নিষিদ্ধ করবে তাদের ভুল পরিষ্কারভাবে দেখবার জন্যই রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রলেতারীয় সংগ্রামের এই জটিল, কঠিন এবং দীর্ঘ ইতিহাসের কথাই শুধু প্রত্যেককে ভেবে দেখতে হবে। শ্রমিকশ্রেণীর একনিষ্ঠ, দৃঢ়বিশ্বাসী ও সাহসী বিপ্লবীদের বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতার অভাবের মধ্যেই নিহিত রয়েছে এই ভুলের উৎস। তাই ১৯১৯ সালের জানুয়ারি মাসে সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে, শিদেমানপন্থী ও কাউৎস্কিপন্থীদের সঙ্গে হাত না মিলিয়ে কার্ল লিবনেক্ট ও রজা লুক্সেমবুর্গ যখন এই ভুল দেখা সত্ত্বেও এবং এই ভুলের কথা উল্লেখ করেও, প্রলেতারীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে থাকার পথ বেছে নিলেন তখন তারা হাজারোগুণ সঠিক কাজই করেছিলেন, যদিও ছোট একটি প্রশ্নে তারা নিজেরাও ভুল করেছিলেন। এ কথা ঠিক যে সেদিন শিদেমানপন্থীরা আর কাউৎস্কিপন্থীরা বুর্জোয়া পার্লামেন্টে অংশ গ্রহণ করার ব্যাপারে ভুল করেনি, কিন্তু তারা পরিত্যাগ করেছিল সোস্যালিস্টদের পথ, তারা আর সোস্যালিস্ট ছিল না, তারা হয়ে উঠেছিল অর্বাচীন ডেমোক্রাট এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর দুষ্কর্মের সহযোগী!

এ সব সত্ত্বেও, ভুল ভুলই এবং তার সমালোচনা করা এবং তার সংশোধনের জন্য সংগ্রাম করা প্রয়োজন।

সমাজতন্ত্রের প্রতি যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সেই শিদেমানপন্থী ও কাউৎস্কিপন্থীদের বিরুদ্ধে নির্দয়ভাবে সংগ্রাম করতে হবে, কিন্তু, বুর্জোয়া পার্লামেন্টে, প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়নে, ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের পক্ষে না বিপক্ষে—এই ধারায় সে সংগ্রাম করলে চলবে না। এ রকম করলে যে ভুলই করা হবে তা তো খুব স্পষ্ট, কিন্তু এর চেয়ে আরও বড় ভুল করা হবে যদি মার্কসবাদের আদর্শ থেকে এবং তার ব্যবহারিক কর্মপন্থা থেকে (একটি শক্তিশালী, কেন্দ্রীভূত

রাজনৈতিক পার্টি থেকে) পিছু হটে সিণ্ডিকালইজমের আদর্শ ও কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয়। বুর্জোয়া পার্লামেন্টে, প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়নে এবং শিদেমানদের কায়দায় যার অঙ্গহানি করা হয়েছে এবং যাকে নির্বীর্য করে রাখা হয়েছে সেই "শ্রমিক-পরিষদে" পার্টির অংশ গ্রহণের জন্য কাজ করা প্রয়োজন: যেখানেই শ্রমিকদের পাওয়া যায়, যেখানেই শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব, মেহনতী জনগণকে প্রভাবিত করা সম্ভব সেখানেই অংশগ্রহণের জন্য পার্টির কাজ করা প্রয়োজন। যে ভাবেই হোক না কেন, আইনী কাজ ও বে-আইনী কাজকে যুক্ত করা প্রয়োজন, প্রয়োজন আইনী কাজকর্মের উপর বে-আইনী পার্টির, তার শ্রমিক সংগঠনগুলির কঠোর কর্তৃত্ব সুসম্বদ্ধভাবে এবং অবিচলিতভাবে সুনিশ্চিত করা। এটা সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু সাধারণভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, প্রলেতারীয় বিপ্লব "সহজ" কাজ বা সংগ্রামের "সহজ" উপায় বলে কিছু জানে না এবং জানতেও পারে না।

যেভাবেই হোক না কেন, এই কঠিন কাজ সম্পন্ন করতে হবে। শিদেমানপন্থীরা এবং কাউৎস্কিপন্থীরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সারবত্তা উপলব্ধি করে না, কিন্তু আমরা করি—তাদের সঙ্গে আমাদের এখানেই শুধু (এবং প্রধানতঃ এখানেই) পার্থক্য নয়। তাদের সঙ্গে আমাদের প্রধান এবং মৌলিক পার্থক্য হল যে, কাজের **সকল** ক্ষেত্রেই (বুর্জোয়া পার্লামেন্টে, ট্রেড ইউনিয়নে, কো-অপারেটিভে, সাংবাদিক কাজে, ইত্যাদিতে) তারা সামঞ্জস্যহীন, সুবিধাবাদী কর্মনীতি, এমনকি পুরাদস্তুর বিশ্বাসঘাতকতার কর্মনীতি অনুসরণ করে চলেছে।

বিশ্বাসঘাতক সমাজবাদীদের বিরুদ্ধে, সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে এবং সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে এই রাজনৈতিক কর্মধারা সংগ্রামের **সকল** ক্ষেত্রেই অনুসরণ করা যেতে পারে এবং করতেও হবে—কোন ক্ষেত্রেই এর ব্যতিক্রম চলবে না। এবং তা হলেই আমরা মেহনতী জনগণকে আমাদের দিকে টেনে আনতে পারব। এবং মেহনতী জনগণকে সঙ্গে নিয়ে প্রলেতারিয়েতের অগ্রগামী বাহিনী, মার্কসবাদী কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক পার্টি জনসাধারণকে নিয়ে যাবে সঠিক পথে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বিজয়ের পথে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পরিবর্তে প্রলেতারীয় গণতন্ত্রের পথে, সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পথে।

অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই তৃতীয় আন্তর্জাতিক বেশ কয়েকটি গৌরবময়, অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। এর অগ্রগতির দ্রুতি সত্যসত্যই আশ্চর্যজনক। বিশেষ কোনো ভুল এবং ক্রমবর্ধমান বাধাবিপত্তি থেকে শঙ্কিত হবার কোনো

কারণ নেই। সরাসরি এবং প্রকাশ্যে সেগুলিকে সমালোচনা করে আমরা যাতে মার্কসবাদের ভাবধারায় শিক্ষিত সকল সভ্য দেশের মেহনতী জনগণ অতি দ্রুত সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকদের, সকল জাতির ঐসব শিদেমানপন্থী ও কাউৎস্কিপন্থীদের (সকল জাতির মধ্যে এই বিশ্বাসঘাতকদের দেখা যায়) খপ্পর থেকে মুক্ত হতে পারে তা সুনিশ্চিত করব।

কমিউনিজমের জয় অবশ্যম্ভাবী। কমিউনিজম জয়ী হবেই।

এন. লেনিন

১০ই অক্টোবর, ১৯১৯

৩০ খণ্ড, পৃঃ—৩৪-৪৪

১৯১৯ সালের অক্টোবরে প্রকাশিত।

কমরেড লোরিওর প্রতি, আর তৃতীয় আন্তর্জাতিকে যারা যোগ দিয়েছে সেই সব ফরাসী বন্ধুদের প্রতি

২৮. ১০. ১৯১৯

প্রিয় বন্ধু, আপনার চিঠির জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। আপনাদের কাছ থেকে সংবাদ আমরা খুব কমই পাই, তাই আপনার চিঠির মূল্য আমাদের কাছে অনেক— অনেক বেশী।

ব্রিটেনের মতন ফ্রান্সে বিজয়ী সাম্রাজ্যবাদ পেটি-বুর্জোয়ার কিছু কিছু লোককেই শুধু ঐশ্বর্যশালী হতে সক্ষম করে তোলেনি, শ্রমিকশ্রেণীর উপরতলার অংশকে. শ্রমিকশ্রেণীর অভিজাত সম্প্রদায়কেও ঘুষ দেবার "ঘোষণা-বাণী" শোনাতে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের মুনাফা ও উপনিবেশের লুঠের মালের যৎকিঞ্চিৎ দিয়ে তাদের এই ঘুষ পাবার জন্য আগ্রহান্বিত করে তুলতেও বিজয়ী সাম্রাজ্যবাদ সক্ষম হবে।

সে যাই হোক, যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত এই সংকট এত বিরাট যে বিজয়ী দেশগুলিতেও মেহনতী জনগণের অধিকাংশই যে নিদারুণ দুঃখকষ্টের মধ্যে নিমজ্জিত হবে তা তো অনিবার্য। কমিউনিজমের দ্রুত অগ্রগতির, সোভিয়েত সরকারের প্রতি, তৃতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতি ক্রমবর্ধমান সহানুভূতির কারণ এ থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

আপনাদের, অবশ্য, এখনো ফরাসী সুবিধাবাদের, বিশেষ করে লংগুয়েতের ভাবধারায় মার্জিত সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। শুধু মুখে বিপ্লবী রণকৌশলকে ও শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে মেনে নেওয়ার মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখার আরও বহু প্রচেষ্টাই "অভিজ্ঞ" পার্লামেণ্টারীয়ানরা ও রাজনীতিবিদরা করবেন, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা প্রলেতারিয়েতকে প্রতারিত

করার জন্য নতুন নতুন কৌশল ও ছলচাতুরিই প্রয়োগ করতে থাকবেন, যেমনটি লংগুয়েত, মেরেহিম প্রমুখ করেছিল ২১শে জুলাই তারিখে[১২১] তাঁরা সেই পুরানো সুবিধাবাদী কর্মনীতি চালিয়ে যাবার জন্য, বিপ্লবকে সাহায্য করবার জন্য নয়, বরং বিপ্লবকে ক্ষতিগ্রস্ত করবার জন্য এবং বিপ্লবের অগ্রগতিতে বাধা দেবার জন্য নতুন নতুন কৌশল ও ছলচাতুরিই ব্যবহার করতে থাকবেন। ফ্রান্স এবং ব্রিটেন উভয় দেশেই পুরানো, অকর্মণ্য শ্রমিক নেতারা এ রকম হাজারো প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

সে যাই হোক, আমরা সকলেই এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত হয়েছি যে, যারা প্রলেতারীয় জনগণের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে কাজ করে যাচ্ছেন, সেই কমিউনিস্টরা এই সব প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিতে এবং এদের পরাস্ত করে দিতে সফল হবেন। কমিউনিস্টদের দৃঢ়তা ও সংকল্প যতই বেশী হতে থাকবে তত তাড়াতাড়ি তাঁরা পূর্ণ বিজয় লাভ করবেন।

কমিউনিস্ট অভিনন্দন,

—এন. লেনিন

৩০ খণ্ড, পৃঃ ৬৫-৬৬

The Workers' Dreadnought
পত্রিকায় ইংরেজীতে তার ৪১নং সংখ্যায়
১৯২০ সালের ৩রা জানুয়ারি তারিখে
প্রকাশিত।
রুশ ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩২
সালে।

পার্টিতে ভাঙন সম্পর্কে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট চিঠি ১৪৩

কমরেডস্ পল লেভী, ক্লারা জেটকিন, এবারলিন এবং জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্য সদস্যদের প্রতি

২৮. ১০. ১৯১৯

প্রিয় বন্ধুগণ, ১০. ১০. ১৯১৯ তারিখে লেখা "ফরাসী. ইতালীয় এবং জার্মান কমিউনিস্টদের প্রতি অভিনন্দন" শীর্ষক একখানা চিঠি আপনাদের কাছে পাঠিয়েছি প্রকাশের জন্য। সে চিঠিতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বয়কটের সমর্থকদের সঙ্গে, আধা-সিণ্ডিকালিস্টদের সঙ্গে আপনাদের মতপার্থক্যের কথা আমি উল্লেখ করেছিলাম। আজ (নাউয়েন থেকে) জার্মান সরকারের এক বেতার ঘোষণায় আপনাদের পার্টিতে ভাঙনের কথা জানতে পারলাম : যদিও সংবাদের উৎসটি নিতান্তই বাজে, তবু সম্ভবতঃ এক্ষেত্রে ওরা সত্য কথাই বলছে, কেননা জার্মানীতে আমাদের যে সব বন্ধু আছেন তাদের কাছ থেকে পাওয়া চিঠিতেও ভাঙনের সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে।

এই বেতার-ঘোষণার সংবাদে শুধু যে জিনিসটি অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে সেটি হল যে, ২৫-১৮ ভোটে আপনারা সংখ্যালঘিষ্ঠদের পার্টি থেকে **বহিষ্কৃত করেছেন** ;—তারা আমাদের বলছে যে, তখন এই সংখ্যালঘিষ্ঠরা নিজেদের একটা পার্টি গঠন করেছে। পার্টি থেকে বের হয়ে যাওয়া এই বিরোধীদল সম্বন্ধে আমি খুব অল্পই জানি, কেননা আমি বার্লিন থেকে প্রকাশিত Rote Fahne পত্রিকার শুধু অল্প কয়েকটি সংখ্যাই দেখেছি। আমার ধারণা যে, তারা অত্যন্ত প্রতিভাশালী প্রচারক, অবশ্য ১৯১৮ সালের আমাদের নিজেদের "বামপন্থী কমিউনিস্ট-

দের” (অভিজ্ঞতার অভাব আর তরুণ বয়সের লোক হওয়ার দরুন এরা ছিল “বামপন্থী”) মতন তারাও ছিল অনভিজ্ঞ আর বয়সে তরুণ।

মূল বিষয়ে (সোভিয়েত শাসনের সপক্ষে আর বুর্জোয়া পার্লামেণ্টারী প্রথার বিপক্ষে) যদি একমত হওয়া যায় তাহলে আমার মতে ঐক্য সম্ভব এবং প্রয়োজনীয়ও বটে, ঠিক যেমন কাউৎস্কিপন্থীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা আজ একান্ত প্রয়োজন। ভাঙন যদি অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে থাকে তাহলে এই ভাঙন যাতে গভীর না হয় তারই চেষ্টা করতে হবে, মধ্যস্থতার জন্য তৃতীয় আন্তর্জাতিকের কার্যকরী কমিটির নিকট আবেদন করার চেষ্টা করতে হবে, “বামপন্থীরা” যাতে তাদের মতপার্থক্য থিসিসে এবং পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করে নিজেদের বক্তব্য সুস্পষ্ট করে তার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিতে ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব এবং প্রয়োজনীয়ও বটে। এ বিষয়ে আপনাদের কাছ থেকে চিঠি পেলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব। যারা আপনাদের ছেড়ে চলে গেছেন তাঁদের জন্য এইসঙ্গে একখানা চিঠি পাঠালাম, আশা করি সেখানা আপনারা আমার প্রবন্ধ প্রকাশ করবার সময় ওঁদের পাঠিয়ে দেবেন—আমার এই প্রবন্ধ আপনাদের পার্টিতে ভাঙন শুরু হবার সংবাদ পাওয়ার **পূর্বে** লেখা। তবে এই প্রবন্ধে আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গীই যে সঠিক তা সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা হয়েছে।

আপনাদের কঠিন কাজে আপনারা সফল হোন এই আমাদের অন্তরের কামনা। সারা দুনিয়াব্যাপী আজ কমিউনিস্ট আন্দোলন চমৎকারভাবে এগিয়ে চলেছে। আমাদের আশানুযায়ী হয়তো এর গতি মন্থর, কিন্তু এ আন্দোলন বেশ ব্যাপক, শক্তিশালী, সুদূরপ্রসারী এবং অপরাজেয়। রাশিয়ায় যেমনটি ঘটেছিল ঠিক সেইরকম ভাবেই “মেনশেভিক ও সোস্যালিস্ট রিভালিউশনারীদের” (দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের) প্রভুত্বের অধ্যায় সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে। এই প্রভুত্বের জায়গায়ই প্রতিষ্ঠিত হবে কমিউনিস্টদের প্রভুত্ব এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের এবং সোভিয়েত শাসনের বিজয়েরই প্রভুত্ব।

কমিউনিস্ট অভিনন্দন সহ,

এন. লেনিন

১৯৩২ সালে
প্রথম প্রকাশিত।

৩০ খণ্ড, পৃঃ ৬৭-৬৮

ইউনাইটেড কমিউনিস্ট পার্টি অব জার্মানির অন্তর্ভুক্ত যাঁরা এবং যাঁরা এখন নতুন একটি পার্টি গঠন করেছেন সেই কমিউনিস্ট কমরেডদের প্রতি

২৮. ১০. ১৯১৯

প্রিয় কমরেডগণ, (নাউয়েন থেকে) ঘোষিত জার্মান সরকারের সংক্ষিপ্ত বেতার-সংবাদ থেকে আজই আমি পার্টি দু'ভাগ হবার খবর জানলাম। পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হবার সংবাদ আমাদের নিকট পৌছাবার পূর্বেই আমার "ফরাসী, ইতালীয় এবং জার্মান কমিউনিস্টদের প্রতি অভিনন্দন" শীর্ষক প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল।

সেই প্রবন্ধে আমি, আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের দৃষ্টিকোণ থেকে, আপনাদের অবস্থার মূল্যায়ন করবার চেষ্টা করেছিলাম, অবশ্য বার্লিনের Rote Fahne-এর কয়েকটি সংখ্যা থেকে এ বিষয়ে আমি যতটুকু সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম তারই ভিত্তিতে এ কাজ আমি করেছিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, যে সব কমিউনিস্টরা মূল বিষয় সম্পর্কে (শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের জন্য এবং সোভিয়েত সরকারের জন্য সংগ্রাম সম্পর্কে) একমত এবং সকল জাতির শিদেমানপন্থী ও কাউৎস্কিপন্থীদের সম্পূর্ণ বিরোধী তাঁরা একসাথে কাজ করতে পারেন এবং তাঁদের একসাথে কাজ করা উচিত। আমার মতে ছোটখাটো বিষয়ের মতপার্থক্য দূর হয়ে যেতে পারে এবং অব্যর্থরূপেই তা দূর হয়ে যাবে: প্রকৃতপক্ষে যারা ভয়ঙ্কর শত্রু সেই বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে এবং তার প্রকাশ্য ভৃত্যদের (শিদেমানপন্থীদের) ও গোপন ভৃত্যদের (কাউৎস্কিপন্থীদের) বিরুদ্ধে যুক্ত সংগ্রামের যুক্তিবিন্যাস ফলেই এই পরিণাম দেখা দেবে।

তৃতীয় আন্তর্জাতিকের কার্যকরী কমিটির সদস্য আমি নই, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, জার্মান কমিউনিস্টদের ঐক্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে এই সংস্থা তার যথাসাধ্য সাহায্য দেবে। এটা আশ্চর্যের কিছু নয় যে, প্রচণ্ড নির্যাতনের ফলেই পার্টি বে-আইনী হয়েছে এবং এই নির্যাতন পার্টির কাজে বাধা সৃষ্টি করেছিল এবং সঠিকভাবে মত বিনিময়ের এবং একই সাধারণ রণকৌশল নির্ণয়ের পথে প্রতিবন্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মতপার্থক্য সম্পর্কে যদি যত্নসহকারে আলাপ-আলোচনা করা যায় এবং আন্তর্জাতিকভাবে যদি মত বিনিময় করা যায় তাহলে তা জার্মান কমিউনিজমের আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং তার শক্তিগুলিকে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করতে সাহায্য করতে পারে।

এই প্রশ্নগুলির ব্যাপারে মত বিনিময়ে যদি আমরা সফল হই তাহলে আমি খুবই খুশী হব।

কমিউনিস্ট অভিনন্দন সহ,

এন. লেনিন

চতুর্থ রুশ সংস্করণ
—রচনাবলীতে
প্রথম প্রকাশিত।

৩০ খণ্ড, পৃঃ ৬৯-৭০

কমরেড সেরাতির প্রতি এবং সাধারণভাবে ইতালীর কমিউনিস্টদের প্রতি

২৮. ১০. ১৯১৯.

প্রিয় বন্ধু, ইতালী থেকে আমরা যে সংবাদ পাই তা খুবই অল্প। বিদেশী (অ-কমিউনিস্ট) সংবাদপত্র থেকেই শুধু, আপনাদের বোলোগনায় অনুষ্ঠিত পার্টি কংগ্রেসের সংবাদ আমরা জানলাম এবং জানলাম কমিউনিজমের চমৎকার বিজয়ের কথা। আপনাকে এবং ইতালীর সমস্ত কমিউনিস্টকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আপনাদের সকল রকম সাফল্যেরই কামনা করি। ইতালীর পার্টির দৃষ্টান্ত সারা দুনিয়ার কাছে প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হয়ে থাকবে। বিশেষ করে, বুর্জোয়া পার্লামেন্টের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা সম্পর্কে আপনাদের কংগ্রেসের প্রস্তাব আমার মতে সম্পূর্ণভাবে সঠিক, এবং আমি আশা করি যে, এই প্রস্তাব জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টিতে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে —সম্প্রতি এই প্রশ্নেই জার্মানির কমিউনিস্ট দু'ভাগ হয়ে গিয়েছে।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রকাশ্য ও গোপন সুবিধাবাদীরা বোলোগনা প্রস্তাব কার্যকরী করার পথে বাধা সৃষ্টি করতে এবং প্রস্তাবকে ব্যর্থ করে দিতে চেষ্টা করবে—ইতালীর পার্টির পার্লামেন্টারীয়ানদের মধ্যে এই সুবিধাবাদীদের সংখ্যা বেশ প্রচুর। এই ঝোঁকগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম কোনো মতেই শেষ হয়ে যায়নি, কিন্তু বোলোগনাতে অর্জিত বিজয় আরও নতুন নতুন বিজয়ের পথ প্রশস্ত করে দেবে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইতালীর যা স্থান তাতে ইতালীয় প্রলেতারিয়েতের সামনে কঠিন কর্তব্যই এসে উপস্থিত হয়েছে। ইতালীয় বুর্জোয়াদের সহযোগিতায়

ব্রিটেন এবং ফ্রান্স সম্ভবতঃ ইতালীয় প্রলেতারিয়েতকে অকাল-অভ্যুত্থানের পথে প্ররোচিত করতে পারে, অতি সহজে এই অভ্যুত্থানকে ধ্বংস করাই তাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু তাদের প্ররোচনা ব্যর্থ হবে। ইতালীর কমিউনিস্টদের চমৎকার কাজকর্ম এই গ্যারান্টিই দিচ্ছে যে, তারা সমগ্র শিল্প-প্রলেতারিয়েতকে এবং ছোট ছোট কৃষক সমেত সমগ্র গ্রাম্য-প্রলেতারিয়েতকে নিজেদের দিকে জয় করে আনতে সফল হবেই এবং তারপরে, যদি আন্তর্জাতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঠিক মুহূর্তটি বেছে নেওয়া যায় তা হলে ইতালীতে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বিজয় হবে চিরস্থায়ী। ফ্রান্সে, ব্রিটেনে এবং সারা দুনিয়ায় কমিউনিস্টদের সাফল্য এও একটি গ্যারান্টি।

কমিউনিস্ট অভিনন্দন সহ-

এন. লেনিন

৩০ খণ্ড, পৃঃ ৭১-৭২

ইতালীয়ান ভাষায়
আভান্তি পত্রিকার
৩৩২ সংখ্যায় ১৯১৯ এর
৫ই ডিসেম্বর তারিখে প্রথম
প্রকাশিত হয়। রুশ ভাষায় প্রথম
প্রকাশিত হয় ১৯৩০ সালে।

প্রাচ্যের জনগণের কমিউনিস্ট সংগঠনগুলির দ্বিতীয় নিখিল রুশ কংগ্রেসে ভাষণ[১৪৪]

২২শে নভেম্বর, ১৯১৯

কমরেডগণ, প্রাচ্যের মুসলিম সংগঠনগুলির প্রতিনিধি হিসাবে কমিউনিস্ট কমরেডদের এই কংগ্রেসকে অভিনন্দন জানাতে পেরে এবং সেই প্রসঙ্গে বর্তমানে রাশিয়ায় এবং সারা দুনিয়ায় যে পরিস্থিতির বিকাশ ঘটেছে সে সম্বন্ধে কিছু বলবার সুযোগ পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত। বর্তমান ঘটনাবলীই আমার মন্তব্যের বিষয় এবং আমার মনে হয় যে, এই মুহূর্তে সমস্যাটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সাম্রাজ্যবাদের প্রতি প্রাচ্য জনগণের মনোভাব এবং সেই জনগণেব মধ্যে বিপ্লবী আন্দোলন। এ কথা তো স্বতঃসিদ্ধ যে, আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের যে বিপ্লবী সংগ্রাম চলেছে তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট থেকেই শুধু প্রাচ্য জনগণের এই বিপ্লবী আন্দোলন বর্তমানে ফলপ্রদভাবে বিকাশ লাভ করতে পারে এবং সফল হতে পারে। রাশিয়ার পশ্চাৎপদ অবস্থা, তার বিপুল আয়তন এবং পশ্চিম ও পূর্ব, ইউরোপ ও এশিয়ার সীমান্তরেখায় রাশিয়ার অবস্থিতি—এরকম কতকগুলি পরিস্থিতির দরুন, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্ব-সংগ্রামের পথপ্রদর্শক হবার সমস্ত চাপ ও দায়িত্ব আমাদেরই বহন করতে হয়েছিল—এবং সেটা আমাদের কাছে এক বিরাট সম্মানেরই বিষয়। ফলতঃ, অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র বিকাশধারার মধ্যে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটা আরো ব্যাপক এবং আরো দুরূহ সংগ্রামের সূচনা দেখা

যাচ্ছে, এবং এ বিকাশধারা অনিবার্যরূপে জার্মানি, ফ্রান্স, ব্রিটেন এবং আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদের মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হতে বাধ্য।

বিষয়টির সামরিক ব্যাপারে সমস্ত ফ্রন্টেই এখন যে পরিস্থিতি আমাদের অনুকূলে তা তো আপনারা সবাই জানেন। এ প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচনা আমি করব না: আমি শুধু এইটুকুই বলব যে, আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ আমাদের উপর যে গৃহযুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল তার ফলে এই দু'বছরে রাশিয়ান সোস্যালিস্ট ফেডারেটিভ সোভিয়েত রিপাবলিককে অপরিসীম কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে এবং এই গৃহযুদ্ধ শ্রমিক-কৃষকদের উপর এমন অসহ্য বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিল যা দেখে প্রায়ই মনে হত যে, তারা বুঝি আর এ বোঝা সহ্য করতে পারবে না। কিন্তু একই সময়ে, গৃহযুদ্ধের পাশবিক হিংস্রতার ফলে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বে যারা আমাদের অনেক কিছুই লুঠ করে নিয়েছিল এবং যারা বন্য জন্তুতে পরিণত হয়েছে আমাদের সেই তথাকথিত "মিত্রদের" নির্মম বর্বর আক্রমণের ফলে, এই যুদ্ধে এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে—রণক্লান্ত জনসাধারণকে মনে হত যারা আর একটি যুদ্ধের বোঝা কিছুতেই বইতে পারবে না সেই জনসাধারণকে এই যুদ্ধ রূপান্তরিত করেছে এমন সুদক্ষ সৈনিকে যারা দু'বছর ধরে একটি যুদ্ধে শুধু দৃঢ়ভাবেই সংগ্রাম করেনি, জয়ী হয়ে তারা সে যুদ্ধের যবনিকা টানছে। কলচাক, য়ুদেনিচ, দেনিকিনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমরা এখন যে সব জয়লাভ করছি, তাতে নিজেদের মুক্তি-সংগ্রামে জাগ্রত জাতি ও দেশগুলির বিরুদ্ধে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন পর্যায়েরই সূচনা হচ্ছে। এই দিক থেকে, ইতিহাসে যে কথা দীর্ঘকাল আগেই লক্ষ্য করা গিয়েছিল সেই কথার সত্যতাই আমাদের গৃহযুদ্ধের এই দু'বছরে সম্পূর্ণভাবে সপ্রমাণিত হল—সেই কথাটি হল যে, যুদ্ধের চরিত্র ও তার সাফল্য প্রধানতঃ নির্ভর করে সেই দেশের অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থার উপর যে দেশ যুদ্ধ শুরু করে এবং যুদ্ধ হচ্ছে যুদ্ধের পূর্বে উক্ত দেশটি কর্তৃক অনুসৃত অভ্যন্তরীণ কর্মনীতিরই প্রতিচ্ছবি। যে কোনো যুদ্ধ পরিচালনায়ই এই সব প্রতিফলিত হয় অনিবার্যরূপে।

কোন্ শ্রেণী যুদ্ধ চালিয়েছিল এবং এখনো যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, সেটাই হল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। যারা নিজেদের মুক্ত করেছে সেই শ্রমিক-কৃষকেরাই চালাচ্ছে আমাদের এই গৃহযুদ্ধ, আর এ যুদ্ধ হচ্ছে নিজেদের দেশের এবং

সারা দুনিয়ার ধনিকদের জোয়াল থেকে মেহনতী জনগণের মুক্তির রাজনৈতিক সংগ্রামেরই ক্রমানুবর্তন—এই ঘটনার দৌলতেই রাশিয়ার মতন অমন পশ্চাৎপদ দেশেও, যে দেশ চার বছরের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ক্লান্ত, অবসন্ন সেই দেশেও এমন জনসাধারণের সন্ধান পাওয়া গেল যাদের মনে দু'বছরের অবিশ্বাস্য ও অতুলনীয় দুঃখকষ্ট ও বাধাবিঘ্নের মধ্যেও সেই যুদ্ধকে চালিয়ে যাবার মতন দৃঢ় সংকল্প ছিল।

এর অতি জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া গেল গৃহযুদ্ধের ইতিহাসে কলচাকের ক্ষেত্রে। কলচাক ছিল এমন একজন শত্রু যে দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী সবকয়টি শক্তির কাছ থেকেই সাহায্য পেয়েছিল: তার দখলে ছিল একটা রেলপথ, লাখ-খানেক বিদেশী সৈন্য সে রেলপথ রক্ষা করত: তার মধ্যে ছিল বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের সেরা পল্টন, যথা জাপানী পল্টন—সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে লড়বার জন্যই এদের প্রস্তুত করা হয়েছিল কিন্তু কার্যতঃ সে যুদ্ধে তারা কোন অংশ গ্রহণ করেনি এবং তার ফলে তাদের ক্ষয়ক্ষতি খুব অল্পই হয়েছিল। কলচাকের পেছনে ছিল সাইবেরিয়ার কৃষকদের সমর্থন, সেই কৃষকেরা ছিল সবচেয়ে বেশী সমৃদ্ধ এবং ভূমিদাস ব্যবস্থার অত্যাচার তাদের কখনো সইতে হয়নি, এবং সেই জন্যই, স্বভাবতঃই, তারা ছিল কমিউনিজম থেকে সবচেয়ে বেশী দূরে। তখন মনে হয়েছিল যে, কলচাক এক অপরাজেয় শক্তি, কেননা তার সৈন্যদল ছিল আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদেরই অগ্রবাহিনী। আজও, সাইবেরিয়ায় জাপ ও চেকোশ্লোভাক সৈন্যবাহিনী এবং আরও কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদী দেশের সৈন্যবাহিনী বেশ সক্রিয়। তা সত্ত্বেও, প্রভূত প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ সাইবেরিয়ার উপর কলচাকের শাসন প্রাথমিক অবস্থায়ই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সোস্যালিস্ট পার্টিগুলির কাছ থেকে, সংবিধান-পরিষদ কমিটি ফ্রন্টের[১৪৫] প্রতিষ্ঠাতা মেনশেভিক ও সোস্যালিস্ট-রিভলিউশনারীদের কাছ থেকে সমর্থন পেয়েছিল এবং তখন সেই অবস্থায় ইতিহাসের সাধারণ গতিধারায় সাধারণ মানুষের কাছে মনে হয়েছিল যে এ শাসন সুদৃঢ় ও অপরাজেয়; সেই শাসনের বৎসরাধিক কালের অভিজ্ঞতায় প্রকৃত পক্ষে এটাই দেখা গেল যে: রাশিয়ার অভ্যন্তরে কলচাক যতই এগুতে লাগল ততই তার শক্তি নিঃশেষ হয়ে যেতে লাগল এবং শেষকালে এখন আমরা দেখছি যে, কলচাকের পরাজয় আর সোভিয়েত রাশিয়ার পূর্ণ বিজয়। এখানে আমরা সন্দেহাতীতভাবে এই প্রত্যক্ষ প্রমাণই পাচ্ছি যে, ধনিকদের জোয়াল থেকে যারা নিজেদের মুক্ত করেছে

সেই শ্রমিক-কৃষকের ঐক্যবদ্ধ শক্তি সত্য সত্যই বিস্ময়কর ঘটনা ঘটায়। এখানে আমরা এই প্রত্যক্ষ প্রমাণই পাচ্ছি যে, যখন একটি বিপ্লবী যুদ্ধ সত্যসত্যই নিপীড়িত মেহনতী জনগণকে আকৃষ্ট করে এবং তাদের এ যুদ্ধে আগ্রহান্বিত করে তোলে, যখন এ যুদ্ধ তাদের মনে এই চেতনা জাগিয়ে তোলে যে তারা শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে—তখন সে রকম বিপ্লবী যুদ্ধই বিস্ময়কর ঘটনা ঘটাবার শক্তি ও সামর্থ্যের জন্ম দেয়।

আমি মনে করি যে, লালফৌজের কীর্তি, তার সংগ্রাম এবং তার বিজয়ের ইতিহাস প্রাচ্যের সমস্ত জাতির জীবনে এক বিরাট, যুগান্তকারী তাৎপর্যের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। এ কাহিনী প্রাচ্যের জাতিসমূহকে ইহাই দেখিয়ে দেবে যে, তারা নিজেরা দুর্বল হতে পারে, আর যারা সংগ্রামে প্রয়োগবিদ্যার ও রণচাতুর্যের সমস্ত চমকপ্রদ কলাকৌশল প্রয়োগ করে সেই ইওরোপীয় নিপীড়কদের শক্তি অপরাজেয় মনে হতে পারে—তা সত্ত্বেও, নিপীড়িত জাতিসমূহ কর্তৃক পরিচালিত বিপ্লবী যুদ্ধ যদি সত্যসত্যই লক্ষ লক্ষ মেহনতী ও শোষিত মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে সফল হয় তাহলে সেই যুদ্ধের মধ্যেই এমন সব সম্ভাবনা, এমন সব বিস্ময়কর ব্যাপার দেখা যাবে যার মূল কথা হল যে, প্রাচ্যের জাতিসমূহের মুক্তি এখন সম্পূর্ণভাবে সম্ভব : শুধু আন্তর্জাতিক বিপ্লবের ভবিষ্যতের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, এশিয়ায়, সাইবেরিয়ায় অর্জিত প্রত্যক্ষ সামরিক অভিজ্ঞতার, সকল শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী দেশের সশস্ত্র আক্রমণ সহ্য করেছে যে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র তার অভিজ্ঞতার ও দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেও প্রাচ্যের জাতিসমূহের মুক্তি এখন সম্পূর্ণভাবে সম্ভব।

অধিকন্তু, রাশিয়ায় গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতা আমাদের এবং সকল দেশের কমিউনিস্টদের দেখিয়ে দিয়েছে যে, গৃহযুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় বিপ্লবী উদ্দীপনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এক পরাক্রান্ত অভ্যন্তরীণ শক্তিরও সমাবেশ ঘটে থাকে। একটি জাতির সমস্ত অর্থনৈতিক ও সাংগঠনিক শক্তির পরীক্ষা ক্ষেত্র হল যুদ্ধ। শেষ বিচারে, দুর্ভিক্ষ ও শীতে জর্জরিত শ্রমিক কৃষকের পক্ষে যুদ্ধটা অপরিসীম কষ্টকর হলেও, এই দু'বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এ কথা বলা যেতে পারে যে, আমরা জিতছি, এবং জিতে যেতেই থাকব কারণ আমাদের আছে একটি পশ্চাৎ-বূহ্য, একটি শক্তিশালী পশ্চাৎ-বূহ্য, কারণ দুর্ভিক্ষ ও শীত সত্ত্বেও, শ্রমিক এবং কৃষকেরা এক হয়ে দাঁড়িয়েছে, তারা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং তারা নিজেদের শক্তি ও অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে অধিকতর দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ করে

প্রত্যেকটি প্রচণ্ড আঘাতেরই জবাব দিচ্ছে। এবং শুধু এই জন্যেই কলচাক, য়ুদেনিচ এবং তাদের মিত্রদের বিরুদ্ধে, বিশ্বের প্রবলতম শক্তিগুলির বিরুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব হয়েছে। গত দু'বছর একদিকে দেখিয়ে দিয়েছে যে, একটি বিপ্লবী যুদ্ধকে বিকশিত করে তোলা যেতে পারে, অপর দিকে দেখিয়েছে যে, বিদেশী আক্রমণের প্রচণ্ড আঘাতের মধ্যেই সোভিয়েত শাসন আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে—এই যে বিদেশী আক্রমণ এর লক্ষ্য ছিল বিপ্লবের মূল ঘাঁটিকে, আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে যারা সাহসী হয়েছে সেই শ্রমিক-কৃষকদের প্রজাতন্ত্রকে তাড়াতাড়ি ধ্বংস করা। কিন্তু রাশিয়ার শ্রমিক-কৃষকদের ধ্বংস করা যায়নি, বরং এর ফলে তারা ইস্পাতের মতনই সুদৃঢ় হয়েছে।

এই হল বর্তমান যুগের প্রধান শিক্ষা, প্রধান মর্মকথা। আমাদের দেশের মাটিতে এখন শেষ শত্রু হল দেনিকিন, তারও পরাজয় ঘনিয়ে আসছে, আমরা এখন চূড়ান্ত বিজয়ের মুখে। আমরা নিজেদের শক্তিশালী বলে মনে করছি এবং হাজার বার আমরা একথা বলব যে, যখন আমরা বলি যে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে প্রজাতন্ত্র সুদৃঢ় হয়েছে এবং দেনিকিনের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ চলছে তার মধ্য দিয়ে আমরা সমাজতন্ত্রের ইমারৎ নির্মাণের কাজে অধিকতর সবল ও প্রস্তুত হয়েই বেরিয়ে আসব তখন আমরা একটুও ভুল করি না—এই ইমারৎ নির্মাণের কাজে আমরা গৃহযুদ্ধের ভেতর অতি অল্পই সময় ব্যয় করতে এবং অতি অল্প উদ্যোগই গ্রহণ করতে পেরেছি, কিন্তু একটা মুক্ত পথে এখন আমরা পা বাড়াচ্ছি, তাই ঐ কাজে নিঃসন্দেহেই আমরা পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারব।

পশ্চিম ইওরোপে আমরা দেখছি সাম্রাজ্যবাদের ভাঙন। আপনারা জানেন যে, একবছর আগে এমনকি জার্মান সোশ্যালিস্টদের কাছেও একথা মনে হয়েছিল —যেমনটি মনে হয়েছিল অধিকাংশ সোস্যালিস্টদের কাছে, যারা ঘটনাবলী কিছুই বুঝছিল না—যে, যা ঘটছে তা হচ্ছে দুটি বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী গ্রুপের মধ্যে সংগ্রাম, এবং তারা এ কথা বিশ্বাস করেছিল যে, এই সংগ্রামই হল ইতিহাসের সবখানি, আর কিছু সৃষ্টি করার মতন কোনো শক্তি নেই বলেই ছিল তাদের ধারণা। তাদের মনে হয়েছিল যে, পরাক্রান্ত বিশ্ব-দস্যুদের কোনো না কোনো গ্রুপে যোগ দেওয়া ছাড়া সোস্যালিস্টদের গত্যন্তর নেই। ১৯১৮ সালের অক্টোবরের শেষে এই রকমই মনে হয়েছিল। কিন্তু আমরা দেখছি যে, পরবর্তী এক বছরে

বিশ্ব ইতিহাসের বিকাশ ঘটেছে অতুলনীয় ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে, ব্যাপক এবং সুগভীর ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে—সে ঘটনাবলী এমন বহু সোস্যালিস্টেরই চোখ খুলে দিয়েছে যারা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় দেশপ্রেমিক বনে গিয়েছিল এবং তারা তখন এই বলে আত্মপক্ষ সমর্থন করত যে, তারা দাঁড়িয়েছিল শত্রুর মুখোমুখি ; ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে মিতালি তারা এই অজুহাত দিয়ে সমর্থন করত যে, ওর ফলে নাকি তারা জার্মান সাম্রাজ্যবাদের জোয়াল থেকে মুক্তি আনছে। দেখুন, সে যুদ্ধে কতগুলি বিভ্রান্তির অবসান হল! আমরা দেখছি জার্মান সাম্রাজ্যবাদের পতন, আমরা দেখছি এমন এক পতন যার ফলে শুধু প্রজাতন্ত্রী বিপ্লব নয়, এমনকি সমাজতন্ত্রী বিপ্লবও ঘটেছে। আপনারা জানেন যে জার্মানিতে আজ শ্রেণীসংগ্রাম আরও বেশী তীব্র হয়ে উঠেছে এবং ক্রমেই আসন্ন হয়ে উঠছে এক গৃহযুদ্ধ—এ হল যারা প্রজাতন্ত্রী ছদ্মবেশ ধারণ করেছে কিন্তু আসলে সাম্রাজ্যবাদেরই প্রতিনিধি হিসাবে বিরাজ করছে সেই জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে জার্মান প্রলেতারিয়েতের যুদ্ধ।

সবাই জানে যে, পশ্চিম ইউরোপে অতি দ্রুত সমাজ বিপ্লব মূর্ত হয়ে উঠছে এবং সংস্কৃতি-সভ্যতার লোক-দেখানো মেকী প্রবক্তাদের দেশে, হুনদের, জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে যারা বিজয়ী হয়েছে তাদের দেশে, ঐ আমেরিকা এবং ব্রিটেনেও এই একই ব্যাপার ঘটছে। অথচ যখন ভার্সাই শান্তির প্রশ্ন হল, তখন সকলেই দেখল যে, ব্রেস্ত-লিতভস্ক-এর যে শান্তি জার্মান দস্যুরা আমাদের উপর জোর করে চাপিয়ে দিয়েছিল তার চেয়ে এ শান্তি শতগুণ হিংস্র, এবং সকলেই দেখল যে, হতভাগ্য বিজয়ী দেশগুলির ধনিক ও সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে কী রকম প্রচণ্ডতম আঘাত হানতে পারে তার নিদর্শন হল ভার্সাই শান্তি। ভার্সাই শান্তি বিশেষ করে বিজেতা জাতিগুলির চোখ খুলে দিল এবং প্রমাণ করে দিল যে, আমাদের সামনে যাদের আমরা দেখছি তারা সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতিভূ নয় : ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ক্ষেত্রে আমরা যা দেখছি তা হল সাম্রাজ্যবাদী শকুনি-গৃধিনীদের দ্বারা শাসিত দুটি রাষ্ট্র, যদিও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে তারা পরিচিত। এই শকুনি-গৃধিনীদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম এত দ্রুত বেড়ে উঠছে যে এই কথা জেনে আমরা খুশী হতে পারি যে উল্লসিত সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে ভার্সাই শান্তি শুধু আপাতদৃষ্টিতেই বিজয়, আসলে কিন্তু এই শান্তি সমগ্র সাম্রাজ্যবাদী জগতের দেউলিয়াপনারই নিদর্শন ; এবং যুদ্ধের সময় যে সব সোস্যালিস্টরা ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে

হাত মিলিয়েছিল এবং যুদ্ধরত কোনো একদল শকুনি গৃধিনীদের পক্ষ সমর্থন করেছিল সেই সব সোস্যালিস্টদের সঙ্গে মেহনতী জনগণ যে দৃঢ় মনোভাব নিয়ে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করছে তা এই শান্তির মধ্য দিয়ে সূচিত হচ্ছে। মেহনতী জনগণের চোখ খুলে গিয়েছে, কারণ ভার্সাই শান্তি হল লুঠের শান্তি এবং এ শান্তি দেখিয়ে দিল যে জার্মানির বিরুদ্ধে ফ্রান্স এবং ব্রিটেন প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ করেছিল উপনিবেশসমূহের উপর নিজেদের ক্ষমতা সুদৃঢ় করবার উদ্দেশ্যে এবং নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী পরাক্রম বৃদ্ধি করবার জন্য। যতই দিন যাচ্ছে ততই এই অভ্যান্তরীণ সংগ্রাম ব্যাপকতর হয়ে উঠছে। লণ্ডন থেকে প্রাপ্ত ২১শে নভেম্বরের একটি বেতারবার্তা আজ আমি দেখলাম ; তাতে মার্কিন সাংবাদিকরা—বিপ্লবীদের প্রতি এঁরা সহানুভূতিশীল এমন সন্দেহের অবকাশ নেই—বলছেন যে ফ্রান্সে আমেরিকানদের প্রতি এক অভূতপূর্ব ঘৃণার ভাব দেখা যাচ্ছে কারণ আমেরিকানরা ভার্সাই শান্তিচুক্তি অনুমোদন করতে অস্বীকার করেছে।

ব্রিটেন ও ফ্রান্স বিজেতা সত্য, কিন্তু আমেরিকার কাছে তারা দেনায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত—আমেরিকা স্থির করেছে যে, ইংরেজ ও ফরাসীরা নিজেদের যত খুশি বিজয়ী বলে ভাবুক না কেন, আসলে কিন্তু দুধের ক্ষীরটুকু সে-ই দখল করতে যাচ্ছে, যুদ্ধকালীন সাহায্যের জন্য তেজারতি সুদ সে আদায় করে ছাড়বে ; এতে তার গ্যারাণ্টি হবে আমেরিকান নৌবাহিনী। বর্তমানে তা গড়ে তোলা হচ্ছে এবং আকারে তা ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হিংস্রতা কীরকম জঘন্য আকার ধারণ করেছে তা বুঝা আজ আর দুষ্কর নয়, যখন আমরা দেখি যে, আমেরিকান এজেণ্টরা শ্বেত ক্রীতদাসদের, নারী ও বালিকাদের, কিনে আমেরিকায় চালান দিচ্ছে গণিকাবৃত্তির জন্য। একবার ভেবে দেখুন, মুক্ত সংস্কৃতিসম্পন্ন আমেরিকা গণিকালয়ের জন্য জোগান দিচ্ছে শ্বেত ক্রীতদাসী! পোল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামে সংঘর্ষ বাধছে মার্কিন দালালদের সঙ্গে। আঁতাত শক্তিবর্গের কাছ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিটি ছোট ছোট দেশেই ব্যাপক আকারে যা ঘটেছে এটি তারই একটি ছোট দৃষ্টান্ত। উদাহরণ স্বরূপ, পোলাণ্ডের কথা ধরা যাক। দেখা যাচ্ছে যে, আমেরিকান এজেণ্টরা এবং মুনাফাখোরেরা সেখানে গিয়ে কিনে নিচ্ছে পোল্যাণ্ডের সমস্ত সম্পদ, অথচ এই পোল্যাণ্ডই গর্বভরে বলে থাকে যে, সে এখন একটি স্বাধীন শক্তি। আমেরিকান এজেণ্টরা কিনে নিচ্ছে সমগ্র পোল্যাণ্ডকে। এখানে এমন একটা মিল বা কারখানা বা শিল্পের শাখা নেই যা আমেরিকানদের পকেটস্থ হয়নি। আমেরি-

কানরা এতই বেহায়া হয়ে উঠেছে যে তারা সেই "মহান ও মুক্ত বিজেতা" ফ্রান্সকেও কিনে নিতে শুরু করেছে—আগে এই ফ্রান্স ছিল কুসীদজীবীর দেশ। কিন্তু এখন সে আমেরিকার কাছে দেনায় ডুবে আছে কারণ তার অর্থনৈতিক শক্তি সে হারিয়ে ফেলেছে, তার নিজের যথেষ্ট শস্য বা কয়লা নেই, নিজের বৈষয়িক সম্পদও সে বড়ো আকারে বাড়াতে পারছে না, অথচ আমেরিকা দাবি করছে যে কিস্তি শোধ করতে হবে বিনা সর্তে এবং পুরোপুরি। এইভাবে এ কথা ক্রমেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে যে ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড এবং অন্যান্য শক্তিশালী দেশগুলি অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া। ফরাসী দেশের নির্বাচনে যাজকপন্থীরাই (clericals) জয়ী হয়ে প্রধান আসন পেয়েছে। যে ফরাসী জনসাধারণ প্রবঞ্চিত হয়ে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল জার্মানির বিরুদ্ধে ঐ তথাকথিত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে, সেই ফরাসী জনসাধারণের ভাগ্যে এখন পুরস্কার হিসাবে এসে জুটেছে সীমাহীন ঋণভার, হিংস্র মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বিদ্রূপ এবং সবার উপরে এসে জুটেছে যাজকপন্থীদের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা—এই যাজকপন্থীরা সবচেয়ে বর্বর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিরই প্রতিনিধি।

সারা পৃথিবীতেই পরিস্থিতি অপরিসীমভাবে আরও জটিল হয়ে উঠেছে। কলচাক এবং য়ুদেনিচের বিরুদ্ধে, আন্তর্জাতিক মূলধনের ঐসব পদলেহীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমরা যে জয়লাভ করেছি তা এক বিরাট ঘটনা: কিন্তু তার চেয়েও বৃহত্তর ঘটনা হল যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমরা যে জয়লাভ করছি তা, যদিও তা অতো স্পষ্ট নয়। সে জয় নিহিত রয়েছে সাম্রাজ্যবাদের অভ্যন্তরীণ অবক্ষয়ের মধ্যে,—আমাদের বিরুদ্ধে নিজেদের সৈন্যবাহিনী লেলিয়ে দিতে সাম্রাজ্য-বাদ আজ আর সক্ষম নয়। এ চেষ্টা আঁতাত শক্তিরা করেছিল, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়নি, কারণ যখনই তাদের সৈন্যরা আমাদের সৈন্যদের সংস্পর্শে আসছে এবং তাদের নিজ নিজ ভাষায় অনূদিত আমাদের রাশিয়ান সোভিয়েত সংবিধানের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটছে তখনই তাদেরই মনোবল ভেঙে যাচ্ছে। বিকৃত সমাজতন্ত্রের নেতাদের প্রভাব সত্ত্বেও, আমাদের সংবিধান অব্যর্থভাবেই মেহনতী জনগণের সহানুভূতি লাভ করে থাকে। এখন সকলেই বোঝে "সোভিয়েত" কথাটির অর্থ কী; সোভিয়েত সংবিধানের অনুবাদ হয়েছে সকল ভাষায় এবং প্রত্যেকটি শ্রমিকই জানে সোভিয়েত সংবিধান কী। সে জানে যে, এ হল মেহনতী জনগণের সংবিধান, যে মেহনতী জনগণ আন্তর্জাতিক মূলধনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ের আহ্বান জানাচ্ছে সেই মেহনতী জনগণের রাজনৈতিক

ব্যবস্থা হল এই, সে জানে যে, এ হল সেই বিজয় যা আমরা আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে অর্জন করেছি। যখন সবাই দেখল যে আমরা ওদের সৈন্যদের স্বপক্ষে টেনে এনেছি, ওদের সৈন্যদের উপর ওরা আর ক্ষমতা খাটাতে পারছে না, সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে সৈন্য লেলিয়ে দেবার ক্ষমতাও ওরা হারিয়ে ফেলেছে, তখন আমাদের এই বিজয়ের প্রভাব পড়ল প্রতিটি সাম্রাজ্যবাদী দেশে।

ওরা চেষ্টা করেছিল অন্য দেশের—ফিনল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড এবং লাতভিয়ার—সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ চালাবার, কিন্তু এ চেষ্টায় কোনো ফল হল না। ব্রিটিশ মন্ত্রী চার্চিল কয়েক সপ্তাহ আগে হাউস অব কমন্সে বক্তৃতা প্রসঙ্গে গর্ব করে বলেছেন—এবং তা কেব্‌লযোগে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া হল—যে, সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে চোদ্দটি দেশের এক অভিযান সংগঠিত করা হয়েছে এবং এর ফলে, নববর্ষের মধ্যেই রাশিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়লাভ করা যাবে। এবং এ কথা সত্য যে, বহু জাতি এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছিল—যথা, ফিনল্যাণ্ড, ইউক্রেন, পোল্যাণ্ড, জর্জিয়া, চেকোস্লোভাক, জাপানী, ফরাসী, ব্রিটিশ এবং জার্মান। কিন্তু আমরা জানি কী ফল তার হয়েছিল! আমরা জানি এস্তোনিয়ানরা য়ুদেনিচের সৈন্যবাহিনীকে সংকটে ফেলে দিয়েছিল, এবং এখন সংবাদপত্রজগতে এক প্রচণ্ড বিতর্ক চলেছে, কারণ এস্তোনিয়ানরা য়ুদেনিচকে সাহায্য করতে চায় না; আর ওদিকে তার বুর্জোয়ারা যতই চাক না কেন, ফিনল্যাণ্ডও য়ুদেনিচকে সাহায্য করেনি। এইভাবে আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার দ্বিতীয় প্রচেষ্টাটিও সমানে ব্যর্থ হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে আঁতাত শক্তিবর্গ তাদের নিজস্ব বাহিনী প্রেরণ করেছিল, এ বাহিনী রণকৌশলের সকল রকম ব্যবস্থায় এমন সুসজ্জিত ছিল যে, তা দেখে মনে হয়েছিল যে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে তারা পরাজিত করবে। কিন্তু ককেসাস, আর্খাঙ্গেল, ক্রাইমিয়া ইতোমধ্যেই পরিত্যাগ করেছে; এখনো তারা মুর্মানে আছে বটে, যেমন চেকোস্লোভাকরা আছে সাইবেরিয়াতে, কিন্তু সেটা হচ্ছে সমুদ্রে কয়েকটি দ্বীপের মতন। নিজেদের সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে আমাদের পরাস্ত করার আঁতাতের যে প্রচেষ্টা তার পরিণতি হয়েছে আমাদের জয়লাভে। দ্বিতীয় প্রচেষ্টা হল আমাদের বিরুদ্ধে সেই সব জাতিকে প্রেরণ করা এবং সমাজতন্ত্রের নীড় হিসাবে আমাদের ধ্বংস করবার জন্য তাদের বাধ্য করা যারা আমাদের প্রতিবেশী এবং যারা আর্থিকভাবে আঁতাতের উপর একান্ত নির্ভরশীল, কিন্তু সে প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে: দেখা

গেল যে, এই সব ছোট দেশের একটিও ওরকম যুদ্ধ চালাতে সক্ষম নয়। তাছাড়া, প্রত্যেকটি ছোট দেশেই আঁতাত শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে জেগে উঠেছে সুগভীর ঘৃণা। য়ুদেনিচ যখন ক্রাসনয়ে সেলো দখল করল তখনো যে ফিনল্যাণ্ড পেত্রগ্রাদ দখল করতে এগিয়ে এল না তার কারণ ফিনল্যাণ্ড ইতস্তত করছিল, বুঝতে পারছিল যে সে সোভিয়েত রাশিয়ার পাশাপাশি স্বাধীনভাবে বাস করতে পারবে কিন্তু আঁতাত শক্তিবর্গের সঙ্গে শান্তিতে থাকতে পারবে না। সমস্ত ছোট জাতিই এই কথা মর্মে মর্মে অনুভব করেছে। এ কথা অনুভব করেছে ফিনল্যাণ্ড, লিথুনিয়া, ইস্টল্যাণ্ড এবং পোল্যাণ্ড, যেখানে উগ্র স্বাদেশিকতাই প্রবল, কিন্তু সেখানেও রয়েছে আঁতাত শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ঘৃণা—এই সব দেশে আঁতাত শক্তিবর্গই তাদের শোষণকে বিস্তৃত করছে, প্রসারিত করছে। এবং এখন, ঘটনার বিকাশের গতিধারার যথাযথ মূল্যায়ন করে আমরা এ কথা, কোনো রকম অত্যুক্তি না করেই, বলতে পারি যে, সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক যুদ্ধের শুধু প্রথমটি নয়, দ্বিতীয় পর্যায়টিও ব্যর্থ হয়েছে। শুধু দেনিকিনের বাহিনীকে পরাস্তই করাই এখন বাকী এবং ইতোমধ্যেই তারা অর্ধপরাস্ত।

এই হল বর্তমানের রাশিয়ান ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, যার সংক্ষিপ্ত বিবরণী আমি আমার ভাষণে দিয়েছি। প্রাচ্যের জাতিগুলি সম্পর্কে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে সে সম্পর্কে উপসংহারে আমি কিছু বলতে চাই। বিভিন্ন প্রাচ্য জাতির কমিউনিস্ট সংগঠন ও কমিউনিস্ট পার্টির আপনারা প্রতিনিধি। এ কথা আমাকে বলতেই হবে যে, রুশ বলশেভিকরা যদি পুরাতন সাম্রাজ্যবাদে ভাঙন ঘটাতে সফল হয়ে থাকে, যদি তারা বিপ্লবের নব নব পথ রচনার অতি দুরূহ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অতি মহান কর্তব্য পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকতে পারে, তাহলে আপনাদের, প্রাচ্যের মেহনতী জনগণের প্রতিনিধিদের সামনে আরো মহত্তর, আরো অভিনব একটি কর্তব্য আজ এসে উপস্থিত হয়েছে। এ কথা বেশ পরিষ্কার হয়ে উঠছে যে, সারা বিশ্বে যা আসন্ন সেই সমাজতন্ত্রী বিপ্লব শুধু প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা দেশে তাদের বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রোলেতারিয়েতের বিজয় হিসাবেই দেখা দেবে না। বিপ্লব যদি সহজে এবং ত্বরিতগতিতে আসত তাহলে হয়তো তা সম্ভব হত। আমরা জানি যে, সাম্রাজ্যবাদীরা তা হতে দেবে না, সকল দেশই তাদের অভ্যন্তরীণ বলশেভিকবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হয়ে উঠেছে এবং স্বদেশে কীভাবে বলশেভিকবাদকে পরাস্ত করা যায়, এই হল তাদের একমাত্র চিন্তা। সেই জন্যই প্রতি দেশে মূর্ত হয়ে উঠছে গৃহযুদ্ধ, তাতে পুরানো আপসপন্থী সোস্যালিস্টরা নাম

লেখাচ্ছে বুর্জোয়াদের পক্ষে। সেই জন্যই, সমাজতন্ত্রী বিপ্লব একমাত্র বা প্রধানত প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা দেশে তাদের বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী প্রোলেতারিয়েতদের সংগ্রামরূপে দেখা দেবে না—না, তা হবে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের শোষণে নিপীড়িত সমস্ত উপনিবেশ ও দেশের, সমস্ত পরাধীন দেশের সংগ্রাম। গত বছর মার্চ মাসে যে পার্টি কর্মসূচী আমরা গ্রহণ করেছি তাতে আসন্ন বিশ্ব সমাজ বিপ্লবের বর্ণনা দিতে গিয়ে আমরা বলেছিলাম যে, সমস্ত অগ্রসর দেশে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে এবং শোষকদের বিরুদ্ধে মেহনতী জনগণের গৃহযুদ্ধ যুক্ত হতে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় যুদ্ধগুলির সঙ্গে। বিপ্লবের গতিধারা থেকে তা সমর্থিত হচ্ছে এবং যতই দিন যাবে ততই এ কথা বেশী করে সমর্থিত হবে। প্রাচ্যের ক্ষেত্রেও ঘটবে একই ব্যাপার।

আমরা জানি যে, প্রাচ্যের জনসাধারণ স্বাধীন কর্তা হিসাবে, নবজীবনের স্রষ্টা হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়াবে, কারণ প্রাচ্যে কোটি কোটি মানুষ হল পরাধীন, তারা হল পদানত জাতির অন্তর্ভুক্ত, এতদিন তারা ছিল আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী কর্মনীতির লক্ষ্যবস্তু, এবং তারা জীবনধারণ করেছে ধনতন্ত্রী সমাজের সংস্কৃতি ও সভ্যতার পুষ্টিসাধনের জন্য। এবং ওরা যখন উপনিবেশ শাসনের জন্য সনদ প্রদানের কথা বলে, তখন আমরা ভালোভাবেই জানি যে তার অর্থ হচ্ছে লুণ্ঠনের জন্য সনদ প্রদান—পৃথিবীর অধিকাংশ অধিবাসীদের শোষণ করার জন্য বিশ্বের জনসংখ্যার অতি অকিঞ্চিৎকর একটা অংশকে অধিকার প্রদান। পৃথিবীর এই অধিকাংশ অধিবাসী এতদিন ঐতিহাসিক অগ্রগতির গণ্ডীর সম্পূর্ণ বাইরে ছিল। কারণ তারা একটি স্বাধীন বিপ্লবী শক্তির প্রতিনিধিত্ব করতে পারত না, কিন্তু আমরা জানি যে বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই তাদের সেই নিষ্ক্রিয় ভূমিকার অবসান ঘটেছে। আমরা জানি যে, ১৯০৫-এর পর শুরু হয়েছে তুরস্কে, পারস্যে ও চীনে বিপ্লব এবং ভারতে জেগে উঠেছে এক বিপ্লবী আন্দোলন। বিপ্লবী আন্দোলনের বিকাশে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধও সমানভাবেই সাহায্য করেছিল, কারণ ইওরোপের সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের সংগ্রামে উপনিবেশের জনসাধারণের সেনাবাহিনীকে নিযুক্ত করতে হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ প্রাচ্যকেও জাগিয়ে তুলেছিল এবং তাদের জনগণকে টেনে নিয়ে এসেছিল আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে। ব্রিটেন এবং ফ্রান্স উপনিবেশের জনসাধারণকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করেছিল এবং সামরিক কারুকৌশল ও আধুনিক যন্ত্রাদির সঙ্গে পরিচিত হতে তাদের সাহায্য করেছিল। এ জ্ঞান তারা ব্যবহার করবে সাম্রাজ্যবাদী ভদ্রমহোদয়দেরই বিরুদ্ধে। সমসাময়িক

বিপ্লবে প্রাচ্যের জাগরণের যুগের পরই আসছে এমন একটি যুগ, যে যুগে সারা বিশ্বের ভাগ্য নির্ধারণে সমস্ত প্রাচ্যের জনগণই অংশ গ্রহণ করবে, তারা শুধু অন্যদের ঐশ্বর্যশালী করার বস্তু হিসাবে আর থাকবে না। সমগ্র মানব জাতির ভাগ্য নির্ধারণে প্রত্যেক জাতির অংশ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে, বাস্তব কাজকর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রাচ্যের জনসাধারণ দিনের পর দিন সচেতন হয়ে উঠছে।

সেই জন্যই আমি মনে করি যে,—যার আরম্ভ দেখে মনে হয় যে, বহু বছর ধরেই এটা চলতে থাকবে এবং এর জন্য বহু রকম প্রচেষ্টার দরকার হবে সেই—বিশ্ববিপ্লবের বিকাশের ইতিহাসে, বিপ্লবী সংগ্রামে, বিপ্লবী আন্দোলনে আপনাদের একটি বৃহৎ ভূমিকা পালন করতে হবে এবং আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের যে সংগ্রাম চলেছে তারই সঙ্গে যুক্ত করতে হবে আপনাদের সংগ্রামকে—আপনাদের উদ্দেশ্যে ইতিহাসের এই আহ্বানই আসবে। আন্তর্জাতিক বিপ্লবে আপনাদের অংশ গ্রহণের ফলে আপনাদের সামনে এসে দেখা দেবে এক জটিল ও দুরূহ কর্তব্য ; সে কর্তব্য সুসম্পন্ন করতে পারলে আমাদের উভয়ের একই সাফল্যের ভিত্তি রচিত হবে, কারণ এখানে এই প্রথম জনসাধারণের অধিকাংশ স্বাধীন কর্মপ্রবাহের মধ্যে জেগে উঠছে এবং আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করার সংগ্রামে তারা হবে একটি সক্রিয় উপাদান।

ইওরোপের সবচেয়ে পশ্চাৎপদ যে দেশ সেই রাশিয়ার চেয়েও খারাপ হল অধিকাংশ প্রাচ্য দেশের অবস্থা। কিন্তু সামন্ততন্ত্রের উদ্বর্তন ও ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমরা রাশিয়ার শ্রমিক কৃষককে ঐক্যবদ্ধ করতে সফল হয়েছিলাম ; আমাদের সংগ্রাম এত সহজে এগিয়েছে তার কারণ হল যে. ধনতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে কৃষকেরা আর শ্রমিকেরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে প্রাচ্যের জনগণের সঙ্গে যোগাযোগের একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে কেননা প্রাচ্যের জনগণের অধিকাংশই হল মেহনতী জনগণের প্রতিভূকল্প প্রতিনিধি—ধনবাদী কলকারখানার স্কুল থেকে আসা মজুরদের প্রতিনিধি তারা নয়, কিন্তু তারা হচ্ছে মধ্যযুগীয় নিপীড়নের যারা শিকার সেই মেহনতী, শোষিত কৃষকদেরই প্রতিভূকল্প প্রতিনিধি। প্রলেতারিয়েতরা কীভাবে ধনতন্ত্রকে পরাস্ত করে এবং বিক্ষিপ্ত বিশাল মেহনতী কৃষক জনসাধারণের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মধ্যযুগীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত অভ্যুত্থান ঘটাতে পারে, রুশ বিপ্লব তা দেখিয়ে দিয়েছে। এখন আমাদের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের কাজ হবে প্রাচ্যের জাগ্রত

জনগণকে তার চতুর্দিকে সমাবেশ করা এবং তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া।

এ ক্ষেত্রে আপনাদের সামনে এমন একটি কর্তব্য আসছে যা পৃথিবীর কমিউনিস্টদের সামনে আগে কখনো আসেনি: সে কর্তব্য হল—সাম্যবাদের সাধারণ তত্ত্ব ও কর্মের উপর নির্ভর করে আপনাদের খাপ খাইয়ে নিতে হবে এমন একটা বিশেষ অবস্থার সঙ্গে যা ইওরোপের দেশগুলিতে দেখা যাচ্ছে না এবং আপনাদের সেই তত্ত্ব ও কর্মকে এমন এক পরিবেশের মধ্যে প্রয়োগ করতে সক্ষম হতে হবে যেখানে জনসংখ্যার অধিকাংশই হল কৃষক, যেখানে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে নয়, মধ্যযুগীয় উদ্বর্তনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাই হল করণীয় কাজ। এ হল এক কঠিন এবং বিশেষ কাজ, কিন্তু এ কাজ অতি সার্থকতার কাজ, কেননা এতদিন যে জনগণ সংগ্রামে কোনো অংশ গ্রহণ করেনি তাদেরই আজ সংগ্রামের মধ্যে টেনে আনা হচ্ছে, এবং অন্যদিকে প্রাচ্যের কমিউনিস্ট ইউনিটগুলির সংগঠন থেকে আপনারা তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখার সুযোগ পাচ্ছেন। যাদের অবস্থা বহুক্ষেত্রেই মধ্যযুগীয়, প্রাচ্যের সেই মেহনতী ও শোষিত জনগণের সঙ্গে বিশ্বের অগ্রণী প্রলেতারিয়েত-দের এই মৈত্রীর বিশেষ বিশেষ রূপ কী হবে তা আপনাদেরই খুঁজে বার করতে হবে। আমাদের দেশে ছোটো আকারে আমরা যা সাধন করেছি বড়ো বড়ো দেশে বড়ো আকারে তাই সাধন করতে হবে আপনাদের। এবং এই দ্বিতীয় কাজটা আপনারা সাফল্যের সঙ্গেই করবেন বলে আমি আশা করছি। আপনারা যার প্রতিনিধি, প্রাচ্যের সেই কমিউনিস্ট সংগঠনগুলির দৌলতে অগ্রণী বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ বর্তমান। জনসাধারণ যে ভাষা বোঝে সেই ভাষায় প্রতি দেশে যাতে কমিউনিস্ট প্রচার অভিযান চালিয়ে যাওয়া যায় তা সুনিশ্চিত করাই তো আপনাদের কর্তব্য।

এ কথা তো স্বতঃসিদ্ধ যে, চূড়ান্ত জয়লাভ সম্ভব হতে পারে শুধু বিশ্বের সমস্ত অগ্রসর দেশের প্রলেতারিয়েতদের দ্বারা এবং আমরা রাশিয়ানরা সেই কাজই শুরু করেছি যা ব্রিটিশ, ফরাসী বা জার্মান প্রলেতারিয়েতরা শেষ করবে। কিন্তু আমরা দেখছি যে সমস্ত নিপীড়িত ঔপনিবেশিক দেশগুলির, এবং প্রধানতঃ প্রাচ্যের দেশগুলির মেহনতী জনগণের সাহায্য ছাড়া তারা জয়যুক্ত হবে না। আমাদের এ কথা উপলব্ধি করতে হবে যে, কেবলমাত্র অগ্রবাহিনী দ্বারাই, কমিউনিজমে উত্তরণ সম্ভব হতে পারে না। এখন কর্তব্য হল মেহনতী

জনগণকে বিপ্লবী কর্মধারায়, স্বাধীন ক্রিয়াকলাপ ও সংগঠনকার্যে উদ্বুদ্ধ করে তোলা, তা তারা যে স্তরেই থাকুক না কেন; এখন কাজ হল অধিকতর অগ্রসর দেশের কমিউনিস্টদের উদ্দেশ্যে যা রচিত সেই সাচ্চা কমিউনিস্ট মতবাদকে প্রতিটি জাতির ভাষায় অনুবাদ করে নেওয়া; অবিলম্বে করণীয় বাস্তব কাজগুলিকে সুসম্পন্ন করা এবং একই সাধারণ সংগ্রামে অন্যান্য দেশের প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে মিশে যাওয়া।

এই সব হল সমস্যা যার সমাধান সাম্যবাদী কোনো পুস্তকে পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে রাশিয়া যে সংগ্রাম শুরু করেছে সেই একই সাধারণ সংগ্রামের মধ্যে। আপনাদের এই সমস্যাগুলি সমাধান করবার জন্য সংগ্রামে নামতে হবে এবং নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এগুলির সমাধান করতে হবে। এ কাজে আপনারা সাহায্য পাবেন একদিকে, অন্যান্য দেশের সকল মেহনতী জনগণের অগ্রণী অংশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মৈত্রী থেকে, এবং অন্যদিকে, আপনারা যাদের প্রতিনিধি সেই প্রাচ্যের জনগণের প্রতি আপনাদের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী স্থির করার কর্মক্ষমতা থেকে। আপনাদের নিজেদের ভিত্তি রচনা করতে হবে সেই বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের উপর যা এইসব জনগণের মধ্যে জাগছে, এবং এ জিনিস না জেগে পারে না এবং এর ঐতিহাসিক ন্যায্যতাও রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে, প্রতি দেশের মেহনতী ও শোষিত জনগণের কাছেও পৌঁছবার পথও আপনাদের খুঁজে বের করতে হবে এবং তারা যে ভাষা বোঝে সেই ভাষায়ই বলতে হবে যে, তাদের মুক্তির একমাত্র আশা নিহিত রয়েছে আন্তর্জাতিক বিপ্লবের বিজয়ের মধ্যে, আর প্রাচ্যের কোটি কোটি মেহনতী ও শোষিত জনগণের একমাত্র মিত্র হল আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েত।

এই বিপুল কর্তব্য আপনাদের সামনে। বিপ্লবের যুগ আর বিপ্লবী আন্দোলনের ক্রমবিকাশের—যার সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না—দৌলতে প্রাচ্যের কমিউনিস্ট সংগঠনগুলির মিলিত প্রচেষ্টায় এ কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হবে এবং শেষ হবে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পূর্ণ বিজয়ে।

রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির ইজ্‌ভেস্তিয়া, ৯ সংখ্যা
২০শে ডিসেম্বর, ১৯১৯.

৩০ খণ্ড, পৃঃ ১৩০—১৪১

তৃতীয় আন্তর্জাতিকের প্রথম বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে মস্কো সোভিয়েতের একটি সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা

৬ই মার্চ, ১৯২০

কমরেডগণ, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠার পর একবছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই বছরে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক আশাতীত সাফল্য অর্জন করেছে, এবং এ কথা সাহসের সঙ্গে বলা যেতে পারে যে, ইহার জন্মের সময় এত বিরাট সাফল্য কেহই আশা করেননি।

বিপ্লবের প্রথম যুগে অনেকেই এই আশা পোষণ করেছিলেন যে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিম ইউরোপেও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু হয়ে যাবে, কারণ সে সময়ে জনগণের হাতে অস্ত্র ছিল এবং তখন পশ্চিমী দেশগুলির কয়েকটিতেও বৃহত্তম সাফল্যের সঙ্গেই বিপ্লবকে পরিচালিত করা যেতে পারত। যদি পশ্চিম ইওরোপে প্রলেতারিয়েতের ঐক্যের মধ্যে ভাঙন গভীরতর না হত, এবং যতটুকু ধারণা করা গিয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণ বিশ্বাসঘাতকতা যদি প্রাক্তন সোস্যালিস্ট নেতারা না করতেন তাহলে ওরকম ঘটনা ঘটতে পারত।

সৈন্যবাহিনী ভেঙে দেবার কাজ কতদূর অগ্রসর হয়েছে এবং যুদ্ধের যবনিকা কী ভাবে টানা হচ্ছে সে সম্পর্কে আজও আমরা সঠিক কোনো সংবাদ পাচ্ছি না। যেমন, হল্যাণ্ডে কী ঘটেছিল তা আমরা জানি না, এবং একজন ডাচ কমিউনিস্টের বক্তৃতা সম্বলিত একটি প্রবন্ধ থেকেই শুধু (এটিও আমরা হঠাৎ পেয়েছি—এরকম বহু প্রবন্ধই প্রকাশিত হয়েছিল) আমি এটুকু জানতে সক্ষম হয়েছি যে, হল্যাণ্ডের মতন একটি নিরপেক্ষ দেশে, যে দেশ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে কমই লিপ্ত ছিল সেই

দেশে, বিপ্লবী আন্দোলন এমন গুরুতর আকার ধারণ করেছিল যে, সেখানে সোভিয়েত গঠনের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং সুবিধাবাদী ডাচ সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনের সবচেয়ে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অন্যতম, ত্রোয়েলস্ত্রা স্বীকার করেছিলেন যে, শ্রমিকেরা তখন ক্ষমতা দখল করতে পারত।

সংকটময় মুহূর্তে বুর্জোয়াশ্রেণীকে রক্ষা করবার জন্য যারা কাজ করেছিল সেই সব বিশ্বাসঘাতকদের কতৃত্বাধীনে যদি আন্তর্জাতিক না থাকত, তাহলে যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধরত বহু দেশেই এবং যেখানে জনসাধারণ ছিল সশস্ত্র সে রকম কয়েকটি নিরপেক্ষ দেশেও খুব তাড়াতাড়ি বিপ্লব ঘটাবার বহু সুযোগ সুবিধা পাওয়া যেত এবং তখন তার পরিণাম হত সম্পূর্ণ ভিন্ন।

কিন্তু ঘটনা এভাবে ঘটেনি, বিপ্লব অত দ্রুত ঘটেনি, এবং প্রথম বিপ্লবের পূর্বে, ১৯০৫ সালের পূর্বে আমাদের যে-ভাবে আরম্ভ করতে হয়েছিল ঠিক সেই পথ ধরেই বিকাশের সমগ্র ধারাকে অগ্রসর হতে হবে ; মনে রাখতে হবে যে, ১৯১৭-এর পূর্বে যে দশ বছরের বেশী সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে তারই দৌলতে আমরা প্রলেতারিয়েতকে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

১৯০৫ সালে যা ঘটেছিল তাকে বিপ্লবের রিহার্সালই বলা চলে, এবং আংশিকভাবে এরই দৌলতে আমরা রাশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পতনের সেই মুহূর্তটিকে প্রলেতারিয়েতের ক্ষমতা দখলের কাজে ব্যবহার করতে সফল হয়েছিলাম। ঐতিহাসিক বিকাশের দরুন, স্বৈরতন্ত্রের জরাজীর্ণ অবস্থার দরুন, আমরা সহজেই বিপ্লব শুরু করতে সক্ষম হয়েছিলাম ; কিন্তু বিপ্লব শুরু করা যত সহজতর ছিল, এই নিঃসঙ্গ দেশটির পক্ষে সেই বিপ্লব চালিয়ে যাওয়া ততই কঠোরতর হয়ে উঠেছে, এবং পিছনে ফেলে আসা এই বছরটির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা নিজেদের বলতে পারি যে, অন্যান্য দেশে, যেখানে শ্রমিকেরা অধিকতর উন্নত, যেখানে রয়েছে আরও বেশী শিল্প, যেখানে শ্রমিকদের সংখ্যাও অনেক, অনেক বেশী, সেখানে বিপ্লব অত্যন্ত মন্থর গতিতেই বিকাশ লাভ করেছে। বিপ্লব এখানে আমাদের পথই গ্রহণ করেছে, কিন্তু তার গতি অত্যন্ত মন্থর।

শ্রমিকেরা এই পথ ধরেই ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে, তারা পথ প্রশস্ত করে দিচ্ছে প্রলেতারীয় বিজয়ের জন্য—সে বিজয় যে, আমাদের ব্যাপারে যেরূপ ঘটেছিল তার চেয়ে অনেক বেশী দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে সে-বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই ; কেননা যখনি আপনারা তৃতীয় আন্তর্জাতিকের দিকে

তাকাবেন তখনি আপনারা দেখতে পাবেন যে, কত দ্রুতগতিতে এর প্রসার ঘটেছে সাফল্যের পর সাফল্য অর্জন করে।

"বলশেভিকবাদ" কথাটির মতন আমাদের সমস্ত কদর্য কথাগুলি কীভাবে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে তা একবার তাকিয়ে দেখুন। আমরা নিজেদের কমিউনিস্ট পার্টি বলে অভিহিত করে থাকি, এবং "কমিউনিস্ট" নামটি একটি বৈজ্ঞানিক, ইওরোপীয় শব্দ, কিন্তু এসব সত্ত্বেও ইওরোপের দেশে দেশে এবং অন্যান্য দেশে এ কথাটি "বলশেভিকবাদ" শব্দটির মতন অত ব্যাপকভাবে প্রচারিত নয়। যে শব্দগুলি সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে একটি হল আমাদের রাশিয়ান শব্দ "সোভিয়েত"; এ কথাটি অন্যান্য ভাষায় অনূদিতও হয়নি, সর্বত্রই এটি উচ্চারিত হচ্ছে রাশিয়ান ভাষায়।

বুর্জোয়া পত্রপত্রিকার মিথ্যাপ্রচার সত্ত্বেও, সমগ্র বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রচণ্ড প্রতিরোধ সত্ত্বেও, শ্রমিক জনসাধারণের সহানুভূতি রয়েছে সোভিয়েতের, সোভিয়েত সরকারের এবং বলশেভিকবাদেরই পক্ষে। বুর্জোয়াশ্রেণী যতই মিথ্যা কথা প্রচার করল ততই তারা কেরেনেস্কির সঙ্গে আমাদের পরীক্ষার কাহিনী সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করল।

কয়েকজন বলশেভিক যখন জার্মানি থেকে এ দেশে এল তখন এখানে তাদের ভাগ্যে জুটল আক্রমণ ও নির্যাতন—সে আক্রমণ ও নির্যাতন সংগঠিত হয়েছিল "গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে" প্রকৃত আমেরিকান কায়দায়। বলশেভিকদের জিগীর তুলে এই নির্যাতন যাতে চলে তার জন্য কেরেনেস্কি, সোশ্যালিস্ট রিভলিউসনারীরা আর মেনশেভিকরা তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল। এইভাবে তারা প্রলেতারিয়েতের অংশ বিশেষের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল এবং তাদের মনে এই চিন্তাই জাগিয়ে তুলেছিল যে, বলশেভিকদের যখন অমনভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে তখন নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে ভালো কিছু আছে (উল্লাসধ্বনি)।

এবং আপনারা যখন মাঝে মাঝে বাইরের জগতের টুকরো টুকরো খবর পান, সমস্ত পত্রপত্রিকার বক্তব্য জানতে অসমর্থ হয়ে যখন আপনারা ইংলণ্ডের সবচেয়ে ঐশ্বর্যশালী সংবাদপত্র "দি টাইমস"[১৪৬] পড়েন এবং তাতে দেখেন যে, যুদ্ধ চলার সময়েই যে বলশেভিকরা গৃহযুদ্ধের কথা প্রচার করে চলেছে তা প্রমাণ করবার জন্য ঐ পত্রিকাটি বলশেভিকদের বিবৃতিগুলি থেকেই উদ্ধৃতি দিচ্ছে তখন আপনারা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হন যে, এমনকি বুর্জোয়াদের সবচেয়ে চতুর

প্রতিনিধিরাও আর তাদের মাথা কিছুতেই ঠিক রাখতে পারছে না। এই ব্রিটিশ পত্রিকাটি যদি **"স্রোতের বিরুদ্ধে"** বইখানার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ব্রিটিশ পাঠক পাঠিকাদের এ বইখানি পড়বার জন্য সুপারিশ করে এবং বলশেভিকরা যে সবচেয়ে খারাপ লোক, তারা যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের দুস্ক্রিয় চরিত্রের কথা বলে এবং গৃহযুদ্ধের কথা প্রচার করে তা দেখাবার জন্য যদি ঐ বইখানি থেকেই পত্রিকাটি উদ্ধৃতি দিতে থাকে তাহলে আপনারা এ বিষয়ে স্থির নিশ্চিত হতে পারেন যে সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণীই, আমাদের ঘৃণা করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাহায্যও করছে—এবং তাদের আমরা অভিবাদন জানাই এবং জানাই ধন্যবাদ (উল্লাসধ্বনি)।

ইওরোপে বা আমেরিকায় আমাদের কোনো দৈনিক পত্রিকা নেই; সেখানে যে সব দৈনিক পত্রিকা বের হয় তাতে আমাদের সংবাদ খুব কমই থাকে এবং সেখানে আমাদের কমরেডদের উপর চলেছে নিষ্ঠুর নির্যাতন। কিন্তু আপনারা যখন দেখেন যে, অন্যান্য লক্ষ লক্ষ পত্রপত্রিকা যাদের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে, মিত্রশক্তিবর্গের সেই সব অত্যন্ত প্রভাবশালী সাম্রাজ্যবাদী পত্রিকাগুলির এমন বুদ্ধিভ্রংশ ঘটেছে যে তারা বলশেভিকদের ক্ষতবিক্ষত করবার আকাঙ্ক্ষায় উন্মত্ত হয়ে বলশেভিকদের লেখা থেকে বিস্ময়কর উদ্ধৃতি দিচ্ছে, আমরা যে যুদ্ধের দুস্ক্রিয় চরিত্রের কথা বলেছিলাম এবং এ যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে রূপান্তরিত করবার জন্য কাজ করেছিলাম তা প্রমাণ করবার উদ্দেশ্যে তারা এখন আমাদের যুদ্ধকালীন প্রচারপুস্তিকা উদ্ধার করে তা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছে, তখন তার মানে এটাই দাঁড়ায় যে, এইসব সুচতুর ভদ্রলোকেরা আমাদের কেরেনেস্কি আর তার কমরেডদের মতনই বোকা বনে যাচ্ছেন। তাই আমরা এ কথা দৃঢ়তার সাথে সত্য বলে ঘোষণা করতে পারি যে, এইসব লোকেরা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নেতারা কমিউনিস্ট বিপ্লবকে সাহায্য করার দীর্ঘস্থায়ী কাজ বেশ পরিপাটীভাবেই সম্পন্ন করবেন (উল্লাসধ্বনি)।

কমরেডগণ, যুদ্ধের পূর্বে মনে হয়েছিল যে, শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে যে প্রধান মতদ্বৈধ তা হল সমাজতন্ত্রীদের আর নৈরাজ্যবাদীদের মতদ্বৈধ। এ কথা শুধু মনেই হয়নি, ঘটনাও ছিল ঠিক এইরকম। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও বিপ্লবের পূর্বে দীর্ঘকালব্যাপী যে যুগ চলেছিল সে-যুগে অধিকাংশ দেশগুলিতেই কোনো বাস্তব বিপ্লবী পরিস্থিতি ছিল না। তখন যা করার ছিল তা হল এই মন্থর প্রক্রিয়াকে বিপ্লবের প্রস্তুতির জন্য ব্যবহার করা। সমাজতন্ত্রীরা এ কাজ শুরু

করেছিল, কিন্তু নৈরাজ্যবাদীরা তখন কোনো কূল কিনারা পাচ্ছিল না। যুদ্ধ সৃষ্টি করল বিপ্লবী পরিস্থিতি, এবং পুরানো মতদ্বৈধ সেকেলে হয়ে গেল। একদিকে, নৈরাজ্যবাদের ও সমাজতন্ত্রের উপরতলার নেতারা উগ্র দেশভক্ত বনে গেলেন; অন্য দেশের বুর্জোয়া দস্যুদের বিরুদ্ধে নিজ দেশের বুর্জোয়া দস্যুদের কিভাবে সমর্থন করতে হয় তাই তারা দেখালেন, অথচ যুদ্ধে যে কোটি কোটি মানুষ নিহত হল তার জন্য তো এইসব বুর্জোয়ারাই দায়ী। অন্যদিকে, পুরানো পার্টিগুলির সাধারণ সদস্যদের মধ্যে জেগে উঠল নতুন চিন্তাধারা—যুদ্ধের বিপক্ষে, সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে এবং সমাজ-বিপ্লবের সপক্ষে চিন্তাধারা। এইভাবে যুদ্ধের ফলে দেখা দিল অত্যন্ত গভীর এক সংকট; নৈরাজ্যবাদী আর সমাজতন্ত্রী—উভয় দলের মধ্যেই ভাঙন দেখা দিল, কারণ সমাজতন্ত্রীদের পার্লামেণ্টারী নেতারা ছিলেন উগ্র স্বদেশভক্তদের দলে, আর সাধারণ সদস্যদের সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ, যাদের সংখ্যা অবশ্য দিনের পর দিন বেড়েই চলেছিল তারা, ঐ নেতাদের ত্যাগ করল এবং বিপ্লবের পক্ষাবলম্বন করতে আরম্ভ করল।

এই ভাবে সকল দেশে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন এক নতুন পথ ধরে চলতে আরম্ভ করল—সে পথ নৈরাজ্যবাদীদের এবং সমাজতন্ত্রীদের পথ নয়, সে পথ হল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বে পৌঁছবার পথ। সারা দুনিয়ায় এ ভাঙন সুস্পষ্ট হয়ে উঠল এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বেই এ ভাঙন শুরু হয়েছিল।

বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে আমরা যদি সফল হয়ে থাকি তবে তার কারণ হচ্ছে যে, আমরা এসেছিলাম এমন এক সময়ে যখন পরিস্থিতি ছিল বিপ্লবী পরিস্থিতি এবং যখন সকল দেশেই শ্রমিক আন্দোলন বিরাজ করছিল: এবং এখন আমরা দেখছি যে সমাজতন্ত্রে এবং নৈরাজ্যবাদে ভাঙন দেখা দিয়েছে। এর ফলে সারা দুনিয়ায়ই কমিউনিস্ট কর্মীরা আজ নতুন নতুন সংগঠন গড়ে তোলার কাজে অংশ গ্রহণ করছে এবং তারা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের পতাকা তলে। এই হচ্ছে সবচেয়ে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী।

আবার মতবিরোধ দেখা দিচ্ছে, যেমন, মতবিরোধ দেখা দিচ্ছে পার্লামেণ্টারী প্রথাকে ব্যবহার করার প্রশ্ন নিয়ে, কিন্তু রুশ বিপ্লব এবং গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতার পরে, দুনিয়ার সম্মুখে যখন রয়েছে লিবনেক্টের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এবং যার মধ্য দিয়ে পার্লামেণ্টারী প্রথার প্রতিনিধিদের মধ্যে তার ভূমিকা ও গুরুত্ব নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে, তার পরেও, পার্লামেণ্টারী প্রথাকে বিপ্লবী কায়দায় ব্যবহার

করার কাজকে অগ্রাহ্য করা অযৌক্তিক ছাড়া আর কিছু নয়। পুরানো ধরনের প্রতিনিধিদের কাছে তো এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, রাষ্ট্রের প্রশ্নটিকে আর পুরানো পদ্ধতিতে উত্থাপন করা যেতে পারে না, এবং এ প্রশ্নটিকে বিচার করবার যে পুরানো, কেতাবী পদ্ধতি ছিল তার জায়গায় আজ দেখা দিয়েছে নতুন এক পদ্ধতি, যে পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এবং যে পদ্ধতি রচিত হয়েছে বাস্তব কাজের ভিত্তিতে।

বুর্জোয়াশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ ও কেন্দ্রীভূত সমগ্র শক্তির বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের ঐক্যবদ্ধ ও কেন্দ্রীভূত শক্তিকে পাল্টা শক্তি হিসাবে দাঁড়াতে হবে। এইভাবে রাষ্ট্রের প্রশ্নটি আজ নতুন এক রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে এবং সেই পুরানো মত-বিরোধের কোনো মানেই আজ আর থাকছে না। শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের পুরানো মতবিরোধের জায়গায় দেখা দিয়েছে নতুন নতুন মতবিরোধ, সোভিয়েত সরকার সম্বন্ধে এবং শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব সম্পর্কে মনোভাব কি হবে সেটাই আজ প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রুশ বিপ্লব কী সৃষ্টি করেছে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ হল সোভিয়েত সংবিধান। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে, আমাদের পর্যালোচনা থেকে এ কথা আমরা বলতে পারি যে, আজ এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যেখানে পুরানো সমস্যাগুলি সম্পর্কে সমস্ত মতবিরোধ আজ একটি প্রশ্নে এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছে: তোমরা সোভিয়েত শাসনের পক্ষে না বিপক্ষে—হয় তোমরা বুর্জোয়া শাসনের পক্ষে, গণতন্ত্রের পক্ষে, যা ভুরীভোজী আর ক্ষুধার্তের মধ্যে সমানাধিকারের, ভোটের বাক্সে ধনিক আর শ্রমিকের মধ্যে সমানাধিকারের, শোষক আর শোষিতের মধ্যে সমানাধিকারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসলে কিন্তু ধনতান্ত্রিক দাসত্বকে আড়াল করে রাখে গণতন্ত্রের সেইরূপের পক্ষে—নয় তোমরা, প্রলেতারীয় শাসনের পক্ষে, শোষকদের নির্মমভাবে দমন করার পক্ষে, সোভিয়েত রাষ্ট্রের পক্ষে।

ধনতান্ত্রিক দাসত্বের যারা সমর্থক তারাই শুধু বুর্জোয়া গণতন্ত্র পছন্দ করতে পারে। সে কথাই আমরা দেখতে পাচ্ছি কলচাক ও দেনিকিনের শ্বেতরক্ষীদলের সাহিত্যে। রাশিয়ার বহু নগর থেকে এই আবর্জনার স্তূপ পরিষ্কার করা হয়েছে এবং সেগুলিকে একজায়গায় জড় করে মস্কোতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনারা যখন চিরিকভের মতন রাশিয়ান বুদ্ধিজীবীদের বা ওয়াই ক্রবেতস্কয়ের মতন বুর্জোয়া চিন্তাশীল ব্যক্তিদের লেখার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে দেখেন তখন তাতে আপনারা মজার জিনিসই লক্ষ্য করেন, তাতে আপনারা দেখেন যে,

কী ভাবে দেনিকিনকে সাহায্য করার সঙ্গে সঙ্গেই তারা সংবিধান পরিষদের পক্ষে, সমানাধিকার ইত্যাদির পক্ষে ওকালতি করে থাকে। সংবিধান পরিষদের পক্ষে তাদের এই ওকালতি আমাদের কাজের সুবিধা করে দেয়; শ্বেতরক্ষীদলের সাধারণ কর্মীদের মধ্যে তারা যখন তাদের এই প্রচার কার্য চালিয়েছিল তখন তারা গৃহযুদ্ধের সমগ্র গতিধারায়, ঘটনাবলীর গতিধারায় নিজেদের মিশিয়ে দিয়েছিল এবং এইভাবেই আমাদের সাহায্য করেছিল। নিজেদের যুক্তি দিয়েই তারা প্রমাণ করেছিল যে, সোভিয়েত শাসনের পিছনে রয়েছে সেই সব একনিষ্ঠ বিপ্লবীদের সমর্থন যারা ধনিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল। গৃহযুদ্ধের সময় এ কথাই সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠেছিল।

নিজের অগ্রবাহিনীর আকারে প্রলেতারিয়েত যাতে তার শ্রেণীর সাধারণ লোকদের ঐক্যবদ্ধ করতে পারে, রাষ্ট্রক্ষমতা নিজেদের সুদৃঢ় কর্তৃত্বাধীনে রেখে রাষ্ট্রকে যাতে বিকশিত করে তুলতে এবং রাষ্ট্রকে নতুন ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে পারে তা সুনিশ্চিত করবার জন্য কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের, একনায়কত্বের এবং ঐক্যবদ্ধ সংকল্পের প্রয়োজন। এ কথা আজ, রাশিয়ার ঘটনাবলীর পরে, ফিনল্যাণ্ডে এবং হাঙ্গেরীতে যে পরীক্ষা চলল তারপরে, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র-গুলিতে, জার্মানিতে যে একবছরের অভিজ্ঞতা হল তারপরেও, কেউ অস্বীকার করতে পারে না এবং এ সম্বন্ধে সমালোচনাপূর্ণ বড় বড় প্রবন্ধও লিখতে পারে না। গণতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে তার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে ফেলেছে; সেজন্যই সোভিয়েত শাসনের পক্ষে, শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের পক্ষে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে শক্তিশালী করার অজস্র লক্ষণ আজ দেখা দিচ্ছে এবং সকল দেশে অতি বিচিত্র-রূপে দুর্নিবার গতিতে এ আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

এই অবস্থা আজ এমন এক স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে যেখানে জার্মান ইণ্ডিপেন্-ডেণ্টস এবং ফরাসী সোস্যালিস্ট পার্টির মতন পার্টিগুলির নেতারা পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বকে এবং সোভিয়েত শাসনকে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন; অথচ এই সব পার্টিতে সেই সব পুরানো ধরনের নেতাদেরই প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত যাঁরা নতুন প্রচারকার্য বা নতুন পরিস্থিতি কিছুই বুঝতে পারছেন না, এবং নিজেদের পার্লামেণ্টারী কার্যকলাপ এতটুকুও পরিবর্তন করেননি, বরং তারা পার্লামেণ্টারী কার্যকলাপকে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলিকে এড়িয়ে যাবার হাতিয়ার হিসাবেই ব্যবহার করছেন এবং পার্লামেণ্টের বিতর্কের মধ্যে শ্রমিকদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখছেন। শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বকে ও সোভিয়েত শাসনকে স্বীকৃতি দানের কারণ হল

যে শ্রমিক জনসাধারণের চাপেই তাঁরা এ কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন, শ্রমিকেরা আজ নিজেদের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করছে।

অন্যান্য কমরেডদের বক্তৃতা থেকে আপনারা জেনেছেন যে, জার্মান পার্টি অব ইণ্ডিপেনডেন্টস-এর বিদ্রোহ, শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বকে ও সোভিয়েত শাসনকে এই স্বীকৃতিদান দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের উপর যে চূড়ান্ত আঘাত হেনেছিল সেটাই ছিল শেষ আঘাত। বর্তমান পরিস্থিতি বিচার করে এ কথা বলা যেতে পারে যে, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের মৃত্যু ঘটেছে, এবং জার্মানিতে, ব্রিটেনে এবং ফ্রান্সে প্রলেতারীয় জনগণ কমিউনিস্টদের পক্ষাবলম্বন করছে। ব্রিটেনেও 'ইণ্ডিপেন-ডেন্টস'-দের একটি পার্টি আছে—সে পার্টি আইনের দোহাই দিয়ে যাচ্ছে এবং বলশেভিকদের হিংসাত্মক কার্যকলাপের নিন্দা করে চলেছে। তাদের পত্রিকায় সম্প্রতি একটি আলোচনা-চক্র খোলা হয়েছিল। বেশ ভাল কথা, সেখানে আলোচিত হচ্ছে সোভিয়েতের প্রশ্ন এবং ব্রিটিশ শ্রমিক শ্রেণীর পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের পরেই আমরা জনৈক ইংরেজ লেখকের একটি প্রবন্ধ দেখতে পাই; সেই প্রবন্ধে তিনি সমাজতন্ত্রের কোনো থিওরি মানতেই অস্বীকার করেছেন এবং জিদ ধরে থিওরির প্রতি নিজের অর্থহীন অবজ্ঞাই প্রকাশ করেছেন, কিন্তু সেই ব্যক্তিই ব্রিটেনে জীবনযাত্রার অবস্থা বিবেচনা করে এক সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন এবং বলেছেন: সোভিয়েতগুলিকে আমরা নিন্দা করতে পারি না। এবং ওগুলিকেই আমাদের সমর্থন করা উচিত।

এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, ব্রিটেনের মতন দেশগুলিতে শ্রমিকদের পশ্চাৎপদ অংশগুলির মধ্যেও অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে আরম্ভ করেছে এবং এ কথা বলা যেতে পারে যে, সমাজতন্ত্রের পুরানো রূপগুলি চিরতরে শেষ হয়ে গিয়েছে।

ইওরোপ এগিয়ে চলেছে বিপ্লবের দিকে, অবশ্য আমরা যে পথে বিপ্লবে এসে পৌঁছেছিলাম সে পথে নয়, কিন্তু মূলতঃ ইওরোপ সেই একই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। নিজ নিজ পথেই প্রত্যেক দেশকে এগিয়ে যেতে হবে, এবং এগিয়ে যেতে তারা আরম্ভও করেছে, এক অভ্যন্তরীণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে—সে সংগ্রাম হল তাদের নিজ নিজ দেশের মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে এবং নিজ নিজ দেশের সুবিধাবাদী ও সোস্যালিস্ট রিভলিউসনারীদের বিরুদ্ধে; সকল দেশেই বিভিন্ন নামে অল্প বিস্তর মাত্রায় এরা বিরাজ করছে।

এবং স্বাধীনভাবে তারা এই যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছে তা থেকে স্পষ্টতঃই এ কথা সুনিশ্চিত হচ্ছে যে, সকল দেশেই কমিউনিস্ট বিপ্লবের বিজয় অনিবার্য এবং

শত্রুদের শিবিরে যত বেশী দোদুল্যমানতা দেখা দেবে এবং বলশেভিকরা হচ্ছে অপরাধী এবং তারা কখনোই আমাদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পন্ন করবে না,—আমাদের শত্রুদের এই বক্তব্যের মধ্যে যত বেশী সংশয় দেখা দেবে, ততই আমাদের পক্ষে মঙ্গল।

এখন তারা বলছে: আমরা যদি ব্যবসা করি, তাহলে তা আমরা করব বলশেভিকদের স্বীকার না করেই। এর বিরুদ্ধে বলার আমাদের কিছুই নেই, আমরা শুধু এই টুকুই বলছি: ভদ্রমহোদয়গণ, দয়া করে একবার তা চেষ্টা করে দেখুন। তোমরা যে আমাদের স্বীকার করছ না তাতো আমরা বুঝি। তোমরা যদি আমাদের স্বীকার করতে তাহলে সে কাজকে আমরা তোমাদের পক্ষে ভুলই মনে করতাম। কিন্তু তোমরা এতই হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছ যে প্রথমে তোমরা ঘোষণা কর যে বলশেভিকরা হচ্ছে ভগবান ও মানুষের সকল আইনভঙ্গকারী এবং তোমরা তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা বা শান্তি স্থাপন করবে না, কিন্তু পরক্ষণেই তোমরা বল যে, আমাদের কর্মনী'ত স্বীকার না করেই তোমরা পণ্য বিনিময় শুরু করবে—এ তো আমাদেরই জয় এবং এ জয় প্রতিটি দেশের জনগণের মধ্যে নতুন প্রেরণা এনে দেবে এবং তাদের মধ্যে কমিউনিস্ট আন্দোলন সুদৃঢ় করবে। আন্দোলন আজ এতই সুদূরপ্রসারী হয়েছে যে, তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সঙ্গে যারা সরকারীভাবে সংযুক্ত তারা ছাড়াও, আরও অনেক আন্দোলন অগ্রসর দেশগুলিতে দেখা যাচ্ছে; এ আন্দোলনগুলি সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজম কোনোটার সঙ্গেই যুক্ত নয়, কিন্তু এগুলি বলশেভিকবাদের নিন্দা করার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার চাপে বলশেভিকবাদের দিকেই আকৃষ্ট হচ্ছে।

বিংশ শতাব্দীতে একটি সভ্যদেশে যুদ্ধ সরকারগুলিকে নিজেদের স্বরূপ প্রকাশ করে দিতে বাধ্য করে। ফ্রান্সের একখানি পত্রিকায় অস্ট্রীয়ার প্রাক্তন সম্রাট চার্লসের কয়েকখানি দলিল প্রকাশিত হয়েছে—তিনি ১৯১৬ সালে ফ্রান্সের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করার প্রস্তাব করেছিলেন। এখন তাঁর চিঠি প্রকাশিত হয়ে পড়ায় শ্রমিকেরা সোস্যালিস্ট নেতা আলবার্ট টমাসকে জিজ্ঞাসা করছে: সে সময় তো আপনি সরকারে ছিলেন, তখন তো আপনার সরকারের কাছেই এসেছিল শান্তির প্রস্তাব। আপনি তখন কী করেছিলেন? এ সম্বন্ধে যখন আলবার্ট টমাসকে জিজ্ঞাসা করা হল তখন তিনি কোনো উত্তর দিলেন না।

এইভাবে সত্য ঘটনা প্রকাশ করে দেওয়া সবেমাত্র শুরু হয়েছে। জনসাধারণ লিখতে পড়তে জানে এবং ইওরোপ ও আমেরিকা, উভয় দেশেই তারা যুদ্ধ সম্পর্কে

পুরানো দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারে না। তারা জিজ্ঞাসা করছে: কিসের জন্য এক কোটি মানুষকে হত্যা করা হল এবং বিকলাঙ্গ করে রাখা হল দুই কোটি মানুষকে? এই প্রশ্ন উত্থাপন করার মানে হল সাধারণ মানুষের দৃষ্টি শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্বের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া। এই প্রশ্ন উত্থাপন করার মানে হল এইভাবে এর জবাব দেওয়া যে: কারা বেশী ধনসম্পদ লুটবে, জার্মান ধনিকেরা না ব্রিটিশ ধনিকেরা—এই প্রশ্নের সুরাহা করবার উদ্দেশ্যেই হত্যা করা হয়েছে এক কোটি মানুষকে, আর বিকলাঙ্গ করা হয়েছে দুই কোটি মানুষকে। এই হল সত্য কথা. একে গোপন করার যত চেষ্টাই করা হোক না কেন, এ কথা ছড়িয়ে পড়ছে।

ধনতন্ত্রী সরকারগুলি পতন অপরিহার্য, কেন না প্রত্যেকেই দেখতে পাচ্ছে যে, যদি সাম্রাজ্যবাদীরা আর বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে তাহলে গত যুদ্ধের মতন আর একটি যুদ্ধও অবশ্যম্ভাবী। জাপান এবং আমেরিকার মধ্যে নতুন নতুন বিরোধ দেখা দিচ্ছে। দুই দেশের কূটনৈতিক ইতিহাসে দশকের পর দশক ধরে এগুলি জমে উঠেছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্যই যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। লুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে যারা উপনিবেশ দখল করেছে সেই ব্রিটেন, আর যারা মনে করছে যে তার পুরা ভাগটাই তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে সেই ফ্রান্স—এই দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। এ কথা কেউ জানে না যে, কখন, কী ভাবে যুদ্ধ শুরু হবে, কিন্তু এ কথা সবাই দেখছে, জানছে এবং বলছে যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এবং তার জন্য আবার প্রস্তুতি চলেছে।

বিংশ শতাব্দীতে, সম্পূর্ণ সাক্ষর জনসাধারণের দেশগুলিতে এই পরিস্থিতিই হচ্ছে আমাদের গ্যারান্টি যে, পুরানো সংস্কারবাদ ও নৈরাজ্যবাদের কথা আর উঠতেই পারে না। যুদ্ধই তাদের শেষ করে দিয়েছে।

যে ধনতন্ত্রী সমাজ কোটি কোটি রুবল ব্যয় করেছিল যুদ্ধে তার পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে সংস্কার সাধনের পন্থাগুলি ব্যবহার করার কথা বলা, বিপ্লবী কর্তৃত্ব ও বলপ্রয়োগ ছাড়া, প্রচণ্ড বৈপ্লবিক পরিবর্তন ছাড়া এই সমাজের পুনর্গঠনের কথা বলা কখনোই বরদাশ্‌ত করা যায় না। এভাবে যে ব্যক্তিই কথা বলে এবং চিন্তা করে, বুঝতে হবে যে সে ব্যক্তি তার সমস্ত বিচার বুদ্ধিই হারিয়ে ফেলেছে।

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক শক্তিশালী, কেননা বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদীদের নরহত্যা থেকে লব্ধ শিক্ষার উপরই এই সংগঠনের ভিত্তি রচিত। প্রত্যেক দেশেই কোটি কোটি মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গির সঠিকতা দিনের

পর দিন সমর্থিত হচ্ছে ; এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দিকে আন্দোলন এখন পূর্বের চেয়ে শতগুণ ব্যাপক ও গভীর। এক বছরের মধ্যেই এই সংগঠন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সম্পূর্ণ পতন ঘটিয়েছে।

দুনিয়ায় আজ এমন কোনো দেশ নেই (এমন কি সবচেয়ে অনুন্নত দেশেও) যেখানে সমস্ত চিন্তাশীল শ্রমিকেরা নিজেদের কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সঙ্গে যুক্ত করছে না, এর ভাবধারাকে গ্রহণ করছে না। অদূর ভবিষ্যতে সারা দুনিয়াব্যাপী কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের বিজয় যে সুনিশ্চিত তার পূর্ণ গ্যারান্টি নিহিত রয়েছে এখানে। (উল্লাস ধ্বনি)

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক, ৩০ খণ্ড
১০নং সংখ্যা, ১৯২০ পৃ: ৩৯১-৯৮
স্বাক্ষর : এন. লেনিন

ভারতীয় বিপ্লবী সঙ্ঘের প্রতি ১৪৭

এ কথা শুনে আমি আনন্দিত যে বিদেশী ও স্বদেশী পুঁজিপতিদের শোষণ থেকে নিপীড়িত জনগণের আত্মকর্তৃত্ব ও মুক্তির যে মূলনীতি শ্রমিক-কৃষকদের প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেছেন তাতে স্বাধীনতার বীর যোদ্ধা, প্রগতিশীল ভারতীয়রা দ্রুত সাড়া দিয়েছেন। ভারতীয় শ্রমিক ও কৃষকের জাগরণ রাশিয়ার মেহনতী জনগণ গভীর মনোযোগের সাথেই লক্ষ্য করেছেন। চূড়ান্ত সাফল্যের গ্যারান্টি হল মেহনতী জনগণের সংগঠন ও শৃঙ্খলা এবং অধ্যবসায়, এবং দুনিয়ার মজুরের সংহতি। মুসলিম ও অ-মুসলিম জনগণের ঘনিষ্ঠ মৈত্রীকে আমরা স্বাগত জানাই। সত্য সত্যই আমরা দেখতে চাই, এ মৈত্রী যেন প্রাচ্যের সমস্ত মেহনতী জনগণের মধ্যেই প্রসারিত হয়। কারণ, ভারতীয়, চীনা, কোরীয়, জাপানী, পারসীয়, তুর্কী শ্রমিক ও কৃষক যখন হাতে হাত মিলিয়ে মুক্তির সাধারণ লক্ষ্যে কদম বাড়িয়ে যাবে কেবল তখনই সুনিশ্চিত হবে শোষকদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত জয়।

স্বাধীন এশিয়া জিন্দাবাদ।

প্রাভদা, ১০৮ সংখ্যা — ৩১ খণ্ড

২০শে মে, ১৯২০ — পৃঃ ১১৬

ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির যুক্ত অস্থায়ী কমিটির চিঠির উত্তর [১৪৮]

ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির যুক্ত অস্থায়ী কমিটির ২০শে জুন তারিখের চিঠি পেয়ে, তাদেরই অনুরোধে, আমি তাড়াতাড়ি এই উত্তর দিচ্ছি যে, ব্রিটেনে একটি ঐক্যবদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি অবিলম্বে গড়ে তোলার তাঁদের পরিকল্পনার প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন আছে। আমি মনে করি যে, বি. এস. পি, এস. এল. পি, এবং অন্যান্য সংগঠনগুলি মিলিয়ে একটি কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার কাজে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে কমরেড সিলভিয়া প্যাঙ্কার্স্ট এবং ডবলিউ. এস. এফ (ওয়ার্কার্স সোস্যালিস্ট ফেডারেশন) ভুল কাজই করেছেন। ব্যক্তিগত ভাবে আমি পার্লামেন্টে অংশগ্রহণের এবং সম্পূর্ণভাবে অবাধ ও স্বাধীন কমিউনিস্ট কার্যকলাপের শর্তে লেবর পার্টির শাখারূপে ঐ পার্টির অন্তর্ভুক্ত হবারই পক্ষপাতী। মস্কোতে ১৫ই জুলাই তারিখে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের যে দ্বিতীয় কংগ্রেস হবে তাতে এই রণকৌশল আমি সমর্থন করব। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে খুব তাড়াতাড়ি একটি ঐক্যবদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলা সবচেয়ে কাম্য বলেই আমি মনে করি এবং অদূর ভবিষ্যতে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স অব দি ওয়ারল্ড (আই. ডবলিউ. ডবলিউ) এবং শপস্টুয়ার্ডস কমিটিগুলির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে যাতে মিশে যাওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে ঐ পার্টিকে এই সংগঠনগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে বলেই আমি মনে করি এবং সেটাও সবচেয়ে কাম্য জিনিস।

৮. ৭. ১৯২০ — এন. লেনিন

এর ইংরেজী অনুবাদ বেরিয়েছিল The Call পত্রিকার ২২৪ নং সংখ্যায় ১৯২০ সালের ২২শে জুলাই তারিখে

৩১ খণ্ড, পৃঃ ১৭৮

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে যোগদানের শর্তাবলী

তৃতীয় আন্তর্জাতিকে পার্টিগুলির যোগদানের ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট শর্তাবলী কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রথম তথা উদ্বোধনী কংগ্রেস প্রণয়ন করেনি। প্রথম কংগ্রেসের সময় অধিকাংশ দেশেই শুধু কমিউনিস্ট **ঝোঁকগুলি** এবং গ্রুপগুলিরই অস্তিত্ব ছিল।

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় বিশ্ব-কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হচ্ছে এক ভিন্ন পরিস্থিতিতে। অধিকাংশ দেশেই এখন, শুধু ঝোঁকগুলি নয়, কমিউনিস্ট **পার্টিগুলি ও সংগঠনগুলিই** বিদ্যমান।

যে সমস্ত পার্টি ও গ্রুপ এই সেদিনও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত ছিল তারা আজ তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সদস্যপদের জন্য দিনের পর দিন আবেদন করছে, যদিও তারা এখনো প্রকৃত কমিউনিস্ট হয়ে উঠেনি। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সুনিশ্চিত ভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। মধ্যবর্তী পার্টিগুলি এবং "মধ্যপন্থার" গ্রুপগুলি এ কথা জানে যে, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের এখন একেবারে শেষ অবস্থা, তার টিকে থাকার আর কোন আশা নেই; তাই তারা এখন নিজেদের কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সঙ্গে যুক্ত করবার জন্য চেষ্টা করছে—কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক দৃঢ়ভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠছে। কিন্তু তারা আশা করে যে, বেশ কিছুটা "স্ব-শাসন" তারা বজায় রাখতে পারবে এবং সেই সুযোগে তারা নিজেদের "মধ্যপন্থী" বা সুবিধাবাদী কর্মনীতি চালিয়ে যেতে সক্ষম হবে। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক আজ বেশ কিছু পরিমাণে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে।

কয়েকটি প্রধান প্রধান "মধ্যপন্থী" গ্রুপের তৃতীয় আন্তর্জাতিকে যোগদানের আকাঙ্ক্ষা থেকে পরোক্ষভাবে ইহাই সপ্রমাণিত হয় যে, এই সংগঠন সারা দুনিয়ার শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকদের এক বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সহানুভূতি জয়

করেছে এবং যতই দিন যাচ্ছে ততই এই সংগঠন আরও বেশী পরাক্রান্ত শক্তি হয়ে উঠছে।

এই সব দোদুল্যমান ও অস্থিরসংকল্প গ্রুপগুলি কিন্তু এখনো তাদের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের মতাদর্শকে পরিত্যাগ করেনি; তাই তাদের বেশী সংখ্যায় যোগদানের ফলে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নীতির ক্ষেত্রে দুর্বলতা দেখা দেবার বিপদ ঘটতে পারে।

তা ছাড়া, কতকগুলি বড় বড় পার্টিতে, (ইতালী, সুইডেন) যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে সেখানে, এখনো বেশ কিছু সংখ্যক সংস্কারবাদী ও শান্তিবাদী সমাজতন্ত্রী Social pacifist রয়ে গিয়েছে যারা আবার নিজেদের মাথা তুলে দাঁড়াবার জন্য; প্রলেতারিয়েত বিপ্লবকে ধ্বংস করবার সক্রিয় কাজ শুরু করবার জন্য এবং এইভাবে বুর্জোয়াশ্রেণীকে ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিককে সাহায্য করবার জন্য শুভ মুহূর্তের অপেক্ষায়ই শুধু বসে আছে।

হাঙ্গেরির সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের শিক্ষা কোনো কমিউনিস্টকেই ভুললে চলবে না। সংস্কারবাদীদের সঙ্গে হাঙ্গেরির কমিউনিস্টদের ঐক্যের মাশুল হাঙ্গেরির প্রলেতারিয়েতকে চড়া দামেই দিতে হয়েছে।

এই অবস্থায় নতুন পার্টিগুলির অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট শর্তাবলী প্রণয়ন করা এবং যে সব পার্টি ইতোমধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে তাদের নৈতিক বাধ্যবাধকতা সম্পর্কিত শর্তগুলি লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন বলেই দ্বিতীয় বিশ্ব কংগ্রেস মনে করছে।

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেস কমিন্টার্নের সদস্যপদের জন্য নিম্নলিখিত শর্তাবলী স্থির করবার প্রস্তাব গ্রহণ করছে:

*　　*　　*

(১) দৈনন্দিন প্রচার-আন্দোলন প্রকৃত কমিউনিস্ট চরিত্রের হতে হবে। পার্টির সমস্ত পত্র-পত্রিকার সম্পাদনার কাজ সেই সব বিশ্বস্ত কমিউনিস্টদের দ্বারা চালাতে হবে যারা প্রলেতারীয় বিপ্লবের আদর্শের প্রতি নিজেদের বিশ্বস্ততা সুস্পষ্টভাবে সপ্রমাণিত করেছে। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে কেবল একটা বাঁধা বুলি হিসাবে আলোচনা করলে চলবে না, একে এমন ভাবে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত করতে হবে যাতে প্রত্যেকটি সাধারণ মেহনতী পুরুষ ও মেহনতী নারীর কাছে, প্রত্যেকটি সৈনিক ও কৃষকের কাছে এর অপরিহার্যতা আমাদের পত্র-পত্রিকায় সুসম্বদ্ধভাবে প্রকাশিত বাস্তব তথ্যাবলী থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

কেবলমাত্র বুর্জোয়াশ্রেণীর নয়, তার সাহায্যকারী সকল রংয়ের ও ঢংয়ের সংস্কারবাদীদেরও মুখোশ সুসম্বদ্ধভাবে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে খুলে দেবার জন্য তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সমর্থকদের প্রচারের সকল রকম প্রচলিত মাধ্যমই ব্যবহার করতে হবে—তাদের ব্যবহার করতে হবে পত্র পত্রিকা, জনসভা, ট্রেডইউনিয়নসমূহ, সমবায় সমিতিগুলি।

(২) যে সব সংগঠন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে যোগ দিতে ইচ্ছুক তাদের প্রত্যেকটিকেই শ্রমিক আন্দোলনে দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে (পার্টি সংগঠন, সম্পাদকমণ্ডলী, ট্রেডইউনিয়ন, পার্লামেন্টারী গ্রুপ, সমবায় সমিতি, পৌরসভা প্রভৃতি) সংস্কারবাদীদের ও "মধ্যপন্থীদের" দৃঢ়তার সঙ্গে এবং সুসম্বদ্ধভাবে **অপসারিত করতে** হবে, এবং তাদের জায়গায় বসাতে হবে বিশ্বস্ত কমিউনিস্টদের। এর ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রথমে "অভিজ্ঞ" নেতাদেব সরিয়ে সেখানে সাধারণ কর্মীদের বসাতে হতে পাবে, কিন্তু সেটা ভীতিপ্রদ প্রতিবন্ধ হওয়া উচিত নয়।

(৩) যে সব দেশে সামরিক আইন বা জরুরী আইনের ফলে সমস্ত কমিউনিস্ট কাজকর্ম প্রকাশ্যে চালানো অসম্ভব হয়ে উঠে সে সব ক্ষেত্রে প্রকাশ্য ও গোপন কাজের সমন্বয় করা একান্ত প্রয়োজন। ইওরোপ এবং আমেরিকার প্রায় সকল দেশেই শ্রেণীসংগ্রাম গৃহযুদ্ধের স্তরে প্রবেশ করছে। এই অবস্থায়, বুর্জোয়া আইনানুগত্যের উপর কমিউনিস্টদের কোনো আস্থাই থাকতে পাবে না। **সর্বত্রই** তাদের গড়ে তুলতে হবে এক একটি পাল্টা গোপন সংগঠন, যা চূড়ান্ত মুহূর্তে বিপ্লবের প্রতি পার্টির কর্তব্য সুসম্পন্ন করার ব্যাপারে পার্টিকে সাহায্য করতে সক্ষম হবে।

(৪) সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে অধ্যবসায় সহকারে এবং সুসংবদ্ধভাবে প্রচার-আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে এবং প্রত্যেকটি সামরিক ইউনিটে কমিউনিস্ট কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। এই কাজের অধিকাংশই কমিউনিস্টদের করতে হবে গোপনে গোপনে; কিন্তু এ কাজ না করার অর্থ হল বিপ্লবী কর্তব্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা এবং এ কাজ না করা তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সদস্যপদের সঙ্গে খাপ খায় না।

(৫) গ্রামাঞ্চলে সুসংবদ্ধ ও সুপরিকল্পিত প্রচারকার্য চালাতে হবে। ক্ষেত-মজুর ও গরিব কৃষকদের অন্তত একটা অংশের সমর্থন লাভ করতে না পারলে এবং নিজেদের কর্মনীতির দ্বারা গ্রামের বাকি জনসংখ্যার একটা অংশকে নিরপেক্ষ করে দিতে না পারলে শ্রমিকশ্রেণী কখনো তার জয়কে সুদৃঢ় করতে পারবে না।

গ্রামাঞ্চলে কমিউনিস্টদের কার্যকলাপ হচ্ছে বর্তমান যুগে প্রথম স্তরের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ কাজ করতে হবে প্রধানত গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ আছে এমন সব বিপ্লবী শ্রমিক-কমিউনিস্টদের মাধ্যমে। এই কাজ বাদ দেওয়া অথবা এই কাজের দায়িত্ব আস্থাস্থাপনের অযোগ্য আধা-সংস্কারবাদীদের উপর ছেড়ে দেওয়ার অর্থ হল প্রলেতারীয় বিপ্লবকেই অস্বীকার করা।

(৬) তৃতীয় আন্তর্জাতিকে যোগ দিতে ইচ্ছুক প্রত্যেক পার্টিকে শুধু সত্যবলে বিঘোষিত দেশপ্রেমিক-সমাজবাদের (Social-patriotism) মুখোশ খুলে দিলেই চলবে না, তাকে শান্তিবাদী সমাজবাদের (Social-pacifism) মিথ্যাচার ও ভণ্ডামির মুখোশও খুলে দিতে হবে। তাকে শ্রমিকদের কাছে এ কথা সুসংবদ্ধ-ভাবে উদ্ঘাটিত করতে হবে যে, বিপ্লবী পদ্ধতিতে ধনতন্ত্রকে উচ্ছেদ করা ছাড়া আন্তর্জাতিক সালিশী-আদালত, অস্ত্রসজ্জা হ্রাসের আলাপ আলোচনা, রাষ্ট্রসংঘের "গণতান্ত্রিক" পুনর্গঠন ইত্যাদি কোনো কিছু দিয়েই মানব জাতিকে নতুন নতুন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারা যাবে না।

(৭) কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে যোগ দিতে ইচ্ছুক পার্টিগুলিকে সংস্কারবাদ আর "মধ্যপন্থীদের" কর্মনীতির সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে ও চূড়ান্তভাবে ছিন্ন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতে হবে এবং এই রকম সম্পর্কচ্ছেদ করার জন্য পার্টি সদস্যদের মধ্যে প্রচার-অভিযান চালাতে হবে। এ কাজ ছাড়া সঙ্গতিপূর্ণ কমিউনিস্ট কর্মনীতি অসম্ভব।

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক আদেশ হিসাবে এবং চরমপত্র হিসাবে এ কথা দৃঢ়তার সাথে বলছে যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই সম্পর্কচ্ছেদ ঘটাতেই হবে। তুরাতি, মোদিগলিয়ানি প্রমুখের মতন কুখ্যাত সংস্কারবাদীরা নিজেদের তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সদস্য বলে জাহির করতে থাকবে, এ রকম পরিস্থিতি তৃতীয় আন্তর্জাতিক কিছুতেই বরদাশ্‌ত করতে পারে না। সে রকম চলতে থাকলে তার পরিণতি হিসাবে তৃতীয় আন্তর্জাতিক অধুনালুপ্ত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকেরই সম্পূর্ণ সমরূপ হয়ে উঠবে।

(৮) যে সব দেশের বুর্জোয়াশ্রেণী উপনিবেশের মালিক ও অন্য জাতির নিপীড়ক, সেই সব দেশের পার্টিগুলিকে ঔপনিবেশিক ও নিপীড়িত জাতিসমূহ সম্বন্ধে বিশেষভাবে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন কর্মনীতি গ্রহণ করতে হবে। তৃতীয় আন্তর্জাতিকে যোগ দিতে ইচ্ছুক প্রত্যেক পার্টিকেই তার "নিজের" দেশের সাম্রাজ্যবাদীদের ঔপনিবেশিক চক্রান্তগুলির মুখোশ নির্মমভাবে খুলে দিতে হবে।

শুধু কথায় নয়, কাজেও প্রতিটি ঔপনিবেশিক মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন করতে হবে, উপনিবেশসমূহ থেকে নিজেদের দেশের সাম্রাজ্যবাদীদের বিতাড়ন দাবি করতে হবে, উপনিবেশসমূহের এবং নিপীড়িত জাতিসমূহের মেহনতী জনগণের সঙ্গে প্রকৃত সৌভ্রাতৃত্বের মনোভাবে নিজের দেশের শ্রমিকদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। এবং সমস্ত ঔপনিবেশিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সুসংবদ্ধভাবে প্রচারকার্য চালিয়ে যেতে হবে।

(৯) কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে যোগ দিতে ইচ্ছুক প্রত্যেক পার্টিকেই সুসংবদ্ধ-ভাবে এবং অধ্যবসায় সহকারে ট্রেডইউনিয়নগুলির মধ্যে, সমবায় সমিতিগুলিতে এবং অন্যান্য সংগঠনে কমিউনিস্ট কাজকর্ম চালিয়ে যেতে হবে, ট্রেডইউনিয়ন-গুলির মধ্যে কমিউনিস্ট কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে এবং অধ্যবসায় সহকারে একটানা কাজ করে ইউনিয়নগুলিকে কমিউনিস্ট আদর্শের দিকে জয় করে আনতে হবে। দৈনন্দিন কাজের প্রতিটি স্তরেই দেশপ্রেমিক সমাজবাদীদের বিশ্বাস-ঘাতকতার এবং মধ্যপন্থীদের দোদুল্যমানতার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে দিতে হবে। এই কেন্দ্র সম্পূর্ণভাবে সমগ্র পার্টির নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত হবে।

(১০) কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত পার্টিগুলিকে দৃঢ় সংগ্রাম চালাতে হবে আর্মস্টার্ডামস্থিত পীত ট্রেডইউনিয়ন আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে। অধ্যবসায় সহকারে প্রচার অভিযান চালিয়ে তাদের সংগঠিত শ্রমিকদের দেখিয়ে দিতে হবে পীত আর্মস্টার্ডাম আন্তর্জাতিকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রয়োজনীয়তা, পার্টিগুলিকে সর্বতোভাবে সমর্থন করতে হবে লাল ট্রেডইউনিয়নগুলির নবজাত আন্তর্জাতিক ফেডারেশনকে—এই লাল ট্রেডইউনিয়নগুলি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতি-কের সঙ্গে সংযুক্ত।

(১১) তৃতীয় আন্তর্জাতিকে যোগ দিতে ইচ্ছুক পার্টিগুলিকে আবার পরীক্ষা করে দেখতে হবে তাদের পার্লামেন্টারী গ্রুপগুলি কাদের নিয়ে গঠিত, যারা বিশ্বাসযোগ্য নয় তাদের অপসারিত করতে হবে ঐ গ্রুপগুলি থেকে এবং ঐ গ্রুপগুলিকে কার্যকরীভাবে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিগুলির নেতৃত্বের অধীনে আনতে হবে। পার্লামেন্টের প্রত্যেকটি কমিউনিস্ট সদস্যের কাছে তাদের দাবি করতে হবে যে, সে যেন তার সমস্ত কাজকর্ম প্রকৃত বিপ্লবী প্রচার-আন্দোলনের স্বার্থে নিয়োজিত করে।

(১২) অনুরূপভাবে, সাময়িক পত্রিকাগুলিকে, যেগুলি সাময়িক পত্রিকা নয় সেগুলিকে এবং সমস্ত প্রকাশনী কার্যালয়গুলিকে সম্পূর্ণভাবে পার্টির কেন্দ্রীয়

কমিটির নেতৃত্বাধীনে আনতে হবে— এ ব্যাপারে আলোচ্য মুহূর্তে সমগ্র পার্টি আইনী কি বে-আইনী তা কোনো বিচার্য বিষয় হবে না। প্রকাশনী কার্যালয়গুলিকে তাদের "স্ব-শাসনের" ক্ষমতার অপব্যবহার করতে দেওয়া হবে না, এবং পার্টির কর্মনীতির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এ রকম কর্মনীতিও ঐ প্রকাশনী কার্যালয়গুলিকে অনুসরণ করতে দেওয়া হবে না।

(১৩) কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত পার্টিগুলিকে গণতান্ত্রিক **কেন্দ্রিকতার** মূলনীতির ভিত্তিতে সংগঠিত করতে হবে। যদি তাদের সর্বাধিক কেন্দ্রিকতা থাকে, থাকে সামরিক শৃঙ্খলার মতন লৌহদৃঢ় শৃঙ্খলা আর ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী ও পার্টিসভ্যদের সাধারণ আস্থাভাজন কর্তৃত্বপূর্ণ শক্তিশালী পার্টিকেন্দ্র, তাহলেই শুধু কমিউনিস্ট পার্টিগুলি বর্তমান তীব্র গৃহযুদ্ধের যুগে তাদের কর্তব্য সুসম্পন্ন করতে পারে।

(১৪) আইনী অবস্থায় যে সব কমিউনিস্ট পার্টি কাজ করছে তাদের কিছুকাল অন্তর অন্তর পার্টি থেকে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের দূর করে দিতে হবে (অর্থাৎ নতুন করে পার্টিসভ্যদের তালিকা প্রস্তুত করতে হবে)—এ কাজ করতে হবে পার্টিকে সুসংবদ্ধভাবে পেটিবুর্জোয়াদের প্রভাব থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে—এই পেটিবুর্জোয়ারা অবশ্যম্ভাবীরূপে কৌশলে পার্টিতে প্রবেশলাভ করে।

(১৫) কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে যোগ দিতে ইচ্ছুক প্রত্যেকটি পার্টিকেই প্রতিবিপ্লবের শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রত্যেকটি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করতে হবে। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির শত্রুদের জন্য যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম পরিবহণ করতে যাতে শ্রমিকেরা অস্বীকার করে সেই উদ্দেশ্যে কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে শ্রমিকদের মধ্যে বিরামহীন প্রচার চালিয়ে যেতে হবে। শ্রমিকদের প্রজাতন্ত্রগুলিকে গলা টিপে মারবার জন্য যে-সব সৈন্যবাহিনী পাঠানো হয় সেগুলির মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে প্রকাশ্যে বা গোপনে প্রচার অভিযান চালিয়ে যেতে হবে।

(১৬) যে সব পার্টি এখনো তাদের পুরানো সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক কর্মসূচি বজায় রেখেছে, যতশীঘ্র সম্ভব তাদের তা পরিবর্তন করতে হবে এবং নিজ নিজ দেশের বিশেষ অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সিদ্ধান্তগুলির দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী নতুন, কমিউনিস্ট কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে। নিয়ম হিসাবে, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত সকল পার্টির কর্মসূচিগুলিকে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পরবর্তী কংগ্রেসে বা তার কার্যকরী কমিটি দ্বারা

অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। কার্যকরী কমিটির অনুমোদন যদি না পাওয়া যায় তবে সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পার্টির কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কংগ্রেসের কাছে আবেদন করবার অধিকার থাকবে।

(১৭) আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত পার্টির উপর কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক কংগ্রেসগুলির এবং কার্যকরী কমিটির সিদ্ধান্তগুলি বাধ্যতামূলক। তীব্র গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে বলে তৃতীয় আন্তর্জাতিককে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক অপেক্ষা অনেক বেশী কেন্দ্রীভূত হতে হবে। এ কথা অবশ্য যুক্তিসংগত যে, যে-রকম বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে বিভিন্ন পার্টিকে কাজ ও সংগ্রাম করতে হয়, সেই বিপুল বৈচিত্র্যের কথা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ও তার কার্যকরী কমিটি প্রত্যেকটি ব্যাপারেই মনে রাখবে। সুতরাং সমস্ত পার্টির উপর বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত তারা করবে মাত্র এমন সব বিষয়েই যে বিষয়গুলি সম্পর্কে ঐ রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব।

(১৮) পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে বর্ণিত শর্তাবলীকে দৃষ্টি গোচরে রেখে, যারা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে যোগদান করতে চায় সেই সব পার্টিকে তাদের নাম পরিবর্তন করতে হবে। আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত হতে চায় এরকম প্রত্যেকটি পার্টিকেই: অমুক দেশের কমিউনিস্ট পার্টি (তৃতীয় আন্তর্জাতিকের শাখা:) এই নাম গ্রহণ করতে হবে। নামের ব্যাপারটি কেবল আনুষ্ঠানিক ব্যাপার নয়। এর গভীর রাজনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সমগ্র বুর্জোয়া জগতের বিরুদ্ধে এবং সমস্ত পীত সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রাম ঘোষণা করেছে। সুতরাং শ্রমিকশ্রেণীর পতাকার প্রতি যারা বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে সেই সব পুরানো, সরকারী "সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক" বা "সোস্যালিস্ট" পার্টিগুলি আর কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান তা প্রত্যেকটি সাধারণ শ্রমিকের কাছে সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করে দিতে হবে।

(১৯) কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় বিশ্ব কংগ্রেসের পর যে সব পার্টি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইবে, সমগ্র পার্টির হয়ে উপরে বর্ণিত বাধ্যবাধকতা সরকারীভাবে স্বীকার করে নেওয়ার জন্য তাদের প্রত্যেককেই যতশীঘ্র সম্ভব বিশেষ পার্টি-কংগ্রেস ডাকতে হবে।

১৯২০ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত। ৩১ খণ্ড পৃঃ ১৮১-৮৭

বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টের নির্বাচন বয়কট করবার সিদ্ধান্তই অস্ট্রীয়ান মিউনিস্ট পার্টি করেছে। অধুনা অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেস বুর্জোয়া পার্লামেন্টের নির্বাচনে ও এই সব পার্লামেন্টের কাজে **অংশ গ্রহণ করাকে** সঠিক রণকৌশল বলেই স্বীকার করে নিয়েছে।

অস্ট্রীয়ান কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদের রিপোর্ট শুনে আমি নিঃসন্দেহে এ কথা বলতে পারি যে, পার্টিগুলির যে কোনো একটির সিদ্ধান্তের উর্ধ্বেই তাঁরা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সিদ্ধান্তকে স্থান দেবেন। আর, এবিষয়েও কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না যে, যারা বুর্জোয়াদের দিকে চলে গিয়েছে, সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতক সেই সব অস্ট্রীয়ান সোস্যাল-ডেমোক্রাটরা, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের এই সিদ্ধান্তে উৎফুল্ল হয়ে উঠবে, কেন না এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে অস্ট্রীয়ান কমিউনিস্ট পার্টির বয়কটের সিদ্ধান্তের অমিল রয়েছে। সে যাই হোক, রাজনৈতিকভাবে সচেতন শ্রমিকেরা, অবশ্য, শিদেমান ও নস্ক কোম্পানীর, অ্যালবার্ট টমাস ও গম্পারস প্রমুখের দুষ্কর্মের সহযোগী অস্ট্রীয়ান সোস্যাল-ডেমোক্রাট ভদ্রমহোদয়দের এই বিদ্বেষপূর্ণ উল্লাসের প্রতি কোনো দৃষ্টিই দেবে না। বুর্জোয়াদের প্রতি রেনার প্রমুখের দাসসুলভ মনোভাব যথেষ্ট পরিমাণেই সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং সকল দেশেই দ্বিতীয় বা পীত আন্তর্জাতিকের বীরদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ঘৃণা ও ক্রোধ দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে এবং দিকে দিকে বিস্তৃত হচ্ছে।

অস্ট্রীয়ান সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক ভদ্রমহোদয়েরা তাঁদের কাজের সর্বক্ষেত্রে, বুর্জোয়া পার্লামেন্ট থেকে শুরু করে তাদের পত্র-পত্রিকা প্রকাশনার ক্ষেত্র পর্যন্ত সর্বত্রই, সেইরকম পেটি-বুর্জোয়া ডেমোক্রাটদের মতনই ব্যবহার করে যারা শুধু

অস্থিরসঙ্কল্প দোদুল্যমানতা দেখাতেই সক্ষম, আসলে কিন্তু তারা ধনিকশ্রেণীর উপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। শ্রমিকশ্রেণী আর যারা কাজ করে তারা সবাই যেখানে প্রতারিত হয় সেই একেবারে জরাজীর্ণ ধনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্ল্যাটফর্মকে প্রতারণার মুখোশ খুলে দেবার কাজে ব্যবহার করবার উদ্দেশ্যেও আমরা কমিউনিস্টরা বুর্জোয়া পার্লামেন্টে প্রবেশ করি।

বুর্জোয়া পার্লামেন্টে অংশ গ্রহণ করার বিরুদ্ধে অস্ট্রীয়ান কমিউনিস্টরা যে সব যুক্তি দিয়েছে তার মধ্যে একটিকে বিশেষভাবে বিচার করতে হবে। এই যুক্তিটি হল নিম্নরূপ :

"প্রচারের প্ল্যাটফর্ম হিসাবেই শুধু পার্লামেন্ট কমিউনিস্টদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। অস্ট্রীয়ায় প্রচারের প্ল্যাটফর্ম হিসাবে আমাদের রয়েছে শ্রমিক ডেপুটিদের পরিষদ। তাই আমরা বুর্জোয়া পার্লামেন্টের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করি। জার্মানীতে শ্রমিক ডেপুটিদের কোনো পরিষদ নেই যাতে আগ্রহের সঙ্গে কাজ করা যেতে পারে। সেই জন্যই জার্মান কমিউনিস্টরা ভিন্ন রকমের রণকৌশল অনুসরণ করে।"

আমার মতে এই যুক্তি ভুল। বুর্জোয়া পার্লামেন্টকে ভেঙে দেবার শক্তি আমাদের যতদিন না হবে, ততদিন এর বিরুদ্ধে আমাদের কাজ করতে হবে বাইরে থেকে এবং ভিতর থেকে। শ্রমিকদের প্রতারিত করবার জন্য বুর্জোয়াদের শ্রেণী কর্তৃক নিযুক্ত বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক হাতিয়ারগুলির উপর মেহনতী জনগণের বেশ কিছু সংখ্যাকের (শুধু প্রলেতারিয়েতের নয়, আধা-প্রলেতারিয়েত ও ছোট ছোট কৃষকদেরও) আস্থা যতদিন থাকবে ততদিন এই প্রতারণাকে আমাদের ব্যাখ্যা করতে হবে **ঠিক সেই প্ল্যাটফর্ম থেকেই** যাকে শ্রমিকদের পশ্চাৎপদ অংশগুলি, এবং বিশেষ করে অ-শ্রমিক মেহনতী জনগণের পশ্চাৎপদ অংশগুলি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে কর্তৃত্বপূর্ণ বলে মনে করে।

যতদিন আমরা কমিউনিস্টরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে এবং নির্বাচনের, যাতে শুধু মেহনতী জনগণ **তাদের** সোভিয়েতের পক্ষে এবং বুর্জোয়াদের বিপক্ষে ভোট দেয় সেই নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে সক্ষম না হচ্ছি, যতদিন বুর্জোয়াদের হাতেই থাকছে রাষ্ট্রক্ষমতা এবং তারা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবার জন্য জনসংখ্যার বিভিন্ন শ্রেণীর নিকট আহ্বান জানাচ্ছে ততদিন শুধু প্রলেতারিয়েতের মধ্যে নয়, সমস্ত মেহনতী জনসাধারণের মধ্যে প্রচারকার্য চালাবার উদ্দেশ্যে ঐ নিবাচনে অংশ গ্রহণ করাই আমাদের কর্তব্য। যতদিন

বুর্জোয়া পার্লামেণ্ট শ্রমিকদের প্রতারিত করবার উপায় হিসাবে থাকছে, অর্থনৈতিক জুয়াচুরি ও সর্বপ্রকারের ঘুষকে ঢাকবার জন্য "গণতন্ত্র" সম্পর্কে বড় বড় বুলি ব্যবহার করা হচ্ছে (বুর্জোয়া পার্লামেণ্টে লেখকদের, ডেপুটিদের, আইনজীবীদের এবং অন্যান্যদের অতি "সূক্ষ্ম" পদ্ধতিতে "ঘুষ" দেবার প্রথা যত ব্যাপকভাবে প্রচলিত সেরকম আর কোথাও দেখা যায় না), ততদিন কমিউনিস্ট হিসাবে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে ঐ প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই থাকা (মনে করা হয়ে থাকে যে এই প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে **জনসাধারণের অভিলাষ অভিব্যক্ত হয়,** আসলে কিন্তু **ধনীদের দ্বারা জনসাধারণ যে প্রতারিত হচ্ছে** সেই কথাকেই এই প্রতিষ্ঠান আড়াল করে রাখে) এবং দৃঢ়তার সঙ্গে এই প্রতারণাকে সকলের সামনে প্রকাশ করে দেওয়া, শ্রমিকদের স্বার্থের বিরুদ্ধে শ্রমিক শিবির ত্যাগ করে বুর্জোয়া শিবিরে রেনারস এণ্ড কোম্পানীর যোগদানের প্রতিটি ঘটনার কাহিনী প্রকাশ করে দেওয়া আমাদের কর্তব্য। পার্লামেণ্টেই বুর্জোয়া পার্টিগুলি ও গ্রুপগুলির মধ্যেকার সম্পর্ক অতি ঘন ঘন ব্যক্ত হয়ে পড়ে এবং বুর্জোয়া সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্ক বিরাজ করছে তাও প্রতিফলিত হয়। সেজন্যই বুর্জোয়া পার্লামেণ্টেই, ভিতর থেকে, আমাদের, কমিউনিস্টদের, জনসাধারণের কাছে পার্টিগুলি সম্পর্কে শ্রেণীগুলির মনোভাব, ক্ষেতমজুর সম্পর্কে জমিদারদের মনোভাব, গরিব কৃষক সম্পর্কে ধনী কৃষকদের মনোভাব, অফিসের কর্মচারী ও ছোট ছোট সম্পত্তির মালিকদের সম্পর্কে বড় বড় ধনিকদের মনোভাব ইত্যাদি বিষয়ে **সত্য কথা** ব্যাখ্যা করে বলতে হবে।

ধনিকদের সকল রকম জঘন্য ও মার্জিত ছলচাতুরি বুঝতে শিখবার উদ্দেশ্যে, পেটি-বুর্জোয়া জনগণকে, মেহনতী জনসাধারণের অ-শ্রমিক জনগণকে প্রভাবিত করতে শিখবার উদ্দেশ্যে প্রলেতারিয়েতকে এ সব **জানতে হবে।** এইভাবে "শিক্ষিত হয়ে" না উঠলে, প্রলেতারিয়েতেরা **শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের** করণীয় কাজগুলি সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারে না, কেননা তখনও বুর্জোয়ারা, তাদের নতুন অবস্থার (কর্তৃত্বচ্যুত শ্রেণীর অবস্থার) মধ্যে কাজ করতে বিভিন্নরূপে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের কর্মনীতি, কৃষকদের প্রতারিত করবার, অফিসের কর্মচারীদের ঘুষ দিয়ে ও ভয় দেখিয়ে বশ করবার, "গণতন্ত্র" সম্পর্কে বড় বড় কথা বলে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির ও নোংরা উচ্চাশাকে আড়াল করে রাখবার কর্মনীতিই চালিয়ে যেতে থাকবে।

রেনারদের এবং বুর্জোয়াদের দুষ্কর্মের অনুরূপ সহযোগীদের - বিদ্বেষপরায়ণ উল্লাসে অস্ট্রীয়ান কমিউনিস্টরা কখনোই ভীত হবে না। আন্তর্জাতিক প্রলেতারীয় শৃঙ্খলা যে তারা এক্ষুনি স্বীকার করে নিচ্ছে সে কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে অস্ট্রীয়ান কমিউনিস্টরা ভয় পাবে না। বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা স্বীকার করে নিয়ে, বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের অভিজ্ঞতা যথাযথভাবে বিবেচনা করে, তাদের জ্ঞান ও সংকল্পের কথা বিচার করে এবং এইভাবে কার্যক্ষেত্রে (রেনার, ফ্রিজ আডলার এবং অটো বাউয়েরর প্রমুখের মতন শুধু কথায় নয়) সারা দুনিয়াব্যাপী কমিউনিজমের জন্য শ্রমিকদের শ্রেণী সংগ্রামের ঐক্যকে বাস্তবে রূপায়িত করে আমরা যে শ্রমিকদের মুক্তি সংগ্রামের বিরাট বিরাট সমস্যার সমাধান করছি তার জন্য আমরা গর্বিত।

১৫ই আগস্ট, ১৯২০

জার্মান ভাষায়
Die Rote Fahne (ভিয়েনা)
পত্রিকার ৩৯৬ নং সংখ্যায়
১৯২০ সালের ৩১শে আগস্ট
প্রকাশিত।
রুশ ভাষায় প্রথম প্রকাশিত
হয় ১৯২৫ সালে।

এন. লেনিন
৩১ খণ্ড, পৃঃ ২৪২-৪৪

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেস

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেস ৭ই আগস্ট তারিখে শেষ হল। এর প্রতিষ্ঠার পর এক বছরের কিছু বেশি সময় পার হয়ে গিয়েছে, এবং এই অল্প সময়ের মধ্যেই বিরাট বিরাট এবং নিশ্চিত সাফল্য ঘটেছে।

এক বছর আগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রথম কংগ্রেস—সেই কংগ্রেসে শুধু কমিউনিজমের পতাকাই উত্তোলন করা হয়েছিল, যে পতাকার তলে সমবেত হয়েছিল বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের শক্তিগুলি। তখন যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল দ্বিতীয়, পীত আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে—সেই পীত আন্তর্জাতিকে এসে মিলিত হয়েছে সেই সব বিশ্বাসঘাতক সমাজতন্ত্রীরা যারা প্রলেতারিয়েতের স্বার্থের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদেরই পক্ষাবলম্বন করেছে এবং যারা ধনিকদের সঙ্গেই মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে শ্রমিকদের বিপ্লবের বিরুদ্ধে।

এই এক বছরের সাফল্য যে কত বিরাট তা আরও অনেক জিনিসের মধ্যে একটি ঘটনায়ই দেখা যেতে পারে—সেটি হল যে, শ্রমিক জনসাধারণের মধ্যে কমিউনিজমের প্রতি ক্রমবর্ধমান সহানুভূতিই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক থেকে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইওরোপীয় ও আমেরিকান পার্টিগুলির কয়েকটিকে, যথা, ফরাসী সোস্যালিস্ট পার্টিকে, জার্মান এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিপেনডেন্ট পার্টিগুলিকে এবং আমেরিকান সোস্যালিস্ট পার্টিকে বের হয়ে আসতে বাধ্য করেছে।

দুনিয়ার প্রত্যেকটি দেশেই বিপ্লবী শ্রমিকদের সেরা প্রতিনিধিরা ইতোমধ্যেই কমিউনিজমের পক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে, তারা এসে দাঁড়িয়েছে, সোভিয়েত সরকারের, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের পক্ষে। ইওরোপ এবং আমেরিকার সমস্ত অগ্রসর দেশগুলিতেই কমিউনিস্ট পার্টি বা অসংখ্য কমিউনিস্ট গ্রুপ পূর্ব থেকেই বিরাজ করছে। এবং ৭ই আগস্ট তারিখে যে কংগ্রেস শেষ হল সেই কংগ্রেসে

শুধু প্রলেতারীয় বিপ্লবের অগ্রদূতেরাই যোগ দেয়নি, এ কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিল প্রলেতারীয় জনগণের সঙ্গে সংযুক্ত শক্তিশালী ও বলিষ্ঠ সংগঠনের প্রতিনিধিরাও। কমিউনিজম প্রতিষ্ঠাকল্পে এখন তৈরী হয়েছে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের এক বিশ্ববাহিনী—এবং যে কংগ্রেস সবে শেষ হল সেই কংগ্রেসেই ঐ বিশ্ববাহিনী তার সাংগঠনিক রূপ পেল, আর পেল কাজের একটি সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট এবং বিস্তৃত কর্মসূচি।

যে সব পার্টির সাধারণ সভ্যদের মধ্যে এখনো মেনশেভিকবাদ, বিশ্বাসঘাতক-সমাজবাদ ও সুবিধাবাদের প্রভাবশালী প্রতিনিধিরা রয়েছে সেই সব পার্টিকে, দ্বিতীয়, পীত আন্তর্জাতিকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে আসা উপরোক্ত পার্টিগুলির মতন এক্ষুনি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে কংগ্রেস অস্বীকার করল।

সুস্পষ্ট কথায় ব্যক্ত কতকগুলি প্রস্তাবের মাধ্যমে কংগ্রেস সুবিধাবাদের প্রবেশের সকল পথ রুদ্ধ করে দিল এবং বিনাশর্তে সুবিধাবাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার দাবি জানাল। এবং কংগ্রেসে যে সব প্রামাণিক তথ্য পেশ করা হল তা-ই দেখিয়ে দিল যে, শ্রমিকশ্রেণীর সাধারণ মানুষ আমাদের সঙ্গেই রয়েছে এবং সুবিধাবাদীরা এখন সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হবে।

কয়েকটি দেশে কমিউনিস্টরা “বামপন্থার” দিকে ঝুঁকে পড়েছিল এবং বুর্জোয়া পার্লামেন্টের মধ্যে, প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে এবং যেখানে কোটি কোটি শ্রমিক এখনও ধনিকদের দ্বারা আর শ্রমিকদের মধ্যে তাদের অনুগত ভৃত্যদের দ্বারা, অর্থাৎ দ্বিতীয়, পীত আন্তর্জাতিকের সদস্যদের দ্বারা প্রতারিত হচ্ছে সেখানে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা তারা অস্বীকার করেছিল—ঐ সব কমিউনিস্টদের এই ভুল কংগ্রেস সংশোধন করে দিল।

বিশ্বের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে কংগ্রেস এমন এক ঐক্য ও শৃঙ্খলা সৃষ্টি করল যা আগে কখনো দেখা যায়নি এবং যা শ্রমিকদের বিপ্লবের অগ্রবাহিনীকে তার মহান লক্ষ্যের দিকে, মূলধনের শাসন ও শোষণের উচ্ছেদ করার লক্ষ্যের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যেতেই সাহায্য করবে।

কমিউনিস্ট মহিলা আন্দোলনের সঙ্গে কংগ্রেস তার সম্পর্ক সুদৃঢ় করবে—এটা মেহনতী নারীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনেরই কৃতিত্ব, কংগ্রেসের সময়েই এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

দস্যু জাতিগুলির “সুসভ্য” সংঘের দ্বারা যারা নির্মমভাবে লুণ্ঠিত, নিপীড়িত

এবং দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ সেইসব উপনিবেশের ও পশ্চাৎপদ দেশের কমিউনিস্ট গ্রুপগুলি ও পার্টিগুলির প্রতিনিধিরা এসেছিলেন এই কংগ্রেসে। অগ্রসর দেশের বিপ্লবী আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে এক ধাপ্পাবাজীতেই পরিণত হবে, যদি না ইওরোপ ও আমেরিকার শ্রমিকেরা মূলধনের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামে এই মূলধনের দ্বারা নিপীড়িত "উপনিবেশের" কোটি কোটি ক্রীতদাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়।

জমিদার ও ধনিকদের বিরুদ্ধে, য়ুদেনিচ, কলচাক, ডেনিকিনদের, পোলিশ শ্বেতরক্ষীদলের বিরুদ্ধে আর তাদের দুষ্কর্মের সহযোগীদের—ফ্রান্স, ব্রিটেন, আমেরিকা এবং জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের শ্রমিক কৃষকেরা বিরাট বিরাট সামরিক জয় অর্জন করেছে।

কিন্তু শ্রমিক জনসাধারণের, যারা শ্রম করে এবং মূলধনের নিপীড়নের জর্জরিত সেই সব মানুষের মন ও হৃদয় যে আমরা জয় করেছি সে জয় আরও বিরাট—এ জয় হচ্ছে সারা দুনিয়াব্যাপী কমিউনিস্ট ভাবধারার ও কমিউনিস্ট সংগঠনের জয়।

প্রলেতারিয়েতের বিপ্লব, ধনতন্ত্রের শাসন ও শোষণের উচ্ছেদ আজ এগিয়ে চলেছে এবং দুনিয়ার প্রত্যেকটি দেশেই ইহা বাস্তব হয়ে উঠবে।

স্বাক্ষর—এন. লেনিন

কমিউনিস্তকা, ৩নং ও ৪নং
সংখ্যা—আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৯২০
৩১ খণ্ড, পৃ ২৪৫-৪৭

জার্মান ও ফরাসী শ্রমিকদের কাছে চিঠি

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসের আলোচনা সম্পর্কে লিখিত [১৫০]

কমরেডগণ, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্পর্কে জার্মান ইণ্ডিপেনডেণ্ট সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির মধ্যে এবং ফরাসী সোস্যালিস্ট পার্টির মধ্যে যে আলোচনা চলেছে তার প্রতি জার্মান ও ফরাসী বুর্জোয়া সংবাদপত্র জগৎ বেশী দৃষ্টি দিচ্ছে। এই দুটি পার্টির দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীদের অভিমতই তারা প্রচণ্ডভাবে সমর্থন করছে।

এটা সহজেই বোধগম্য, কেননা এই সব দক্ষিণপন্থীরা মূলতঃ হচ্ছে পেটি-বুর্জোয়া ডেমোক্রাট, যারা, ডিটমান ও ক্রিসপিয়েনের মতোই, বিপ্লবের ধারণানুসারে চিন্তা করতে অক্ষম এবং বিপ্লবের প্রস্তুতি করতে এবং বিপ্লব সম্পন্ন করতে শ্রমিকশ্রেণীকে সাহায্য করতে অক্ষম। এইসব দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতেই হবে: সমস্ত প্রকৃত বিপ্লবী ও প্রকৃত প্রলেতারীয় জনগণকে সমাবেশ করার এই হলো একমাত্র পথ।

মস্কোর "একনায়কত্ব" ইত্যাদি সম্পর্কে যত সব হৈ চৈ করা হচ্ছে সেগুলি আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দেবার ছুতো ছাড়া আর কিছু নয়। বস্তুতঃ, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যকরী কমিটির কুড়িজন সদস্যের মধ্যে মাত্র পাঁচজন হচ্ছেন রাশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির লোক। "একনায়কত্ব" ইত্যাদি সম্পর্কে এই যে সব কথাবার্তা তা আত্মপ্রতারণা বা শ্রমিকদের প্রতারণা করা ছাড়া আর কিছু নয়। এর উদ্দেশ্য হল কয়েকজন সুবিধাবাদী নেতার দেউলিয়া মনোভাবকে ঢেকে রাখা—কে. এ. পি. ডি-র (জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির) [১৫১]

আলোচনাকালে ঠিক যে উদ্দেশ্য প্রয়োগ করা হয়েছিল ঐ পার্টির যারা প্রলেতারীয় বিপ্লবের পথ পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছে সেই কয়েকজন নেতার দেউলিয়া মনোভাবকে ঢেকে রাখার জন্য এক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছে। এবং এখন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে অন্তর্ভুক্তির শর্তাবলীকে ব্যবহার করে চীৎকার করে বলা হচ্ছে যে "মস্কোর ডিক্টেটরেরা" কয়েক ব্যক্তির উপর নির্যাতন চালাচ্ছে—এ হল ঐ একই রকমেরই আত্মপ্রতারণা বা জনসাধারণকে প্রতারণা করবার কৌশল বিশেষ। শর্তাবলীর বিশ নম্বর ধারায় পরিষ্কারভাবে এ কথা বলা হয়েছে যে, দক্ষিণপন্থী নেতাদের এবং কেন্দ্রীয় সংস্থার সদস্যদের ক্ষেত্রে **তৃতীয় আন্তর্জাতিকের কার্যকরী কমিটির সম্মতি নিয়ে এই কঠোর নিয়মের "ব্যতিক্রম" করা যেতে পারবে।**

যখন "ব্যতিক্রম" করার কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে তখন বিশেষ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে দ্বার একেবারে রুদ্ধ করে দেবার অভিযোগ আদৌ করা যেতে পারে না। কাজেই বিভিন্ন ব্যক্তির, বিভিন্ন নেতার, অতীত নয় বর্তমানের কথাই, তাদের মত ও আচরণের পরিবর্তনই বিচার করে দেখার প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃত হয়েছে। যেহেতু ঘোষণা করা হয়েছে যে, তৃতীয় আন্তর্জাতিকের কার্যকরী কমিটির—যেখানে সদস্য সংখ্যার চার ভাগের এক ভাগ মাত্র রাশিয়ান—সম্মতি নিয়ে ব্যতিক্রম করা যেতে পারবে সেইহেতু এ ঘোষণার পর "একনায়কত্ব" ইত্যাদি সম্পর্কে শোরগোল নিছক বাজে কথা ও মিথ্যা প্রচার ছাড়া আর কিছু নয়।

এই সব শোরগোল আলোচনার ধারা অন্যদিকে সরিয়ে নেবার প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে, বিপ্লবী, **প্রলেতারীয়** উপাদানে গঠিত মানুষদের সঙ্গে লড়াই চলছে সুবিধাবাদী, **পেটিবুর্জোয়া** উপাদানে গঠিত মানুষদের। অতীতের ন্যায় বর্তমানেও, এই শেষোক্তদের মধ্যে রয়েছে হিলফারদিঙেরা, ডিটমানেরা, ক্রিসপিয়েনরা, জার্মানি ও ফ্রান্সের পার্লামেন্টারী গ্রুপের অসংখ্য সদস্যরা, ইত্যাদি। সকল দেশেই এই দুইটি **রাজনৈতিক ঝোঁকের** মধ্যে চলছে লড়াই—কোথাও এর ব্যতিক্রম নেই, আর এ লড়াইর রয়েছে এক দীর্ঘ ইতিহাস। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের মধ্যে এবং তার পরে এ লড়াই সর্বত্রই অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠেছিল। শ্রমিক-অভিজাত সম্প্রদায়, ট্রেডইউনিয়ন ও কো-অপারেটিভ সোসাইটি প্রভৃতির আমলাতান্ত্রিক নেতারা, বুদ্ধিজীবী পেটি-বুর্জোয়া স্তর ইত্যাদিই সুবিধাবাদের ধ্বজা ধরে থাকে। এই **ঝোঁক** কার্যতঃ

তার দোদুল্যমানতা দিয়ে, তার মেনশেভিকবাদ দিয়ে (আমাদের মেনশেভিক-দের মতন ডিটমানেরা এবং ক্রিসপিয়েনরাও পুরোমাত্রায় মেনশেভিক) শ্রমিক আন্দোলনের **মধ্য থেকেই,** সোস্যালিস্ট পার্টিগুলির **মধ্য থেকেই** প্রলেতারিয়েতের উপর বুর্জোয়া প্রভাব বিস্তার করে থাকে—সাধারণ সভ্যদের মধ্য থেকে যদি এই ঝোঁককে দূর করা না যায়, যদি এই ঝোঁকের প্রধান প্রধান প্রতিভূদের বহিষ্কৃত করা না হয়, তাহলে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতকে সমাবেশ করা **অসম্ভব হয়ে** উঠবে।

সংস্কারবাদ ও মেনশেভিকবাদের দিকে তাদের নিত্য দোদুল্যমানতা, বিপ্লবের ধারায় চিন্তা করতে ও কাজ করতে তাদের অক্ষমতা—এ সব দিয়ে, ডিটমানেরা, ক্রিসপিয়েনরা, না বুঝেই, প্রকৃতপক্ষে প্রলেতারীয় পার্টির ভিতর থেকেই প্রলেতারিয়েতের উপর বুর্জোয়া প্রভাব বিস্তার করছে—তারা **বুর্জোয়া সংস্কারবাদের** কর্তৃত্বাধীনেই নিয়ে আসছে প্রলেতারিয়েতকে। এ রকম লোকদের এবং তাদের মতন আরও অনেকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেই বুর্জোয়াশ্রেণীর উচ্ছেদের জন্য, বুর্জোয়াশ্রেণীর **বিরুদ্ধে** বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের **আন্তর্জাতিক ঐক্য** গড়ে তোলা যেতে পারে।

ইতালীর ঘটনাবলী নিশ্চয়ই সেই সব অত্যন্ত একগুঁয়ে ব্যক্তিদেরও চোখ খুলে দেবে যারা ক্রিসপিয়েনদের ও ডিটমানদের সঙ্গে "ঐক্য" ও "শান্তি" স্থাপনের ক্ষতিজনক ফল দেখতে পায় না। ইতালীয় ক্রিসপিয়েনরা আর ডিটমানেরা (তুরাতি, প্রাম্পোলিনি এবং দ্য' আরগোনা) যখন ইতালীতে বিপ্লবের পথে **বাধা সৃষ্টি করতে** আরম্ভ করল ঠিক তখনি ঘটনাবলী **প্রকৃত বিপ্লবের স্তরে গিয়ে পৌঁছল।** এবং ইওরোপের ও দুনিয়ার সর্বত্রই ঘটনাবলী সেই দিকেই এগিয়ে চলেছে—কোথাও গতি তার অত্যন্ত দ্রুত, আবার কোথাও গতি কিছুটা মন্থর, কোথাও অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু এবং কঠিন পথেই এই অগ্রগতি, আবার কোথাও বা সেই কষ্ট কিছুটা কম।

ডিটমানদের এবং ক্রিসপিয়েনদের সঙ্গে, জার্মান "ইণ্ডিপেনডেন্ট সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি"র দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে, ব্রিটিশ "ইণ্ডিপেনডেন্ট লেবর পার্টি"র সঙ্গে, ফরাসী সোস্যালিস্টদের সঙ্গে "ঐক্য" অথবা "শান্তির" সম্ভাবনা সম্পর্কে এই সব ক্ষতিকারক মোহ সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করা বর্তমানে একান্ত জরুরী হয়ে উঠেছে—এখন আর দেরী করার সময় নেই। সমস্ত বিপ্লবী শ্রমিকদের নিজেদের পার্টি থেকে এই সব লোকদের বহিষ্কৃত করতে হবে এবং

গঠন করতে হবে প্রলেতারিয়েতের প্রকৃত ঐক্যবদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি—এ বিষয়ে এখন আর দেরী করা চলবে না।

২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯২০

প্রাভদা, ২১৩ নং সংখ্যা
২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯২০
৩১ খণ্ড পৃঃ ২৫৫-৫৭ এন. লেনিন

বিপ্লবী ট্রেড ও শিল্প ইউনিয়নগুলির প্রথম আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে অভিনন্দন বাণী [১৫২]

১৮.৭.

ট্রেড ইউনিয়নগুলির আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের ডেলিগেটদের কাছে আমার নিম্নলিখিত কথাগুলি পৌঁছে দেবার জন্য আমি আপনাদের একান্তভাবে অনুরোধ করছি।

আপনাদের মারফত তাঁরা যে আমায় কংগ্রেসে যোগদানের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তার জন্য তাঁদের আমি আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, অসুস্থতার জন্য আমি আপনাদের এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে অসমর্থ, কেননা ডাক্তারের নির্দেশে আমাকে একমাসের ছুটিতে মস্কোর বাইরে যেতে হচ্ছে।

কংগ্রেসের প্রতি আমার অভিনন্দন ডেলিগেটদের জানিয়ে দিন—আমি সর্বান্তঃকরণে কংগ্রেসের সাফল্য কামনা করছি। ট্রেডইউনিয়নগুলির আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের পূর্ণ গুরুত্ব ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন। সকল দেশে, সারা দুনিয়ায়, সর্বত্রই ট্রেডইউনিয়নের সদস্যদের কমিউনিজমের ভাবধারার দিকে জয় করে আনার অভিযান দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। এ অভিযান এগিয়ে চলেছে অনিয়মিতভাবে, এবং অসমানভাবে, হাজার হাজার বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে দুর্নিবার গতিতে এ অভিযান এগিয়ে চলেছে। ট্রেডইউনিয়নগুলির আন্তর্জাতিক কংগ্রেস এই গতিবেগকে দ্রুততর করবে। ট্রেডইউনিয়নগুলির মধ্যে কমিউ-

নিজমের বিজয় পতাকা উড়বে। ধনতন্ত্রের পতন আর বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর বিজয় দুনিয়ায় কোনো শক্তিই রুদ্ধ করতে পারবে না।

আন্তরিক অভিনন্দন। কমিউনিজমের বিজয় যে অবশ্যম্ভাবী সেই বিশ্বাসের কথা বলেই বিদায় নিচ্ছি।

এন. লেনিন

১৯২১ সালে প্রকাশিত
৩২ খণ্ড, পৃঃ ৪৭৬

আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের কাছে আবেদন

রাশিয়ার কয়েকটি প্রদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে—১৮৯১ সালের [১৫৩] বিপর্যয়ের চেয়ে এর ভয়াবহতা সামান্য একটু কম।

এই অবস্থা রাশিয়ার অনগ্রসরতার ও সাত বছর যুদ্ধের—প্রথমে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের এবং পরে গৃহযুদ্ধেরই বেদনাদায়ক ফল। সকল দেশের জমিদার আর ধনিকেরাই এই যুদ্ধ শ্রমিক-কৃষকদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল।

আজ সাহায্যের প্রয়োজন। যারা কাজ করে তাদের সকলের কাছ থেকেই, শিল্প-শ্রমিক আর ছোট ছোট কৃষকদের কাছ থেকেই শ্রমিক-কৃষকের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র এই সাহায্য আশা করে।

শিল্প-শ্রমিক আর ছোট ছোট কৃষক—উভয় অংশেরই জনগণ সর্বত্র ধনতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যতন্ত্রের দ্বারা নিপীড়িত হচ্ছে, কিন্তু আমাদের সুনিশ্চিত ধারণা যে, বেকারী ও জীবিকা নির্বাহের ক্রমবর্ধমান ব্যয়ভারের ফলে উদ্ভূত নিজেদের কঠিন অবস্থা সত্ত্বেও, তাঁরা আমাদের আবেদনে সাড়া দেবেন।

সারাজীবন ধরে যাঁরা ধনিকদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়েছেন তাঁরা বুঝবেন রাশিয়ার শ্রমিক-কৃষকদের অবস্থা তাঁরা উপলব্ধি করবেন বা মেহনতী ও শোষিত জনগণের সহজাত বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে তাঁরা অনুভব করবেন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে সাহায্য করার প্রয়োজনীয়তা। ধনতন্ত্রকে উচ্ছেদ করার আনন্দদায়ক অথচ কঠিন কাজের দায়িত্ব প্রথমে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের ভাগ্যে এসে জুটেছিল এবং সে কাজ তারা গ্রহণ করেছিল। এই জন্যই সকল দেশের ধনিকেরা প্রতিশোধ নিচ্ছে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে, সেই জন্যই সোভিয়েতের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযানের জন্য, আক্রমণের জন্য, প্রতি-বিপ্লবী চক্রান্তের জন্য তারা নতুন নতুন পরিকল্পনা রচনা করছে।

আমাদের বিশ্বাস আছে যে, সকল দেশের শ্রমিকেরা এবং ছোট ছোট অ-শোষক কৃষক বিশাল শক্তি নিয়ে এগিয়ে আসবে এবং বিরাট বিরাট আত্মত্যাগ তারা করবে আমাদের সাহায্যের জন্য।

২. ৮. ১৯২১ এন. লেনিন

প্রাভদা, ১৭২ নং সংখ্যা
৩২ খণ্ড, পৃঃ ৪৭৭
৬ই আগস্ট, ১৯২১.

কমরেড টমাস বেল' কে—

প্রিয় কমরেড,

আপনার ৭।৮ তারিখের চিঠির জন্য অশেষ ধন্যবাদ। আমার অসুস্থতার জন্য এবং অত্যধিক কাজের চাপে গত কয়েকমাস ইংলণ্ডের আন্দোলন সম্পর্কে আমি কিছুই পড়তে পারিনি।

আপনি আমায় যে সব সংবাদ পাঠিয়েছেন তা খুবই উৎসাহদায়ক। সম্ভবতঃ, **কমিউনিস্ট চিন্তাধারার অর্থে** গ্রেট ব্রিটেনে প্রকৃত প্রলেতারীয় গণ-আন্দোলনের **এই তো শুরু**। আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, এখন পর্যন্ত ইংলণ্ডে খুব সামান্য কয়েকটি দুর্বল কমিউনিজম-প্রচার সমিতিই (ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি সমেত) শুধু আছে, কিন্তু প্রকৃত কোনো **গণ** কমিউনিস্ট আন্দোলন নেই।

সাউথ ওয়েলস মাইনারস ফেডারেশন যদি তাদের ২৪।৭ তারিখের বৈঠকে ১২০—৬৩ ভোটে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত হবার সিদ্ধান্ত করে থাকে তবে তা সম্ভবতঃ এক নতুন যুগেরই সূচনা করছে। (ইংলণ্ডে কত খনিমজুর আছে? ৫ লক্ষের বেশী? তার ভিতরে সাউথ ওয়েলসে কত? ২৫ হাজার? ১৯২১ এর ২৪।৭ তারিখে কারডিফে যারা প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন **প্রকৃতপক্ষে** তারা কত খনিমজুরের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন?)

এই সব খনিমজুরেরা সংখ্যায় যদি খুব কমও হয়, যদি তারা সৈনিকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্য স্থাপন করতে থাকে এবং **প্রকৃত** "শ্রেণীযুদ্ধ" শুরু করে থাকে—তাহলে এই আন্দোলনকে বিকশিত করতে এবং একে শক্তিশালী করতে আমাদের যথাসাধ্য আমরা করব।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (যেমন সকলের জন্য রান্না ও খাবারের ব্যবস্থা—কমিউনাল কিচেন) ভালো জিনিস কিন্তু **এখন**, ইংলণ্ডে প্রলেতারীয় বিপ্লবের বিজয়ের **পূর্বে**

গুগুলির বিশেষ গুরুত্ব নেই। **এখন** রাজনৈতিক সংগ্রামই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ইংরেজ ধনিকেরা বিচক্ষণ, চতুর, আত্মসংযমী। শ্রমিকদের দৃষ্টি **রাজনৈতিক লক্ষ্য** থেকে **অন্যত্র** সরিয়ে নেবার **উদ্দেশ্যে** তারা (প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে) কমিউনাল কিচেন **সমর্থন করবে।**

(আমার ধারণা যদি ভুল না হয়) এখন যা জরুরী তা হল :

(১) ইংলণ্ডের এই অংশে খুব ভাল, সত্যিকারের প্রলেতারীয়, সত্যিকারের গণ **কমিউনিস্ট পার্টি** তৈরী করা দরকার, অর্থাৎ এমন পার্টি গঠন করা দরকার যে পার্টি দেশের এই অঞ্চলে সমস্ত শ্রমিক আন্দোলনে প্রকৃতপক্ষে নেতৃত্ব গ্রহণ করবে। (তৃতীয় কংগ্রেসে গৃহীত পার্টির সংগঠন ও কাজ সম্পর্কিত প্রস্তাব ১৫৪ আপনাদের দেশের এই অংশে প্রয়োগ করুন।)

(২) দেশের এই অংশের শ্রমিকশ্রেণীর জন্য শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করা দরকার।

(ধনতন্ত্রী দেশগুলিতে যে ভাবে সাধারণত: পত্রিকার প্রকাশ শুরু হয় সে রকম ভাবে) ব্যবসা হিসাবে, প্রচুর অর্থ নিয়ে, সাধারণ পদ্ধতিতে এই পত্রিকা প্রকাশ করতে আরম্ভ করবেন না, সংগ্রামে **জনগণের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক** হাতিয়ার হিসাবেই এই পত্রিকা প্রকাশ করতে হবে।

হয়, এই জেলার খনিমজুরদের তাদের নিজস্ব দৈনিক (বা সাপ্তাহিক) পত্রিকার জন্য দৈনিক (যদি আপনারা মনে করেন যে, সাপ্তাহিক বের করবেন, তা হলে সপ্তাহে) **হাফপেনি** খরচ করতে সক্ষম হতে হবে, নয় আপনাদের দেশের এই অংশে **কোনো প্রকৃত কমিউনিস্ট গণ-আন্দোলনের** সূচনাই হবে না।

প্রকৃত **প্রলেতারীয়** কমিউনিস্ট পত্রিকার প্রথম অধ্যায় হিসাবে **ছোট ছোট ইস্তাহার** প্রকাশের উদ্দেশ্যে এই জেলার কমিউনিস্ট পার্টি যদি কয়েক পাউণ্ড সংগ্রহ করতে না পারে—এবং তাই যদি ঘটনা হয়, যদি প্রত্যেকটি খনিমজুর এর জন্য এক পেনি করেও না দেয়, তাহলে বুঝতে হবে যে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে **আন্তরিক** এবং সত্যিকারের আগ্রহ নেই।

এ রকম কাজের প্রতিটি প্রচেষ্টার গোড়াতেই কাজটিকে দাবিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার সবচেয়ে বিচক্ষণ পদ্ধতিই প্রয়োগ করবে। সুতরাং আমাদের (গোড়াতেই) দূরদর্শী হতে হবে। গোড়াতে পত্রিকাটিকে অত্যধিক মাত্রায় বিপ্লবী করার দরকার নেই। আপনাদের যদি তিনজন সম্পাদক থাকে

তবে তার মধ্যে অন্ততঃপক্ষে একজন হবেন অ-কমিউনিস্ট। (কমপক্ষে দু'জন হবেন খাঁটি শ্রমিক)। শ্রমিকদের দশভাগের নয় ভাগ যদি এই পত্রিকা না কেনে, যদি দুই-তৃতীয়াংশ $\left(\frac{১২০}{১২০+৬৩}\right)$ **তাদের নিজেদের** পত্রিকার **জন্য** বিশেষ দান হিসাবে কিছু না দেন (সপ্তাহে **এক** পেনি)—তাহলে এটা শ্রমিকদের পত্রিকা হবে না।

এই পরিকল্পনা সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে কয়েক লাইন বক্তব্য পেলে আমি খুব খুশী হব। আমার খারাপ ইংরেজীর জন্য মার্জনা করবেন।

কমিউনিস্ট অভিনন্দন
লেনিন

১৯২১ এর ১৩ই আগস্ট লিখিত।
১৯২৭ এর ২১শে জানুয়ারি
Workers' Weekly পত্রিকার
২০৫ নং সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত।
রুশ অনুবাদ প্রকাশিত হয়
প্রাভদায়, ২১ নং সংখ্যা,
১৯২৭, ২৭শে জানুয়ারি।

৩২ খণ্ড, পৃঃ ৪৮৪-৮৬

জার্মান কমিউনিস্টদের কাছে চিঠি

প্রিয় কমরেডগণ,

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেসের শিক্ষা সম্বন্ধে আমার অভিমত বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার ইচ্ছা আমার ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অসুস্থতার জন্য সেই কাজ এখনও আমি আরম্ভ করতে পারিনি। ২২শে আগস্ট তারিখে আপনাদের পার্টির, জার্মানির ইউনাইটেড কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেস শুরু করার আহ্বান জানানো হয়েছে—এই ঘটনাই আমাকে তাড়াতাড়ি এই চিঠি লিখতে বাধ্য করছে; জার্মানিতে এই চিঠি পাঠাতে যাতে কোনো বিলম্ব না ঘটে তার জন্য আমাকে কয়েকঘণ্টার মধ্যে এ চিঠি শেষ করতে হবে।

আমি যতদূর বিচার করতে পারছি, তাতে আমার মনে হচ্ছে যে, জার্মানিতে কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থা বিশেষভাবে একটি কঠিন ব্যাপার। এটা বোঝা দুষ্কর নয়।

প্রথমতঃ, এবং প্রধানতঃ, ১৯১৮ সালের শেষ থেকেই, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জার্মানির অবস্থা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এবং তীব্রভাবে জার্মানির অভ্যন্তরীণ সঙ্কটকে বাড়িয়ে তুলেছিল এবং প্রলেতারিয়েতের অগ্রবাহিনীকে অবিলম্বে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার দিকে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে, চমৎকারভাবে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ও সংগঠিত এবং "রুশ অভিজ্ঞতায়" শিক্ষিত জার্মান এবং সমগ্র আন্তর্জাতিক বুর্জোয়াশ্রেণী প্রচণ্ড ঘৃণা নিয়ে আক্রমণ চালিয়েছে জার্মানির বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে। বুর্জোয়াদের হাতে, তাদের বীরপুঙ্গব নস্‌ক এণ্ড কোম্পানীর হাতে, তাদের প্রত্যক্ষ ভৃত্য শিদেমান প্রমুখদের হাতে এবং তাদের দুষ্কর্মের পরোক্ষ ও "সূক্ষ্ম" (এবং সেই জন্যই বিশেষভাবে মূল্যবান) সহযোগী দুই-আর-অর্ধেক-আন্তর্জাতিকের বীরদের

হাতে জার্মানির হাজার হাজার সেরা মানুষ, হাজার হাজার বিপ্লবী শ্রমিক নিহত হয়েছে বা নির্যাতিত হয়ে মারা গিয়েছে। দুই-আর-অর্ধেক আন্তর্জাতিকের এই সব বীরেরা তাদের জঘন্য মেরুদণ্ডহীন মনোভাব, দোদুল্যমানতা, পণ্ডিতিপনা আর অর্বাচীন চিন্তাধারা নিয়েই বুর্জোয়াদের দুষ্কর্মের সহযোগী হয়েছে। সশস্ত্র বুর্জোয়ারা নিরস্ত্র শ্রমিকদের জন্য ফাঁদ পেতেছিল; তারা তাদের পাইকারীভাবে খুন করেছিল; এক এক করে তাদের নেতাদের হত্যা করেছিল; সুকৌশলে তারা অতর্কিতে আক্রমণের জন্য ওত পেতেছিল এবং এই কাজে তারা চমৎকারভাবে ব্যবহার করেছিল সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের উভয় গ্রুপের, শিদেমানপন্থী আর কাউৎস্কিপন্থীদের প্রতিবিপ্লবী তর্জনগর্জনকে। যখন সঙ্কট দেখা দিল তখন অবশ্য জার্মান শ্রমিকদের কোনো প্রকৃত বিপ্লবী পার্টি ছিল না; এর কারণ হল যে, বড্ড দেরীতেই সুবিধাবাদীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়েছিল আর ধনিকদের অর্থের দাস (শিদেমানেরা, লিজিয়েনরা, ডেভিডেরা) ও মেরুদণ্ডহীন (কাউৎস্কিরা, হিলফারডিঙ্গেরা) ভৃত্যদলের সঙ্গে "ঐক্য" স্থাপনের ঘৃণ্য ঐতিহ্যের বোঝাই পার্টির উপর চেপে বসেছিল। ১৯১২ সালের বাসলে ম্যানিফেস্টোর কথাকে যারা বিশ্বাস করেছিল এবং এই ম্যানিফেস্টোকে যারা "দ্বিতীয়" ও "দুই-আর-অর্ধেক" আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত বদমায়েশদের "চাল" হিসাবে দেখেনি সেই সব সৎ ও শ্রেণীসচেতন শ্রমিকদের মন পুরাতন জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাসির সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে অবিশ্বাস্য তিক্ত ঘৃণায় ভরে উঠেছিল। এবং এই ঘৃণা হচ্ছে নিপীড়িত ও শোষিত জনগণের সেরা মানুষের সবচেয়ে মহৎ ও বৃহৎ ভাবপ্রবণতা; এই ঘৃণাই জনসাধারণকে অন্ধ করে দিল, এই ঘৃণার ফলেই তারা স্থিরমস্তিষ্কে বিচার করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলল এবং যা দিয়ে আঁতাত শক্তিবর্গের ধনিকগোষ্ঠীর সুষ্ঠু রণনীতির জবাব দেওয়া যাবে সে-রকম সঠিক রণনীতি নির্ধারণে তারা ব্যর্থ হল; আঁতাত-শক্তিবর্গের ধনিকেরা ছিল সশস্ত্র, সংগঠিত এবং "রুশীয় অভিজ্ঞতায়" শিক্ষিত আর ফ্রান্স, ব্রিটেন ও আমেরিকা কর্তৃক সমর্থিত। এই ঘৃণাই জনসাধারণকে অকালে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দিকে টেনে নিয়ে গেল।

সেই কারণেই ১৯১৮ সালের পর থেকে জার্মানিতে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের বিকাশের ধারা এক বিশেষ কঠিন ও কষ্টসহিষ্ণু পথেই এগিয়ে চলেছে। তবু এই আন্দোলন এগিয়ে চলেছে এবং এগিয়ে চলেছে দৃঢ় পদক্ষেপে। জার্মানিতে শ্রমিক জনসাধারণের, শ্রমজীবী ও শোষিত জনগণের

প্রকৃত সংখ্যাগুরু অংশের, যারা এতদিন পুরাতন, মেনশেভিক ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে (অর্থাৎ বুর্জোয়াদের সেবায় রত ইউনিয়নের মধ্যে) সংগঠিত ছিল তারা এবং যারা একেবারে বা প্রায় একেবারে অসংগঠিত তারা—এই উভয় অংশেরই বামপন্থীদের দিকে ক্রমে ক্রমে চলে আসা আজ তর্কাতীত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কী করা উচিত, বিজয়ের গ্যারাণ্টি হিসাবে জার্মান প্রলেতারিয়েত কী করবে?—তাদের আজ দিশেহারা হলে, আত্মসংযম হারালে চলবে না; সুসম্বদ্ধভাবে তাদের অতীতের ভুল শুদ্ধ করতে হবে; ট্রেডইউনিয়নের মধ্যেকার ও বাইরের শ্রমিক জনসাধারণকে তাদের দৃঢ়ভাবে জয় করে আনতে হবে; ঘটনাবলীর ধারার প্রতিটি পরিবর্তনের সাথে সাথে জনগণকে প্রকৃত নেতৃত্ব দিতে সক্ষম এমন একটি শক্তিশালী ও বিজ্ঞ কমিউনিস্ট পার্টিই তাদের ধৈর্যসহকারে গড়ে তুলতে হবে; সবচেয়ে "আলোকপ্রাপ্ত" (সাধারণভাবে বহুযুগের অভিজ্ঞতার ফলে এবং বিশেষভাবে "রুশীয় অভিজ্ঞতার" ফলে) এবং অগ্রসর বুর্জোয়াদের সেরা আন্তর্জাতিক রণনীতির সাথে পাল্লা দিতে পারে এরকম একটি রণনীতি তাদের রচনা করতে হবে।

অন্যদিকে জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির কঠিন অবস্থা বর্তমানে আরও বেশী কঠিন হয়েছে দুটি কারণে—একদিকে বামপন্থী মতাবলম্বী অতি নগণ্য কমিউনিস্টরা (জার্মানির কমিউনিস্ট ওয়ার্কার্স' পার্টি, কে. এ. পি. ডি), অন্যদিকে দক্ষিণপন্থী মতাবলম্বী অতি নগণ্য কমিউনিস্টরা (পল লেভি আর তার ক্ষুদ্র পত্রিকা Unser Weg or Sowjet) পার্টি থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছে।

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসের শুরু থেকেই আমরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই বামপন্থীদের বা "কে. এ. পি-পন্থীদের" যথেষ্ট পরিমাণে সতর্ক করে দিয়েছি। অন্ততঃপক্ষে প্রধান প্রধান দেশগুলিতে যে পর্যন্ত না যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিশালী, অভিজ্ঞ এবং প্রভাবশালী কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠে, সে পর্যন্ত আমাদের আন্তর্জাতিক কংগ্রেসগুলিতে আধা-নৈরাজ্যবাদীদের অংশগ্রহণ সহ্য করে যেতে হবে, এবং তা বেশ কিছু পরিমাণে আমাদের কাজেও লাগবে। এরা সেই পরিমাণেই কাজে লাগবে যত পরিমাণে এরা অনভিজ্ঞ কমিউনিস্টদের কাছে সুস্পষ্ট "হুঁশিয়ারি" হিসাবে প্রতিভাত হবে এবং যত পরিমাণে এবং যতদিন পর্যন্ত এই সব আধা-নৈরাজ্যবাদীরা নিজেরাও শিখতে সক্ষম হবে। গতকাল থেকে নয়, ১৯১৪-১৮ সালের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধারম্ভ থেকেই সারা

দুনিয়ায় নৈরাজ্যবাদ দু'টি ঝোঁকে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে: এর একটি হল সোভিয়েতের পক্ষে, আর একটি হল সোভিয়েতের বিপক্ষে; একটি শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্বের পক্ষে, আর একটি তার বিপক্ষে। নৈরাজ্যবাদীদের মধ্যে এই ভাঙনের প্রক্রিয়াকে পেকে উঠতে এবং চরম অবস্থায় পৌঁছাতেই আমরা দেব। পশ্চিম ইওরোপে এরকম লোক খুব কমই আছে যাদের বড় বড় বিপ্লবের মতন ঘটনার কোনো রকম অভিজ্ঞতা আছে; বড় বড় বিপ্লবের অভিজ্ঞতা সেখানকার লোকেরা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই ভুলে গেছে; এবং বিপ্লবী হবার আকাঙ্ক্ষা ও বিপ্লব সম্পর্কে কথাবার্তা (ও প্রস্তাব) থেকে প্রকৃত বিপ্লবী কাজে উত্তরণ খুব কঠিন কাজ, এ কাজের গতি মন্থর এবং এ কাজ বেশ কষ্টকর।

অবশ্য এ কথা স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রতীয়মান যে শুধু একটা সীমারেখা পর্যন্তই আধা-নৈরাজ্যবাদীদের সহ্য করা যেতে পারে এবং করা উচিতও। জার্মানিতে তাদের আমরা বেশ দীর্ঘকাল ধরেই সহ্য করেছিলাম। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেসে তাদের চরমপত্র দেওয়া হল এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ও বেঁধে দেওয়া হল। এখন যদি তারা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে থাকে তবে তা তো খুব ভাল কথা। প্রথমতঃ তারা আমাদের তাদের বহিষ্কৃত করার দায়িত্ব থেকে রেহাই দিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ দোদুল্যমান সমস্ত শ্রমিকদের কাছে, পুরাতন সোস্যাল-ডেমোক্রাসির সুবিধাবাদের প্রতি ঘৃণা জেগে উঠায় যারা নৈরাজ্যবাদের দিকে ঝুঁকেছে তাদের সকলের কাছেই এ কথা আজ অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবে এবং অত্যন্ত পরিষ্কারভাবেই সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং নির্দিষ্ট ঘটনাবলীতে সপ্রমাণিত হয়ে গিয়েছে যে, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক যথেষ্ট ধৈর্য দেখিয়েছে, আন্তর্জাতিক নৈরাজ্যবাদীদের তক্ষুনি এবং শর্তহীনভাবে বহিষ্কৃত করেনি, আন্তর্জাতিক তাদের বক্তব্য বেশ মনোযোগ দিয়েই শুনেছে এবং শিখতে তাদের সাহায্য করেছে।

কে. এ. পি.-পন্থীদের প্রতি আমাদের এখন কম নজর দিতে হবে। তাদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে রত থাকলে শুধু তাদের বক্তব্যকে প্রচারের সুবিধা দেওয়া হবে। তাদের বুদ্ধি খুবই কম; তাদের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া ভুল হবে; এবং তাদের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ হওয়ায়ও বিশেষ লাভ নেই। জনগণের মধ্যে তাদের কোনো প্রভাব নেই এবং আমরা যদি কোনো ভুল না করি তাহলে জনগণের মধ্যেও তাদের কোনো প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হবে না। এই ক্ষুদ্র ঝোঁকটিকে তার স্বাভাবিক

মৃত্যু ঘটতেই দেওয়া হোক; শ্রমিকেরা নিজেরাই উপলব্ধি করবে যে, ঐ ঝোঁক একেবারে মূল্যহীন ও বাজে। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেসের সাংগঠনিক ও রণ-কৌশলগত সিদ্ধান্তগুলিই, আসুন, আমরা আরো বেশী করে প্রচার করি এবং কার্যকরী করি; এবং কে. এ. পি.-পন্থীদেব সঙ্গে তর্ক করে তাদের বক্তব্যেব প্রচারের সুবিধা করে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। শিশু-সুলভ "বামপন্থী" বিশৃঙ্খলা শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং আন্দোলনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এ বিশৃঙ্খলা শেষ হয়ে যাবে।

একইরূপে আমবা এখন পল লেভীকে অযথা সাহায্য করছি, তাঁব সঙ্গে তর্কযুদ্ধে রত হয়ে তার বক্তব্যকেই অযথা প্রচারের সুবিধা দিচ্ছি। তার সঙ্গে আমরা তর্ক করি এটাই তো সে চায়। এখন, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেসেব সিদ্ধান্তের পর, তার কথা আমাদেব ভুলে যেতে হবে এবং আমাদেব তৃতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের মর্মকথা অনুযায়ী শান্তিপূর্ণ, ব্যবহারিক এবং সাংগঠনিক কাজেই (হৈ চৈ করে কলহ না কবে, তর্ক না করে, অতীতের ঝগডাকে টেনে না এনে) আমাদের সমস্ত মনোযোগ, আমাদেব সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা এখন নিযুক্ত কবতে হবে। আমার দৃঢ় অভিমত যে, "মার্চের সংগ্রাম আর ভবিষ্যতের রণকৌশল সম্পর্কে তৃতীয় বিশ্ব কংগ্রেস" শীর্ষক কমরেড কে. রাডেকের প্রবন্ধ (জার্মানিব ইউনাইটেড কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র Rote Fahne—লাল নিশান—এর ১৪নং ও ১৫নং সংখ্যায় ১৯২১ এর জুলাইতে প্রকাশিত) তৃতীয় কংগ্রেসের এই সাধারণ ও সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই গিয়েছে এবং বেশ ক্ষতি করেছে। পোলিশ কমিউনিস্টদের একজন এই প্রবন্ধের একটি অনুলিপি আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন—এই প্রবন্ধ লেখায় কোনো প্রয়োজনই ছিল না; এ প্রবন্ধ প্রত্যক্ষভাবেই আমাদের কাজের ক্ষতি করছে; এ প্রবন্ধটি শুধু পল লেভীর বিরুদ্ধেই লেখা নয় (তার বিরুদ্ধে আক্রমণের কোনো গুরুত্ব নেই) এটিতে ক্লারা জেটকিনের বিরুদ্ধেও আক্রমণ করা হয়েছে। কিন্তু ক্লারা জেটকিন নিজেই, তৃতীয় কংগ্রেসের সময় এই মস্কোতে বসে জার্মানির ইউনাইটেড কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে এই মর্মে এক "শান্তি চুক্তি"তে স্বাক্ষর করেছেন যে, তিনি মিলিতভাবেই কাজ করবেন, বন্ধ করবেন উপদলীয় কাজকর্ম। এবং সেই চুক্তি আমরা সকলেই মেনে নিয়েছিলাম। অবান্তর তর্কের উৎসাহ নিয়ে কমরেড কে. রাডেক এমন কথাও বলেছেন যা আদৌ সত্য নয়—"জনগণের বিশাল অংশ যতদিনে মাথা তুলে না দাঁড়াবে (auf den Tag, wo die grossen

Massen aufstehen werden) ততদিন পার্টির সমস্ত কাজ (jede allegemeine Aktion der Partie) বন্ধ (verleget) রাখতে হবে", এই ধারণা তিনি জেটকিনের ব'লে চালিয়ে দিয়েছেন। এ কথা তো স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রতীয়মান যে ওবকম পদ্ধতি অবলম্বন করে কমরেড কে. রাডেক এমনভাবে পল লেভীকে সাহায্য করছেন যা ঐ ব্যক্তি কখনো আশা করতে পারত না। তর্কযুদ্ধ অবিরাম চলতে থাকুক, যত বেশী লোক এতে জড়িয়ে পড়ুক, যে "শান্তি চুক্তি"তে জেটকিন স্বাক্ষর করেছেন এবং যা সমগ্র কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক কর্তৃক সমর্থিত ও স্বীকৃত হয়েছে তর্কযুদ্ধের খাতিরে তা ভঙ্গ করে জেটকিনকে পার্টি থেকে বিতাড়িত করা হোক-পল লেভী তো এইটুকুই চাচ্ছে। "বামপন্থীদের" তরফ থেকে পল লেভীকে কীভাবে সাহায্য করা হচ্ছে তার চমৎকার দৃষ্টান্ত হল কমরেড রাডেকের এই প্রবন্ধ।

তৃতীয় কংগ্রেসে পল লেভীকে আমি অত সমর্থন করেছিলাম কেন তার কারণ আমাকে জার্মান কমরেডদের কাছে ব্যাখ্যা করে বলতে হবে এবং এখানে সেই কথাই বলব। প্রথমতঃ ১৯১৫ কি ১৯১৬ সালে সুইজ্যারল্যাণ্ডে রাডেকের মারফত পল লেভীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। সে সময়ে লেভী ছিল একজন বলশেভিক। রাশিয়ায় বলশেভিকবাদের বিজয়ের **পরেই শুধু** এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বলশেভিকবাদ কতকগুলি বিজয় অর্জন করার পরে যারা বলশেভিকবাদের দিকে এসেছিল তাদের সম্বন্ধে আমার যে বেশ কিছুটা অবিশ্বাস আছে তা না বলে পারছি না। অবশ্য এই যুক্তিটা তত বেশী গুরুত্বপূর্ণ নয়, তাছাড়া ব্যক্তিগত ভাবে পল লেভীকে আমি খুব কমই চিনতাম। তবে দ্বিতীয় কারণটি হল অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ; সেটি হল যে, ১৯২১ সালে জার্মানির মার্চ সংগ্রাম সম্পর্কে লেভীর যে সব সমালোচনা তার অধিকাংশই **মূলতঃ সঠিক** ছিল (অবশ্য এ জন্য নয় যে, সে এই অভ্যুত্থানকে "Putsch" হঠাৎ বিপ্লবী প্রচেষ্টা—বলে অভিহিত করছে ; তার ওরকম বক্তব্য অর্থহীন)।

এ কথা সত্য যে, যে-সব বিষয়ে তার নিজের ধারণাই ভ্রান্ত সে রকম অসংখ্য ছোটখাটো বিষয়ের অবতারণা করে নিজের সমালোচনাকে দুর্বল করতে এবং মাটি করতে, বিষয়টির **সারকথা** নিজের কাছে এবং অন্যের কাছে দুর্বোধ্য করে তুলতে লেভী তার সাধ্যমত সব কিছুই করেছিল। লেভী তার সমালোচনাকে এমনভাবে সাজিয়েছিল যা কখনোই সমর্থন করা যায় না এবং সমালোচনার ঐ রূপ ক্ষতিকারকও বটে। সময় না হতেই অকালে, কোনোরকম প্রস্তুতি না করে,

যুক্তিহীনভাবে এবং বিচার বিবেচনা না করেই লেভী সংগ্রামে এমনভাবে ঝাপিয়ে পড়েছিল যাতে তার পরাজয় ছিল সুনিশ্চিত (এবং বেশ কয়েক বছরের জন্য তার নিজের কাজের সর্বনাশ ও ক্ষতি করল)। অথচ এ সংগ্রামে জয়ী হওয়া যেত এবং হওয়া উচিতও ছিল। এই ভাবে লেভী স্কুলবালকের চেয়েও মারাত্মক ভুল করেছিল, অথচ তখন সে সকলকে সতর্ক এবং বেশ বিবেচনাপ্রসূত রণকৌশল অনুসরণ করতেই বলত। প্রলেতারীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের একজন সংগঠিত সদস্যের মতন আচরণ না করে লেভী "নৈরাজ্যবাদী বুদ্ধিজীবীর" (জার্মান কথায় Edelanarchist—আশা করি আমি ভুল করিনি) মতনই আচরণ করেছিল। লেভী শৃঙ্খলাই ভঙ্গ করেছিল।

নির্বোধের মতন এ রকম অবিশ্বাস্য সব মারাত্মক ভুল করে লেভী বিষয়টির সারকথার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা দুরূহ করে তুলেছিল। অথচ বিষয়টির সারকথার প্রচণ্ড গুরুত্ব তখনো ছিল, এখনো আছে—সে সারকথা হল: ১৯২১ সালের মার্চ সংগ্রামের সময় জার্মানির ইউনাইটেড কমিউনিস্ট পার্টি যে অসংখ্য ভুল করেছিল তার মূল্যায়ন এবং **সংশোধন** দরকার।

এই সব ভুল (যেগুলিকে কোনো কোনো লোক মার্কসীয় রণকৌশলের অপূর্ব রত্ন বলে অভিহিত করেছে) ব্যাখ্যা করবার এবং সংশোধন করবার উদ্দেশ্যে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেসের সময় **দক্ষিণপন্থীদের** দিকে থাকা **প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল।** অন্য কিছু করলে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের লাইনই ভুল হত।

যারা শুধু "মেনশেভিকবাদ" এবং "মধ্যপন্থা" সম্পর্কে চীৎকার করছিল এবং মার্চ সংগ্রামের ভুলগুলি লক্ষ্য করতে, এবং সেগুলির কারণ ব্যাখ্যা করার ও সেগুলি সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে অস্বীকার করছিল, লেভীর সেই প্রতিপক্ষদের আমার সামনে যতই দেখছিলাম ততই আমি লেভীকে সমর্থন করছিলাম এবং তাকে আমার সমর্থন করতে হয়েছিল। এইসব লোক বিপ্লবী মার্কসবাদকে প্রহসনে, এবং "মধ্যপন্থার" বিরুদ্ধে সংগ্রামকে অবসর-বিনোদনের কাজে রূপান্তরিত করেছিল। সমগ্র আদর্শেরই সবচেয়ে বিরাট ক্ষতিসাধন করেছিল এই লোকেরা, কেননা "নিজেরা যদি নিজেদের সঙ্গে আপস না করে তাহলে দুনিয়ায় কেউই বিপ্লবী মার্কসবাদীদের আপসের পথে টেনে নামাতে পারে না।"

এই লোকদের আমি বলেছিলাম: মেনেই নিলাম যে লেভী মেনশেভিক

হয়ে গিয়েছে। তার সাথে আমার পরিচয় কম, তাই বিষয়টি যদি আমার কাছে প্রমাণিত হয়, তাহলে আমি জিদ করব না। কিন্তু এখনো বিষয়টি প্রমাণিত হয়নি। এখন পর্যন্ত যা প্রমাণিত হয়েছে তা হল এই যে, সে **ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে।** কেবলমাত্র এই কারণেই কোনো ব্যক্তিকে মেনশেভিক বলে ঘোষণা করা ছেলেমানুষের নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নয়। অভিজ্ঞ ও প্রভাবশালী পার্টি নেতা গড়ে তোলা দীর্ঘকালের কাজ এবং এ কাজ বেশ কঠিন কাজ। এবং এ ছাড়া শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব এবং তার "সংকল্পের অভিন্নতা" বাক্-বৈশিষ্ট্যেই পর্যবসিত থাকে। রাশিয়ায় আমাদের ১৫ বছর (১৯০৩-১৭) লেগেছিল এক দল নেতা তৈরী করতে—এই পনেরো বছর ছিল মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পনেরো বছর। জারের নির্যাতনের পনেরো বছর, এক বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবের পনেরো বছর—এর মধ্যে ই রয়েছে প্রথম বিপ্লবের (১৯০৫) বছরগুলি। এতসব সত্ত্বেও, এমন সব দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে যখন চমৎকার চমৎকার কমরেডরাও ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিল। পশ্চিম ইওরোপের কমরেডরা যদি ধারণা করে থাকেন যে, ওরকম "দুঃখজনক ঘটনা" থেকে তারা নিরাপদ তাহলে তা একেবারে ছেলেমানুষী ছাড়া আর কিছু নয় এবং এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে আমরা থাকতে পারি না।

শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য লেভীকে বহিষ্কৃত হতে হল। ১৯২১ এর মার্চ সংগ্রামের সময় যে সব ভুল করা হয়েছিল সেগুলির অতি বিস্তৃত ব্যাখ্যা এবং সংশোধনের **ভিত্তিতে** রণকৌশল স্থির করতে হয়েছিল। লেভী চাইছে সেই পুরাতন ধারায়ই চলতে, সে প্রমাণ করবে যে, তার বহিষ্কার ন্যায়সঙ্গতই হয়েছিল ; এবং পল লেভী সম্বন্ধে তৃতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত যে একেবারে নির্ভুল তার আরও বেশী জোরালো ও সুনিশ্চিত প্রমাণই দোদুল্যমান বা ইতস্ততকারী শ্রমিকদের দেওয়া হবে।

লেভীর ভুলের মূল্যায়ন তৃতীয় কংগ্রেসে বেশ সতর্কতার সঙ্গেই করা হয়েছিল। এখন আরও বেশী সুনিশ্চিত হয়েই আমি বলতে পারি যে, তার সম্বন্ধে সবচেয়ে খারাপ যে আশঙ্কা করা হয়েছিল তাকে সপ্রমাণিত করবার জন্যই লেভী ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। তার সাময়িক পত্রিকা Unser Weg-এর ৬নং সংখ্যা (১৫ই জুলাই, ১৯২১) আমার সামনে রয়েছে। এই পত্রিকার শীর্ষস্তম্ভে মুদ্রিত সম্পাদকীয় মন্তব্য থেকে এ কথাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, তৃতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহ পল লেভীর জানা আছে। সেগুলি সম্পর্কে তার জবাব কী? মেনশেভিকদের প্রচারের সূত্র হল যে এটা হচ্ছে "ধর্মসম্প্রদায় থেকে বহিষ্কারের এক বিরাট

নিদর্শন" (grosser Bann), এটা হচ্ছে "এক আনুশাসনিক বিধান" (Kanonisches Recht) এবং সে (লেভী) এইসব সিদ্ধান্ত সম্পর্কে "বেশ খোলাখুলিভাবেই" (in vollständiger Freiheit) "আলোচনা'' করবে। পার্টি সদস্যপদ এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সদস্যপদ হারিয়ে মুক্ত হওয়া নাকি একজনের পক্ষে বৃহত্তম মুক্তি! যদি আপনারা চান তাহলে পার্টি সদস্যরাই বেনামীতে লেভী সম্পর্কে অনেক কথাই লিখবে!

প্রথমতঃ—সে পার্টির সঙ্গে জঘন্য রকমের ছলনা করছে, পার্টিকে সে আঘাত করছে পিছন থেকে, পার্টির কাজ সে সাবোতাজ করছে।

তারপরে—সে আলোচনা করছে কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহের মর্মকথা সম্বন্ধে।

এ এক চমৎকার ব্যাপার।

কিন্তু এ কাজ করে লেভী তার নিজেরই সর্বনাশ করেছে সম্পূর্ণভাবে।

পল লেভী এই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে চায়।

তার বাসনা পূর্ণ করতে গেলে এক মারাত্মক রণনীতিগত ভুলই করা হবে। লেভী সম্পর্কে এবং তার পত্রিকা সম্বন্ধে বিতর্কমূলক সমস্ত আলোচনা পার্টির দৈনিক পত্রিকায় নিষিদ্ধ করার উপদেশই আমি জার্মান কমরেডদের দেব। তার কথা আর কাগজে প্রকাশ করা হবে না। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে পার্টির দৃষ্টি তুচ্ছ বিষয়ের উপর সরিয়ে নেবার সুযোগ কখনই তাকে দেওয়া হবে না। যদি একান্ত প্রয়োজন ঘটে তাহলে এই বিতর্কমূলক আলোচনা সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রিকায় বা ইস্তাহারে চালানো যেতে পারে, এবং যতদূর সম্ভব এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যাতে কে. এ. পি. পন্থীদের ও পল লেভীর নাম উল্লেখে তারা আত্ম-প্রসাদ লাভ করতে না পারে, "শত বাধাবিপত্তির মধ্যেও যারা নিজেদের কমিউনিস্ট মনে করতেই চায়, কিন্তু সুচতুর সমালোচকের পর্যায়ে যারা পড়ে না সে রকম লোকের" কথাই শুধু উল্লেখ করতে হবে।

আমাকে জানানো হয়েছে যে, সি. সি.র (Ausschuss) বিগত বর্দ্ধিত সভায় এমনকি বামপন্থী ফ্রিসল্যাণ্ডও মাসলোকে তীব্রভাবে আক্রমণ করতে বাধ্য হয়েছেন। এই মাসলো বড় বড় বামপন্থী কথা বলছে আর "মধ্যপন্থীদের খুঁজে বের করবার" খেলা খেলতে চাইছে। মাসলোর এই আচরণের নির্বুদ্ধিতা (বেশ নরম ভাষায়ই নির্বুদ্ধিতা বলা হল) এখানেও, এই মস্কোতেও অভিব্যক্ত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, জার্মান পার্টির উচিত এই মাসলোকে এবং তার যে দুই তিন জন সমর্থক ও সহযোগী আছে তাদের এক বছর বা দু'বছরের জন্য সোভিয়েত

রাশিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া—এরা যে "শান্তিচুক্তি" পালন করতে অনিচ্ছুক তা তো সুস্পষ্ট, আর এদের বুদ্ধির চেয়ে উৎসাহই বেশী। আমরা এদের মানুষ করে দেব। এবং এর ফলে আন্তর্জাতিক আন্দোলন ও জার্মান আন্দোলন নিশ্চয়ই লাভবান হবে।

যে ভাবেই হোক জার্মান কমিউনিস্টদের এই অভ্যন্তরীণ বিরোধের যবনিকা টানতে হবে, উভয় দিকেরই ঝগড়াটে ব্যক্তিদের থেকে তাদের মুক্ত হতে হবে. তাদের ভুলে যেতে হবে পল লেভী ও কে. এ. পি.-পন্থীদের এবং তাদের প্রকৃত কাজ শুরু করে দিতে হবে।

এখন প্রচুর কাজ করার আছে।

আমার মতে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেসের রণকৌশলগত ও সাংগঠনিক প্রস্তাব দুইটি অগ্রগতির পথে এক বিরাট পদক্ষেপ। এই প্রস্তাব দুইটি যথাযথ ভাবে কার্যকর করবার জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। এটা কঠিন কাজ, কিন্তু এ কাজ সম্পন্ন করা যেতে পারে এবং সম্পন্ন করতেও হবে।

দুনিয়ার সম্মুখে নিজেদের মূলনীতি ঘোষণা করা কমিউনিস্টদের পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল। এ কাজ করা হল প্রথম কংগ্রেসে। সেই হল প্রথম পদক্ষেপ।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ ছিল কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিককে সাংগঠনিক রূপ দেওয়া এবং এর সঙ্গে যুক্ত হবার শর্তাবলী রচনা করা—মধ্যপন্থীদের থেকে. শ্রমিক আন্দোলনে বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এজেন্টদের থেকে পার্টি সংগঠনকে প্রকৃত ভাবে আলাদা করার কথাই সেই শর্তাবলীর মূল কথা। এ কাজ সম্পন্ন করা হল দ্বিতীয় কংগ্রেসে।

ব্যবহারিক, গঠনমূলক কাজ আরম্ভ করতে হবে, ইতিমধ্যেই যে সব কমিউনিস্ট সংগ্রাম শুরু হয়ে গিয়েছে তারই বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট-ভাবে নির্ধারণ করতে হবে রণকৌশল ও সংগঠনের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ কর্মধারার **সঠিক লাইন** কী হবে—এ কথাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠল তৃতীয় কংগ্রেসে। এই তৃতীয় পদক্ষেপ আমরা গ্রহণ করেছি। সারা দুনিয়াব্যাপী আমাদের রয়েছে এক কমিউনিস্ট-বাহিনী। এখনো এই বাহিনী অত্যন্ত খারাপভাবে শিক্ষিত এবং অত্যন্ত খারাপভাবে সংগঠিত। এই সত্য কথাটি ভুলে যাওয়া বা একে স্বীকার

করতে ভীত হওয়া অত্যন্ত ক্ষতিকারক হবে। আমাদের অত্যন্ত সতর্ক ও কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিজেদের যাচাই করতে হবে এবং নিজেদের আন্দোলনের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করতে হবে। এই পথেই আমাদের এই বাহিনীকে যোগ্যতার সঙ্গে এবং যথাযথ ভাবে ট্রেনিং দিতে হবে, সঠিকভাবে এই বাহিনীকে সংগঠিত করতে হবে এবং সকল রকম কৌশলী অভিযানের, সকল রকম যুদ্ধের মধ্য দিয়ে, আক্রমণ ও পিছুহটার মধ্য দিয়ে এই বাহিনীকে পরীক্ষা করে নিতে হবে।

১৯২১ সালের গ্রীষ্মকালে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে পরিস্থিতির এটাই ছিল "জটিল বিষয়" যে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কয়েকটি সেরা এবং অত্যন্ত প্রভাবশালী শাখা সম্পূর্ণ সঠিকভাবে এই কর্তব্য উপলব্ধি করছিল না, তারা "মধ্যপন্থী ভাবধারার বিরুদ্ধে সংগ্রামের" গুরুত্ব **একটু অতিরঞ্জিত করেছিল,** যে সীমানার বাইরে চলে গেলে এই সংগ্রাম শুধু অবসর-বিনোদনেই পর্যবসিত হয় এবং বিপ্লবী মার্কসবাদের নীতি বর্জন করে আপসের কর্মনীতি শুরু হয় সেই সীমানার **কিছুটা বাইরেই** তারা চলে গিয়েছিল।

তৃতীয় কংগ্রেসের এটাই ছিল "জটিল বিষয়"।

অতিরঞ্জনের ব্যাপারটি ছিল খুবই সামান্য, কিন্তু তার থেকে উদ্ভূত বিপদ প্রচণ্ড হয়ে দেখা দিল। এর বিরুদ্ধে লড়াই করা কঠিন ছিল, কেননা এই অতিরঞ্জনের মূলে ছিল সেই সব শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব্যক্তি ও শাখা যাদের ছাড়া সম্ভবতঃ, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক গড়ে তোলাই অসম্ভব হয়ে উঠত। জার্মান, অস্ট্রীয় এবং ইতালীয় প্রতিনিধিদের স্বাক্ষরিত যে রণকৌশলগত সংশোধনী প্রস্তাব জার্মান, ফরাসী এবং ইংরেজী ভাষায় **মস্কো** পত্রিকায়[১৩৭] প্রকাশিত হয়েছে তাতে এই অতিরঞ্জনই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অভিব্যক্ত হয়েছিল—এটা আরও বেশী করে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এই কারণে যে, ঐ সব সংশোধনী প্রস্তাব যে খসড়া প্রস্তাব সম্পর্কে উত্থাপন করা হয়েছিল সেই প্রস্তাব তো ইতিমধ্যেই (সুদীর্ঘ এবং সর্বদিকের প্রস্তুতি কার্যের পরই) চূড়ান্ত বলে স্বীকৃত হয়েছিল। এই সংশোধনী প্রস্তাবগুলি অগ্রাহ্য করার মধ্য দিয়েই কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের লাইনকে **অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হল**; অতিরঞ্জনের বিরুদ্ধে এটা হল একটি জয়।

অতিরঞ্জন যদি সংশোধন না করা হয় তবে তা নিশ্চয়ই কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অবসান ঘটাবে। কেননা "তারা নিজেরা যদি আপস না করে তাহলে দুনিয়ায় কেউই বিপ্লবী মার্কসবাদীদের আপসের পথে টেনে নামাতে

পারে না"। কমিউনিস্টরা নিজেরা যদি বিজয়কে ব্যাহত না করে তাহলে দ্বিতীয় ও দুই-আর-অর্ধেক আন্তর্জাতিক দুটির বিরুদ্ধে সংগ্রামে কমিউনিস্টদের বিজয় দুনিয়ায় কেউই ব্যাহত করতে সক্ষম হবে না (বিংশ শতাব্দীর পশ্চিম ইওরোপ ও আমেরিকায় যে অবস্থা বিদ্যমান তাতে, এবং প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পরে, এই জয় হল বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধেই জয়)।

যত সামান্যই হোক না কেন, অতিরঞ্জনের মানে হল জয়কে ব্যাহত করা। মধ্যপন্থী চিন্তাধারার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে অতিরঞ্জিত করে তোলার (বা অত্যন্ত বড করে তোলার) মানে হল মধ্যপন্থী চিন্তাধারাকেই **বাঁচিয়ে রাখা,** এর মানে হল শ্রমিকদের মধ্যে মধ্যপন্থী চিন্তাধারাকে, তার প্রভাবকে শক্তিশালী করা।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কংগ্রেসের মধ্যবর্তীকালে আমরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মধ্যপন্থী মতবাদের বিরুদ্ধে সফল সংগ্রাম পরিচালনা করতে শিখেছিলাম। ঘটনাবলীর দ্বারাই এ কথা প্রমাণিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত এই সংগ্রাম (লেভী এবং সেরাতির পার্টির বহিষ্কার) আমরা চালিয়ে যেতে থাকব।

মধ্যপন্থী মতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ভুল অতিরঞ্জনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংগ্রাম করতে অবশ্য এখনো আমরা শিখিনি। কিন্তু এই ত্রুটী সম্পর্কে আমরা সচেতন হয়েছি, তৃতীয় কংগ্রেসের কর্মধারা ও ফলাফলেই তা প্রমাণিত হয়েছে। এবং আমাদের ত্রুটী সম্পর্কে আমরা সচেতন হয়েছি বলেই নির্ভুলভাবে এ কথা বলা চলে যে, **এই ত্রুটী থেকে আমরা নিজেদের মুক্ত করবই।**

এবং তখন আমরা হব অপরাজেয়, কেননা প্রলেতারিয়েতের মধ্যে নিজেদের দাঁড়াবার ভিত্তি (দ্বিতীয় এবং দুই-আর-অর্ধেক আন্তর্জাতিকের বুর্জোয়া এজেন্টদের মাধ্যমে) ছাড়া পশ্চিম ইওরোপে এবং আমেরিকায় বুর্জোয়াশ্রেণী নিজেদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা রাখতে **পারে না**।

নতুনের জন্য আরও বেশী সতর্ক, আরও বেশী সুষ্ঠু প্রস্তুতি চাই, চাই আত্মরক্ষা-মূলক ও আক্রমণাত্মক, উভয় ধরনেরই আরও দৃঢ়সঙ্কল্প সংগ্রাম—ইহাই হল তৃতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলির মূল এবং প্রধান কথা।

"...ইতালীয়ান কমিউনিস্ট পার্টি যদি বিরামহীনভাবে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে সেরাতিবাদের সুবিধাবাদী কর্মনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যদি ট্রেড ইউনিয়নের অভ্যন্তরে, ধর্মঘটের সময়, প্রতি-বিপ্লবী ফাসিস্ট সংগঠনের সঙ্গে সংঘর্ষের সময়, প্রলেতারীয় জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায়

রাখতে সক্ষম হয়; যদি পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর সমস্ত সংগঠনের আন্দোলনগুলিকে সংযুক্ত করতে সক্ষম এবং শ্রমিকশ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থানকে সতর্কভাবে প্রস্তুত সংগ্রামে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়, তাহলে ইতালীতে কমিউনিজম জনগণের শক্তিতে পরিণত হবে…"

"…জার্মানির ইউনাইটেড কমিউনিস্ট পার্টি যতই গভীরভাবে ও নিবিড়ভাবে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবে এবং পার্টি পরিচালিত সংগ্রাম যতই সুসম্বদ্ধ ও সুশৃঙ্খল হয়ে উঠবে ততই এই পার্টি গণ-সংগ্রাম পরিচালনায় উন্নত হতে সক্ষম হবে, বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী সংগ্রামী স্লোগান নির্ধারণে ভবিষ্যতে পার্টি ততই উন্নত হবে।"

তৃতীয় কংগ্রেসের রণকৌশলগত প্রস্তাবে এই কথাগুলিই হল সবচেয়ে উপযুক্ত অংশ।

প্রলেতারিয়েতের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে আমাদের দিকে জয় করে আনতে হবে—এই হল "প্রধান করণীয় কাজ" (রণকৌশলগত প্রস্তাবের তিন নম্বর ধারার শিরোনামা)।

অবশ্য, দুই-আর-অর্ধেক আন্তর্জাতিকের পেটি-বুর্জোয়া "গণতন্ত্রের" বীরদের মতন আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে জয় করে আনার ব্যাপারটির আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা করি না। ১৯২১ সালের জুলাই মাসে রোমে যখন সমগ্র প্রলেতারিয়েত—ট্রেড ইউনিয়নগুলির সংস্কারবাদী প্রলেতারিয়েত এবং সেরাতির পার্টির মধ্যপন্থীরা ফাসিস্টদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদেরই **অনুসরণ করে চলল, তখনই** ঘটেছিল আমাদের দিকে শ্রমিকশ্রেণীর **সংখ্যাগরিষ্ঠকে জয় করে আনার** দৃষ্টান্ত।

অবশ্য প্রলেতারিয়েতকে চূড়ান্তভাবে জয় করে আনার লক্ষ্য থেকে এ ঘটনা অনেক, অনেক দূরেরই ঘটনা—এ ঘটনায় শুধু আংশিকভাবে, শুধু সাময়িকভাবে, শুধু স্থানীয়ভাবে তাদের জয় করা হয়েছিল। কিন্তু এটা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠকে জয় করে আনারই একটি দৃষ্টান্ত, এবং এটা সম্ভব, এমনকি যদি, আনুষ্ঠানিকভাবে, প্রলেতারিয়েতের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বুর্জোয়া নেতাদের, অথবা যারা বুর্জোয়া কর্মনীতিই চালিয়ে যায় সেই সব নেতাদেরও (যেমনি দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের এবং দুই-আর-অর্ধেক আন্তর্জাতিকের সব নেতারা করে থাকে) অনুসরণ করতে থাকে অথবা যদি প্রলেতারিয়েতের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মধ্যে দোদুল্যমানতা বিরাজ করতে থাকে তাহলেও এটা সম্ভব। এভাবে জয় করে আনার অর্থ হল সারা

দুনিয়ায় প্রতিটি দিকেই দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়া। আসুন, এর জন্য আমরা আরও সুষ্ঠু এবং সতর্ক প্রস্তুতি করি; বুর্জোয়াশ্রেণী যখন প্রলেতারিয়েতকে সংগ্রাম শুরু করতে বাধ্য করে তখন কোথাও যাতে গুরুত্বপূর্ণ কোনো সুযোগই ব্যর্থ হয়ে না যায় তারই ব্যবস্থা করতে হবে; কোন মুহূর্তে প্রলেতারিয়েতের **জনগণ** আমাদের সঙ্গে একসাথে সংগ্রামের ক্ষেত্রে **অবতীর্ণ না হয়ে পারে না** সেই মুহূর্ত সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে আমাদের শিখতে হবে।

তাহলেই জয় হবে সুনিশ্চিত, আমাদের মহা অভিযানে কোনো কোনো বিশেষ পরাজয় এবং বিশেষ সংগ্রাম যতই কঠিন হোক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না।

(আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের পটভূমিকায় যদি বিচার করি) তাহলে আমাদের রণকৌশলগত ও রণনীতিগত পদ্ধতিগুলি এখনো বুর্জোয়াদের চমৎকার রণনীতির পিছনে পড়ে রয়েছে। বুর্জোয়ারা রাশিয়ার দৃষ্টান্ত থেকেই শিক্ষালাভ করেছে এবং তাদের কেহ "অতর্কিতে আক্রমণ করুক" এরকম ঘটনা তারা ঘটতে দেবে না। কিন্তু আমাদের শক্তিগুলি অনেক বেশী বিরাট, অপরিমেয়-ভাবে বৃহত্তর; আমরা রণকৌশল ও রণনীতি শিখছি; ১৯২১ সালের মার্চ সংগ্রামের ভুলগুলির ভিত্তিতে আমরা এই "বিজ্ঞানকে" উন্নত করে তুলেছি। এই "বিজ্ঞান" আমরা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করব।

প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টির যে রকম হওয়া উচিত অধিকাংশ দেশেই আমাদের পার্টিগুলি এখনো সে রকম হয়ে উঠতে পারেনি, এখনো আমাদের পার্টিগুলি প্রকৃত বিপ্লবী এবং একমাত্র বিপ্লবী শ্রেণীর প্রকৃত অগ্রবাহিনী হয়ে উঠতে পারেনি —পার্টিগুলি সে রকম পার্টি হয়ে উঠতে পারেনি যে-পার্টিতে প্রত্যেকটি সদস্যই সংগ্রামে, আন্দোলনে, জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু এই ত্রুটী সম্পর্কে আমরা সচেতন. তৃতীয় কংগ্রেসে পার্টির কাজ সম্পর্কিত প্রস্তাবে এই ত্রুটীকেই আমরা অত্যন্ত লক্ষণীয়ভাবে সকলের সামনে তুলে ধরেছিলাম। এবং এই ত্রুটী আমরা কাটিয়ে উঠব।

কমরেড জার্মান কমিউনিস্টরা, ২২শে আগস্ট আপনাদের পার্টি কংগ্রেসে যারা বামপন্থা ও দক্ষিণপন্থার দিকে চলে গিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে তুচ্ছ সংগ্রাম চিরকালের জন্য দৃঢ়হস্তে বন্ধ করবেন—এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। যথেষ্ট আন্তঃপার্টি সংগ্রাম হয়েছে! প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে এই সংগ্রামকে যারা টেনে নিয়ে যেতে চায় তারা ধ্বংস হোক।

বর্তমানে অতীতের চেয়ে অনেক বেশী পরিষ্কারভাবে, সুনির্দিষ্টভাবে এবং সুষ্ঠুভাবে আমাদের করণীয় কাজ আমরা জানি। সংশোধন করার উদ্দেশ্যে ভুলগুলি প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে আমরা ভীত নহি। পার্টির সংগঠনকে উন্নত করার, পার্টির কাজের গুণ ও মর্মবস্তুকে সুসমৃদ্ধ করার, জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সৃষ্টি করার এবং দিনের পর দিন শ্রমিকশ্রেণীর অধিকতর সঠিক ও নিখুঁত রণ-কৌশল ও রণনীতি রচনা করার কাজে পার্টির সমস্ত কর্মোদ্যোগ এখন আমাদের নিয়োগ করতে হবে।

১৪ই আগস্ট,
১৯২১,
১৯২১ সালে প্রকাশিত

কমিউনিস্ট অভিনন্দন
এন. লেনিন
৩২ খণ্ড, পৃঃ ৪৮৭-৯৮

সমাপ্ত

টীকা

১। **"সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির জন্য একটি কর্মসূচীর খসড়া আর তার ব্যাখ্যা"** লেনিন লিখেছিলেন সেন্ট পিটারসবুর্গ বন্দীশিবিরে থাকাকালীন। "খসড়া কর্মসূচী" লেখা হয়েছিল ১৮৯৫ সালের শেষ ভাগে, আর "কর্মসূচীর ব্যাখ্যা" ১৮৯৬ সালের গ্রীষ্মকালে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ইনস্টিটিউটের মহাফিজখানায় "খসড়া কর্মসূচীর" তিনটি কপি রয়েছে। প্রথমটি পাওয়া গেছে লেনিনের ১৯০০-১৯০৪ সালের ব্যক্তিগত কাগজপত্রের মধ্যে: জনৈক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি দ্বারা অদৃশ্য কালিতে এটি লেখা হয়েছে **নউচনোয়ে অবোজ্‌রেনিয়ে** (বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা) পত্রিকার ১৯০০ সালের ৫নং সংখ্যার একটি নিবন্ধের লাইনগুলির মাঝে। এই কপিটিতে কোন শিরোনামা নেই। পৃষ্ঠা সংখ্যা পেন্সিলে লেনিনের হস্তাক্ষরে লেখা এবং লেনিনেরই হস্তাক্ষরে "পুরনো (১৮৯৫) খসড়া কর্মসূচী" লিখিত একটি খামের মধ্যে স্থাপিত।

দ্বিতীয় কপিটিও পাওয়া গেছে লেনিনের ১৯০০-০৪ সালের ব্যক্তিগত কাগজপত্রের মধ্যে; এটি পাতলা সিগারেটের কাগজে টাইপ করা এবং সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি পুরনো (১৮৯৫) খসড়া কর্মসূচী" শিরোনামাঙ্কিত।

তৃতীয় কপিটি হ'ল একটি সাইক্লোস্টাইল-করা নোট বই। অপর দুটি থেকে এটি সম্পূর্ণ পৃথক এবং এতে কেবল "খসড়া কর্মসূচী"-ই নেই "কর্মসূচীর ব্যাখ্যা"-ও রয়েছে, এবং এই উভয় মিলেই পূর্ণাঙ্গতাপ্রাপ্ত।

পৃঃ ১

২। **জমি পুনরুদ্ধারের জন্য কৃষকদের প্রদত্ত অর্থ।।** রাশিয়ার ভূমিদাস প্রথা অবলুপ্তির জন্য ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১ সালের বিধিবদ্ধ আইনে জার সরকার কৃষকদের "রক্ত ও ঘর্ম সিক্ত, তাদেরই নিজস্ব, চাষের জমি" (লেনিন) পুনরুদ্ধারে বাধ্য করেছিল। জমি পুনরুদ্ধারের জন্য দেয় অর্থের পরিমাণ থাকত কৃষকদের নামে বিলিকৃত জমির ন্যায্য দামের দ্বিগুণ ও তিনগুণ। সর্বসমেত, ১৯০৭ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ যে বছর থেকে জমি পুনরুদ্ধারের জন্য অর্থদান বন্ধ হয়ে যায়, কৃষকরা জমিদারদের প্রায় ২০০ কোটি রুবল দিয়েছে।

পৃঃ ৫

৩। সম্মিলিত দায়িত্ব প্রথা—নির্দিষ্ট সময়ে পূর্ণ অর্থ প্রদান এবং রাষ্ট্র ও জমিদারদের প্রতি সর্বপ্রকার সেবামূলক কাজের জন্য (ট্যাক্স, জমি

পুনরুদ্ধারের জন্য দেয় অর্থ, সৈন্যবাহিনীতে লোক সংগ্রহের ব্যবস্থাদি প্রভৃতি) প্রতিটি গ্রামীণ কেন্দ্রের কৃষকদের বাধ্যতামূলক সম্মিলিত দায়িত্ব। রাশিয়ায় ভূমিদাসপ্রথা অবলুপ্তির পরেও এই বন্ধনদশা বজায় ছিল, মাত্র ১৯০৬ সালে এই প্রথা তিরোহিত হয়। পৃঃ ৫

৪। স্পষ্টতই প্রতীয়মান হচ্ছে যে অনুলিপিকর "প্রত্যাখ্যান" শব্দের পরে অনেকগুলি শব্দের পাঠোদ্ধারে সক্ষম হননি। সাইক্লোস্টাইল করা নোট-বইতে এ রকম রয়েছেঃ "[শূন্যস্থান ১]···সরকারী কাজকর্মে সমাজের হস্তক্ষেপের চেয়ে দায়িত্বজ্ঞানহীন রাজকর্মচারীদের দাপট, খুব সহজেই সুযোগ এনে দেয়···[শূন্যস্থান ২]।" পৃঃ ২১

৫। লেনিন ফ্যাক্টরী ইন্সপেক্টরদের কাছে প্রেরিত অর্থমন্ত্রী এস. ওয়াই. উইত্তে'র সার্কুলার উল্লেখ করছেন। ১৮৯৫ সালের গ্রীষ্ম ও শরৎকালে সংঘটিত ধর্মঘট সম্পর্কে এটি ছিল তার উত্তর। পৃঃ ২৬

৬। লেনিনের "জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির জেনা কংগ্রেস" নিবন্ধটি আর. এস. ডি. এল্. পি'র ককেশিয়ান ইউনিয়নের অনুরোধে তাদের সংবাদপত্র "বোরবা প্রলেতারিয়াতা"-র (প্রলেতারিয়েতের সংগ্রাম) জন্য লিখিত। পৃ: ৩৮

৭। বের্নস্টেইনিআড্- (বার্নস্টাইনবাদ) আন্তর্জাতিক সোস্যাল-ডেমোক্রাসি বা সমাজবাদী আন্দোলনে মার্কসবাদ-বিরোধী একটি ঝোঁক। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে জার্মানীতে এর আবির্ভাব এবং জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাট এডুয়ার্ড বের্নস্টেইনের নাম থেকে এর উৎপত্তি। এঙ্গেল্‌স-এর মৃত্যুর পর বের্নস্টেইন খোলাখুলিভাবে এমন সব বক্তব্য উপস্থিত করলেন যা বুর্জোয়া উদারনীতিক ভাবধারায় মার্কসের বৈপ্লবিক শিক্ষাকে সংশোধন করারই সামিল (তাঁর "সমাজতন্ত্রের সমস্যা" নিবন্ধমালা এবং "সমাজ-তন্ত্রের পূর্বশর্তসমূহ ও সোস্যাল-ডেমোক্রাসির কর্তব্য" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য); সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিকে তিনি সমাজ-সংস্কারমূলক পেটি-বুর্জোয়া পার্টিতে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেন। পৃঃ ৩৮

৮। **নব "ইস্ক্রা" বাদী**—মেনশেভিক॥
ইস্ক্রা (স্ফুলিঙ্গ)—১৯০০ সালের প্রতিষ্ঠিত প্রথম সারা-রুশ মার্কসবাদী বিপ্লবী সংবাদপত্র। ১৯০৩ সালে অনুষ্ঠিত আর. এস. ডি. এল্. পি'র দ্বিতীয় কংগ্রেসে পার্টি বিপ্লবী (বলশেভিক) ও সুবিধাবাদী (মেনশেভিক) অংশে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পর **ইস্ক্রা** মেনশেভিকদের হাতে যায়। লেনিনের "পুরনো" **ইস্ক্রা** থেকে পার্থক্য করার জন্য তখন থেকে একে বলা হ'ত **"নব" ইস্ক্রা**। পৃঃ ৪০

৯। **সোস্যালিস্ট-বিরোধী বিশেষ আইন** জার্মানীতে বিধিবদ্ধ হয়েছিল। ১৮৭৮ সালের ২১শে অক্টোবর। এই আইনের ভিত্তিতে সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সমস্ত সংগঠন, শ্রমিকদের সকল গণ-সংগঠন ও শ্রমিক পত্রিকাগুলি বেআইনী করা হয়, বাজেয়াপ্ত করা হয় সমাজবাদী সাহিত্য এবং সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের ওপর চলে নির্যাতন। ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলনের চাপে ১৮৯০ সালের ১লা অক্টোবর এই আইন বাতিল হয়। পৃঃ ৪১

১০। **কোলোন ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের** অধিবেশন হয় ১৯০৫ সালের মে মাসে। পৃঃ ৪১

১১। **প্রলেতারী**—একটি বেআইনী বলশেভিক সাপ্তাহিক পত্রিকা, আর. এস. ডি. এল. পি'র কেন্দ্রীয় মুখপত্র, তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থাপিত। ১৯০৫ সালের ২৭শে এপ্রিল (নব পঞ্জিকা ১০ই মে) পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক বর্ধিত সভায় ভি. আই. লেনিনকে এর সম্পাদনা দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়।

প্রলেতারী জেনেভা থেকে ১৯০৫ সালের ১৪ই মে (২৭) থেকে ১২ই নভেম্বর (২৫) পর্যন্ত প্রকাশিত হয়, মোট ২৬টি সংখ্যা বেরিয়েছিল। সম্পাদকমণ্ডলীর কাজে নিয়মিত অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন ভি. ভি. ভোরোভস্কী, এ. ভি. লুনাচারস্কি ও এম. এস. ওলমিনস্কি। **প্রলেতারী** পুরনো লেনিনবাদী **ইস্ক্রার** ধারা অনুসরণ করত এবং বলশেভিক পত্রিকা **ভপেরিয়দ্-এর (আগে চল)** নীতি পরিপূর্ণভাবে বহন করত।

লেনিন ছোট বড় মিলিয়ে মোট ৬০টি নিবন্ধ এই পত্রিকার জন্য রচনা করেছিলেন। **প্রলেতারীতে** প্রকাশের পর এগুলি স্থানীয় বলশেভিক পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত, অথবা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হত।

১৯০৫ সালের নভেম্বরে, লেনিনের রুশদেশে প্রত্যাবর্তনের কিছু পরে, **প্রলেতারীর** প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। পত্রিকার শেষ দুটি সংখ্যা (২৫ ও ২৬ সংখ্যক) বেরিয়েছিল ভি. ভি. ভোরোভ্স্কি'র সম্পাদনায়। পৃঃ ৪১

১২। ইকোনমিজম (অর্থনীতিবাদ)—উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশশতাব্দীর প্রথম ভাগে রুশ সোস্যাল-ডেমোক্রাসিতে একটি সুবিধাবাদী ঝোঁক। "অর্থনীতিবাদীরা" মনে করত যে প্রধানত উদারনীতিক বুর্জোয়ারাই জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াই চালিয়ে যাবে এবং শ্রমিকদের কর্তব্য হবে উন্নততর কার্য-ব্যবস্থা, বর্ধিত মজুরী প্রভৃতির জন্য কেবলমাত্র অর্থনৈতিক সংগ্রামে নিজেদের নিয়োজিত রাখা। পার্টির নেতৃস্থানীয় ভূমিকা ও শ্রমিক আন্দোলনে বিপ্লবী তত্ত্বের তাৎপর্য অস্বীকার করে "অর্থনীতিবাদীরা" প্রচার করত যে শ্রমিক আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্তভাবে

বিকাশলাভ করা দরকার। লেনিন তাঁর "কি করিতে হইবে?" গ্রন্থে "অর্থনীতিবাদ"-কে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। পৃঃ ৪১

১৩। **সভ্রেমেন্নায়া জিজ্ন (সমকালীন জীবন)**—একটি মেনশেভিক পত্রিকা, এপ্রিল ১৯০৬ থেকে মার্চ ১৯০৭ পর্যন্ত মস্কো থেকে প্রকাশিত হ'ত।

অতক্লিকি (মন্তব্য)—সেন্ট পিতরসবুর্গ থেকে ১৯০৬-০৭ সালে প্রকাশিত মেনশেভিক প্রবন্ধ-সংগ্রহ। মোট তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। পৃঃ ৪৫

১৪। **সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশন** প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৮৪ সালে এবং এর নেতৃত্বে ছিলেন হাইন্ডমান, হ্যারি কুয়েল্চ, টম মান প্রমুখ। পরবর্তীকালে এর নাম হয়েছিল সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি। পৃঃ ৪৬

১৫। মার্কস ও এঙ্গেল্স-এর **"নির্বাচিত পত্রগুচ্ছ"**, মস্কো, পৃঃ ৪৬৯ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৪৬

১৬। মার্কস ও এঙ্গেল্স-এর **"নির্বাচিত পত্রগুচ্ছ"**,মস্কো, পৃঃ ৪৭৭ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৪৬

১৭। একটি **"শ্রমিক কংগ্রেস"** ও একটি **"ব্যাপক শ্রমিক পার্টির"** ভাবধারা লিকুইডেটরদের দ্বারা প্রচারিত হয়—এ এক সুবিধাবাদী ঝোঁক, ১৯০৫-০৭ সালের বিপ্লব পর্য্যুদস্ত হবার পর মেনশেভিকদের মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। **লারিন** ছিলেন লিকুইডেটরদের অন্যতম নেতা।

শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী বে-আইনী পার্টি অবলুপ্তির দাবী তোলার জন্য লিকুইডেটররা এই নামে আখ্যাত হয়েছে। তাঁরা শ্রমিকদের জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিত্যাগের আহ্বান জানান এবং প্রস্তাব করেন ব্রিটিশ লেবার পার্টির ধাঁচে একটি সুবিধাবাদী "ব্যাপক", পেটি-বুর্জোয়া; কর্মসূচী-বিহীন শ্রমিক পার্টি স্থাপনের, যাতে সোস্যাল-ডেমোক্রাট, সোস্যালিস্ট-রেভলিউশনারি ও এনার্কিস্ট সকলেই অংশগ্রহণ করতে পারে। লিকুই-ডেটরদের মতে, এই পার্টিকে বিপ্লবী ধ্বনি পরিত্যাগ করে জার সরকার অনুমোদিত আইনী কার্যকলাপে কেবলমাত্র আত্মনিয়োগ করতে হবে। সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টি ভেঙে দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর পুরোগামী বাহিনীকে পেটি-বুর্জোয়া জনতায় সামিল করার মেনশেভিকদের অনিষ্টকর প্রয়াসের মুখোস লেনিন খুলে ফেলেন। শ্রমিকদের কাছ থেকে লিকুই-ডেটরদের নীতি কোন সমর্থন পায় না। জানুয়ারী, ১৯১২-তে অনুষ্ঠিত আর. এস. ডি. এল্. পি'র প্রাগ সম্মেলনে লিকুইডেটরদের পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়। পৃঃ ৪৬

১৮। **"বামপন্থী ব্লক"**—স্টেট ডুমার নির্বাচনে ও ডুমাতে বামপন্থী গোষ্ঠীগুলির ব্লক। ডুমাতে শ্রমিক ডেপুটিদের দ্বারা স্বতন্ত্র শ্রেণী নীতি অনুসরণ সুনিশ্চিত করা, কৃষক ডেপুটিদের কাজকর্ম পরিচালনা ও ক্যাডেট প্রভাব থেকে তাদের

বিচ্ছিন্ন রাখার জন্য বলশেভিকদের উদ্যোগে সংগঠিত। প্রথম ডুমা বাতিল হবার পর সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক ডেপুটিদের মধ্যমণি করে একটি বামপন্থী কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়। এরা সশস্ত্র বাহিনী ও নৌবাহিনীর কাছে একটি ইস্তাহার এবং রুশ কৃষকদের কাছে অপর একটি প্রচার করেন।

১৯। মার্কস ও এঙ্গেলস-এর **"নির্বাচিত পত্রগুচ্ছ"**, মস্কো, পৃঃ ৪২৩ দ্রষ্টব্য।
পৃঃ ৪৭

২০। মার্কস ও এঙ্গেলস-এর **"নির্বাচিত পত্রগুচ্ছ"**, মস্কো, পৃঃ ৪১৫ দ্রষ্টব্য।
পৃঃ ৪৭

২১। মার্কস ও এঙ্গেলস-এর **"নির্বাচিত পত্রগুচ্ছ"**, মস্কো, পৃঃ ৪৭১ দ্রষ্টব্য।
পৃঃ ৪৭

২২। **দি নোব্‌ল অর্ডার অব দি নাইটস অব লেবর**—১৮৬৯ সালে ফিলাডেলফিয়ায় স্থাপিত একটি শ্রমিক সংগঠন। ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত বে-আইনী অবস্থায় থেকে অর্ধ-রহস্যময় আচার-অনুষ্ঠান প্রতিপালন করত। ঐ বছরই সংগঠনটি বৈধ রূপ পায়, তবুও এর কতকগুলি নিগূঢ় ক্রিয়াপদ্ধতি বজায় থাকে। নাইটস অব লেবর সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে শ্রমিকদের মুক্তির কথা ভাবত। এর সদস্যপদ জাতি, ধর্ম, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের নিকট মুক্ত ছিল। জনতার চাপে অর্ডারের নেতৃবৃন্দ ১৮৮০'র দশকে যখন একটি ব্যাপক ধর্মঘটে অংশগ্রহণে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয় তখনই সংগঠনটির কাজকর্ম শীর্ষদেশে পৌঁছায়। ৬০,০০০ নিগ্রো সমেত তখন এর সভ্য সংখ্যা ছিল ৭০,০০০। তবুও বিপ্লবী শ্রেণী-সংগ্রাম বিরোধী নেতৃবৃন্দের সুবিধাবাদী নীতির জন্য জনতার মাঝে অর্ডারের প্রতিপত্তি ধীরে ধীরে ক্ষুণ্ণ হতে থাকে এবং ১৮৯০'এর দশকের শেষার্ধে কাজকর্ম একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়। পৃঃ ৪৭

২৩। মার্কস ও এঙ্গেলস-এর **"নির্বাচিত পত্রগুচ্ছ"**, মস্কো, পৃঃ ৪৭০ দ্রষ্টব্য।
পৃঃ ৪

২৪. লাসালপন্থী—১৮৬৩ সালে প্রখ্যাত জার্মান সমাজতন্ত্রী ফার্ডিনাণ্ড লাসাল প্রতিষ্ঠিত জেনারেল অ্যাসোসিয়েশন অব জার্মান ওয়ার্কার্স'-এর সদস্যবৃন্দ। সে সময়ে সাধারণ শ্রমিকদের এরকম একটি রাজনৈতিক দল গঠন জার্মানীর শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশে নিঃসন্দেহে একটি পদক্ষেপ ; কিন্তু লাসাল ও তাঁর অনুগামীরা অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নে সুবিধাবাদী নীতি অনুসরণ করতে থাকেন। সামাজিক সমস্যা সমাধানে তাঁরা প্রুশীয় রাষ্ট্রকে ব্যবহার করা সম্ভব বলে মনে করতেন এবং সেই রাষ্ট্রের সহায়তায় উৎপাদন সমবায়সমূহ গড়ে তুলে তা সম্পন্ন করার আশাও পোষণ করতেন। প্রুশীয় সরকারের প্রধান বিসমার্কের সঙ্গে

আলাপ-আলোচনা চালাবার চেষ্টাও তাঁরা করেছিলেন। মার্কস ও এঙ্গেলস্ অত্যন্ত তীব্রভাষায় এবং ন্যায়সঙ্গতভাবেই লাসালপন্থীদের তিরস্কার করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে "বহু বৎসর যাবৎ তাঁরা সর্বহারার সংগঠন গড়ে তুলবার পথে বাধাস্বরূপ ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত পুলিশের আড়কাঠির চেয়ে বেশী তাঁরা হতে পারেননি।"

শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রগতি এবং ক্রমবর্ধমান সরকারী নির্যাতন জেনারেল অ্যাসোসিয়েশন অব জার্মান ওয়ার্কার্স'কে হ্বিলহেল্ম লিব্‌খনেকৃট ও অগাস্ট বেবেল প্রতিষ্ঠিত জার্মানীর মার্কসবাদী সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করে। ১৮৭৫ সালে যখন গোথা কংগ্রেসে জার্মানীর সোস্যালিস্ট লেবর পার্টি গঠিত হয় তখনই এই ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। লাসালপন্থীরা নতুন পার্টিতে সুবিধাবাদী অংশ রূপে বিরাজ করে।

পৃঃ ৪৯

২৫. মার্কস ও এঙ্গেলস-এর নির্বাচিত পত্রাবলী, মস্কো, পৃঃ ৩৭৫-৭৬ দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ৫০

২৬. এফ. মেহরিঙ-এর 'দি হিস্টরি অব জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রাসি' গ্রন্থ উল্লেখ্য। পৃঃ ৫১

২৭. ১৮৭৯ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর সর্জকে লেখা মার্কস এর পত্র এখানে উদ্ধৃত হয়েছে। পৃঃ ৫১

২৮. **Jahrbuch—Jahrbücher für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik** (সমাজ বিজ্ঞান ও সমাজনীতির বর্ষপঞ্জী) কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ—জুরিখে ১৮৭৯ সালে সংস্কারবাদী জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাট কে. হোচবার্গ প্রকাশিত পত্রিকা। পৃঃ ৫২

২৯. বাষ্পীয় পোত চলাচল ব্যবসায়ে সরকারী অর্থানুকুল্য দানের প্রশ্নে জার্মান রাইখ্‌শ্‌টাগের সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক গ্রুপে মতবিরোধ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮৮৪ সালের শেষ দিকে রাইখ্‌শ্‌টাগ চ্যান্সেলর বিস্‌মার্ক জার্মানীর লুণ্ঠনকারী ঔপনিবেশিক নীতি অধিকতর প্রসারিত করার বাসনায় ব্যক্তিগত মালিকানার জাহাজ কোম্পানীগুলিকে পূর্ব এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকায় নৌ-যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার কাজে অর্থানুকুল্য দানের জন্য রাইখ্‌শ্‌টাগের সমর্থন দাবী করেন। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক গ্রুপের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়। এমন কি রাইখ্‌শ্‌টাগে সরকারী বিবৃতিদানের পূর্বেই সংখ্যাগুরু দক্ষিণপন্থী অংশ "সাবসিডির" পক্ষে সমর্থন ঘোষণা করে বসেন। ১৮৮৫ সালের মার্চ মাসে বিষয়টি নিয়ে যখন রাইখ্‌শ্‌টাগে বিতর্ক হয় দক্ষিণপন্থীরা তখন পূর্ব-এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় নৌপরিবহণ প্রতিষ্ঠার পক্ষে ভোট দেয়

এবং আফ্রিকা ও অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে নতুন জাহাজগুলি জার্মান কারখানায় নির্মিত হতে হবে এই শর্তে সম্মতি জানান। রাইখ্‌স্‌টাগ এই প্রস্তাব বাতিল করে দেয়; কেবলমাত্র তখনই সমগ্র সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক "গ্রুপ সাবসিডি"র বিরুদ্ধে ভোট দেন।

সর্জের কাছে (৩১শে ডিসেম্বর, ১৮৮৪) একটি পত্রে এঙ্গেলস সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক গ্রুপের দক্ষিণপন্থী অংশের এই সুবিধাবাদী নীতিকে তীব্রভাষায় ধিক্কার দিয়েছিলেন। পৃঃ ৫৩

৩০. পসিবিলিস্ট—১৮৮০ সালে ফরাসী শ্রমিক আন্দোলনের একটি সুবিধা-বাদী ধারার সদস্যগণ, বেনয় মালঁ ও পল ব্রাউস এদের নেতৃত্ব দেন। বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির ধারণা পসিবিলিস্টরা বাতিল করে দেয় এবং তাদের প্রচারে শ্রেণীসংগ্রামকে নস্যাৎ করতে থাকে। এদের তথাকথিত "পলিসি অব পসিবিলিটিস্" (ফরাসী ভাষায় Possibilite') বা সম্ভাবনার নীতি নামক সূত্রে সুবিধাবাদী কৌশল দেখে গুয়েস্‌দে বিদ্রূপ করে "পসিবিলিস্ট" নামে এদের আখ্যায়িত করেছিলেন। ১৮৮০'র দশকের শেষাংশে অন্যান্য দেশের সুবিধাবাদীদের সমর্থনে এবং বিশেষ করে হাইণ্ডম্যানের নেতৃত্বাধীন ব্রিটিশ সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশনের সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দখলের চেষ্টা করে। কিন্তু বিভিন্ন দেশের অধিকাংশ সমাজবাদী সংগঠনই পসিবিলিস্টদের নেতৃত্ব অস্বীকার ক'রে ১৮৮৯ সালের ১২ই থেকে ২০শে জুলাই পর্যন্ত প্যারিসে অনুষ্ঠিত মার্কসিস্ট কংগ্রেসে যোগদান করে; এই সম্মেলনেই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠা হয়। এঙ্গেলস পসিবিলিস্টদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে তাদের বিভেদকামী ক্রিয়াকলাপের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছিলেন। পৃঃ ৫৩

৩১. বাকুনিনপন্থী—নৈরাজ্যবাদী বাকুনিনের সমর্থকগণ। ১৮৬৪ সালে মার্কস প্রতিষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিং মেন্‌স অ্যাসোসিয়েশনে (প্রথম আন্তর্জাতিক) যোগদান করে বাকুনিন মার্কসবাদের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই চালিয়ে এবং আন্তর্জাতিকের অভ্যন্তরে নিজস্ব নৈরাজ্যবাদী জোট গড়ে তুলে আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন। হেগ কংগ্রেসের (১৮৭২) সিদ্ধান্তানুযায়ী বাকুনিন ও তাঁর অনুচরবর্গ প্রথম আন্তর্জাতিক থেকে বহিষ্কৃত হন। পৃঃ ৫৪

৩২. মার্কস ও এঙ্গেলস-এর নির্বাচিত পত্রাবলী, মস্কো, পৃঃ ৪৮৬-৮৭ দ্রষ্টব্য।
পৃঃ ৫৫

৩৩. মার্কস ও এঙ্গেলস-এর নির্বাচিত পত্রাবলী, মস্কো, পৃঃ ৫৩৭ দ্রষ্টব্য।
পৃঃ ৫৬

৩৪. মার্কস ও এঙ্গেলস-এর নির্বাচিত পত্রাবলী, মস্কো, পৃঃ ৫১৭ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৫৭

৩৫. মার্কস ও এঙ্গেলস-এর নির্বাচিত পত্রাবলী, মস্কো, পৃঃ ৩৯৭ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৫৮

৩৬. বিপ্লবী সিণ্ডিক্যালিজম—উনবিংশ শতাব্দীর শেষে পশ্চিম ইউরোপের কতকগুলি দেশে শ্রমিক আন্দোলনে আবির্ভূত পেটি বুর্জোয়া ও অর্ধ নৈরাজ্যবাদী ভাবধারা। শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রামে নিযুক্ত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা, শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে পার্টিকে যে নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে এবং সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সিণ্ডিক্যালিস্টরা এসব কথা অস্বীকার করত। তারা মনে করত যে একটি সাধারণ ধর্মঘট সংগঠিত করে, বিপ্লব ছাড়াই, ট্রেড ইউনিয়নগুলি (ফরাসী ভাষায় 'সিণ্ডিকেট') ধনতন্ত্রবাদ উচ্ছেদ করতে এবং উৎপাদন ব্যবস্থাপনা দখল করতে পারে। লেনিন ১৯১৭ সালে লিখেছিলেন, "সিণ্ডিক্যালিজম হয় সর্বহারার বিপ্লবী একনায়কত্ব অস্বীকার করে, নয়তো সাধারণ রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পর্কে এরা যেভাবে করে থাকে তেমনি-ভাবে একে পেছনের দিকে ঠেলে দেয়। আমরা কিন্তু একে প্রথম সারিতে এনে দাঁড় করাই।" একই সময়ে লেনিন দেখিয়ে দিয়েছিলেন, যে "বহু দেশেই বিপ্লবী সিণ্ডিক্যালিজম হ'ল সুবিধাবাদ, সংস্কারবাদ ও পার্লামেন্টারী নির্বুদ্ধিতার (ক্রেটিনিজম: আল্পস পর্বতের উপত্যকায় ক্রেটিন নামে এক বিশেষ ধরনের নির্বোধ ও পঙ্গু জাতি থেকে শব্দটির উৎপত্তি) প্রত্যক্ষ ও অনিবার্য ফলস্বরূপ। পৃঃ ৫৮

৩৭. মার্কস ও এঙ্গেলস-এর নির্বাচিত রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, মস্কো, ১৯৫৮, পৃঃ ৩৩ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৫৯

৩৮. কেডেট অক্টোবর ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী-বুর্জোয়াদের প্রধান দল কনস্টিটিউশনাল ডেমোক্রাটিক পার্টির সদস্যগণ। কেডেটরা নিজেদের "জনপ্রিয় স্বাধীনতার" পার্টি নামে অভিহিত করত। বাস্তবপক্ষে তারা স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে সমঝোতা করার চেষ্টা করত, উদ্দেশ্য ছিল সংবিধানগত রাজতন্ত্রের আকারে জারতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখা।

১৯১৪-১৮ সালের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময়ে এরা "বিজয়ের মধ্যে পরিসমাপ্ত করার যুদ্ধের দাবী" তুলেছিল। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পরে পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের সোস্যালিস্ট-রেভলিউশনারী ও মেনশেভিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আঁতাতের ফলে কেডেটরা বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকারে নেতৃত্বের পদে আসতে সক্ষম হয়; এখানে তারা জনগণের বিরুদ্ধে এক প্রতিবিপ্লবী নীতি অনুসরণ করে চলে। মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক

বিপ্লবের অনতিকাল পরেই এরা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল ও ভাড়াটে অনুচরের কাজ করতে থাকে এবং রাশিয়ার প্রতি-বিপ্লবী শক্তি-সমূহের সংগঠকরূপে আবির্ভূত হয়। লেনিন কেডেট দলকে সারা রাশিয়ার প্রতিবিপ্লবের সদর দপ্তর আখ্যা দিয়েছিলেন। পৃঃ ৬০

৩৯. মার্কস ও এঙ্গেলস-এর নির্বাচিত পত্রাবলী, মস্কো, পৃঃ ৪৭১ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৬০

৪০. ডেকাজেভিল ধর্মঘট—সরকারী সেনাবাহিনী দ্বারা পর্যুদস্ত ১৮৮৬ সালের জানুয়ারীতে ডেকাজেভিলে সংঘটিত ফরাসী খনিশ্রমিকদের ধর্মঘট। চেম্বার অব ডেপুটিসের রেডিক্যাল সহ বুর্জোয়া সদস্যগণ ধর্মঘটীদেব বিরুদ্ধে সরকার ও তার অনুষ্ঠিত দমননীতি সমর্থন করেছিলেন। এর ফলে শ্রমিকদের ডেপুটিরা রোডক্যালদের সঙ্গ ত্যাগ করে স্বাধীন শ্রমিক গ্রুপ গঠন করেন। পৃঃ ৬০

৪১. বলশেভিক পত্রিকা 'নাসে এখো'র (আমাদের প্রতিধ্বনি) ১৯০৭ সালের ৮ই এপ্রিল ১৩নং সংখ্যায় "১৮৮৯ সালে এক সতেজ নতুন আন্দোলন" কথা কয়টি দিয়ে শুরু করা লেনিনের মুখবন্ধটির বাকি অংশ প্রকাশিত হয়েছিল নিম্নোক্ত ভূমিকা সহযোগে: "আমেরিকাতে তাঁদের বন্ধু ও সহযোগী সর্জের কাছে লেখা মার্কস ও এঙ্গেলস-এর পত্রাবলী শীঘ্রই ডউজ পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত হবে।

"যেহেতু এর প্রকাশন যথেষ্ট আগ্রহসঞ্চারক, তাই এর রুশ অনুবাদের মুখবন্ধের যে অংশে রাশিয়ায় প্রত্যাশিত বিপ্লব সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলস-এর মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে, তা উদ্ধৃত করার স্বাধীনতা আমরা গ্রহণ করছি। ফরাসী বিপ্লবের তাৎপর্য এবং জার্মানীতে বিপ্লবের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে এঙ্গেলস-এর দুইটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উক্তি দিয়ে শুরু করা যাক।" পৃঃ ৬১

৪২। মার্কস ও এঙ্গেলস-এর নির্বাচিত পত্রাবলী, মস্কো, পৃঃ ৪৯১ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৬১

৪৩। এখানে ১৮৭৭-৭৮ সালের রুশো-তুর্কী যুদ্ধ উল্লেখ করা হয়েছে। পৃঃ ৬২

৪৪। মার্কস ও এঙ্গেলস-এর নির্বাচিত পত্রাবলী, মস্কো, পৃঃ ৩৭৪ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৬৩

৪৫। ডুমা, রাষ্ট্রীয় ডুমা—জার-শাসিত রাশিয়ার প্রতিনিধিমূলক রাষ্ট্রীয় সংসদ। নামে আইন প্রণয়ন সভা হলেও বাস্তবে এর কোন প্রকৃত ক্ষমতা ছিল না। রাষ্ট্রীয় ডুমার নির্বাচনগুলিও না ছিল প্রত্যক্ষ, সমানাধিকারসম্পন্ন, অথবা সাধারণ। শ্রমজীবীশ্রেণী ও রাশিয়ার বসবাসকারী অ-রুশীয় জাতি-অধিজাতিগুলির নির্বাচনাধিকার ছিল বেশ

কিছুটা সীমাবদ্ধ। বহু সংখ্যক শ্রমিক ও কৃষক আদৌ ভোট দিতেই সক্ষম হ'ত না। ডুমা ডেপুটিদের একটা বড় অংশই ছিল জমিদার ও পুঁজিপতি। পৃঃ ৬৩

৪৬। ব্ল্যাক রিডিস্ট্রিবিউশন (চোরনি পেরেদেল)—ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড ফ্রিডম-এ ভাঙন ধরবার পর ১৮৭৯ সালের শরৎকালে প্রতিষ্ঠিত নারোদনিক সংগঠন (এই সংগঠন কর্তৃক উক্ত নামে প্রকাশিত পত্রিকার নামানুসারে)। এর সদস্যগণ সন্ত্রাসের বিরোধী ছিলেন এবং পুরনো ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড ফ্রিডম-এর কর্মসূচী ও রণকৌশলে ছিলেন আস্থাশীল। আশির দশকের গোড়ার দিকে সংগঠনটিতে ভাঙন ধরে এবং জি. ভি. প্লেখানভ, পি. বি. অ্যাক্সেলরদ ও ভেরা জাসুলিচ প্রমুখ কয়েকজন নেতৃস্থানীয় সদস্য নারোদনিক আন্দোলন থেকে বেরিয়ে এসে মার্কসবাদী এমান্‌সিপেশন অব লেবর গ্রুপ গঠন করেন। পৃঃ ৬৩

৪৭। পিপলস্ উইল (নারোদনাইয়া ভলিয়া)—ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড ফ্রিডম সোসাইটিতে (জেমলিয়া ই ভলিয়া) ভাঙন ধরবার পরে জারতন্ত্রী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রামের জন্য ১৮৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি গোপন নারোদনিক সোসাইটি পিপলস্ উইল সংগঠন রাজনৈতিক সংগ্রামকে প্রধান তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচনা করতেন সত্য, কিন্তু একে তাঁরা ষড়যন্ত্রমূলক মনে করতেন, গণ সংগ্রাম রূপে নয়। সংগঠনের সদস্যরা ব্যক্তিগত সন্ত্রাসকে সংগ্রামের পদ্ধতি রূপে বেছে নেন; "সক্রিয়" বীরকুল ও নিষ্ক্রিয় "জনতা" এই ভ্রান্ত ও ক্ষতিকারক তত্ত্বের উপর ছিল তাঁদের নীতি প্রতিষ্ঠিত। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে বুদ্ধিজীবী ষড়যন্ত্রকারীদের ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠী স্বৈরাচার উচ্ছেদ করতে পারে। ১৮৮১ সালের ১লা (১৩) মার্চ সোসাইটির সদস্যদের দ্বারা দ্বিতীয় আলেকজান্দার খুন হওয়ার অনতিকাল পরেই জার সরকার কর্তৃক পিপলস উইল সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। এর পর সংগঠনটির অধিকাংশ সদস্যই বৈপ্লবিক সংগ্রাম পরিত্যাগ করে জারতন্ত্রী স্বৈরাচারের সঙ্গে আপসরফা ও সমঝোতার বাণী প্রচার করতে থাকেন! পৃঃ ৬৩

৪৮। মার্কস ও এঙ্গেলস-এর নির্বাচিত পত্রাবলী, মস্কো, পৃঃ ৪০৫ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৬৩

৪৯। এঙ্গেলস ভেরা জাসুলিচকে লিখিত ২৩শে এপ্রিল, ১৮৮৫ তারিখের পত্রে **আমাদের মতপার্থক্য** ও রাশিয়ার আসন্ন বিপ্লবের চরিত্র সম্পর্কে উল্লেখ করেছিলেন। এই পত্রটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৫ সালে **এমানসিপেশন অব লেবর গ্রুপ** সিরিজের তৃতীয় খণ্ডে। মার্কস ও এঙ্গেলস-এর নির্বাচিত পত্রাবলী, মস্কো, পৃঃ ৪৫৮-৬১ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৬৪

৫০। ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস-এর জার্মান ক্যাম্পেন ফর এ রাইখ্‌স্‌ কনস্টিটিউশন উল্লেখ করা হয়েছে। পৃঃ ৬৪

৫১। **স্টুটগার্টে আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট কংগ্রেস** (দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেস) অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯০৭ সালের ১৪ই থেকে ২৪শে অগাস্ট। আর. এস. ডি. এল. পি'র প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন ৩৭ জন ডেলিগেট, বলশেভিক প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন লেনিন, লুনাচরস্কি, লিতভিনফ ও অন্যান্যরা। কংগ্রেসে আলোচ্য বিষয় ছিল : (১) জঙ্গীবাদ ও আন্তর্জাতিক বিরোধ ; (২) রাজনৈতিক দলসমূহ ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে সম্পর্ক ; (৩) ঔপনিবেশিক প্রশ্ন ; (৪) বহিরাগত ও দেশান্তরগামী শ্রমিক সমস্যা এবং (৫) নারীদের ভোটাধিকার।

কংগ্রেসের প্রধান কাজকর্ম কেন্দ্রীভূত হয়েছিল কমিশনগুলিতে ; পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের জন্য খসড়া প্রস্তাবগুলি এখানেই রচিত হয়। লেনিন "জঙ্গীবাদ ও আন্তর্জাতিক বিরোধ" সম্পর্কিত কমিশনে অংশগ্রহণ করেন। রোজা লুক্সেমবুর্গের সঙ্গে মিলে লেনিন বেবেলের খসড়া প্রস্তাবের উপর অনেকগুলি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন ; তার মধ্যে জনগণকে বৈপ্লবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে পুঁজিবাদ উচ্ছেদের নিমিত্ত যুদ্ধ দ্বারা সৃষ্ট সংকটকে কাজে লাগাবার ক্ষেত্রে সমাজবাদীদের কর্তব্য সম্পর্কেও একটি সংশোধনী ছিল। সমস্ত সংশোধন প্রস্তাবই কংগ্রেসে গৃহীত হয়।

পৃঃ ৬৬

৫২। প্রলেতারি-র ১৭নং সংখ্যা, যাতে এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্যে স্টুটগার্টের আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট কংগ্রেসের প্রস্তাবাবলীও ছিল। পৃঃ ৬৬

৫৩। কার্ল মার্কস-এর ক্যাপিটাল, প্রথম খণ্ড, মস্কো, পৃঃ ৫৯৫ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৬৮

৫৪। ফ্যাবিয়ান সোসাইটি—১৮৮৪ সালে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের একটি গোষ্ঠী দ্বারা ব্রিটেনে প্রতিষ্ঠিত সংস্কারবাদী ও সুবিধাবাদী সংগঠন। এই নাম গ্রহণ করা হয়েছিল রোমান সেনানী ফ্যাবিয়াস কানক্‌টেটর-এর (মুক্তিদাতা ফ্যাবিয়াস) নাম থেকে, যিনি তাঁর দীর্ঘসূত্রতা ও চূড়ান্ত সংগ্রাম এড়িয়ে যাওয়ার কৌশলের জন্য পরিচিত। ফ্যাবিয়ানরা প্রোলেতারিয়েতকে শ্রেণী সংগ্রাম থেকে সরিয়ে নিত এবং ছোটখাটো সংস্কার দ্বারা পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে শান্তিপূর্ণ উত্তরণের তত্ত্ব প্রচার করত।

ফ্যাবিয়ানদের চরিত্রবৈশিষ্ট্য অনুধাবনের জন্য ভি. আই. লেনিনের **"এফ. এ. সর্জ ও অন্যান্যদের কাছে জে. পি. এইচ. বেকার, জে. ডিয়েটজেন, এফ. এঙ্গেলস, কে. মার্কস ও অন্যান্যদের**

পত্রাবলী" শীর্ষক গ্রন্থের ভূমিকা, (বর্তমান গ্রন্থের পৃঃ···৬৫) **দি অ্যাগরেরিয়ান প্রোগ্রাম অব সোস্যাল-ডেমোক্রাসি ইন রাশিয়ান রেভলিউশন,** এবং **ব্রিটিশ প্যাসিফিজম অ্যাণ্ড ব্রিটিশ ডিসলাইক অব থিওরি,** দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৬৯

৫৫। আর. এস. ডি. এল. পি-র স্টকহোম কংগ্রেস—১৯০৬ সালের এপ্রিল-মে মাসে স্টকহোমে অনুষ্ঠিত আর. এস. ডি. এল. পি র চতুর্থ (ঐক্য) কংগ্রেস। কংগ্রেসে কৃষি কর্মসূচীর একটি পর্যালোচনা, বর্তমান পরিস্থিতি, ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। মস্কোতে (ডিসেম্বর, ১৯০৫) সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরে বলশেভিকরা নিগৃহীত হওয়ায় এবং বহু বলশেভিক ইউনিট কংগ্রেসে প্রতিনিধি না পাঠাতে পারার ফলে, মেনশেভিকরা সংখ্যাগরিষ্ঠ (নগণ্য সংখ্যায়, সত্য) হয়ে পড়ে। কংগ্রেসে ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষি সমস্যা সহ বহু বিষয়ে মেনশেভিকদের প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়েছিল কেন, এ দ্বারাই তার ব্যাখ্যা করা যায়। পৃঃ ৭০

৫৬। সোস্যালিস্ট রিভলিউশনারীরা (এস. আর'স)—রাশিয়ায় অনেকগুলি নারোদনিক চক্র ও গোষ্ঠীর সমন্বয়ে ১৯০২ সালে গঠিত পেটি-বুর্জোয়া পার্টির সদস্যগণ। এই পার্টির ১৯০৫ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম কংগ্রেসে গৃহীত কর্মসূচীতে পুরনো নারোদবাদ চিন্তাধারা ও সংশোধনবাদী কায়দায় মার্কসবাদের বিকৃতির এক মিশ্রণ উপস্থিত করা হয়। এস. আর-রা প্রোলেতারিয়েত ও স্বল্পবিত্তবানদের মধ্যে শ্রেণীগত পার্থক্য দেখতে গররাজী ছিল, তারা কৃষককুলের অভ্যন্তরে শ্রেণীদ্বন্দ্ব চাপা দেয় এবং বিপ্লবে প্রলেতারিয়েতকে যে অবশ্যই নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে, এই দৃষ্টিভঙ্গী ও সর্বহারার একনায়কত্বের চিন্তাধারা বাতিল করে।

কৃষক আন্দোলনে সোস্যালিস্ট রিভলিউশনারীদের রণধ্বনি ছিল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে "জমি সমাজীকরণের" অবাস্তব কল্পনাবিলাসী দাবী। তারা সক্রিয় "বীরকুল" ও নিষ্ক্রিয় "জনতা"র মনোগত চিন্তাধারা প্রচার করত এবং সন্ত্রাসকে তাদের সংগ্রামের মুখ্য পদ্ধতিরূপে গণ্য করত। এর ফলে বিপ্লবী গণ-আন্দোলনের তারা প্রভূত ক্ষতি-সাধন করে। ১৯০৫-৭ সালের বিপ্লবের সময়ে এস. আর'দের অবস্থান ছিল বুর্জোয়া ডেমোক্রাটদের মতো। ১৯০৬ সালে দক্ষিণপন্থী এস. আর'রা একটি অর্ধ-কেডেট "লেবর পপুলার সোস্যালিস্ট পার্টি" প্রতিষ্ঠা করে এবং কেডেটদের সঙ্গে মোর্চা গড়ে তোলে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এস. আর'রা এক ধরনের সমাজ-জঙ্গীবাদী নীতি অনুসরণ করেছিল। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পরে তাদের দলের মধ্যে তিনটি গ্রুপ দেখা দেয়ঃ ওয়াই. ব্রেশকো-ব্রেশকোভস্কায়া ও কেরেনস্কির নেতৃত্বে দক্ষিণ-পন্থী, ভি. চেরনভের নেতৃত্বে মধ্যপন্থী এবং এম. সিপরিদোনোভার নেতৃত্বে

বামপন্থী গোষ্ঠী। দক্ষিণপন্থী ও মধ্যপন্থী নেতৃবৃন্দ বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকারের সদস্য হন; এই ক্ষমতাবলে তাঁরা কেডেট নীতি কার্যকরী করতে থাকেন এবং রাশিয়ায় একটি জঙ্গীবাদী-রাজতন্ত্রী একনায়কত্ব কায়েম করার জন্য কর্নিলভ ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করেন। বামপন্থী সিপরিদোনোভা গ্রুপ ১৯১৭ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত একটি কংগ্রেসে স্বতন্ত্র বামপন্থী 'এস. আর' পার্টি স্থাপন করে। মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে হস্তক্ষেপকারী সেনাবাহিনী ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের অনুচর শ্বেতরক্ষী সরকারগুলির যোগসাজশে এস. আর'রা প্রতিবিপ্লবী বিশৃঙ্খলামূলক কাজে নিযুক্ত হয়। বৈদেশিক হস্তক্ষেপ পর্যুদস্ত হবার পরেও তারা দেশের অভ্যন্তরে ও প্রবাসী শ্বেতরক্ষীদের মধ্যে থেকে সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে থাকে। কৃষক সাধারণের উপর প্রভাবপ্রতিপত্তি বজায় রাখার প্রয়াসে "বামপন্থী" এস. আর'রা ১৯১৭ সালের নভেম্বরে প্রথম সোভিয়েত সরকারে যোগদান করেছিল, কিন্তু ব্রেস্ট চুক্তি অনুমোদিত হওয়ার পরে কাউন্সিল অব পিপলস কমিসারস্ থেকে সরে দাঁড়ায়। ১৯১৮ সালের গ্রীষ্মকালে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের উস্কানি দিয়ে এবং সোভিয়েত সরকার উচ্ছেদের জন্য তারা একটি বিদ্রোহ সংগঠিত করে। বিদ্রোহ পরাস্ত হলে "বামপন্থী" সোস্যালিস্ট রিভলিউশনারীদের পার্টি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে থাকে। পৃঃ ৭০

৫৭। লণ্ডন কংগ্রেস—১৯০৭ সালে মে মাসে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত আর. এস. ডি. এল. পি'র পঞ্চম কংগ্রেস। এই কংগ্রেসে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছিল: বুর্জোয়া পার্টিগুলির প্রতি মনোভাব; একটি শ্রমিক কংগ্রেস ও শ্রমিকদের পার্টি-বহির্ভূত সংগঠনগুলি; ট্রেড ইউনিয়ন সমূহ ও পার্টি এবং অন্যান্য বিষয়। কংগ্রেসে বলশেভিকরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকায় মূলনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বলশেভিকদের প্রস্তাবগুলিই গৃহীত হয়। ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কিত প্রস্তাবে নিম্নোক্ত অংশটি ছিল: "কংগ্রেস ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে কর্মরত পার্টি ইউনিট ও সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের এসব জায়গার অন্যতম মুখ্য সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক কাজ সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে; কাজটি হ'ল ট্রেড ইউনিয়নগুলি দ্বারা সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির মতাদর্শগত নেতৃত্ব গ্রহণের উন্নতিসাধন ও পার্টির সঙ্গে সাংগঠনিক বন্ধন প্রতিষ্ঠা; এবং স্থানীয় অবস্থা উপযোগী হলে, একে কার্যকরী করার প্রয়োজনীয়তা।" পৃঃ ৭০

৫৮। ভয়নভ—এ. ভি. লুনাচারস্কি। পৃঃ ৭০

৫৯। Die Gleichheit (সাম্য)—একটি সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পাক্ষিক পত্র; জার্মানীর শ্রমজীবী মহিলাদের মুখপত্র; ১৮৯০ থেকে ১৯২৫

পর্যন্ত প্রকাশিত হয়; ১৮৯২-১৯১৭ ক্লারা জেটকিন এর সম্পাদনা করেন। পৃঃ ৭০

৬০। মন্ত্রিত্বগ্রহণের মতবাদ—ফরাসী সোস্যালিস্ট মিলের্‌াঁদ বুর্জোয়া সরকারে প্রবেশ করলে ১৮৯৯ সালে 'মিনিস্টারিয়াল সোস্যালিস্ট' নামে একটি কথা চালু হয়। এখানে তারই উল্লেখ করা হয়েছে। পৃঃ ৭৫

৬১। Vorwärts (ফরওয়ার্ড) সংবাদপত্র, জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাসির মুখপত্র; প্রথম প্রকাশ ১৮৭৬ সাল, ডবল্যু. লিবনেক্ট ও অন্যান্যরা সম্পাদনা করতেন। এফ. এঙ্গেলস সর্বপ্রকার সুবিধাবাদী অভিব্যক্তির বিরুদ্ধে এর স্তম্ভে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। এঙ্গেলসের মৃত্যুর পরে, নব্বুইর দশকের মাঝামাঝি সময়ের পর থেকে, জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রাসি ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে প্রভাবসম্পন্ন সুবিধাবাদীদের রচনা Vorwärtsএ নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। পৃঃ ৭৮

৬২। পোলিশ সোস্যালিস্ট পার্টি (Polska partia Socjalistyczna)—১৮৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি পেটি-বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী পার্টি। পি. এস. পি. পোলিশ শ্রমিকদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী জাতীয়তাবাদী প্রচার চালাত এবং জারতন্ত্রী স্বৈরাচার ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে রুশ শ্রমিকদের সঙ্গে যুক্ত সংগ্রাম থেকে তাদের সরিয়ে রাখার চেষ্টা করত। ১৯০৬ সালে পি. এস. পি. বিভক্ত হয়ে বাম পি. এস. পি. ও দক্ষিণপন্থী, উগ্রবাদী, তথাকথিত "পি. এস. পি.'র বিপ্লবী অংশে" পরিণত হয়।

আর. এস. ডি. এল. পি. (বি) এবং পোলিশ সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির (এস. ডি. পি. এল.) ও পি. এস. পি.'র সাধারণ শ্রমিক সদস্যদের প্রভাবে শেষোক্ত সংগঠনটি ক্রমে ক্রমে জাতীয়তাবাদ মুক্ত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বাম পি. এস. পি.'র সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ একটি আন্তর্জাতিক অবস্থান গ্রহণ করে এবং ১৯১৮ সালের ডিসেম্বরে এস. ডি. পি. এল.-এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে "পোল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি" (১৯২৫ সাল পর্যন্ত পোল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টি এই নামে অভিহিত হ'ত) প্রতিষ্টিত হয়।

দক্ষিণপন্থী পি. এস. পি. প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে তার উগ্র-জাতীয়তা-বাদী নীতি অনুসরণ করতে থাকে এবং পোলিশ সেনাদল গঠন ক'রে অস্ট্রো-জার্মান সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ হয়ে লড়াই করে।

পোলিশ বুর্জোয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর দক্ষিণপন্থী পি. এস. পি. পুনরায় পি. এস. পি. নাম গ্রহণ করে। সরকারের নেতৃত্ব গ্রহণ ক'রে এরা বুর্জোয়াদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর ক'রে দেয়। সোভিয়েত দেশের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক নীতি এবং পশ্চিম উক্রাইন ও পশ্চিম বাইলো-রাশিয়ায় ঔপনিবেশিক অত্যাচার ও বিজয়-অভিযান সমর্থন ক'রে এরা

সুসমঞ্জসভাবে সোভিয়েতবিরোধী ও কমিউনিস্টবিরোধী প্রচার চালাতে থাকে। পিলসুদস্কির ফাসিস্ত রাজ প্রতিষ্ঠিত হবার পর (মে, ১৯২৬) পি. এস. পি. প্রকাশ্যে সরকারের বিরোধিতা করলেও বাস্তবপক্ষে ফাসিস্তদের সঙ্গে সহযোগিতা করে এবং সোভিয়েতবিরোধী প্রচার চালিয়ে যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে পি. এস. পি.'তে আর একবার ভাঙন ধরে। এর প্রতিক্রিয়াশীল উগ্রজাতীয়তাবাদী অংশ নিজেদের ডবলু. আর. এন. ("Wolnos'c', Rownos'c', Niepodleglos'c'"—"মুক্তি, সাম্য ও স্বাধীনতা") নামে পরিচয় দিত। ডবলু. আর. এন. ফাসিস্ত-দের সঙ্গে সহযোগিতা করে এবং লণ্ডনে প্রতিষ্ঠিত প্রতিক্রিয়াশীল 'প্রবাসী' পোলিশ সরকারে অংশগ্রহণ করে। পি. এস. পি'র বাম অংশ যারা ১৯৪২ সালে সংগঠিত পোলিশ ওয়ার্কার্স পার্টির (পি. ডবলু. পি.) প্রভাবে ওয়ার্কার্স পার্টি অব পোলিশ সোস্যালিস্ট (ডবলু. পি. পি. এস.) নাম গ্রহণ করেছিল, হিটলারী আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যুক্তফ্রন্টে যোগ দেয়, ফাসিস্ত দাসত্বের বন্ধন থেকে পোল্যাণ্ডের মুক্তির জন্য লড়াই করে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রীসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যায়।

১৯৪৪ সালে পোল্যাণ্ডের পূর্বাঞ্চল জার্মান অধিকার থেকে মুক্ত হওয়ার পর এবং পোলিশ জাতীয় মুক্তি কমিটি গঠিত হলে ডবলু. পি. পি. এস. পুনরায় পি. এস. পি, নাম গ্রহণ করে এবং জনগণতান্ত্রিক পোল্যাণ্ড গঠনে পি. ডবলু. পি'র সঙ্গে হাত মেলায়। পি. ডবলু. পি. ও পি. এস. পি. ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টি (পি. ইউ. ডবলু. পি.) গঠিত হয়। পৃঃ ৭৯

৬৩। দাশনাক্‌ৎসুৎউনস (দাশনাক্‌স) আর্মেনীয় বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী পার্টি। ১৯৯০'এর দশকের গোড়ার দিকে এর উদ্ভব হয়; শ্রমিক ও কৃষকদের বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে এরা লড়াই চালায়।

১৯১৮-২০ সালে দাশনাক্‌সরা আর্মেনিয়ায় বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী সরকারের নেতৃত্ব করে এবং সোভিয়েতের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবার জন্য ইংরেজ-ফরাসী হস্তক্ষেপকারী ও রুশ শ্বেতরক্ষীদের শক্ত ঘাঁটিতে দেশটিকে পরিণত করার চেষ্টা করে।

১৯২০ সালের নভেম্বর মাসে লাল ফৌজের সমর্থনপুষ্ট আর্মেনীয় শ্রমজীবী জনসাধারণের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ফলে দাশনাক্ সরকার উচ্ছেদ হয়। পৃঃ ৭৯

৬৪। দি ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট লেবর পার্টি (আই. এল. পি.) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯৩ সালে, নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন জেমস কেইর হার্ডি ও জে. রামসে ম্যাকডোনাল্ড রাজনৈতিকভাবে বুর্জোয়া পার্টিগুলির প্রভাবমুক্ত "স্বাধীন" অস্তিত্বের

দাবী করলেও বাস্তবপক্ষে আই. এল. পি. ছিল কেবলমাত্র সোস্যালিজম থেকেই "মুক্ত বা 'স্বাধীন' কিন্তু খুব বেশী মাত্রায় নির্ভরশীল উদার-নীতিবাদের উপর" (লেনিন)। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময়ে (১৯১৪-১৮), আই. এল. পি. প্রথমে (১৩ই আগস্ট, ১৯১৪) একটি যুদ্ধ বিরোধী ইশ্‌তেহার প্রচার করে। পরে, ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে মিত্র দেশগুলি থেকে আগত সোস্যালিস্টদের লণ্ডন কনফারেন্সে তাদের প্রতিনিধিরা কংগ্রেসে গৃহীত সামাজিক-জাতিদর্পী (সোস্যাল-শোভিনিজম) প্রস্তাবে সমর্থন জানায়। এর পর থেকে আই. এল. পি. নেতৃবৃন্দ ছদ্ম আবরণ হিসেবে শান্তিবাদী গালভরা কথা মুখে ব্যবহার করলেও কার্যত জাতিদর্পী নীতি অনুসরণ করে চলেন। ১৯১৯ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠিত হলে আই. এল. পি. নেতৃবৃন্দ তাঁদের বাম-ঘেঁষা সদস্যদের চাপে নতি স্বীকার ক'রে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক থেকে সরে দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত করেন। ১৯২১ সালে আই. এল. পি. তথাকথিত অর্ধ-তৃতীয় (আড়াই) আন্তর্জাতিকে সংযুক্ত হয়, কিন্তু এটি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলে আবার দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে প্রত্যাবর্তন করে। ১৯২১ সালে আই. এল. পি'র বাম অংশ দলত্যাগ করে গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। পৃঃ ৭৯

৬৫। "কমিউনের শিক্ষা" নিবন্ধটি হ'ল ২৩শে মার্চ, ১৯০৮ সালে 'জাগরা-নিচনায়া গেজেতা' পত্রিকার ২নং সংখ্যায় প্রকাশিত লেনিনের একটি বক্তৃতার অনুলিপি। পত্রিকা-সম্পাদকমণ্ডলী নিম্নলিখিত ভাষ্যসহ রচনাটি প্রকাশ করেন :

"জেনেভায় ১৮ই মার্চ একটি আন্তর্জাতিক সভা হয়েছিল তিনটি প্রলেতারীয় বার্ষিকী স্মরণে : মার্কসের ২৫তম মৃত্যু বার্ষিকী, মার্চ ১৮৪৮ এর বিপ্লবের ৬০তম বার্ষিকী এবং প্যারী কমিউন বার্ষিকী। আর এস. ডি. এল. পি.'র পক্ষ থেকে কমরেড লেনিন যে ভাষণ দেন তাতে তিনি কমিউনের তাৎপর্য সম্পর্কে বলেন।" পৃঃ ৮৫

৬৬। মার্কস ও এঙ্গেলস-এর নির্বাচিত রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, মস্কো, ১৯৫৮ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৮৬

৬৭। "নতুন সমাজের অগ্রদূত" রূপে কমিউনের ঐতিহাসিক ভূমিকা পর্যালোচনার জন্য কার্ল মার্কসের "ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ" ও কুগেলমানের কাছে লেখা ১২ই ও ১৭ই এপ্রিল, ১৮৭১ এর চিঠিপত্র (মার্কস এঙ্গেলস, নির্বাচিত রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, মস্কো, ১৯৫৮, পৃঃ ৪৭৩-৫৪৫ ; দ্বিতীয় খণ্ড, মস্কো, ১৯৫৮, পৃঃ ৪৬৩-৬৪) দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৮৭

৬৮। ১৯০৭ সালের ১৭ই অক্টোবর সাধারণ ধর্মঘটের চরমতম পর্যায়ে জার দ্বিতীয় নিকলাস নাগরিক অধিকারের প্রতিশ্রুতিযুক্ত একটি ম্যানিফেস্টো

বা ইস্‌তেহার প্রচার করেন। জনগণের বিপ্লবী কর্মতৎপরতার মুখে ম্যানিফেস্টোটি ছিল স্বৈরতন্ত্রের একটি রাজনৈতিক ছলাকলামাত্র। ধর্মঘট রাজনৈতিক হওয়ায়, প্রকাশ্যে তা চূর্ণ করতে না পেরে, জার সরকার ম্যানিফেস্টোটি প্রচার করেছিল কালক্ষেপের প্রয়াস হিসেবে, যাতে ঐ সময়ের মধ্যে তারা নিজেদের শক্তিসমূহ জমায়েত করে ধর্মঘট দমন ও বিপ্লব পর্যুদস্ত করতে পারে। পৃঃ ৮৮

৬৯। লেনিন কার্ল মার্কস-এর "ক্যাপিটাল" প্রথম খণ্ডের "দ্বিতীয় জার্মান সংস্করণের পরিবন্ধ" (আফটারওয়ার্ড টু সেকেণ্ড জার্মান এডিশন) থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন (কার্ল মার্কস, ক্যাপিটাল, প্রথম খণ্ড, মস্কো, ১৯৫৮, পৃঃ ১৯ দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ৯২

৭০। বোম-বাওয়ার্ক, ইউজিন—অস্ট্রিয়ার বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ্‌। পৃঃ ৯৪

৭১। "ব্রিটিশ ও জার্মান শ্রমিকদের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শন" নিবন্ধটি লেনিন লিখেছিলেন ক্রমবর্ধমান যুদ্ধের বিপদের বিরুদ্ধে ১৯০৮ সালের ৭(২০)ই সেপ্টেম্বর বার্লিনে অনুষ্ঠিত শ্রমিকদের প্রতিবাদ সভা উপলক্ষে। নিবন্ধটি 'প্রলেতারি'র ৩৬নং সংখ্যার জন্য নির্ধারিত ছিল, কিন্তু প্রকাশিত হয়নি। পৃঃ ১০১

৭২। আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট ব্যুরো (আই. এস. বি.), দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের কার্যনির্বাহক সংস্থা, ১৯০০ সালে প্যারী কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গঠিত। ১৯০৫ সাল থেকে আর. এস. ডি. এল. পি.'র প্রতিনিধিরূপে লেনিন আই. এস. বি.'র সদস্য ছিলেন। পৃঃ ১০৫

৭৩। ১৯০৭ থেকে ১৯১৬ পর্যন্ত মেনশেভিকদের একটি গোষ্ঠী দ্বারা বার্লিন থেকে প্রকাশিত 'রুশিসকেস্‌ বুলেটিন' সম্পর্কে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। পৃঃ ১০৫

৭৪। বিদেশে সাধারণ পার্টি-প্রতিনিধিমূলক সংস্থারূপে কেন্দ্রীয় কমিটির রুশ কলেজিয়ামের অধীনে ১৯০৮ সালের আগস্ট মাসে আর. এস. ডি. এল. পি.'র কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভায় 'কেন্দ্রীয় কমিটির বৈদেশিক ব্যুরো' (এফ. বি. সি. সি.) গঠিত হয়। ১৯১০ সালের জানুয়ারীতে কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভার কিছু পরেই লিকুইডেটররা এফ. বি. সি. সি.'তে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন ক'রে একে পার্টি-বিরোধী শক্তিসমূহের এক আড্ডাখানা করে ফেলে। এফ. বি. সি. সি.'র দেউলিয়াপনা নীতির জন্য বলশেভিকদের তাদের প্রতিনিধি (আলেকজান্দ্রভ—এন. এ. সেমাশকো) প্রত্যাহার করতে হয়। এ হ'ল ১৯১১ সালের মে মাসের কথা। এর পরে প্রত্যাহৃত হয় পোলিশ ও লাটভিয়ান সোস্যাল-ডেমো-ক্রাসির প্রতিনিধিগণ।

জানুয়ারী, ১৯১২ সালে এফ.·বি. সি. সি. অবলুপ্ত হয়ে যায়।

পৃঃ ১০৬

৭৫। পার্লামেন্টে শ্রমিক-প্রতিনিধিত্ব লাভের জন্য (লেবর রিপ্রেসেন্টেশন কমিটি) ১৯০০ সালে ট্রেড ইউনিয়ন, সোস্যালিস্ট পার্টি ও গ্রুপগুলি সহ সমস্ত শ্রমিক সংস্থাগুলির একটি অ্যাসোসিয়েশন রূপে 'ব্রিটিশ লেবর পার্টি' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৬ সালে এর নাম লেবর রিপ্রেসেন্টেশন কমিটি (এল. আর. সি.) থেকে রূপান্তরিত হয়ে 'লেবর পার্টি' হয়। গোড়াতে শ্রমিকশ্রেণী নিয়ে গঠিত হলেও লেবর পার্টি মতাদর্শ ও কৌশল উভয় ক্ষেত্রেই সুবিধাবাদী। পার্টি প্রতিষ্ঠিত হবার দিন থেকেই (যতই দিন যেতে থাকে অধিক সংখ্যক পেটি-বুর্জোয়ারা এর সদস্যপদ ভারী করে তোলে) এর নেতৃবৃন্দ বুর্জোয়াদের সঙ্গে শ্রেণী-সহযোগিতার নীতি চালিয়ে যাচ্ছেন। ১৯১৪-১৮ সালের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময়ে লেবর পার্টির নেতৃবৃন্দ সামাজিক জাতিদর্পী (সোস্যাল-শোভিনিস্ট) নীতি গ্রহণ করেছিল।

১৯২৪, ১৯২৯, ১৯৪৫ ও ১৯৫০ সালে 'লেবর' সরকার গঠিত হয় এবং জনসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতি অনুসরিত হয়।

পৃঃ ১০৭

৭৬। লা পিপলে (Le Peuple)—বেলজিয়ান লেবর (সংস্কারবাদী) পার্টির অগ্রগণ্য দৈনিক পত্রিকা ; ১৮৮৪ সাল থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে ব্রুসেলস থেকে। পৃঃ ১১০

৭৭। প্রলেতারি (Proletary)—বলশেভিকদের দ্বারা পার্টির চতুর্থ (ঐক্য) কংগ্রেসের পরে প্রতিষ্ঠিত বে-আইনী পত্রিকা ; লেনিনের সম্পাদনায় ২১শে আগস্ট (৩রা সেপ্টেম্বর) ১৯০৬ থেকে ২৮শে নভেম্বর (১১ই ডিসেম্বর) ১৯০৯ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। আর. এস. ডি. এল. পি.'র মস্কো ও সেন্ট পিটার্সবুর্গ কমিটির মুখপত্ররূপে এটি প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল, এবং কিছুকাল পর্যন্ত পার্টির মস্কো আঞ্চলিক, পার্ম, কুর্স্ক ও কাজান কমিটিরও মুখপত্র ছিল। বস্তুতঃ এটি ছিল বলশেভিকদের কেন্দ্রীয় মুখপত্র। সর্বসাকুল্যে ৫০টি সংখ্যা বেরোয়ঃ প্রথম ২০টি ফিনল্যাণ্ড থেকে, আর বাকিগুলি বিদেশ, তথা জেনেভা ও প্যারী থেকে। ছোট বড় মিলিয়ে লেনিনের ১০০'রও বেশি প্রবন্ধ এর স্তম্ভে প্রকাশিত হয়েছে।

স্তোলিপিন প্রতিক্রিয়ার যুগে বলশেভিক সংগঠনগুলি রক্ষা ও জোরদার করার ব্যাপারে প্রলেতারি অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছে।

১৯১০ সালের জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত আর. এস. ডি. এল. পি.'র

কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভায় প্রলেতারির প্রকাশ বন্ধ করার একটি প্রস্তাব তোষণকারী, গুপ্তচর ও ট্রটস্কির সাহায্যকারীরা গ্রহণ করিয়ে নিতে সক্ষম হয়। পৃঃ ১১০

৭৮। মার্কস ও এঙ্গেলস-এর 'নির্বাচিত পত্রাবলী', মস্কো, পৃঃ ৪৬৯-৭৩ ও ৪৯০-৯১ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১১১

৭৯। The Labour Leader (লেবর লিডার)—১৮৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক পত্রিকা; পরবর্তীকালে ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট লেবর পার্টির মুখপত্রে পরিণত হয়। ১৯২২ সাল থেকে 'দি নিউ লিডার' এবং ১৯৪৬ সাল থেকে 'দি সোস্যালিস্ট লিডার' নামে প্রকাশিত হয়। পৃঃ ১১৩

৮০। Justice (জাস্টিস)—১৮৮৪ সালে ব্রিটিশ সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় মুখপত্ররূপে লণ্ডনে প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক পত্রিকা। ১৯১৬ সালে ঐ পার্টিতে ভাঙন ধরার পর জাস্টিস সামাজিক-জাতিগর্বী নীতি গ্রহণকারী সংখ্যালঘুদের মুখপত্র হয়; ১৯২৫ সাল পর্যন্ত পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়।

লেনিনবাদী ইস্ক্রা ১৯০২-৩ সালে জাস্টিসের ছাপাখানাতেই ছাপা হয়। পৃঃ ১১৪

৮১। ইহুদীপন্থী সোস্যালিস্ট (জিওনিস্ট সোস্যালিস্ট লেবর পার্টি)—১৯০৪ সালে গঠিত পেটি-বুর্জোয়া ইহুদীপন্থী জাতীয়তাবাদী সংগঠন। ইহুদীপন্থী সোস্যালিস্টরা আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রাম থেকে ইহুদী শ্রমিকদের বিচ্ছিন্ন রাখতে সচেষ্ট ছিল এবং বুর্জোয়াদের সহযোগিতায় একটি বুর্জোয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা প্রচার করত। পৃঃ ১১৮

৮২। সোস্যালিস্ট ইহুদী লেবর পার্টি (এস. জে. এল. পি.)—১৯০৬ সালে গঠিত একটি পেটি-বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী সংগঠন। এর কর্মসূচীর ভিত্তি ছিল ইহুদীদের জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের দাবী, অর্থাৎ রাশিয়ায় ইহুদীদের রাজনৈতিক মর্যাদা সম্পর্কিত সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য ক্ষমতাপ্রদত্ত সার্বভৌম ইহুদী পার্লামেন্ট (সেইম্‌স) গঠন। সোস্যালিস্ট-রিভলিউশনারীদের সঙ্গে এস. জে. এল. পি.'র অনেক বিষয়ে ঐকমত্য ছিল, তাই তাদের সঙ্গে জোট বেঁধে আর. এস. ডি. এল. পি.'র বিরুদ্ধে তারা সংগ্রাম করেছে। পৃঃ ১১৯

৮৩। জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাসির বামপন্থী অংশের দৈনিক পত্রিকা Leipziger Volkszeitung-এর কথা লেনিনের মনে হয়েছে। পত্রিকাটি ১৮৯৪ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়; বহু বৎসর পর্যন্ত সম্পাদনা করেন এফ. মেহ্‌রিন্‌গ ও আর. লুক্‌সেমবুর্গ। ১৯১৭ থেকে ১৯২২ সাল

পর্যন্ত জার্মান "ইনডিপেনডেন্টদের" এবং ১৯২২ সালের পরে দক্ষিণপন্থী সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের মুখপত্র ছিল। পৃঃ ১২৯

৮৪। Bremer Bürger-Zeitung—জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের ব্রেমেন গ্রুপের দৈনিক পত্রিকা। ১৮৯০ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়; ১৯১৪-১৫ সালে বাস্তবপক্ষে জার্মান বামপন্থী সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের মুখপত্র ছিল; ১৯১৬ সালে কাউটস্কিপন্থীদের হাতে চলে যায়। পৃঃ ১২৯

৮৫। Die Neue Zeit (নিউ টাইম্‌স)—১৮৮৩ থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত স্টুটগার্ট থেকে প্রকাশিত একটি জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাট তাত্ত্বিক পত্রিকা। ১৮৮৫-৯৫ সালে এঙ্গেলসের অনেকগুলি প্রবন্ধ এতে প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদকমণ্ডলীকে এঙ্গেলস মাঝে মাঝে নানা পরামর্শ দিতেন এবং মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুতির জন্য তীব্র ভাষায় সমালোচনা করতেন। এঙ্গেলসের মৃত্যুর পরে, নব্বই দশকের শেষ থেকে, কাউটস্কিপন্থী দৃষ্টিভঙ্গির বাহনরূপে এরা নিয়মিতভাবে সংশোধনবাদীদের রচনা প্রকাশ করতে থাকে। ১৯১৪-১৮ সালের বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময়ে পত্রিকাটি মধ্যপন্থা গ্রহণ করে, এবং কার্যতঃ সামাজিক-জাতিগর্বীদের সমর্থন জানায়। পৃঃ ১২৯

৮৬। লেনিন এখানে ১৮৯৯ সালে ৯ই থেকে ১৪ই অক্টোবর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির হ্যানোভার কংগ্রেসে প্রদত্ত এ. বেবেলের রিপোর্ট "পার্টির মৌল দৃষ্টিভঙ্গি ও রণকৌশলের উপর আক্রমণ" থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন। পৃঃ ১৩৬

৮৭। জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনের অভ্যন্তরে গঠিত ১৮৯০ সালে পেটি-বুর্জোয়া অর্ধ-নৈরাজ্যবাদী একটি গ্রুপের নাম ছিল "ইয়ঙ"; প্রধানত "অর্ধ-পরিণত বুদ্ধির ছাত্র" ও তরুণ লেখকদের নিয়ে গ্রুপটি তৈরী হয়েছিল (তাই এই নাম)। সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের পার্লামেন্টে অংশগ্রহণের এরা ছিল সম্পূর্ণ বিরোধী। এফ. এঙ্গেলস "ইয়ঙদের" বর্ণনা দিয়েছেন "বিপ্লবী বুলির" বীর নায়করূপে "যারা কোন্দল ও চক্রান্ত করে পার্টিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির" প্রয়াসী। ১৮৯১ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির এরফুর্ট কংগ্রেসে "ইয়ঙদের" পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়। পৃঃ ১৪৬

৮৮। Novove Vremya (নিউ টাইমস)—১৮৬৮ সাল থেকে ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত প্রকাশিত একটি দৈনিক পত্র। প্রথমে এটি নরমপন্থী উদারনীতিক পত্রিকা ছিল, পরে ১৮৭০ সালের শেষ দিকে প্রতিক্রিয়াশীল অভিজাত ও আমলাতান্ত্রিক সেরেস্তাদারদের মুখপত্র হয়ে পড়ে। পত্রিকাটি কেবলমাত্র বিপ্লবী আন্দোলনের বিরুদ্ধেই লড়াই করেনি,

উদারপন্থী বুর্জোয়া আন্দোলনের বিরুদ্ধেও কলম চালিয়েছে। ১৯০৫ সাল থেকে এটি 'ব্ল্যাক্ হানড্রেডস্'-এর মুখপত্র হয়। লেনিন Novoye Vremyaকে আদর্শ ভাড়াটে পত্রিকা বলে অভিহিত করেছেন। পৃঃ ১৬৪

৮৯। ব্রিটিশ সোস্যালিস্ট পার্টি—১৯১১ সালে সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশন ও অন্যান্য অনেকগুলি সোস্যালিস্ট গ্রুপের সমন্বয়ে ম্যাঞ্চেস্টারে ব্রিটিশ সোস্যালিস্ট পার্টির (বি. এস. পি.) প্রতিষ্ঠা হয়। বি. এস. পি.'র প্রচার অভিযান মার্কসবাদী ভাবাদর্শে পরিচালিত হ'ত ; পার্টি হিসেবে এরা "সুবিধাবাদী ছিল না এবং বাস্তবিকপক্ষে লিবারেলদের থেকে স্বাধীন ছিল" (ভি. আই. লেনিনের "সংগৃহীত রচনাবলী", ১৯নং খণ্ড, "একসপোজার অব ব্রিটিশ অপরচুনিস্টস্ দ্রষ্টব্য)। এর স্বল্প সদস্য সংখ্যা ও জনগণের সঙ্গে ক্ষীণ সংযোগ পার্টিকে কিছুটা সঙ্কীর্ণ চরিত্রের করেছিল।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময়ে (১৯১৪-১৮) পার্টির অভ্যন্তরে আন্ত-র্জাতিকতাবাদী (আলবার্ট ইন্‌কম্যান, থিওডোর রথস্টেইন, জন ম্যাক-লীন, উইলিয়াম গালাচার ও অন্যান্য) ও হাইন্‌ডম্যানের নেতৃত্বাধীন সামাজিক-জঙ্গীবাদীদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ চরমে পৌঁছায়। আন্ত-র্জাতিকতাবাদীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক দোদুল্যমান ছিলেন যাঁরা অনেক-গুলি প্রশ্নে মধ্যপন্থা গ্রহণ করেন।

১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বি. এস. পি.-সদস্যদের একটি গোষ্ঠী "দি কল" নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন ; পার্টিতে আন্তর্জাতিকতাবাদীদের অবস্থান সংহত করার কাজে পত্রিকাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯১৬ সালের এপ্রিল মাসে সালফোর্ডে অনুষ্ঠিত বি. এস. পি.'র সম্মেলনে (বার্ষিক) হাইন্‌ডম্যান ও তার সহকারীদের সামাজিক-জঙ্গীবাদী নীতিকে ধিক্কার জানায়, ফলে তারা পার্টি ত্যাগ করে।

বি. এস. পি. মহান অক্টোবর বিপ্লবকে স্বাগত জানায় এবং এর সদস্যগণ সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষাবলম্বন ক'রে ব্রিটিশ শ্রমিক আন্দো-লনে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯১৯ সালে স্থানীয় পার্টি শাখার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ (পক্ষে ৯৮, বিপক্ষে ৪) কমিউনিস্ট আন্ত-র্জাতিকের অনুমোদন লাভের সিদ্ধান্ত নেয়। গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠায় ব্রিটিশ সোস্যালিস্ট ও কমিউনিস্ট ইউনিটি গ্রুপ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ১৯২০ সালে অনুষ্ঠিত ইউনিটি কনভেনশনে বি. এস. পি.'র স্থানীয় পার্টি সংগঠনগুলির অধিকাংশই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়। পৃঃ ১৭২

৯০। নারোদবাদ—রুশ বিপ্লবী আন্দোলনের একটি পেটি-বুর্জোয়া ধারা, ১৮৬০ থেকে ১৮৭০ সালের মধ্যে এর উদ্ভব। নারোদনিকদের লক্ষ্য

ছিল স্বৈরতন্ত্রের অবলুপ্তি এবং কৃষকদের কাছে জমিদারদের ভূসম্পত্তি হস্তান্তর। তবে একই সঙ্গে তারা বাস্তব নিয়মানুযায়ী রাশিয়ার যে ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের বিকাশ হচ্ছে তা স্বীকার করতে চাইত না; কাজেই তারা প্রলেতারিয়েতকে নয়, কৃষকদের মুখ্য বিপ্লবী শক্তি বলে গণ্য করত এবং গ্রামীণ কমিউনগুলিতে সমাজতন্ত্রের অঙ্কুর দেখতে পেত। স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টায় নারোদনিকরা গ্রামাঞ্চলে "জনগণের" মধ্যে যেত, কিন্তু সেখানে কোন সমর্থনই পেত না। ১৮৮০ ও ১৮৯০-র দশকে নারোদনিকরা জারতন্ত্রের সঙ্গে আপসের পথ গ্রহণ করে, কুলাকদের স্বার্থের উদ্গাতা হয় এবং মার্কসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিযুক্ত হয়ে পড়ে। পৃঃ ১৭৪

৯১। দের্জিমরদা—মহান রুশ সাহিত্যিক গোগোল-এর কমেডি নাটক 'দি ইনসপেক্টর জেনারেল'-এর একটি পুলিশ চরিত্রের নাম। একজন 'দের্জি-মরদা' অর্থে উদ্ধত, রুক্ষ ও অত্যাচারীকে বোঝায়। পৃঃ ১৮২

৯২। বেলজিয়ামের সাধারণ ধর্মঘট প্রতিপালিত হয়েছিল ১৯১৩ সালের ১৪ই থেকে ২৪শে এপ্রিল (নতুন রীতি অনুযায়ী) বেলজিয়ান প্রলেতারিয়েত-দের শাসনতন্ত্র সংস্কার, সার্বজনীন ও সমান ভোটাধিকারের দাবিতে। দশ লক্ষাধিক শ্রমিকের মধ্যে ৪ থেকে ৫ লাখ এই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছিল। ধর্মঘটীদের সংহতি তহবিলে রুশ শ্রমিকদের অর্থদানের রিপোর্টের সঙ্গে ধর্মঘট সম্পর্কিত বিভিন্ন রিপোর্টও নিয়মিতভাবে 'প্রাভদা' তে প্রকাশিত হয়। পৃঃ ১৮৩

৯৩। দি ব্লাক হানড্রেডস্ হ'ল বিপ্লবী আন্দোলন দমনের জন্য জারতন্ত্রী পুলিশ দ্বারা সংগঠিত রাজতন্ত্রী গুণ্ডাবাহিনী। বিপ্লবীদের গুপ্তহত্যা, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের আক্রমণ এবং ইহুদী-বিরোধী দাঙ্গাহাঙ্গামার তারা ছিল সংগঠক। পৃঃ ১৮৩

৯৪। পুরিশকেভিচ—একজন বৃহৎ ভূস্বামী, গোঁড়া রাজতন্ত্রী এবং ব্ল্যাক হানড্রেড "লীগ অব রাশিয়ান পিপল"-এর প্রতিষ্ঠাতা।

মারকভ—একজন প্রতিক্রিয়াশীল বৃহৎ ভূস্বামী, ব্ল্যাক হানড্রেড "লীগ অব রাশিয়ান পিপল" গড়ে তোলায় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

পৃঃ ১৮৬

৯৫। ক্রুদোভিক বা ক্রুদোভায়া গ্রুপ্পা (শ্রমিকদের গ্রুপ)—রাশিয়ার প্রথম রাষ্ট্রীয় দুমার কৃষক ডেপুটিদের দ্বারা ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে গঠিত পেটি-বুর্জোয়া ডেমোক্রাটদের একটি গোষ্ঠী।

দুমা আহ্বানের সময়ে গ্রুপটিতে ১০৭ জন সদস্য ছিল। ক্রুদোভিক-দের দাবী ছিল সর্বপ্রকার সামাজিক-মর্যাদা ও জাতীয় বিধিনিষেধের

অবলুপ্তি, শহর ও গ্রামাঞ্চলের স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণ, এবং রাষ্ট্রীয় দুমার নির্বাচনে সার্বজনীন ভোটাধিকার। ১০৪ জন ডেপুটি দ্বারা স্বাক্ষরিত এবং ১৯০৬ সালের ২৩শে মে (৫ই জুন) দুমার অধিবেশনে উত্থাপিত ভূমি আইনের মূল নীতির খসড়া প্রস্তাবে বর্ণিত তাদের কৃষি কর্মসূচীর ভিত্তি ছিল নারোদনিকদের ন্যায় জমির ভোগস্বত্বের সমবন্টন; এই প্রস্তাবে রাষ্ট্রায়ত্ত রাজপরিবার, জার ও ধর্মীয় সংস্থা এবং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের ("শ্রমিক মান") অধিক উদ্বৃত্ত ব্যক্তিগত জমি সংগ্রহ করে জাতীয় কৃষিজমি ভাণ্ডার গড়ে তোলার পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছিল; কেবলমাত্র যারা নিজেরা চাষ করবে তাদেরই জমির স্বত্ব দেওয়া হবে। খারিজ করা জমির জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থাও প্রস্তাবে ছিল। ভূমিসংস্কারের দায়িত্ব থাকবে বলা হয়েছিল স্থানীয় কৃষক কমিটির ওপর।

দ্বিতীয় দুমায় ত্রুদোভিকদের ডেপুটি সংখ্যা ছিল ১০৪ জন, তৃতীয় দুমায় ১৪ জন এবং চতুর্থ দুমায় মাত্র ১০ জন। পৃঃ ১৯০

৯৬। ন্যুরেইনিশে জেইটুং পত্রিকায় প্রকাশিত "বিপ্লব সম্পর্কে বার্লিনে বিতর্ক (বার্লিন ডিবেট্‌স অন দি রেভলিউশন) প্রবন্ধের কথা লেনিনের এখানে মনে হয়েছে। পৃঃ ১৯৩

৯৭। Der. Sozialdemokrat—১৮৭৯ থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক বে-আইনী সংবাদপত্র। পৃঃ ১৯৯

৯৮। ১৮৯৯ সালের ৯ই থেকে ১৪ই অক্টোবর (নতুন রীতি) অনুষ্ঠিত জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির হ্যানোভার কংগ্রেসে প্রদত্ত এ. বেবেলের "পার্টির মূল দৃষ্টিভঙ্গি ও কৌশলের উপর আক্রমণ" (অ্যাটাক্‌স অন বেসিক ভিউস অ্যাণ্ড ট্যাকটিস অব দি পার্টি) এবং ১৯০৩ সালের ১৩ই থেকে ২০শে সেপ্টেম্বর (নতুন রীতি) অনুষ্ঠিত ড্রেসডেন কংগ্রেসে প্রদত্ত "পার্টির রণকৌশল" ও "বুর্জোয়া পত্রিকায় রচনা প্রকাশ" শীর্ষক বক্তৃতাবলী লেনিন এখানে স্মরণ করেছেন। পৃঃ ২০১

৯৯। ১৯০৭ সালে হেগে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সম্মেলনের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম হেগ সম্মেলনের ন্যায় (১৮৯৯) এই সম্মেলনেও ব্রিটেন, জারতন্ত্রী রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের সাম্রাজ্যবাদী সরকারের প্রতিনিধিরাই যোগদান করেছিল। সম্মেলনে স্থলযুদ্ধ সম্পর্কিত আইনকানুন ও প্রথা, নিরপেক্ষ শক্তিগুলির অধিকার ও কর্তব্য প্রভৃতি বিষয়ে অনেকগুলি আন্তর্জাতিক অস্থায়ী চুক্তি অনুমোদিত হয়। পৃঃ ২০৩

১০০। ১৯০২ সালে লণ্ডনে অবস্থানকালে লেনিন যে ঘরে বসে 'ইস্ক্রা' সম্পাদনা করতেন তা এখন ক্লার্কেনওয়েল গ্রীন-এর মার্কস হাউসের অঙ্গীভূত। পৃঃ ২০৪

১০১। আমেরিকার সোস্যালিস্ট পার্টি (এস. পি.)-১৯০১ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি সংস্কারবাদী সুবিধাবাদী পার্টি। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে (১৯১৪-১৮) এই পার্টির দক্ষিণপন্থী অংশ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সাফাই গায় ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী নীতি সমর্থন করে। পার্টির বিপ্লবী বামপন্থী অংশ, যা রাশিয়ায় অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রভাবে সাংগঠনিকরূপ পরিগ্রহ করেছিল, একটি আন্তর্জাতিক অবস্থান গ্রহণ করে এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। ১৯১৯ সালে এস. পি. থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে উদ্যোগী হয় এবং এর কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। ভাঙনের পরে আমেরিকার সোস্যালিস্ট পার্টি অধঃপতিত হয়ে একটি ক্ষুদ্র সংকীর্ণ সংগঠনে এসে দাঁড়ায় এবং পরিশেষে ১৯৫৭ সালে সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশনেব সঙ্গে মিশে যায়। সোস্যালিস্ট পার্টি নামে খ্যাত নতুন সংগঠনটিতে, তথা সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশনের সভ্যসংখ্যা ৫০০০-এর বেশী ছিল না।

আমেরিকান ওয়ার্কিং-ক্লাস ফেডারেশন—ভি. আই. লেনিন আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবর (এ. এফ. এল.) উল্লেখ করতে গিয়ে এই নাম ব্যবহার করেছেন; ১৮৮১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক ইউ-নিয়নগুলির অংশবিশেষ একত্রিত ক'রে একটি অ্যাসোসিয়েশন রূপে এস. গম্পারস এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন। এ. এফ. এল. নেতৃবৃন্দ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে বুর্জোয়া মতাদর্শের বাহক; আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে এঁরা ভাঙন ধরাবার নীতি অনুসরণ করে থাকেন। এ. এফ. এল. ১৯৫৫ সালে সি. আই. ও'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে এ. এফ. এল. সি. আই. ও. (আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবব-কংগ্রেস অব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অরগানিজেশন) নাম ধারণ করেছে। পৃঃ ২০৫

১০২। ১৯০০ সালে সামারার ভাইস-গভর্নর কোন্দয়দি উল্লেখিত 'থার্ড এলিমেন্ট' অর্থাৎ ডাক্তার, পরিসংখ্যানবিদ, শিক্ষক, কৃষিবিদ প্রভৃতি ঝেম্স্তভস-এর গণতান্ত্রিক কর্মচারীদের প্রতি জারের উচ্চপদস্থ আমলাদের ব্যবহারের কথা লেনিনের মনে ছিল। পরবর্তীকালে 'থার্ড এলিমেন্ট' কথাটি ঝেম্স্তভস-এর গণতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবীদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছে। পৃঃ ২০৮

১০৩। পম্পাদুর—প্রখ্যাত রুশ ব্যঙ্গ-সাহিত্যিক এম ওয়াই. সালতিকফ-শ্চেড্রিন কর্তৃক তাঁর 'পম্পাদুরস্' নামক রচনায় বর্ণিত জনৈক উদ্ধত আমলা। পৃঃ ২০৮

১০৪। সোস্যালিস্ট মাস্থলী (সোজিয়ালিস্টিসশে মোনাটেশেফটে)—জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাসর অন্তর্ভুক্ত সুবিধাবাদী সদস্যদেব প্রধান পত্রিকা ও আন্তর্জাতিক সুবিধাবাদের অন্যতম মুখপত্র; ১৮৯৭ সাল থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত বার্লিন থেকে প্রকাশিত হ'ত। পৃঃ ২০৯

১০৫। প্রাভদা (সত্য)—১৯১২ সালের এপ্রিল মাসে সেন্ত পিতারসবুর্গের শ্রমিকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও আইনীভাবে শহরে প্রকাশিত একটি বলশেভিক দৈনিক পত্রিকা। প্রাভদা ছিল শ্রমিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত একটি গণ-সংবাদপত্র। বহু সংখ্যক শ্রমিক সংবাদদাতা ও লেখকের সহায়তা পত্রিকাটিতে গ্রহণ করা হ'ত। এক বছরে শ্রমিকদের কাছ থেকে ১১,০০০-এরও বেশী রচনা এতে প্রকাশিত হয়েছে। দৈনিক প্রচার গড়ে ৪০,০০০ কপি হ'ত, কখনও কখনও ৬০,০০০-ও হয়েছে। লেনিন বিদেশ থেকে "প্রাভদা" পরিচালনা করতেন, প্রায় প্রতিদিনই কিছু-না-কিছু লিখতেন, সম্পাদকমণ্ডলীকে পরামর্শ পাঠাতেন এবং পার্টির কুশলী লেখকবৃন্দকে এর কাজে জমায়েত করতেন। সম্পাদক ও লেখক-মণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন এন. এন. বাতুরিন, কে. এস. ইয়েরেমেয়িয়েফ, এম. আই. কালিনিন, ভি. এম. মলতফ, জে. ভি. স্তালিন, এ. আই. উলিয়ানভা-ইয়েলিজারভা ও অন্যান্য এবং এ. ওয়াই. বাদায়েফ, জি. আই. পেত্রভস্কি, এম. কে. মুরানফ, এফ. এন. সাময়লফ ও এন. আর. শাগফ প্রমুখ চতুর্থ রাষ্ট্রীয় দুমার বলশেভিক ডেপুটিগণ।

'প্রাভদা'কে নিরবচ্ছিন্ন পুলিসী দৌরাত্ম্য সহ্য করতে হয়েছে। প্রথম বছরেই ৪১ বার পত্রিকা বাজেয়াপ্ত হয়; ৩৬ বার সম্পাদকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয় এবং সর্বসাকুল্যে ৪৭½ মাস তাঁরা কারাদণ্ড ভোগ করেন। প্রথম সংখ্যা বেরোবার দুই বছর তিন মাসের মধ্যে জার সরকার আট বার পত্রিকাপ্রকাশ বন্ধ করে দেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও অন্য নামে এটি প্রকাশিত হতে থাকে; যেমন: রাবোচায়া প্রাভদা (শ্রমিকদের সত্য), সেভেরনায়া প্রাভদা (উত্তর দেশের সত্য), প্রাভদা ত্রুদা (শ্রমজীবীদের সত্য), ঝা প্রাভদু (সত্যের জন্য), প্রলেতারস্কায়া প্রাভদা (সর্বহারা সত্য), পুত্ প্রাভদা (সত্যের পথ), রাবোচি (শ্রমিক), ত্রুদোভায়া প্রাভদা (শ্রমের সত্য)। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে, ১৯১৪ সালের ৮ই (২১শে) জুলাই সরকার পত্রিকাটি একেবারেই বন্ধ করে দেন।

ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পরে, ১৯১৭ সালের ৫ই (১৮ই) মার্চ আর. এস. ডি. এল. পি.'র কেন্দ্রীয় মুখপত্র রূপে 'প্রাভদা' পুনঃপ্রকাশিত হয়। ৫ই (১৮ই) এপ্রিল রাশিয়ায় ফিরে এসে লেনিন এর পরিচালনাভার গ্রহণ করেন। ১৯১৭ সালের ১৮ই জুলাই কেডেট ও কসাকরা পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরে হামলা করে। ১৯১৮ সালের জুলাই থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে অস্থায়ী সরকার দ্বারা বারে বারে আক্রান্ত হওয়ায় 'প্রাভদা'কে লিস্তক প্রাভদি (সত্য সংবাদপত্রিকা), প্রলেতারি, রাবোচি (শ্রমিক) ও রাবোচি পুত্ (শ্রমিকদের পথ) নাম গ্রহণ করতে হয়েছে। ২৭শে অক্টোবর (৯ই নভেম্বর) থেকে আসল নাম 'প্রাভদা' আবার চালু হয়। পৃঃ ২০৯

১০৬। ইতালীয় সোস্যালিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৮৯২ সালে। প্রথম মহাযুদ্ধের শুরুতে এঁরা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেন; জিমারওয়াল্ড ও কিয়েনথলে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিকতাবাদীদের সম্মেলনে এঁরা প্রতিনিধি পাঠান, সেখানে তাঁরা মধ্যপন্থী সংখ্যাগরিষ্ঠদের সঙ্গে থাকেন। যুদ্ধের শেষদিকে পার্লামেন্টের আই. এস. পি. নেতা এফ. তুরাতি কাউটস্কি নীতি গ্রহণ করেন এবং এ-কাজে তিনি তাঁর পার্টিরও সমর্থন পান।

ইতালীতে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ও রাশিয়ায় অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়লাভের প্রভাবে ইতালীয় সোস্যালিস্ট পার্টির (আই. এস. পি.) অভ্যন্তরে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে যে বামপন্থী অংশ রূপ পরিগ্রহ করছিল তারা ক্রমেই জোরদার হয়ে ওঠে। ১৯১৯ সালে আই. এস. পি.'র বোলোগ্‌নাতে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠদশ কংগ্রেস কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অনুমোদন লাভের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তদনুযায়ী কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে প্রতিনিধিও পাঠায় (জি. এম. সেররাতি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন)। কংগ্রেসের পরে মধ্যপন্থা গ্রহণকারী সেররাতি সংস্কারবাদীদের সঙ্গে সম্পর্কছেদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসে লিভোরনোতে অনুষ্ঠিত পার্টির সপ্তদশ কংগ্রেসে সেররাতির নেতৃত্বে মধ্যপন্থীরা, কংগ্রেসে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, সংস্কারবাদীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে এবং "একুশ দফায়" (কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অনুমোদন লাভের শর্ত) তাদের নিঃশর্ত স্বীকৃতি জানাতে অস্বীকার করে। ১৯২১ সালের ২১শে জানুয়ারী বামপন্থী প্রতিনিধিরা (এ. গ্রামস্‌সি ও অন্যান্য) কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসেন এবং ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন।

ইতালীয় সোস্যালিস্ট পার্টির সংস্কারবাদী নেতৃত্ব ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের নেতৃত্ব দেননি; বাস্তবপক্ষে তারই ফলে ১৯২২ সালে মুসোলিনির ক্ষমতায় আসার সুযোগ ঘটে।

১৯২২ সালের শেষে আই. এস. পি.'র অভ্যন্তরে "তৃতীয় আন্তর্জাতিকতাবাদী" নামে একটি বামপন্থী গোষ্ঠী (সেররাতি, লাজ্জারি ও অন্যান্য) গড়ে ওঠে: এঁরা ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মিলনের আবেদন করে এবং ১৯২৪ সালের আগস্ট মাসে পার্টির সঙ্গে সংযুক্ত হয়।

ফাসিস্ত একনায়কতন্ত্রের বছরগুলিতে ইতালীয় সোস্যালিস্ট পার্টিতে আবার একটি প্রভাবশালী বামপন্থী গোষ্ঠী গড়ে ওঠে।

১৯৩৪ সাল থেকে আই. এস. পি. শ্রমজীবী জনসাধারণের স্বার্থে ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করে। এই ঐক্য দুটি পার্টিকে বড় বড় সাফল্য অর্জনে সহায়তা করে এবং ইতালীয় শ্রমিক আন্দোলনের এ হ'ল এক বিরাট অগ্রগতি।

১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসে সারাগাতের নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠী ইতালীয় সোস্যালিস্ট পার্টি ত্যাগ ক'রে তথাকথিত ইতালীয় শ্রমজীবী জনগণের সোস্যালিস্ট পার্টি গঠন করে। ১৯৪৯ সালে আই. এস. পি. তার সদস্যপদ থেকে রোমিতোর নেতৃত্বাধীন একটি দক্ষিণপন্থী গ্রুপকে বিতাড়িত করে। ১৯৫২ সালে এই দুটি গ্রুপ একত্রিত হয়ে ইতালীয় সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি (আই. এস. ডি. পি.) গঠন করে। ইতালীয় শ্রমিক আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টির জন্য এই পার্টির অভ্যন্তরে জোটবদ্ধ সংস্কারবাদীরা সোস্যালিস্ট ও কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রমের নীতি বানচাল করার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট।

১৯৫৬ সালে আই. এস. পি. কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রমের চুক্তি বাতিল করে দেয়।

১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত ইতালীয় সোস্যালিস্ট পার্টির বত্রিশতম কংগ্রেসে কমিউনিস্টদের সঙ্গে যুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ সম্পর্কে ঘোষণা করা হয় যে: "সোস্যালিস্ট ও কমিউনিস্টদের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি হ'ল শ্রেণী সংহতি এবং কোনও প্রকার ঐক্যের চুক্তি বা আলোচনা নির্বিশেষে শ্রমজীবী জনতার প্রতি তাদের উভয়ের সাধারণ দায়িত্বের সচেতনতা।"

১৯৫৯ সালের জানুয়ারীতে অনুষ্ঠিত সোস্যালিস্ট পার্টির তেত্রিশতম কংগ্রেসে, যেখানে দক্ষিণপন্থী 'অটোনমিস্টরা' নেতৃত্ব লাভ করে, "কোনপ্রকার মৈত্রী চুক্তির বাইরে থেকে…কমিউনিস্ট ও সোস্যালিস্টদের মধ্যে সম্পর্কের সমাধানের কথা" ঘোষণা করা হয়। "কংগ্রেসের প্রস্তাবে ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় সংস্থা, গণসংগঠন ও পৌরসভাগুলিতে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়।"

আভান্তি! (আগে চল)—দৈনিক পত্রিকা, ইতালীয় সোস্যালিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র; ১৮৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে পত্রিকাটি সংস্কারবাদীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন না করে অসংলগ্ন আন্তর্জাতিক অবস্থান গ্রহণ করেছিল। এখনও পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। **পৃঃ ২১৩**

১০৭। গোলোস (**কণ্ঠস্বর**)—মেনশেভিক-ট্রটস্কীপন্থী দৈনিক, সেপ্টেম্বর ১৯১৪ থেকে জানুয়ারী ১৯১৫ পর্যন্ত প্যারিস থেকে প্রকাশিত হ'ত। পত্রিকাটি মধ্যপন্থী ধারা অনুসরণ করত।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের (১৯১৪-১৮) গোড়াতে গোলোসে মার্তভের জাতিদম্ভ বিরোধী প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাঁর দক্ষিণ দিকে ঝুঁকে পড়ার পরে পত্রিকাটি ক্রমবর্ধমান হারে জাতিদম্ভপরায়ণদের নিজের পক্ষভুক্ত করতে থাকে, "জাতিদম্ভের প্রতি যাঁদের মনোভাব আপসহীন তাঁদের পরিবর্তে ঐ সব ব্যক্তিদের সঙ্গে ঐক্যে" (লেনিন) অধিকতর আগ্রহী হয়ে ওঠে।

১৯১৫ সালের জানুয়ারীতে গোলোসের পরিবর্তে নাশে স্লোভো (আমাদের বাণী) প্রকাশিত হ'তে আরম্ভ করে। পৃঃ ২১৩

১০৮। লেনিন এখানে 'সোৎসিয়াল-দেমোক্রাৎ' পত্রিকার ১৯১৪ সালের ১লা নভেম্বর ৩৩নং সংখ্যায় প্রকাশিত আর. এস. ডি. এল. পি.'র কেন্দ্রীয় কমিটির ইস্তাহার 'যুদ্ধ ও রুশ সোস্যাল ডেমোক্রাসি' প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। পৃঃ ২১৪

১০৯। 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার কমিটি' গঠিত হয়েছিল ১৯১৬ সালের জানুয়ারীতে ফরাসী আন্তর্জাতিকতাবাদীদের দ্বারা। এই কমিটি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান চালায় এবং সাম্রাজ্যবাদীদের লুণ্ঠন অভিসন্ধি ও জাতিদম্ভপরায়ণদের প্রতারণার মুখোশ উন্মোচন করে অনেকগুলি পুস্তিকা ও ইস্তাহার প্রকাশ করে। কিন্তু সেই সঙ্গে উক্ত কমিটি সুবিধাবাদীদের সঙ্গে পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতে অপারগ ছিল এবং বৈপ্লবিক সংগ্রামের বিকাশসাধনে স্বচ্ছ ও যথোপযুক্ত কার্যক্রম উপস্থিত করতে সক্ষম হয়নি।

কমিটির এরকম অসংলগ্ন অবস্থা সত্ত্বেও ফ্রান্সের বামপন্থী আন্তর্জাতিকতাবাদী সাধারণ অনুগামীদের সংঘবদ্ধ ও বাম জিমারওয়াল্ডপন্থীদের প্রভাব জোরদার করার জন্য লেনিন একে ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। লেনিনের নির্দেশে ইনেসা আরমাঁদ কমিটির কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

রাশিয়ার মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রভাবে ও ফরাসী শ্রমিক আন্দোলনের প্রসারে কমিটি ক্রমেই বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদী শক্তিসমূহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়ে পড়ে। ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অল্প কিছুদিন পরেই ১৯২০ সালে কমিটি তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়। পৃঃ ২২৪

১১০। এখানে অস্ট্রিয়ার সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের অন্যতম নেতা ফ্রিৎজ অ্যাডলার কর্তৃক অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী কার্ল ফন স্তুরগহকে হত্যার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। পৃঃ ২২৫

১১১। এই চিঠিটি জার্মানীতে রাজনৈতিক সংকট উপলক্ষে লেনিনের পরামর্শে ১৯১৮ সালের ৩রা অক্টোবরে আহূত সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি, মস্কো সোভিয়েত এবং ফ্যাক্টরী কমিটি ও ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের যুক্ত সভায় পাঠ করা হয়। পৃঃ ২২৭

১১২। সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি, মস্কো সোভিয়েত, ফ্যাক্টরী কমিটি এবং ট্রেড ইউনিয়নসমূহের যুক্ত-সভা ১৯১৮ সালের ২২শে অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয় মস্কোর ট্রেড ইউনিয়ন গৃহের হল অব কলামনসে। এই বৈঠক আহূত হয়েছিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির নানা সমস্যাবলী ও সারা রুশ সোভিয়েতসমূহের ষষ্ঠ বিশেষ কংগ্রেস আহ্বান বিষয়ে আলোচনার জন্য। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর রিপোর্টটি ছিল আরোগ্যলাভের পর

লেনিনের প্রথম ভাষণ। সভায় লেনিনের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর প্রদত্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে তাঁরই খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়, পরে সোভিয়েতসমূহের ষষ্ঠ কংগ্রেসে যৎসামান্য রদবদল করে তা অনুমোদিতও হয়। পৃঃ ২৩১

১১৩। দি ইণ্ডিপেনডেন্ট সোস্যাল-ডেমোক্রাট পার্টি অব জার্মানী—১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে গঠিত একটি মধ্যপন্থী পার্টি।

১৯২০ সালের অক্টোবর মাসে হাল্লে শহরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে পার্টিতে ভাঙন ধরে; এর পরে ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে পার্টির বড় একটি অংশ জার্মানীর কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়। দক্ষিণপন্থী অংশ পৃথক পার্টি গড়ে ১৯২২ সাল পর্যন্ত পুরনো ইণ্ডিপেনডেন্ট সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি নামেই বিরাজ করে। পৃঃ ২৩৩

১১৪। এখানে ১৯১৮ সালের ৬ই থেকে ১১ই অক্টোবর পর্যন্ত প্যারিসে অনুষ্ঠিত ফরাসী সোস্যালিস্ট পার্টির কংগ্রেসের কথা লেনিনের মনে ছিল। পৃঃ ২৩৪

১১৫। নিম্নোক্ত তিনটি ব্রিটিশ পার্টির বিষয় এখানে উল্লেখ করা হয়েছে: সোস্যালিস্ট লেবর পার্টি, ব্রিটিশ সোস্যালিস্ট পার্টি ও ইনডিপেনডেন্ট লেবর পার্টি।

সোস্যালিস্ট লেবর পার্টি ছিল একটি বিপ্লবী মার্কসবাদী সংগঠন; ১৯০৩ সালে এস. ডি. এফ.-এর যে বামপন্থী অংশ বেরিয়ে আসেন তাঁরাই স্কটল্যাণ্ডে এই পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন; তাই পার্টি সদস্যদের অধিকাংশই ছিলেন স্কটিশ। ১৯১১ সালের ক্রমবর্ধমান ধর্মঘট আন্দোলনে এস. এল. পি. বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে এবং প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে সপ-স্টুয়ার্ড আন্দোলন সংগঠিত করার কাজেও গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে।

আর্থার ম্যাক্‌মনাস, টমাস বেল প্রমুখের নেতৃত্বে সোস্যালিস্ট লেবর পার্টির একটি গোষ্ঠী কমিউনিস্ট ইউনিটি গ্রুপ গঠন করেন; এঁরাই ব্রিটিশ সোস্যালিস্ট পার্টির সহযোগিতায় ১৯২০ সালে গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টিও প্রতিষ্ঠা করেন।

ব্রিটিশ সোস্যালিস্ট পার্টি ও ইনডিপেনডেন্ট লেবর পার্টি সম্পর্কে ৮৯ নং ও ৬৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য। পৃঃ ২৩৪

১১৬। স্পেনিশ সোস্যালিস্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসে এবং স্পেনিশ ওয়ার্কার্সের অষ্টম কংগ্রেসে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে সংহতিজ্ঞাপক বার্তা প্রেরণের প্রস্তাবের বিষয় এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। পৃঃ ২৩৪

১১৭। উচ্‌রেদিল্‌কা (উচরেদাইতেলনোয়ে সোব্রানিয়ে কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ, অর্থ 'গণপরিষদ') সোভিয়েত সরকার কর্তৃক ১৯১৮ সালের ৫ই জানুয়ারীতে আহ্বান করা হয়। অক্টোবর বিপ্লবের পূর্বেই অধিকাংশ এলাকাতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল; কাজেই পরিষদে প্রতিনিধি এসেছিল এমন এক স্তরের যা ইতোমধ্যেই অতিক্রান্ত, যখন ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল মেনশেভিক, সোস্যালিস্ট রিভলিউশনারী ও কেডেটদের হাতে। পরিষদের গঠনের সঙ্গে সোভিয়েত ক্ষমতার সংগঠন ও নতুন সোভিয়েত

সরকারের নীতিতে অভিব্যক্ত ব্যাপক জনসমষ্টির মনোভাব ও অভীপ্সার এক তীব্র বিরোধ দেখা দেয়। সোস্যালিস্ট-রিভলিউশনারী, মেনশেভিক ও কেডেটদের দ্বারা গঠিত পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বুর্জোয়া ও কুলাকদের পক্ষ হয়ে বলতে থাকে। তারা বলশেভিকদের দ্বারা উত্থাপিত মেহনতী ও শোষিত জনতার অধিকারের ঘোষণাপত্র আলোচনা করতে, অথবা শান্তি, জমি ও সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত সোভিয়েতসমূহের দ্বিতীয় কংগ্রেসের সনদ অনুমোদন করতে অস্বীকার করে। বলশেভিক সদস্যরা নিজেদের বক্তব্য উপস্থিত করার পর পরিষদ ত্যাগ করেন, কারণ পরিষদ যে মেহনতী জনতার স্বার্থের পরিপন্থী তা পরিপূর্ণভাবেই প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। ১৯১৮ সালের ৭ই জানুয়ারী সোভিয়েতসমূহের সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি গণপরিষদ বাতিল করে দেয়। পৃঃ ২৩৬

১১৮। ১৯১৬ সালে প্যারিস থেকে প্রকাশিত La Victoire পত্রিকার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে ; পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন জাতিদম্ভ-পরায়ণ ও অর্ধ-নৈরাজ্যবাদী জি. হার্ভে। পৃঃ ২৩৯

১১৯। জার্মান ইস্টার্ন আর্মিতে বিপ্লবী মিলিটারী কাউন্সিল গঠনের কথা লেনিনের মনে ছিল ; এরা ‘লাল ফৌজ’ নামে সংবাদপত্র প্রকাশ করত। পৃঃ ২৪২

১২০। স্পার্টাকাস লীগ গঠিত হয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ১৯১৬ সালের ১লা জানুয়ারী। এর আবির্ভাব হয়েছে প্রকৃতপক্ষে প্রথম মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে, যখন কার্ল লিবনেক্ট, রোজা লুক্সেমবুর্গ, ফ্রাঞ্জ মেহরিং, ক্লারা জেটকিন ও অন্যান্যদের নেতৃত্বে বামপন্থী জার্মান সোস্যাল-ডেমোক্রাটরা “আন্তর্জাতিক” গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করে ; পরবর্তীকালে এদের “স্পার্টাকাস লীগ” নামেও অভিহিত করা হ’ত। স্পার্টাসিস্টরা জনসাধারণের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিপ্লবী প্রচার চালায়, জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের লুণ্ঠনকারী নীতি ও সোস্যাল ডেমোক্রাট নেতৃবৃন্দের বিশ্বাসঘাতকতার মুখোশ উন্মোচন করে দেয়। কিন্তু স্পার্টাসিস্ট তথা জার্মান বামপন্থীরা তত্ত্ব ও নীতি সম্পর্কিত অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে অর্ধ-মেনশেভিক ভ্রান্তি থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পারেননি। জার্মান বামপন্থীদের ভুলগুলি ভি. আই. লেনিনের “দি ,জুনিয়াস প্যাম্ফলেট’”, “এ ক্যারিকেচার অব মার্কসিজম”, “ইম্পিরিয়ালিস্ট ইকনমিজম” ও অন্যান্য প্রবন্ধে এবং জে. ভি. স্তালিনের প্রলেতারস্কায়া রেভলিউৎসিয়া পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে লেখা চিঠি “সাম্ কোশ্চেন্স কনসারনিং দি হিস্টরি অব বলশেভিজম”এ (জে. ভি. স্তালিন, রচনাসংগ্রহ, ১৩ নং খণ্ড, পৃঃ ৮৬-১০৪) সমালোচিত হয়েছে। ১৯১৭ সালের এপ্রিলে স্পার্টাসিস্টরা স্বাধীন সংগঠন রূপে জার্মানীর সেনট্রিস্ট ইণ্ডিপেনডেন্ট সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিতে যোগদান করে। ১৯১৮ সালের নভেম্বরে

জার্মানীতে সংঘঠিত বিপ্লবের পরে স্পার্টাসিস্টরা "ইনডিপেনডেন্টদের" সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং ডিসেম্বর মাসে জার্মানীর কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করে। পৃঃ ২৫২

১২১। কার্ল মার্কস প্রণীত 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' গ্রন্থের ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস কৃত ভূমিকা দ্রষ্টব্য। (মার্কস ও এঙ্গেলস, নির্বাচিত রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, মস্কো, ১৯৫৮ পৃঃ ৪৮৫)। পৃঃ ২৫৪

১২২। Die Freiheit (স্বাধীনতা)—জার্মানীর মধ্যপন্থী ইনডিপেনডেন্ট সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির দৈনিক সংবাদপত্র ; ১৯১৮ সালের নভেম্বর থেকে ১৯২২ সালের অক্টোবর পর্যন্ত বার্লিনে প্রকাশিত হ'ত। পৃঃ ৩৫৭

১২৩। লেনিন এখানে কেডেটদের দ্বারা পেত্রোগ্রাদে প্রাভদার সম্পাদকীয় দপ্তর তছনছ করার পর ১৯১৭ সালের ৬ই জুলাই (১৯) বলশেভিক কর্মী আই. এ. ভয়নফকে নৃশংসভাবে হত্যার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। আই. এ. ভয়নফ জুলাইয়ের দিনগুলিতে 'লিস্তক প্রাভদি' প্রকাশনায় সহায়তা করতেন এবং শ্পালেরনায়া স্ট্রীটে (বর্তমানে ভয়নফ স্ট্রীট) পত্রিকাটি প্রচার করার জন্য নিহত হন। পৃঃ ২৫৮

১২৪। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল মস্কোতে, ১৯১৯ সালে ২রা থেকে ৬ই মার্চ। ৩০টি দেশ থেকে পূর্ণ ভোটাধিকারক্ষম ৩৪ জন ও মন্ত্রণাদানকারী ভোটাধিকারপ্রাপ্ত ১৮ জন সহ মোট ৫২জন প্রতিনিধি এখানে যোগদান করেছিলেন। আর. সি. পি. (বি)-র প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন ভি. আই. লেনিন, জে. ভি, স্তালিন ও ভি. ভি. ভরভস্কি।

আলোচ্যসূচীর মুখ্য বিষয় "বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও সর্বহারার একনায়কত্ব" সম্পর্কে লেনিনের রিপোর্ট ১৯১৯ সালের ৪ঠা মার্চ পূর্বাহ্ণের অধিবেশনে উত্থাপিত হয়। কংগ্রেস কোনপ্রকার আলোচনা না করেই এই বিষয় সম্পর্কে লেনিনের থিসিস অনুমোদন করে এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যকরী কমিটির ব্যুরোকে নির্দেশ দেয় এটির যথাসম্ভব ব্যাপক প্রচারের জন্য। লেনিন উত্থাপিত প্রস্তাবও কংগ্রেস গ্রহণ করে (বর্তমান গ্রন্থের ২৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। থিসিসগুলি লেনিন লিখেছিলেন রুশ ভাষায় এবং তর্জমা করা হয়েছিল জার্মান ভাষায়। কংগ্রেসে লেনিনের সব ভাষণই জার্মান ভাষায় ছিল। লেনিনের পরামর্শে কংগ্রেস সর্বসম্মতিক্রমে জিমারওয়াল্ড অ্যাসোসিয়েশন ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের মঞ্চ ও বিশ্ব সর্বহারার প্রতি একটি ইস্তাহারও এখানে অনুমোদন লাভ করে এবং কতকগুলি প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। কংগ্রেস দুইটি পরিচালন সংস্থা গঠন করার সিদ্ধান্ত নেয় : কার্যকরী কমিটি ও কার্যকরী কমিটির দ্বারা নির্বাচিত পাঁচজন সদস্যের একটি ব্যুরো। পৃঃ ২৬১

১২৫। শপ স্টুয়ার্ডস কমিটি—প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটেনে ফ্যাক্টরিগুলিতে শ্রমিকদের দ্বারা নির্বাচিত সংস্থা। এরা ১৯১৫ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে বিখ্যাত ক্লাইড ধর্মঘট, ১৯১৭ সালে মে মাসে ইঞ্জিনিয়ারীং শিল্পে ধর্মঘট

প্রভৃতি পরিচালনা করে। ১৯১৬ সালে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে এরা জাতীয় শপ স্টুয়ার্ড আন্দোলন গড়ে তোলে। যে নিয়মাবলী এরা গ্রহণ করে তাতে বলা হয় যে আন্দোলনের কর্তব্য হ'ল "জয়লাভ সুনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য শ্রেণী ভিত্তিতে শ্রমিকদের সংগঠিত করা।" মহান অক্টোবর বিপ্লবের পর শপ স্টুয়ার্ড আন্দোলন সোভিয়েত রাশিয়ার সমর্থনে এগিয়ে আসে এবং সাম্রাজ্যবাদী সশস্ত্র হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

আর্থার ম্যাকমনাস, উইলিয়ম গালাচার, হ্যারি পলিট প্রমুখ শপ স্টুয়ার্ডস আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় সদস্যগণ গ্রেট ব্রিটিনের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে অংশ গ্রহণ করেন। পৃঃ ২৬২

১২৬। কার্ল মার্কস-এর 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' দ্রষ্টব্য (মার্কস ও এঙ্গেলস, নির্বাচিত গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, মস্কো, ১৯৫৮, পৃঃ ৫২১)। পৃঃ ২৬৬

১২৭। দ্রেফুস মামলা—ফরাসী প্রতিক্রিয়াশীল রাজতন্ত্রী জঙ্গীবাদীদের দ্বারা ১৮৯৪ সালে দ্রেফুস নামে জনৈক ইহুদী সৈন্যাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে নাশকতা ও রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ সমন্বিত সাজানো মামলা। সামরিক বিচারে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। মামলাটি পুনর্বিচারের জন্য শক্তিশালী আন্দোলনের ফলে প্রজাতন্ত্রী ও রাজতন্ত্রীদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ বাধে, পরিণামে ১৯০৬ সালে দ্রেফুস মুক্ত হন। লেনিন দ্রেফুস মামলাকে "প্রতিক্রিয়াশীল জঙ্গীবাদীদের শত সহস্র জাল কারচুপির অন্যতম" বলে বর্ণনা করেছেন। পৃঃ ২৬৯

১২৮। আর. সি. পি. (বি)-র সপ্তম কংগ্রেসে গৃহীত পার্টির নাম ও কার্যসূচী পরিবর্তনের প্রস্তাবের কথা এখানে লেনিনের মনে ছিল। পৃঃ ২৭৭

১২৯। Gazeta Pechatnikov (মুদ্রাকরদের সংবাদপত্র) প্রকাশিত হয়েছিল মস্কো প্রিন্টারস্ ইউনিয়ন দ্বারা, তখন এটি ছিল মেনশেভিকদের প্রভাবাধীন। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৮ সালের ৮ই ডিসেম্বর, ১৯১৯ সালের মার্চে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। পৃঃ ২৮০

১৩০। Die Rote Fahne (লাল ঝাণ্ডা) পত্রিকার ১৯১৮ সালের ১৮ই নভেম্বরে প্রকাশিত ৩নং সংখ্যায় রোজা লুক্সেমবুর্গের "Der Anfang" (সূত্রপাত) প্রবন্ধটির কথা এখানে লেনিনের মনে ছিল। পৃঃ ২৮৩

১৩১। "বিজয় ও কীর্তি" (Won and Recorded) নিবন্ধটি রচিত হয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেস উপলক্ষে। পৃঃ ২৮৮

১৩২। ল্যুমানিতে—জঁা জরেস কর্তৃক ১৯০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ফরাসী সোস্যালিস্ট পার্টির মুখপত্র স্বরূপ একটি দৈনিক সংবাদপত্র। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পত্রিকাটি ফরাসী সোস্যালিস্ট পার্টির চরম দক্ষিণপন্থীদের হাতে থাকে এবং সামাজিক-জাতিদম্ভ প্রচার করে। ১৯২০ সালের কংগ্রেসে সোস্যালিস্ট পার্টিতে ভাঙন ধরার ও ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠার অল্প কিছুকাল

পরেই ল্যুমানিতে পার্টির মুখপত্র হয়; প্যারিস থেকে এখনও পত্রিকাটি সি. পি. এফ.-এর কেন্দ্রীয় মুখপত্র রূপে প্রকাশিত হচ্ছে।

এখানে লেনিন ১৯১৯ সালের ১৩ই জানুয়ারী ল্যুমানিতের ৫৩৮৪ নং সংখ্যায় প্রকাশিত "Le meeting de la Federation de la Seine" শীর্ষক নিবন্ধটির সারমর্ম পর্যালোচনা করেছেন। পৃঃ ২৯২

১৩৩। পোশেখোনোয়ে—বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়ার ইয়ারস্লাভ্‌ল গুবেরনিয়া অঞ্চলে একটি গ্রাম্য জেলার অন্তর্ভুক্ত একটি শহর। এম. ওয়াই. সালতিকফ্‌-শ্চেদ্রিনের "পুরনো পোশেখোনোয়ে" গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর (১৮৮৭-৮৯) পোশেখোনিয়ে নামটি যে কোন দূরবর্তী জঙ্গলাকীর্ণ নগর বোঝাতেই ব্যবহার করা হয়। পৃঃ ২৯৪

১৩৪। ১৯১৯ সালের ২১ শে মার্চ হাঙ্গেরীতে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়েছে এবং সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এই সংবাদের ওপর ভিত্তি করে আর. সি. পি. (বি)-র অষ্টম কংগ্রেস তার পক্ষ থেকে ভি. আই. লেনিনকে হাঙ্গেরীয় সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে অভিনন্দন বাণী পাঠাতে নির্দেশ দেয়। ১৯১৯ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত হাঙ্গেরীতে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র বজায় ছিল। পৃঃ ২৯৮

১৩৫। লেনিনের অভিভাষণগুলি রেকর্ড করার ব্যবস্থা করেছিল Centropechat (পত্রপত্রিকা সরবরাহ ও প্রচারের জন্য সারা রুশ কার্যকরী কমিটির কেন্দ্রীয় এজেন্সী)। ১৯১৯ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে লেনিনের তেরটি বক্তৃতা রেকর্ড করা হয়। পৃঃ ৩০০

১৩৬। মার্কস ও এঙ্গেলস, "নির্বাচিত পত্রাবলী", মস্কো, পৃঃ ১৩২-৩৩ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৩১০

১৩৭। মার্কস ও এঙ্গেলস, "নির্বাচিত পত্রাবলী" মস্কো, পৃঃ ১১১ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৩১২

১৩৮। মার্কস ও এঙ্গেলস, "নির্বাচিত রচনাবলী", দ্বিতীয় খণ্ড, মস্কো, ১৯৫৮, পৃঃ ৩২-৩৩ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৩২০

১৩৯। বার্ন আন্তর্জাতিক—দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বার্নে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে গঠিত জাতিগর্বী ও মধ্যপন্থী পার্টিগুলির একটি অ্যাসোসিয়েশন। ভি. আই. লেনিন "তৃতীয় আন্তর্জাতিকের কর্তব্য" ও অন্যান্য কয়েকটি প্রবন্ধে বার্ন আন্তর্জাতিকের সমালোচনা করেছেন। পৃঃ ৩২৪

১৪০। ১৯১৯ সালের ৫ই থেকে ৮ই অক্টোবর বোলোগনাতে অনুষ্ঠিত ইতালীয় সোস্যালিস্ট পার্টির ষষ্ঠদশ কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলি লেনিন এখানে স্মরণ করছেন। পৃঃ ৩২৬

১৪১। Red Banner, তথা Die Rote Fahne—দৈনিক সংবাদপত্র, জার্মানীর কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র; প্রথম পর্যায়ে কে. লিবকনেক্ট ও আর. লুক্সেমবুর্গ কর্তৃক স্পার্টাকাস লীগের কেন্দ্রীয় মুখপত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত। প্রথম সংখ্যা বার্লিনে প্রকাশিত হয় ১৯১৮ সালের ৯ই নভেম্বর পত্রিকাটি

বারংবার শিদেমান নস্ক সরকার দ্বারা দণ্ডিত ও দমিত হয়; ১৯৩৩ সালে ফাসিস্তদের ক্ষমতাসীন হবার পরে পত্রিকাটি নিষিদ্ধ হয়, তবে বে-আইনী-ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৩৫ সালে প্রাগে (চেকোস্লোভাকিয়া) স্থানান্তরিত হয়; ১৯৩৬ সালে অক্টোবর থেকে ১৯৩৯ সালের শরৎকাল পর্যন্ত Die Rote Fahne ব্রুসেলস (বেলজিয়াম) থেকে প্রকাশিত হয়।
পৃঃ ৩২৬

১৪২। রুশ ও হাঙ্গেরীয় বিপ্লবের প্রতি সমর্থন এবং রাশিয়া ও হাঙ্গেরীর ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদীদের অ-হস্তক্ষেপের দাবী জানিয়ে ১৯১৯ সালের ২১শে জুলাই পরিকল্পিত আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ধর্মঘটের ব্যাপারে জাঁ লংগুয়েত, মেরেহিম, জোহক্স প্রভৃখের নেতৃত্বে ফরাসী সামাজিক আপসকামীদের বিশ্বাসঘাতক চরিত্রের কথা লেনিন এখানে স্মরণ করেছেন। শ্রমিকদের প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে, ধর্মঘট আরম্ভ হবার পূর্ব মুহূর্তে যাতে তা বন্ধ করার পরামর্শ দেওয়া যায় সেজন্যে জোহক্স, মেরেহিম প্রমুখ সি. জি. টি. (Confederation Generale du Travail) নেতৃবৃন্দ প্রথমে ধর্মঘটের পক্ষেই মত ঘোষণা করেছিলেন। এই বিশ্বাসঘাতকতার ফলে আন্তর্জাতিক ধর্মঘট ব্যর্থ হয় এবং রাশিয়া ও হাঙ্গেরীতে সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলির হস্তক্ষেপ সুগম হয়।
পৃঃ ৩৪০

১৪৩। ১৯১৯ সালের ২০শে থেকে ২৩শে অক্টোবর বেআইনীভাবে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কংগ্রেসে জার্মানীর কমিউনিস্ট পার্টিতে ভাঙন দেখা দেয়। ঐ কংগ্রেসে "বামেরা" নৈরাজ্যবাদী-সিণ্ডিকালিস্ট মতামত ব্যক্ত ক'রে পার্লামেণ্ট বর্জন, রাজনৈতিক সংগ্রাম বাতিল ও প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়নে কাজ করার অনিচ্ছা ঘোষণা করে। "বামেরা" সংখ্যালঘিষ্ঠ ছিল; পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হয়ে তারা জার্মানীর কমিউনিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি (কে. এ. পি. ডি.) নামে একটি স্বতন্ত্র পার্টি গড়ে। পরবর্তীকালে বিপথচালিত হয়ে এই পার্টি একটি প্রতিক্রিয়াশীল নৈরাজ্যবাদী সিণ্ডিকালিস্ট গ্রুপে পরিণত হয়। পৃঃ ৩৪১

১৪৪। প্রাচ্যের জনগণের কমিউনিস্ট সংগঠনগুলির দ্বিতীয় নিখিল রুশ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় মস্কোতে ১৯১৯ সালে ২২ নভেম্বর থেকে ৩রা ডিসেম্বর। কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবার আগের দিন, অর্থাৎ ২১শে নভেম্বর, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও কংগ্রেস প্রতিনিধিদের একটি গ্রুপের একটি প্রাথমিক সভা বসে। লেনিন সভাপতিত্ব করেন। তুর্কিস্থান, আজারবাইজান, খিবা, বোখারা, কিরঘিজিয়া, তাতারিয়া, চুবাশিয়া, বাশকিরিয়া, ককেশাস প্রভৃতি অঞ্চলের মোসলেম কমিউনিস্ট সংগঠনগুলি থেকে প্রায় ৮০ জন প্রতিনিধি কংগ্রেসে যোগ দেন। আর. সি. পি. (বি)-র কেন্দ্রীয় কমিটি দ্বারা কংগ্রেস উদ্বোধন করার ভারপ্রাপ্ত হয়ে জে. ভি. স্তালিন কংগ্রেসের কর্মসূচীর উপর উদ্বোধনী ভাষণ দেন। প্রথম দিনে ভি. আই. লেনিন 'বর্তমান পরিস্থিতি' সম্পর্কে বক্তৃতা দেন।

প্রাচ্যের জনগণের কমিউনিস্ট সংগঠনগুলির কেন্দ্রীয় ব্যুরোর কাজকর্ম

সম্পর্কিত একটি রিপোর্ট কংগ্রেসে আলোচিত হয়, একটি নতুন ব্যুরো নির্বাচিত এবং প্রাচ্যের পার্টি ও সোভিয়েত সংস্থাগুলির সম্মুখে যে সব কর্তব্যকর্ম রয়েছে তার একটা খসড়াও তৈরী করা হয়। পৃঃ ৩৪৭

১৪৫। সংবিধান পরিষদ কমিটি সামারাতে ১৯১৮ সালের গ্রীষ্মকালে প্রতিষ্ঠিত প্রতি-বিপ্লবী সরকার। লাল ফৌজ ১৯১৮ সালের অক্টোবরে সামারা দখল করলে এরা শহর ছেড়ে পালিয়ে যায় এবং কিছুদিন পরেই তল্পি গোটায়। পৃঃ ৩৪৯

১৪৬। দি টাইম্‌স—ব্রিটিশ বুর্জোয়াদের রক্ষণশীল অংশের প্রধান সংবাদপত্র; ১৭৮৫ সালে লণ্ডনে প্রতিষ্ঠিত। পৃঃ ৩৬৩

১৪৭। লেনিনের "ভারতীয় বিপ্লবী সঙ্ঘের প্রতি" বাণীটি ইংরেজীতে অনূদিত হয়ে বেতারে প্রচারিত হয়। ভারতীয় বিপ্লবীদের একটি জমায়েতে ১৯২০ সালের ৪ঠা মার্চ গৃহীত এবং রাশিয়ায় লেনিনকে প্রেরিত একটি প্রস্তাবের প্রত্যুত্তরে এটি রচিত। প্রস্তাবে নির্যাতিত শ্রেণী ও জনগণের মুক্তির জন্য সোভিয়েত রাশিয়ার কঠিন সংগ্রামের জন্য ভারতীয় বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। পৃঃ ৩৭২

১৪৮। "ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির যুক্ত অস্থায়ী কমিটির চিঠির উত্তর" বেতারে প্রচারিত ও ব্রিটিশ সোস্যালিস্ট পার্টির মুখপত্র "দি কল" পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (২২৪ নং স্যখ্যা, ২২ শে জুলাই, ১৯২০)। ১৯২০ সালের ৩১শে জুলাই ও ১লা আগস্ট অনুষ্ঠিত ব্রিটিশ কমিউনিস্ট ইউনিটি কনভেনশনে এটি পঠিত হয়। পৃঃ ৩৭৩

১৪৯। "অস্ট্রীয়ান কমিউনিস্টদের কাছে চিঠি" লেনিন লিখেছিলেন অস্ট্রীয়ার কমিউনিস্ট পার্টিব পার্লামেণ্টের নির্বাচন বয়কট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রসঙ্গে। ১৯২০ সালের ১লা সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত একটি সাধারণ পার্টি সম্মেলন সংসদীয় নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্বাচন চলা কালে অস্ট্রীয়ার কমিউনিস্ট পার্টির মূল ধ্বনি ছিল, শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী ঐক্য গড়ে তোল। পৃঃ ৩৮১

১৫০। লেনিনেব চিঠিটি ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র Die Rote Fahne, ফরাসী সোস্যালিস্ট পার্টির মুখপত্র L' Humanite' এবং গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'দি কমিউনিস্ট" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পৃঃ ৩৮৮

১৫১। এখানে জার্মানীর কমিউনিস্ট পার্টির যে পেটি-বুর্জোয়া নৈরাজ্যবাদী-সিণ্ডিকালিস্ট "বাম" অংশ ১৯১৯ সালের অক্টোবরে পার্টি পরিত্যাগ করে ১৯২০ সালে নিজেদের নতুন পার্টি "জার্মানীর কমিউনিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি" গড়েছিল তাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রমিকদের মধ্যে এদের প্রতি কোন সমর্থন ছিল না; ফলে পরবর্তীকালে এরা অধঃপতিত হয়ে কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি বৈরী একটি গোষ্ঠীতে পরিণত হয় এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কু পৃঃ ৩৮৮